Cwk-H05211-1-P36193

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৮৮৭৪

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | সকল দেশের শ্রমিক এক হও

আগস্ট, ১৯৭৪ P 36,173 সংখ্যা ৮

সূচীপত্র

এম. রেইম্যান	:	শান্তি-যুদ্ধ-বিপ্লব	৩
এফ. পূজা	:	সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনৈতিক সমন্বয় সাধন	৯
জে. লেনার্ট	:	লেনিনবাদ ও স্লোভাক অভ্যুত্থানের শিক্ষাসমূহ	১৪
এন. চাউই	:	সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট ও আরব মুক্তি আন্দোলন	২০

পার্টি জীবন

ই. পাপাইওয়া	:	ঐক্য গঠনে সাইপ্রাসের শ্রমজীবী জনগণের প্রগতিশীল পার্টির ত্রয়োদশ অধিবেশন	২৫
		সংক্ষেপে	২৯
এম. ডোইগভ	:	কানাডাবাসীদের নিজগৃহে নিজেদেরই প্রভু হতে হবে	৩১
		"সমাজে যুব কার্যক্রম ও কমিউনিস্ট" সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সম্মেলন	৩৫

তত্ত্ব

		ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের গভীরতা বৃদ্ধি	৫১
জি হল	:	তত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব	৫৯
টি. জারোসজিউস্কি	:	সমাজতন্ত্রবাদ এবং খ্রীস্টিয় মানবতাবাদের বামপন্থী ক্যাথলিক ভাষ্য	৬১

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

আর. কাস্টিলো	:	বিপ্লবের শিক্ষা ও সম্ভাবনা	৬৭
আই. ইস্কান্দারী, আই. বিলেন	:	কমিউনিস্ট বিরোধিতা পিছু হটছে	৭৩
বি. মিনক্লেয়ার	:	উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সংকটের পশ্চাতে	৭৭
		কমিউনিস্ট যোদ্ধা	৮১
জান প্রাজস্কি	:	ইতিহাস রচিত হচ্ছে	৮২

সূচীপত্র

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি

এম. জিমিয়ানিন	:	শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে	৮৬
		পুস্তক সমীক্ষা, পার্টি প্রেসের আগামী প্রকাশন	৯২
		১৯৭৪ সাল—ডব্লিউ এম আর-এর প্রচার বৎসর	৯৭

দলিলপত্র

		কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য	৯৮
পি. সেফার্ট	:	জি. ডি. আর-এর রাজনৈতিক পোস্টার	৯৯
		স্মৃতির উদ্দেশ্যে	৯৯
		ডায়েরি	১০০
		আগামী সংখ্যায় থাকবে	১০০

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (৭০০০১২) অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ (৭০০০১৭) থেকে অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

শান্তি যুদ্ধ বিপ্লব

ম্যাকস্ রেইম্যান
অনারারি প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডিয়াম-সদস্য,
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি

বিশ্বপরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক বিরাট পরিবর্তনসমূহ এক নতুন, ঐতিহাসিক বাস্তবতার সূচনা করেছেঃ এটা যুদ্ধ থেকে শান্তি, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা থেকে উত্তেজনা-প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে একটা মোড় পরিবর্তন। এক নতুন যুগের মানুষ সক্রিয় গণ-জীবনে প্রবেশ করছে—তারা তাদের পিতার কাছে এবং যুদ্ধের স্মৃতিকথা-লেখকদের কাছ থেকে বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছে। ৬০ বছর আগে যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাতে অনিচ্ছুক অংশ-গ্রহণকারীদের কাছে সেই বেদনাদায়ক অনুষঙ্গের কথা স্মরণ করা প্রথম দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে।

কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা সে দৃষ্টি নিয়ে একে দেখি না। যুদ্ধ, শান্তি এবং বিপ্লব সম্পর্কে আধুনিককালের সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সেই যুদ্ধের উৎপত্তি, ফলাফল এবং শিক্ষার একটি বাস্তব ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা অন্তত নানা কারণেই সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা সর্বদাই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ইতিবাচক বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকছে। উপরন্তু আজকে সামরিক সংঘর্ষের বিপদ এড়ানোই কেবলমাত্র লক্ষ্য নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং উত্তেজনা-প্রশমনকে অপরিবর্তনীয় করাও একটি লক্ষ্য। বাস্তবপক্ষে মানবজাতির ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে যুদ্ধবিরোধী এবং বিপ্লবী সংগ্রাম এই উভয়ের মিলিত হওয়ার উপর। এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে এ বিষয়টির উপর ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়েছিল।

এই সম্মেলনে বলা হয়েছিল, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি-গুলির যুক্ত অভিযানের প্রধান সংযোগ রয়েছে বিশ্বশান্তির জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে এবং মানবজাতির সামনে যে বিপদ অব্যাহত রয়েছে সেই পারমাণবিক বিশ্ব-যুদ্ধের বিপদ এবং গণ-বিধ্বংসের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে।"[১] বিস্ময়ের কিছুই নেই যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে শান্তির কর্মসূচীর সাফল্যপূর্ণ অগ্রগতি, সমাজতন্ত্রের এক ঐতিহাসিক শান্তি-অভিযান কমিউনিস্ট এবং সমস্ত সাচ্চা বিপ্লবী কর্তৃক গভীর আগ্রহের সঙ্গে সমর্থিত হয়।

দ্বিতীয়ত, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, দেশজয় এবং সমস্ত অন্যায় যুদ্ধের জন্য ঐতিহাসিকভাবে অপরাধী সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক উত্তেজনার উস্কানি দিয়ে চলেছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদই জনগণের রক্ত-নিংড়ানো অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, সশস্ত্র সংঘর্ষের এবং প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের উৎস।

তৃতীয়ত, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈপ্লবিক অগ্রগতির স্বার্থ যুদ্ধ বা আগ্রাসনের বিপদের অবসান করা অথবা হ্রাস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই অগ্রগতির পথ সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্যভাবে যুদ্ধের কারণসমূহ নির্মূল করার, সমরবাদ এবং আগ্রাসনের বাহকগণকে বিচ্ছিন্ন করার এবং ইতিহাসের জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থত, আমাদের সময়কালে, যখন এই যুগের প্রধান আধেয় হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ তখন দুই ব্যবস্থার শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে। ৬০ বছর আগের মতোই, যুদ্ধ এবং তার সামাজিক ফলাফলের কারণ সম্পর্কে বুর্জোয়া মতবাদের জাঁকালো পরিধির খপ্পর থেকে যুদ্ধ, শান্তি এবং বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কমিউনিস্টদের। এবং ইতিহাসের শিক্ষার বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা প্রতি-পালন করতে হবে।

১ কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন, মস্কো, ১৯৬৯, শান্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রকাশক প্রাগ, ১৯৬৯, পৃঃ ৩১।

অবশ্য একটি প্রবন্ধের সীমারেখার মধ্যে সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত স্বরূপ তুলে ধরার প্রচেষ্টা বৃথা। বিশ্বযুদ্ধের বার্ষিকী উপলক্ষে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে সেই সুযোগে লেখক সেই যুদ্ধ থেকে এখনও যে কতিপয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা যায়—তা আলোচনা করতে আগ্রহী এবং বহুবিধ সুবিদিত কিন্তু প্রায়ই অবহেলিত অথবা বিকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের উল্লেখ করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের কায়দায়—সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধ তার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যকার এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও বেশী মারাত্মক হয়ে উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সূচনা করে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও তীব্রতর পুঁজিবাদী বিরোধ বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংকটকে গভীরতর করে তোলে। এবং সেই সঙ্গে বহু সংখ্যক ইয়োরোপীয় এবং এশীয় দেশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদের জন্য এই নিয়তিমূলক সংযোগের অর্থ কি এই যে, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবিরূপে যুদ্ধের "মধ্য থেকে জন্মলাভ করে?"

না, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা কখনো বলেনি যে অন্য কিছুই নয়, শুধু যুদ্ধ এবং একমাত্র যুদ্ধই বিপ্লবের জন্ম দেয়। যুদ্ধ এবং বিপ্লব সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধাতের। সামাজিক লক্ষণ হিসাবে তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ এবং আবশ্যিক সংযোগ নেই। এমনিতে যুদ্ধ কখনো একটা বিপ্লবের কারণ নয়, কিন্তু যদিও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান তখনই সম্ভব হয় যখন বাস্তব অবস্থা পরিপক্ক হয়, একটি বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং বিষয়ীগত উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিণত হয়।

বস্তুত সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য দুইটি বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা বিপুল-ভাবে শিক্ষণীয়, এবং কোনো স্থিরচিত্ত পুঁজিবাদী রাজনীতিবিদ্ সে সম্পর্কে অমনোযোগী হতে পারে না। অপরপক্ষে আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে আরও অন্য বিষয়ের উপর জোর দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের দেশবিজয়ের যুদ্ধের **বিরুদ্ধে** এবং এই যুদ্ধ অনিবার্যভাবে যে ধ্বংসের সূত্রপাত করে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার স্বার্থ সর্বদাই যুক্ত থাকে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুরুতে প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণে শান্তির জন্য সংগ্রামকে—"শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের অংশ হিসাবে"[১] ঘোষণা করা হয়। এবং ১৮৯৩ সালে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ তাঁর প্রবন্ধে, "ইয়োরোপ কি নিরস্ত্র হতে পারে?" লিখেছিলেন, সমগ্র ইয়োরোপে স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থাকে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যে হয় জনসাধারণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ধ্বংস হবে এবং সামরিক ব্যয়ভারে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, অথবা তা অনিবার্যভাবে বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধের সূচনা করবে।"

একটি বিশ্বদাবানল জনগণের উপর যে কী সীমাহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে তা অনুধাবন করেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা যুদ্ধ পরিহার করার জন্য সবকিছু কাজ করেছেন। ইয়োরোপে লেনিন যুদ্ধ চান কি না এ সম্পর্কে ১৯১৪ সালে আলফ্রেড ম্যাকোসন নামে জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন: "না, আমি তা চাই না···যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখার বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমি আমার সাধ্যানুসারে সবকিছু করছি এবং করে যাব। আমি চাইনা যে লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েত পুঁজিবাদের পাগলামির জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করবে। এ ভাবেই আমি তা দেখি···আগে থেকে বিষয়গতভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করা এবং তা শুরু হয়ে গেলে তাকে যথাশক্তি দিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা এক কথা। যুদ্ধ চাওয়া বা যুদ্ধের জন্য কাজ সম্পূর্ণ অন্য কথা।" যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা শান্তির কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন খুব কম সংখ্যক পার্টি প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতির প্রতি অনুগত ছিল। এবং সেই স্বল্পসংখ্যক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ বলশেভিকদের দৃষ্টান্তে অনু-প্রাণিত হয়। স্টেট ডুমায় বলশেভিক গ্রুপ জার সরকারের সামরিক বাজেটের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে ভোট দেয়। সার্বিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিগণও সামরিক ঋণের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বুলগেরীয় "তেসানিয়াকস", রুমানিয়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি নেতৃত্বের বামপন্থী-অংশ, কার্ল লেবনেক এবং রোজা লুক্সেমবুর্গ-এর নেতৃত্বে জার্মান বামপন্থীরা এবং অন্যান্য সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বামপন্থী শক্তিসমূহ যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক ভূমিকা গ্রহণ করে।

জার্মানিতে আমরা কার্ল লেবনেক্ট-এর কাছ থেকে সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করার সাহস অর্জন করি। লেবনেক ছিলেন রাইখস্ট্যাগ-এর একমাত্র ডেপুটি, যিনি ১৯১৪ সালের ২ ডিসেম্বর যুদ্ধঋণের জন্য সরকারি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। লেবনেক "যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জার্মান শ্রমিকদের কাছে ব্যাখ্যা

১ প্রথম আন্তর্জাতিকের **জেনারেল কাউন্সিল ১৮৬৪—১৮৬৬, কার্য বিবরণী**, মস্কো, পৃঃ ২৮৭।

করেন, "প্রতিটি জাতির প্রধান শত্রু তার নিজের দেশেই আছে। জার্মান জাতির প্রধান শত্রু জার্মানিতেই আছে: জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, জার্মান জঙ্গী পার্টি, জার্মান গুপ্ত কূটনীতি। জার্মান জাতিকে অবশ্যই তার নিজের দেশের শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, অন্যান্য দেশের যে প্রলেতারিয়েত নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করছে সেই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতা করে জার্মান জাতিকে—একটি রাজনৈতিক সংগ্রামে তার শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে।"[১]

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জিম্মার ওয়াল্ডে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট সম্মেলনে লেনিন এবং বলশেভিকরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করে। জিম্মার ওয়াল্ড ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে: "...আমরা সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের এবং তাদের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি: আমরা জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, পোলস, লেটস, রুমানিয়ান, বুলগেরিয়ান, সুইডিস, নরওয়েজিয়ান, ডাস্‌ম্যান এবং সুইশ: আমরা যারা শোষকশ্রেণীর সঙ্গে জাতীয় সংহতির কথা অস্বীকার করি, কিন্তু প্রলেতারিয়েত-আন্তর্জাতিক সংহতি এবং শ্রেণীসংগ্রামকে গ্রহণ করি: আন্তর্জাতিক বন্ধনে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাতে এবং শান্তির[২] জন্য সংগ্রাম শুরু করতে আমরা সমবেত হয়েছি।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বলশেভিকরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধের দিকে পরিবর্তন করে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে এবং এইভাবে জিমার ওয়াল্ড সম্মেলনে নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির সূচনা করে নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপ হল শান্তির অনুশাসন জারি করা।

এখনও বিশ্ব দেখতে পারে যে কমিউনিস্টরা শান্তির এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির অত্যন্ত দৃঢ় এবং অগ্রণী যোদ্ধা।

যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু এবং ধ্বংস (বিশেষ করে আমাদের যুগে)। কিন্তু তাই সব নয়। দেশজয়ের লক্ষ্য ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ শুরু করার লক্ষ্য হচ্ছে—বুর্জোয়াদের শ্রেণী-প্রভুত্বকে সংহত করা এবং ফলে শ্রমিক এবং জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধিতা করা। তদনুসারে, যুদ্ধ এবং শান্তি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সর্বদাই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

নির্দিষ্টভাবে এই কারণেই বিশ্বজনীন শান্তিবাদ যা প্রায় অশুভ শক্তির প্রতি অ-প্রতিরোধের ভাবধারারই শামিল। তার সাথে দৃঢ়চেতা বিপ্লবীর কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। তাই ন্যায় এবং অন্যায় যুদ্ধ সম্পর্কে সুপরিচিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা নির্ধারিত হয় শ্রেণীপ্রকৃতির ভিত্তিতে। শোষকদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলি রক্ষাকল্পে, জাতীয় মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি তা সমর্থন করে। আমাদের পক্ষে এটা গভীর আনন্দের বিষয়, ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ঐতিহাসিক জয়লাভে। দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্টরা সঙ্গতভাবেই গর্ববোধ করে এই কারণে যে, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন পৃথক পৃথক ভাবে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উপর একের পর এক জয়লাভ করে চলেছে। এ ধরনের প্রত্যেকটা জয়লাভকে তারা তাদের আন্তর্জাতিক নীতি ও সংহতির ফলশ্রুতি হিসেবে দেখে থাকে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের বেদনার অংশীদার হয় তারা। কারণ বিপ্লবীদের উপর জাতীয় মুক্তি বলয়ে গণতন্ত্রীদের উপর সাম্রাজ্যবাদের আঘাত, বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের উপর আঘাতেরই শামিল।

সমস্ত কমিউনিস্টই এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির সাথে নিপীড়িত জনগণ, মুক্তির প্রয়োজনে সংগ্রামের যে কোনো রূপই বিবেচনা করুক না কেন, সে অধিকারের কোন বিরোধ নেই। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক জাতিরই নিজেকে সামরিকভাবে রক্ষা করা এবং এই ন্যায় যুদ্ধে অন্যান্য জনগণকে সমর্থন করার অধিকারটিও অখণ্ডনীয়। এ হচ্ছে জনগণের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অংশবিশেষ।

শান্তির শক্তিগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে এবং সমরবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে। শক্তি-বিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে, শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ঊর্ধ্বগতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি গোটা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব কর এবং জনগণের উপর তাদের অভিপ্রায় চাপিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ থেকে মানবজাতির নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি করেছে শান্তির শক্তিগুলির দুনিয়াজোড়া শক্তিশালী আন্দোলন।

---

১ কার্ল লেবনক। **ডার হফ্‌. কেইন, স্টেপট ইম এজনেন র‍্যান। ইল্লিগেলস্ ফ্রাগব্লাট, পার্টস্কাস-বুণ্ডেস, মে ১৯১৫।** ইন, "আসগোয়ালভ রেডেন, ব্রিফ আণ্ড আফসাজ", বার্লিন, ১৯৫২, এস ৩০১।

২ **ডকোমেণ্ট আণ্ড-ম্যাটেরিয়ালিম, জার, গেসেট ডার ডুয়েট টেন আর বেটের বিয়েগাং।** রিয়ো ১, বার্লিন ১৯৫৮, এস ২২৮

সাম্রাজ্যবাদ তার বাইরের রূপ পাল্টেছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তার যা রূপ ছিল তা আর নেই। শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, আর জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দ্বারা তা পরিবৃত। যাহোক, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিলেও, সাম্রাজ্যবাদ এখনো পর্যন্ত বিপৎস্বরূপ। এর রণনীতি এখনো পর্যন্ত সমাজতন্ত্র আর সমাজপ্রগতির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত। এর আগ্রাসক চরিত্র সেই একই রকম রয়ে গেছে, কারণ তা সমাজব্যবস্থার নির্যাস, একচেটিয়াদের আধিপত্য, সর্বাধিক মুনাফার লোভ, সাম্রাজ্যবিস্তার কামনা থেকেই উদ্ভূত। বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধযন্ত্রের আকার এবং অর্থনীতি ও সর্বস্তরের সমাজজীবনের সামরিকীকরণের ব্যাপারটি পূর্বের সমস্ত "রেকর্ড" ছাপিয়ে গেছে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি স্থির করে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি, পরিবর্তিত শক্তিবিন্যাসের ভিত্তিতে। ষাট বছর পূর্বে, যেদিন পর্যন্ত গোটা বিশ্বের উপর সাম্রাজ্যবাদের অখণ্ড প্রভাব ছিল, লেনিন তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যুদ্ধ অনিবার্য, আর তিনি মার্ক্সবাদী বিপ্লবীদের নির্দেশ দেন বুর্জোয়া সরকারগুলির সম্প্রসারণবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনতাকে সংগঠিত করতে, শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির কথা বিবেচনা করে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে—বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা সম্ভব, যদিও যতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বিপদ থাকবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী জনতা, ব্যাপক জনশক্তির সমাবেশ ঘটানোর অভিযানের জন্য, বর্তমান কালের বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ষাট বছর পূর্বের শিক্ষার আলোকে, এটা গুরুত্ব-সহকারে জোর দিয়ে বলা দরকার যে, যে-ঐতিহাসিক পরিবর্তন এ সিদ্ধান্তের পথে চালিত করেছে, যা আমাদের যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব—পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত—আর তা বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট দুটি বিশ্বযুদ্ধের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিণতিরই প্রতিফলন। দুঃখের বিষয় যে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে আগ্রাসী শক্তিগুলি দুটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে কোনো শিক্ষাই নেয় নি। আগের মতোই, তারা তাদের রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ সামরিক শক্তি আর অস্ত্রনির্ঘোষের ভিত্তিতেই করে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্র পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সমরাভিযানের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। মোটামুটি সংক্ষিপ্ত এই সময়টুকুর মধ্যে তারা ৩০টিরও বেশী যুদ্ধ শুরু করে। এর মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন। পূর্বের মতোই সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসী মনোভাব রয়েছে, তা দেখা যায় মূলত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সামরিক শৈল্পিক কমপ্লেক্সের ক্ষতিকর প্রভাব ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতা থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সামরিক ব্যয় যা অনুমিত হয়েছে, তা হচ্ছে ২০৮ বিলিয়ন ডলার, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর "শান্তি-পূর্ণ" বছরগুলিতে নাটো জোটভুক্ত দেশগুলির সামরিক ব্যয়ের মোট পরিমাণ ১,৭০০ বিলিয়ন ডলার। অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে জার্মান প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সেই গোষ্ঠীর দেশগুলির সাথে যোগ দিয়েছে। নাটোর বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী তার সামরিক বাজেটের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৩১৫ বিলিয়ন ডি, এম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের মতোই এই সামরিক ব্যয়স্ফীতিকে, এখন কমিউনিস্ট-বিরোধিতার আবরণ চাপিয়ে, দেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের পক্ষে "আশঙ্কা" দেখা দিয়েছে, এ ধরনের এক মিথ্যার আড়াল দেওয়া হচ্ছে।

ভিন্ন ভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসম বিকাশের ফলে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বন্দ্ব থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে—কয়েক দশকব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে তীব্র রেষারেষিপূর্ণ লড়াই থেকেই এ দ্বন্দ্বের উদ্ভব। বর্তমানেও, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট অনেক গভীরতর হওয়ার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিকাশধারাটিও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী অসমান আর দ্বন্দ্ব অনেক তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তিনটি শক্তিকেন্দ্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইয়োরোপ আর জাপান—পুঁজিবাদী দুনিয়ার সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মূলগতভাবে এক নতুন গুণের উন্মেষ ঘটেছে। এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্পষ্ট যে, একটা বিশ্বযুদ্ধের প্রতিকূল সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদ ওয়াকিবহাল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সংহতি আর বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের চরম দুর্ভাগ্যের ক্ষণ ঘোষিত হওয়ায়, তা ঠেলে দিচ্ছে তাকে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনা অথবা নির্মূল করার চেষ্টা করার পথে। একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের কর্মী-মহলে বাস্তববাদীরা বিশ্বের শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তনের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। তাদের আশা, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী পরিসরে শক্তির সম্মিলন ঘটিয়ে তাদের এই দুর্বলতর অবস্থানের মোকাবিলা করা যাবে। জুন মাসে নাটো পরিষদের অটোয়া অধিবেশন আহ্বান এবং তথাকথিত অতলান্তিক ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের আহ্বান জানানোর পেছনে অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে, এই অনুভূতিটিও কাজ করেছে। দ্বন্দ্বের ধার কমিয়ে আনার এই নতুন প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও নাটো আর সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব থেকেই যাচ্ছে।

অতীতের ঘটনাগুলির দিকে ফিরে তাকালে সেই সময়ের

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নেতাদের দ্বারা জারিত উৎকট স্বাদেশিকতার বিপদের কথা মনে পড়বে, মনে পড়ে যাবে "জাতীয় প্রতিরক্ষা" "নাগরিক শান্তি" সংক্রান্ত তাদের শ্লোগানগুলি, তাদের ক্ষতিকর বিশ্বাসঘাতক নীতির কথা। তারপর থেকে, আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসী সুদূরপ্রসারী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, যদিও সে বিবর্তন পরস্পরবিরোধী। উত্তেজনা-প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পৃথকীকরণ শুরু হয়েছে। এটা বলা বোধ হয় নিরাপদ যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-আমলের পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের পরিবর্তিত শক্তিবিন্যাসের প্রভাবে, কিছু কিছু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি-পরিচালিত সরকার তাঁদের বৈদেশিক নীতিকে বহুল পরিমাণে ইয়োরোপ এবং বিশ্বের অবশিষ্টাংশের বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক সরকারের নীতির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এ নীতি গ্রহণে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে।

যা হোক, এ বিষয়টিও লক্ষ্য না করে উপায় নেই, ফেডারেল জার্মানিসহ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির নেতৃত্বে এখনো পর্যন্ত এমন কিছু কিছু শক্তি আছে, যারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধিতা করে। ফেডারেল জার্মান রিপাবলিকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ লেবের-এর কথাই ধরা যাক, তিনি অবিচলভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা চালাচ্ছেন আর অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিচ্ছেন।

ফরাসীদেশ, ইতালি, পর্তুগাল ও অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে ঐক্য গড়ে চলেছে। কিন্তু জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্ব এই সহযোগিতার বিরোধিতা করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতি করছে। কিন্তু জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের কমিউনিস্টরা এই ঐক্যের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে না। কমিউনিস্ট শ্রমিক আর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অনুগত শ্রমিকের সাধারণ স্বার্থ এক—শান্তি বজায় রাখা ও জনসাধারণের সামাজিক অবস্থা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বৃহৎ পুঁজি এবং তার দালাল দর আক্রমণ প্রতিহত করা। একথা সত্যি, কমিউনিস্ট আর সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় তাদের সাধারণ স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের ব্যাপারে তা প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়।

আমরা যে সমস্ত ঘটনার আলোচনা করছি, তা অর্ধশতাব্দী পূর্বে সংঘটিত হলেও, তার থেকে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি আর যা গ্রহণ করতেই হবে তা স্পষ্ট। একটা ব্যাপার হচ্ছে এই, সাম্রাজ্যবাদের অপরিবর্তনীয় চরিত্রের জন্য যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী তার নীতির উপর দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি, সাফল্য অর্জনের জন্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ক্ষতিকর মতাদর্শ ও কলাকৌশলের বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সবচেয়ে খারাপ সময়ের দিকে ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সমর্থকেরা আশা করেন, তাদের সেই অভিসন্ধি বানচাল করার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীর ঐক্য সংহত করতে হবে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের পতাকাতলে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, যে সব গণতান্ত্রিক শক্তি শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় আগ্রহ পোষণ করেন, তাদের নিয়ে এরই ভিত্তিতে ব্যাপক মোর্চা গড়ে তুলতে হবে।

অতীতের মুখওয়াল এই শিক্ষা রেখে গেছে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোনো সংগ্রাম কার্যকর হতে পারে না, যদি তা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বৈরীমনোভাবসম্পন্ন মতাদর্শের সমালোচনার সহযোগে গড়ে ওঠে। শান্তি, যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রশ্নে গত ৫০ বছর ধরে সর্বহারা এবং বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলেছে।

সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ থেকে বিচ্যুত করা, শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং তার কর্মিবাহিনীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার প্রয়াস চলছে। এই লক্ষ্য হাসিল করার জন্য তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, মতাদর্শগত পন্থা তো বটেই।

কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনের যে মূলনীতি, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈদেশিক নীতির মূলস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রতি অত্যন্ত হিংস্র আক্রমণ পরিচালিত করাই তাদের লক্ষ্য। যতবারই পুঁজিবাদ-বিরোধী জনপ্রিয় সংগ্রামে কমিউনিস্টরা সংহতি প্রদর্শন করেছে কিংবা জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছে ততবারই তারা তার পেছনে 'মস্কোর হাত' কাজ করতে দেখেছে অথবা তাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপ্লব 'রপ্তানি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এ সমস্ত বালসুলভ আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বিপ্লব রপ্তানিযোগ্য পণ্য নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকেই তার উদ্ভব।

বুর্জোয়া প্রচারের সর্বসাম্প্রতিক কৌশল হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্পর্ককে সংহত করা এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা-সমন্বিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য সমাজ-

তন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকে দুর্বলতার পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা। এ সমস্ত কৌশলের স্রষ্টাদের জিজ্ঞেস করতে হয়ঃ যে নীতি একচেটিয়াদের 'ব্রেন-ট্রাস্ট' অথবা বুর্জোয়া মন্ত্রিপরিষদের উদ্ভাবিত নয় অর্থাৎ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর নেতা ভি. আই. লেনিনের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছে তা কি "দুর্বল" সোভিয়েত ইউনিয়ন, একটি "দুর্বল" সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে? যে সব ব্যক্তি সোজাসুজি চিন্তা করেন, তাঁরা একথা অস্বীকার করেন না যে, এমনি ধারা একটি নীতি সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ সব উদ্ভট কল্পনার তাড়নায় এখনো কিছু কিছু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে কিছু কিছু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সুবিধাসযোগ আদায় করে নিতে চান। বলাই বাহুল্য, এ প্রয়াস নিরর্থক হবে।

একের পর এক এসব আপাতসুন্দর যুক্তি উত্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শবিদেরা বৃথাই শান্তির সমাজতান্ত্রিক নীতিকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে। তার চেয়েও যা আরো খারাপ, নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বিষয়ে নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলনে কিছু কিছু জাতীয় প্রতিনিধি, এই সব মতাদর্শবিদের 'যুক্তিতর্ক' ব্যবহার করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলার চেষ্টা করছে, আর স্পষ্টতই অগ্রহণীয় ও অবাস্তব প্রস্তাব উত্থাপন করছে। একটা জিনিস পরিষ্কার আর তা ইতিহাসের শিক্ষায় অনুমোদিত হয়েছে, যারা আজো পর্যন্ত জাতিসমূহকে যুদ্ধের কিনারায় রেখে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, ভবিষ্যৎ তাদের বিরুদ্ধে।

বর্তমান কালের সুবিধাবাদ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর। আধুনিক পুঁজিবাদের "শান্তিপূর্ণ" চরিত্র সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী-সুবিধাবাদী কথাবার্তা, আর এমনিভাবে বাম-সংস্কারবাদীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হচ্ছে "বিপ্লবী শ্রেণীনীতি পরিত্যাগ", দৃশ্যত সমপরিমাণেই বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তি যোগায়।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যেমন শিকড় গেড়ে বসছে, উত্তেজনা-প্রশমনের শত্রুদের প্রচারযন্ত্র ততই শ্রমিকশ্রেণীকে বেপরোয়া "বিপ্লবী সংগ্রামে" উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অতি-বাম ছদ্ম-বিপ্লবী "তত্ত্বের" অবতারণা করছে। এ সমস্ত তত্ত্বের নতুনত্ব কিছুই নেই, ট্রটস্কিবাদ থেকেই এর উদ্ভব। মাওবাদী শ্লোগান, "একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই যুদ্ধের বিনাশ সম্ভব", "রাইফেলের বিলোপ সাধনে রাইফেল তুলতে হবে", সাধারণ বুদ্ধির হাস্যকর প্রতিফলন আর তা অবশ্যই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কিন্তু বিশেষভাবে বিপজ্জনক হচ্ছে, পিকিং-এর যুক্তি যে সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র "কাগুজে বাঘ" ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা এমন কি একটা রাইফেলের মোকাবিলা করতেও পারে না।

পিকিং নেতৃত্ব দু-মুখো নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ক্রমবর্ধমানভাবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদকে তারা "কাগুজে বাঘ" আখ্যা দেয়, অন্যদিকে ওদের আশীর্বাদে নিজস্ব সামরিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটাতে চায় এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমন-প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এটা দুনিয়ায় শ্রমজীবী জনতার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যায়। একথা কি বলার অপেক্ষা রাখে যে, চিলির জুন্টাসমেত চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সাথে পিকিং-এর খোলাখুলি দহরমমহরম, তার ফাঁকা বিপ্লববাদের যথেষ্ট প্রামাণ্য সাক্ষ্য?

মতাদর্শবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির কাছে একটি নির্দিষ্ট নির্ভরশীল দিগদর্শনযন্ত্র রয়েছে—তা হচ্ছে মার্ক্স, এঙ্গেলস আর লেনিনের শিক্ষা। এ এক সুগভীর মানবধর্মের শিক্ষা। শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের পথ সৃজনের সংগ্রাম। আর যারা "বিপ্লবে উত্তাপ সঞ্চার করা"র জন্য যুদ্ধের প্রচার চালাচ্ছে তারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধেই কাজ করছে।

মানবজাতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ সর্বাধিক লজ্জাজনক অপরাধ করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ, আর সম্পত্তিধ্বংসের পরিমাণ ৩৩৮ বিলিয়ন ডলার। সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভোগের মাত্রা আরো অনেক বেশী।

প্রথম দুটি বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের মাত্রা এবং মানবজাতির 'পরে তা যে ক্ষতিসাধন করেছে, তা থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয় যে নতুন এক বিপর্যয় রোধ করার চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে উন্নততর এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আর কিছুই থাকতে পারে না। মানবনিধনযজ্ঞের সর্বাধুনিক পন্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সভ্যতার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি।

শান্তির শক্তিগুলির বিশ্বকংগ্রেসে ভাষণদানকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ব্রেঝনেভ বলেনঃ "শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কাজ করে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে যা সর্বাধিক কাম্য, যুদ্ধের আগুনে তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বিপন্মুক্তিতে তাদের জীবনের অধিকার রক্ষা করে চলেছি আমরা। তা করতে গিয়ে আমরা সমস্ত দেশ ও মানুষের সামাজিক প্রগতির জন্য অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যও লড়াই করে চলেছি।"

বর্তমানে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহকে আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের আদর্শে রূপায়িত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি আর সমস্ত কমিউনিস্ট মনে করে, উত্তেজনা-প্রশমন-নীতি অটুট রাখা, সাফল্যের সাথে নিখিল-ইয়োরোপীয় সম্মেলন সমাধা করার, নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে অগ্রগতি ঘটানো আর দুনিয়া-ব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্প্রসারিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব লক্ষ্যের জন্য কাজ করা সম্ভব ও সময়োচিত।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অর্থ শ্রেণীসংগ্রাম বাতিল করা বা বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় শৈথিল্য প্রদর্শন করা নয়। বরং ঠিক তার বিপরীত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণীসংগ্রামেরই সুবিধা করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামগ্রিক বিকাশের জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজতন্ত্রের সুবিধা-সুযোগ-গুলিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। এভাবে দুই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা অধিকতর প্রকট হওয়ার ফলে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য থেকে নিজেদের জীবনধারণের মান উন্নততর করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যাপকতর করার সংগ্রামে সুবিধা অর্জন করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসাধারণ ও নিজস্ব রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করার আর প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রব্যয় সীমিতকরণ আর তার ফলে যে অর্থ বেঁচে যাবে তা জনস্বার্থে সমাজসংস্কারের জন্য ব্যবহার করার অনুকূল সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

একচেটিয়া পুঁজি, বিশেষত তার মধ্যে অধিকতর আগ্রাসক মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলির প্রতিরোধ সত্ত্বেও, আমাদের দেশে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অগ্রগতি ঘটে চলেছে। সেই কারণেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অভিযান, একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সংগ্রামে শ্রমজীবী জনতা এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে টেনে আনার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হতে পারে। সুতরাং শান্তির জন্য সংগ্রাম একটি যথার্থ বিপ্লবী নীতি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনৈতিক সমন্বয়-সাধন

ফ্রাইগেস পুজা

সি. সি. সদস্য, হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, হাঙ্গেরিয়ান পিপল্‌স্ রি-পাবলিকের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী

বিশ্ব পরিস্থিতির বর্তমান মূল উপাদান হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমন, ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে মোড় ফেরা। সুস্থ আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার সৃষ্টির পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকা, ফ্রান্স, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি এবং ইতালির ফলপ্রসূ আলোচনা, প্যারিসে ভিয়েতনাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ, তথাকথিত জার্মানসমস্যার সমাধান, ইয়োরোপীয় শান্তি ও সহযোগিতার সম্মেলনের প্রথম পর্বের ফলাফল এবং দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা, মধ্য ইয়োরোপে সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার হ্রাসের জন্য পারস্পরিক আলোচনার সূত্রপাত প্রভৃতি ঘটনা সুস্থ আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সৃষ্টির পথে প্রধান কয়েকটি পদক্ষেপ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং স্বাভাবিকীকরণের প্রয়াস আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও গভীরতার এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ-স্বরূপ।

এই অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির মূল কৃতিত্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ এবং ভূমিকা, বহুমুখী জাতীয় স্বার্থকে স্বীকার করে তাদের সময়োচিত বলিষ্ঠ প্রস্তাব—শান্তির দিকে মোড় ফেরার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংহতি এবং কূটনৈতিক সহযোগিতা ভিন্ন এইসব সাফল্য অর্জন সম্ভব হত না।

এটা এত স্পষ্ট মনে হলেও, এর ব্যাখ্যা এতটা সহজ-সরল নয়। এমন মতও আছে যে—যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য অভিন্ন এবং তাদের নেতৃবর্গ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে তাদের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন—তাই বৈদেশিক নীতির সহযোগিতার প্রশ্নটি তেমন গুরুতর কিছু নয়। অন্যদের ভয় আছে যে, এটা স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থ লঙ্ঘন করতে পারে।

এইসব অবস্থান—গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাকে খাটো করে দেখার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভ্রান্ত ধারণার প্রতিফলন মাত্র—যা গ্রহণ-যোগ্য নয়। সংজ্ঞা অনুসারে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রাম হল আন্তর্জাতিক। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী

ক্লাসিক্সে পরিষ্কারভাবে তা প্রদর্শিত হয়েছে: মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগে লেনিন **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** ও অন্যান্য রচনায় দেখিয়েছেন যে যদিও সর্বহারার সংগ্রাম একটা জাতীয় কাঠামোর মধ্যে ঘটে, তৎসত্ত্বেও মৌলিকভাবে তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। এবং এই সংগ্রামই শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য-অর্জন অর্থাৎ পুঁজিবাদের উৎখাত ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে লেনিন পুনর্বার এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেন এবং দেখান নতুন পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রথমত এ থেকে উদ্ভূত যে পুঁজিবাদের বহুজাতিক আঁতাতের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সংযুক্ত যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় ও বিশ্বব্যাপীসমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র এবং তার বৈদেশিক নীতি স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামেরই একটি অংশ এবং এ কারণেই তা হল আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশ। যদি তা না হত, তাহলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক আঁতাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছনো বাস্তবিকই সম্ভব হত না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতার বৈদেশিক নীতির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা নেই এবং এটি সমাজতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধনের মতো একই নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসক দল এবং সরকারের বৈদেশিক নীতির অভিন্ন এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হল—**বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিজয় সূচিত** করা। তাদের উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণকার্য এবং তার অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সুসংহত করার জন্য বাইরে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। অন্যদিকে এই কাজই সমস্ত মহাদেশে সমাজতন্ত্র ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত শক্তিগুলির প্রতি সম্ভাব্য সকল সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়ক হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সাধারণ আন্তর্জাতিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ও প্রধান কর্তব্য সম্পাদনের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

এই সমন্বয় সাধনের কাজ এবং মূল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়মিত অভিজ্ঞতার বিনিময়ই যে সকল বৈদেশিক নীতির মূল উপাদান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এর প্রয়োজনীয়তা যে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ হল **প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের শত্রুরাও তাদের নিজেদের কূটনৈতিক কার্যকলাপের সমন্বয়সাধন প্রসারিত করেছে।** নাটো পরিষদও তার দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে নিয়ম করে আলোচ্য সূচীতে দুটি প্রধান বিষয়ের স্থান করে দেয়: সামরিক ও বৈদেশিক নীতির সমন্বয়সাধন। ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (ই. ই. সি.) নয়টি সদস্যরাষ্ট্রও সম্প্রতি তাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়াস বৃদ্ধি করেছে। এবং এই কাজ করতে গিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী শরিকেরা—কতিপয় সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করতে মতৈক্যে পৌঁছচ্ছে।

সম্প্রতি নাটোসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা ঠিক। কিন্তু এই ঘটনা না দেখলে বড় ভুল হবে যে যখন তাদের কোনো গুরুতর স্বার্থ জড়িয়ে পড়ে বা যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিরোধিতা বা বাধাদানের প্রশ্ন আসে, তখন তারা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। এই ঘটনা আরো জোরদারভাবে—সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কার্যকলাপের সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করে।

শেষ হলেও সর্বশেষ নয়,—**সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাধারণ কূটনৈতিক রণনীতি—মর্মবস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে—জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করা হয় যাতে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লঙ্ঘিত না হয়।** এটি তাদের অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনে নিয়োজিত হয়। সমন্বয়সাধনের প্রক্রিয়া প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক যত্নবান হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীনভাবে স্থিরীকৃত নীতিসমূহের সমন্বয়সাধনই করে। তাদের কূটনৈতিক কার্যকলাপ এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ রক্ষা করে—যা তাদের প্রভূত সুবিধাও করে দেয়। সমন্বয়ের অভাব একমাত্র সমাজতন্ত্রের কাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করত।

গত কয়েক বৎসরে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে শুধুমাত্র প্রধান বৈদেশিক নীতির রূপরেখার সমন্বয়সাধন করলেই চলবে না—মূল বিষয়গুলির গভীরে বিশেষত প্রধান বিষয়গুলিরও সমন্বয়সাধন করতে হবে।

বিশ্বপরিস্থিতিতে আমরা একটি স্তরে প্রবেশ করেছি যখন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের রূপরেখার অভ্যুদয় ঘটছে। লক্ষণগুলি হল—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির

সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসারিত করার নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে। ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের তৃতীয় স্তরের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহ সকল ক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসূ বিনিময়ের ভিত্তি রচনা করবে। আশা রয়েছে, রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিপূরক হিসাবে আসবে সামরিক উত্তেজনা প্রশমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার অস্ত্রপ্রতিযোগিতা হ্রাসের ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটবে এবং ভিয়েনা সম্মেলনে মধ্য ইয়োরোপে সামরিক শক্তি ও অস্ত্রসম্ভার-হ্রাসের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফলাফল লাভ করা যাবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে এখনো যুদ্ধের আগুন মাঝে মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সায়গনী প্রশাসন প্যারিসের চুক্তি পালন করতে বাধ্য হবেই। আর, মধ্যপ্রাচ্য, যেখানে জনসাধারণ একটি সফল রাজনৈতিক সমাধানের দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানেও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরপক্ষে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিরোধীরাও যে সম্প্রতি অধিকতর সক্রিয় হয়েছে তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তারা সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার বিরোধী এবং এই আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে বাধা দিতে সকল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির সাধারণ স্বীকৃতিকে নিশ্চিত করে প্রতিক্রিয়ার প্রতি-আক্রমণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় এবং ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল ও শান্তিপ্রিয় শক্তি এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির বাস্তব চিন্তাধারা সম্পন্ন নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ সহ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই মানবজাতিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের নিকৃষ্ট দিনগুলিতে পিছিয়ে নিয়ে যাবার হিংস্র সাম্রাজ্যবাদীচক্র এবং তার সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সক্ষম।

তাই প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উন্নততর সংগঠন ও সহযোগিতার উন্নততর পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কার্যকর বৈদেশিক নীতির সমন্বয়সাধন এবং যৌথ কূটনৈতিক উদ্যোগ অতীতের তুলনায় এখন অনেক বেশী প্রয়োজন।

ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটির (পি. সি. সি.) অধিবেশনগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে অতিশয়োক্তিও করা যায় না, কারণ এটি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতা-বিনিময়, তাদের মুখ্য আন্তর্জাতিক কর্তব্য এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক নীতির উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনার মঞ্চ-বিশেষ।

ইয়োরোপে শান্তি ও নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানের উদ্যোগের ক্ষেত্রে পি. সি. সি-র ভূমিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওয়ারশ চুক্তির জন্মলগ্ন থেকেই পি. সি. সি. সক্রিয়ভাবে ইয়োরোপীয় শান্তি ও যৌথ নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই সব লক্ষ্যকে সামরিক উত্তেজনা-প্রশমনের সাথে যুক্ত করছে। কার্যত প্রতিটি বৈঠকেই পি. সি. সি. ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিবেচনা করে। ১৯৬৬-সালে বুখারেস্টে গৃহীত পি. সি. সি-র ঘোষণা একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ: এই ঘোষণা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কেই বলল না—একটি ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচীর রূপরেখাও হাজির করল। তিন বৎসর পরে বুদাপেস্টে তার অধিবেশনে পি. সি. সি.—সমস্ত ইয়োরোপীয় সরকারের প্রতি একটি নিরাপত্তা সম্মেলনের বাস্তব প্রস্তাব দিয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। পরবর্তী সময়ে তার রূপায়ণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হল। ১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মে হেলসিঙ্কিতে সর্ব-ইয়োরোপীয় সম্মেলনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হল।

বর্তমান বৎসরের ১৭ ও ১৮ এপ্রিল তারিখের ওয়ারশ-য় পি. সি. সি. অধিবেশনটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এর অংশগ্রহণকারীরা :—

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একমত হন; ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের তৃতীয় স্তরের কাজ অনতিবিলম্বে শুরু করার জন্য আহ্বান জানান এবং কতিপয় পশ্চিমী সরকার কর্তৃক সম্মেলন বিলম্বিত ও সম্মেলনকে মূল কর্তব্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার জন্যও আহ্বান জানান;

সর্ব-ইয়োরোপীয় সম্মেলন থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সে সম্পর্কে বিবেচনা করেন এবং সম্মিলিতভাবে আশা প্রকাশ করেন যে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং তার পরিপূরক রূপে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে;

ইয়োরোপের বাইরেও সমগ্র বিশ্বে সকল এলাকায় উত্তেজনা-প্রশমনকে প্রসারিত করবার ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলির উদ্যোগও অনুমোদন করেন; ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম, লাওস, দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতির সমাধান—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে উত্তেজনা-প্রশমনের এক নিয়ামক প্রভাবের চাপ ফেলতে শুরু করেছে এবং জনতার অধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, প্রগতি ও শান্তির জন্য সংগ্রামের এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে;

এটাও লক্ষ্য করেছেন যে—যদিও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উত্তেজনা-প্রশমনের ধারা এক প্রধান উপাদান, তথাপি এর বিরোধীরা অস্ত্র পরিত্যাগ করেনি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শ্লথগতি করতে সচেষ্ট;

পি. সি. সি. বিশেষভাবে ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার উপর সংহত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এই অধিবেশন কেবলমাত্র বর্তমানের অমীমাংসিত বিষয়গুলিই পর্যালোচনা করেনি, ভবিষ্যৎ সমস্যার উপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বক্তব্যও প্রমাণ করেছে। সমস্ত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার ঐতিহাসিক কাজের বিষয় হিসেবে সারা-ইয়োরোপীয় সম্মেলনের ব্যাখ্যা করে, সংশ্লিষ্ট সকলের মহান বৈষয়িক ও আত্মিক সুবিধার জন্য পি. সি. সি. ব্যাপক সহযোগিতার আহ্বান জানায়। ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর স্থায়ী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের সমস্যা ও সম্ভাবনা, যা পি. সি. সি.-র সতর্ক সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এটা স্মরণ করা যাবে, যে, ইয়োরোপে সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার মৌলিক নীতিগুলো ১৯৭২ সালের[১] জানুয়ারি মাসে প্রাগে গৃহীত পি. সি. সি. ঘোষণার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়ারশতে এই নীতিগুলি পুনরায় সমর্থিত হয় এবং এখানে জোরের সঙ্গে বলা হয় যে, গঠনমূলক চুক্তির মাধ্যমে মধ্য ইয়োরোপে সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র কমানোর জন্য ভিয়েনা আলোচনার সাফল্য উত্তেজনা-প্রশমনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হত।

পি. সি. সি-র ওয়ারশ-সভা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে পরীক্ষা করে। এর ঘোষণা "মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তির জন্য" বহু দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জেনেভায় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনের মহান গুরুত্ব এবং এতে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রের এবং প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এটা লক্ষ্য করে। প্রথমত মধ্যপ্রাচ্যের মূল সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য এর কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত: সমস্ত অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে ইস্রায়েলী সৈন্যের অপসারণ, জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের, এবং এলাকার নিরাপত্তা, সংহতি ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রস্তাবের লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু পদক্ষেপ সহ সৈন্যাপসারণ চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্য-সমস্যার সাধারণ নিষ্পত্তির দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা ধার্য করেন।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীনীতির বিরুদ্ধে, ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তির জন্য, তাদের স্বাধীন বিকাশ ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির নিশ্চয়তার জন্য আরব জনগণের লড়াইকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আরব জনগণকে প্রগতিশীল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে আবার নির্ভরশীল করে রাখার জন্য সচেষ্ট শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলো মধ্যপ্রাচ্য-সংঘর্ষের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আরও কিছু করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির জন্যে লড়াইয়ে আরব জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য তৎপরতা দেখিয়েছে।

১৯৭৪ সালের ২২ মার্চের পি. আর. জি-র নতুন গঠনমূলক প্রচেষ্টা ও ভিয়েতনামের ওপর প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও ডি. আর. ভি-র সরকারের নীতিগুলোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে তাঁরা ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে এক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হয়েছিলেন।

তাঁরা এটা নথিভুক্ত করেন যে, বীর ভিয়েতনামী জনগণের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হিসেবে, প্যারিস চুক্তি হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলো, এবং সমস্ত মানবজাতির যৌথ বিজয়। এরা উত্তর ভিয়েতনামের সামাজতান্ত্রিক গঠনের কর্তব্য সম্পাদনের ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতার পথে বিকাশের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করছে, এই সমস্ত কিছুই ইন্দোচীন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ স্বাভাবিকীকরণের উপযোগী।

ভিয়েতনাম-সমস্যার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, পি. সি. সি-সভায় অভিব্যক্ত ঐকমত্য হল বিশ্বের সেই এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলোর যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে চিলিতে সংবিধান-সম্মত গণ-ঐক্য সরকারের উৎখাতের ঘটনায় ওয়ারশতে পি. সি. সি-সভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রগুলো তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা চিলির জুন্টার সরাসরি আঘাত, গণতন্ত্রীদের নির্যাতন, আইনশৃংখলাহীনতা এবং নৃশংসতাকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ্যে নিন্দা করেন।

পি. সি. সি. চিলিতে অবিরত জরুরী অবস্থা লক্ষ্য করেছে, যেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক

---

১. ২৬ জানুয়ারি গৃহীত "ইয়োরোপে শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ঘোষণায়" বলা হয়েছে, যে, "ইয়োরোপে সামরিক শক্তি ও সমরাস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নটি, বৈদেশিক ও জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই, এমনভাবে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত যাতে এই হ্রাসে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর পক্ষে কোনো ক্ষতিকারক না হয়।

দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চিলির জনগণের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের জুন্টার ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে নিষ্ঠুর অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন—কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুই করভালান, প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লডোমিরো আলমিডা, র‍্যাডিকাল পার্টির সভাপতি আনসেমো সুলে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রগতির স্বার্থপোষণকারী সমস্ত জাতিকে চিলিতে ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের জন্য, মানবাধিকারের জন্য সোচ্চার হতে আহ্বান জানায়।

ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের সদস্যরা, তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার দৃঢ়ীকরণ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সামাজিক প্রগতির জন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের ন্যায্য লড়াইয়ের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন। তাঁরা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির নীতির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সারবস্তুকে লক্ষ্য করেন এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য শেষোক্তদের ক্রমবর্ধমান অবদানের কথা উচ্চকণ্ঠে বলেন এবং এই সূত্রে ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির চতুর্থ সম্মেলনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

পি. সি. সি-র ওয়ারশ-সভা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ও কাঁচামালের সমস্যা পরীক্ষা করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্যোগের জন্য আহ্বান জানায়। সময়োপযোগী অধিবেশনকে লক্ষ্য রেখে ওয়ারশ-সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রতিটি জাতির তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সার্বভৌম অধিকারের মর্যাদার ভিত্তিতে যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সবচেয়ে প্রিয় জাতির নীতির, যে সব দেশের বিকাশ পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা আরোপিত অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক দূরীকরণের ওপর জোর দেন।

সভা ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক কাজকর্মের মূল লাইন পুনরায় প্রতিপন্ন করে। যে সমাজতন্ত্র অন্যান্য জাতির কাছে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক, খাঁটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক জীবনের উদাহরণ উপস্থিত করে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য ও তাদের ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্বের জন্য এই সভা ঐকমত্য ঘোষণা করে। জোর দেওয়া হয়েছিল যে, সভায় অংশগ্রহণকারীরা "উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়া গভীরতর করার জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির আদর্শের জয়ের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।" এটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস যে উত্তেজনা-প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে আন্তর্জাতিক বিকাশের মোড় ঘোরা, সম্ভাব্য সাময়িক বিলম্ব ও বিপর্যয় সত্ত্বেও, থামিয়ে দেওয়া বা উল্টে দেওয়া যাবে না।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা নাটো ভেঙে দেওয়ার সাথে সাথে ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন ভেঙে দেওয়ার কথা বা প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, তাদের সামরিক সংগঠনগুলো অবসান করতে প্রস্তুত থাকার কথা পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা ঘোষণা করেন যে, যতদিন নাটো জোট আছে এবং কার্যকর নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা না নেওয়া হচ্ছে, ততদিন ওয়ারশচুক্তিভুক্ত দেশগুলো তাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য শক্তিশালী করা ও এই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির ১৯৭৪ সালের এপ্রিল সভা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বড় বড় বিষয়গুলোর যৌথ মূল্যায়ন করে এবং তাদের বৈদেশিক নীতি কার্যকর করার সাধারণ পথ গ্রহণ করে। ওয়ারশচুক্তিভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক কর্তব্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পথে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিগুলো এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলোর সরকারগুলো বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই গোষ্ঠীর শান্তি-অভিযান সুস্থতর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মানবজাতির জন্য শান্তি আনার মহৎ লক্ষ্যে এই অভিযান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মর্যাদা অপরিসীমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। বৈদেশিক নীতিতে আমাদের পার্টিগুলো ও দেশগুলোর প্রচেষ্টার পরিকল্পিত যোগাযোগের মধ্যেই এই ক্ষেত্রে নতুন লক্ষ্যার্জনের পথ নিহিত আছে।

লেনিনবাদ ও শ্লোভাক অভ্যুত্থানের শিক্ষাসমূহ

জোসেফ লেনার্ট
চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর
সদস্য এবং শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক।

ত্রিশ বছর আগের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকানো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? প্রথমত, ১৯৪৪ সালের শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থান আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের অন্যতম। এটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, আমাদের জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু; শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের এবং পরবর্তীকালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সূচনা।

ঐ ঘটনাবলী এখনও কেন প্রাসঙ্গিক এর আরও অন্য কারণ রয়েছে। শ্লোভাক অভ্যুত্থান ছিল ফ্যাসিবাদ ও তার জল্লাদদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য, বৈপ্লবিক অগ্রগতি এবং সোভিয়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য ইয়োরোপের জাতিগুলির সংগ্রামের অংশ। হিটলার ফ্যাসিবাদ ও তৎকালীন "শ্লোভাক রাষ্ট্রের" বিরুদ্ধে শ্লোভাক জনগণের অভিন্ন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে নতুন, সামাজিক ও জাতীয়ভাবে যথার্থ রাষ্ট্র হিসেবে পুনঃস্থাপনের জন্য সংগ্রামের সমস্ত সময়েই এর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চরিত্র স্পষ্ট ছিল। এই অভ্যুত্থানের কর্মসূচী, লক্ষ্য এবং ফলাফল মহান অক্টোবর বিপ্লব দ্বার যে বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল একে তার অংশে পরিণত করেছিল। প্রক্রিয়াটি চলছে এবং যে কোনো দেশের লব্ধ বিপ্লবী অভিজ্ঞতার প্রতিটি কণা সাধারণ সংগ্রামের এক একটি সম্পদ রূপে ব্যবহার করা যায় এবং নিশ্চয়ই তা করতে হবে।

অভ্যুত্থান এর বিশেষ বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করেছে এর আদর্শগত উৎস লেনিনীয় শিক্ষা থেকে। এটাই এই অভ্যুত্থানে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধিজীবীদের ও কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করেছিল। অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে মুক্ত শ্লোভাক অঞ্চলসমূহে আমরা চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে চেক ও শ্লোভাক দুই সমপর্যায়ের জনগণের অভিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠিত করেছিলাম এবং জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা নানা রকমে সাহায্যপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি সোভিয়েত মুক্তিযোদ্ধা ও সৈন্যদের অংশগ্রহণের ফলে, শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থান—মিলিত সংগ্রাম, একই ধরনের অভিজ্ঞতা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে, চিরস্থায়ী চেকোশ্লোভাক-সোভিয়েত মৈত্রী, ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলেছে।

সংক্ষেপে শ্লোভাক অভ্যুত্থান হল পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামের অংশ। ১৯৩৬ সালের শুরুতে ক্লেমেন্ট গটওয়াল্ড লিখেছিলেন, "যদি এরা কখনও কৃতকার্য হয় তাহলে হিটলারের পরিকল্পনার অর্থ হবে চেক জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার বিসর্জন।" এখন বহু বছর পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু তখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় অন্য কোনো পার্টি ছিল না যে আসন্ন ধ্বংসের বিরুদ্ধে এরকম সময়োপযোগী ও অবিসংবাদিত হুঁশিয়ারি ধ্বনিত করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, আমাদের উভয় জাতির, কমিউনিস্টদের ও সমগ্র জনগণের জন্য যে কাজ স্থির করেছিলেন তা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেস (১৯৩৫)-এর পরিস্থিতি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ১৯৩৬ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেসে কমরেড গটওয়াল্ড পার্টির প্রধান লক্ষ্য স্থির করেছিলেন: "চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি হিটলার ফ্যাসিস্ট ভীতি প্রদর্শনের সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান হল হিটলারের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা, ফ্যাসিজমের থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা।"

শান্তি ও প্রগতির দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন যে হিটলার-জার্মানির বিরুদ্ধে বিশ্ব-প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিল—তার অস্তিত্বের সঙ্গে বাঁধা ছিল এই নীতি। এভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ও জনগণের ঊর্ধ্বতন প্রগতির ভবিষ্যৎ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিষয়গতভাবে যুক্ত হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণী ও অন্য সব গণতান্ত্রিক ও খাঁটি দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির মিলিত কার্যক্রম শক্তিসম্পর্ক পরিবর্তিত করে সত্যিকারের জাতীয় প্রতিরক্ষার, পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পথ তৈরী করতে পারে এর উপর চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টি জোর দিয়েছিল। ১৯৩৮ সালে এটা ফলবতী না হওয়ার পেছনে কমিউনিস্টদের কোনো দোষ ছিল না। বুর্জোয়ার শ্রেণী-গত সীমাবদ্ধতা এবং সুবিধাবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা, তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতা জনপ্রিয় ফ্যাসিবিরোধী মোর্চার জন্ম-গ্রহণে বাধা দিয়েছিল। চেক ও শ্লোভাক প্রতিক্রিয়া প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে তাকে হিটলারের কাছে উৎসর্গ করার জন্য এ সুযোগের ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমজীবী জনতা মিউনিক চুক্তি, চেক অঞ্চল অধিকার করা এবং শ্লোভাকিয়াতে যাজকীয়-ফ্যাসিস্ট পুতুলরাষ্ট্র স্থাপন করাকে স্বীকার করে নি। আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেও, কমিউনিস্টরা ছিল দেশের একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি এবং হিটলার-জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের ঐতিহাসিক বিজয়ের সময়ে স্বাভাবিক মিত্রদের সমর্থন লাভ করে বিশালকায় ফ্যাসিবিরোধী এবং জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে পেরেছিল।

এ সব কিছুই, ক্যারল স্মাইকে, গুস্তাভ হুসাক, ল্যাডিস্লাভ নোভোমেস্কি সহ শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৫ম আত্ম-গোপনকারী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যাঁরা আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এই মৌলিক মোড় নেওয়াকে পরিচালিত করেছিল তাঁদের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই নেতৃত্ব বিশ্ব কমিউ-নিস্ট আন্দোলন এবং মস্কো ভিত্তিক ক্লেমেন্ট গটওয়াল্ডের নেতৃত্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন শ্লোভাকিয়ার অবস্থায় প্রয়োগ করেছিল এবং সশস্ত্র উত্থানের নেতৃত্বে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিল। শ্লোভাকিয়ার আত্মগোপনকারী ৫ম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক রচিত জাতীয় মুক্তি এবং মুক্তির পর মৌলিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরি-বর্তনের জন্য ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের কর্মসূচী বেরিয়ে এসেছিল অনুসন্ধান ও পরিকল্পিত জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের আশু উদ্দেশ্য ও তার রূপ ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠার মধ্য দিয়ে। এটা ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক গোড়াপত্তনের চূড়ান্ত পরিণতি যার ভেতর দিয়ে পার্টিকে পূর্বতন শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির আত্ম-গোপনকারী নেতৃত্ব দ্বারা গড়ে তোলা বিভিন্ন রকমের বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গজিয়ে ওঠা ভুলগুলি যেমন—"সোভিয়েত শ্লোভাকিয়া"র ধারণা যা ফ্যাসিবিরোধী মোর্চাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিল সেগুলি সংশোধন করতে হয়েছিল।

শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী ৫ম নেতৃত্বের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালের শেষদিকে একটি জাতীয় মুক্তি কেন্দ্র—শ্লোভাক জাতীয় পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল। এর রাজনৈতিক মঞ্চ এবং ১৯৪৩ সালের বড়দিনের চুক্তি, ফ্যাসিবিরোধী প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল এবং শ্লোভাকদের সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও চেক জাতির সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎকে যুক্ত করার শ্লোভাকদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছিল। জাতীয় ঘটনাবলীর প্রগতিশীল মোকাবিলা ছাড়াও এই মঞ্চে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির একটি প্রাঞ্জল সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত এবং এর ঐক্যবদ্ধ অগ্রণীবাহিনী, শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী ফ্যাসিবিরোধী ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের নেতাতে পরিণত হয়েছিল। শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ ছাড়া শ্লোভাক জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ছিল যেসব অ-কমিউনিস্ট মুক্তিবাহিনীর গ্রুপগুলি শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্যগুলি অনুমোদন করেছিল তাদের সভ্যরা।

অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করার সময় পার্টি লেনিনের উপদেশ অনুসরণ করেছিল: "অভ্যুত্থান একটা বড় কথা···বড় কথাকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সাবধানতার সঙ্গে। এগুলিকে বড় কাজে লাগানোর অসুবিধাগুলি ভয়ানক"। (নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭-৬৮)। আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে "অগ্রণী শ্রেণীর উপর। এই হল প্রথম শর্ত। অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে **জনগণের বিপ্লবী উত্থানের উপর।** এটা হল দ্বিতীয় শর্ত। অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে বর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসে মোড় নেওয়ার উপর যখন জনগণের অগ্রসর কর্মীদের কাজকর্ম পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এবং যখন শত্রুর সাধারণ কর্মীদের এবং দুর্বল উদাসীন **ও অস্থিরমতি বিপ্লবের বন্ধুদের দোদুল্যমানতা** সবচেয়ে প্রবল। এটা হল তৃতীয় শর্ত"। (২৬নং খণ্ড, পৃঃ ২২-২৩)।

প্রথম শর্ত—নাৎসী এবং তাদের বন্ধু যাজকীয়-ফ্যাসিস্ট "শ্লোভাক রাষ্ট্র"-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত, রাজনৈতিক-ভাবে সচেতন শ্রমিকশ্রেণী···স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। পুরোনো দিনের অনেক বিপ্লবী সংঘর্ষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রথম মহা-যুদ্ধের পরবর্তীকালে ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ, শ্লোভাক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, প্রাক্-মিউনিক প্রজাতন্ত্রের শ্রেণীযুদ্ধগুলো এবং শ্লোভাকিয়ায় একচেটিয়া প্রভুত্ব ও ফ্যাসিস্ট যাজকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম···এ সব কিছুই শ্রমিক-শ্রেণীকে শক্তি যুগিয়েছিল।

পার্টি একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উপর নির্ভর করতে পেরে-ছিল। লালফৌজের বিজয়সমূহ, যাজকীয়-ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের

যন্ত্রের দ্রুত ভাঙ্গন এবং শাসনব্যবস্থার সংকট সাধারণভাবে অন্যান্য বিষয়গত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনসাধারণের ফ্যাসিবিরোধী মনোভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ধর্মঘট ও নাশকতামূলক কাজগুলি হামেশাই হচ্ছিল। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল রাষ্ট্রীয় সংগ্রহকারী সংস্থাগুলোকে সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল। দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরাও জড়ো হল এবং ফ্যাসিবিরোধী কাজে অংশগ্রহণ করল।

ফ্যাসিবিরোধী কাজকর্ম বাড়বার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি একটি গণমুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং জাতীয় কমিটি নামে স্থানীয় বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীগুলিকে সক্রিয় করতে পেরেছিল। সাথে সাথে পার্টি একটি প্রশস্ত ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট যা কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত মেহনতী জনতা ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি, যে শক্তিগুলি ফ্যাসিস্ট দাসত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক ছিল, তাদের জাতীয় ফ্রন্টের জন্য কাজ করেছিল।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অভ্যুত্থানের একটি উপযুক্ত দিন ঠিক করা। ১৯৪৪ সালে গ্রীষ্মের মাসগুলিতে প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। সোভিয়েতের প্রচণ্ড বিজয় এবং আমাদের সীমানার দিকে সোভিয়েতের অভিযান শ্লোভাকিয়ার ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্টকে চাঙ্গা করে তুলল। কমরেড হুসাক লিখলেন, "সবাই অনুভব করছিল জার্মান নাৎসিবাদ এবং স্থানীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সংগ্রামের সময়ও শ্লোভাকিয়ায় আসছে। পার্টির শাখাগুলি অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি বাড়িয়ে দিল এবং ন্যাশন্যাল কমিটিগুলি ক্ষমতাদখলের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করল। মুক্তিবাহিনীর ইউনিটগুলিকে লড়াইয়ের জন্য শিক্ষিত করা হতে লাগল। সৈন্যবাহিনীতেও আলোড়ন দেখা দিল।"

বর্ধমান বিপ্লবের মোড় নেবার লেনিনীয় নীতির দ্বারা চালিত হয়ে শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব অভ্যুত্থানের দিন চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ঐক্যের এ ছিল একটা উদাহরণ এবং এটাই সাফল্যের পথ প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে নাৎসিবাহিনী শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করলে তাদের এবং তাদের স্থানীয় ভৃত্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম একান্তভাবে বেড়ে উঠল। অভ্যুত্থান ঘটনায় পরিণত হল। চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে শ্লোভাকিয়ার এক বিরাট অংশে বিপ্লবী ক্ষমতা স্থাপিত হল।

মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্ষমতার চেহারা মৌলিকভাবে পাল্টে গেল। গভীর সামাজিক পরিবর্তন শুরু করা হল। শ্রমিক কৃষক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং ফ্যাসি-বিরোধী বুর্জোয়ারা শ্লোভাক ন্যাশন্যাল কাউন্সিল এবং স্থানীয় ন্যাশন্যাল কমিটির মুক্তিসংগঠনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল—এগুলিই ছিল আবার বিপ্লবী ক্ষমতার সংগঠন। এ ব্যাপারেও শ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের নির্দেশগুলি মেনে চলেছিল "পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রে যা কিছু পীড়নমূলক, গতানুগতিক, সংশোধনের অতীত বুর্জোয়া সম্পন্ন তাকে **ভাঙ্গো** এবং **নিজস্ব** নতুন যন্ত্র দ্বারা তাকে বদলে দাও" (২৬ নং খণ্ড পৃঃ ১০২)। শহর, গ্রাম, অঞ্চলগুলির বিপ্লবী ন্যাশনাল কমিটিগুলি ঠিক তাই করল। কমিউনিস্টরা সাহায্য করল তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে, শান্তি ও শৃঙ্খলার আশ্বাস দিতে, সরবরাহ বাড়াতে, লড়াই-এর ফ্রন্টে ও মুক্তিবাহিনীগুলির জন্য সাহায্য সংগঠিত করতে। অভ্যুত্থানের এলাকাগুলির ন্যাশন্যাল কমিটিগুলি তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বগুলি পালনে যে শিক্ষালাভ করেছিল তা পরবর্তীকালে সমগ্র প্রজাতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৯ সালে কমরেড গটওয়াল্ড ঠিকই বলেছিলেন, শ্লোভাক অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল শ্রমজীবী জনতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—যাতে করে তাঁরা নিজেরা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে।

জাতীয় প্রশ্নকে বিচার করার সময়েও শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে। এ ফ্যাসিস্ট যাজকবাদ, হিলিন্কা পার্টি[১]র জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদ ও শ্লোভাক জাতিসত্তাকে ঘৃণাকারী বুর্জোয়া চেকোশ্লোভাকবাদকে প্রত্যাখান করেছে।

অভ্যুত্থান এটা দেখিয়েছে যে বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্লোভাকরা আমাদের সমাজের সমস্যাগুলি সমাধানে সক্ষম। শ্রমিকশ্রেণী তার রাজনৈতিক অগ্রণীবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে, শ্লোভাক প্রশ্নটিকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় রূপে সমাধান না করে, (আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিক মুক্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে), সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান নির্ভর করে যে প্রধান বিষয়ের উপর ক্ষমতালাভের উপর, তাদের অন্যতম হিসাবে সমাধান করেছে।

তৎকালীন শ্লোভাক সৈন্যবাহিনীকে অভ্যুত্থানে টেনে নামানো একটা অসামান্য তাৎপর্যের বিষয়ও বটে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাব সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে, ছোটখাটো অফিসার এবং কিছু বড় অফিসারদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। ফলে শ্লোভাক ইউনিটগুলি ব্যাপক সংখ্যায় সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বা সোভিয়েত মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে চলে গেল। সেনাবাহিনীর

১ প্রাক-মিউনিক চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যাজকীয় ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্বকারী হিলিন্কা হিটলার জার্মানির সহযোগিতায় একটি "স্বাধীন" ফ্যাসিস্ট শ্লোভাক রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল।

ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হল। এ কাজ আমাদের ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্টকে আরও প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল যদিও তাদের শ্রেণীগত পটভূমিকার দরুন সৈন্যবাহিনীর লোকেদের অনেকে বেনেসের চেকোশ্লোভাকিয়ার পুনরুজ্জীবনের বুর্জোয়া ধারণার এবং চেকোশ্লোভাক ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের কর্মসূচীর অনুসরণকারী এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে নামানো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের লেনিনীয় নীতির একটা বিশেষ সাফল্যরূপে পরিগণিত হল। সেনাবাহিনীর যোগদান অভ্যুত্থানের জাতীয় চরিত্রকে সুনিশ্চিত করল এবং পরবর্তীকালে প্রাক্-মিউনিক অবস্থা পুনরুজ্জীবনের জন্য সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী এবং সেনাপতি লুডভিক স্বোবোদার চেকোশ্লোভাক সৈন্যদের দ্বারা মুক্তির সঙ্গে স্থানীয় ফ্যাসি-বিরোধীদের সংগ্রাম যুক্ত হয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। ১৯৪৫ সালের ৪ এপ্রিল চেক এবং শ্লোভাকদের ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের ১ম সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোসিস কর্মসূচী ফ্যাসিবাদের উপর জয়লাভ এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার জন্য জনগণের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে জাতীয়তার সংমিশ্রণ ঘটাবার নীতি—কারণ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই করে নি, বৈপ্লবিক পরিবর্তনমুখীও ছিল যা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল, ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর বিকাশকে সুনিশ্চিত করেছিল—সমগ্র ঘটনাবলী দ্বারা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনতার ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং গভীর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা।

এজন্যই কোসিস কর্মসূচীর সুসমঞ্জস রূপায়নের সঙ্গে প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ যুক্ত হয়ে পার্টির সম্মান ও প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করেছিল এবং বিপ্লবকে আরও উৎসাহ যুগিয়েছিল। তথাকথিত চেক ও শ্লোভাক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা শুধু একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এরা ন্যাশন্যাল ফ্রন্টে থেকে বর্ধমান বিপ্লবের আশঙ্কা করছিল। তাই যখন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি শুরু করেছিল তখন এ ঘটনাবলীর গতিকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে, ক্ষমতা ফিরে পেতে এবং দেশের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনকে পাল্টে দিতে চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের চূড়ান্ত সংঘর্ষে ক্ষমতার প্রশ্নকে চিরতরে সমাধান করার জন্য বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

ফেব্রুয়ারির জয় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথ খুলে দিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে (১৯৭১) তাঁর রিপোর্টে কমরেড হুসাক যথার্থই জোর দিয়ে বলেছিলেন যে পার্টি "জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে লেনিনীয় রণনীতি ও রণকৌশল সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেছিল। এবং শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী জনতার একটি প্রশস্ত মোর্চা গড়ে তুলেছিল যা রাজনৈতিক সংগ্রামের নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক উপাদানে পরিণত হয়েছিল এবং যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর উপর নির্ভর করেছিল।"

সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাকে শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের হাত থেকে নয়, তাকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সুবিধাবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ঘটনাবলী দেখিয়েছে, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ সংশোধনবাদকে দৃঢ়ভাবে লড়তে না পারলে সমাজতন্ত্রের পক্ষে তা কত মারাত্মক হতে পারে। লেনিনবাদ থেকে প্রতিটি বিচ্যুতি ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে।

চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সংশোধনবাদীদের কাজকর্ম প্রথমত এবং প্রধানত লেনিনবাদের বিরুদ্ধে এবং তার ফলে শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের সমস্ত নীতিগুলি এবং সাফল্যগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। লেনিনবাদ, শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির অগ্রণী ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এবং দেশের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের উপর তাদের আক্রমণ সোজাসুজি প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে ও শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের নীতিগুলির সম্পূর্ণ নেতিকরণে পরিণত হয়েছিল।

লেনিনীয় নীতিসমূহে বিশ্বাসী পার্টি-সভ্যেরা ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতায় নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী প্রতিবিপ্লবী ট্রাজেডিকে এড়াতে এবং পরবর্তীকালে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উপায়ে দেশকে এবং পার্টিকে একটি গভীর সংকট থেকে মুক্ত করে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের উন্নয়নকে চালু রাখতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল।

এবং এটাই ছিল স্বাভাবিক যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং যুদ্ধপরবর্তী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার সময়ে প্রখ্যাত কমরেড হুসাক সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের ৩০তম বার্ষিকী এবং চেক জনতার অভ্যুত্থানের ও সোভিয়েত সেনাবাহিনী দ্বারা প্রজাতন্ত্রের মুক্তির আসন্ন বার্ষিকীগুলি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র জনগণ গর্বের সঙ্গে যা অর্জন করেছে তা ফিরে দেখবার মতো উপযুক্ত

উপলক্ষ। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন-সমূহ সাধিত হয়েছে। শোষণ ও শোষক শ্রেণীগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, বেকারত্ব মুছে ফেলা হয়েছে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী যে কোনো সময়ের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে। আমাদের জনগণ সমাজ-তান্ত্রিক জনগণে পরিণত হয়েছে এবং চেক-শ্লোভাক সম্পর্ককে একটি সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দুই জনগণের এবং সমস্ত সংখ্যালঘু জাতিগুলির সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক মানের ক্রমান্বয়ে সমতা অর্জন এবং সাধারণ উন্নয়ন, চেক-শ্লোভাক এবং আমাদের অন্যান্য জাতিসত্তাগুলির ঐক্যকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শান্তির বছরগুলিতে শ্লোভাক অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার অর্থ হল একটি মাত্র চেকোশ্লোভাক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শিল্পায়ন, আমাদের কৃষির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের আরও নিবিড় ব্যবহার, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি এবং এই ভিত্তির উপর জীবনধারণের মানের উন্নয়ন।

এই সর্বব্যাপী কর্মসূচীর সাফল্য শুধুমাত্র শ্লোভাকিয়ার উপর নির্ভর করে হয় নি, বরং সমগ্র চেকোশ্লোভাক অর্থনীতি, চেক এলাকার কর্মীদের এবং চেক শ্রমিকদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে হয়েছে। কমরেড গটওয়াল্ড বার বার দেখিয়েছেন—এ সাহায্য শুধু শ্লোভাকিয়াকে উপকৃত করে নি, চেক এলাকাকেও করেছে, কারণ এ সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়ার নিহিত অর্থনৈতিক শক্তিকে বাড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

এখন আমরা ফলাফল-এর মূল্যায়ন করতে পারি। ত্রিশ বছর আগের একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ শ্লোভাকিয়ার ১৯৭৩ সালের জাতীয় আয় ১৯৩৭ সালের সমগ্র চেকো-শ্লোভাকিয়ার জাতীয় আয় থেকে বেশী ছিল। প্রাক-মিউনিক প্রজাতন্ত্রের ২০ বছরেও চেকোশ্লোভাক বুর্জোয়ারা এমন কি শ্লোভাকিয়া এবং দেশের পশ্চিম অংশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক, ঐতিহাসিক তফাতকে দূর করতে চেষ্টা করে নি। সমাজতান্ত্রিক শ্লোভাকিয়ায় ১৯৩৭ সালের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ৩০ গুণ বেড়েছে। এ একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে এবং মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে চেক অঞ্চলের কাছাকাছি যাচ্ছে।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে কৃষিযোগ্য জমির অর্ধেক বড় বড় জমিদার-দের দখলে ছিল, চাষ ছিল পাতলা, উৎপাদিকা শক্তি ছিল কম, পশুপালন ছিল অনুন্নত এবং কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ ছিল যৎসামান্য।

এখন শ্লোভাকিয়ার কৃষির বিরাট সাফল্য হয়েছে। সমাজ-তান্ত্রিক ক্ষেত্রের রয়েছে প্রাধান্য (কৃষিযোগ্য জমির ৮৭·৫ শতাংশ) উৎপাদন যুদ্ধের আগের থেকে দ্বিগুণ হয়েছে, উৎপাদিকা শক্তি ৪·৫ গুণ বেশী এবং দানাশস্যের ফলন পশ্চিম ইয়োরোপের যে কোনো জায়গার মতো বেশী। এগুলি শ্লোভাকিয়ার সাধারণ উন্নয়নে কৃষকের অবদানের ফল।

ধনতান্ত্রিক আমলে শ্লোভাকিয়াতে ২০০০ ছাত্র নিয়ে একটি মাত্র উচ্চ শিক্ষার প্রাতষ্ঠান ছিল। এখন রয়েছে ১৩টি, ছাত্র-সংখ্যা ৫২,০০০। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলি সংখ্যায় বেড়েছে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের ৩০০০-এর স্থলে এখন ৪৫,০০০ হাজার লোক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে। সুকুমার শিল্প পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকাঠামোতে চেক ও শ্লোভাকদের আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীর জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগসূত্রের জন্য নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

দ্রুততর উন্নয়নমূলক বৃদ্ধি এবং আমাদের দুই জাতির সহযোগিতা এবং একতাকে শক্তিশালী করার পথকে তৈরী করে যুক্তরাষ্ট্র তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে।

চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত হয়ে চেক ও শ্লোভাক শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ উদ্যোগ শ্লোভাক জাতীয় অভ্যু-ত্থানের দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী লক্ষ্যকে প্রতিপন্ন করেছে—চেক ও শ্লোভাক জাতিগুলিকে একতাবদ্ধ করা ও মিলিতভাবে সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য কাজ করা। একটি ছোট প্রজাতন্ত্রও, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজ-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের সহায়তায় কি অর্জন করতে পারে তার উদাহরণ হল শ্লোভাকিয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে লেনিনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতি ও জাতিসত্তাগুলির একটি দৃঢ়বদ্ধ গোষ্ঠী এটা চেক ও শ্লোভাক জাতিদ্বয়ের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতা ভিন্ন চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্র-নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানকে এত শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এত দ্রুত উন্নতি করতে পারত না।

প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে সাংঘাতিক কঠিন সংঘর্ষের সময় সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি সময়মতো আমাদের আন্তর্জাতিক সাহায্য দিয়েছিল। আমরা জানি এ সাহায্য ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞ, সময়োপযোগী, প্রয়োজনীয় এবং সঠিক। এই সাহায্যকে ধন্যবাদ, কারণ এর ফলে আমরা একটা গৃহযুদ্ধকে এড়াতে পেরেছিলাম এবং দ্রুত অবস্থাকে দৃঢ় করতে পেরেছিলাম।

অভ্যুত্থানের ঐতিহ্যকে বাড়িয়ে নেওয়া হল লেনিনের পথে—

সমাজতান্ত্রিক পথে অবিচল থাকা। আমাদের পার্টির ১৪তম কংগ্রেসের কর্মসূচীতে এটা প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল—বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাফল্যের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এবং জনগণের সক্রিয়তা এবং উদ্যোগ বাড়িয়ে, সুপ্ত উৎসগুলিকে কাজে লাগিয়ে এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে উৎপাদনের কার্যকারিতা বাড়ানো। চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নয়নের উপর মে (১৯৭৪) মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা একে বর্ণনা করেছে সত্যিকারের মহান বিপ্লবী লক্ষ্য হিসাবে এবং পার্টির আবেদনে জনগণের সাড়ার তাৎপর্যকে বিশেষ করে দেখাচ্ছে। গঠনমূলক শ্রম, উৎপাদন বৃদ্ধি, এর মান ও দক্ষতা বাড়ানো, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতি বৃদ্ধি করা হল আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা যৌথ খামারের কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী জনতার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে সুরক্ষিত করার কাজ চালিয়ে যাব।

জনগণের ক্ষমতার বিপ্লবী সংস্থা ন্যাশন্যাল কমিটিগুলির কাজের উন্নতি করা এবং রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশগ্রহণকে বাড়ানো হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও উন্নয়নের উপায়।

অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কার্যের বছরগুলিতে ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট, শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী কৃষক এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির মোর্চা রূপে, জনগণ ও জাতিসত্তাগুলির একতার প্রকাশ হিসেবে এর সুবিধাগুলি প্রমাণ করেছে। কাজেই অভ্যুত্থানের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের অবশ্যই চেক ও শ্লোভাকদের ঐক্য সুনিশ্চিত করতে হবে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আমাদের অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের সমৃদ্ধির জন্য একত্রে কাজ করতে হবে। এজন্য পার্টি, রাষ্ট্র ও জনগণের সংস্থাগুলিতে আদর্শগত কাজ অপরিহার্য। দেশপ্রেম ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তির বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির একটি অংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের নতুন রূপ দেওয়া, অভ্যুত্থানের সময়কার এই মৌলিক নীতির এখন ব্যাপকতর অর্থ হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া হল ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর সদস্য, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের সভ্য দেশগুলির, বৃহত্তর মিথস্ক্রিয়ায় এর অবদান আছে, এবং নিজে অংশগ্রহণ করছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ঐক্যের বিশদ কর্মসূচী রূপায়ণে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের শান্তির কর্মসূচীকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করি এবং বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ও বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার আরও বিস্তৃতির জন্য কাজ করি।

শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের তত্ত্বগুলি গড়ে তোলবার সময় আমরা এর অনেকগুলি মূল্যবান শিক্ষার কথা স্মরণ করে থাকি। এটা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে যে কেবল মাত্র লেনিনবাদ, লেনিনীয় বিশ্লেষণ, লেনিনবাদের নীতিসমূহ, এর রণনীতি ও রণকৌশলই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সামাজিক মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনসাধারণের জটিল শ্রেণী-সংগ্রামে বিজয়ের প্রধান উৎস। লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্য, এর সৃজনশীল প্রয়োগ পার্টি ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন, চেক ও শ্লোভাকদের ঐক্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী, হল আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের আরও সফল উন্নয়নের গ্যারান্টি।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট ও আরব মুক্তি আন্দোলন

নিকোলাস চাউই
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, লেবানীজ কমিউনিস্ট পার্টি

সমাজতন্ত্র ও প্রগতির শক্তিসমূহের আর সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহের মধ্যের ঐতিহাসিক সংঘাত এখনকার মতো তীব্র আর কখনও হয় নি। এই সংঘাত পৃথিবীর সমস্ত অংশ জুড়ে, এবং মানবজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে এটি প্রভাবিত করে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ চালিয়ে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সেখানে ক্রমবর্ধিতভাবে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করছে।

যদিও বেশির ভাগ দেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিন্তু সংগ্রামের শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। এখনও কিছু মানুষ ঔপনিবেশিক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছে। গত ৩০ বছরে যে-সমস্ত দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই এখনও পর্যন্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণই বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্বে রয়েছে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির এবং তাদের পূর্বতন শাসক ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যের ব্যবধান ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বিকাশকে ব্যাহত করার জন্য এবং সেকেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির চূড়ান্ত অবলুপ্তিকে প্রতিহত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়ার, সামন্ততান্ত্রিক অংশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার এখনও বিদ্যমান অবশেষগুলির উপর নির্ভর করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদিও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিন্তু শুধুমাত্র এইটিই সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে না। এটিকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে মুক্তি-সংগ্রামকে প্রসারিত করার একটি নতুন স্তর ও অনুকূল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা যায়। এই কারণেই সমস্ত মুক্তি-আন্দোলন-গুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রটি বর্তমানে আরও সুস্পষ্ট যা লেনিন এর ভবিষ্যদ্বাণীকেই সমর্থন করে যে "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রত্যেকটি দেশে সেখানকার বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বা প্রধানত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম হবে না···না, এটি হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-নির্যাতিত উপনিবেশ ও দেশসমূহের, সমস্ত পরাধীন দেশের সংগ্রাম" (৩০ খণ্ড, পৃ. ১৫৯)।

পূর্ব আরবের দেশগুলির স্বাধীনতা-অর্জন, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিরই জয় সূচিত করে। কিন্তু সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদের উপরতলার যে অংশটির জোট ক্ষমতা দখল করেছিল, শোষক শ্রেণীগুলির স্বার্থকে নিরাপদ করার জন্য তাদের নীতি, অর্থনৈতিক মুক্তির যাত্রাকে মন্থর করেছিল। আরব দেশগুলির অর্থনীতি তখনও বৃহৎলাংশেই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ছিল বাঁধা। আগের মতোই, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলির কর্তৃত্বই বজায় ছিল যা বহু শতাব্দী সামন্ততান্ত্রিক অটোম্যান শাসন ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে পাওয়া পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যাহত করেছিল। শ্রমজীবী জনগণ এই অবস্থা সহ্য করতে অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল এবং সেটিকে ক্রমবর্ধিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক শ্রেণী-আধেয় দান করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনাগুলি, যা তাদের অ-সম-সামরিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল, সেগুলি প্রতিহত করার জন্য তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প তারা দেখিয়েছিল এবং বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির অবস্থানগুলি বিলুপ্ত করার জন্য, জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার রাষ্ট্রের অধিকারে আনার জন্য এবং একটি কৃষি-সংস্কারের জন্য তারা কাজ চালিয়েছিল। এর ফলে জনসাধারণ এবং সামন্ত ও বুর্জোয়াদের উপরতলার অংশের জোটের মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। আরব মুক্তি-আন্দোলন একটি নতুন প্রগতিশীল আধেয় অর্জন করেছিল। এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের পর্ব অপেক্ষা এটি আরও উচ্চ স্তরে উঠেছিল এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের একটি অংশে পরিণত হয়েছিল।

আজকে আরব জাতীয় আন্দোলন সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য-

গুলির উপর কেন্দ্রীভূত। লেবানীজ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী, যা ১৯৬৮ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া কর্তৃত্ব থেকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত কর্তব্য-গুলির উল্লেখ করেছিল :

"ঔপনিবেশিক শাসন ও বিদেশী পুঁজির অবস্থানগুলির অবশেষসমূহের অবলোপ ;

"সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি, যা কৃষিতে উৎপাদিকাশক্তিগুলির বিকাশকে ব্যাহত করে, সেগুলির অবলোপ ; দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি-সমস্যার সমাধান এবং এইভাবে আধুনিক অগ্রসর কৃষির বিকাশকে সুনিশ্চিত করা ;

"একপেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তনের প্রধান উপায় হিসাবে শিল্পায়ন ;

"বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করা ; নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সুদক্ষ জাতীয় কর্মী তৈরি করার জন্য অবিরাম উদ্বেগ (প্রচেষ্টা) ; জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশ ;

"রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণ, জনগণের রাজনীতির শিক্ষা, তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ; নিজেদের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে গণসংগঠনগুলির অংশগ্রহণ ;

"সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা ; আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত পার্থক্যের অবসান করা।"

যাই হোক, বিকাশের ইতিহাস দেখিয়েছে যে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহকে ছাড়িয়ে যায়। সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদের উপরতলার অংশ যারা সাম্রাজ্যবাদেরই অনুসরণ করে এখনও পর্যন্ত বর্তমান তাদের যথেষ্ট প্রভাবই আরব দেশগুলির পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করার এবং জাতীয় পুনর্জন্মকে সুনিশ্চিত করার পথে প্রধান অন্তরায়। তবুও এই শ্রেণীগুলি প্রায়ই রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়। তাদের অবস্থানগুলি দুর্বল হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রেণীবিরোধগুলি তীব্রতর হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলি আর সেই সঙ্গে আরব কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীসমূহের নিরলস প্রচেষ্টা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির জনসাধারণ বুঝতে শুরু করেছে যে পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় পুনরুজ্জীবনকে সুনিশ্চিত করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এটি লেনিন-এর ভবিষ্যদ্বাণীকেই সমর্থন করে যে পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশের আন্দোলন প্রাথমিকভাবে জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও পরিণামে তা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাবে। বস্তুত এই উচ্চতর স্তরের দিকে অগ্রগতি হল বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বস্তুগতভাবে ক্রমবর্ধিত অবদানেরই একটি অংশ।

আরব দেশগুলির বিপ্লবী বিকাশ আর যাই হোক, মসৃণ নয়। আমরা যেমন আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের (১৯৭২) দলিলে বলেছিলাম যে এটি কোনো প্রতিষ্ঠিত অথবা অপরিবর্তনীয় নমুনা অনুসরণ করে না। এর প্রধান কারণ হল ভয়াবহ অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, যা নানা মাত্রায় সমস্ত আরব দেশের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন-পদ্ধতির সংখ্যাধিক্য এবং আমাদের সমাজের অত্যন্ত জটিল সামাজিক, উপজাতীয়, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক কাঠামো। শ্রেণীকাঠামো এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। জনসংখ্যার অধিকাংশই হল কৃষক। শহরের ক্ষুদ্র ও মধ্য-বুর্জোয়ারাও সংখ্যায় প্রচুর এবং শ্রমিকশ্রেণী সাধারণত ক্ষুদ্র এবং যথেষ্টভাবে সংগঠিত নয় ; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর শ্রেণী-চেতনা তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের (এর কারণ হল তারা সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে এবং গ্রামের সঙ্গে তাদের অবিরাম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে)।

বেশির ভাগ আরবদেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তরুণ জাতীয় বুর্জোয়াদের এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের (যাদের মধ্যে প্রায়শই কিছু সামন্তপ্রভু অন্তর্ভুক্ত থাকে) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্মের পরে নতুন প্রগতিশীল সামাজিক প্রবণতাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলি—ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণ ও কৃষক, এবং পাতি-বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশগুলি ও বুদ্ধিজীবীরাই—মুক্তি-আন্দোলনের মর্মবস্তু ও চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাতি-বুর্জোয়া বা বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় থেকে আগত বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। কিছু কিছু আরব দেশে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সরকার ক্ষমতায় এসেছে যারা একটি প্রগতিশীল পথ অনুসরণ করছে এবং বস্তুগতভাবে পুঁজিবাদ-বিরোধী এবং পুঁজিবাদের বিকাশকে ব্যাহত করে এমনসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করছে। P 36,193

আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে এই সরকার-গুলির নেতৃত্বে রয়েছে পাতি-বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশ। কিন্তু এটি হওয়ার আগে একটি দীর্ঘ ও জটিল পৃথকীকরণের পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল আর সেই সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়া এবং পাতি-বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও মধ্যস্তরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই শ্রমিক, কৃষক এবং পাতি-বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশগুলির স্বার্থের অনুরূপ।

বিপরীতভাবে এইগুলি বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি, সামন্ত ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আর এই সবই ঘটছে এমন দেশগুলিতে যেখানে নেতৃত্বে, বাস্তবিকভাবে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নেই।

তা সত্ত্বেও, পাতি-বুর্জোয়াদের সর্বাধিক প্রভাব আর সেই সঙ্গে এই বাস্তব ঘটনা যে, বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাই প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, এই সামাজিক-রাজনৈতিকগোষ্ঠীর দ্বৈত ও বিরোধী চরিত্রটিকেই আরও বর্ধিত করে। শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই একটি তীব্র সংগ্রাম চলছে যা আরব দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে। বিদেশী শত্রু শক্তিগুলি এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করছে এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতগুলিকে আরও তীব্র করে তোলার চেষ্টা করছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৭ সালে ইস্রায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আরব জাতীয়-আন্দোলনকে আঘাত করা এবং প্রগতিশীল প্রবণতাগুলিকে মন্থর করা অথবা যদি সম্ভব হয়, পাল্টে দেওয়া। এই আগ্রাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল আরব প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে দুর্বল করার জন্য, ইস্রায়েলের রাজ্যবিস্তারের তৃষ্ণাকে প্রশমিত করার জন্য, প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের সমস্যাকে তেলআবিব ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছার অনুকূলে "সমাধান" করার এবং আরব-সোভিয়েত মৈত্রীকে চূর্ণ করার জন্য।

আজকে, সাম্রাজ্যবাদ একই উদ্দেশ্যকে লালন করছে। ইস্রায়েলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে এবং তার আগ্রাসনের জন্য যাবতীয় সামরিক সাহায্য প্রদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব আরবে তার নিজের ও তার দালালদের অবস্থানকে ফিরে পাবার ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কার্যকলাপগুলি অক্টোবর যুদ্ধের পর বিশেষ করে তীব্র হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনো কোনো আরবদেশকে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতিতে যাদের দৃঢ়তার অভাব রয়েছে, তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুযোগ সুবিধা দান করতে সম্মত করাচ্ছে; এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রগতিশীল পথ থেকে বিচ্যুত করতে, প্রগতিশীল আরব শক্তিগুলির ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে, প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম ও আরব-সোভিয়েত মৈত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানগুলি সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করছে।

পাতি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের দৃঢ়তার অভাব, তাদের সীমিত মতাদর্শগত মঞ্চ এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির অসংগতি, আরব দুনিয়ার তীব্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির পশ্চাতে প্রধান ঘটনা। এর ফলে কোনো কোনো দেশে খোলাখুলিভাবে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকগুলি আবার আত্মপ্রকাশ করেছে যাদের রাজনৈতিক লাইন সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বর্তমান স্তরের সঙ্গে স্পষ্টতই বেমানান। এইটি রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও গোষ্ঠীগুলির বিপজ্জনক অনুপ্রবেশে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলিকে পাল্টে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য তারা বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ও গোষ্ঠীগুলি কিছু কিছু প্রগতিশীল সরকারের বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতাগুলিকে, দক্ষিণপন্থী ঝোঁক-গুলিকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যাপক জনগণের, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর অনাস্থাকে, গণতন্ত্রের বিরোধিতাকে এবং প্রচলিত কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতাকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করে। তারা এইসব সরকারের সৃষ্ট আমলাতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ও সরকারি কনট্র্যাক্ট-সমূহের দৌলতে নিজেদের পকেট পূর্ণ করে (যা ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্রেও মুনাফার উৎস হিসাবে মন্দ নয়)। এর ফলে সেইসব শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার ঝোঁক দেখা যায় যারা সমাজ-তান্ত্রিক প্রবণতার মর্যাদাহানি করতে চায়, ক্ষমতা দখল এবং অতি সম্প্রতি যে শ্রেণীগুলিকে প্রবলভাবে ক্ষমতাহীন করা হয়েছিল তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য ঘটনাপ্রবাহকে পাল্টে দিতে চায়। দেশের মধ্যে এই ধরনের রাজনৈতিক ঝোঁকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দেশের বাইরে নতুন মিত্রের অনুসন্ধান—যাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সংক্ষেপে, যখন পাতি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ-গুলির সঙ্গে সমাজের বস্তুগত প্রয়োজনের সংঘাতের সৃষ্টি হয় তখন তারা আর বিপ্লবী গণতন্ত্রী অথবা ব্যাপক পাতি-বুর্জোয়া স্তরের এবং শ্রমজীবী জনগণের সমর্থক থাকে না।

কোনো কোনো মহল তাদের দক্ষিণপন্থী-নীতির যথার্থতা প্রমাণের জন্য ইস্রায়েলী আগ্রাসন ও দখলের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত অক্টোবর যুদ্ধের ইতিবাচক ফলাফলগুলিকে এবং ঐ যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট দেশপ্রেমিক চেতনাকে কাজে লাগায় (যা এমন কি প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকার ও শক্তিগুলিকেও, যারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য পরিচিত, তাদেরও "তৈল-অস্ত্র" ব্যবহারে বাধ্য করে)। তারা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী অনুভূতিগুলিকে উত্তেজিত করে এবং শ্রেণী শান্তি এবং প্রতিক্রিয়াকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার তত্ত্ব প্রচার করে। তা ছাড়াও তারা বিশ্ব-পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলিকে, যা দীর্ঘকালীন ঠাণ্ডা লড়াই, বল্গাহীন অস্ত্রসজ্জা ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট গঠনের পর্বের পর আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পথকে

প্রশস্ত করেছে এই বলে বিকৃত করার চেষ্টা করে যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর বিশেষ করে সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তিসমূহ দুটি "অতি শক্তির" "সহযোগিতার" নামান্তর। তারা বলে যে এইটিই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের অপসরণের এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামাজিক সাফল্যগুলি বর্জনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে।

যাই হোক, এই রাজনৈতিক লাইন বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং সামগ্রিকভাবে আরব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্কট থেকে উৎসারিত তীব্র বিরোধগুলি শ্রেণীসংগ্রামকে এক অভূতপূর্ব পর্যায়ে উন্নীত করেছে। দক্ষিণপন্থীরা কলাকৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ব্যাপক জনগণ, যারা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সাফল্যগুলি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক এবং যাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশেষ করে আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব খুব বেশি মাত্রায় বিরাজ করছে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষের ভয় দক্ষিণপন্থীদের নীতিকে সংগতিহীন করে তুলেছে।

যদিও বিপজ্জনক এবং যদিও তাদের পরিণাম ক্ষতিকারক হতে পারে, কিন্তু তবুও আবার জেগে ওঠা এই দক্ষিণপন্থী ঝোঁকগুলি, গতদিনের সাফল্যগুলি থেকে সরে যাওয়ার ঝোঁকগুলিই চূড়ান্ত নির্ধারক নয়। প্রধান কথা হল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন প্রচণ্ড ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে। তেলের প্রশ্নই ধরা যাক। ইরাক, আলজিরিয়া এবং লিবিয়াতে বিদেশী তৈল স্বার্থগুলির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক জাতীয়করণ, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কঠোর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

বহু আরব দেশ কমিউনিস্টদের নিয়ে মোর্চা এবং দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠন করে এবং সমাজতান্ত্রিকগোষ্ঠীর দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত এবং শক্তিশালী করে রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে আরও প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আরব মুক্তি-আন্দোলনের প্রভাবশালী অংশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তাদের অহেতুক আতঙ্ককে বর্জন করেছে এবং কমিউনিজম-বিরোধিতার অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের কোনো কোনো অংশে প্রগতিশীল ঝোঁকগুলি ঘনীভূত হচ্ছে, যেমন প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধ।

এইসব বিরোধিতা এবং তারই পরিণামে জটিল সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে ব্যাপক জনগণ কোনো কোনো সামাজিক স্তর ও ও রাজনৈতিক শক্তি যারা তাদের স্বার্থের প্রধিনিধিত্ব করার দাবি করে, তাদের সম্পর্কে এবং সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও তাদের পুরনো দিনের মোহ এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে পরিত্যাগ করছে। এইগুলির স্থান গ্রহণ করছে ঐতিহাসিক বিকাশেরধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরও বাস্তব ধ্যান-ধারণা এবং তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বোধন করছে।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের আরও অগ্রসর হওয়ার এবং এর প্রগতিশীল আধেয়কে আরও গভীর করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্ররা ক্রমশই অবিচলভাবে রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করছে। পূর্ব আরবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভূমিকাও বৃহত্তর হয়েছে যেখানে কমিউনিস্টরা সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক প্রগতি, সমাজতন্ত্র ও আরব ঐক্যের জন্য সবচেয়ে একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে থেকেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরব দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দৃঢ়তর মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থান অর্জন করেছে এবং একটি গণভিত্তি আর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও প্রগতিশীল অ-কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

কমিউনিস্টরাই প্রথম পূর্ব আরবে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিস্তার করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের ধারণাকে তুলে ধরেছিল, যা, তারা জানত মুক্তি, প্রগতি ও ঐক্যের জন্য আমাদের সংগ্রামের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। বর্তমানে, আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

আরব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, যার আধুনিক পর্বের সূচনা হয়েছিল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলস্বরূপ এই মুক্তি-আন্দোলন তার প্রারম্ভিক বিজয়গুলি অর্জন করেছিল। ১৯৪৩ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী পশুকে একটির পর একটি আঘাত হানছিল তখন ফ্রান্স ও বৃটেন সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হয়েছিল। আর ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়া ও লেবাননের দাবিগুলির প্রতি সোভিয়েত সমর্থনের ফলে ঐ দুই শক্তিকে তাদের সৈন্যবাহিনী অপসারিত করতে হয়েছিল।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আরব দেশগুলির স্বাধীনতা সোভিয়েত সমর্থনের সঙ্গে যুক্ত। সুয়েজের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে সজীব রয়েছে। আমরা জানি যে সোভিয়েত সমর্থনই ত্রি-শক্তি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করেছিল। তা ছাড়াও বহুমুখী সোভিয়েত সাহায্যের দৌলতেই আরবরা ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধের পর তাদের অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছিল। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় অবস্থান ব্যতীত অক্টোবর যুদ্ধও সুপরিচিত ফলাফলগুলি হয়তো প্রসব করতে পারত না। সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিজয়গুলি, তাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-

গুলিতে আমরা জয়লাভ করেছি সেগুলি সবই হল আরব-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রতীক।

স্বাধীনতা লাভের পরে আরবেরা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বড় বড় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিল তার কারণও নিহিত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে তাদের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ আরবদের পাশে না দাঁড়াত তাহলে তারা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে তাদের জাতীয় সম্পদকে উদ্ধার করতে, তাদের তৈলকে জাতীয়করণ করতে অথবা তার নিষ্কাশনে অংশ নিতে সমর্থ হত না। অসংখ্য বাঁধ, হাজারে হাজারে কলকারখানা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রকল্প, যা পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করার পথ প্রশস্ত করছে, সেইগুলিই হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন-প্রসূত সুযোগ-সুবিধার লক্ষণীয় নিদর্শন এবং ঐ মৈত্রীকে আরও শক্তিশালী করার সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি।

এই আলোতে বিচার করলে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশের মিথ্যা প্রচার কত অপ্রতুল, যে অংশটি সমাজতান্ত্রিকগোষ্ঠীর ও জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের সুযোগ-সুবিধাদানের এবং প্রগতিশীল সাফল্যগুলি থেকে তাদের অপসারণের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তাদের এই প্রতারণামূলক প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিবেশেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ফ্রান্স এবং ইতালিতে প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রামগুলি প্রকৃতভাবে বামদিকে ঝোঁকারই নিদর্শন। পর্তুগালে ইয়োরোপের প্রাচীনতম ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটেছে এবং গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এটি বহুলাংশেই পর্তুগালের উপনিবেশগুলির জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি। আর সেইদিন সমাগত যখন তারা অবশেষে এর ফল আস্বাদন করবে এবং স্বাধীনতা অর্জন করবে।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা নির্দেশ দান করেছিল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির অর্থ এই নয় যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যের বিরোধিতাগুলি অপসৃত হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটেছে অথবা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিপরীতভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রকে স্তিমিত করতে সাহায্য করছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রসারিত করার জন্য, নতুন নতুন আঘাত হানার জন্য আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের জন্য জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

আরব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিকগোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের মৈত্রী সম্পর্কে যারা সন্দেহের বীজ বপন করছে, তাদের ভাগ্যে বিচ্ছিন্নতা সুনিশ্চিত। কমিউনিস্টরা শুধু একাই তাদের প্রতিরোধ করছে না তারা ব্যাপক জনগণেরও সমর্থন পাচ্ছে। উপরন্তু, বহু আরব দেশে বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শাসকগোষ্ঠীগুলি জাতীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সাফল্যমণ্ডিত সমাধানের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে। সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হাফেজ-আল-আসাদের এবং লিবিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আবদেল জালুদের সাম্প্রতিক সোভিয়েত সফরই এর প্রমাণ। কামাল জুমলাত, লেবাননের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে আরব দেশগুলি অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বকে সযত্নে পোষণ করবে এবং তার সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভর করবে যেটি ছাড়া সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল থেকে আগ্রাসী ইস্রায়েলী সৈন্যদের অপসারণে বাধ্য করা, প্যালেস্টাইনের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করা এবং স্বাধীনতা এবং প্রগতির জন্য আরবদের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে চরিতার্থ করা অসম্ভব।

কোনো কোনো আরব দেশে যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে সেগুলিকে এবং সামগ্রিকভাবে আরব মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্যগুলিকে নস্যাৎ করা দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে সহজ নয়। আরব দুনিয়ার প্রক্রিয়াগুলির চরিত্র ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় কারণ সেগুলি সমগ্র সমাজের প্রকৃত স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে গ্রথিত। বস্তুগত বিচারে অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করা, বিকশিত করা ও সংহত করার জন্য প্রয়োজন হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতর মৈত্রী ও সহযোগিতা।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আমাদের সময়ের তিনটি বিরাট শক্তির—সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন-এর ঐক্যকে সুদৃঢ় করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে। এইভাবে তারা ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সভায় গৃহীত মৌল সিদ্ধান্তটিকেও প্রমাণ করেছে।

তা ছাড়াও তারা দেখিয়েছে যে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রধান ধারায়, তার অন্যান্য অংশগুলি—সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে সাথে বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি জাতীয় মুক্তি-বিপ্লবের পরিণতি বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত; এর সঙ্গে সংহতি বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রগতিশীল সাফল্যগুলিকে নষ্ট করতে এবং সাম্রাজ্যবাদের পরাধীন করতে পারে, কিন্তু আরও দৃঢ়তর সংহতি নতুন নতুন অবদান ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

গণ-ঐক্য গঠনে

সাইপ্রাসের শ্রমজীবী জনগণের প্রগতিশীল পার্টির ত্রয়োদশ অধিবেশন (এ কে ই এল)

এজেকিয়াস পাপাইওয়ান্নু

সাধারণ সম্পাদক (এ. কে. ই. এল.)

উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ থেকে সমঝওতা এবং সহযোগিতার উদ্ভবে আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা নিশ্চিত মোড় নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও সাইপ্রাসের শ্রমজীবী মানুষের প্রগতিশীল পার্টির যে ত্রয়োদশ অধিবেশন গত ২৮ এপ্রিল হয়ে গেল, তা একটা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল।

আমাদের প্রতিবেশী সিরিয়ার প্রতি সশস্ত্র উস্কানি আর লেবাননের উপর বর্বরোচিত বিমান আক্রমণ চালিয়েছে আগ্রাসী ইস্রায়েল। পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক আর্থিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কট যতই ঘনীভূত হচ্ছে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ করে আমেরিকা এবং ই. ই. সি-র অন্তর্গত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ ততই প্রকট হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সমঝওতার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-ফ্যাসিবাদ তার আগ্রাসী ভূমিকা ত্যাগ করেছে। বরং বাস্তবে তারা বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়াশীল এবং নয়া ফ্যাসিস্ত রাজ কায়েমের সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছে—যেমন চিলির সাম্প্রতিক ঘটনা। স্পেন, গ্রীস এবং অন্যত্র যে অবস্থা তা ফ্যাসিবাদের এই নাছোড়বান্দা মনোভাবেরই পরিচায়ক। এ সবের উপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাপূর্ণ ঘাঁটিগুলো তো রয়েছেই।

শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি এবং সমাজতন্ত্রের যারা পক্ষে তাদের সঙ্গে যুদ্ধোন্মাদ সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-ফ্যাসিবাদী শিবিরের চলেছে কঠিন লড়াই। সমঝওতার দিকে ঝোঁক হয়তো আছে, তবু বিশ্বশান্তি এবং সহযোগিতার জন্যই জনগণকে সতর্ক থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সুয়েজখাল অঞ্চলে মিশরীয় এবং ইস্রায়েলী সৈন্যের অপসারণ, সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত—ইয়োকা-২ সন্ত্রাসবাদীদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের মধ্যে যার প্রতিফলন, প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিওসের জীবনহানির ক্রমাগত চেষ্টা এবং এক-নায়কতন্ত্রী এথেন্সের চরমপত্রগুলি—এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সিনাই উপদ্বীপের সৈন্য অপসারণ সুয়েজখালে জাহাজ চলাচল দ্রুত চালু করার পথ খুলে দিয়েছে, ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে সাইপ্রাসের সামরিক তাৎপর্য বেড়েছে অনেক। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের চৌমাথায় এই দ্বীপ—ইয়োরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ যোগসূত্র।

সমাজবাদী এবং প্রগতিশীল আরবদেশগুলোর মধ্যে একটি মুক্তাঞ্চল তৈরির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার লক্ষ্য-বস্তু এই দ্বীপটি যার সম্প্রসারণ চলেছে স্পেন এবং ইতালি থেকে গ্রীস, তুরস্ক, সাইপ্রাস এবং ইস্রায়েল অবধি।

সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে যে নয়াচক্রান্ত তার পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদের এই সব সুদূর-প্রসারী উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন যার জন্যই ডেকালিয়াতে মার্কিন রণতরীর উপস্থিতি এবং সুয়েজখাল মুক্ত রাখার অজুহাতে সাইপ্রাসে বৃটিশ বাহিনীর অবস্থান।

ইয়োকা-২ সন্ত্রাসবাদী এবং ফ্যাসিবাদী উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ, জাতীয়তাবাদী প্রচার এবং ইনোসিস প্রসঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির পেছনে ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা যা সাইপ্রাসের সভ্যপদ খারিজ করে গ্রীক-তুর্কী যৌথ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল এবং যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বীপটিকে নাটোর শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করা।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে লক্ষ লক্ষ ডলার ছড়িয়েছে সাইপ্রেসীয়দের প্ররোচিত করতে, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি আনতে, তাদের প্রতিরোধ-শক্তিকে দাবাতে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার চালানো হয়েছে। প্রতিদিন একটি প্রেসের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং বৈধতার যারা শত্রু তাদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা যৎসামান্য, স্বভাবতই আর্থিক সাহায্য রয়েছে এর পেছনে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি তাদের নিজেদের হাতে মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সাইপ্রাসে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চেয়েছিল, জনগণের, বিশেষত যুবকশ্রেণীকে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ভাবালুতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল।

অতীতে যেমন হয়েছে এবারও সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল

ফ্যাসিবাদী উগ্রপন্থীদের নিয়ে একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে যাতে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এ. কে. ই. এল. এবং শ্রমজীবী মানুষের ওপর একটা বড় আঘাত হানতে পারে। সাইপ্রাস এবং গ্রীক জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী প্রেরণা দিয়ে অর্থ দিয়ে চক্রান্ত-জাল বুনছিল, তাদের কর্মস্থল ছিল এথেন্স এবং এই গোষ্ঠীর নাম সি. আই. এ.। জেনারেল গ্রীভাসের মৃত্যুতে এথেন্সের মিলিটারি শাসকেরা তাদের মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল নাটোর পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে শুরু করল।

এই চক্রান্তের পেছনে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্র-জাতীয়তাবাদীরাও ছিল। আলোচনার ব্যাপারে তাদের আপস-বিরোধী মনোভাব, এবং সাইপ্রাসের জনগণের গণ-তান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা, এবং একটি রাষ্ট্রের ভেতর আর একটি রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা—এ সবই তাদের চক্রান্তের সাক্ষ্য বহন করে।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইনের উপর নিজেদের স্থাপন করেছিল। উচ্চপদস্থ অফিসাররাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের বৈধ নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে তারা নিয়েছিল শত্রুতার সক্রিয় ভূমিকা। তাদের সহযোগিতায় রচিত হল অভ্যুত্থানের ভিত্তি। জাতীয় রক্ষী-শিবির থেকে ক্রমাগত অস্ত্র খোয়া যেতে লাগল এবং তা পৌঁছালো ইয়োকা-২-এর হাতেই। বহুক্ষেত্রে দেখা গেল যাঁরা বামপন্থী কিম্বা সভাপতি এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত তাঁরা অফিসারদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন। কমিউনিস্ট-বিরোধী মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলতে লাগল আর বিচারালয়গুলি চলতে লাগল জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের মর্জি অনুযায়ী।

যাইহোক, সাইপ্রাসের শত্রুদের এই অন্তর্ঘাতী পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে মা খেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকার এবং জনগণের ঐক্য এবং সঙ্কল্পর জন্য, এ.কে.ই.এল এর অনলস সাহায্য এবং সর্বজনীন ঐক্য বজায় রাখার জন্য, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং বিশেষ করে সাইপ্রাসের জনগণের মহান বন্ধু এবং রক্ষক সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা এবং নিস্বার্থ সহযোগিতার জন্য। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত নৌবহর শুধু সাইপ্রাসের জনগণকেই রক্ষা করছে না, ঐ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ যারা জাতীয় মুক্তি এবং সামাজিক প্রগতির লড়াইয়ে নেমেছেন তাদের সবাইকেই রক্ষা করছে।

এতৎসত্ত্বেও এ. কে. ই. এল-এর ত্রয়োদশ অধিবেশনে একথা জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে যে জনগণ যদি ভাবেন যে তাঁদের আর কিছু করবার নেই এবং শত্রু আর অপরাধে লিপ্ত হবে না—তাহলে তাঁরা এক শোচনীয় এবং মর্মান্তিক ভুল করবেন।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত থেকে সাইপ্রাসকে এ পর্যন্ত যা রক্ষা করে এসেছে তা হল জনগণের ঐক্য আর বিপুল জমায়েত, নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সহযোগিতা।

এ.কে.ই-এল হচ্ছে দেশপ্রেমিকদের ঐকের ধারক এবং বাহক, মুক্তি-সংগ্রামে চূড়ান্ত সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে এই ঐককেই পার্টি সংহত করে রাখছে। এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে আমাদের শত্রুরা সাইপ্রাসের মানুষের এই ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চায় এবং আদর্শগত মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে জনগণকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে ব্যাহত করতে চায়।

সাইপ্রাসের সংগ্রাম এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং তা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তরেই আছে। এই অবস্থায় আদর্শ-গত এবং রাজনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক ঐক্য শুধু সম্ভবই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। সাইপ্রাসের মতো একটি ছোট্ট দেশ যার জনসংখ্যাও অল্প, তার ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য।

ফ্যাসিবাদী উগ্রপন্থীরা এ.কে.ই. এল-কে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে থাকে যে যদিও সংগ্রাম এখনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং মুক্তি-সংগ্রামের স্তরেই আছে, তবু তারা চায় যে পার্টির মধ্যে তিক্ত অন্তর্দলীয় কলহ চলুক যাতে করে জনগণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং পরিণতিতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা সফল হয়।

একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, অসামরিক এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক ঐক্যই হচ্ছে আমাদের নিশ্বাস নেবার মতো একটি অবধারিত সত্য।

কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশনে যে রিপোর্ট দাখিল করেছে তাতে বলা হয়েছে যে—"যে-ঐক্য আমরা লাভ করেছি, তা যান্ত্রিক নয়। এটা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং মতাবলম্বীদের এক জায়গায় আনতে পারে নি। যে শক্তিগুলো ম্যাকারিওসের নীতির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের নিজেদের মধ্যে যোগা-যোগই অতি সামান্য, মতৈক্যে পৌঁছানো তো দূরের কথা, সময় বিশেষে তারা মত-বিরোধ এবং কলহেও মেতে থাকে। তার পর ম্যাকারিওসের সমর্থনে যে-ঐক্য গড়ে উঠেছে তা কোনো রাজ-নৈতিক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ফলে কারও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই সমর্থনকে নষ্ট করে দিতে পারে। কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সুরাহা করাও এক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

"যে বিশেষ ধরনের ঐক্য আমরা লাভ করেছি তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী হল—সভাপতি ম্যাকারিওসের সেই ক্ষমতা আছে কিনা যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী দল, গোষ্ঠী ইত্যাদির সমস্যা এবং প্রয়োজনকে অনুধাবন করতে পারেন, আমাদের

নিজেদের অবস্থা যাকে আমরা কোনোরূপেই অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব বা বিবাদের দিকে এই মুহূর্তে নিয়ে যেতে চাই না, এবং ম্যাকারিওসকে সমর্থন করে—এ জাতীয় সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সম্পর্ক বজায় রাখা। যারা এই ঐক্যকে বজায় রাখতে চান, একে আরো শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ করতে চান তাদের এই বিশেষ চরিত্রলক্ষণ এবং দুর্বলতাগুলোকে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে।"

এ.কে.ই.এল-র ঐক্য সম্পর্কে এই ভূমিকাটুকু থেকে বোঝা যায় যে এই ঐক্য কত অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর এবং কতটা সাবধান হয়েই এই ঐক্যের প্রতিটি স্তরে সজাগ থাকতে হবে। জনগণের প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই ঐক্য গড়ে উঠবে। এর সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে সঙ্কীর্ণতাবাদ।

অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়েছে—পার্টি জনগণের যে-ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছে তাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা হবে, কারণ এই ঐক্যই হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি এবং এই সংগ্রামকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবার হাতিয়ার।

অধিবেশনে গ্রীস এবং তুরস্কের সাইপ্রেসীয় জনগণের সম্পর্কের মূল সমস্যাবলী নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এর আশি শতাংশ অধিবাসী হচ্ছে গ্রীক এবং বাকি বিশ শতাংশ হচ্ছে তুর্কী সাইপ্রেসীয়।

একটা সময় ছিল যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা 'ভেদ এবং শাসন' এই সাম্রাজ্যবাদী ফর্মুলা ব্যবহার করত এবং দুই জাতির বিরোধের সুযোগ নিয়ে তুর্কী অধিবাসীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করত। এর পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল অবিশ্বাস আর ঘৃণা যার ফলে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের রক্তপাত।

তুর্কীদের উগ্র জাতিয়তাবাদী নেতৃত্ব তার তরুণ সমাজকে গ্রীক সাইপ্রেসীয়দের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলল। এমনও ঘটল যে তুর্কীরা নিজেদের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রাখল যার মধ্য দিয়ে গ্রীক সাইপ্রেসীয়দের প্রবেশের অধিকার রইল না। আর্থিক ক্ষেত্রে "তুর্কীর কাছ থেকে তুর্কী" এই ব্যবস্থাও চালু হল। একটা পৃথক তুর্কী রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা পর্যন্ত তৈরী হল।

এই নীতি, প্রথমটায় জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে মনে হলেও, আসলে তুরস্কের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেই চালিত হল। এতে লাভ হল সামান্য সংখ্যক চক্রান্তকারী শোষকদের এবং বঞ্চিত হল সাধারণ তুর্কীরা। তুর্কী সাইপ্রেসীয়দের আর্থিক এবং অন্যান্য বহু সমস্যা উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নীতিরই পরিণতি যার মূলকেন্দ্রে ছিল বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব এবং গ্রীক সাইপ্রেসীয়দের সঙ্গে সহযোগিতার অনীহা।

এ. কে. ই. এল-এর অধিবেশনে এই অসহযোগের নীতিকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পূর্ণ সহোযোগিতার নীতিতে রূপান্তরের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তুর্কী সাইপ্রেসীয়রা ইতোমধ্যেই গ্রীক অঞ্চলের অর্থনীতিতে ক্রমে অংশগ্রহণ করছে এবং তারা সাহায্য করছে যাতে এই দুই জাতির মধ্যে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক সবায়ের স্বার্থেই আবার গড়ে ওঠে। জরুরী ভিত্তিতেই এমন একটা সুসংবদ্ধ নীতি গ্রহণ করা দরকার, তুর্কী সাইপ্রেসীয়দের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে যাতে আন্তঃসাইপ্রেসীয় আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এ. কে. ই. এল. সমগ্র সাইপ্রেসীয়দের স্বার্থকেই তুলে ধরতে চায়। পার্টি তার বন্ধুত্বের এবং সহযোগিতার হাত শুধু তুর্কী সাইপ্রেসীয়দের প্রতিই নয়, অন্য দুই ক্ষুদ্রগোষ্ঠী আর্মেনীয় এবং ম্যারোনাইটসদের প্রতিও বাড়িয়ে দিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রধান শত্রু এবং আমাদের সবাইকে এক হয়ে এই সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাইপ্রাসের সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাকে আমরা অর্জন করতে পারি এবং সাইপ্রাসকে সাম্রাজ্যবাদী উপস্থিতি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারি। সাইপ্রাস আলোচনার প্রধান মতপার্থক্য এই যে তুর্কী সাইপ্রেসীয় নেতৃত্ব চায় তাদের জন্য একটি পতাকার নিচে একটি স্বতন্ত্র ফেডারেশন স্থাপন করতে—একটি পৃথক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে যার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় কন্‌ট্রোল ছাড়াই তা চলবে। আর গ্রীক সাইপ্রেসীয়রা একটি অবিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে যেখানে তুর্কী অধিবাসীদের জন্য শিক্ষা, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে আর বৈধ আইনব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি আওতায় থাকবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা। সরকার, লোক-সভা এবং অন্যান্য গণকমিটিতে দুই জাতিরই থাকবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

কোনো ফেডারেশনের কল্পনা শুধু অবাস্তবই নয় অসমর্থনীয়ও বটে। কারণ তুর্কী সাইপ্রেসীয়রা সারা দেশে বিচ্ছিন্ন এবং মিশ্রভাবে ছড়িয়ে আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রবিষয়ক ব্যবস্থা অসম্ভব, অনভিপ্রেত এবং ক্ষতিকারকও বটে। কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোনো বিশেষ শ্রেণীর চাহিদায় গড়ে ওঠে না, তা নির্ভর করে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর।

সাইপ্রাসে এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে কেবলমাত্র তুর্কীরাই বাস করে। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুধু অস্বাভাবিকই নয়, এর ফলে গ্রীকদের সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষের আশঙ্কা বিদ্যমান।

তাছাড়া সভ্যপদ খারিজ হবার বিপদও বর্তমান যা দুই জাতির পক্ষেই মারাত্মক।

বাস্তব পরিস্থিতি সাইপ্রাসে এক এবং অবিভাজ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুকূল।

অধিবেশনে আর্থিক প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। '৭২ এবং '৭৩-এ সাইপ্রাসের ইতিহাসে প্রথম যে খরা ঘটে গেল তা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত করেছে। তাছাড়া পুঁজিবাদী দুনিয়ার চূড়ান্ত সঙ্কটও সাইপ্রাসের আর্থিক অবস্থার উপর তার প্রভাব রেখে গেছে। পুঁজিবাদী বাজারের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে যার মূলে রয়েছে নানা জাতীয় একচেটিয়াপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের চেষ্টা, সাইপ্রাসের বাণিজ্য পুঁজির উপর ক্রমবর্ধমান লোভ। ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে শ্রমিকশ্রেণী, বিশেষ করে স্বল্পবেতনভুক যারা তাদের কষ্টের আর কোনো শেষ রইল না।

এ.কে.ই. এল. এ অবস্থায় কিছু ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখল। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রসার এবং ফাটকাবাজারীদের দমন অন্যতম। পার্টি একদিকে অতিমুনাফা লাভের উপর করবৃদ্ধি, অন্যদিকে স্বল্পবেতনভোগীদের উপর করহ্রাসের প্রস্তাবও রাখল। জাতীয় আয় অনুযায়ী বণ্টনব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠু হয় সেইভাবে মূল্য এবং আয়ের নীতিও স্থিরকৃত করবার উপর জোর দিল।

সর্বসম্মত ব্যবস্থাক্রমে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বেতনক্রম ঠিক হওয়ায় বেতনভুক রোজগেরেদের রীতিমত লাভ হয়। অধিবেশনে বলা হল বেতন এবং দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সমতা রেখে নীতি নির্ণয় করা উচিত যাতে শ্রমিকশ্রেণীর আয় জাতীয় আয়ের সঙ্গে বেড়ে যেতে পারে।

অধিবেশনে প্রস্তাব রাখা হল যে অর্থনৈতিক সঙ্কট পরিহারের জন্য কৃষি এবং শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। শ্রমিকশ্রেণী, বিশেষত নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনা চালু হওয়া উচিত।

জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে এই নীতি হওয়া উচিত যার ফলে জাতীয়ভাবে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু হয়। বীমা-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন। বিনা বেতনে শিক্ষাব্যবস্থা মাধ্যমিক স্কুলের স্তর পর্যন্ত করতে হবে এবং ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে আবশ্যিক করতে হবে।

অধিবেশনে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, যুবক-যুবতীদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং রাজনীতি ও পেশার ক্ষেত্রে কি ভাবে তাদের মধ্যে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এ.কে. ই. এল. একটি প্রভাবশালী মেহনতী মানুষের পার্টি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৪০·৭ ভাগ ভোট পেয়ে আমাদের পার্টি তা প্রমাণিত করেছে। সাইপ্রেসীয়দের সমস্ত গণ-সংগ্রামে নিশ্চিত অংশগ্রহণ করেও পার্টি তা প্রমাণ করেছে।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে জনগণের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে, শ্রম এবং রক্তের মাধ্যমে জনগণের সুখী এবং স্বাধীন ভবিষ্যতের জন্য নিয়োজিত থেকে তবেই আমাদের পার্টি এই প্রভাব অর্জন করতে পেরেছে।

এই পঞ্চাশ বছরে পার্টিকে জটিল সমস্যাবলীর মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। আদর্শগত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাব এবং পার্টি-নেতৃত্বের কিছু লোকের পিছুহঠা ইত্যাদি থেকে যে শোচনীয় সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তার মূল্য দিতে হয়েছে পার্টির বিশ্বস্ত এবং অনুগত কর্মীদের। যাইহোক, এই প্রতিটি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই পার্টি ক্রমশ বলীয়ান হয়ে উঠেছে, আরো অভিজ্ঞ হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ করার সামর্থ্য অর্জন করছে।

সাইপ্রাস-সমাজে এ. কে. ই. এল-এর অবস্থান এবং উদ্দেশ্য তাকে অনেক জরুরী দায়িত্বও দিয়েছে। তাই অধিবেশনে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক কার্যধারাকে আরো জোরদার করতে বলা হয়েছে।

স্থানীয় পার্টি-শাখাকে আরও কর্মঠ এবং জীবন্ত করে তুলতে হবে যাতে জনগণের সমস্যা এবং তার সমাধান করা যায়। শাখাভিত্তিক সভাগুলো সভ্যদের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে পারে এবং তাদের কাজ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ এবং নেতৃত্ব দিতে পারে। এই উচ্চস্তরের সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক মানের জন্য শাখা-সম্পাদক এবং ব্যুরোর সভ্যদের প্রতিটি সভা সুষ্ঠুভাবে চালানো উচিত।

কর্মীদের নিয়ে যে সমস্যা তা-ও বিশেষভাবে জটিল। সাধারণ বা উচ্চ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক শিক্ষানবিশিই সব নয়। শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার পার্টির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি যারা বিশ্বাসভাজন থাকতে চায়, এবং পার্টির উচ্চ আদর্শের জন্য যারা ফলপ্রসূ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায়—তাদেরই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জটিল শিক্ষা নিতে হবে, লাভ করতে হবে শ্রেণী-সংগ্রামের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কোনো বিমূর্ত কল্পনা নয় এবং জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীনও নয়। তাই চলমান অবস্থার সঙ্গে যোগ রেখেই আমাদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী বিশ্বদর্শনকে প্রয়োগ করতে হবে।

এ. কে. ই. এল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্বারা চালিত। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে

সমাজবাদী পথে সমাজের পুনর্গঠন। সাইপ্রাস যে এখনও পূর্ণ স্বাধীন হয় নি এবং তার বুকের উপর যে সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি এবং প্রভাব এখনো রয়েছে তা আমরা ভুলি নি এবং সে সম্পর্কে আমরা সজাগ। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যে অস্বীকার করে এবং সংগ্রামের বর্তমান স্তরকে যে এড়িয়ে যেতে চায়, সে সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এই পরাজয় সাইপ্রাসের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে যুক্ত সমগ্র জনগণের পরাজয়।

অপরিণত সমাজতান্ত্রিক শ্লোগান এবং কার্যধারা সমাজবাদ এবং জনগণের স্বার্থ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এই শিক্ষা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই শিক্ষা —যা সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে।

অধিবেশনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করা হয়েছে। তার নেতৃত্বের বিভেদকামী এবং সোভিয়েত-বিরোধী নীতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অধিবেশনে এই আশা পোষণ করা হয়েছে যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের শিক্ষাই চীনে জয়লাভ করবে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আবার ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর মধ্যে তার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করবে।

পরিশেষে, এ.কে.ই. এল-এর ত্রয়োদশ অধিবেশন এই অভিমত পোষণ করছে যে মস্কোয় ১৯৬৯-এ কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির সভায় যে-পর্যালোচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাকে খাঁটি প্রমাণিত করেছে। অধিবেশনে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলির ভিত্তিতে বিশ্ব-কমিউনিস্ট ঐক্যের প্রতি দৃঢ়মত পোষণ করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকপার্টিগুলির একটি নতুন অধিবেশন ডাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংক্ষেপে

বাঙলাদেশ

জানুয়ারি, ১৯৭৪ সাল থেকে ঢাকা জেলায় তিরিশটি নতুন কমিউনিস্ট পার্টির শাখা শিল্পাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে গঠিত হয়েছে। সি. পি. বি-র রাজধানীর আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলন পার্টিসভ্য-সংখ্যার বেশ কিছু বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে।

ভারতবর্ষ

ভারতের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী রাজ্যের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. আই. সংগঠনের সমর্থন প্রত্যাহারকে অনুমোদন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, রাজেশ্বর রাও বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসীরা মোর্চার ১৭ দফা কর্মসূচীকে বাধা দিয়েছিল বলেই কমিউনিস্ট পার্টিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এর মানে এই নয় যে সি. পি. আই. বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই ঘটনা অন্যান্য রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। তিনি বলেন, প্রতিটি ঘটনা তার নিজস্ব গুণানুসারে বিবেচিত হবে।

ইতালি

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কার্ডবিনিময় এবং সভ্যসংগ্রহ লক্ষণীয়ভাবে ফললাভ করেছে। জুনের ৬ তারিখের মধ্যে নতুন পার্টি-কার্ড দেওয়া হয়েছিল ১,৬২৪,৩০১ জন সভ্যকে। এই সংখ্যা গত বছরের শেষদিকে আই. সি. পি-র মোট সদস্য-সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। এই বছরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ১১৭,৮৮৫-র মতো নতুন সভ্য যোগ দিয়েছে। পার্টি প্রেসের জন্য তহবিল বাড়ানোর অভিযান পার্টির কার্ড পরিবর্তনের সঙ্গেই করা হয়েছে। আই. সি. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি ল'উনিতা তহবিলের জন্য ৪ বিলিয়ন লিরা অথবা গত বছরের তুলনায় অর্ধেক বিলিয়ন বেশি তোলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

রুমানিয়া

রাজনৈতিক সংগঠন সোশ্যালিস্ট ইউনিটি ফ্রন্টের (এস. ইউ. এফ.) প্রথম সম্মেলন সদ্য অনুষ্ঠিত হল বুখারেস্টে। এর মধ্যে আছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনসাধারণের গণ-সংগঠনগুলি— ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা এবং যুব সংগঠন, কো-অপারেটিভ, বিজ্ঞানীসমাজ, ১৪টি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে

জনগণের এক বড় অংশের অংশগ্রহণকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হল এস. ইউ. এফ-এর উদ্দেশ্য।

২,৫০০ প্রতিনিধিত্বের সম্মেলন এস. ইউ. এফ-এর সংবিধান এবং কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, এস. ইউ. এফ-এর জাতীয় পরিষদ এবং কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত করেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ম্যাকার্থির যুগের অন্যতম ভয়ঙ্কর অবশেষ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনকে শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

১৯৫০ সালে অতিদক্ষিণপন্থী সেনেটর ম্যাকারেস দ্বারা প্রবর্তিত আইনটি আমেরিকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত, এই আইনের বলে তাদের 'বিদেশী চর' হিসেবে নথিভুক্ত করে সমস্ত স্তরে সরকারি চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হত।

এই দমনমূলক আইনটির শিকার হত লক্ষ লক্ষ লোক। এই আইনকে বাতিল করার অর্থ হল শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জয়। একথা হেনরি উইংগস্টন এবং গাস হলের স্বাক্ষর-যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এই ঘটনা শক্তিশালী ব্যাপক আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে।

চেকোস্লোভাকিয়া

১৪তম সম্মেলনের পর থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি নতুন সদস্য এবং শিক্ষাধীন সদস্য গ্রহণ করেছে। সমগ্র সংগ্রহের ৬০ শতাংশ হল শিল্প শ্রমিক, এবং ৯০ শতাংশ হল যুবক।

যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক যুব লীগের উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে। যুব লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পরিবর্তে এই যুব সংগঠন স্থান গ্রহণ করবে। এর নাম, প্রেসনোট থেকে এর চরিত্র ও উদ্দেশ্য জানা যায়; যে সব পূর্ববর্তী ইউনিয়নগুলি একটা বয়স-সীমার মধ্যে সমস্ত আবেদনকারীদের সদস্যপদ দিত তাদের পরিবর্তে এই সংগঠন সমাজতন্ত্রমুখিন যুবকদের সংগঠনভুক্ত করবে।

যুগোস্লাভ প্রেস জোর দিয়ে বলেছে যে এই নতুন সংগঠনের পথ সম্প্রতি কমিউনিস্ট লীগের ১০ম সম্মেলনে প্রস্তুত হয়েছিল।

কানাডাবাসীদের নিজ গৃহে নিজেদেরই প্রভু হতে হবে

দ্বাবিংশ কনভেনশনের পর কানাডা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক ঘটনাপ্রবাহসম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সেল ডোইগ

কানাডা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতি রচনায় প্রথমত আজকের দুটি বাস্তব সত্য, ধনতন্ত্রের গভীর আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অধোগতি এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন বিবেচনা করেছে। এ সমস্ত বাস্তব সত্য বিশ্বের শক্তিসমূহের ভারসাম্যের এবং ব্যাপক পরিমাণে কানাডাসহ প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন নিরূপিত করছে।

আমাদের পার্টির পূর্ববর্তী কনভেনশনে (১৯৭১) যেখানে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটাবার সংগ্রামের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ, কর হয়েছিল, সেখানে এই বৎসরের ১৮ থেকে ২০ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ কনভেনশনে জোটহীনতার কাছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের নতিস্বীকারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। "শক্তিধরের অবস্থান" থেকে কমিউনিজমকে "গুটিয়ে আনা" এবং "সীমিত করার" আওয়াজ এখন সাম্রাজ্যবাদের ভগ্ন বর্শায় পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। পরিবর্তে, একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এবং অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে যে-শান্তির কার্যসূচী উপস্থিত করা হয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলি যে-শান্তির পাল্টা অভিযান শুরু করে ছল তাতে এ সমস্ত পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে।

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি এ সমস্ত পরিবর্তনকে সুসংহত এবং জোটমোচনের প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় এবং সামরিক জোটমোচনকে অন্তর্ভুক্ত করা অবধি তাদের সম্প্রসারিত করা মৌলিক কর্তব্য বলে মনে করে। আমরা জানি, এগুলি স্বতঃ-উৎসারিত প্রক্রিয়া নয়। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক ও লুণ্ঠনাত্মক চরিত্রের পরিবর্তন হয় নি এবং আক্রমণাত্মক নীতির প্রবক্তারা এখনও শক্তিশালী। অতএব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শত্রুদের বিরুদ্ধে সদা-সজাগ দৃষ্টি এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম প্রয়োজন।

বিশ্বজোটমোচন পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট গভীরতর হচ্ছে এবং বিশেষ করে তা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নিয়ামক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। একই সঙ্গে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে অভূতপূর্ব জ্বালানি সঙ্কট, মুদ্রা ও আর্থিক সংকট, চক্রাকারে মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থনীতিক অবনতি দেখা দিয়েছে।

কানাডার অর্থনীতিতেও এ সমস্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বেকারি ৫ এবং ৬ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করছে, এই বৎসর ৭ শতাংশে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ১০ শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৩ সালে খাদ্যের মূল্য ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একচেটিয়াপতিরা প্রচুর মুনাফালাভের জন্য সর্ব-প্রকারের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছে এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের বিনিময়ে নিজেদের অনুকূলে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টন করছে। ১৯৭৩ সালে কর্পোরেট মুনাফা যেখানে ৩৫·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৭·৩ শতাংশ। ১৯৭২-৭৩ সালে মজুরির ক্ষেত্রে যেটুকু প্রকৃত লাভ হয়েছিল মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এমন কি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যা আর লুকিয়ে রাখতে পারে না তা হল যে শ্রমিকদের শোষণ বৃদ্ধির ফলে মুনাফার বৃদ্ধি ঘটছে। ফিনান্সিয়াল পোস্ট স্বীকার করেছে যে 'কানাডার কর্পোরেশনগুলি ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে।' 'ঘণ্টায় গড় মজুরি ১৯৭১-এর (ডলারের মূল্যে) ২১·৪ শতাংশ বেড়েছে, কিন্তু উৎপাদন বেড়েছে ২৭·৬ শতাংশ এবং প্রতি শ্রম-ঘণ্টায় শিল্পোৎপণ্য দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েছে ২৬·৬ শতাংশ' (ফিন্যানশিয়াল পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ২৩,১৯৭৪) ১৯৬৮ সাল থেকে মজুরি জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে অত্যন্ত কম।

একচেটিয়াপতিরা জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার খর্ব

করার জন্য এবং বাধ্যতামূলক দরকষাকষি চালিয়ে দেবার জন্য ক্রমবর্ধমান হারে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কানাডার সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে যা রোধ করেছে, প্রতিক্রিয়া সেই আয়-নীতি এবং মজুরি-বৃদ্ধি-রোধ-নীতি প্রয়োগের এখনও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়া কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী শ্লোগান ব্যবহার করে বর্ণবিদ্বেষের উস্কানি দিয়ে উগ্রদক্ষিণপন্থী এবং ফ্যাসিবাদী ব্যক্তিদের প্রেরণা যোগাচ্ছে। একচেটিয়াপতিগোষ্ঠী কানাডার রাজনীতির মোড় দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কানাডার শ্রমজীবী কর্তৃক অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার-সমূহের উপর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়াপতিদের তাদের জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণের ফলে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রামের জাগরণ এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এবং তাদের জঙ্গী আন্দোলন একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক সংগ্রাম জাগিয়ে তুলছে। কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী জনগণের আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রক্ষার এবং সর্বপ্রকার রাজনীতিক নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে।

কানাডার স্বাধীনতার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের প্রধান কর্তব্য।

কানাডার সরকার পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে দেশকে বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ করেছে। এরই পরিণতি হিসাবে ইস্রাইলের আগ্রাসনে সরকার সম্মতি জানিয়েছে। চিলির ফ্যাসিস্ট সামরিক জুণ্টাকে দ্রুত স্বীকৃতিদান করে সরকার পুনরায় এটাই প্রমাণ করেছে যে কানাডার কোনো স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নেই এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলির নীতির লেজুড়বৃত্তি করতে সরকার প্রস্তুত আছে। কমিউনিস্ট পার্টি, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠা, **নাটো** এবং **নোরাড** থেকে কানাডাকে সরিয়ে আনা, কানাডাকে পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে পশ্চিম এশিয়ায় রাজনীতিক মীমাংসার প্রতি সমর্থন, থিউ প্রশাসন কর্তৃক প্যারিস শান্তিচুক্তি মেনে চলার দাবি জানানো, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সংক্রান্ত ইয়োরোপীয় সম্মেলনের প্রতি সমর্থন এবং কানাডার অস্ত্র-বাজেট পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাসের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, নিউ ডেমক্রাটিক পার্টি (কানাডার সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টি) এবং অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

যেহেতু কানাডীয় সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলে লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলির জনগণকে শোষণ করছে, সেহেতু কমিউনিস্টরা কানাডীয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে মার্কিন জনগণের সঙ্গে কানাডার শ্রমজীবী জনগণ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সংহতি বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পার্টি চিলির দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতি সর্বপ্রকার সংহতি প্রদর্শনের উপর জোর দিচ্ছে। অর্থনীতির উপর কানাডার নিয়ন্ত্রণ ও কানাডার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। কানাডার একচেটিয়াপতিদের একাংশের যোগসাজসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মহাদেশীয় শক্তি ও সম্পদ সংক্রান্ত নীতিতে সম্মতি-দানে বাধ্য করার জন্য কানাডার উপর চাপ বৃদ্ধি করছে। এই প্রচেষ্টায় "সংযোগসাধনের" গালভরা বুলির আড়ালে, যার অর্থ হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশন-গুলির কানাডার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভাগ বসানো, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের বিনিময়ে তার শক্তি সংক্রান্ত সমাধানের প্রয়াস চালাচ্ছে।

কানাডার প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণী এবং তার গণতান্ত্রিক মিত্রদের স্কন্ধেই বর্তাচ্ছে। এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী যদি প্রধান শক্তি হয়ে না ওঠে তবে এই সংগ্রাম এরূপ আকার ধারণ করবে যা কানাডার জনগণের প্রকৃত স্বার্থের বিনিময়ে কানাডার একচেটিয়া মূলধনের অবস্থানকেই শক্তিশালী করবে। কানাডার ধনিকশ্রেণীর শক্তিমান অংশ ক্রমশই উপলব্ধি করছে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার হ্রাসমান সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে তারা একটি "সোনার খনির" উপর বসে আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে সর্বোচ্চ মুনাফা তাদের কাছেই আসুক তারা এটাই চায়।

কমিউনিস্ট পার্টি, প্রকৃত রাজনীতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং কানাডার স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদের সরকারি মালিকানার ভিত্তিতে একটি সু-সংহত সারা কানাডার প্রাকৃতিক শক্তি-নীতি রূপায়ণের আহ্বান জানাচ্ছে। কানাডার জনগণের কল্যাণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার এটাই হল একমাত্র পথ।

কানাডাবাসীরা নিজেদের গৃহে নিজেরাই প্রভু হবে বর্ধমান এই জনপ্রিয় দাবির সপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি, কানাডার স্বাধীনতা শক্তিশালী করা, দেশকে কানাডার একচেটিয়াপতি ও বহুজাতিক

কর্পোরেশনসমূহের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করা এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের এক বিস্তৃত কার্যসূচী উপস্থিত করেছে। উপরে উল্লিখিত স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শক্তি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সরকারি মালিকানা ইত্যাদি দাবির সঙ্গে, স্বাধীন, সার্বভৌম এবং ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সংগ্রাম কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক, জাতীয় এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত উদ্দেশ্য লাভের জন্য সংগ্রাম করছে।

কানাডার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গুণগতভাবে এর বিকাশের এক উচ্চ স্তরে প্রবেশ করছে। শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করায়, কানাডায় রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আর্থনীতিক সংগ্রাম উত্তরোত্তর রাজনীতিক সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনে বৈপ্লবিক এবং সংস্কারবাদী নীতির মধ্যে মৌলিক সংগ্রাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে শ্রমিকরা একচেটিয়াপতিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বর্ধমান ইচ্ছা প্রকাশ করছে। স্পষ্টতই ধনতন্ত্রের সঙ্কট যখন গভীর হচ্ছে তখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাফল্যের ফলে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের পাল্টা শান্তি-অভিযানের চিত্তাকর্ষক সাফল্যের প্রভাবে, আমরা কানাডায় ক্রমশ বামদিকে মোড় নিতে এবং শ্রমিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যের দিকে একটা প্রবল প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে নিজেকে সচেতন করে তোলা এবং তার চার পাশে সমস্ত একচেটিয়া-বিরোধী, গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করা। দ্বাবিংশ কনভেনশনে গৃহীত নীতি সংক্রান্ত বিবৃতিই হচ্ছে একচেটিয়া শক্তির বিরুদ্ধে "শ্রমিক-শ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য, কানাডার স্বাধীনতা, নতুন করে রচিত কানাডার সংবিধান, শান্তি, গণতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য" পার্টির কাজের পরিকল্পনা।

পার্টি, ফরাসি কানাডার গণতান্ত্রিক জাতীয় শক্তিসমূহসহ শ্রমিকশ্রেণী এবং নিউ ডেমক্রাটিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার ভিত্তিতে সকল প্রগতিশীল স্রোতধারাকে একটি শক্তিশালী একচেটিয়া-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনে ঐক্যবদ্ধ করতে একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করবার জন্য তার সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করছে।

বিশ্বের এবং কানাডার সামাজিক-রাজনীতিক জীবনের বাস্তব পরিবর্তন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংগ্রাম বা চিলিতে ফ্যাসিস্ট-দের বলপূর্বক ক্ষমতাদখলের নিন্দার ন্যায় এরূপ মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সোশ্যাল ডেমক্রাটিক নেতৃবৃন্দকে একটি নীতি গ্রহণে বাধ্য করছে। নিউ ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষেও একথা সত্য, উক্ত পার্টি বহু বৎসরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম এন. ডি. পি. এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরবচ্ছিন্ন, সংকল্পবদ্ধ এবং সুদৃঢ় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সমাজতন্ত্রমুখী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

একই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাসি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উক্ত ডেমক্রাসি যুক্তি প্রদর্শন করে যে, কানাডায় কমিউনিস্ট পার্টি খুবই ক্ষুদ্র এবং দুর্বল। প্রসঙ্গত, অন্যান্য দেশে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাসি কমিউনিস্ট পার্টি খুবই শক্তিশালী এই অজুহাতে যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করছে। তবে আমরা নিঃসন্দেহ যে প্রধান প্রশ্নটি আপেক্ষিক শক্তির প্রশ্ন নয়। প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের স্বার্থে, শান্তি ও গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, এই উভয় সংগ্রামের ক্ষেত্রেই ঐক্য অপরিহার্য।

দ্বাবিংশ কনভেনশনে, কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম কাশতান তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ঐক্যের প্রশ্নে নীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে যে সূত্র দেওয়া হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের পূর্ববর্তী কনভেনশনে আমরা 'বামপন্থীদের ঐক্যে'র আহ্বান জানিয়েছিলাম। এই নীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে আমরা শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। এই পার্থক্য কেন? আমাদের মতে, বামপন্থী তথা সমাজতন্ত্রী বামপন্থীদের ঐক্যের প্রশ্ন উত্থাপন করে যুক্তফ্রন্টকে সীমিত করা হচ্ছে, তা অন্য কোনো কারণে না হলেও এই কারণেই যে কানাডায় কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত আর অন্য কোনো সংহত সমাজতান্ত্রিক শক্তি নেই। এ কথা স্মরণ রেখেই আমরা কানাডার বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা বামপন্থী শক্তিসমূহের ঐক্য চাইব না এবং তার জন্য কোনো কাজ করব না, তবে শ্রমিক-শ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রামের কাঠামোর মধ্যেই আমরা তা করব। যুক্তফ্রন্ট পার্টির স্বাধীন কাজের বিকল্প নয়। বস্তুত, এটি পার্টির স্বাধীন কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঐক্যের সংগ্রাম এবং এর সাফল্যের মাধ্যমেই পার্টি তার স্বাধীন কার্যকলাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করে।"

পার্টি কানাডার ৮ জুলাই-এর ফেডারেল নির্বাচনের জন্য যখন অভিযান উদ্বোধন করে তখনই উক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত

হয়। কনভেনশনের অব্যবহিত পরে, পার্টি, কনভেনশনের সর্বসম্মত সঙ্কল্পে সাড়া দিয়ে অভূতপূর্ব ব্যাপক কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, এক চতুর্থাংশেরও অধিক ফেডারেল নির্বাচনকেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী-সংখ্যা ৫০ জন থেকে ৭০ জনে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নেয়। পার্টির নির্বাচনী অভিযানের তিনটি দিক ছিল। কানাডার জন্য একটি নতুন পথ অঙ্কিত করার দাবির সমর্থনে, পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে কমিউনিস্টদের ভোটদান করতে, পার্লামেন্টে একটি বৃহত্তর প্রগতিশীল গ্রুপ নির্বাচিত করতে এবং দেশকে দক্ষিণ দিকে চালিত করার প্রচেষ্টাকে পরাস্ত করতে আহ্বান জানিয়েছিল। সাধারণভাবে একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক নীতিসমূহ এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমক্রাসির সমালোচনা কোনোভাবেই পরিহার না করে রাজনীতিক জীবনে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধেই পার্টির প্রধান আক্রমণ পরিচালিত করা হয়েছিল। কমিউনিস্টগণসহ একটি বৃহত্তর গ্রুপ নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে, শ্রমজীবিগণকে ভিত্তি করে এবং কানাডার জন্য একটি নতুন পথ রচনায় পরিচালিত একটি নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার নির্বাচনের অবস্থা পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের সর্বোৎকৃষ্ট ফল হিসাবে পার্টি একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ[১] সরকার নির্বাচনের পক্ষেই মত দিয়েছিল।

পার্টির রাজনীতিক কার্যকলাপে এবং শ্রমিক ও যুবকদের শক্তিবৃদ্ধিতে এবং যুব-কমিউনিস্ট লীগের বিকাশে উন্নতি ঘটেছে এ বিষয় লক্ষ্য করেও পার্টি তার কাজের পক্ষে নতুন ও অধিকতর অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে না, দ্বাবিংশ কনভেনশনে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সংগ্রামী ঐক্যের অগ্রগতিসাধনে শৃঙ্খলের প্রধান গ্রন্থি, পার্টি, যুব-কমিউনিস্ট লীগ এবং পার্টির সংবাদপত্র, এদের গড়ে তোলা আজকের দিনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হিসাবে গণ্য করে কমিউনিস্টরা ভালোর দিকে অবস্থা ফেরাবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

পার্টির কর্মী-সংখ্যার সম্প্রসারণ ও পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে মতাদর্শগত সংগ্রাম যেমন প্রধান বিষয় ছিল তেমন এখনও প্রধান বিষয় রয়েছে। বিশ্বজোটমোচনের দিকে প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করছে। কনভেনশনে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শবিদদের দ্বারা প্রচারিত কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, ট্রটস্কীবাদ, মাওবাদ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

মতাদর্শগত সংগ্রামে চূড়ান্ত অস্ত্র হল কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ও সাহিত্য। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত হল যে কমিউনিস্ট ভিউপয়েন্ট (কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা) ও ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-এর প্রচার সংখ্যা বাড়াবার অভিযান পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক বছরের একটি মাস স্থির করতে হবে।

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যাবলীর মতাদর্শগত সংগ্রাম সম্পর্কে কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে যে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি সমর্থন জানাতে হলে যে মাওবাদ আজ জঙ্গী সোভিয়েত-বিরোধিতার রূপ ধারণ করেছে এবং প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের বিশ্বাসঘাতকতা করছে সেই মাওবাদের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মাওবাদের মুখোশ উদ্ঘাটন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্য অংশ।

দ্বাবিংশ কনভেনশন ঘোষণা করেছে, পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে চীনা নেতৃত্বের নীতি শ্রেণী ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্নতাই প্রমাণ করছে। মাওবাদী নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রকারে তাদের কার্যসূচীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অংশ ত্যাগ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ, নগ্ন সোভিয়েত বিরোধীগণ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধের দেউলিয়া নীতি অনুসরণকারীদের সঙ্গে রাজনীতিক জোট স্থাপনের পথ গ্রহণ করেছে।

উইলিয়াম কাশতান কনভেনশনের প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি ফ্রন্টে বিশ্বব্যাপী যে-বিরাট আন্দোলন চলছে আমরা সেই আন্দোলনের অংশ। "বস্তুত, যে-ঐক্য সম্পাদিত হয়েছে, ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, সেই ঐক্য শান্তির সংগ্রাম শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।" আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের সংগ্রামের নতুন কাজ, শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের অনুকূলে ক্রমশ পাল্লা ভারী করার জন্য কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বিশ্বব্যাপী ঐক্য আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এ কারণেই কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আরেকটি আলোচনা বৈঠকের আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

বিশ্বে আজকের দিনে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটছে তাতে ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়গত বস্তুর ভূমিকার দ্রুত ও সুনিশ্চিত বৃদ্ধিরই পথ সৃষ্টি হচ্ছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও দায়িত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অবস্থা আর কখনই এত ভালো ছিল না। দ্বাবিংশ কনভেনশনে কাজের যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা নতুন সুযোগ-সুবিধাগুলি আরও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

---

১ গত পার্লামেন্টে, হাউজ অব কমনস-এ এন. ডি. পি. তার ৩১টি আসনের মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। বুর্জোয়া পার্টি, লিবারেল এবং কনজারভেটিভদের যথাক্রমে ১০৯ এবং ১০৬টি আসন ছিল। হাউজ অব্ কমনস-এ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও লিবারেলরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার গঠন করেছিল।—এম. ডি.।

"সমাজে যুব কার্যক্রম ও কমিউনিস্ট" সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সম্মেলন

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় খুব কমই সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী, রাজনীতিক দল, বস্তুত এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আছেন যিনি কোনো না কোনোভাবে যুব-সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করেন না। এটাই একমাত্র স্বাভাবিক, কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে নারী ও পুরুষ, ভবিষ্যতের দিকে উঁকি দিয়ে ও এ কেমন হবে সেই বিস্ময়ের অনুভূতি নিয়ে নতুন বংশধরদের পর্যবেক্ষণ করে আসছে। আজ, যখন মানবজাতি পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেছে, তখন এই আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই আগ্রহ সমাজে যুবকদের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম দ্বারা আরো তীব্র হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুবকদের সৃজনশীল, গঠনমূলক উদ্যোগ হল, ক্রমবর্ধমান সামাজিক তাৎপর্যের প্রতিফলন যা বিশ্ব-সমাজতন্ত্রবাদকে শক্তিশালী করার পথে একটি উৎকৃষ্ট অবদান। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত যুব-কর্মকাণ্ড ক্রমেই উঁচু স্তরে উঠছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অঞ্চলগুলিতে যুব-আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই কার্যক্রমের মূলকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাখ্যা ও ধারণার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ 'কিশোর' অথবা "অজাত শত্রু যুবকদে"র খামখেয়ালীপনা সম্পর্কে চিরাচরিত মামুলী মন্তব্য করতে পারেন। প্রতিক্রিয়ার ও ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলি যুবজনের আন্দোলনের ঐ তৃষ্ণাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।

কমিউনিস্টরা সমস্যার প্রতি নীতিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তারা যুবকদের আগ্রহের মূলে কি আছে তা জানার জন্য এবং ওদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকে সুমহান এবং একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকর মানবিক আদর্শগুলির জন্য সংগ্রামের খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে যুব-আন্দোলনের নতুন বিকাশগুলি অনুশীলন করে। ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা এসবই আলোচনা করেছেন। এর বিষয়বস্তু আমরা গত সংখ্যা থেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছি।[১] তখন বলা হয়েছিল যে ৪১টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধিগণ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ও চারটি প্যানেলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এর সময়োপযোগিতা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে নি। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা, যাঁরা প্যানেল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁদের কাজের পর্যালোচনা করেন, তাঁরা এটার উপর জোর দিয়েছেন।

বিস্রা আভ্রামোভা, বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জন্য গঠিত প্যানেল-এর চেয়ারম্যান:

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে যুবকদের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা, ঐ অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রের বিষয়টি সুবিদিত। আমাদের যুগ বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুবশক্তির উপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে এবং কমিউনিস্টদের উদ্বেগ হল যাতে তাদের বংশধর নতুন ঐতিহাসিক কর্তব্যের উপযুক্ত হয় তা দেখা। উত্তেজনা-প্রশমনের সঙ্গে এসেছে আমাদের মতাদর্শের বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ।

সমাজতন্ত্রের প্রতি যুবকদের আস্থা কমিয়ে দেবার প্রয়াস, অভিজ্ঞতার অভাব এবং অধীরতা ও আবেগ অতিরঞ্জিত সমালোচনার যুবজনোচিত প্রবণতা এবং সমালোচনা ও নাকচ করার সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়ার আগ্রহের উপর নির্ভর করে তারা আমাদের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে। অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিকরণ ও যুবকার্যক্রমের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সহযোগিতা হল তরুণ বংশধরদের জয় করার সংগ্রামের সাফল্যের এবং সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

জন পীটম্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনীতিক কমিটির সদস্য, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্যানেলের চেয়ারম্যান:

আমাদের প্যানেল এই প্রশ্নের প্রতি মনযোগ দিয়েছে, কেন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ও বর্তমান সমাজতন্ত্রের প্রতি যুবদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সত্ত্বেও এবং বাস্তব উপাদানগুলি বিপ্লবী কার্যক্রমের পথে যুবকদের ক্রমাগতই ধাবিত করা সত্ত্বেও এখনও কেন এত বেশি সংখ্যক যুবক আমাদের আন্দোলনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে পুঁজিবাদের প্রতি

১ ডবলু, এম. আর.-এর জুলাই, ১৯৭৪ সংখ্যা দেখুন।

যুবকদের ক্রমবর্ধমান মোহমুক্তির সামনে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়ারা এদের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিপথে চালিত করার জন্য সবকিছু নিযুক্ত করে থাকে। বুর্জোয়ারা যোগতত্ত্ব, নেশার প্রতি আসক্তি, অশ্লীল রচনা, উদাসীনতা ও মানব-বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি এবং প্রচার করে। যেহেতু তাদের আদর্শবাদ আছে, যেহেতু তারা আরও ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক বিশ্বের স্বপ্ন দেখে এবং এই স্বপ্ন রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস চালাতে ধৈর্যহীন সেইহেতু তারা প্রায়ই বুর্জোয়াদের ফাঁদে পড়ে ও প্রলোভনের শিকার হয়। আপসকামী ধ্যান-ধারণা, শ্রেণী-সহযোগিতা ও সুবিধাবাদের প্রভাবও আমাদের গণ্য করতে হয়। এই অবস্থা আমাদের দিকে যুবকদের টেনে আনতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যা আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

সারদা মিত্র, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য, আফ্রো-এশীয় দেশগুলির জন্য গঠিত প্যানেলের চেয়ারম্যান :

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিকভাবে সক্রিয় জনসমষ্টির বৃহত্তম অংশই হল যুবসমাজ। কমিউনিস্ট পার্টিসহ বহু সংখ্যক গণ-সংগঠন, সভ্যপদের গঠন বিবেচনায়, বাস্তবে তরুণ। যুব-সমাজের জটিল শ্রেণীগঠন, আজকের দিনের যুব-আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝোঁকের বিকাশের কারণ। শাসকশ্রেণীর নীতির লক্ষ্য হল যুবকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব ও শোষিত জনগণের সঙ্গে সংহতি-প্রকাশের অনুভূতিকে অবদমিত করা। এই জন্যই প্যানেলের অংশগ্রহণকারী কমরেডগণ মতাদর্শগত কাজকে বৃদ্ধি করার এবং শত্রুভাবাপন্ন রক্ষণশীল ও হঠকারী ধ্যান-ধারণা যা এখনও যুবকদের উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করে থাকে, তাকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

জাইমে স্কমিরসেল্ড, আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জন্য গঠিত প্যানেলের চেয়ারম্যান :

লাতিন আমেরিকার লোকসংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন, পঁচিশ বছর আগের থেকে এই সংখ্যা দ্বিগুণ। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের জনসাধারণ তরুণ। প্রায় অর্ধেক যুবক কাজ করে থাকে, অন্য অর্ধেক বেকারিতে নিঃশেষিত। ১৯৭৩ সালের ধর্মঘট আন্দোলনের এখনও কোনো পরিসংখ্যান নেই, তবে ১৯৭২ সালে অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ কাজ বন্ধে অংশ নিয়েছিল। শ্রেণী-সংগ্রামে লাতিন আমেরিকার তরুণরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আমাদের সব কয়টি দেশেই মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের দাবি ক্রমেই বাড়ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যুবকদের চিন্তাধারার প্রতি আহ্বান জানায়, তারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ গ্রহণ করার উপযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক কিউবা তরুণ শ্রমিক ও ছাত্রদের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে। আমাদের প্যানেল সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া লাতিন আমেরিকায় বিশেষভাবে তরুণদের মধ্যে কোনো গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম হয় নি। বর্তমান একনায়কতন্ত্রগুলি কেবলমাত্র সৈন্য-পুলিসের সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় আছে, তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা ও সমর্থন পাচ্ছে। যা হোক, বিপদকে ছোট করে দেখা উচিত নয় যে কয়েকটি অবস্থায় উগ্র দেশপ্রেমের প্রচার তরুণদের বিভিন্ন অংশকে বিপথে চালিত করতে পারে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ জোর দিয়ে বলেন শ্রেণীসংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল—তরুণদের সপক্ষে আনার সংগ্রাম এবং তার সাফল্য নির্ভর করে যুব-সমস্যাগুলি, আধুনিক দুনিয়ায় তরুণদের স্থান, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সমসাময়িক ব্যবস্থায় ও শ্রেণীগুলিতে তাদের স্থান—এ সমস্ত সমস্যা নানাভাবে বোঝার উপর।

আধুনিক পৃথিবীতে তরুণ সমাজ

'যুবক' এই কথাটি কি অর্থ প্রকাশ করে? আমাদের সময়ের কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি যুবকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়? সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে যুবকদের প্রতি কি শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি হবে? প্রারম্ভিক বিবরণে[১] উল্লিখিত এই প্রশ্নগুলি অনেক আগেই তার সঠিক উত্তর দেওয়া হলেও বার বার সামনে আসছে। তা খুবই স্বাভাবিক : সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, যুবকরাও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আমাদের সময়ে, এই পরিবর্তনগুলির বিশেষ গতিশীলতা যুবক ও সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন জটিলতার সৃষ্টি করছে। আমাদের মতাদর্শগত বিরোধীরা মাঝে মাঝেই বিষয়টি সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আজকের দিনের বাস্তবতার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একে পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু

এই সম্মেলন "যুবক ও সমাজ" সম্পর্কিত সমস্যার এবং অনেক দিক থেকে আংশিক ও সার্বিক হিসাবে তাদের পরস্পর সম্পর্কগত দ্বান্দ্বিকতা পরীক্ষা করেছে। "বর্তমান স্তর থেকে" আলোচনা চালাতে সম্মত হয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী থেকে শুরু করেন :

—যুবসমাজ যদিও বয়স্কদের মতো একই সামাজিক প্রভাব এবং প্রক্রিয়ার অধীন তথাপি তারা তা ভিন্নভাবে দেখে এবং

১ ডবলিউ. এম. আর. জুলাই, ১৯৭৪।

তাদের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটে; ভাব-প্রবণতা, অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিষয়াবলী যা তাদের কাল-বৈশিষ্ট্য তাদের প্রতি তারা অধিকতর সংবেদনশীল হয় যেমন **বি. আভরামোভা, জে. পিটম্যান** এবং অন্যান্য বক্তারা এ কথা উল্লেখ করেন;

—যুবকরা শুধু সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না: যুবকরা পরিবর্তনের সক্রিয় স্রষ্টা: তারা অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; যেমন মিচেল গডার্ড (সি পি, বেলজিয়াম) জোর দিয়ে বলেন যে যুবকরা সামাজিক সম্পর্কের পুনরুৎপাদনে অংশ-গ্রহণকারী হিসাবে অতীতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আজকের দিনের বাস্তবতাকে দেখে না। সুতরাং আরও বেশি পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী ও অধিকতর অধীর;

—যুবসমাজ শুধু তাদের নিজেদের দেশের অগ্রগতির দ্বারাই প্রভাবিত হয় না তারা বিশ্বের এবং বিশ্বপ্রক্রিয়ার দ্বারাও প্রভাবিত হয় যা তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি-গঠনে কাজ করে। **ইলিয়াস এ নড্রোপালস** (সি পি, গ্রীস) উল্লেখ করেন যে এটা আকস্মিক কিছু নয় যে যুবসমাজ ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বাস করেও একই সম-আদর্শের অংশীদার। সমঝওতার ফলে উৎসারিত সামাজিক প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিকতাকরণ, যোগাযোগ-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন, গণ-প্রচার মাধ্যম ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংযোগ-এর সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ ইত্যাদি যুক্তভাবে বিভিন্ন দেশের যুবকদের উপর বিশ্বপ্রক্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। দুইটি বিরোধী সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিকভাবে মুখোমুখি অবস্থান যুবসম্প্রদায়ের উপর এক ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করছে। জার্মান কমিউ-নিস্ট পার্টির বোর্ডের কর্মকর্তা **মাইকেল মার্কাস** এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে বুর্জোয়া জগতে ক্রমবর্ধমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদের অপরাধসমূহ যা সমাজব্যবস্থার ধ্বংসোন্মুখিনতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে এবং সেই সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বর্তমান পুঁজিবাদীব্যবস্থার একটা বিকল্প পথ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যুবসমাজের বৃহত্তর অংশকে জাগ্রত করেছে। এই পটভূমিতে যুব সম্পর্কিত নীতির ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বর্তমান সমাজতন্ত্র যে উদ্যোগ ছিনিয়ে নিয়েছে তাতে সমাজতন্ত্রের আকর্ষণীশক্তি সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার কিছু নেই।

কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট ইয়ুথ-এর জেনারেল সেক্রেটারি **কার্লো রোমেরো** উল্লেখ করেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য যুব-সমাজের মনোভাব এবং সংগ্রাম ও বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রভাবিত করছে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্য এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতি-ক্রিয়াশীল একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের প্রভাব সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। কানাডা ওয়াই সি-এল-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য **আন্না উইগডোর** বলেন যে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের শান্তিপূর্ণ অভিযান বিশ্বে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং একই সময়ে সূচনা করেছে এক নতুন অবস্থার যেখানে তরুণ সমাজ বসবাস করে এবং যেখানে তাদের বিকাশ লাভ ঘটে। এই সকল বিশ্বব্যাপী প্রভাব এরূপ প্রতিটি দেশে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে অমিল হতে পারে, তৎসত্ত্বেও তাদের গুরুত্ব বিরাট।

এ সকলের পাশাপাশি যুবকদের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন-সমূহ ঘটছে এবং তা শরীরতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ এবং মনস্তা-ত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেছেন। সি সি, সি পি এস ইউর পার্টি সংগঠন দপ্তরের উপ-প্রধান **এন, পেরুন** বলেন—যুবসমাজের মধ্যে যে শারীরবৃত্তগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন-এর বৃদ্ধি ঘটেছে তা সুবিদিত। এ অবস্থা অনুভবনীয়ভাবেই তাদের আগ্রহ, প্রয়োজনবোধ এবং দাবি উত্থাপনের সূচনা করেছে এবং তাদের উপলব্ধির মধ্যেও পরিবর্তন আনছে। জীবনধারণের মান দ্রুত উন্নয়নের ফলে যুবকদের মনোভাব, মনস্তত্ত্ব এবং জীবন সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নতুন উপাদানসমূহের সৃষ্টি হচ্ছে। জনৈক ফরাসী সাংবাদিক **গিলবার্ট ওয়েসারম্যান** উল্লেখ করেন যে অপক্ষোকৃত আগে থেকেই দৈহিক বৃত্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সামাজিক বিষয়াবলী এবং রাজনৈতিক পরিপক্কতার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দ্রুততরভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, অথবা অন্ততপক্ষে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কিং পিপল্স পার্টির (আকেল) সি সি-র বিকল্প সদস্য কোস্টাস পাফিটিস বলেন যে সম্প্রতি সাইপ্রাসের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে স্কুলের ছেলেমেয়েরা (১৩ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক) প্রায়ই রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

নতুন বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদানগুলির জটিল পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তি শুধু নতুন লক্ষণাবলীর জন্ম দেয় না, বিভিন্ন দেশ মহাদেশ এবং সমাজব্যবস্থায় যুবকদের মধ্যে কতিপয় সমবৈশিষ্ট্যসমূহ গঠনের কাজে সাহায্য করে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা যত্ন সহকারে এই প্রক্রিয়া অনুধাবন করছেন। অনেক বক্তা যুবসমাজের সম-স্বার্থ, মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং যুগের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেন। লেবানীজ কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং সি পি-র সেক্রেটারি **করিম রুয়ে** সকল সমাজের তরুণদের গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে তার অভিমত জ্ঞাপন করে বলেন: পরিবর্তনের জন্য অভিপ্রায়, ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি, প্রতিষ্ঠিত নীতি এবং মতামতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশের পূর্ব প্রবণতা সহ বাইরের প্রভাবের প্রতি সংবেদনশীলতা, নিজের স্বপ্ন এই মুহূর্তে কার্যে পরিণত হয়েছে তা দেখার আকাঙ্ক্ষা। যা হোক, এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে আত্ম-প্রকাশ করে এবং তা বিভিন্ন লক্ষ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে।

হাঙ্গেরীয় ওয়াই সি এল-এর সি সি-র সেক্রেটারি **লাজোস কোজে** জোর দিয়ে বলেন যে তত্ত্বগত এবং বাস্তব উভয় দিক থেকেই নির্দিষ্ট যুব-গুণাবলীকে কম করে দেখা ভুল হবে।

বুলগেরিয়ান সি পি র সি সি-র সাংগঠনিক দপ্তরের উপপ্রধান **ডব্রি সোবানভ** জৈব সামাজিক বয়ঃসীমা সংক্রান্ত গ্রুপ হিসাবে যুব-সমাজের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তারা যে বিশেষ পদ্ধতিতে সামাজিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেন তা বিবেচনা করে দেখার গুরুত্বের কথা অনুমোদন করেন। রুমানিয়া সি পি সি সি-র প্রচার ও প্রেস দপ্তরের উপপ্রধান **আলেক্সজেন্দ্র জাকে** উল্লেখ করেন, আমরা রুমানিয়ায় যুবকদের জাতীয় প্রগতির কাজে যুক্ত শক্তি-গুলির জটিলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কিন্তু নির্দিষ্ট গুণাবলী সহ নির্দিষ্ট অংশরূপে বিবেচনা করি। ঘটনাবলীর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অথবা স্পষ্টত ভুল বিবেচনার জন্য বুর্জোয়া বিজ্ঞান, ব্যতিক্রমের একটি বিষয়বস্তু হিসাবে অবৈজ্ঞানিক অথবা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাল্পনিক মতবাদের জন্য যুবকদের যধ্যে এক নতুন পরিবর্তন বহন করে আনে যা সমাজ উন্নয়নের কাজে যুবকদের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে। দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের এবং বিভিন্ন দেশে সামাজিক অবস্থায় মৌল পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই এবং বিশেষ সমাজে শ্রেণী কাঠামোর কথা বিবেচনা না করেই যুবকগণকে কখনও কখনও একটি সামাজিক গ্রুপ হিসাবে এবং সামাজিকভাবে সমজাতীয় সত্তাসম্পন্ন গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় (এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, কেউ কেউ একে একটি "নতুন বিপ্লবী শ্রেণী" হিসাবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন)। সম্মেলনে এ ধরনের মতামতের স্বরূপ তুলে ধরা হয় এবং আবার একই সঙ্গে সম্মেলনে যুবকদের সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাবলী এবং সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যেমন বক্তাদের অনেকেই উল্লেখ করেন যে **বর্তমান সমাজতন্ত্র** যুবকদের জন্য যে-প্রস্তাব করে অন্যান্য সমাজব্যবস্থা তা দিতে অপারগ : সর্বপ্রকার শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত একটি জীবনই নয়, তাছাড়া ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য অফুরন্ত সুযোগ। কাজ করার অধিকার, শিক্ষা এবং দেশ-পরিচালনায় ব্যাপক অংশগ্রহণ, প্রতিটি তরুণ-তরুণীর সৃজনশীল দক্ষতার প্রকাশ ও বাস্তবে পরিণত হওয়ার সুযোগ—এ সকলই ক্ষমতাসীন ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির অবিচলিত নীতির দ্বারা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনের সংবিধিতে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার যুবসমাজ নতুন সমাজ গঠন করার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সি সি, এস ইউ পি জি-র যুব-দপ্তরের উপপ্রধান **গারহার্ড নাউম্যান** এ সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করেন : ৭৭০,০০০ জন যুব শ্রমিক এবং সমবায় চাষী জি ডি আর-এ ৬২,০০০ যুব প্রকল্পে কাজ করছে, ২৬৬,০০০ জন সদস্য সহ ২২,০০০ যুব টিম দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উন্নত সমাজতন্ত্রের যুগে যুবসমাজের মধ্যে যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটল সে কথা এন পেরুন তাঁর ভাষণে বলেন। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে এরা হচ্ছে এক মিলিয়ন শক্তিশালী দক্ষ শিল্প-শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার্স, টেকনিশিয়ান, চাষী, বিজ্ঞানী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী এবং অসামরিক অফিসার। সোভিয়েত যুব-সমাজে পার্টির গর্ব কমসোমল (ওয়াই সি এল)-এর ১৭তম কংগ্রেসে ভাষণ প্রসঙ্গে সি পি এস ইউ-র জেনারেল সেক্রেটারি এল আই ব্রেঝনেভ বলেন : "অতিরঞ্জিত ছাড়াই এটা দাবি করা যেতে পারে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অঞ্চল, জিলা অথবা শ্রমিক কালেকটিভ-এর সঙ্গে যুক্ত এমন একটিও প্রধান বিষয় নেই, যা যুবসমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্পন্ন হয়।" ওয়াই সি এল ১৩৯টি প্রধান শিল্প নির্মাণ প্রকল্প, কমসোমল সক প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং শত শত স্থানীয় প্রকল্পের কমসোমল-এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। আজকের দিনের যুবসমাজ জনসংখ্যার অধিকতম শিক্ষিত অংশ, সমস্ত যুবকর্মীদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ ৩০ বছর বয়স্ক এবং তাদের শিক্ষাগত দিক হচ্ছে ৮ বছর স্কুল-শিক্ষা থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। যুবসমাজের আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্পর্কে তাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি রয়েছে, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা উদ্যোগী হয়েছে, তাদের উৎসাহ এবং উদ্যমকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর এবং জীবনে দৃঢ় অবস্থান লাভের জন্য তারা সচেষ্ট। নেতিবাচক বিষয়সমূহ, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতার প্রতি অনীহা এবং অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা যা যুবসমাজের বৈশিষ্ট্য তা আগের চেয়ে অনেক বেশি সোচ্চার। সোভিয়েত যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে সুতীব্র অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম মনোভাব, মিশে গেছে সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে প্রোলেতারিয়েত সংহতি এবং জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সমস্ত যোদ্ধাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন তা পেরুন তাঁর ভাষণে বলেন।

বুলগেরিয়ার ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট ইয়ুথ লীগের সি সি-র যুব সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর **পিটার মিটভেভ** উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে জনগণ কী মনে করে তা নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণের ফলাফলের মধ্যে কতিপয় কৌতূহলপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। যাদের প্রশ্ন করা হয় তাদের অর্ধেকের বেশি জোর দেন যে জনগণের সম্পর্ক আরও উন্নততর হবে, অপর পক্ষে তাদের অধিকাংশ পিতামাতারা উচ্চতর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মানের উপর প্রাথমিকভাবে জোর দেন। মঙ্গোলিয়ান বিপ্লবী ইয়ুথ লীগের সি সি-র

সেক্রেটারি **ডাভাগিন সলোমন** বলেন, এই প্রকাশ-ভঙ্গির নতুন মোড়-পরিবর্তন স্পষ্টত যুবসমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত—যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ইতিহাসকে ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রভাবিত করছে, যুবসমাজ নিজেদেরকে যেন সেই সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার অঙ্গীভূত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীর সঙ্কট কী-ভাবে যুবকদের এবং তাদের ব্যবহার, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, পুঁজিবাদী দেশ থেকে আগত বক্তাগণ সেকথা উল্লেখ করেন। ইতালির কমিউনিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশনের সি সি সদস্য **পাওলো সলজিনি** একদিকে উৎপাদনশীল শক্তির উন্নয়নের কাজে তরুণ কর্মীদের ব্যাপক সম্ভাবনা, অন্যদিকে সেই সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগাতে পুঁজিবাদের অক্ষমতা—এই দুয়ের মধ্যকার বিরোধের কথা উল্লেখ করেন। তার ফল হচ্ছে, অমূল্য সম্পদগুলো এলোমেলোভাবে বিশৃংখল করে দেওয়া। পুঁজিবাদ যুবসমাজকে সরে দাঁড়ানোর ও একান্ত বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দেয়, এবং ভোক্তার মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত সাফল্যকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করানোর প্রয়াস চালায়। ইতালির বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক সঙ্কট একই সঙ্গে একটি নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট, এ সঙ্কট লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান মূল্যবোধ, মতবাদ ও তত্ত্বের সঙ্কট। এই পরিস্থিতি যুবসমাজকে যে বিকল্পের মোকাবিলা করেছে তা হচ্ছে প্রতিবাদ, অথবা আত্মিক ও নৈতিক অধঃপতন।

ডেনমার্ক সি পি-র **জন ক্রিস্টেনসন বলেন—সমাজের মূল** ভিত্তির যে সঙ্কট তা অর্থনীতি ও রাজনীতির কাঠামোকে যে ছাড়িয়ে চলে যায় তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সামাজিক সমস্যা সমাধানে পুঁজিবাদের অক্ষমতা চলতি মূল্য-বোধকে ব্যাপকভাবে পুনরায় মূল্যায়নের পথে নিয়ে যায়। পুরাতন সামাজিক রীতি রক্ষা করার জন্য ঐতিহ্যগত আহ্বান ক্রমবর্ধমান সন্দেহপ্রবণতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। আজকের দিনের যুবকদের রাজনৈতিক অবস্থান আবর্তিত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির বিরুদ্ধাচরণ করছে, যখন পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট আগের চেয়ে আরও গভীরতর, এবং সমাজতন্ত্র একটি বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। যুবকদের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম বিষয়টি হচ্ছে আধুনিক সমাজবিকাশ থেকে উদ্ভূত চাহিদার এক নতুন স্তর ও চরিত্র। ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমান মাপকাঠি দিয়ে যুবসমাজ তাদের চাহিদা স্থির করে, অতীতের মাপকাঠি দিয়ে নয় এবং তার ফলে বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে এক বিরাট অসন্তোষের সূচনা হয়েছে।

মিচেল গডার্ড বলেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকারি এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে "বিশ্বজনীন কল্যাণ"-এর প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার প্রতিদিন বিরোধ ঘটে এবং এ সম্পর্কে যুবসমাজ অন্য যে কারো চেয়ে অধিকতর বেদনার সঙ্গে ওয়াকিবহাল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মজুরিভিত্তিক বাবু শ্রমিকদের আজকের দিনে কাজ এবং পুঁজিবাদীদের সেরা অংশ এবং তত্ত্বের ভারপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রশিক্ষণ দানের ঐতিহ্য এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়েছে। স্নাতকদের জন্য স্বীকৃত প্রকৃত মর্যাদা (মুনাফার নিয়মের কাছে নতিস্বীকার) এবং সমাজে পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় তাদের অংশ-গ্রহণের জন্য ঘোষিত সুযোগসমূহ এই দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি দ্বারা উচ্চশিক্ষা চিহ্নিত হয়ে আছে। যে-ব্যবস্থায় সাধারণ তত্ত্বগত ব্যর্থতার পটভূমিতে এই বিরোধগুলি অবস্থান করছে সেই ব্যবস্থাই কেবলমাত্র যুবকদেরকে ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি সক্ষম ও নমনীয় শ্রেণী এবং মার্কেটিং-এর একটি মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম এবং তা সমাজে একটি অন্ধভাবে অনুসৃত নীতিতে পরিণত হয়েছে।

জেম স্মিরগেল্ড বলেন যে প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যুবসমাজ কখনও গণতন্ত্র উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা বিশেষ করে ত্রিশ সাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চাপানো স্বেচ্ছাচারী অথবা আধা-স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীনে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং বসবাস করে এসেছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চরিত্র প্রচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাকে শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ অপবাদ দেয় কারণ তার বিকল্প কিছু দেওয়ার নেই।

উন্নয়নশীল দেশগুলির বহু বক্তা বিশ্বে সামগ্রিক পরিবর্তনের মুখে শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চাৎপদতার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এ সম্পর্কে যুবকরা সঠিকভাবেই বিক্ষুব্ধ। অধিকাংশ স্নাতকগণ তাঁদের জ্ঞান কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ পান না। সুতরাং একটি অন্যতম কঠিন সমস্যা—মগজ ধোলাই।

সম্মেলনে যোগদানকারীগণ উল্লেখ করেন যে বর্তমান যুবকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি ব্যাপক নিরীক্ষা অনিবার্যভাবেই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে যখন যুবকদের মধ্যে অনেক কিছুই মিল রয়েছে তখন সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থার সামগ্রিকতা বিবেচনা করা ছাড়া যুবকদের সমস্যাবলীর কথা ছেড়ে দিলেও সমাজে তাদের স্থান ও ভূমিকার একটি সঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অথবা সামাজিক ও ডেমো-গ্রাফিক গ্রুপ হিসাবে যুবকদের প্রকৃতির তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে না।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোষ্ঠী এবং তার শ্রেণীবিশ্লেষণ

সমাজের শ্রেণী কাঠামোতে যুবকদের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে আলোচনা হয়। **আন্না-উইগডোর** বলেন যে যুবসমাজ একটি "নতুন বিপ্লবীশ্রেণী" এ ধারণার জনপ্রিয়তা কমছে। যা হোক তিনি জোর দিয়ে বলেন যে যুবসমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকৃতি অতিরঞ্জিত করার সমস্যা এবং সমাজের শ্রেণী-কাঠামোমুক্ত সামাজিকভাবে একটি সমজাতীয় গ্রুপ হিসাবে যুবকদের সম্পর্কে অমূলক ধারণা একই পুরানো প্রসঙ্গ। ইরাক ডেমোক্রাটিক ইয়ুথ লীগের সুপ্রিম কমিটির চেয়ারম্যান **আদনান সামা** উল্লেখ করেন যে এরূপ ধারণা যা নতুন সামাজিক লক্ষণাবলী, "শ্রেণী-শান্তি"র নীতি, এককেন্দ্রাভিমুখিনতা ও অন্যান্য বুর্জোয়া মতবাদ সম্পর্কে কাল্পনিক আলোচনার সূচনা করে এমন বিজ্ঞানগতভাবে অসমর্থনযোগ্য এবং, অন্য কিছু হলেও তা যুব আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর। সাচ্চা বিপ্লবী শক্তি, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুবসমাজকে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টায় বুর্জোয়ারা এই ধ্যান-ধারণাগুলিকে ব্যবহার করে। ফিলিপাইন সি পি-র সি সি সদস্য **ফিলিপ মালয়া** বলেন, যুব সমস্যার বৈজ্ঞানিক ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম এবং সর্বাগ্রে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যুবসমাজ সকল শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং সে শ্রেণী শোষিত এবং শোষক উভয়ই; তার শ্রেণীবিন্যাস সংশ্লিষ্ট সমাজবিন্যাসকেও দ্বিগুণিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনগ্রসর দেশগুলিতে যুবসমাজের অর্ধেকের বেশি সংখ্যকই কৃষক এবং অবশিষ্ট অংশের বেশির ভাগ শ্রমিক এবং মধ্য বর্গভুক্ত, অন্যদিকে শোষকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত যুবকদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

যুবকদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে নতুবা একপেশে অথবা সরলীকরণ দৃষ্টিভঙ্গির বিপদ আছে। **কার্লো রোমেরো** বলেন, রাজনীতিতে এমন অনেকের সম্মুখীন হতে হয় যারা বিশ্বাস করে যে একটি যুগের মানুষ তাদের শ্রেণীর গোড়াপত্তন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান অনুসারে একই ধরনের অবস্থায় বসবাস করে এবং কার্যত একইভাবে কাজ করে। তারা যুবসমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সঠিক বিবরণ রাখেন না। ফলে, জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বিপ্লবী সংগ্রামের বাইরে পড়ে থাকতে পারে। অনেকে যুবকদের মধ্যে কাজ করা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করে, কিন্তু তা কিছুটা অপ্রধান হিসাবে, এবং সময় সময় প্রয়োজন বলে গণ্য করে এবং এই কাজ বিপ্লবী কার্যকলাপের বর্তমান দীর্ঘ-প্রসারী লক্ষ্যের সম্পর্কবিহীন বলে বিবেচিত হয়। জন-সংখ্যার সমীক্ষা সংক্রান্ত একটি গ্রুপ হিসাবে তারা যুবসমাজকে কেবল তাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখে। উক্ত বক্তা বলেন যে যুবকদের মধ্যে কলম্বিয়ান কমিউনিস্টদের কাজ প্রমাণ করে যে জনসংখ্যার ৩০ বছরের নিম্ন-বয়স্কভুক্ত গ্রুপের সহজাত বিপুল কর্মশক্তির স্ফুরণ ঘটছে এবং তাদের কাজে লাগানোর অর্থই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের লক্ষ্য-অর্জনের কাজে সাহায্য করা।

য্যানুজ য্যানিকি (লেকচারার, হায়ার স্কুল অফ সোশ্যাল সায়ান্সেস ; সি সি পি ইউ ডবলু পি) বলেন যে যুবকদের বিভিন্ন স্তর এবং গ্রুপের শ্রেণীসংখ্যা একটি অধিকতর জটিল সমস্যা। সমাজে যে শ্রেণীবিভেদ রয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুবকদের মধ্যে প্রতি-ফলিত হয় এবং তাদের অঙ্গীভূত গ্রুপের রাজনৈতিক অবস্থান অনুসারে তার প্রভেদ ঘটে। কিন্তু তরুণ সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো সমগ্রভাবে সমাজের কাঠামোর অবিকল প্রতিরূপ নয়।

আলেক কার্লবার্গ (রাজনৈতিক সেক্রেটারি, কমিউনিস্ট ইয়ুথ, সুইডেন, সুইডেনের বামপন্থীদল-কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল ব্যুরোর প্রতিনিধি) বলেন যে পুঁজিবাদের অধীনে প্রধানত প্রচলিত মানদণ্ড অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে কী সম্পর্ক সেই অনুসারে যুবকদের একটি গ্রুপ কোন শ্রেণীভুক্ত তা একজন নিরূপণ করতে পারে। যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে এটা নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ছাত্রদের, বিশাল ও ক্রম-বর্ধমান অংশ সম্পর্কে এটা নিরূপণ করা সহজ নয়, কারণ এ ক্ষেত্রে সামাজিক মৌল ভিত্তি এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কথা অবশ্য বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থা-সম্পন্ন স্কুলগুলি সামাজিক মৌল ভিত্তি অনুসারে যুবজনগণের বিভিন্নতা সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য যুক্ত করে দেয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণীগুলি নিয়ে রচিত হয়। যা হোক তার সামাজিক কাঠামো অপরিবর্তনীয় নয়, কারণ যেমন আমরা জানি, মানসিক ও শারীরিক শ্রম এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য এবং অন্যান্য পার্থক্য উত্তরোত্তর এর মধ্যেই বিলীন হয় এবং প্রাথমিক-ভাবে যুবকদের মধ্যে এর ফলাফল সৃষ্টি হয়। সামাজিক এবং পেশাগত পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোর উপাদান হিসাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সমস্তই যুবকদের বিভিন্ন সামাজিক স্তর পৃথকীকরণের সীমারেখা সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করে।

টিবর হালে (উপডাইরেক্টার, ইন্সটিস্টিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, সি সি এইচ এস ডবলু পি) বলেন যে "যুবক শ্রমিক" এই ধারণাটি সম্পর্কে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে তারা বহু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং প্রধানত উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ ঘটে। যা হোক যুব

সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীকে সমস্ত যুবসমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে এদের আর একটি "সমশ্রেণীভুক্ত কাঠামোর" মধ্যে অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে যুব শ্রমিকদের পরিগণিত করা দৃশ্যত সঠিক, কিন্তু এদের রয়েছে নিজেদের বয়সকালীন বৈশিষ্ট্য যা সমস্ত যুবসমাজেরই প্রতিরূপ —তাদের রয়েছে তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র স্বার্থ ও সামাজিক সচেতনতা যা যুবসমাজের উপসংস্কৃতির অংশ হিসাবে পরিণত হয়।

সাতিয়াদজায়া সুদিম্যান (ইন্দোনেশিয়ার সি পি নেতৃত্বের সভ্য) বলেন যে সাধারণভাবে বলতে গেলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যুবকদের ৪টি মৌল গ্রুপ রয়েছে: শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, বুর্জোয়া ডেমক্রাটিক এবং মুৎসদ্দী বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্ত যুবক। যা হোক, এই গ্রুপগুলির মধ্যে সীমারেখা সব সময় সুনির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট নয়। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের মধ্যে এদের কাজ সম্পর্কে বলা যায় যে এদের বিভিন্নভাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সময় প্রথম তিনটি গ্রুপ সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। চল্লিশ সালে যুব শ্রমিক এবং যুব বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুব ফ্রন্টের প্রধান শক্তি ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে যে সকল গ্রুপের যুবকরা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসন কায়েম করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে বর্তমানে সেই গ্রুপগুলিও বিক্ষোভ শুরু করেছে। যুব এবং ছাত্রদের সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের মধ্যে রয়েছে উগ্র বামপন্থী ও উগ্র দক্ষিণপন্থী ভাবধারা।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অভিমত অনুসারে—এই সমস্যার বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে জীববিদ্যাবাদ এবং সমাজবিজ্ঞানবাদের সহজ প্রয়োগ যুবক এবং সমাজের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে যে সরলীকরণ মত গ্রহণ করে তা সমভাবেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে গ্রহণযোগ্য নয়।

যুব-সমস্যার শ্রেণীদৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই জোর দেন যে কেবলমাত্র এ-সমাজ বা সে-সমাজে যুবকদের সামাজিক স্তরের মধ্যে পার্থক্য টেনে এ সমস্যার অতি সরলীকরণ করা উচিত হবে না।

লিবর বাটলা (চেকোস্লোভাকিয়ার সি সি সি পি গণসংগঠন এবং জাতীয় কমিটি দপ্তরের উপপ্রধান) বলেন যে যুবকদের মতামত ও আচরণে সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও বিরোধ প্রতিফলিত হয়, উপরন্তু, তারা বিশ্বের শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এই সংগ্রামে নতুন সমাজ জন্মলাভ করে এবং বিজয়ী হয়। আমাদের তত্ত্বগত কাজ পরিচালনা করতে যেয়ে আমরা বার বার সঙ্কটের সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করি যা ১৯৬৮-৬৯ সালে আমাদের পার্টি ও সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। সে সময় যুবসমাজ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, এবং প্রণালীবদ্ধরূপে সুবিধাবাদী এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিসমূহের দুর্নীতিমূলক প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ৬০ সালে যুবকদের মধ্যে কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ভুল এবং ত্রুটি ঘটেছিল দক্ষিণপন্থীরা তার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করে—এই ভুল ও ত্রুটিগুলি হচ্ছে, যুবমানসিকতাকে ছোট করে দেখা, যুবকদের তত্ত্বগত শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগশূন্যতা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ আপনা থেকেই এবং পরিপূর্ণভাবে যুবসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা গঠনের কাজে প্রবুদ্ধ করবে এবং যুবকেরা নিজে থেকেই সমাজতন্ত্রবাদে পৌঁছতে পারে এ ধরনের ব্যাপকভাবে অনুসৃত অভিমত। এসব থেকে পার্টি শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

শ্রেণীবিশ্লেষণের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি যে সমাজে যুবকদের স্থান ও ভূমিকা নিরূপণের একমাত্র সঠিক উপায় সে সম্পর্কে সম্মেলনে যোগদানকারীগণ একমত হন। এই পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ যুবকদের মধ্যে সামাজিক পৃথকীকরণকে শাশ্বত করে তোলার মতো সরলীকরণ মতবাদকে কার্যকরভাবে সংগ্রাম করতে সাহায্য করে, যুবকদের সমবৈশিষ্ট্যগুলির অতিরঞ্জিত করাকে বাধা দেয় যা বুর্জোয়া এবং সংশোধনবাদী ধ্যানধারণার প্রতিরূপ এবং তা তরুণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও শ্রেণীগত আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কাল্পনিক ধারণা বাতিল করে দেয়।

জনগণের মধ্যে কাজের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মসমূহ

সামাজিক আন্দোলনে যোগদান করতে যুবকদের উৎসাহিত করার কী কী বিষয়গত কারণ? "যুব বিপ্লববাদ" কী এবং উগ্র "বাম" পন্থার কী ভিত্তি মূল? জনগণের মধ্যে কাজের জোয়ার-ভাটা এবং তার ঝোঁক ও প্রকৃতি কীভাবে নির্ধারিত হয়?

জনগণের মধ্যে যুবকদের কাজকে বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার খাতে প্রবাহিত করতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যদি সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মতে, এই প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুবসমাজ কী বাতিল করে এবং তারা কী সমর্থন করে?

করিম ব্রাওয়ে বলেন যে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদরা যুক্তি উত্থাপন করে যে যুবকদের মধ্যে প্রতিবাদ এবং অগ্রাহ্য করার প্রবণতা সর্বজনীন এবং তা সর্বদাই বর্তমান আছে। এই লক্ষণগুলির

আসল কারণ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই বলে না। যেমন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এবং সমাজতন্ত্রে অর্জিত লাভসমূহ যে যুবকদেরকে পুঁজিবাদী তন্ত্র এবং ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথে নিয়ে যায় সে সম্পর্কে বুর্জোয়াতত্ত্ববিদরা নিরুত্তর।

মাওলো সলদিনি বলেন যে বৈশিষ্ট্যগতভাবেই, যুবসমাজের পুঁজিবাদী সমাজ বাতিল করা এবং নতুন মূল্যের সন্ধান একই সঙ্গে চলে। এই প্রক্রিয়া কতিপয় নেতিবাচক প্রবণতার জন্ম দেয়, যেমন ওষুধের প্রতি আসক্তি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদ যার ভিত্তি পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে প্রোথিত। যে-যুবসমাজ পুরাতন আদর্শের উপর আস্থা হারিয়েছে, কিন্তু আর একটি নতুন পথের সন্ধান পায় নি, তাদের উপর এই অবক্ষয়ের বিষ অত্যন্ত মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এমনকি যে সকল যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি, তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও, নৈতিক মূল্যের উত্তরোত্তর 'অনুকূল প্রতিস্থাপনের' সাক্ষ্য বহন করছে। এই গ্রুপ পুঁজিবাদী সম্পদ সম্পর্কে মিথ্যা কুহেলিকা, মিথ্যা বুর্জোয়া আশাবাদ এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র বাতিল করে দেয়, এই গ্রুপ স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিটি লক্ষণের প্রতি অসহিষ্ণু, পরিবারে, কার্যস্থলে, নরনারীর মধ্যে সত্যিকারের মানবিক সম্পর্কের সন্ধান করে ও পরিচালনার কাজে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করার প্রয়াস চালায় এবং সংস্কৃতি ও কলা ক্ষেত্রে যা কিছু নতুন তার প্রতি সেই মুহূর্তে তারা প্রভাবিত হয়।

গিলবার্ট ওয়েসারম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে সমাজের সঙ্কট থেকে উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর গঠনমূলক জবাবের জন্য ফরাসী যুবকেরা অনুসন্ধান চালাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর তরুণেরা যারা উপলব্ধি করে যে বামপন্থীদের যুক্ত কর্মসূচীর মধ্যে ঐ জবাবগুলো আছে তারা উত্তরোত্তর একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য ফরাসী জনতার মোর্চা গঠনের অভিযানে সাহায্য করে। এটা দেখা গেছে যে যুবকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ভোটের ফলাফল অনুসারে বামপন্থীদলগুলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যুক্ত প্রার্থীকে সমর্থন করে।

এন ট্রুসচেনকো (রেক্টার, হায়ার ওয়াই সি স্কুল, সোভিয়েত ইউনিয়ন) বলেন, আমরা জানি যে মানুষের রূপান্তর ঘটিত কার্যকলাপ ইতিহাসের প্রক্রিয়া সহজাত। যাহোক সমাজজীবনের বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা গণ্য করা ছাড়া এটা বৈজ্ঞানিকভাবে বোধগম্য নয়।

এর অর্থ হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী সমাজে যুবকদের কার্যকলাপ সমীকরণ করা যেতে পারে না। গণজীবনে উদ্যোগ দেখাতে যুবকদের জন্য সমাজ যতবেশি বাস্তব সুযোগের ব্যবস্থা করে ততবেশি এই উদ্যোগের পরিধি প্রসারিত হয়। সে অনুসারে আমরা যুবকদের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক ধরন সম্পর্কে বলতে পারি।

এখানে উল্লেখ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একই পর্যায়ভুক্ত দেশগুলিতে যুবকদের এক রকম এবং একই ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে এই সকল দেশগুলির অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। তাই, এই দায়িত্বের বিস্তৃতি ও বিভিন্নতা যা সি পি এস ইউ এবং সোভিয়েত জনগণ বর্তমানে প্রতিপালন করে চলেছে তা সোভিয়েত জনগণের কাজের আধেয়, লক্ষ্য এবং আধারে এক নতুন প্রবণতার সূচনা করেছে। আমরা যা লক্ষ্য করছি তা নিছক সামাজিক লক্ষণাবলীর প্রতিক্রিয়া নয়, তা সোভিয়েত জনগণের উচ্চ চেতনাসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যকলাপ, যে কাজের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা, তাদের তত্ত্বগত নীতিসমূহ এবং দৃঢ়বিশ্বাস কার্যে পূর্ণতা লাভ করে।

সি পি এস ইউ-র প্রতিনিধিদের কাছে এস. সুদিমানের প্রশ্ন ঃ কমসোমল-এর ১৭শ কংগ্রেস কি ধরনের জনগণের কাজ লক্ষ্য করেছে।

জি. ইয়ানায়েভ (ইউ. এস. এস. আর এর যুব সংস্থাসমূহের কমিটির চেয়ারম্যান)। শ্রম, জনসাধারণ, রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সামরিক দেশপ্রেমিক কার্যাবলী নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে। কমসোমলের সদস্য সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ এবং তার প্রায় ৫৬ শতাংশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করে, প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক, ১,৬৫০,০০০ কারিগরি কর্মী এবং ৮০০,০০০-এরও বেশি ডাক্তার ও শিক্ষক। তাই তরুণদের শ্রমদান, তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

নতুন সমাজ গঠনে যুবসমাজের উৎসৃষ্ট অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ভ্রাতৃ-দলগুলির অংশগ্রহণকারীরাও যুবসমাজের সামাজিক আচরণের কতগুলি নঞর্থক দিকের উল্লেখ করেছেন। **পি. মিটেভ**-এর দেওয়া সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যবহৃত বিষয়সমূহ থেকে দেখা যায় যে কার্যকর উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই বুলগেরিয়ার কিছু যুবকের মধ্যে দৈব বিশ্বাস, সন্দেহবাদ ও মোহমুক্তি দেখা যায়। **টিবর বারানিয়াই** (সহঃ প্রধান, পার্টি ও গণসংগঠন বিভাগ, সি. সি. এইচ. এম. ডব্লু. পি.) বলেন, হাঙ্গেরির অধিকাংশ তরুণই সু-বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য করে এবং এরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণের পক্ষে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু এটা বর্তমান অবস্থাকে আদর্শ হিসাবে ধরে নেবার কারণে নয়। কিছু নেতিবাচক

বিষয়ের মূল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বক্তা দেখালেন যে বর্তমানে উঠতি বয়োগোষ্ঠীর পুঁজিবাদী সমাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে তারা এখনও পর্যাপ্ত ও পরিণত হয়ে ওঠে নি। এই তরুণরা অতীত ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের উত্তরাধিকার দ্বারা ও সমাজতন্ত্র গড়ার নতুনতা দ্বারা প্রভাবিত। পরিশেষে, তরুণদের নিজস্ব কিছু অসুবিধাও আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে তরুণরা এখন 'নির্মেঘ আকাশে' বেড়ে উঠছে। বক্তা বললেন, তবে আমি মনে করি আগের থেকে অন্য ধরনের হলেও তাদের অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরির ক্ষেত্রে দ্রুত প্রগতি ও প্রচুর সংখ্যক তথ্যাদি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দিয়েছে, যা নিজের থেকে তরুণ বয়স্কদের নতুন সমস্যার মুখোমুখি করে।

যুবসমাজের জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা নিয়েও বক্তারা আলোচনা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তরুণেরা সমাজ বিকাশের নিয়মের প্রতি ক্রমবর্ধমান গভীর বোধ প্রদর্শন করে এবং অধিকতর সজ্ঞানে ক্রিয়াশীল শ্রমে অংশ গ্রহণ করে, বিশেষ করে বিভিন্ন সংস্থা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে (**মিলোশ্লাভ ডোকাল**, ভাইস-চেয়ারম্যান, সি. সি, সোশ্যালিস্ট ইয়ুথ লীগ অব চেকোস্লোভাকিয়া, এবং **কুট্ জ্যান**, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ফ্রি জার্মান ইউথ, জি. ডি. আর.)। **সাইমন ইগনেতোভ** (ডিমিট্রভ ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ অব বুলগেরিয়ার সি. সি-র সম্পাদক) বলেন, তরুণরা বেশি করে বুঝতে শিখেছে যে উন্নততর সমাজতন্ত্র গঠনে অংশ নেওয়াটা তাদের আন্তর্জাতিক শ্রেণী কর্তব্য। **ওয়াল্টার হেইল** (সি. পি অব্ অস্ট্রিয়া) পুঁজিবাদী দেশের তরুণদের সামাজিক পরিবর্তনকে গ্রহণের ক্ষেত্রে দর্শনীয় ও দ্রুত আগ্রহ বৃদ্ধি এবং এই পরিবর্তন আনার পক্ষে আরও বাস্তব পথ ও উপায়ের প্রতি ঝোঁকের কথা বলেন। **আলি আশার** (সদস্য, সি. সি. সি. পি. অব ইস্রায়েল), **নইম আশহাব** (সদস্য, সিসি সিপি অব জর্ডান), **বালদোমেরো গঞ্জালেজ** (পরিবর্ত সদস্য সিসি, পিপল্স পার্টি অব পানামা), **ওটো সানচেজ** (গুয়াতামালান পার্টি অব লেবার অন দি জার্নাল-এর প্রতিনিধি) এবং **মাইকেল হার্মেল** (সাউথ আফ্রিকান সিপি, সিসির সদস্য) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলে প্রচুর অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, সেখানকার সামাজিক প্রগতির জন্য আরও আশাপ্রদ পথের নিবিড় অনুসন্ধানের কথা বলেন।

চরম 'বামপন্থার' সমস্যা

অসমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের আলোচনায় এই সমস্যা এসেছিল এবং পরে পূর্ণ অধিবেশনে তা সযত্নে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। আলোচনায় তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লাইন অনুধাবন করা হয়েছে: চরমপন্থার সামাজিক মূল, এর আদর্শ, এবং কিভাবে একে প্রতিহত করা যাবে।

তরুণদের ব্যাপকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পি. সোলদিনি সযত্ন অধ্যয়নের কথা বলেন। তিনি বলেন যে বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং বিষয়টিকে মোকাবেলা করার জন্য যেসব পদ্ধতি অতীতে যথাযোগ্য ছিল কিন্তু আজ আর পর্যাপ্ত নয় কোনো রকম দ্বিধা না করেই তাকে বাতিল করতে হবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে আগে যার অভাব ছিল। এটা নিশ্চিত যে, প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপ জুড়ে ষাট দশকের শেষার্ধে যুব বিদ্রোহ, যার অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই ছিল ছাত্র, তা তরুণদের জঙ্গী তৎপরতায় পরস্পর বিরুদ্ধতা এনে দিয়েছিল; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এসবই তাদের বর্ধিত রাজনৈতিক সচেতনতারই লক্ষণ ছিল। ইতালিতে এমন অসংখ্য বামপন্থী ঝোঁক বিশিষ্ট তরুণ আছে যাদের কোনো শ্রেণীগত সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই এবং তাই তারা তাদের মনোভাবকে রাজনৈতিক কার্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই গোষ্ঠীর তরুণদের আদর্শগত অতি সহজিকরণ, কৌশলগত কার্যকলাপ বা সঙ্কীর্ণতাবাদী গোঁড়ামি এবং প্রায়শই হঠকারিতার ঝুঁকি নিতে দেখা যায়। প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশেই 'বাম' চরম পন্থার দেখা পাওয়া যায়। কমিউনিস্টরা এর বিরুদ্ধে এক অত্যন্ত কড়া লড়াই চালায়। ইতালিতে এই লড়াই ফলপ্রসূ হয়েছে, কারণ সেখানে চরমপন্থী মনোভাব ক্ষয়িষ্ণু। তৎসত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে আদর্শগত ও রাজনীতিগত সংগ্রামই যথেষ্ট নয়। আমাদের আত্মানুসন্ধান করতে হবে যে তরুণদের এক অংশ কেন চরমপন্থা গ্রহণ করল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের প্রতি তাদের সাময়িক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীরই বা কারণ কি? যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সমস্যা তরুণ মনকে অধিকার করছে সে সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণের অপর্যাপ্ততাই এর জন্য কি দায়ী নয়? চরমপন্থাকে পরাস্ত করতে হলে, যতই সঠিক হোক শুধুমাত্র একে নিন্দা করা বা পরিহার করার চেয়েও আরও বেশি কিছু করা দরকার। সর্বোপরি যা দরকার তা হল, উপলব্ধি।

ছদ্ম-বামপন্থী আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর বেশি জোর দেন এ্যান্টন ক্রাইবাস (সি সি সদস্য, সি পি, স্পেন)। তিনি বলেন, আমার মনে হয় যে কিছু কমরেড এই সব ছদ্ম-বাম গোষ্ঠীকেই ১ নং শত্রু মনে করেন। কিন্তু ১ নং শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই (বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই-র পুনরুল্লেখ করুন) যে সব জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব কম ও যে সব

জায়গায় পার্টির কাজে অনেক দুর্বলতা রয়েছে সে সব জায়গায় এই সব গোষ্ঠীদের দেখা যায়। এই সমস্যার সঙ্গে ষাটের দশকের শেষের দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র আন্দোলনকে যুক্ত করে **গুয়াতেমালান পার্টি অব লেবার-এর প্রতিনিধিরা** জি. ওয়াসেরম্যানকে জিজ্ঞেস করেন ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের ঘটনার যুক্ত ছাত্রদের কি ঘটেছে?

জি. ওয়াসেরম্যান, তাদের বেশিরভাগই গ্রাজুয়েট হয়েছে এবং এখন কাজ করছে, প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই মাহিনা বা বেতনভোগী, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা ক্রমশ বেশি সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করছে। এবং যদিও এদের অনেকেই এখনও বামপন্থী ধারণায় বন্দী, আর কিছু কিছু পাতি-বুর্জোয়াদের বিশেষ ধরনের হতাশায় ভুগছে তবু গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক সম্ভাবনার ফলে এদের উল্লেখযোগ্য অংশ সাধারণ বাম কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। গোশিজম এর বিরুদ্ধে আমাদের আপসহীন রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রামের ফলে এদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এসব থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। অবশ্যই, এবং এ ব্যাপারে আমি স্পেনের কমরেডের সঙ্গে একমত যে আমাদের মূল শত্রু একচেটিয়া পুঁজিবাদী শক্তি এবং আমরা ছাত্রদের মধ্যে গোশিজমের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেখব না। কিন্তু একথা বিশ্বাস করাও ভুল হবে যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অংশও এদের মধ্যে নেই।

তরুণদের মধ্যেকার বাম চরমপন্থার উৎস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক বক্তা বলেছেন যে তরুণ শ্রমিক বা কৃষকদের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী উন্নাসিকতার প্রতি যাঁরা বেশি ঝোঁকে বিশেষ করে সেই সব ছাত্রদের মধ্যেই বামপন্থী প্রবণতা বেশি। বিভিন্ন বক্তা (এফ. মালয়া, সি. রোমেরো ও অন্যান্যরা) বলেন, এমন প্রমাণ আছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগীরা এবং মাওবাদী প্রচারও বাম চরমপন্থাকে সজীব রাখছে। **হামিদ সফরি** (বিকল্প এক্সিকিউটিভ ব্যুরো সদস্য, সি. সি. পিপল্‌স পার্টি অব ইরান) মন্তব্য করেন যে, ইরানীয় শাসকরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রসাররোধের চেষ্টা করে কিন্তু পাতিবুর্জোয়া গণতন্ত্র, চরম বামপন্থী সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং ট্রটস্কাইটদের তথাকথিত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের প্রসারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে। এই সব প্রবণতাকে প্রতিহত না করে ও যুব ঐক্যের জন্য কাজ না করে আমরা সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারব না। সব সময়ই আমাদের দার্শনিক ভাববাদের ঐতিহ্য এবং দীর্ঘ বৎসরব্যাপী কমিউনিস্ট বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের কথা মনে রাখতে হবে, বললেন এম. গদার। যুযুধান বা আভাগার্দ রোমান্টিসিজম, মানুষকে 'ভালো' ও 'মন্দে' বিভক্ত করা, টারজান ও ট্রটস্কির মধ্যে সমভাবে উৎপন্ন হতে পারে। গোশিজম-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামকে মূলত প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী প্রকৃত বাম ঝোঁকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। গোশিস্টরা এসবকে কাজে লাগাতে চায়, এবং আমরা সংগঠিত গোশিজমকে ঐক্যের প্রতীক হওয়া থেকে প্রতিহত করার জন্য সব কিছু করব। এরা যে কাজকে বৈপ্লবিক মনে করে অথচ বাস্তবিক যারা বৈপ্লবিকও নয় কার্যকরও নয় আমরা তাদের সম্পর্কে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াব। বৈপ্লবিক বুলি কপচানোকে সব চেয়ে গঠনমূলকভাবে প্রতিহত করার উপায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রকৃত গণ-সংগ্রামে শামিল করা।

আর্টুরো লানজা (সি সি সদস্য, সি পি, বলিভিয়া) বলেন, বলিভিয়ায় আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে বাম চরমপন্থা মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ ছাত্রদের সামাজিক ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বলিভিয়ার ছাত্র আন্দোলনের আদর্শগত অসচ্ছতা ছাড়াও একটা নির্দিষ্ট ছক আছে: বদ্ধমূল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, আভাগার্দবাদ, স্বেচ্ছামূলক নীতি, নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস এবং বামপন্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। একটি সংহত তত্ত্ব উপস্থিত করতে না পেরে, এই তরুণরা যুব জীবনের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের অতিরেক ঘটিয়ে বিকল্প খুঁজছে। এরা তত্ত্বকে নাকচ করে 'এ্যাকশনে'র সার্বিক চরিত্র সম্পর্কে তত্ত্ব উপস্থিত করে। এই সব তাত্ত্বিকদের অবশ্য বাস্তবতা কঠিন আঘাত হানে। আমরা জানি 'যুবশক্তি' ও 'ছাত্র শক্তি' এই দুটির কি পরিণতি হয়েছে।[১] এই দু-টিই এক রাত্রের মধ্যে বিলীন হয়েছে যখন ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান ম্যাসিয়ানিক ইউনিভার্সিটির স্বপ্ন ও তার মহৎ বার্তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সর্বহারার সংগ্রামের তারুণ্য ও সতেজতার পাশে 'যুব-শক্তি'র জরাগ্রস্ততা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

এ. লানজা মন্তব্য করেন, বিপ্লব শ্রেণী কক্ষে সৃষ্টি হয় না এ ধারণার ক্রম-বর্ধিত বোধ মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের ক্রম-বর্ধমান চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শবাদগত প্রভাবের ফলে যুব সংগ্রাম এক শ্রেণীগত রূপ পাচ্ছে। কারণ কমিউনিস্টরা ছদ্ম-বামদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সন্নিবিষ্ট করার সময় যা সমর্থন করে আমরা এখন সেই প্রকৃত বাম দিকে সরে যাওয়া দেখছি।

---

১ বামপন্থী ছাত্ররা, যারা জেনারেল তোরেসের প্রগতিশীল সরকারকে স্বীকার করত না তারা 'যুব-ক্ষমতা' ধ্বনি দিয়েছিল। ১৯৭১-এর ২১ অগস্ট সামরিক 'পশিস্টরা' একে উৎখাত করে, তারা লাপাজ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও হামলা চালায়।

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষুব্ধতা এবং সামাজিক বিকাশের যুক্তি

শ্রেণী মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা কি যুব আন্দোলনের স্রোত ও ভাটার নিয়মিত অবস্থা ও তাদের রাজনৈতিক মোড় ঘোরার পিছনের কারণ স্থির করতে পারি? এ. লানজা বলেন, তরুণ জনগণের কার্যকলাপ, তার চরিত্র ও তার মানকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের জবাব আমাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেবে। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। বলিভিয়ায় আমরা, সহজাত প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে বর্তমান সমাজকে প্রত্যাখ্যান করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্যের সঙ্গে একই লক্ষ্যের জন্য যুব সমাজের কার্যাবলী এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করছি। যুব কর্ম-প্রণালী যদি শ্রেণী-সংগ্রামের শুধুমাত্র একটি পরিমাণগত অংশ হয়, তবে যুব সমাজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও তার কার্যাবলীর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য কোনো একশ্রেণী বা অন্যকোনো শ্রেণীর কাঠামোর বাইরে যায় না।

আলোচনা চালু রেখে ডি. শোবানভ বলেন, যুবজনের ক্রিয়া-কলাপ নির্দিষ্ট কতগুলি নিয়ম মেনে চলে এবং এর চরিত্র, বৃদ্ধি অথবা হ্রাসকে বস্তুগত বা ভাবগত বিষয় দ্বারা প্রভাবিত করে। প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত জনগণের বৈপ্লবিক ও সৃজনশীল কার্যাবলীর সঙ্গে এ অবিচ্ছেদ্য। বুলগেরিয়ায় আমাদের অভিজ্ঞতাও দেখায় যে পার্টির নেতৃত্বাধীনে চরম মুহূর্তে যুবরা পুরাতনকে উচ্ছেদ করতে ও নতুন সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এবং অভিজ্ঞতা এ-ও দেখিয়েছে যে সংযুক্ত যুব ফ্রন্ট সৃষ্টি যুবকদের কার্যাবলীকে গুনগতভাবে উন্নততর মানে পৌঁছুবার বস্তুগত ভিত্তি হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, উৎপাদক শক্তির স্তর, উৎপাদন সম্বন্ধের পরিপক্কতা, সামাজিক সম্বন্ধের নতুন প্রণালীকরণে অংশগ্রহণের মাত্রা দ্বারা তরুণদের কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী লেখকরা মনে করেন যে, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, বিদ্রোহের খাতিরেই বিদ্রোহ, ও দায়িত্বহীন সমালোচনার নিরিখেই যুবক-দের কার্যাবলীকে মাপা যায়। তাঁরা তরুণদের কাজকর্মকে তরুণদের চরিত্র ও প্রবণতাকে প্রভাবিত করে এমন সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক পদ্ধতি থেকে বহির্ভূত মনে করেন। এই সমস্যার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ এ ধরনের যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে দেবে।

কার্লোস ওরটেগা (সিসি-সদস্য, কমিউনিস্ট ইউথ অব চিলি) বলেন, গত ছ-বছরে চিলিতে বিপ্লবী আন্দোলনে তরুণদের জোয়ার দেখা গেছে—আমাদের জনগণের সংগ্রামে প্রকৃতই তরুণদের এক প্রবাহ এসেছিল। আমি মনে করি চিলিতে পুঁজিবাদীদের মধ্যেকার বিরোধ বেড়ে যাওয়ায় জনগণের মধ্যে-কার বর্ধিত কর্মকুশলতাই হল এর কারণ, এই বিরোধ চিলির জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদেরও। চিলিতে পপুলার ইউনিটি সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তা বলেন, আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রমিকশ্রেণীকে যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সহ তার সহ-যোগী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা প্রস্তাবনা অংশের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়. তা হল যুবসমাজের কার্যাবলী কোন্ মৌলিক সামাজিক বিকাশের ধারায় আছে তার দ্বারা ও আমাদের সময়ের মূল রাজনৈতিক প্রবণতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্য বক্তারা, আই. আন্দ্রিও পুলাস ও এ. লান্জা বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতি-শীল জনগণের সংগ্রামের সাফল্যের উপর যুবদের সংগ্রামের সার্থকতা নির্ভর করে। গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবর দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে যে যুবরা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্ক্স-বাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সাফল্যলাভ করতে পারে, বলেন **ইসাবেল রুইজ** (জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, প্যাট্রিয়টিক ওয়ার্কিং ইয়ুথ অব গুয়াতেমালা)। জে. ক্রিস্টেনসেনও এর জোর সমর্থন জানান: যুবরা তাদের কার্যক্রম ও নতুন জীবনের প্রতি প্রত্যাশাকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে সমাজের উপর এক শক্তিশালী পরিবর্তনশীল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অনেক বক্তার মতেই, একেই যুব আন্দোলনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এন. পেরুন বলেন, সি পি এস ইউ ও অন্যান্য ভ্রাতৃ-পার্টিগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বৈপ্লবিক যুব আন্দোলনের গভীরতা ও পরিসর এবং ওয়াই. সি. এল-এর কার্যক্রমের চরিত্র ও গতিমুখ নির্ধারণ করে: কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত যোগাযোগ; সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে যুব আন্দোলনের সুসম্বদ্ধ ঐক্য এর মূল বিষয় ও লক্ষ্য; বৈপ্লবিক কাজে ও নতুন সমাজ তৈরির কাজে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ; বৈপ্লবিক প্রজন্মের ঐক্য ও ধারাবাহিকতা, যুবসমাজ কর্তৃক বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির অভিজ্ঞতার আত্তীকরণ।

যুব কার্যক্রম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ যুব ফ্রন্টের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ডি. শোভান ভর সাথে অনেক বক্তাই একমত হন।

সারগিও দুব্রোভস্কি (সি. সি. সদস্য, কমিউনিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন অব আর্জেন্টিনা) জানান, আর্জেন্টিনার একটি ব্যাপক ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কৃষি, গণতান্ত্রিক বিপ্লব চালাবে তার অংশ

হিসাবে তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী যুব সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত তার পার্টি নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯টি রাজনৈতিক সংস্থাকে নিয়ে একটি সমন্বয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, এদের মধ্যে প্রধান হল, পেরোনিস্ট ইয়ুথ, কমিউনিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন এবং রেডিক্যাল ইয়ুথ। বর্তমানে ১০০টি শহর, জেলা ও সমবায় সমন্বয় কেন্দ্র আছে। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিবর্তনের জন্য একটি মতৈক্যও হয়েছে। এটি একটি গতিশীল বর্ধমান আন্দোলন যা ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, কৃষক, সাংস্কৃতিক ও ক্রিড়া সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন যে এই আলোচনা কেবলমাত্র যুবসমাজের কার্যক্রমের অধিকতর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে করা হয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হল যুবদের সামাজিক ব্যবহারকে প্রভাবিত করে যেসব বস্তুগত ও ভাবগত বিষয় তার উপর নিবিড় গবেষণা চালানো। তরুণতর গোষ্ঠীকে বৈপ্লবিক প্রণালী, কমিউনিস্ট আন্দোলনে টেনে আনার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃপার্টিগুলি যে-জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা সমাধানের ক্ষেত্রে এই বিষয়সমূহের জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী।

যুবসমাজের মধ্যে পার্টির কাজের মূল নীতি

যুবসমাজের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্ট রণকৌশল ও রণনীতির মূলনীতি। কার উপর নির্ভর করতে হবে? যুব সংগঠনের সঙ্গে কাজ।

সম্মেলনে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে এটিই হচ্ছে তৃতীয় গ্রুপ।

বস্তুগত অবস্থা যা জনগণের মধ্যে ও রাজনৈতিক জীবনে যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করে তা সব সময় তাদের বৈপ্লবিক পথ না-ও দেখাতে পারে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একথা বলেন সৈয়দ আজিজ পাশা (সাধারণ সম্পাদক, অল-ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস)। এটাই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর যুব আন্দোলন কোন পথ নেবে এবং তা বিশ্ব-বিপ্লবের ধারাকে সুগম করে কিনা তা দেখার দায়িত্ব বর্তায়। এন. পেরুন মন্তব্য করেন, উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কেবল মাত্র বস্তুগত কারণগুলিই যুবসমাজকে নতুন সমাজ গঠনে গঠন-মূলক শক্তি হিসাবে তৈরি করে না। দেশের লক্ষ্য ও তা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস থাকতে হবে এবং এসবই পার্টির আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। পি. সোলদিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক নতুন বয়ো-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা ও আদর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে তা অর্জনের মধ্যে এক ফারাক সৃষ্টি করে। বক্তা গুরুত্ব সহকারে বলেন যে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমস্ত গণতন্ত্রী শক্তিগুলির মিলিত প্রচেষ্টা এই ফাঁককে ভরাট করতে পারে। তাই, সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে যুবসমাজকে ব্যাপৃত করতে গেলে 'সম্পৃক্তকরণ রণনীতির' প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পার্টি ও যুবসমাজের তাত্ত্বিক সমস্যা-গুলি নিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে। প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে যুবদের প্রতি নীতি গ্রহণের ব্যাপারে পার্টি কর্মসূচীতে বিশেষ বিভাগ রাখতে হবে। অনেক পার্টিই এটা করেছে। কে. ব্রুহ্ বলেন, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী যুবসমাজের বিশেষ উৎসাহ ও তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত থাকে। এই কর্মসূচী বোধের পারঙ্গমতা যুব-সমাজের মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন আনতে পারে এবং তাকে শ্রমিকশ্রেণী ও তার আদর্শের কাছে নিয়ে আসে। **পেড্রো ভাস্কুয়েজ** (প্যারাগুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির, রাজনৈতিক কমিশন ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) বলেন, আমাদের পার্টি তার তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৭১) তার পূর্বতন দুর্বলতা দূর করার জন্য যুব সমস্যার উপর বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছে। কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে তরুণ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের চাহিদা-জ্ঞাপক অনেকগুলি নির্দিষ্ট দাবি রাখা হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, সৈনিকদের জন্য হ্রস্বতর সময়সীমা নির্ধারণ এবং তরুণ চাষীরা সেনাবাহিনীর কাজ শেষে সাধারণ নাগরিক জীবনে ফিরে এলে তাদের জন্য ঋণদান।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অনেক প্রতিনিধি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পি. ভাস্কুয়েজ বলেন, এই কর্মসূচী বিভিন্ন অংশের যুবকদের জন্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। **মহম্মদ আলফাকি** (সি. পি. সুদান) বলেন, সুদানে পার্টি আঞ্চলিক বিভেদকে গণ্য করে। বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির যুব ও ওয়াই. সি. এল কর্মীদের জন্য বিস্তৃত কর্মসূচী তৈরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পি. মিতেভ বলেন, যদি কর্মসূচী যুবসমাজ ও তার আগ্রহের প্রতি নজর রেখে ব্যাপক ভিত্তিক হয় তবেই বিভিন্নতা সবচেয়ে ভালো ফল দেয়।

এম. মারকাস, টি. বারানায়ই ও অন্যান্যরা তাঁদের বক্তব্যে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, ভ্রাতৃপার্টিগুলির অভিজ্ঞতা যুবদের মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারী নীতির প্রয়োজনীয়তার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিতে পার্টি, রাষ্ট্র ও জনগণের প্রচেষ্টা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ও শিক্ষণের এক সমমান সৃষ্টির জন্য মিলিত হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিস্তারিত আলোচনার পর জি. ডি. আর-এ একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলায় যুবদের অংশগ্রহণ ও যুবদের

সার্বিক সাহায্য দেওয়ার উপর মৌলিক নীতির আইন হয় এবং তা উপস্থিত করেন জে. নাউমান। **জান পলাক** (পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সি. সি র সাংগঠনিক বিভাগের সহকারী প্রধান) পি. ইউ. ডব্লু. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ১৯৭২-এর প্লেনামে গৃহীত শিক্ষা-বিষয়েয় কর্মসূচী বর্ণনা করেন। শিক্ষা-সমস্যার উপর ব্যাপক বিস্তারিত মনোভাবের উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং বিস্তারিত আলোচনা ও তরুণ সম্প্রদায়সহ সমাজের প্রত্যেক অংশের থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে তা গৃহীত হয়েছিল। সকলেই বলেছিলেন, প্রায় ১৫,০০০ এই আলোচনার ভাগীদার হয়েছেন।

সম্পৃক্ত হওয়ার রণনীতি ও যুবসমাজকে জিতে নেবার কৌশল আমাদের আদর্শগত বিরোধীপক্ষের গৃহীত পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে বলে বিভিন্ন বক্তা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে **ফ্র্যান্টিসেক ডেভিড** (ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অর্গানাইজেশনস অ্যাণ্ড ন্যাশনাল কমিটিস, সি সি সি পি, চেকো-স্লোভাকিয়া) বলেন যে, যদিও কমিউনিস্ট লক্ষ্য, শিক্ষা, নীতি ও পদ্ধতি বুর্জোয়াদের ঠিক বিপরীত তবু আমাদের শত্রুদের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি জানা একান্ত দরকার। এ প্রসঙ্গে আই. আন্দ্রিওপোলস বলেন, গ্রীক জুন্টা বাগাড়ম্বর করে এই ধারণা জন্মাতে চায় যে তারা তরুণতর বয়োগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু এ সমস্যাগুলির একটিও এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নি। কে. ওরটেগা জানান, চিলিতেও এই একই অবস্থা সত্য, সেখানে সামরিক জুন্টা যুবসমাজকে তোষামোদ করে তাদের জয় করতে চাইছে, তাদের লক্ষ্য হল ফ্যাসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি চালু করা। আলোচনাকারীরা তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ায় শাসকশ্রেণী কর্তৃক আরও ধূর্ত পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করেন। **হাইডানাতো সুমাতা** (সি সি সদস্য, সি. পি. জাপান) বলেন যে তাঁর দেশে লিবারেল ডেমক্রাটিক পার্টি আঞ্চলিক যুবসংস্থাগুলি নিয়ে সক্রিয়, যুব উৎসবে অংশ গ্রহণে তারা উৎসাহ দেয় এবং 'উন্নততর যুব সভার জন্য জাতীয় প্রচার সংগঠিত করে। বুর্জোয়াদের মুখ্য লক্ষ্য—যা সব সময় যুবদের নজরে পড়ে না, তা হল যুবদের স্বার্থ ও সংগ্রামকে বিপথচালিত করা ও সঙ্গে সঙ্গে কামউনিস্ট লক্ষ্য ও ধারণাকে বিকৃত করা।

এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা কি করে? **এ. কার্লবার্গ** বলেন: আমরা কমিউনিস্ট নীতির ঐতিহ্য অনুসারে যুবনেতৃত্বকে তাদের লড়াইয়ে নিযুক্ত করা, দৈনন্দিন লড়াইয়ে তাদের লক্ষ্য স্থির করা, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামই তাদের সর্বোপরি লক্ষ্য, এটা সব সময় বুঝাতে হবে একথাই মেনে চলি।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যুবদের দৈনন্দিন স্বার্থের সঙ্গে কিভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্যকে অন্বিত করে, কিভাবে তারা যুবদের দাবিকে সমর্থন করে, একইসঙ্গে যুবসমাজের প্রতি সঠিক মনোভাব নিয়ে কিভাবে যুবদের প্রয়োজনের বোধ ও উপলব্ধিকে বিতর্কিত প্রশ্নের সহজ আলোচনার মাধ্যমে সমান্বিত করে সে সম্বন্ধে বক্তারা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখান।

বক্তারা গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, স্বভাবতই তরুণতর গোষ্ঠীদের জন্য সংগ্রামের মূল পথ হল তরুণ শ্রমিকদের জিতে নেবার চেষ্টা চালানো, কারণ তারাই যুব আন্দোলনে প্রকৃত অংশ গ্রহণ করবে। **টি. বারা নিয়াই**-র মতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব বোধ কিভাবে তারা তরুণ বয়ঃগোষ্ঠীকে শিক্ষা দেয় ও শিক্ষিত করে তোলে তার মধ্যেই প্রকাশ পায়, কারণ এদের মধ্য থেকেই পার্টি নতুন সদস্য সংগ্রহ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তরুণ শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতা জাগানোর প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের সোশ্যাল ডেমক্রাট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ও তাদের শ্রেণী সমন্বয় তত্ত্বের হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এই বিষয়ে এ. কার্লবার্গ, ডব্লু. হেইল ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। কারিগরি বিপ্লবের ফলে আংশিকভাবে উদ্ভূত সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ, একচেটিয়া পুঁজির বৃদ্ধি এবং মূলধন ও কর্মশক্তির আন্তর্জাতিকীকরণ—এসবই তরুণ শ্রমিকদের বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিশ্বব্যাপী রণনীতির আহ্বান জানায়, একথা বলেন এ. ক্রিবাস।

অন্য অংশের যুবদের মধ্যে পরিষ্কার শ্রেণী চেতনার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও অন্য বক্তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে সামরিক বাহিনীর যুবদের উপর কমিউনিস্ট প্রভাব সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিতর্ক লক্ষণীয়।

সৈনিক কার পক্ষ নেবে?

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বহু বক্তা প্রশ্নটির বিষয়গত প্রাসঙ্গিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জে. পি ম্যান বলেছিলেন যে কমিউনিস্টরা কখনো কখনো তরুণ সেনাবাহিনী কর্মীদের প্রভাবিত করা ও তাদের সঙ্গে জনসাধারণের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখে। এটা শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগাতে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করে।

এই প্রসঙ্গে এ. ক্রিবাস বলেন, স্পেনীয় ওয়াই. সি. এল-এ ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৈন্যবাহিনীর ভূমিকাকে খাটো করার থেকে আসে নি, এসেছিল সাময়িক কাজকর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনটিকেই রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং এটা শেষ বিচারে সৈন্যবাহিনীকে একটি

অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে স্বৈরশাসনকে সাহায্য করে। বক্তা বলেন যে আমরা বিশ্বাস করি, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজ করাটা বিশেষ জরুরী এবং এটাকে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য-সমূহের অন্যতম বলে গণ্য করা উচিত।

নিজের দেশের ঘটনাবলীর কথা বলতে গিয়ে ক্যাতারিনা সিদেঁ (ডব্লিউ. এম. আর-এ পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি) বলেন যে তাঁরা সর্বস্তরের জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচণ্ড গুরুত্বের কথা আবারও জোর দিয়ে বলতে চান। এই ঐক্যের শক্তি সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে কমরেড সিদেঁ বলেন যে এখনও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঐ ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য একটি সুসংহত প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

সমস্যাটাকে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন আদেল হাবা (ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য)। তিনি বলেন, আমরা যখন ইরাকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমাদের এই ধরনের যুক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল যে আমরা ভুল এবং অবিপ্লবী দৃষ্টি-ভঙ্গি নিচ্ছি। আমরা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কাজ করাটাকে আমাদের সার্বিক ক্রিয়াকলাপের একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অঙ্গ বলে মনে করি। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আমরা এই বিষয়টাকে মনে রেখেছিলাম যে অধিকাংশ সৈনিকই ছিল কৃষক। এটাই সৈনিকদের কাছে আমাদের শ্লোগানগুলোকে নির্ধারিত করেছিল—কৃষিবিষয়ক প্রশ্নটির সমাধান এবং সৈন্য-বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সৈন্য-বাহিনীকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সমস্ত প্রতিক্রিয়া-শীল প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যর্থ করা। এবং আমাদের দল যে সৈন্যবাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে জয় করতে পেরেছিল, এ ঘটনাটা ১৯৫৮ সালের বিপ্লবে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বলশেভিকদের কাজকর্ম থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছিলাম।

জে. শিমির গেভ সম্মেলনকে জানান যে লাতিন আমেরিকা বিষয়ক প্যানেল দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধবিপদের কয়েকটি চিহ্ন দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটা শান্তির জন্য সংগ্রামে তরুণ কমিউনিস্টদের উপর প্রচণ্ড একটা দায়িত্ব অর্পন করেছে। তাদের অবশ্যই প্রগতিশীল তরুণ সৈনিকদের জয় করতে হবে এটা মনে রেখে যে তাদের সক্রিয় অবস্থান সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষি ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটা উল্লেখ-যোগ্য উপাদান।

সৈন্যবাহিনী অবশ্যই মূলত তরুণদের নিয়েই গঠিত হয় এবং এদের মাধ্যমেই কমিউনিস্টরা নির্দিষ্ট কতকগুলো পরিস্থিতিতে সৈন্যবাহিনীকে প্রগতির একটা উপাদানে পরিণত করার ব্যাপারে অনেক কিছুই করতে পারে বলে কয়েকজন বক্তা মত প্রকাশ করেন।

কমিউনিস্টরা এবং যুবকদের সংগঠন

যুব আন্দোলনের একটি নতুন দিক হল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে ক্রমবর্ধমান হারে যুবসভ্যসংখ্যাবৃদ্ধি। বক্তারা বলেছেন যে সম্প্রতি অনেক-গুলি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তরুণ সম্প্রদায় হল কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তি যা পার্টির শিক্ষা ও শিক্ষণ তদারকি করে। মিহিলা অলব্রিক (যুব সংগঠনগুলির ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক) বলেন, নতুন পার্টিসদস্যের অধিকাংশই যুব আন্দোলনে সক্রিয় আছেন।

অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিসঞ্চয় ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে। অনেক অসুবিধে অতিক্রম করতে হবে এবং নতুন কার্যক্রম স্থির করতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কেন্দ্রীভূত কার্যক্রমের নীতি এখানেও কার্যকর হয়। অসুবিধা-গুলি কি? **এম. গোদার্দ**-এর মতে বেলজিয়ামের অভিজ্ঞতা বলে যে পঞ্চাশ বৎসর ঊর্ধ্ব পুরানো পার্টি সদস্যদের সঙ্গে সবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছে সেই সব তরুণ কমিউনিস্টদের যোগাযোগের অভাব হল একটি সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হল, বিপুল পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির ক্ষুদ্র আয়তন। আমাদের লক্ষ্য হল একটি গণ-পার্টি, এবং উৎকৃষ্টতর সভ্যপদসংগ্রহের নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে **এম. দুব্রভস্কি** আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট যুব ফেডারেশনের কথা উল্লেখ করেন। ১৯২১ সালের ১২ এপ্রিল সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংগঠনের ২১০০টি শাখা এবং ৫০০০০ সভ্য আছে এবং খুব শীগ্‌গীরই এই সংগঠনের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। পুনরায় আইন হবার পর থেকে শুরু করে তারা ১৫০০০-এরও বেশি সভ্য সংগ্রহ করেছে যাদের শতকরা ৮০ ভাগ পেরনবাদী যুব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের লক্ষ্য একটি গণ-কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করা এবং যারা যুব-সম্প্রদায়কে খেলাধুলোর ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধে দেয় সেইসব যুব-সংঘগুলির মাধ্যমে আমরা অনেক সভ্য যোগাড় করছি। সভ্যসংখ্যাকে দ্বিগুণ করার যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তারই পটভূমিকায় আগামী কংগ্রেসে এই জিনিসটা আলোচিত হবে।

অন্যান্য কয়েকজন বক্তা যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্টির শক্তি বিস্তারের একটি কার্যকর উপায় হিসাবে সক্রিয়ভাবে মার্ক্সবাদ প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে করা হচ্ছে।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে এমন অনেক দেশে মূল সমস্যা হল বিরাট সংখ্যক নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে সমাজ-বিবর্তনের জটিল নিয়মগুলো তুলে ধরা। এম অল-ফকি বলেন যে সুদানের শতকরা ৮০ জন মানুষ পড়তেও জানে না, লিখতেও জানে না। কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের বিচারে এর কি অর্থ হয়? তরুণ চাষীকে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে যে কমিউনিস্টরা জনসাধারণের প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামায়। দেশের অনেক অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনে সাহায্য করা এবং সেবিকার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতিকে ঘিরেই আমাদের কর্মসূচী স্থিরকৃত হয়। কমিউনিস্টরা এমনকি মসজিদ গঠনেও সাহায্য করে, কারণ আমাদের দেশে মসজিদ শুধুমাত্র প্রার্থনা করার জায়গা নয়। এই একটা গ্রাম্য ক্লাব বা জনকেন্দ্রও বটে। প্রধান কাজ হল পার্টির সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সুন্দর বোঝাপড়ার অবস্থা সৃষ্টি করা—যে যোগাযোগকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সব সময়ই ভাঙতে চেষ্টা করে।

উন্নত অ-সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রেণীচেতনাকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ আবার একই সঙ্গে অনেক বেশি জটিল। কারণ একদিকে যুবসমাজের বাস্তব অবস্থা সমাজ-ব্যবস্থাটাকে পাল্টে ফেলার প্রয়োজনীয়তাটাকে বুঝতে তাদের সাহায্য করে, অন্যদিকে যুবসমাজ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নৈতিক ও আদর্শগত পরিবেশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই পরিবেশটাকে লালন করে দক্ষিণপন্থী সামাজিক গণতন্ত্রীরা যারা শ্রেণী-সমন্বয়, কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং রাজনৈতিক আপসের কথা বলে যুবসম্প্রদায়কে বিশেষত যুবকর্মীদের আদর্শচ্যুত করতে চায়। "সামাজিক অংশীদারী" তত্ত্বের বিস্তার, যা ডব্লিউ. হেইল বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী-সচেনতার বিস্তারের একটি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জে. পিটম্যান বলেন যে স্বোপার্জনের মনোভাব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বাতিল করার দিকে নিয়ে যায়। জে. খ্রিস্টেন্সেন মন্তব্য করেন এ সমস্ত কিছুই কমিউনিস্টদের উপর আদর্শগত কাজকর্মকে উন্নত করার এবং আমাদের যুগে বিপ্লবী হওয়া বলতে কি বোঝায় সেটা যুব-সমাজকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেয়।

যেসব দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে সেখানে কমিউনিস্ট শিক্ষার সমস্যাগুলো আলোচনা করেন জি. ন্যুমান এবং পেত্রে দ্যাতকুলেসকু (যুবগবেষণা কেন্দ্র, রুমানিয়ার ওয়াই. সি. এল.)। বক্তারা যুবকদের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আলোকে শিক্ষিত করে তোলার উপর জোর দেন। বিস্তা এ্যাভরামোভা বলেন, এটা করতে গেলে এমন সব অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে যুবকরা জনজীবনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং যাতে প্রত্যেকটি যুবক সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানে একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই উৎপাদন এবং সমাজ পরিচালনায় যুবকদের টেনে আনাটা এত জরুরী। এবং যুবসংগঠনগুলি এ ব্যাপারে অনেক কিছুই করতে পারে।

শ্রেণীচেতনা বিস্তারে আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষা যে ভূমিকা পালন করতে পারে অনেক বক্তা তার উল্লেখ করেন। এটাই ছিল সগতিন নামসারাই-এর (মঙ্গোলিয়ার গণবিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য) আলোচ্য বিষয় যিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষাকে ক্রমবর্ধমান সংগঠিত শ্রমিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে একটি সাম্প্রতিক বিকাশ বলে উল্লেখ করেন। জাতীয়তাবাদের এক-রোখা এবং একটানা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্ট নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা দরকার। এই প্রসঙ্গে বক্তা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ সম্পর্কে মাওবাদী-জাতীয়তাবাদীরা যে বিকৃত ব্যাখ্যা দেন তা-ও বিশ্লেষণ করেন। জোত্রাচিম মাজার (যুব ডিপার্টমেন্ট, সি. সি., এস. ইউ. পি. জি.) আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অর্থনৈতিক সংহতিকে কার্যকর করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতো সর্বপ্রকার সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার বিষয়টি আলোচনার জন্য বেছে নেন।

যুবকদের মধ্যে কাজ করার আদর্শগত সমস্যাগুলি সমান জটিল সাংগঠনিক সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এবং এসবের জন্যেও দরকার হয় পরিষ্কার একটা পদ্ধতি যেটা, উদাহরণ-স্বরূপ, প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। পি. ভাস্কুয়েজ বলেন, কমিউনিস্ট যুবকদের অবশ্যই একটি স্বাধীন সংগঠন থাকা উচিত—লেনিন-এর এই ধারণার প্রাসঙ্গিকতাকে অতীতে খাটো করে দেখা হয়েছিল এবং বাস্তবে এটা ওয়াই. সি. এল. ও ফেডারেশন অব রেভোলিউশনারি এ্যাণ্ড ডেমক্রাটিক স্টুডেন্টস নামক সংগঠন দুটিকে ভেঙে দিতে সাহায্য করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা যুবসমাজকে আরও বিক্ষিপ্ত করার এই সুযোগের দ্রুত সদ্ব্যবহার করে।

এল. বাত্লা চেকোস্লোভাকিয়ার নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যুবকদের এককেন্দ্রিক সমাজতান্ত্রিক সংগঠন ভেঙে যায় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে যুব-আন্দোলন পিছু হটে। যুবক এবং শিশুদের নতুন একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি একটি স্বাধীন যুব কমিউনিস্ট লীগ থাকার দরকারটা কি? এই প্রশ্নটি (এর তত্ত্বগত দিকগুলি লেনিন ভালো করে ব্যাখ্যা করেছিলেন) সমকালীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের অনেককেই উৎসাহিত করে। আন্না উইকদোর বলেন যে বুর্জোয়াজি সমকালীন যুবসমাজের স্ববিরোধী প্রকৃতিটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

যুবকদের মধ্যে সংগঠন সম্পর্কে একটা চাপা বিতৃষ্ণার ভাব থাকে, কারণ অধিকাংশ যুবক এবং যুবতীই নিজেদের জরুরী স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই কারণেই কানাডায় জনজীবনে যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ সত্ত্বেও ওয়াই. সি. এল. সহ শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহ সেভাবে গড়ে ওঠে না। এবং তা সত্ত্বেও বাস্তবতা হল এই যে যুবসমাজকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হলে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে যদিও এ সম্পর্কে যুবসমাজের বোধ এখনও পর্যাপ্ত নয়। এটাও কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে কানাডার শাসকশ্রেণী যুবসমাজ যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য সমস্ত কিছুই করছে।

জে সিমারজেড বলেন, যুবসমাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রকৃতিটা যেরকম তাতেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি স্বাধীন যুবসংগঠনের প্রয়োজনটা বোঝা যায়। লাতিন আমেরিকায় একটি কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক অথবা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুবসংগঠন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অতীতে লাতিন আমেরিকায় বারবার বিতর্ক হয়েছে। প্রচলিত যুক্তিটা ছিল এই রকম: আমাদের দেশগুলোকে অবশ্যই বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। এই ধরনের যুক্তি কার্যত যে-শ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব করবে সেই শ্রেণীর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তরুণ শ্রমিকদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখায়। এটাকে বাতিল করা হয়েছে কারণ এটার মানে দাঁড়াত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা বিস্তারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করা এবং তাহলে কৃত্রিম উপায়ে দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়াটিকে টুকরো টুকরো কতকগুলি স্তরে ভাগ করে ফেলা হত। তথাপি এটা বলা যায় যে গণতান্ত্রিক, কৃষি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব সংগঠিত করা যায় কেবলমাত্র যদি সর্বহারাশ্রেণী এটাকে সমাজতন্ত্রের স্তর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকে। এখানেই একটি স্বাধীন কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।

জি. ওয়াসারম্যান বলেন, আজ আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি একটি স্বাধীন যুবসংগঠনের উপর নির্ভর করতে পারে যার কাজকর্ম পার্টিনীতিকে অনুসরণ করে এবং যার উপর কমিউনিস্টরা যুবসমাজের মধ্যে নিজেদের কাজকর্মের জন্য নির্ভর করতে পারে। এর মানে এই নয় যে পার্টি নিজের কর্তব্যকে এবং যুবসমাজের ক্ষেত্রে নিজের নেতৃত্বের ভূমিকাকে পরিত্যাগ করছে।

সম্মেলনে অ-কমিউনিস্ট যুব সংগঠনগুলির সঙ্গে পার্টির কাজকর্মের সমস্যা এবং পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হয়। পি. সোলদিনি (ইতালি) আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যুবসমাজের ঐক্যের প্রশ্নটি আলোচনায় কিছুটা সময় দেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধী সংগঠনসমূহের মধ্যে কাজ করার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়।

জর্জ কিয়াতোস্কি (জার্মান সি. পি.) প্রশ্ন করেন: ফ্যাসিবাদী সংগঠনসমূহের অন্তর্ভুক্ত যুবকদের টেনে আনার সম্ভাবনাটা কতটা বাস্তব?

উত্তর: ইতালির ফ্যাসিবাদী-আন্দোলনে কিছু যুবক আছে তাদের তথাকথিত দক্ষিণপন্থী পুঁজিবাদ-বিরোধিতার জন্য। একটা মারাত্মক আদর্শগত প্রবণতা সামাজিক হতাশা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অকার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাসের অভাব থেকে যার জন্ম। এইসব যুবকরা সত্যিসত্যি জানে না ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য কি এবং তার শ্রেণীচরিত্রই বা কি। আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের অনেককেই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ নিজেদের পাশে টেনে নিতে পারে যদি তাদের এটা দেখানো যায় যে তারা পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মতো তাদের নিকৃষ্টতম শত্রুদেরই সেবা করে যাচ্ছে।

সম্মেলনের সমাপ্তিভাষণে ডব্লিউ. এম. আর-এর প্রধান সম্পাদক কে. জারোদভ মন্তব্য করেন যে সাম্প্রতিককালে এই প্রথম বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান তিনটি স্রোতের ধারাবাহী কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা যুব সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। এবং এই আলোচনাটা দেখিয়ে দিল যে মতামতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রধান সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে মতৈক্য আছে।

সভ্য-সমর্থকদের মধ্যে একটি শক্তিশালী যুববাহিনী না থাকলে এবং তরুণ সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে পক্ষে টেনে আনতে না পারলে কোনো পার্টি বা কোনো আন্দোলন গণ-প্রভাব অর্জন করতে পারে না। যে-শিক্ষা যুবসমাজ লাভ করে, যে-ধরনের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিকতার অধিকারী সে হয় এবং যেসব রাজনৈতিক মতামত সে পোষণ করে তার উপরই নির্ভর করে মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

যুবকদের জন্য সংগ্রামে আমাদের কাজ শুধুমাত্র যুবসম্প্রদায়ের মন জয় করাই নয়। আমরা চাই যুবসমাজ আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। এবং

কমিউনিস্টরা যুবকদের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং তাদের অধিকারগুলোকে রক্ষা করাটাকে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করে। যুবকদের জন্য সংগ্রামে এটা আমাদের একটা মৌলিক অবস্থান এবং সম্মেলন ঠিকই বলেছে যে এটা বুর্জোয়াজি এবং প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যাদের কাছে যুবসমাজ তাদের রাজনৈতিক খেলার একটা হাতিয়ার মাত্র।

আলোচনায় নতুন করে আবার বলা হল যে বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল এবং মহাদেশের যুবসমাজের অনেকগুলো সাধারণ দায়-দায়িত্ব আছে এবং যৌথভাবেই সেগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে করা যায়। এই কারণেই কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীল যুবসংগঠনকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। আর তার জন্য দরকার ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা এবং মতামতের আদান-প্রদান।

ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের গভীরতা বৃদ্ধি

সমাজতন্ত্রের অবস্থানসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী শক্তির ধারাবাহিক সংহতিসাধন এবং ধনতন্ত্রের স্পষ্টতর অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় বিশ্বপরিস্থিতি-বিকাশের বৈশিষ্ট্য। দুটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব—আমাদের যুগের মৌলিক, নিয়ামক দ্বন্দ্ব, ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটে তার গভীর ছাপ ফেলেছে।

দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ

দুটি ব্যবস্থার সংগ্রাম সত্তরের দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের পক্ষে একটা বড় রাজ-নৈতিক জয়ে পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহের স্বীকৃতি এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট প্রকাশ হল পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদকে বহুলাংশে লাঘব করার জন্য পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য চুক্তি (বিশেষত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে)।

বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক, শান্তির শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তার কর্মনীতি সংক্রান্ত বিবৃতিসমূহে ঘোষণা করেছে যে মানবজাতিকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন থেকে অব্যাহতি দান করা তার ঐতিহাসিক অভীষ্ট। কমিউনিস্টরা একথা ঘোষণা করে যে, বর্তমান স্তরে যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সম্মিলিত কার্যক্রমের প্রধান বিষয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে আছে কমিউনিস্টরা।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে আলাপ-আলোচনায় পৌঁছানো মৌলিক কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত: একে দেখতে হবে দুটি ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তিত শক্তির ভারসাম্য, শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ, বিশ্বে সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদিকা শক্তির প্রসারের প্রয়োজনীয়তা—এই সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে। এই সব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যসব দেশের সক্রিয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতির ফলেই।

শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার শক্তিবৃদ্ধি বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আলাপ-আলোচনা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর দ্রুত এবং কার্যকর সমাধানের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ দান করে। আক্রমণাত্মক সামাজিক শক্তি-সমূহের বিচ্ছিন্নতা ধনতান্ত্রিক দেশে উচ্চতর জীবনযাত্রার মান এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে, সামাজিক মুক্তির জন্য তাদের সংগ্রামকে সাহায্য করে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহের ব্যাপকতর স্বীকৃতি পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করে। ক্ষমতা প্রদান করে সেইসব দেশের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে অনেক বেশি কার্যকরভাবে সুদূরপ্রসারী সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করতে।

আলাপ-আলোচনা "শক্তি অবস্থান" নীতির ভেঙে পড়াকেই

সূচিত করে। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি অবশ্য পরিবর্তিত হয় নি এবং তার স্বাভাবিক প্রবণতাকেও সে পরিত্যাগ করে নি যদিও তার প্রয়োগের সম্ভাবনা কম। এটা এখন বিশেষ করে স্পষ্ট যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের উপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পরিকল্পনার কোনো সাফল্যের আশা নেই। সেই সঙ্গে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার সূচনা করেছে যে-সব ধনতান্ত্রিক দেশ তাদের পক্ষে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার নেতিবাচক ফলাফলগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবজাতির মৌলিক স্বার্থ তার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

"শক্তি অবস্থান" নীতির অকার্যকরতা এবং অস্ত্রসংগ্রহের বোঝা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর বাস্তব বোধের সৃষ্টি করেছে। অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুর্জোয়া নেতৃত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন যে তাঁদের শ্রেণীগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন পদ্ধতি খুঁজে বার করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সংগ্রামের এই রূপ মানবজাতির বৃহত্তর অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ এর লক্ষ্য হল বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করা। নতুন সামাজিক ব্যবস্থা এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতিও তা সৃষ্টি করে।

সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থানসমূহের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির মধ্যেই দুই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে বিশ্বের শিল্প-উৎপাদনের প্রায় ৩৯ শতাংশ উৎপন্ন হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সি. এম. ই. এ.-ভুক্ত দেশগুলির মোট উৎপাদন ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের উৎপাদনের ১·২ গুণ[১]। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫০ সালে সোভিয়েত শিল্প-উৎপাদন মার্কিন শিল্প-উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল; ১৯৭৩ সালে তার পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি।

দুই ব্যবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি এবং রূপ প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক বিপ্লবের দ্বারা, যা মানবজাতিকে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দুটি ভিন্ন ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সামাজিক ফলাফলও ভিন্ন—কিন্তু সমগ্র বিশ্বের মাত্রায় উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে তা প্রসারিত করে এবং আবহমণ্ডল সংরক্ষণ এবং জৈবভারসাম্য রক্ষার সমস্যাকে জরুরী করে তোলে। এমন সব অস্ত্র তা উৎপন্ন করেছে, ধ্বংসের ক্ষমতায় যার কোনো তুলনা নেই এবং সেই কারণেই আর একটি বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লব সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং বিপদসমূহের দ্বন্দ্বগুলি, দুই ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কাঠামো সম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ককে সংগ্রাম ও সহযোগিতার একটি দ্বান্দ্বিক সমাহারের চরিত্র প্রদান করে।

দুই সমাজব্যবস্থার সংঘর্ষ বস্তুগতভাবে অনিবার্য, কারণ, তারা সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজতন্ত্র চায় ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে—আন্তর্জাতিক পরিসরে যা শ্রেণী-সংগ্রামের একটা রূপ, ভাবাদর্শ বা সমাজব্যবস্থার প্রসারে অস্ত্রের ব্যবহারকে যা বাতিল করে এবং কর্মোদ্যোগের সমস্ত প্রধান স্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতাকে স্বীকার করে নেয়।

সর্বহারাদের শ্রেণী-স্বার্থ এবং সামগ্রিকভাবে মানবজাতির স্বার্থের চূড়ান্ত অভেদের কথা মনে রেখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা মানবজাতির সামনে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলির সমাধানে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূচনা করেছে। এই ধরনের সহযোগিতায় সর্বপ্রধান অগ্রাধিকার লাভ করে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের প্রতিরোধ—যার ফলাফল বিপর্যয়কর হতে পারে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা অর্জন করা, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা দূর করা, মারাত্মক রোগগুলিকে নিবারণ করা এবং তাদের বিলুপ্ত করা, শক্তির নতুন নতুন ভাণ্ডারকে বিকশিত করা এবং বাহ্যবিশ্ব ও বিশ্বের সমুদ্রগুলিকে ব্যবহার করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রসারিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই বিশ্বাস দ্বারাই চালিত যে বিশ্ব-পরিস্থিতির বিকাশ বিশ্ব অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তার সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগের প্রয়োজন আছে। ১৯২০ সালে লেনিন বলেছিলেন যে নতুন রাশিয়া "সমগ্র বিশ্বের স্বার্থে" বিশ্ব-অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে (রচনাসংগ্রহ খণ্ড ৩১, পৃ ৪৫২)।

ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা

অগ্রগতির জন্য ধনতন্ত্র তার ক্ষমতা বা উদ্দীপনাকে হারিয়ে ফেলে নি। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাফল্যগুলিকে একচেটিয়া পুঁজি ঢালাভাবে ব্যবহার করছে তাদের অবস্থানগুলিকে শক্তিশালী করতে, শিল্পের

১ ইউ, এন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৬৭; মানথলি বুলেটিন অব স্ট্যাটিস্টিকস্, মে ১৯৭৪।

কার্যকারিতা এবং তার অগ্রগতির হারকে বাড়াতে, শ্রমিক-শ্রেণীকে অধিকতর শোষণ করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর উপর তাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার শিল্প উৎপাদন ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬০ শতাংশ[১]। তা সত্ত্বেও ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটিকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেঃ "নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ধনতন্ত্রের প্রচেষ্টা সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে তার স্থায়িত্ব সৃষ্টি করছে না। ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কট গভীরতর হচ্ছে।"

বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঙ্কট বিকাশের বর্তমান বৈচিত্র্য যা ক্রমবর্ধমান হারে তার ভেঙে পড়াকেই নির্দেশ করে, তার বাস্তব ভিত্তিকে খুঁজতে হবে বিকাশের প্রতিটি স্তরে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে এবং, সর্বোপরি, উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক ধরনের ভোগ এবং শ্রম ও মূলধনের দ্বন্দ্বের মধ্যে, সেই সঙ্গে একচেটিয়া এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ একচেটিয়া এবং প্রতিযোগিতার মতো পরস্পর-বিরোধী নীতিগুলির সংঘাতকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে তোলে। একচেটিয়া মূলধন এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য অংশের মধ্যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের একচেটিয়া এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও গভীরতর দ্বন্দ্ব আছে যদিও বুর্জোয়া রাষ্ট্র, একটি অভিন্ন প্রক্রিয়া সৃষ্টির জন্য, একচেটিয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ, সাম্রাজ্যবাদী সংযোজন এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পরস্পর-নির্ভরশীলতাকে তীব্রতর করে এবং তা হবার ফলে, কোনা কোনো দেশে বহু প্রক্রিয়া (যেমন, মুদ্রাস্ফীতি) অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে বিকশিত হয় এবং সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে। একটি বিপরীত পদ্ধতিও আছেঃ আন্তর্জাতিক ঘনীভবিকাশ, যেমন মুদ্রা এবং শক্তি সঙ্কট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এক একটি দেশের পরিস্থিতিতে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে কোনো একটি দেশ এই সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করতে পারে না এবং অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জাতীয় সাম্রাজ্যবাদসমূহের আত্মস্বার্থ এই ধরনের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। দেশীয় এবং বৈদেশিক দ্বন্দ্বের সংশ্লেষ ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের বর্তমান পর্যায়ের বিরোধগুলিকে গভীরতর করার লক্ষ্যে চালিত করে, তাকে বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী করে।

১ ইউ. এন. স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৭২, মান্থলি বুলেটিন অব স্ট্যাটিস্টিকস্ মে ১৯৭৪।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে একচেটিয়ার ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলধনের পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে একচেটিয়ার উদ্ভব এবং তার বিকাশ, তার প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীভবন এখনও সমকালীন ধনতন্ত্রের সাধারণতম নিয়ম। অধিক সংখ্যক শিল্পসংস্থায় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে প্রসারিত করে এবং বাজারের উপর তাদের আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে একচেটিয়ারা অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যকে বাড়াচ্ছে। সর্বোচ্চ মুনাফালাভের জন্য তাদের প্রচেষ্টা মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির সৃষ্টি করে। একচেটিয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মানকে আঘাত করছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে, তার ফলে ধনতন্ত্রের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিরোধগুলিকে তীব্রতর করছে এবং তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে বাড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার (আন্তর্জাতীয় এবং বহুজাতিক) মাত্রা এবং পরিধির প্রসারের দিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা ষাট এবং সত্তরের দশকে পরিলক্ষিত হয়। জাতিসংঘের তথ্য থেকে জানা যায় যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্থূল জাতীয় সম্পদের ২২ শতাংশ সৃষ্টি করে সর্বোচ্চ ৩০০টি সংস্থা। ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক একচেটিয়াসমূহের বৈদেশিক পরিপূরক সংস্থাগুলির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৭০ বিলিয়ন ডলার; অর্থাৎ বিশ্ব-ধনতন্ত্রের মোট রপ্তানির তুলনায় বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির চার গুণ বেশি উৎপন্ন করেছিল মার্কিন একচেটিয়ার বৈদেশিক পরিপূরক সংস্থাগুলি।[১]

তাদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ, আধুনিক যন্ত্রকৌশল এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক একচেটিয়াগুলি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য দেশে পুনঃস্থাপিত হতে পারে। এর ফলে তারা বিশ্ব-ধনতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ভঙ্গকারী একটা গুরুতর উপাদানে পরিণত হয়েছে। ব্যবসা-পরিস্থিতি প্রতিকূল প্রমাণিত হলেই তারা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা তার ফলে আরও বৃদ্ধি পায়। ফাটকাদারী কৌশলে তাদের মূলধনকে দেশ থেকে দেশান্তরে স্থানান্তরিত করে তারা দেনা-পাওনা উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতাকে বাড়িয়ে দেয়।

অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং উৎপাদনের মন্দা, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে পরিব্যাপ্ত এক নজিরবিহীন মুদ্রাস্ফীতি, দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিক্ষয়কারী বিশ্ব-মুদ্রাসঙ্কট, বর্তমান শক্তি-সঙ্কট, মানব পরিবেশের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এবং সামাজিক-রাজনৈতিক তীব্র সঙ্কটগুলি সত্তরের দশকের ধনতন্ত্রেরই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মন্দা এবং অতি-উৎপাদনের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির

১ সার্ভে অব কারেন্ট বিজনেস, জানুয়ারি, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৭৩।

চক্রাকৃতি অগ্রগতি চলেছে। নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থায়ী অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বুর্জোয়া সরকারসমূহের চেষ্টা প্রতিনিয়ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ইতিহাসে বাণিজ্য-চক্রের দীর্ঘতর উত্থানপর্ব পরিলক্ষিত হয় ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (F. R. G.), ইতালি এবং বিশেষ করে জাপানে তুলনামূলকভাবে উচ্চ অগ্রগতির হার লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃক অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিয়ন্ত্রণ এতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে অবশেষে অর্থনীতিকে "নিখুঁত" করার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে যা তার "স্বাভাবিক" বিকাশকে নিশ্চিত করবে এবং সঙ্কটকে প্রতিরোধ করবে। তার পরবর্তকালের ঘটনাপরম্পরা অবশ্য প্রমাণ করেছে যে তথাকথিত অগ্রগতির নীতি বা বাণিজ্য-চক্র-বিরোধী ব্যবস্থাবলী অথবা একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণ ধনতন্ত্রকে তার অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্ত করতে পারে না। ১৯৬৯ সালের শরৎ থেকে ১৯৭২ সালের বসন্ত পর্যন্ত দু-বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ছিল কার্যত নিশ্চল; অধিকাংশ দেশ হয় অতি-উৎপাদনের সঙ্কট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, সুইডেন এবং অন্যান্য) অথবা মন্দা (জাপান, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র) অথবা অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের একটা অব্যাহত নিম্নগামিতার মধ্য দিয়ে চলছিল।

১৯৭২ সালের বসন্তে অবস্থা উন্নত হতে থাকে এবং বছরের শেষে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উন্নত দেশে বাণিজ্যচক্রজনিত ঊর্ধ্বগতির সৃষ্টি হয়। ১৯৭৩ সালে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্থূল জাতীয় সম্পদ ৬·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১০·৮ শতাংশ (১৯৭২ সালের ৫·৯ শতাংশের তুলনায়)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃদ্ধির হার ছিল ৮·৮ শতাংশ, জাপানে ১৭·৪ শতাংশ এবং সাধারণ বাজারের নয়টি দেশে ৭·৮ শতাংশ।[১] সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল উচ্চ উন্নতির হারের সঙ্গে (১৯৭২ সালে শেষ তিন মাস থেকে ১৯৭৩ সালের প্রথম তিন মাস), কিন্তু ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় তিন মাসে তা নিঃশেষিত হতে থাকে এবং ১৯৭৩ সালের প্রথম তিন মাসে, ১৯৭৩ সালের চতুর্থ তিন মাসের তুলনায়, শিল্প-উৎপাদনে নিশ্চিত হ্রাস ঘটে এবং স্থূল জাতীয় সম্পদে প্রায় নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা শক্তি-সঙ্কটের সঙ্গে একই সঙ্গে ঘটে এবং জড়িয়ে যায়, যা ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৭৪ সালের প্রারম্ভিক সপ্তাহগুলিতে তেলের ঘাটতি এবং অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির সৃষ্টি করে।

শক্তি-সঙ্কট একটা জটিল ব্যাপার যা অর্থনীতির একটা প্রধান বিভাগকে আঘাত করে এবং সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থাই শুধু নয়, উত্তর আমেরিকা, জাপান এবং পশ্চিম ইয়োরোপের কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিগত ভোগ এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর যার প্রত্যক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। এর প্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘকালীন ফলাফল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। শক্তি-সঙ্কট আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বসমূহকে এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বগুলিকেও তীব্রতর করেছে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন রীতি, সুষম উন্নতি নিশ্চিত করতে ধনতন্ত্রের অক্ষমতা এবং তার আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের বিন্যাসের মধ্যেই শক্তি-সঙ্কটের প্রকৃত কারণগুলি অবস্থিত।

ষাটের দশকে, বিশেষত পশ্চিম ইয়োরোপে এবং জাপানে, জ্বালানি উৎপাদনের তুলনায় শক্তি ব্যবহার অনেক বেশি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। যদি শুধু একটি বৎসর ধরা যায়, ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক জ্বালানির মাথাপিছু ব্যবহার উৎপাদনের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি ছিল, ইয়োরোপীয়-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে ছিল ১৪০ শতাংশ বেশি এবং জাপানে ৫০০ শতাংশ বেশি। ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে পূরণ করা হয়েছিল তেল এবং গ্যাসের অধিকতর আমদানির সাহায্যে। একই সময়ে ওপেকে (O.P.E.C.) সংঘবদ্ধ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি আন্তর্জাতিক একচেটিয়া তেল-জোটের বিরুদ্ধে একটা অভিযান শুরু করে এবং নিষ্কাশন, বিক্রয় ও বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক বাজারে দাম নির্ধারণের মতো বিষয়ে তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। এই দুটি যুগপৎ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তেল আমদানির উপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নির্ভরশীলতা এবং একচেটিয়া তেল-জোটগুলির "সর্বময় ক্ষমতা"র অপসারণ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তি-সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করেছে। যে "তেল যুদ্ধ" পরিচালনা করতে আরব দেশগুলি বাধ্য হয়েছিল তা এই সঙ্কটের তীব্রতাকেই বাড়িয়েছিল। এই ব্যাপারে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মূল্যকে ঠেলে তোলা এবং মুনাফাবৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক তেল একচেটিয়াগুলির মজুত তেল আটকে রাখার নীতি।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলি তীব্রভাবে প্রকটিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশেষ করে ভোগ্য দ্রব্যের বিরামহীন মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে। অতীতে শুধু যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধপরবর্তী বিশৃঙ্খলার কালেই বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হত। এখন তা, সঙ্কটসহ, বাণিজ্য-চক্রের প্রতিটি পর্যায়েরই অংশে পরিণত হয়েছে।

---

১ **মান্থলি বুলেটিন অব স্ট্যাটিস্টিকস্** মে ১৯৭৪, **মেইন ইকনমিক ইণ্ডিকেটরস্** ও. ই. সি. ডি., মে ১৯৭৪।

সত্তরের দশকের ধনতন্ত্র মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং তার ফলাফলগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। যে সমস্ত বিষয়গুলি মুদ্রাস্ফীতিকে শক্তি যোগায় সেগুলি প্রচলনের স্তরে ততটা অবস্থিত নয় যতটা অবস্থিত সামাজিক উৎপাদনের স্তরে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং তার আনুষঙ্গিক হিসাবে একচেটিয়া এবং প্রতিযোগিতা—এই দুই পরস্পর-বিরোধী নীতির বিরোধ—মূল্য নির্ধারণ এবং অর্থ প্রচলন প্রক্রিয়ার সমস্ত পরিবর্তনের এটাই নিগূঢ় সাধারণ ভিত্তি; যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বিরামহীন মূল্যবৃদ্ধি সৃষ্টি করে এটা তারও ভিত্তি। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি ব্যবস্থাবলী, অধিকতর সরকারি আয় ব্যয় সংস্থান এবং অস্ত্রসংগ্রহের প্রতিযোগিতা এই প্রবণতাকে প্রবলতর করে। মুদ্রাস্ফীতিমূলক মূল্যবৃদ্ধি, এমনকি মন্দা বা অবনতির কালেও ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আধুনিক ধনতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় পরিণত হচ্ছে।

একচেটিয়ার সমর্থকরা মুদ্রাস্ফীতির জন্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারের উপর দোষারোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগামী আবর্ত চক্র একচেটিয়া নীতিরই ফল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একটি দৃঢ়সংবদ্ধ গোষ্ঠী যে অন্যায় মূল্য-কাঠামো চালিয়ে এসেছে শক্তি-সঙ্কটের জন্য তার দায়িত্বও কম নয়।

সত্তরের দশকে মুদ্রাস্ফীতির বিকাশ বুর্জোয়া সরকারগুলির মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী কর্মপদ্ধতির ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। একমাত্র ১৯৭৩ সালেই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জীবনযাত্রার ব্যয় গড়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ শতাংশ, বৃটেনে ৪·৬ শতাংশ ইত্যাদি)[১] একচেটিয়ার অনুকূলে জাতীয় আয়কে পুনর্বণ্টিত করার প্রধান উপায়ে পরিণত হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাসঙ্কট যার প্রকাশ ঘটছে বিনিময়-হারের একতরফা পরিবর্তনের মাধ্যমে, অবমূল্যায়ন এবং পুনর্মূল্যায়ন, মুদ্রার বাজারে আতঙ্ক, ডলার অথবা অন্য মুদ্রা থেকে পশ্চাদপসরণ ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে। মুদ্রাবিষয়ক সঙ্কট ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থার ক্ষয়ের ফল। এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান শর্ত—বিশ্বের মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলারের স্বীকৃতি এবং স্থায়ী সমমূল্যতা এবং হারের আদর্শ—কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ও তার অব্যবহিত পরে বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থা ছিল তার পতন, তার দেনা পাওনা উদ্বৃত্তের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট, ডলার দিয়ে পুঁজিবাদী মুদ্রাবাজারের অতিরিক্ত সম্পৃক্তি এবং মার্কিন মুদ্রায় আস্থার পতন, এই সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে ডলারের বিশ্বমুদ্রা হিসেবে কার্যকর হওয়ার যোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মুদ্রাসংকট দেখা দিতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্র-একচেটিয়া আইন পুঁজিবাদী মুদ্রাবাজারের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। মুদ্রাব্যবস্থাকে সঙ্কটের মূল্যে নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়, এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক দেনা পরিশোধ পুঁজিবাদের অস্থায়িত্বের একটি উৎস এবং তিক্ত আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধের এক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর মুদ্রাবিষয়ক কৌশলের আজ লক্ষ্য হল রাষ্ট্র-একচেটিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রানীতির সমন্বয় সাধন করা, যাতে জাতীয় দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যবাদকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির বিশ্বব্যাপী শ্রেণী উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। অবশ্য পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং ভোগের পুঁজিবাদী ধরনের মধ্যে গভীরতর বিরোধ-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে এবং মুদ্রাব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা বাড়ায়।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্কট আরো বেশি করে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বোঝাস্বরূপ হচ্ছে। পরিবেশ দূষিতকরণ এবং কোনো কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সঙ্কুচিত করতে শুরু করেছে এবং আরো বড়ো কথা হল, তথাকথিত নবীকরণযোগ্য সম্পদ—জল, বায়ু এবং জমি—এর প্রাচুর্যের বিষয় এই প্রথম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। জাপান, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য কয়েকটি দেশে প্রাণিমণ্ডলের অবস্থা এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। একচেটিয়া কর্তৃক পরিবেশের ধ্বংসমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সজোর গণ-প্রতিবাদ একটি নতুন একচেটিয়া-বিরোধী ফ্রন্টের সৃষ্টি করবে।

পারিপার্শ্বিক সঙ্কটের জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্র-একচেটিয়া আইনে একটি নতুন প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে—পরিবেশকে পুনর্বাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

একচেটিয়ারা আশা করে যে এই সব ব্যবস্থা তাদের নতুন বাজার পেতে এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্ররোচিত করতে সাহায্য করবে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের অগ্রগতিতে গুণগত পরিবর্তনের কেন্দ্রীভূত প্রকাশ ঘটছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঊর্ধ্বগামী রাজনৈতিক অস্থায়িত্বে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট, যা সত্তরের দশকে আরো বেশি সংক্রামক ও তীব্রতর হয়েছে, তার মূলে রয়েছে, প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর বর্ধমান সংগ্রামশীলতা, যাদের সংগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে আজ বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্র-

১ বিজনেস কণ্ডিশনস্ ডাইজেস্ট, মার্চ ১৯৭৪, ডিপার্টমেন্ট অব এমপ্লয়মেন্ট গেজেট, লণ্ডন, এপ্রিল ১৯৭৪।

একচেটিয়া পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে নতুন অবস্থা মানিয়ে নিতেও পারে না, 'সামাজিক শান্তি'ও দিতে পারে না, এবং দ্বিতীয়ত, তাদের পক্ষে যা ক্রমবর্ধমান জটিল সামাজিক পরিস্থিতি কি ভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে শাসকমহলে বিভেদ বাড়ছে।

সত্তরের দশকে শ্রমজীবীদের শ্রেণীসংগ্রামের এক অভূতপূর্ব স্ফীতি ও বিস্তার দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, স্পেন, বৃটেন, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি ছোট দেশে শ্রমিকশ্রেণী বিশেষভাবে সক্রিয়। পশ্চিম ইয়োরোপ ও জাপানের শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংগ্রামশীলতা অর্থনৈতিক সংগ্রামকালে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী ও একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নয়, রাষ্ট্র-একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তা নির্দেশিত যা এই সব সংগ্রামকে একটি রাজনৈতিক চেহারা দেয়।

শ্রমিকশ্রেণী এক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদী সংযুক্তির প্রতিরোধ করে। সেইজন্যই আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় বাহিনীর প্রয়াসের সমন্বয় উপায়গুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী সংযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রুসেল্‌স্‌ সম্মেলন সহ পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সভা, ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইয়োরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলির সম্মেলন, ও ইয়োরোপে ট্রেড ইউনিয়ন সহযোগিতার দিকে অন্যান্য পদক্ষেপ, এবং বিভিন্ন দেশে সক্রিয় আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে ধর্মঘটের সমন্বয় দেখিয়ে দিচ্ছে যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া অত্যাচার, অর্থনৈতিক কাঠিন্য এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমবিরোধী নীতির জন্য জনগণের জমে ওঠা অসন্তোষ ও সংগ্রাম গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটের ভীতি উপস্থাপিত করছে, যা বিশ্বের শ্রেণীশক্তিগুলির বর্তমান বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজির পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হবে। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বিরোধ, যা ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অস্থায়িত্বের সঙ্গে বেড়েছে, তা বর্তমান রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের উপায়-উপকরণের বিষয় মত-পার্থক্যের জন্য তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। শাসকশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশ সমাধান খোঁজে কঠোরতর নীতির মাধ্যমে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দমন করে, (বাধা দিয়ে), বিপ্লবী শক্তিগুলিকে দমন করে, এবং শাসনকর্তৃপক্ষ বহুলাংশে শক্তিশালী করে। শাসকশ্রেণীর অপর একটি অংশ সামাজিক বিষয়গুলিতে ব্যাপকতর কৌশল প্রয়োগ পছন্দ করে। প্রায়ই দুটি প্রবণতা পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এতে একটি বিপজ্জনক ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যা উৎসাহিত করে একটি অগণতান্ত্রিক সমাধানের প্রবক্তাদের—"এক আঘাতে" অস্থায়িত্ব দূর করা। যার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সভা সাবধান করে দিয়েছিল সেই দক্ষিণপন্থী বিপদ বাড়ছে। এটি খুব স্পষ্ট করে পরিস্ফুট হচ্ছে ইতালি ও বৃটেন-এ নয়া-ফ্যাসিবাদীদের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যে, পশ্চিম জার্মানির প্রতিশোধকামীদের বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের, এবং গ্রীক সামরিক জুন্টার স্বেচ্ছাচারী শাসনে। ফ্যাসিবাদী বিভীষিকার বাস্তবতার সর্বাধিক চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় চিলির করুণ ঘটনায় এবং বলিভিয়া ও উরুগুয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ক্ষমতাদখলে।

কমিউনিস্টরা মনে করে যে এই সবকিছু শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ওপর একটি নতুন দায়িত্ব অর্পণ করছে। তা শাসকশ্রেণীর উগ্র-দক্ষিণপন্থী উপদলের পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পারে এবং অধিকন্তু শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক অংশ কর্তৃক সামাজিক বিষয়গুলিতে কৌশল প্রয়োগের দ্বারা অর্জিত জয়গুলি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির পক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার প্রতি একটি গঠনমূলক মনোভাব নেওয়া এবং বামপন্থী শক্তিগুলির পক্ষে বুর্জোয়া শিবিরের একচেটিয়া ও উগ্র দক্ষিণের বিপরীত ভার হিসেবে গণতান্ত্রিক কর্মসূচী গড়ে তোলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের সমস্যা গুরুত্ব লাভ করছে। ইদানীং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করার জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। কোনো কোনো দেশে বামপন্থীদের মৈত্রী বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং অন্যান্য দেশে তা গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাথলিক ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, ধর্ম-বিশ্বাসী জনগণের সঙ্গে মৈত্রী সংগঠন, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের জন্য বুদ্ধিজীবীদের দলে টানার সমস্যাগুলির প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছে।

সত্তরের দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি থেকে দেখা যায় যে কোনো কোনো বাহিনীতে সাময়িক পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাড়ছে। ১৯৭৪-এর প্রথমার্ধে বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ জয় ঘটেছে। ফরাসী নির্বাচকমণ্ডলীর প্রায় অর্ধাংশ বামপন্থীদের ভোট দিয়েছে, ইতালিতে যাজক-ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী গণভোটে পরাজিত হয়েছে, বৃটেনের রক্ষণশীলেরাও তাই, আর পর্তুগালে একটি গণতান্ত্রিক ফ্যাসিবিরোধী বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। এল. আই. ব্রেঝনেভ, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ১৪ জুন ১৯৭৪-এ বলেন, "আমরা চিলির উদাহরণ জানি, যেখানে প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাসিবাদ সাময়িকভাবে জয়লাভ করতে পেরেছে।

কিন্তু আমরা পর্তুগালের উদাহরণও দেখি যেখানে জনগণের বৃহৎ অংশের স্বার্থ প্রকাশকারী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ফ্যাসিবাদী শাসনের পর ক্ষমতায় আসছে। আর চিলির ঘটনা নয়, পর্তুগালের ঘটনাই সামাজিক উন্নয়নের সাধারণ প্রবণতার নির্দেশক।"[১]

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং প্রসারমাণ সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও একচেটিয়া, উভয়ের বিরোধী প্রধান শক্তি রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর "ক্রমহ্রাসমান" ভূমিকা এবং রাষ্ট্র-একচেটিয়া পুঁজিবাদের ব্যবস্থার মধ্যে তার সংযুক্তির সুবিধাবাদী ও শোধনবাদী তত্ত্বগুলি মিথ্যা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী আর বিপ্লবী নেই, এবং বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্র "বিশ্বের শহর থেকে বিশ্বের গ্রামে" স্থানান্তরিত হয়েছে পিকিং "তাত্ত্বিক-দের" এই অভিযোগের অসারতাও এতে স্পষ্ট হচ্ছে।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় থেকে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের সর্বক্ষণই এই সঙ্কট ও আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের মধ্যে একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সব বিরোধের বৃহত্তম বিস্ফোরণগুলির প্রথমটি (১৯১৪-১৯১৮) পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের অভ্যুত্থানে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং দ্বিতীয়টি (১৯৩৯-১৯৪৫) সঙ্কটকে বিশেষভাবে প্রসারিত করে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উত্থান এবং বৃদ্ধির জন্য এবং শ্রেণীশক্তিগুলির বিশ্ববিন্যাসে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের জন্য আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, যদিও তার ভিত্তি যা হল প্রধানত বিভিন্ন দেশে একচেটিয়াদের সংঘাতময় অর্থনৈতিক স্বার্থ, তা এখনও এক আছে। বিশ্ব-সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মারাত্মক সংঘর্ষের দ্বারা তাদের সাধারণ ফ্রন্ট দুর্বল না করার দায় রয়েছে যাদের, সেই বেশির ভাগ প্রধান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বুর্জোয়া দেশ-গুলির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জোটের সামরিক রাজনৈতিক মৈত্রীর পরিবেশে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধগুলি নিজেদের প্রকাশ করে। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে লড়াইয়ের বিষয়টি এক নতুন আলোয় উপস্থিত হচ্ছে। অতীতে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ মীমাংসার স্বাভাবিক উপায় ছিল লড়াই। আজ তা পুঁজিবাদের পক্ষে এক গভীর বিপদ উপস্থাপন করছে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধের এক নতুন ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতি মনোভাব জড়িত রয়েছে এর মধ্যে। ঠাণ্ডা লড়াই থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মন-কষাকষির অবসানের যে-সাম্প্রতিক মোড় ঘোরা, তাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শিবিরের অনেকগুলি দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে এগোচ্ছে।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদ বিরোধ বেড়ে চলেছে, প্রথমত, অসম অগ্রগতির বিধির প্রভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে শক্তিবিন্যাসে পরিবর্তনের জন্য। প্রাযুক্তিক বিপ্লব এবং ক্রমান্বয় একচেটিয়াকরণ ও রাষ্ট্র-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৃদ্ধির দ্বারা সংঘটিত গুরুতর কাঠামোগত পরিবর্তনের পশ্চাৎপটে এই নিয়ম আগের চেয়েও অধিকতর শক্তিতে কাজ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে, এবং এটি শক্তিবিন্যাসে পরিবর্তনের একটি চিহ্ন। ১৯৫০-এ মার্কিন শিল্পোৎপাদন ছিল জাপান, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও ইতালির সম্মিলিত উৎপাদনের দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৭৩ নাগাদ এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় চলে গিয়েছে।[১]

আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তিনটি প্রধান কেন্দ্র—যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইয়োরোপ (প্রধানত সাধারণ বাজার) এবং জাপান—সত্তরের দশকের গোড়াতেই উদ্ভূত হয়েছে। রাষ্ট্র এবং একচেটিয়া-দের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের এবং অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের সেগুলি প্রতিনিধিস্বরূপ। তারা অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শ্রেণীশক্তির প্রকৃতি এবং তীব্রতাসহ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে পৃথক। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কের মধ্যে দুটি নিরন্তর ধারা কাজ করছে যার উল্লেখ করেছেন লেনিন: "একটি···সমস্ত সাম্রাজ্য-বাদীদের মৈত্রী অবধারিত করে; অপরটি···সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপন করে—দুটি প্রবণতা, যার একটিরও কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই।" (রচনাসংগ্রহ, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৬১)। "ঐক্যসাধনকারী" প্রবণতা উৎসারিত হচ্ছে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য থেকে, আর "অনৈক্য-সাধনকারী" প্রবণতা হল অবধারিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। উত্তর চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক প্রথমোক্ত প্রবণতার প্রাধান্যের দ্বারা চিহ্নিত, যার ফল হয়েছিল বেশির ভাগ পুঁজিবাদী দেশকে একত্র করে নাটো এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও চুক্তির একটি ব্যবস্থা সংগঠন। পরবর্তী প্রবণতা এবং তার থেকে সঞ্জাত কেন্দ্রাতিগ প্রক্রিয়াগুলি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে। বর্ধিত অর্থনৈতিক অসুবিধার দ্বারা অনুপ্রাণিত এইসব প্রক্রিয়াগুলি

১ প্রাভদা, জুন ১৫, ১৯৭৪।

১ দা গ্রোথ অব ওয়ার্ল্ড ইনডাস্ট্রি ১৯৬৮ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, জাতিসঙ্ঘ; মান্থলি বুলেটিন অব স্ট্যাটিসটিক্স্, মে, ১৯৭৪।

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে এবং সংযুক্তি-কামী দলগুলির অভ্যন্তরে—এই উভয় স্থানেই গড়ে উঠছে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রত্ব লাভ করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক সম্পর্কের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই এখনও চলছে। এই সংগ্রামের প্রবণতা, রূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট দেশে যে ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার দ্বারা। ২৪তম পার্টি-কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত বিবরণীতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়েছে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামে উত্তরণ "সামগ্রিক-ভাবে বিশ্ব-সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার প্রতি এক ধ্বংসাত্মক আঘাত।"

পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট শুরু হবার আগে অথবা তার প্রাথমিক স্তরে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সাধারণত পুঁজিবাদের শাসনাধীন দেশগুলিতে পুঁজিবাদ উন্নয়নের পথ তৈরি করে দিত। আজ তার সারমর্ম এবং উদ্দেশ্য অনেকাংশেই বুর্জোয়া সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। এটি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ নিচ্ছে এবং অনেকগুলি অন্তর্তী স্তরের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্ত সরবরাহ করছে। স্বভাবতই পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পরিসর তাতে প্রসারিত হয়, সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে কার্যোদ্ধারের চেষ্টার স্থান সঙ্কুচিত হয়, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে অনেকেরই সমাজতান্ত্রিক দিগদর্শন বেছে নেওয়ার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দ্রুত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা নয়া-উপনিবেশবাদী রণকৌশল ও নীতির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করছে। নয়া-উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য হল সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অগ্রগতি একটি পুঁজিবাদী খাতে চালিত করা যাতে তাদের ওপর শোষণ চালিয়ে যাওয়া যায়। একচেটিয়া রণকৌশলের নতুন দিক হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে কৃষিভিত্তিক থেকে উচ্চ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির 'শিল্পের কাঁচামাল' সরবরাহকারী লেজুড়ে পরিণত করা, তাদের অর্ধপ্রস্তুত উৎপাদনের যোগানদার করা। সাম্রাজ্যবাদীদের একটি নতুন সামাজিক ভিত্তি প্রয়োজন যার উপরে প্রাধান্যের এই পুনঃশোধিত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা যায়। বেশির-ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই জাতীয় বুর্জোয়ারা অত্যধিক দুর্বল। এতে নয়া-উপনিবেশবাদীরা আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের এবং সামরিক প্রাযুক্তিক বাছাই করা লোকেদের উপর নির্ভর করতে এবং একনায়কতান্ত্রিক, আর উন্নততর দেশগুলিতে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির শাসন প্রয়োগ করতে প্রবুদ্ধ হয়, যেমন ঘটেছে ব্রাজিলের ক্ষেত্রে। অবশ্য ফ্যাসিবাদী রীতির আশ্রয় নিলে গণতান্ত্রিক বিরোধিতার দ্রুত বিকাশের দিকে যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, যা সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাধান্য ও অধীনতার সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির পুরানো কাঠামো, শক্তিশালী জাতিগুলি কর্তৃক দুর্বলের শোষণ এবং শিকল পরানো অসম চুক্তি গভীর সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। বিদেশী পুঁজি ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়া দ্বারা অনুসৃত লুণ্ঠন নীতির বিরুদ্ধে, সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য, এবং প্রতি রাষ্ট্রের নিজের বিবেচনা অনুযায়ী নিজের সম্পদকে কাজে লাগাবার সার্বভৌম অধিকারের প্রতি নিঃশর্ত সম্মানের জন্য উন্নয়নশীল দেশের জনগণ লড়াই করছে।

ষাটের দশকের শেষ ভাগ এবং সত্তরের দশকের প্রথম ভাগে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাচীন সাম্রাজ্য-বাদী ব্যবস্থার মৌলিক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সব দেশের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর বিষয়ে এই ব্যবস্থার অক্ষমতার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, উন্নত পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অভূতপূর্ব সংঘর্ষ শুরু হয়। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি পৃথক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। আগেকার সঙ্ঘর্ষগুলির যেখানে মীমাংসা হত উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থের বিনিময়ে, আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আর তাদের স্বার্থ অবহেলা করতে পারে না, আর এই বাস্তবতা প্রধান শ্রেণী শক্তিগুলির বিশ্ববিন্যাসে পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত করছে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের যে-বিশেষ অধিবেশনে কাঁচা-মাল ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা আলোচিত হয়েছিল সেখানে এটি স্পষ্টই দেখা গেছে।

অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সংগ্রামের সঙ্গেই রয়েছে তীব্র অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘর্ষ ও শ্রেণী-সংগ্রাম। বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আরো সবল প্রতিরোধ ভোগ করছে।

বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করছে এই ঘটনার দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে, যেসব বিপ্লবী শক্তি পুঁজিবাদের বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রকে তাদের লক্ষ্য বলে বেছে নিয়েছে তাদের ভিত্তির উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। এটি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের লক্ষণ এবং বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদ-পন্থী শক্তিদের

রাজনৈতিক মর্যাদার অবক্ষয় ও সঙ্কটের, উন্নয়নশীল দেশগুলির জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান সন্ধানে তাদের অক্ষমতার প্রকাশ।

* * *

কমিউনিস্টদের সাধারণ আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী উদ্দেশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজতান্ত্রিক, উন্নত পুঁজিবাদী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টিগুলি সমসাময়িক পুঁজিবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করছে, এতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পরিপূর্ণতা ও ঐক্যে এবং বিপ্লবী শক্তিগুলির সংগ্রামে সাহায্য হয়।

বিশ্ব-উন্নয়নের বর্তমান স্তরে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির অগ্রগতির পক্ষে আগের চেয়ে আরো বেশি সহযোগ দেওয়া হয়। এই স্তরের প্রগতির মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণ এবং সংযুক্ত কার্যক্রমের ক্রমান্বয় বিশদীকরণ বিপ্লবী আন্দোলনকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি অ্যাণ্ড
ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্‌স্,
সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস।

তত্ত্ব-বিকাশের ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব

কমরেডস,

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হল "মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হল সৃষ্টিশীলতা" (শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, জুন ১৯৭২) শীর্ষক প্রবন্ধে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্তব্যের কথা বলেছেন। কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বর্তমানে প্রাথমিকভাবে বিপ্লবীতত্ত্ব অগ্রসর হচ্ছে। তত্ত্বকে এইভাবে এগিয়ে নেওয়ার সুবিধা কি? নির্দিষ্টভাবে, বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা সম্পাদনে দ্বিমুখী কর্তব্য—সংশ্লিষ্ট দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে আরও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সেখানকার বিপ্লবী সংগ্রামের সুস্পষ্ট জাতীয় অভিজ্ঞতার সযত্ন বিশ্লেষণে, এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় অবদান রাখায় এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করায় কি কি অসুবিধার সম্মুখীন পার্টিগুলি হয়?

এই বিষয়গুলোর উপর কমরেড হল মন্তব্য করলে আমি এর মর্ম বুঝতে পারতাম।

ইস্‌ভভান স্‌জাবো কিস
বুদাপেস্ট হাঙ্গেরি

গাস হল, সাধারণ সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি, ইউ. এস্. এ. উত্তরে বলেন: পত্রে উত্থাপিত প্রশ্নটি আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন অত্যন্ত সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে "তত্ত্ব চিন্তা করে বের করা যায় না', এ বিপ্লবী অভিজ্ঞতার যোগফল এবং পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবী চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়।"

বিশিষ্ট জাতীয় অভিজ্ঞতাসমূহের ভিত্তিতে বিভিন্ন পার্টির বিশ্লেষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলোর কমপিউটার দ্বারা প্রাপ্ত যান্ত্রিক সংক্ষিপ্তসার স্পষ্টতই এই 'যোগফল' হতে পারে না। সকল দেশের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতাসমূহের যৌথ অধ্যয়নের ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্ব জন্মলাভ' করে। এ হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমূহের পুঞ্জীভবন। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ সামগ্রিক জ্ঞানকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি অপরদিকে মানব-মন স্তূপীকৃত করেছে যে পুঞ্জীভূত জ্ঞান সেই সামগ্রিক জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রত্যেক অংশ ও পার্টির অভিজ্ঞতাসমূহকে সংক্ষেপিত করা সব প্রতিবেদন, বক্তৃতা ও প্রস্তাবাবলী সম্বলিত বই নিজে থেকেই মার্ক্সবাদ লেনিনবাদকে অধিকতর 'সমৃদ্ধ' করে না। এই ধরনের বইতে প্রদত্ত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসমূহকে বিশ্লেষণ করতে হবে, সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে টুকরো টুকরো করে পরীক্ষা করতে হবে, অভিজ্ঞতাগুলোকে সমাজবিকাশের নিয়মাবলীর কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত করতে হবে। একটি দেশের অভিজ্ঞতাই অবশ্যম্ভাবীরূপে তত্ত্ব সৃষ্টি করে না। এক অর্থে এটা মাটি পরীক্ষার মতো। মাটি ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে অনেক নমুনা নেওয়া জরুরী এবং তারপর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তত্ত্ব-বিকাশের জন্য নানাবিধ অভিজ্ঞতার 'যোগফলের' আত্তীকরণ অত্যন্ত জরুরী।

তত্ত্ব—যা তার অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে তার বিকাশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক চরিত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিই নির্দেশ করে।

জাতীয় সীমানায় বিচ্ছিন্ন হয়ে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ফলপ্রসূরূপে বাড়তে পারে না। একটি পার্টির অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ক্ষমতা অভিজ্ঞতার 'যোগফলের' বিকল্প হতে পারে এবং যৌথভাবে উপনীত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্তনে দাঁড়াতে পারে—এ চিন্তা করা জাতীয় অহংকার।

অতীতকালে যে-প্রক্রিয়াগুলি বা কারণসমূহ বিপ্লবী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রূপ সৃষ্টি করেছিল সেগুলো মূলত রণকৌশল নয়। রণকৌশল বিকশিত ও যুগপৎ করার চাপই প্রথম বা তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সৃষ্টি করে নি। রণকৌশল স্থির করা বা এক দেশের রণকৌশলগত অভিজ্ঞতা অপর দেশের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য বিশ্ব-সংগঠনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ রকম সংগঠনের এখনও প্রয়োজন নেই। প্রতিনিধি বা লেখাপত্রে বিনিময়ের সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্টিগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার বিনিময় করা যায়। বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শক্তি ও প্রবণতাসমূহের যৌথভাবে মূল্যায়নের বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এবং এই যৌথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের আরও বিকাশের প্রয়োজনীয়তার চাপই অতীতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর জন্ম দিয়েছে। পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার যোগফলের ভিত্তিতে সেই সময়ের অগ্রগতির সাধারণ ধারাকে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল।

আজও পৃথিবীতে একই রূপ চাপ বর্তমান আছে এবং তা বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো পথ নেই। ইতিহাসের মহত্তম উত্তরণে—বিশ্বধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপ্লবী উত্তরণ—সবচেয়ে বিস্ফোরক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে পৃথিবী চলেছে। বিশ্বশক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রশ্ন হাজির হচ্ছে। ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের নতুন গভীরতার নতুন অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সামনের ঝোড়ো সময়ে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য নতুন যৌথ রণনীতি বিষয়ক অগ্রভাগ নিরূপণ প্রয়োজন। সুবিধাবাদের বাহ্যমূর্তি এবং দুটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অবস্থিতির সময়ে এর প্রতিবিপ্লবী শক্তিতে পরিণতি লাভ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যৌথ সংক্ষেপণ এবং রণনীতি বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিপ্লবী তত্ত্বের আরও উন্নয়নের রূপগুলি অতীতের মতো একই হতে পারে না। তাত্ত্বিক বিকাশ সহজ করার জন্য নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন একথা অস্বীকার করা খুবই কষ্টকর। পরিপূর্ণ অর্থে যৌথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তত্ত্ব জন্মলাভ করে। এ ছাড়া তাত্ত্বিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিচ্ছিন্নভাবে তত্ত্ব-বিকাশের চেষ্টা একদেশদর্শিতার দিকে নিয়ে যায়।

'স্বশাসন' অথবা 'পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের' নীতি-সমূহের সঙ্গে এ প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে এ যুক্তি হল অসার। এটা হল অতীতের ভ্রান্তির প্রতিচ্ছবি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমার মনে হয়, কিছু লোক অতীতের প্রকৃত ও কল্পিত ভ্রান্তিগুলোকে বিনিময়, অধ্যয়ন, মূল্যায়ন ও মৌল পথে প্রক্ষেপণের অর্থবহ ব্যবস্থার প্রতি তাদের কঠিন বিরোধে তার প্রকৃত যুক্তিগুলির আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করে। যুক্তি-গুলো সবসময় দেয় না, কারণ তাহলে তাদের দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হবে। এ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শত্রুর চাপ মেনে নেওয়ার একটা ধরন। শত্রুর আক্রমণের চাপ হচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দেশী বা স্বশাসিত নয়। পার্টিগুলো নিশ্চয়ই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রকৃত ও ন্যায্য-রণকৌশলগত সমস্যা রয়েছে যা বিবেচনার মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এ রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আক্রমণাত্মক মুখোশ খোলার অভিযান বা এ চাপ মেনে নিয়ে পেছিয়ে আসা হবে কিনা। এ রকম প্রশ্নে ঠিক করতে হবে ঠিক কোন জায়গায় নীতিনিষ্ঠ রণকৌশল ও সুবিধাবাদ মেনে নেওয়া শুরু হয়। এবং সুবিধাবাদের প্রবণতা হচ্ছে সংগ্রামের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়ানো, এক জায়গায় মেনে নেওয়া থেকে আর এক জায়গায় মেনে নেওয়া।

বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনে আরও বেশি একত্রিত না হওয়ার অর্থ শত্রুকে এ রকম সম্পর্কের রূপ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার দেওয়া।

স্বশাসিত বিপ্লবী পার্টিগুলোর জীবনে এ প্রকার যৌথ মূল্যায়ন ও সংক্ষেপণের একমাত্র রণনীতি বিষয়ক ও তাত্ত্বিক প্রভাবই থাকতে পারে? এতে অন্যায়টা কি? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের দার্শনিক দিকের আরও বিকাশ ও সংহত করায় কি ভুল হতে পারে? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদীর বিপ্লবী বিজ্ঞানের আরও শক্তিশালী হওয়ায় কি অন্যায় হতে পারে? বিপ্লবী পার্টিগুলোর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করায় কি ভুল হতে পারে?

নির্দিষ্ট নীতিসমূহ, রণকৌশল ও কার্যসূচী হচ্ছে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির স্বায়ত্তশাসনমূলক বিশেষ অধিকার। এবং অবশ্যই এমন কিছু করা উচিত হবে না যা কোনোভাবেই এক্ষেত্রে গৃহীত নীতি লঙ্ঘন করে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের আরও বিকাশ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের যৌথ দায়িত্ব। সুতরাং কেমন করে এটা অর্জিত হবে সেটি হচ্ছে ন্যায্য ও আরও বেশি করে জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠছে। অভিজ্ঞতার যোগ-ফলের খুঁটিয়ে বিশ্লেষণের উপরই তত্ত্ব বেড়ে উঠবে। সুবিধাবাদ, সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বেড়ে উঠবে। বিপ্লবী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থেকে যদি কিছু আমরা শিখে থাকি সেটা হচ্ছে যে সুসম্বদ্ধ আন্ত-র্জাতিক আদান-প্রদান ও অবিরাম পৃথিবীজুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মূল উপাদান। সুবিধাবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোথায় থাকত যদি লেনিন এই অবস্থান গ্রহণ করতেন যে তিনি কোনোভাবেই অপর দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন না ? যৌথ মূল্যায়ন, যৌথ সংক্ষেপণ ও প্রক্ষেপণ, তত্ত্বের যৌথ বিকাশের প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাবাদের ছদ্মবেশ। এটা হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চাপকেই মেনে নেওয়া। এই অর্থে বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল সমস্যা এটা নয় যে এ রকম যৌথ প্রচেষ্টার নির্দিষ্ট রূপ বের করাতে সমস্যা আছে, বরং এ রকম প্রচেষ্টা করা উচিত এ বিশ্বাসের অভাবটাই সমস্যা। এক অর্থে আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এইভাবে, পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার আজকের যোগফলের ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের আরও বিকাশের এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য আজকের সামগ্রিক ধারা প্রক্ষেপণের প্রয়োজন আছে। এজন্যই আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে শীঘ্রই কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক বিশ্ব-সভা হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদ এবং খৃষ্টীয় মানবতাবাদের বামপন্থী ক্যাথলিক ভাষ্য

তা দেওজ জারোসজিউস্কি

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংগ্রাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলছে, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন প্রক্রিয়াকে। ক্যাথলিক জগতে আধুনিকীকরণের যে বিচিত্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার মধ্যেই এর প্রমাণ মিলছে।[১]

কমিউনিজম-বিরোধিতা থেকে খৃষ্টীয় কমিউনিজম

দ্বিতীয় ইকিউমেনিক্যাল কাউন্সিল (১৯৬২-১৯৬৫) প্রচলিত জাগতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের সামঞ্জস্যবিধানের সূত্রপাত করে। সাধারণ আলোচনার সময়ে এবং তারপর এতে অংশগ্রহণকারী অপেক্ষাকৃত বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা গভীর আত্মসমালোচনা ও ক্যাথলিকবাদের নবজাগরণের আহ্বান জানায় এবং তারা ঘোষণা করে যে, চার্চকে প্রকাশ্যভাবে তার 'অনিষ্টকর কাজ' ও 'ক্ষতিকর নিষ্ক্রিয়তা' স্বীকার করতে হবে। 'অনিষ্টকর কাজ' ও 'নিষ্ক্রিয়তা' বোঝাতে বামপন্থী ক্যাথলিক বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকশ্রেণীর খৃষ্টধর্ম থেকে সরে যাওয়া বোঝাতে চান এবং এটাকে তারা 'বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম কেলেঙ্কারি' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে 'অনিষ্টকর' বলতে পুরানো ক্যাথলিক কর্মকর্তাদের শ্রমিকবিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের কথা বোঝানো হচ্ছে ; আর 'নিষ্ক্রিয়তা'র অর্থ হল শ্রমিক-স্বার্থের প্রতি তাদের ঘৃণা।

চার্চের পক্ষে এ একটা মারাত্মক পরিস্থিতি। শ্রমিকশ্রেণীই এখন পশ্চিম ইয়োরোপের সবচাইতে অ-খৃষ্টীয় সামাজিক গোষ্ঠী। তথাকথিত ধর্মচর্চার (ধর্মীয় পূজার্চনা, ধর্মমতের জ্ঞান ও তার অনুসরণ, যাজক সম্প্রদায়ে যোগদান ইত্যাদি) পরিসংখ্যানে শ্রমিকদের স্থান সর্বনিম্নে। ইমানুয়েল মৌনিয়ের লিখেছেন, "খৃষ্টধর্ম আমাদের দেশগুলিতে দ্রুত নারী, বৃদ্ধ ও পাতি-বুর্জোয়ার ধর্মে পরিণত হচ্ছে। এই ধর্ম এখন আমাদের সভ্যতার গতিশীল-শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে।"[২]

ক্যাথলিক লেখকদের মতে, খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুতি শুধু ফ্রান্স, বেলজিয়ম, স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলি ও জার্মানির ফেডারেল রিপাবলিকের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল-এর মতন ক্যাথলিক দেশগুলিতেও প্রসারিত হয়েছে। এই কারণে অনেক ক্যাথলিক নেতাই শ্রমিকশ্রেণীকে "প্রচারের বিশেষ কঠিন এলাকা" বলে অভিহিত করেন। তাই সৃষ্টি হচ্ছে

---

১ "বিভিন্ন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সহযোগিতা" এই শীর্ষক আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রাগে আমাদের সম্পাদকীয় অফিসে। এতে অংশ নিয়েছিলেন মার্ক্সবাদী ও ক্যাথলিক পণ্ডিতরা। (W. M. R. NO. 6,1974)

২ ই. মৌনিয়ের "লা অ্যাফ্রন্টমেন্ট ক্রিটিয়েন," ই. মৌনিয়ের থেকে উদ্ধৃত, **ইউভারেস,** প্যারিস, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩১, ১৯৬১-১৯৬২।

যাজকবৃত্তির নতুন নতুন সংগঠন, যেমন শ্রমিক-মিশন, শ্রমিক-পুরোহিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ; এগুলি প্রায়শই খৃষ্টান শ্রমিকদের অস্থায়ী সংগঠন।

কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা ও তার ফলাফলের স্পষ্ট অসঙ্গতিকে বিভিন্নপন্থী ক্যাথলিক নেতারা ক্রমাগত জোরের সঙ্গে তুলে ধরছেন। এঁদের অনেকে শ্রমিকদের খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং যে পরিস্থিতি চার্চের ঐতিহ্যময় বৌদ্ধিক কাঠামো ও কাজকর্মের ধরনের বহুমুখিনতাকে আধুনিক পরিবেশে পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত করছে তার কারণ অনুসন্ধান করছেন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য রাজনৈতিক মতবাদ ও দর্শন হিসেবে ক্যাথলিকতার বর্তমান সঙ্কটের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজতন্ত্রবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতি, শ্রমজীবী জনতার ধর্মীয় মতামত এবং চার্চের নীতিতে পরিবর্তন আসার ফলে ক্যাথলিকদের সামাজিক মতবাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যার অনুপ্রেরণা এসেছে—যা বামপন্থী ক্যাথলিকদের সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[১]

খৃষ্টীয় মানবতাবাদের নানা ধরনের বামপন্থী ক্যাথলিক ভাষ্যের রচয়িতা ইমানুয়েল মৌনিয়ের, পিয়েরে তেইল হার্ড ডি চার্ডিন ও জাঁলাক্রোই-এর মতে খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুতি প্রতিহত করার একমাত্র পন্থা হল, শ্রমিকদের দাবি সমর্থন করা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে স্বীকার করা। তাঁদের মতে, তাহলে ক্যাথলিকরা অবশ্যই শ্রমিকদের মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিতে খৃষ্টীয় প্রেরণা সঞ্চার করতে পারবে।

সক্রিয় রাজনৈতিক কমিউনিজম-বিরোধিতাকে রূপান্তরিত করতে হবে 'খ্রীষ্টীয়' কমিউনিজমের দিকে।

এই ধরনের মতামত সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্যাথলিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এটা ঠিক যে, কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের মধ্যে যেমন পোলাণ্ডে খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুতি, ফ্রান্সের মতন ব্যাপকতা পায় নি। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক উপাদানের জন্যেই এটা হয়েছে। পোলাণ্ড সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে। এখানে সামাজিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে সৃজনশীল অংশগ্রহণে চার্চের অনীহা, নির্বিরোধীভাবে অপেক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'নীরব থাক,' অথবা 'শহীদ' সাজার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক সমাজে চার্চের উপর দ্রুত এবং চূড়ান্ত এক অপ্রতিরোধ্য বিচ্ছিন্নতার বিপদ ঘনিয়ে আনছে। অপরদিকে বামপন্থী ক্যাথলিক নেতারা মনে করেন, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কমবেশি আন্তরিক স্বীকৃতি ও সমর্থন জানালে মানবজাতির উল্লেখযোগ্য অংশের সমাজজীবনে যে-রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠছে, চার্চের সঙ্গে তার 'সংহতির' সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ক্যাথলিক সংগঠনগুলির বাস্তব কাজকর্মের ফলে যে-সব ক্যাথলিক মতাবলম্বী এতদিন 'একজন সমাজতন্ত্রী হয়েও ক্যাথলিক থাকতে পারে' এই কথায় অবিশ্বাস ছিল, তাদের সামনে প্রগতিশীল শক্তির ব্যাপক মোর্চার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। বহু বামপন্থী ক্যাথলিক জোরের সঙ্গে একথা বলছেন যে, বর্তমান সমাজতন্ত্রমুখিন বিশ্বে ক্যাথলিকতাকে রক্ষা করার এই একমাত্র উপায়।[২]

ক্যাথলিক জগতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ নিশ্চয়ই একটা জটিল, দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়া। লেনিন একে স্বাভাবিক মনে করতেন যে, বুর্জোয়া মতাদর্শের সুদীর্ঘ প্রভুত্বের পর "শ্রমিক আন্দোলনে এমন সব সমর্থক দেখা দেবে যারা মার্ক্সবাদের কোনো কোনো দিক, এই নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির কোনো কোনো অংশ অথবা পৃথক পৃথক শ্লোগান ও দাবিগুলি আয়ত্ত করবে, কিন্তু বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্যের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হবে না।" (১৬শ খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ)

সমাজতন্ত্রের সমর্থক ক্যাথলিক নেতাদের মধ্যে দুটি আলাদা রকমের মৌলিক প্রবণতা আছে।

এর প্রথমটি হচ্ছে, নানা 'খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব' সৃষ্টির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটি বিকল্প তত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রবণতা।

আসলে এটা কমিউনিজম-বিরোধিতার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক আবরণমাত্র ; কারণ এ বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন সমর্থিত প্রচলিত সমাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে। কার্যত 'খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ' এক ধরনের তথাকথিত সামাজিক গণতন্ত্রবাদ অথবা তথাকথিত নয়া-পুঁজিবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শমাত্র। এটা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে এ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে।

দ্বিতীয়টি হল, দার্শনিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করার প্রবণতা—রাজনীতিতে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা করার প্রবণতা। এই প্রবণতার প্রবক্তারা ক্যাথলিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ঐ ধরনের লক্ষ্য-সন্ধানে প্রয়াসী। কিছু প্রগতিশীল সামাজিক আদর্শ, মানুষ ও নীতিশাস্ত্রের খ্রীষ্টীয়

---

১ বামপন্থী ক্যাথলিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি উল্লেখ করা হল: (বিশেষ করে বামপন্থী ক্যাথলিক ব্যক্তিত্ববাদ মানবতাবাদ)

ক) ধর্ম ও চার্চ থেকে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, খ) নাগরিক সহিষ্ণুতার আদর্শকে সমর্থন, গ) সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ-ক্যাথলিকদের সঙ্গে সহযোগিতা অনুমোদন।

২ Wiez, No. 4,1962

দর্শনের নবভাষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দার্শনিক প্রত্যয় গড়ে তোলার ইচ্ছে।

আমরা এখানে মূলত দ্বিতীয় প্রবণতাটি সম্পর্কেই আলোচনা করব। মার্ক্সবাদীদের[১] সঙ্গে সহযোগিতাকামী ক্যাথলিকদের সামাজিক-ঐতিহাসিক সঙ্কল্পের জটিল প্রক্রিয়ার দার্শনিক লক্ষ্যের মর্মবস্তু ও অবস্থানটিকে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। দার্শনিক লক্ষ্য বামপন্থী ক্যাথলিকদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এরা সেইসব ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে পক্ষে আনতে চায়, যারা ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতি এখনও সহানুভূতিশীল নয়।

নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির ধর্মীয় লক্ষ্য

বামপন্থী ক্যাথলিক নেতারা ক্যাথলিক সামাজিক মতবাদ এবং খ্রীষ্টীয় মানবতাবাদের এমন একটি ভাষ্যের অনুসন্ধান-প্রয়াসী যা কিনা ক্যাথলিকদের সামাজিক প্রগতির কাজে বাস্তবভাবে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দেবে এবং আগামী দিনের বিশ্বকে যারা গড়ে তুলছে তাদের মধ্যে ক্যাথলিকদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে। তেইলহার্ড ডি চার্ডিন[২]-এর দার্শনিক মতামতের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির মর্ম ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

চার্ডিন বলছেন, তাঁর দৃষ্টি নির্ভুলভাবে নিবদ্ধ রয়েছে "মানবিক প্রপঞ্চে"র দিকে—তার জীববৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিবর্তন এবং ভবিষ্যতের দিকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে (প্রধানত জীব-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও স্নায়ুতন্ত্রের শারীরবিদ্যা) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষের উৎপত্তি ও জৈবিক বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার আলোকে তিনি খ্রীষ্টীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দূর করতে চান।

তাঁর কাছে মানুষ সম্পর্কে শুধু পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণই যথেষ্ট নয়, বিশ্বজগতে মানুষের সৃজনশীল ভূমিকাও গুরুত্ব-পূর্ণ। তাঁর প্রচেষ্টা হল "পার্থিব সত্তা"কে ধর্মতাত্ত্বিক মূল্যের অঙ্গীভূত করা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জগৎ, দৈহিক ও মানসিক শ্রম, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন এবং ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করা। তেইলহার্ডের মতে, মানব-প্রগতির জন্য সৃজনশীল শ্রম স্বাভাবিকভাবেই "সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার" লক্ষণ। তাঁর প্রতিপাদ্য হল, শ্রমিক, বিজ্ঞান ও শিল্পী—জগতে যারাই কোনো দায়িত্ব পালন করে—তারা তাদের শ্রমের উদ্দেশ্য এবং সাধারণভাবে মানবিক প্রয়াসকে স্বাভাবিক পন্থা হিসেবে তাদের মর্মবাণীর পরম প্রকাশরূপে গ্রহণ করতে পারে।

তাঁর মতে, নিষ্ক্রিয়তা অবিপ্লবী কাজ—এই ধরনের কর্মাচরণ খ্রীষ্টানের দায়িত্ব ও কর্তব্যচ্যুতির নামান্তর। তিনি আরও বলছেন, একজন খ্রীষ্টান অবশ্যই তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, মানব-কর্মের দ্বারা নির্মিত পথে তার উদ্দীপনাময় প্রগতি-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।[৩]

তেইল হার্ড ডি চার্ডিন-এর প্রচেষ্টা হল, প্রকৃতি ও মানবিক সম্পর্ককে বিকশিত করার লক্ষ্যানুসারী খ্রীষ্টীয় দর্শন ও মানবিক শ্রমের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রমাণ করা। ঈশ্বর ও চার্চের প্রতি আনুগত্য এবং প্রগতিমূলক মতবাদের মধ্যেকার বিভিন্ন বৈপরীত্য অনুধাবন করে তাঁর মতামত হল, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং "নতুন ধরনের মানবসমাজ" সৃষ্টিতে মানুষের সর্বজনীন অংশগ্রহণ বর্তমান বিশ্ব-বিবর্তনের স্তরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এটা খুব পরিষ্কার যে, চার্ডিনের গতিশীল বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পার্থিব সত্তার পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি খ্রীষ্টীয় স্বাতন্ত্র্যবাদকে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাই শুধু করছে না, একটা সুনিশ্চিত লক্ষ্যমূলক ও শিক্ষামূলক ভূমিকাও পালন করছে। যেমন তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে এমন প্রচুর লোক রয়েছে, (বহু খ্রীষ্টানও রয়েছে) যারা "বেঁচে থাকার আনন্দ এবং পার্থিব জীবনের সারবত্তার উপলব্ধিতে সৃষ্টির আনন্দে আকৃষ্ট হয়"[৪] এবং যারা প্রয়াসী হয় "জগতের ভিত্তিভূমি নড়িয়ে দিতে"—মানব-বিবর্তনকে উত্তীর্ণ করতে চায় নতুন ও উন্নততর পর্যায়ে; অন্য-দিকে চার্চ তাদের দাঁড় করিয়ে দেয় নাগরিক চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতির এক নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে। চার্ডিনের বিবর্তনবাদের লক্ষ্য হল এতদিনের "দ্বিধাদীর্ণ মানুষকে" সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির লক্ষ্যাভিমুখী সর্বজনীন প্রয়াসে "সংহত" করা।

চার্ডিনের ভবিষ্যৎ সমাজের বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খ্রীষ্টীয় সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের আরও নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। তিনি বলেন, আমাদের চোখের সামনে একটা বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। তার ফলশ্রুতি

---

১ খ্রীষ্টীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ক্যাথলিকদের সামাজিক মতবাদের নানারকম বামপন্থী ভাষ্য আমার osobowosei Wspotnote নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।
Worsaw, 1970, p, 285-535

২ পিয়ের তেইল হার্ড ডি চার্ডিন (১৮৮১-১৯৫৫) ১৮৯৮ সালে জেসুইটদের সংঘে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালে জেসুইট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রধানত জীবাশ্মসংক্রান্ত বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্রতী হন এবং গবেষণা-মূলক অভিযানে অংশ নেন (তিনি তথাকথিত পিকিং ম্যান-এর অন্যতম আবিষ্কারক)। তিনি প্রাকৃতিক ও মানব বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের উপর, বিশেষত নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৩ Teilhard de chardin. **Srodowisko Boze**, warsaw, 1964, P 4.

৪ Teilhard de chardin. **Srodowisko Boze**. P. 16.

হিসেবে জন্মলাভ করছে বিরাট বিরাট নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী। যে-সব জন-গোষ্ঠী ইতোপূর্বে মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তারা আবার সেই ধারায় যুক্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া আরও গভীরতর হচ্ছে। আমরা নবীন এক মানব-গোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। নতুন সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়া সভ্যতার বিকল্প এক যৌথ সুউন্নত সভ্যতা। এটা হবে বিকশিত ব্যক্তিত্বের গোষ্ঠী, যারা তাদের সকল সৃজনশীল ক্ষমতা সার্বিক কল্যাণে উৎসর্গ করবে। চার্ডিনের ভাষায় এই গোষ্ঠী হল, "L' union di erencie"[১]

ভাবী সমাজের ঠিক এই দিকটি—ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থের সুষমার দিকটি, বহু বামপন্থী ক্যাথলিককে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ও রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেছে। এদের মতে, সমাজতন্ত্র যেহেতু "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"—তাই এ বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অহংসর্বস্বতাকে বিলুপ্ত করবে এবং পর্যায়ক্রমে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে "মহত্তম ব্যক্তিস্বরূপের" দিকে এগিয়ে যাবে।

তেইলহার্ড ডি চার্ডিন-এর এই সংক্ষিপ্ত দার্শনিক নৃতত্ত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার বিচিত্র ধর্মী উপাদানকে যথেষ্ট প্রকাশিত করছে—যেগুলির বিভিন্ন কিন্তু অনেকক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাখ্যা সম্ভব (এটা তার উক্তির আলঙ্কারিক রীতির জন্যেই অনেকটা দায়ী)। এমনকি তাঁর নৃতাত্ত্বিক মতামতের বহু ধর্মতাত্ত্বিক সংযোজনগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করার কঠিন কাজটি বাদ দিলেও, নানা প্রকার মতাদর্শগত কারণে ঐগুলির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে চার্ডিন জোর দিচ্ছেন সংহতি ও ঘনিষ্ঠ সামাজিক বন্ধনের প্রবণতার উপর। এ হচ্ছে এক ধরনের একমাত্রিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত—যা সকল প্রবণতাকে জগতের উন্নতি সাধনে একান্তভাবে মগ্ন বলে গণ্য করে। সুতরাং এটা বিস্ময়কর নয় যে, যে-"প্রতিষ্ঠিত বিশৃংখলার" বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা তীব্র সংগ্রাম করে, তাঁর দর্শন নব-ধনতান্ত্রিক প্রগতিবাদ ও প্রযুক্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনের আর একটি কৌশল রূপে গণ্য হয়।

যেহেতু নানারূপ বিরোধ, বিপরীতমুখী-ক্রিয়াশীল উপাদানের সংঘাত সকল উন্নতির চালিকা শক্তি, সেইজন্যে যতদিন মানব-সত্তা, উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত ও চালিকা-শক্তিসমূহ সম্পর্কিত ধারণা, সংঘাত, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অঙ্গীকৃতি এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণাকেও অঙ্গীভূত না করবে, ততদিন ভবিষ্যৎ মানবসমাজের আদর্শ, যা আপাতদৃষ্টিতে 'পার্থিব' ও 'স্বর্গীয়' বিষয়ের সমন্বয়ধাধন করে, তা সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে খৃষ্ট ধর্মের মতাদর্শভিত্তিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারবে না। তবুও চার্ডিন এসব প্রশ্ন তুলছেন না।

এটা বলা যেতে পারে যে, যাদের উদ্দেশ্যে তার দার্শনিক বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে তাদের জাত-চিন্তা তেইল হার্ড ডি চার্ডিনের সামগ্রিক নৃতাত্ত্বিক দার্শনিক মতামত দ্বৈতবাদের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তর্কাতীতভাবে সেই ধর্মের জয় চান যা খৃষ্টীয় বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে জাগতিক পুনর্গঠন ও মানবসত্তার নশ্বর নির্ধারক উপাদানগুলিকে অগ্রাহ্য করে না। তিনি চান ধর্মবিশ্বাসীরাও অবিশ্বাসীদের মতন বিশ্বপ্রগতিতে আগ্রহশীল হোক, আরও নিখুঁত সমাজ সৃষ্টিতে উত্তরোত্তর অংশ গ্রহণ করুক। কিন্তু তিনি ক্যাথলিক চার্চের বাইরের মানুষকে এইটিই বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, ঐ প্রচেষ্টায় খৃষ্টানরাও সমান অংশীদার হতে পারে।

তেইল হার্ড ডি চার্ডিনের দৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্সবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি খৃষ্টানদের সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে যোগদান করার একটা ভিত্তি হতে পারে।

অন্যান্য ক্যাথলিক বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তাঁরা প্রগতিশীল সামাজিক শক্তির অনুগামী হওয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাঁরা নানা-ধরনের ব্যবহারিক ও সাংগঠনিক পদ্ধতি নিয়ে থাকেন। বিশ্বের সামাজিক পুনর্গঠনে খৃষ্টানরা কতটা পরিমাণে অংশ নিতে পারে, তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।

রাজনৈতিক স্তরভেদ

ক্যাথলিকদের একাংশ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা মেনে নেয় এবং পোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশাবলীর বাধ্যতা-মূলক প্রকৃতির বিরোধিতা করে। তারা মনে করে, চার্চ-কর্তৃপক্ষের শুধু ধর্মবিশ্বাস ও নীতির সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকা উচিত, তাদের কোনোক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত নয়। তারা আরও মনে করে, "জাগতিক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান হিসেবে চলবে না, আপন দায়িত্বে স্বকীয় পছন্দ অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে।"[১]

ক্যাথলিকদের আর এক অংশ যারা স্পষ্টতই "প্রগতিবাদের" অভিযোগ এড়াতে চায় এবং চার্চের সামাজিক মতবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করে, তারা অপেক্ষাকৃত কম বিপ্লবী ধারা গ্রহণ

১ P. Teilhard de chardim, "L'activation de l'energie", Oeuvres. vol. 7 Paris. 1967. PP 122 -123. The same in "L'Energie Humaine", op. cit. vol. 6, P. 85.

১ J. Maritain, Humanisme Integral, Paris, 1936, P. 314.

করেছে। এরা এমন সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি সূত্রাকারে উপস্থিত করছে যেগুলি পোপের অনুশাসনের সাধারণ "সামাজিক নীতি"র বিরোধী নয় এবং সেগুলি যেন পোপ ও চার্চ কর্তৃপক্ষের সরকারিভাবে স্বীকৃত নীতির বাস্তব প্রয়োগ।

অবশ্য সব চাইতে মর্মগত পার্থক্যের বিষয়টি হল বামপন্থী ক্যাথলিকরা কী প্রকৃতির কতটা সমর্থন বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে জানাতে পারে। কয়েকটি গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়ে অথবা চার্চ-কর্তৃপক্ষের আশংকায় (যেমন ফ্রান্সের এসপ্রিট গোষ্ঠীর বহু সদস্য) মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এড়িয়ে চলে। কিন্তু মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রূপ সম্পর্কে তাদের বিশেষ ধারণাপ্রসূত—যা কিনা কমিউনিস্টদের থেকে পৃথক। এটা শুধু বামপন্থী ক্যাথলিকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, অকমিউনিস্ট বামপন্থী রাজনৈতিকদের একটা বিরাট অংশ সম্পর্কেও একথা বলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎস রয়েছে সংস্কারবাদী মোহ ও কমিউনিস্ট-বিরোধী পাতিবুর্জোয়া সংস্কারের মধ্যে।

আবার অন্যদিকে রয়েছে এই ধরনের প্রবণতা যেমন the union des chritiens progressistes. এটিকে ভেঙে দেবার পর বামপন্থী ক্যাথলিকদের নানা ফরাসী ক্লাব, ইতালীয় শ্রমিকদের খৃষ্টীয় অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি ঘোষণা করেছিল বা এখনও করছে। আরও কিছু কিছু এরকম গোষ্ঠী (যেমন খৃষ্টীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বামপন্থীগোষ্ঠী, ডেমোক্রিশ্চিয়ান পার্টিগুলির বামপন্থী অংশ, এবং স্পেন ও লাতিন আমেরিকার বে-আইনী বামপন্থী ক্যাথলিকগোষ্ঠীগুলি) আছে যারা শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত ফ্রন্টের নীতিকে অনুমোদন করে।

পোলাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে ক্যাথলিকদের অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানায় **wiez** ও chrescijanin নামে সাময়িক পত্র দুটির পৃষ্ঠপোষণায় কর্মরত ক্যাথলিক বুদ্ধিজীবীদের ক্লাবগুলির বামপন্থী গোষ্ঠীসমূহ, মুভমেন্ট অব সোশ্যাল প্রগ্রেসিভ ক্যাথলিক (PAX) এবং খ্রীশ্চিয়ান সোস্যাল ইউনিয়ন।[১]

সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে খ্রীষ্টানদের অংশগ্রহণের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক রূপও নানা ধরনের। বামপন্থী ক্যাথলিকদের একাংশ খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমাজতান্ত্রিক পার্টি অথবা রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষপাতী। আবার বাম ক্যাথলিক নেতাদের একটা বড় অংশ একে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী "বামপন্থী যাজকতাবাদ" বলে মনে করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মানদণ্ড প্রবর্তনের বিরোধীরা এটার উপরে গুরুত্ব দিতে চান যে মৌল রাজনৈতিক স্তরভেদ সামাজিক শ্রেণীভেদেরই প্রকাশ—বিভিন্ন সামাজিকগোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ফলশ্রুতি; এগুলি পৃথক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি অথবা দার্শনিক চরিত্রের পার্থক্যের ফল নয়। তাঁরা তাই মনে করেন, আলাদা করে খ্রীষ্টানদের রাজনৈতিক দল গঠন করা অর্থহীন, যদিও এই দল চার্চ-কর্তৃপক্ষের যাজকীয় প্রভাব অথবা খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রগুলির প্রভাবমুক্ত বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠন হতে পারে।

মার্ক্সবাদীরা ও বামপন্থী ক্যাথলিকগোষ্ঠী

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সংগ্রামে, শ্রমিক-শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতন ধর্মবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য যে-ক্যাথলিকরা এই সহযোগিতার দিকে হাত বাড়ায় কমিউনিস্টরা তাদের স্বাগত জানায়। সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনা করাও দরকার। কারণ ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের একাংশ, ধর্মনিরপেক্ষ ক্যাথলিক নেতারা ও যাজকীয় মতাদর্শের প্রবক্তারা একটা কথা প্রচার করেন যে কোনো বিশ্বস্ত ক্যাথলিকের পক্ষে সমাজতন্ত্র গঠনে অংশ নেওয়া উচিত নয় এবং এতে বিরোধিতা করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

সমাজতন্ত্রের অনুগামী বামপন্থী ক্যাথলিকদের প্রকাশ্য কাজকর্ম, দক্ষিণপন্থী যাজকদের রাজনৈতিক অংশের প্রতি তাদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যাজকদের ক্ষতিসাধনের মাত্রা অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষ ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণ বাতিল করা হচ্ছে না:

—এই অংশগ্রহণের রাজনৈতিক লক্ষ্য যেন দেশের বিকাশের সমাজতান্ত্রিক ধারার পরিপন্থী না হয়।

—সমাজ-কাঠামো ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সকল সম্ভাব্য সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া চাই এবং সেটা যেন উপস্থাপিত দাবিগুলি পূরণের বাস্তব সম্ভাবনার অতিরিক্ত না হয়।

—ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলির প্রকাশ্য কাজকর্ম রাজনৈতিক যাজকতাবাদে যেন আচ্ছন্ন না হয় এবং ধর্মবিশ্বাসীদের প্রকাশ্য জীবনে যেন কোনোরকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চার্চের নিয়ন্ত্রণ কায়েম না করা হয়; রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় বৈষম্য যেন

---

১ ক্যাথলিকদের ধর্ম-নিরপেক্ষ গোষ্ঠীগুলির উৎপত্তি এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য ও পোলাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বিভিন্ন দিকে অংশগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে পার্থক্য আছে। তার জন্যে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে—সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

বাতিল করা হয় এবং ধর্ম থেকে পৃথক সর্বজনীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের জন্যে যেন ক্যাথলিকরা কাজ করতে পারে।

ক্যাথলিকরা যাতে তাদের ধর্মীয় লক্ষ্য বজায় রেখে গোটা সমাজের স্বার্থানুসারী এই শর্তগুলি মেনে সমাজতান্ত্রিক গঠনে অংশ নিতে পারে সেই ধরনের সহযোগিতার প্রতি সমর্থন জানানো সম্ভব ও প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে নাম করা যায়, পোলিশ ফ্রন্ট অব পপুলার ইউনিটি, সেজিম-এ ক্যাথলিক নেতাদের অংশ-গ্রহণ, জাতীয় পরিষদগুলি, কৃষক ও শ্রমিকদের স্ব-শাসিত সংস্থাগুলি এবং সমবায় আন্দোলন।

যাজক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ক্যাথলিকদের রক্ষণশীল অংশের অসহিষ্ণু সমাজতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ক্যাথলিকদের দাঁড়ানো উচিত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দার্শনিক মতপার্থক্য আমদানি করার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করা উচিত। দক্ষিণপন্থী ক্যাথলিকদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করার সঙ্গে প্রকাশ্য কাজকর্মে ক্যাথলিকদের ধর্মীয় লক্ষ্যসাধনকে অগ্রাহ্য করার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নির্মীয়মাণ সমাজতন্ত্রের সমাজ সমেত সকল সমাজেই নির্দিষ্ট নিয়মের শাসন রয়েছে। সমাজ যে-ধরনেরই হোক না কেন, সর্বত্রই সকল প্রকাশ্য কাজকর্মের জন্যে একটা নিয়ম-শাসিত কাঠামো থাকে। নাগরিকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ধর্মীয় লক্ষ্য এমন অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয় যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের আইনসঙ্গত কাঠামো থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

বামপন্থী ক্যাথলিক, বিশেষ করে তেইল হার্ড'পন্থী আন্দোলনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ও সহযোগিতা কামনা করে আমরা যেন মার্ক্সীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সংহতিসাধন ও বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব বিস্মৃত না হই। সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে কথোপকথন চালানোর অর্থ এই নয় যে, তাতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দূর হয়ে গেল অথবা দার্শনিক ক্ষেত্রে বিতর্কের অবসান হয়ে গেল। বামপন্থী ক্যাথলিকরা ধর্মবিশ্বাসীদের শুধু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতার দিকে এগিয়ে দেয় না ; তারা শ্রমিক ও সাধারণ-ভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে "খ্রীষ্টীয় প্রেরণা"ও বিস্তার করে।

সুতরাং বামপন্থী ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট-দের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিকতাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়ঃ সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে সহযোগিতা এবং বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সংগ্রাম (ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে)। এটা লেনিন-এর সেই বিখ্যাত মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণঃ শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের ঐক্য আমাদের কাছে স্বর্গে নন্দনকানন সম্পর্কে সর্বহারার মতামতের ঐক্যের চাইতে পৃথিবীতে নন্দনকানন সৃষ্টির জন্যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (১০ম খণ্ড, ৮৭ পৃঃ)

বিপ্লবের শিক্ষা ও সম্ভাবনা

চিলির চিঠি

রেনে কাস্টিলো

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ-সদস্য

সামরিক অভ্যুত্থান-জাত ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র দেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি এবং ভূস্বামী মোড়লতন্ত্রের কবলে পুনরায় ঠেলে দিয়েছে। চিলি এক প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আওতায় রয়েছে, যেখানে কোনো সংবিধান বা আইন-কানুনের বালাই নেই এবং তারা অস্ত্রবলে ক্ষমতা বজায় রেখেছে। তাদের নীতি তাদের শ্রেণীচরিত্র ও ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের প্রকাশ।

এক রাজনৈতিক অবস্থা, যা গণ-আন্দোলনের প্রতিকূল ছিল, তার সুযোগ নিয়ে জুন্টা ক্ষমতা জবরদখল করে; জনগণের অধিকাংশ বৈধ-সরকার রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু জুন্টার শাসনের প্রথম ছ-মাস পর তার ভিত্তি ভাঙতে শুরু করেছে। তার নীতি অধিকাংশ জনগণের স্বার্থের প রপন্থী এবং তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন আর কারোর কোনো মোহ নেই।

রাজনৈতিক দিক থেকে জুন্টা সব ধরনের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। তারা গণ-নিপীড়ন, ধারাবাহিক এবং নির্লজ্জভাবে মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘন এবং নগ্নভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করেছে। চিলি বন্দী-শিবির এবং নিপীড়ন-কক্ষ পরিপূর্ণ এক মৌচাকে পরিণত হয়েছে। ব্যতিক্রম ব্যতিরেক হত্যা নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে এবং লুই কারভালানসহ আরো অনেকের জীবন বিপন্ন। দেশ 'গৃহযুদ্ধের অবস্থায়' রয়েছে—এ অজুহাত দেখিয়ে এসব করা হচ্ছে।

জুন্টা বলেছে, সন্ত্রাস গণ-প্রতিরোধ দমনের 'আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা' ছাড়া কিছুই নয়। আসলে চিলির ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চায় সন্ত্রাস যার মূল কথা। আর তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়ার অ্যাডমিরাল হুয়ের্তা এক দুর্লভ মুহূর্তে খোলাখুলি স্বীকার করে ফেলেছেন যে এ একটা ফ্যাসিস্ট শাসন।

জুন্টা সাংবিধানিক রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়ে তার বদলে এক পুলিসরাষ্ট্র কায়েম করেছে। আমাদের পার্টি জোর দিয়েই বলেছে যে সামরিক অভ্যুত্থান একমাত্র একটি জীর্ণ বিচারব্যবস্থা ও একটি পুতুল কন্‌ট্রোলার-জেনারেল ছাড়া সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। উভয়ই পুরোপুরি আলঙ্কারিক—বিচারকরা সামরিক ট্রাইব্যুনাল ঘোষিত শাস্তি পরোয়ানগুলিতে দায়িত্বভরে ছাপ মারেন এবং কন্‌ট্রোলার-জেনারেল 'আইনের অনুশাসন' বলে চালাবার জন্য সামরিক নির্দেশগুলিতে ছাপ দেন।

সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদকে উৎখাত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে—জুন্টার মতে 'মার্ক্সবাদকে আড়াল করতে বা উৎসাহিত করতে সাহায্য করে' এমন সমস্ত ভাবাধারাকেও নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকজন অতীতে একই ফর্মূলা নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে। আর আমরা সবাই জানি তাদের পরিণতি কি হয়েছে।

এক কলমের খোঁচায় ফ্যাসিবাদ দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের বছরগুলিতে অর্জিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলিকে বাতিল করতে পারে না। তারা জনগণের স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসাকে এবং জাতীয় জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ তাদের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিগুলোকে শ্বাসরোধ করতে পারে না। জনগণের, সর্বোপরি অসংখ্য, জঙ্গী ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তাদের অধিকার-সমূহ ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়। জনগণের ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য চিলির গণসংগঠনগুলির, বিশেষত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও রাজনৈতিক দলগুলির একটি দৃঢ় ঐতিহ্য রয়েছে। আজ গণ-তান্ত্রিক পুনর্নবীকরণের প্রশ্নে ঐ ঐতিহ্য ঐক্যের একটি মূল উপাদান।

অমানুষিক অত্যাচারের প্রতি গির্জার মনোভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রধান যাজক এবং যাজক নিগৃহীতদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এমনকি তারা বহু অস্থায়ী রিলিফ কমিটি গড়েছে এবং সমস্ত উপাসককে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে।

জুন্টার চরম প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক নীতি আমাদের জনগণের অধিকাংশের কাছে এক চরম আঘাত হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রধানত জনপ্রিয় সরকারের আমলে প্রতিক্রিয়াশীল বয়কট ও অন্তর্ঘাতের ফলে সৃষ্ট এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদী সঙ্কটের

পূর্বানুবৃত্তি। প্রথম চিলির চিঠিটি ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত।

দ্বারা ঘনীভূত অর্থনৈতিক সঙ্কটের বোঝা তারা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে, বার্ষিক ৭০০ শতাংশ হারে (কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়-পরিসংখ্যান অনুসারে ৭৬০ শতাংশও হতে পারে), মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, ক্রয়-ক্ষমতা প্রচণ্ড গতিতে বার্ষিক ৪০ শতাংশেরও বেশ হারে, হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটজাত বেকারত্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মচ্যুতির ফলে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারত্ব এখন মধ্য-স্তর বৃত্তিজীবী, পাতিবুর্জোয়াদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে।

এ নীতি একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণের পক্ষে অনুকূল। শ্রমিক শোষণ চরমে তুলে এবং জনগণকে দরিদ্র করে পুঁজিবাদী অর্থসঞ্চয় দ্রুতগাততে বাড়ছে এবং যার ফলে ঘরোয়া বাজার সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। 'ঘাটতি সংস্থাগুলি' অর্থাৎ যারা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার স্তরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, তাদের কারবার গুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে—রক্ষণমূলক শুল্ক (টারিফ)-এর অবলুপ্তি ঘটিয়ে ও ঋণের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করে এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। 'অবাধ সহযোগিতা' বাড়াবার জন্যই এসব করা। সংক্ষেপে, দেশকে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রামকশ্রেণী। অর্থনৈতিক দুর্দশার বোঝা চাপিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর খড়্গ চাপানো, ধর্মঘট এমনকি আবেদন নিষিদ্ধকরণ, সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন বেআইনী করার প্রয়াস চালানো প্রভৃতি রাস্তা গ্রহণ করা হচ্ছে। জুন্টার নীতি কৃষকদের বিরুদ্ধেও চালিত। তাদের মধ্যে হাজার হাজার কৃষক ইতোমধ্যে অতীতে পাওয়া জমি হারিয়েছে। কৃষি-শ্রমিকদের দরিদ্র জীবনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যবিত্তশ্রেণী দেখছে তাদের কম আয় হচ্ছে এবং একচেটিয়া সম্প্রসারণের অর্থ সংস্থানের জন্য তাদের অধিক কর গুণতে হচ্ছে। শেষত, জুন্টার নীতি অ-একচেটিয়া ও একচেটিয়া বুর্জোয়ার বিরোধ দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছে। 'অবাধ প্রতিযোগিতা' আধকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছে। বিগত কয়েক মাসে অবিক্রীত দ্রব্যসম্ভারের মজুত স্ফীতকায় হতে দেখা যাচ্ছে।

জুন্টার নীতি ও কার্যকলাপের সঙ্গে এমনকি বুর্জোয়া সংস্কারের বিন্দুমাত্র মিল নেই। জননীতির কোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই; একচেটিয়াপতিরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করছে। নির্বিচার দুর্নীতির ফলে অবস্থা আরো জটিল হচ্ছে। একটি বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ জনপ্রিয় সরকারের তৈলচুক্তি বাতিল ঘিরে যে কেলেঙ্কারি হয়েছে তার কথা উল্লেখ করা যায়; এর ফলে চিলির ৩০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে।

জুন্টার 'জাতীয়তাবাদের' বাগাড়ম্বর বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে বিদেশীদের (রাজনৈতিক-দেশান্তরী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক) উপর ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। তারা যে কর্তব্য সহকারে মার্কিন নির্দেশ মেনে চলছে এ সত্য লুকানো বা আচ্ছন্ন করা যায় না। প্রমাণঃ আমাদের জাতীয় সম্পদের বি-রাষ্ট্রীকরণ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল কর্তৃক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ—ঐ তহবিল কর্তৃপক্ষ আদেশ দেন, 'জাতীয়তাবাদীরা' তা পালন করে।

সামরিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মূল বিরোধ বজায় রয়েছে চিলির জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী, এক-চেটিয়া পুঁজি এবং গ্রামীণ মোড়লতন্ত্রের সম্মিলিত শক্তিগুলির। প্রধান শত্রুরা অভিন্ন; কেবল তাদের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে; জনপ্রিয় সরকারের তিন বছরের শাসনকালে হৃত সুযোগসুবিধা-গুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এবং শ্রেণী-আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা ফ্যাসিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লতন্ত্র-বিরোধী ফ্রন্ট ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের রূপ নেয়। যারা ঐকান্তিকভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে আগ্রহী এবং যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি (যা ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করতে চায়)-র সপক্ষে তাদের সবাই এ ফ্রন্টে স্থান পাবে। আর একটি কারণে এ শক্তিগুলি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রন্টে যোগ দেবে, কারণ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোর সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-আরোপিত নীতির ঘোর বিরোধ রয়েছে। বাস্তব অবস্থাসমূহ গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলিকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সংগ্রামে মিলিয়ে দেবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের সাফল্য ও ভ্রান্তির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের নীতি স্থির করতে হবে। সঙ্কীর্ণতাবাদ পরিহার করে চলতেই হবে। জোট গড়ার ক্ষেত্রে কিছুকাল আগে পর্যন্ত ঐ সঙ্কীর্ণতাবাদ শ্রমিক-শ্রেণীকে ভর করেছিল। এছাড়া, বৈপ্লবিক পথ বেছে নেবার সময় সঙ্কীর্ণতার মনোভাব পোষণ করার অর্থ ফ্যাসিস্ট জঁাতা-কলে শস্য যোগান দেওয়া।

বর্তমান অবস্থায় সোশালিস্ট ও কমিউনিস্ট ঐক্য শ্রমিকশ্রেণী, গণ-ঐক্যের শক্তিগুলি এবং জনগণের রাজনীতি সচেতন অংশ-গুলির ঐক্যের ভিত্তি। গত ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টি এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে, "একই সঙ্গে আমরা অবশ্যই জনগণের সেই অংশগুলির সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হব, যারা জনপ্রিয় সরকারকে ভালো নজরে দেখে নি। জনতা ও তার শত্রুদের মধ্যে প্রভেদ টানতে গিয়ে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাব, অতীতের দিকে নয়। অভ্যুত্থানের আগে যেমন ছিল সেই কায়দার ভেদ-রেখা এখন আর সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে টানা যায় না, বরং এখন ফ্যাসিস্ট জবরদখলকারীর সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা যারা ক্লিষ্ট এবং যারা গণ-

তান্ত্রিক পুনর্নবীকরণ, প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তন ও জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তাদের মধ্যে ভেদ রয়েছে।"

ভ্রাতৃত্বমূলক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ও একটি নীতির ভিত্তিতে যদি কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে তবে গণ-ঐক্য তার ভূমিকা পালন করতে পারে। অতীত ভুল-ভ্রান্তি অতিক্রম করা, একটি অভিন্ন নীতি ও কৌশল নির্ণয় বিপ্লবী শক্তিগুলির যুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে এ গুরুত্বপূর্ণ। আর গণ-ঐক্যের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া গড়ে তোলার সুস্পষ্ট প্রবণতা আছে এবং জনগণকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন দল প্রায় একমত। আন্দোলনের ধারাবাহিক অগ্রগতির পথে এটাই একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববার বিষয় হচ্ছে, ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টে গণতন্ত্রী খৃস্টানদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ। ক্রীশ্চান-ডেমক্রাট দলের দুটি প্রবণতা আছেঃ ফ্রেইয়ের নেতৃত্বে একটি দল সতর্কভাবে জুন্টাকে সমালোচনা করে, কারণ তারা চায় জুন্টা গণতান্ত্রিক খৃস্টানদের প্রতি অনুকূল মনোভাব গ্রহণ করুক এবং এমন কি তাদের দেশশাসনের অংশ দিক। কিন্তু অন্যান্য গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীও আছে যারা সামাজিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে, মুক্তির ধ্যান-ধারণার অংশীদার এবং বামপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে আগ্রহী। দুটি প্রবণতার কোনটির প্রাধান্য বজায় থাকবে তা গণতান্ত্রিক খৃস্টানদেরই উপর নির্ভর করে। তাদের অন্তর্দলীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে সরাসরি আমরা জড়িত নয়। সঙ্কীর্ণতা, যা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে খেলে তা পরিহার করার এবং ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টে গণতান্ত্রিক খৃস্টানদের পূর্ণ সদস্যভুক্তির জন্য ঐক্য-প্রয়াস চালানোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের ভাববার বিষয়। তা অর্জন করা যায়ঃ তার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে এবং আমাদের শত্রুদের কার্যকলাপে তা প্রসারিত হচ্ছে।

ক্রীশ্চান-ডেমোক্র্যাটিক দল নিষিদ্ধকরণ, এবং অর্থনৈতিক ও সেন্সরশিপের চাপে তাদের ছাপাখানা বন্ধ হওয়ায় জুন্টার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছে। আর তারা তা আরো অত্যাচারে দমাতে চাইছে।

ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট অস্বীকৃত বামপন্থী সংগঠনগুলির জন্যও উন্মুক্ত থাকা উচিত, কিন্তু সংগ্রামের কর্মসূচী ও পদ্ধতি সম্পর্কে ঐকমত্য এবং সমস্ত যুক্ত কার্যক্রমে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক থাকা দরকার।

বিনা সংগ্রামে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা যায় না। আমরা সক্রিয় প্রতিরোধ বলতে বুঝি একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনতার সংগ্রাম। আর সে ধরনের সংগ্রাম ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে; শ্রমিক ও গণ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, শ্রমিক গোষ্ঠীগুলি তাদের অধিকারের জন্য লড়ছে। অবশ্য এগুলো এখনো প্রাথমিক স্তরে এবং আন্দোলনগুলো বিক্ষিপ্ত, কিন্তু সামরিক অন্তর্ঘাতের পর সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ভাঁটার কথা বিবেচনা করলে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি সংহতিপ্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং নতুন নতুন সংযোগস্থাপন যা আবার জনগণকে একত্র করছে তার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ চিহ্নিত হচ্ছে।

জুন্টার বিরুদ্ধে ঐক্যফ্রন্ট গঠন সহজ নয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সমস্যাগুলির বাস্তব সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। পরিস্থিতি যা গড়িয়েছে তাতে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টকে একটি সরকারি কর্মসূচীর খসড়া করতে হবে। কর্মসূচী হবেঃ একনায়কতন্ত্রী পুলিস রাষ্ট্র ধ্বংস এবং একটি নতুন, আইনশাসিত, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিবিরোধী, জাতীয়, জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র গঠন যা গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, ফ্যাসিজম-উচ্ছেদ, বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রবর্তন করবে এবং দেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে।

সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর ১৯৭৩-এর অক্টোবরে পার্টির আবেদনে জোর দিয়ে বলা হয় "জনগণ ক্ষমতায় ফিরে আসবে। কিন্তু সমস্ত পুরোন প্রতিষ্ঠানকে ফিরিয়ে আনার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। জনগণ নতুন সংবিধান ও আইন গ্রহণ করবে, নতুন ডিক্রি জারি করবে, ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত পূর্বতন ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর এক আইনশাসিত রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে তারা নতুন নতুন সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। আর এ এমন এক রাষ্ট্রে পরিণত হবে যেখানে সমস্ত মানবিক নীতিসহ চিন্তার স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু সেখানে অর্থনৈতিক সাবোতাজ, অন্তর্ঘাত ও ফ্যাসিজমের জন্য আইনের ফাঁক রাখা হবে না।"

চিলির অগ্নিপরীক্ষা তার ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবেই। এতদিন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অন্ধভাবে আস্থাশীল ছিল সেগুলিকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়েতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বাস্তবিকই, পুরোন বিচারব্যবস্থা বা যে পার্লামেন্ট নিজেই নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা স্বাক্ষর করেছে কে তার সপক্ষে দাঁড়াবে?

আর তাই যখন আমরা গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্টবিরোধী পুনরুত্থানের কথা বলি তখন আমাদের শুধুমাত্র প্রাক-সামরিক অভ্যুত্থানের অবস্থা ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলেই চলবে না, গণতন্ত্রের ব্যাপকতর ও পূর্ণাঙ্গ প্রসারের বিষয়টিও ভাবতে হবে। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি সক্রিয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার সুনিশ্চিত করবে, সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত ফ্যাসিস্ট লোকজনকে দূর করে দেবে এবং ফ্যাসিস্টদের প্রত্যাবর্তন প্রয়াসকে চূর্ণ করার উপায় হাতে রাখবে।

নয়া ফ্যাসিবিরোধী রাষ্ট্র বহুদলীয় কাঠামো এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ সুনিশ্চিত করবে। আমরা চাই একটি বহুদলীয় সরকার, একটি জনগণের সরকার যা গণঐক্যের সরকারের চেয়েও অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক। আর সুস্থির গণতন্ত্র ও দ্রুত সমাজপ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্য একে সুদৃঢ় বৈপ্লবিক সরকার হতে হবে।

ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্টকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে হবে। তা হচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ও লঘুঅস্ত্রচালক বাহিনীর মৌলিক সংস্কার। তা বাদ দিয়ে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে না।

সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দেশের উন্নয়নকে বিপরীতমুখী করছে। এখন তারা সাম্রাজ্যবাদী ও মোড়লতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সেবা করছে। ফ্যাসিস্ট হাইকমাণ্ড সৈন্যবাহিনীর ওপর লজ্জা চাপিয়েছে। জেনারেল ও অফিসাররা যারা চিলি ও তার জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সৈন্যবাহিনীকে জড়িত করতে সাহায্য করেছিল, ইতিহাসের ভয়ঙ্কর দায়ভার তাদের বইতে হচ্ছে এবং সমস্ত অপরাধ ও রক্তপাতের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে বলা হবে। আমাদের জনগণ ও বিশ্বের কাছে তারা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সম্মান ও মর্যাদা ধ্বংস করেছে। তারা চিলির সুন্দরতম ঐতিহ্যগুলিকে পদদলিত করেছে এবং তার সশস্ত্র বাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে জল্লাদে পরিণত করেছে। সবচেয়ে বড় অপরাধ ও দেশদ্রোহিতার দায়ে তার দায়ী।

বলা বাহুল্য, আমরা কোনোদিনই সামাজিক সংগ্রামকে সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের সংঘর্ষ হিসেবে দেখি নি। বহু সামরিক ব্যক্তি তাদের দেশপ্রেমিক দায়িত্বে নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বন্ধ করতে সমর্থ হন নি এবং যাঁরা ফ্যাসিস্ট ক্যু এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা জুন্টার হাতে নিগ্রহ ভোগ করেছেন। দ্রুত বিচার সেরে বা আদৌ কোনো বিচার না করেই তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। এ লেখার আগে পর্যন্ত, কয়েক ডজন সৈন্য, এন সি ও এবং অফিসারের বিচার চলছে—প্রসিকিউটর কয়েকজনের জন্য কারাদণ্ড ও অন্যদের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছে। তাদের জীবনরক্ষার জন্য জনসমক্ষে প্রচার চলছে।

চিলিতে এমন একটি সেনাবাহিনী প্রয়োজন যা যে কোনো পরিস্থিতিতেই কখনোই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যাবে না এবং শাসকচক্র ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে না। উপরি-উক্ত ধারণা সমর্থন করেই আমাদের পার্টির আবেদন নিম্নের অনুচ্ছেদটি সংযোজিত করে, "যা ঘটে গেছে তার পর চিলির জনগণের নতুন ধাঁচের সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশবাহিনী গঠনের অথবা যে কোনো উপায়ে সৈন্যবাহিনী, পুলিশবাহিনী এবং গোয়েন্দাসংস্থাগুলি থেকে ফ্যাসি-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হঠানোর অধিকার আছে যাতে করে বর্তমানের ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি রোখা সম্ভব হয়।"

এই হচ্ছে লক্ষ্য এবং পেশাগত কর্তব্যের প্রতি অনুগত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সৈন্য ও অফিসাররাও এই মনোভাবই পোষণ করে থাকেন।

অপর দিকে, ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের চরিত্র ও রূপ স্থির করার ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনীর রাজনৈতিক অগ্রগতি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করবে। জুন্টা চাইছে এক ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন ও ফ্যাসিস্ট আদর্শ বহনকারী সৈন্যবাহিনী। অভ্যুত্থানকালে লজ্জিত হলেও গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য এখনও বর্তমান, তাই ফ্যাসিবাদের চাপিয়ে দেওয়ার নীতি আজও সৈন্য ও অফিসারদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। জুন্টার নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অসন্তোষ এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তাও এর পিছনে কাজ করছে।

নিজ গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা, জুন্টার নীতির বিরোধিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জন-বিরোধী নীতির মুখোশ জন-চক্ষে প্রকাশ করে দেওয়ার ব্যাপারে স্থির প্রতিজ্ঞা জনপ্রিয় আন্দোলন ঘোষণা করেছে। ফ্যাসিস্টরা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্যে অফিসারদের উচ্চ বেতনের ঘুষ দিতে শুরু করেছে (এই অফিসাররা সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য বেশি বেতন তো পাচ্ছেই, উপরন্তু আছে ১৫ শতাংশ 'অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বোনাস')। সৈন্যবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং এর অর্থই আরো ট্যাক্সের বোঝা। তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ফ্যাসিস্টরা কখনোই জনগণের উপর বিজয় অর্জন করতে পারবে না।

উপরে বর্ণিত অনুযায়ী, ব্যাপক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই বিপ্লবী পরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম। যখন ফ্যাসি-বিরোধী মোর্চায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে তখন এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না।

কিন্তু নিবিড় ঐক্যর উপরই এই মোর্চার নেতৃত্ব নির্ভর করে থাকে। যদিও ফ্যাসি-বিরোধী মোর্চার সংগঠন হচ্ছে ঐক্য ও সংগ্রামের প্রক্রিয়া, তবুও বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হয় কেবলমাত্র যদি শ্রমিকশ্রেণী স্বাধীন নীতি নিয়ে চলে এবং সমাজের অন্য অংশের মানুষের কাছে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে কিন্তু চাপিয়ে দেয় না। মোর্চার মধ্যের বিরোধ যুক্তিসম্মত বিকাশের পরিণতি হলেও তা যেন কিছুতেই বৈর-চরিত্র অর্জন না করে। যদি সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্বপক্ষে আনতে পারে তবেই শ্রমিকশ্রেণী নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বস্তুত এর জন্য প্রয়োজন সমাজের ব্যাপক অংশের ঐক্য। এভাবে ফ্যাসিবিরোধী মোর্চা কাজ করতে পারে একমাত্র পারস্পরিক বোঝা-

পড়ার মধ্য দিয়ে। শ্রমিকশ্রেণী যত শক্তিশালী হবে, এবং তার বৈপ্লবিক কার্যক্রম যত উন্নত হবে, তত এ কাজ আরো বাড়বে।

একজন বিপ্লবী অবশ্যই সামাজিক দ্বন্দ্ব গভীর থেকে গভীরতর করে তুলবেন, তবে তা বিমূর্ত রূপে নয়, মৌলিক দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করার পরিস্থিতিতে। এভাবে কাজ করতে করতে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে বিপ্লবী পরিবর্তনের লড়াইর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারি। ব্যাপক ঐক্য স্থাপন, ঐক্যের মধ্যমণি হিসেবে শ্রমিক-শ্রেণীকে স্থাপন এবং ত্বরান্বিত বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য এ কাজ করা প্রয়োজন।

দক্ষিণ ও 'বাম' সুবিধাবাদের নীতিকে হঠিয়ে দেওয়ার জন্য আদর্শবাদী নীতি কার্যকর করা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আদর্শ ও সংগ্রামের রূপ তুলে ধরায় শ্রমিক-শ্রেণীর সক্ষমতাই এখানে চূড়ান্ত।

জনগণের বাস্তব সমস্যাগুলি বিবেচনা করে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতেই সংগ্রামের রূপগুলি বেরিয়ে আসবে। জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিপক্কতার দিক অবহেলা না করে, বাস্তব শক্তি সমন্বয় ও প্রতি পদক্ষেপে তা দৃঢ়তর করার প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই বিপ্লবী নেতৃত্ব ঐ আন্দোলনের রূপ সংগঠিত করা, সাধারণ্যে বিস্তার করা এবং কার্যকর করার কাজে ব্যাপৃত হন।

বিপ্লবী শক্তিগুলিকে প্রতিটি স্তরে জমায়েত করার রণকৌশল-গত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আন্দোলনের আহ্বান দেওয়া উচিত। ঐ আহ্বানগুলি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আমরা সর্বদাই রণনীতিগত, রণকৌশলগত এবং আন্দোলনগত আহ্বানের মধ্যে পার্থক্য করব এবং বিভিন্ন আন্দোলনের পারস্পরিক যোগাযোগের দিক বিবেচনা করব, কখনো গুলিয়ে ফেলব না।

এর অর্থই হল যে ব্যক্তি-সন্ত্রাস, হঠকারিতা এবং চক্রান্তের পথ জনপ্রিয় আন্দোলন অবশ্যই পরিহার করে চলবে। সমস্ত অভিজ্ঞতা একথাই প্রমাণ করে যে এই ধরনের কার্যকলাপে ফ্যাসিবাদীরা খুবই উল্লসিত হয়ে থাকে, কারণ এর ফলে তারা সন্ত্রাস চালানোর যুক্তি খুঁজে পায়। সন্ত্রাসের উপরই ফ্যাসিস্ট-দের ক্ষমতা নির্ভর করে।

অতীতেও দেখা গেছে, সন্ত্রাস ও উস্কানিমূলক কার্যকলাপকে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে জনগণের শত্রুরা কাজে লাগিয়েছে। বর্তমান রাজত্বের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ কার্যকলাপগুলো এখন আরো অনেক বেশি ক্ষতি করবে। জনপ্রিয় আন্দোলনের বৃহৎ শক্তিগুলি কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ইতোমধ্যেই বিবৃত করেছে।

অপরদিকে আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং নয়া-সরকারের জন্যে লড়াইতে কোনো ছক বাঁধা পথ থাকা উচিত নয়। ঐ পথ বিপ্লবী অগ্রগতিকে সাহায্য করবে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ প্রয়োজন।

প্রতিক্রিয়াশীল এবং পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের প্রতিনিধিদের দাবি সত্ত্বেও বিশেষ পরিস্থিতিতে ও বিশেষ কতগুলি দেশে অস্ত্র ছাড়া ক্ষমতা দখল করা যে সম্ভব তা চিলির ফ্যাসিস্ট ক্ষমতাদখল অকেজো করে দিতে পারে নি। একইভাবে বলা যায়, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে কোনো জাতীয় আন্দোলনের ক্ষমতাদখলের লড়াইর সাময়িক পরাজয় কখনোই প্রমাণ করে না যে ঐ বিপ্লবের পথ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৭০ সালের পূর্বেকার পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে চিলিতে অস্ত্র ছাড়া ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা অবশ্যই হ্রাস পেয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের একটি রূপ নির্বাচনকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাতিল করে দিতে হবে।

অপরদিকে, ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র জনগণের উপর নতুন নতুন নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে এবং প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধের বিনিময়েও ধূমায়িত ব্যাপক গণ-অসন্তোষ দাবিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, শাসনব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্য এক বিশাল গণ-আন্দোলনকে দমন করতে এরা এ ধরনের যুদ্ধ শুরু করতে পারে। বর্তমান শাসকচক্রের তুলনাহীন নৃশংসতা ঐ অনুমানই নিশ্চিত করে। সেই অবস্থায়, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নিতেই হবে। এর রূপ অন্য হবে কিনা প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার উপর তা নির্ভর করছে। তবে গেরিলা যুদ্ধের চেয়ে দেশব্যাপী বিপুল গণজাগরণের সম্ভাবনাই প্রবলতর।

দেশ ফ্যাসিস্ট শাসনের অধীন থাকায় বিশেষভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে ঐক্য গঠনের এবং আমাদের পক্ষে শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটানোর প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ এসেছে। তা ঘটাতে পারলে জনপ্রিয় আন্দোলনের প্রচণ্ডতার সামনে প্রতিক্রিয়াশীলরা তন্ত্র ব্যবহার করতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

গণতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হলেও গৃহযুদ্ধই পাল্টা আক্রমণের একমাত্র রূপ নয়। জনসাধারণের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনে রাজ-নৈতিক ধর্মঘট প্রতিক্রিয়াশীল হিংসার হাতকে রুখে দিতে সক্ষম। বস্তুত, চিলিতে এমন ঘটনা ঘটেছিল যখন ১৯৩১ সালে এদেশের জনগণ সামরিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল।

অন্য কথায়, আমাদের পার্টি মতান্ধ বিচারের পথ পরিহার করে চলতে আগ্রহী। কারণ সে পথ বিপ্লবী শক্তি সমাবেশের এবং গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের পথকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস"—এ ধরনের পাতিবুর্জোয়া মেকি বিপ্লবী তত্ত্বের পথও পরিহার করে চলতে আমরা বিশেষ সচেষ্ট।

জনতার কাছ থেকেই ক্ষমতা আসে। অবশ্যই নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা জানি বন্দুকও অবশ্যই বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার অভিজ্ঞতা এ কথাও শিখিয়েছে যে, বন্দুক অগ্নুদ্গারণ করবে, কি করবে না, তা জনতার শক্তির উপর নির্ভর করে। যদি জনগণ শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবে তারা শত্রুকে অস্ত্রব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। এটাও বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে।

বিপ্লবের কোন পথ আমরা গ্রহণ করব তা বিশেষ ব্যাপার নয়, আমরা বারংবার যা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি তা হচ্ছে যে প্রতিটি ফ্রন্টে সংগ্রাম চালানোর জন্যে জনগণের পূর্ণ সমাবেশ ঘটাতে, প্রত্যেক সুযোগকে পুরো কাজে লাগাতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর চার ধারে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় শক্তিসমাবেশ ঘটাতে হবে। যদি বিপ্লবী শক্তিসমূহ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং চিলির বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে নিবিড়তর যোগসূত্র স্থাপন করার উপর জোর দেয় তবে একাজ সহজতর হবে। ফ্রন্টের প্রতিটি অংশ থেকে ফ্যাসিবাদকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে তা সাহায্য করবে।

আসল ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট: শত শত হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ, মহিলা, যুব সহ সমস্ত চিলির জনগণের মধ্যে দিনের পর দিন ধৈর্যভরে কাজ করে যাওয়া। যে কোনো সংগ্রামে জয়ের চাবিকাঠিটিই হল এই পথ।

জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনো বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। শ্রমজীবী মানুষ ও জনগণের ক্ষমতাদখলের প্রত্যেক পথেরই অঙ্গ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ। কিন্তু আক্রমণ করতে গেলেই অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে এমন কথা নেই। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধের চরিত্র কি হবে, অথবা আরও সংক্ষেপে বলা যায়, কি ধরনের প্রতিরোধ তারা করবে তার উপর সেটা নির্ভর করবে। সর্বহারার শত্রুকে নিঃসঙ্গ কর, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যের প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ইত্যাদির উপর এটি নির্ভর করবে। এই বিষয়গুলি পূর্বেই স্থির করে নিতে না পারলে বিপ্লবের ছক এঁকে ফেলা ভুল হবে। বিপ্লবী আন্দোলন যতই এগোবে ততই ঐ ছকগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমরেড সালভাদোর আলেন্দে জনগণের প্রতি শেষবারের মতো আবেদন করে গেছেন। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের শক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ঐ আবেদনে প্রকাশ পেয়েছে—একনিষ্ঠ এক বিপ্লবীর বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, চিলির লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে যে বীজ আমরা বপন করেছি, তা ধ্বংস হবার নয়—এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। শীঘ্রই হোক, আর বিলম্বেই হোক, সহৃদয় ও দৃঢ়চেতা মানুষেরা উন্নততর সমাজব্যবস্থা গঠন করবেই, এই আশা রেখে আপনারা কাজ করে যান।

এ কথা আমরা, কমিউনিস্টরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বর্তমানের এই কঠিন অথচ সাময়িক পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি থাকতে পারে না যা বিপ্লবী অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা গভীরভাবে সচেতন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের যোগদানে সংহতি আন্দোলন ইতোপূর্বে কখনোই এখনকার মতো এত জোরদার দেখা যায় নি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ে সমস্ত বিপ্লবী মনোভাবাপন্নদের সহযোগিতা এবং ঐক্য দৃঢ়তর করার জন্য আমাদের দৃঢ়পণকে নববলে বলীয়ান করেছে ঐ আন্দোলন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ আমাদের পার্টি প্রতিটি জীবনীশক্তি ব্যয় করতে এবং যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। চিলির কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম সম্পর্কে কুৎসা করার উদ্দেশ্যে জুন্টা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাসমূহ বিকৃত করছে। বন্দী পার্টি-সদস্য ও সক্রিয় গণতন্ত্রীদের মধ্যে ভাঙন আনার জন্যে ফ্যাসিস্টরা সমস্ত রকমের বর্বর অত্যাচার জেলের অভ্যন্তরে চালাচ্ছে। সাধারণভাবে তারা ঐ বন্দীদের স্বীকার করতে বাধ্য করাচ্ছে যে তাঁরা দুষ্কর্ম করেছে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের মনোবলকে খাটো করে দেখানোই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছুতেই তাঁদের বাগ মানাতে ফ্যাসিস্টরা পারছে না।

দেশ ও পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের স্বার্থ জয়যুক্ত হবেই—এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কমিউনিস্টরা যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এ ঘটনা ফ্যাসিস্টরা গোপন রাখতে পারছে না। এমন কি দুষ্কর্মে হাত পাকানো প্রতিক্রিয়াশীলরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এজন্য তারা আরও বেশি নির্যাতন চালানোর দাবি করছে। আমাদের পার্টিকে খতম করার সব প্রচেষ্টা, এমন কি আমাদের পার্টি ভেঙে যাওয়ার কুৎসামূলক প্রচারও ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বের যে কোনো সময়ের থেকে কমিউনিস্ট ঐক্য আজ অনেক শক্তিশালী এবং সেই ঐক্য রক্ষায় ফ্যাসিস্ট ও শত্রুদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় দেয়াল রয়েছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অবিস্মরণীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার চিলির কমিউনিস্ট তাঁদের পার্টি শক্তিশালী করার জন্য জনগণের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। রেকাবারেন, লাফারতে, গনজালেজ দিয়াজ, ফনসেকা, নেরুদা সহ শত-সহস্র কমিউনিস্ট বীরের শিক্ষায় আমাদের পার্টি শিক্ষিত, এবং এই পার্টি অজেয়।

আমাদের পার্টির সম্পাদক লুই কারভালানের বক্তব্যেই এই

পার্টির সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় পাই। জেলের নিরন্ধ্র সেল থেকে বিশ্ব-জনগণকে তিনি আহ্বান জানান,

"নিজের জন্য আমি ভীত নই। জীবনকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের ঐক্যের স্বার্থের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অন্ধ গহ্বর থেকে স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন করতে আমরা বেরিয়ে আসব শুধু নয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসে তাঁদের বাঞ্ছিত এবং প্রাপ্য স্থান করে নেবেই।"

কমিউনিজম-বিরোধিতা পিছু হটছে

ইরানের পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক আই. এসকানডারী এবং তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরো-সদস্য আই. বিলেনের মধ্যে কথোপকথন

কমিউনিজম-বিরোধিতা যেখানেই বিরাজ করুক না কেন, এর মধ্যে মূর্ত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ ও রণকৌশলের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্যগুলি। প্রাচ্য দেশগুলিতে কমিউনিজম-বিরোধিতা হল উগ্র জাতীয়তাবাদ, উৎকট স্বাদেশিকতা ও অতীতমুখিনতার সমার্থবাচক। কিন্তু জনসংখ্যার অধিকাংশের পশ্চাৎপদতা ও অশিক্ষার ফলে এসব এখনও রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা ইরান ও তুরস্কে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনীতি ও প্রচার সম্পর্কে কিছু বলতে দু-জন বিখ্যাত পার্টি নেতাকে অনুরোধ করেছিলাম এবং কি করে জনগণের কাছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্পর্কিত সত্য পৌঁছায় তা-ও জানতে চেয়েছিলাম। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি সেখানে বেআইনী, এবং উভয় দেশেই তারা অত্যন্ত গোপনে তাদের কাজকর্ম চালায় এবং প্রতিক্রিয়া কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য মুসলিম ধর্মীয় মনোভাবকে মূলধন করে।

এসকানডারী ঃ আমার মনে হয় যে আমাদের আলোচনা এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশগুলির কাছেও প্রাসঙ্গিক। এই সব দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলি নিঃসন্দেহে ইরান ও তুরস্কের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বর্ণনা থেকে উপকৃত হবে।

বিলেন ঃ হ্যাঁ, প্রাচ্যের বেশিরভাগ রাষ্ট্রগুলিতে অবস্থা একইরকম। বিশেষ করে যেখানে ধর্মীয় মতাদর্শ প্রবল ও প্রতিক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের পদ্ধতিগুলিকে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

অসঙ্গতিপূর্ণ বিবর্তন

এসকানডারী ঃ ১৫ বছর আগে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার ছিল একদম সেকেলে ধরনের। এর কর্মকর্তারা ধর্মীয় ও অন্যান্য কুসংস্কারকে ব্যবহার করতেন, সহজ 'জাতীয়তাবাদের' আড়ালে তাঁদের কমিউনিজম-বিরোধিতাকে প্রকাশ করতেন; এবং সমাজতন্ত্র ও ধর্মীয় বিরোধিতাকে সমপর্যায়ভুক্ত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বলতেন যে আমরা ইরানীরা হলাম একটি মুসলিম জাতি এবং সুতরাং ঈশ্বরবিহীন কমিউনিস্টদের সাথে আমাদের কোনো সাদৃশ্য থাকতে পারে না। রক্ষণশীল শক্তিগুলি—আমীর-ওমরাহ, আধা-সামন্ত প্রভুরা, ধর্মীয় পুরোহিতবর্গ ও বৃহৎ পুঁজিপতিরা—সমস্ত ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসা রটনা করত। ভীষণ পশ্চাৎপদতার পরিবেশে এই প্রচারের উর্বর জমি ছিল নিরক্ষর গ্রাম্য সমাজ ও শহরের নিম্ন শ্রেণীগুলি।

কিন্তু তথাকথিত শ্বেত বিপ্লব[১] হওয়ার পর থেকে পুঁজিবাদী বিকাশ দ্রুত ঘটতে থাকে। পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথে সামন্তগোষ্ঠীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। কৃষকদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী চেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও শহরের মধ্যস্তরের জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রগতিশীল ধারণার জন্য তারা তৃষ্ণার্ত। এইসব পরিবর্তন শাসকশ্রেণী, ও বুর্জোয়াদেরকে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের আরো নমনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

বিলেন ঃ তুরস্ক সম্পর্কেও এ কথা সত্য। শাসকশ্রেণীর মতাদর্শবাদীদের আরো সূক্ষ্ম প্রচার-পদ্ধতি ব্যবহার করতে হচ্ছে ও সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রেন ট্রাস্ট'গুলির কাছ থেকে মতাদর্শগত-

১ ইরানে শ্বেত বিপ্লব হল বুর্জোয়া সংস্কার, বিশেষ করে কৃষি-সংস্কার, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সংস্কারসমূহের যোগফল। এর উদ্যোগ নেয় শাসকশ্রেণীগুলি এবং এর অর্থ হল ইরানের স্বচ্ছন্দ পুঁজিবাদী বিকাশকে নিশ্চিত করা।

ভাবে মগজ ধোলাই করার টেকনিক্ ধার করতে হচ্ছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের উপরতলার অংশের উপর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রবল প্রভাব আছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলির বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে এরা সংস্কারবাদী মতবাদীগুলিকে অনুশীলন করে। বহুক্ষেত্রে যে গবেষণা-কেন্দ্রগুলিতে পশ্চিমী অধ্যাপকরা ও পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের মাধ্যমে মগজ ধোলাই করা হয়। সবচেয়ে সাম্প্রতিককালের সাম্রাজ্যবাদী মতবাদগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এসকানডারী ঃ আমি ঠিক এই কথাই বলতে চাই।

বিলেন ঃ এর মানে এই নয় যে সেকেলে ধরনের কমিউনিজম-বিরোধিতা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। যত পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করছে তত তুরস্কের গ্রামে গ্রামে সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চলেছে। বৃহৎ ভূস্বামীদের সাথে কৃষকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এবং বৃহৎ ভূস্বামীরা মিথ্যা ও কুৎসার আশ্রয় নিয়ে প্ররোচনামূলক কমিউনিস্ট-বিরোধী শ্লোগানগুলিকে নাড়া দিচ্ছে। জাস্টিস পার্টির[১] বিখ্যাত নেতা হিলমি এডিনসচার পার্টি যুবসংগঠনের এক কংগ্রেসে একবার বলেছিলেন ঃ যদি কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে, তাহলে তারা ঈশ্বরহীনতা নিয়ে আসবে; তোমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের বিক্রয় করা হবে; তোমাদের জমি ও সম্পত্তির শতকরা ৯৫ ভাগ বাজেয়াপ্ত করা হবে; দাসদের মতো তোমাদের দিয়ে কাজ করানো হবে এবং বাসি রুটির এক টুকরো পেয়ে তোমাদের খুশি থাকতে হবে।

আরেকটা উদাহরণ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট কামাল অ্যাতাতুর্ক কর্তৃক লিখিত এক চিঠি নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়। বলা হয় যে তিনি ঐ চিঠিতে নাকি কমিউনিজমকে আমাদের দেশের প্রধান বিপদ বলে বর্ণিত করে কমিউনিজমের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কয়েক বছর আগে তুরস্কের একজন সাংবাদিক, অলটান আকসাম সংবাদপত্রে লিখেছিলেন ঃ পরিকল্পনা সহজ ছিল— মিথ্যা রটনাকারীরা ধারণা করেছিলেন যে আতাতুর্ক এই বাক্যটি লিখেছিলেন কিনা এ বিষয়ে কেউই সন্দেহ করবে না, কেউই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এই বাক্যটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সাহস পাবে না। বাস্তবিকপক্ষে, ভূতপূর্ব মন্ত্রী, জাসটিস পার্টির নেতা ডেমিরেল সেই সময় বলেছিলেন যে আতাতুর্কের বক্তব্যগুলির সত্যতা যাচাই করাটা 'লজ্জাহীন' ব্যাপার। এই জন্যই সুইডেনের ফরেনসিক গবেষণা-কেন্দ্রে সাম্প্রতিক যে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তার ফলাফল এত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এই পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করেছিল যে চিঠিটা ছিল জাল।

১ তুরস্কের বৃহৎ বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের পার্টি।

ষষ্ঠ দশকে, সরকারি অনুমোদন নিয়ে বুর্জোয়া-ভূস্বামী প্রতিক্রিয়াশীলরা কমিউনিজমের সাথে লড়াই করার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা কমিউনিস্ট বিরোধী শোভাযাত্রা, মিছিল সংগঠিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে।

আমাদের পার্টি হল প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের পার্টি বেআইনী রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্টদের খুঁজে বার করে হত্যা করা হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে 'কমিউনিজম প্রচারের' জন্য সরকারিভাবে স্বীকৃত ৯৩৬টা বিচার হয়। সবচেয়ে কমিয়ে দেওয়া সরকারি তথ্যানুসারে কমপক্ষে ৩,০০০ জন লোক, প্রগতিশীল সংগঠনগুলিতে কাজ করার জন্য অথবা ১৯৭১-এর শেষ ভাগে দেশপ্রেমমূলক কাজকর্মের জন্য জেলে যায়। সামরিক ট্রাইব্যুনালগুলি এখনও তাদের এই নোংরা কাজ করে চলেছে।

এসকানডারী ঃ ইরানেও প্রগতিশীল আন্দোলন, প্রধানত আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কৌশল ব্যবহার করা হয়। হাজার হাজার গণতন্ত্রী কারাগারে আছেন। কমিউনিস্টদের বিশেষ করে কঠোর অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। এবং শাহ সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি তাদেরকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে চান না। তারা সাধারণ কয়েদী হিসাবে পরিগণিত হয়। সরকারভাবে হত্যা করাটা খুব সাধারণ। শাসকেরা প্রতিবাদের প্রতিটি চিহ্নকে দমন করতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের উপাদানসমূহ

বিলেন ঃ প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের প্রধান স্তম্ভ কমিউনিজম-বিরোধিতা এর অন্যান্য দিকগুলোর সাথে গভীরভাবে যুক্ত ঃ সর্বপ্রথম সোভিয়েত-বিরোধিতা, এবং সংস্কারবাদ; উগ্র জাত্যভিমান ও জাতিবিদ্বেষ; এ সবের উদ্দেশ্য হল জনগণকে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা।

এসকানডারী ঃ ঠিকই বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইরানীয় বুর্জোয়ারা 'মহান সভ্যতার' ধারণাটির সমর্থনের জন্য ঢাক পেটাচ্ছে। এই ধারণা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্র, আমাদের দেশের ইতিহাসকে আত্মপ্রয়োজন-উদ্দেশ্যের আলোতে, আদর্শবাদের আলোতে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাচীন পরাক্রমশালী ইরানীয় সাম্রাজ্যকে শুধুমাত্র মহিমান্বিত করাই নয়, বর্তমান অবস্থানেও 'পবিত্র' হিসাবে দেখানো এবং বর্তমান রাজত্বের সংস্কারগুলিকে মতাদর্শগতভাবে প্রমাণ করা। এই সমস্ত সংস্কার, শাহের ভাষায়, 'মহান সভ্যতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে'—অবশ্য পুঁজিবাদী ভিত্তির উপর। বুর্জোয়ারা, বিশেষ করে, শিল্পপতিরা এই সব সংস্কারগুলিকে খাঁটি গণবিপ্লবের বিকল্প

বলে মনে করে। ইরানীয় রাষ্ট্র-পূজা যার ২,৫০০ বার্ষিকী সম্প্রতি উদযাপিত হল বুর্জোয়াদের উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা বৃদ্ধি করার জন্য প্রযুক্ত ও আমাদের সংখ্যাল্প জাতিগুলিকে শোষণ করাটাকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত।

আজারবাইজেনীয়, তুর্কমেনীয়, কুর্দ, বেলুচী ও অন্যান্য জাতিগুলির বিরুদ্ধে নিযুক্ত জাতীয়তাবাদ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্বেত বিপ্লব তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করে নাই। তাদের নিজেদের ভাগ্য তৈরি করার, তাদের বিদ্যালয় রাখার, বা তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশসাধন করার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। বুর্জোয়ারা দাবি করে যে জনসংখ্যা সমস্তই ইরানীয় এবং পৃথক ভাষা বা সংস্কৃতিসহ অন্য কোনো জাতি নেই। এই বৃহৎ শক্তির জাত্যভিমানী যুক্তি অনুযায়ী স্বাধীন ভাষাসমূহকে যেমন কুর্দিশ ও বেলুচী, সরকারি পারসী ভাষার ডায়ালেক্ট হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

বিলেন ঃ এ হল পরিচিত কৌশল। তুরস্কেও বুর্জোয়ারা দাবি করে যে তুর্কীরা হল উন্নত জাতি; আর কুর্দসরা হল শুধুমাত্র এক 'প্রকার' শ্রেণী, যদিও তাদের নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা আছে। এই সব মতবাদ বিদ্যালয়গুলিতে, এবং বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে ও সরকারি অফিসগুলিতে প্রবেশ করানো হয়। এবং জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের প্রতিটি প্রকাশকে শাসকগোষ্ঠী 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র' হিসাবে বর্ণিত করে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাত্যভিমান সবসময় প্যান-তার্কিসিমের[১] মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শে পরিণত হয়। চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ একবার এই মতবাদ ব্যবহার করেছিল, কারণ তারা তুরস্কের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে, যেখানে তুর্কী ভাষাভাষী লোকেরা বাস করে, দখল করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, প্যান-তুর্কীবাদীরা উগ্র জাত্যভিমানী প্রচার চালিয়েছিল এবং সোভিয়েত অঞ্চলগুলি দখল করার উপর জোর দিয়েছিল। তারা জার্মান ফ্যাসিস্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এবং আসলে ছিল নাৎসীদের দালাল। যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ ও সি. আই. এ. চরম জাত্যভিমানী দলগুলির প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উৎসাহ যোগায় এবং তাদের সোভিয়েত-বিরোধী উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করার জন্য ফ্যাসিবাদী অংশগুলিকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে নাই। তুরস্ক ও সোভিয়েতের সরকারি সম্পর্ক দৃশ্যত উন্নত হলেও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার চলছে এই কথা সম্ভবত ইরানের ক্ষেত্রেও সত্য।

এসকানডারী ঃ হ্যাঁ, আমাদের দেশেও সোভিয়েত-বিরোধী দলগুলি এখনও প্রভাবশালী। মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মান ক্রমশ বাড়ার ফলে তারা বিচলিত। ইরানের প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী, কমিউনিস্টদের, যারা বিরোধিতা করে, তারাও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে; তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার সাম্রাজ্যের সাথে এক করে দেখে এবং সম্প্রসারণবাদের অভিযুক্ত করে। যে আসল সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বৃহৎ বুর্জোয়াদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কে রয়েছে তাদের আড়াল করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা 'লাল সাম্রাজ্যবাদের' গল্প প্রচার করে। পুরোহিতবর্গও এই কমিউনিস্ট-বিরোধী ঐকতানে কণ্ঠ মেলায়। এটা সত্য যে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংস্কারগুলির পরে এর রক্ষণশীল অংশের প্রভাব কমে গেছে। এই রক্ষণশীল অংশ যারা বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিক ছিল, ৬ষ্ঠ দশকের প্রথম দিকের শ্বেত বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল এবং ফলে শাহের বিরাগভাজন হয়। ধর্মীয় নেতারা পর্যন্ত কারাবদ্ধ হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল যে তারা শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে। কিন্তু তারা এখনও বিপ্লবী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সক্রিয় মিত্র।

বিলেন ঃ মনে হয় যে তুরস্কে এ ধরনের কিছু নেই। কয়েক দশক আগে তুরস্ককে ধর্মানরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু যত তাদের মতাদর্শগত প্রভাব কমছে, তত বেশি করে শোষক শ্রেণীগুলি ধর্মের উপর নির্ভর করছে। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ, উগ্রজাত্যাভিমান ও জাতিবিদ্বেষ এর সাথে একত্রে ধর্মীয় ধারণাগুলো কমিউনিজম-বিরোধিতার প্রয়োজনীয় উপাদান। শোষকদের স্বার্থে ব্যবহৃত কমিউনিস্ট-বিরোধী মতবাদের উদ্দেশ্য হল প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার রোধ করা।

সত্যের পথে

এসকানডারী ঃ প্রাচ্য দেশগুলিতে কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বিশেষ করে কঠিন। এবং ইরানও কোনো ব্যতিক্রম নয়। তথাপি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র চিরদিনের মতো জনগণকে মতাদর্শগত দাসত্বে বেঁধে রাখতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলি জনগণের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেছে। এর কৃতিত্ব আমাদের পার্টির প্রাপ্য। অত্যন্ত কঠোর অবস্থার মধ্যে গোপনে কাজ করে পার্টি জনগণকে সচেতন করছে, অগ্রসর আদর্শের প্রতি তাদের শিক্ষিততম অংশকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে, এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শগত প্রচার, ধারণা ও শ্লোগানের মুখোশ খুলে দিচ্ছে।

বিলেন ঃ তুরস্কেও জনগণ সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

---

১ প্যান-তার্কিসিম—একটা আগ্রাসী জাতিবিদ্বেষ-সম্পর্কিত মতবাদ যার মানে হল যে তুর্কী-ভাষাভাষী লোকেরা একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত।

বৈধ ও অবৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে কমিউনিস্টরা জনগণের কাছে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সত্য কথা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন অনুগামীও তারা পাচ্ছে। বর্তমানে তুরস্কের শ্রমিকরা পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে তাদের ভাইদের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত (তুরস্কের প্রায় এক মিলিয়ন শ্রমিক সেখানে চাকুরি পেয়েছে; এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র, পত্রিকা আছে এবং তারা তাদের অধিকারসমূহের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে), এবং এই ঘটনা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রসারে সাহায্য করছে।

গত দশ বছরে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছে। প্রায়ই এইসব স্তরের জনগণ শোষণের বিরুদ্ধে, জাতীয় নির্যাতন, সরকারি অপব্যবহার, আগ্রাসী নাটো গোষ্ঠীতে তুরস্কের অন্তর্ভুক্তি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে একত্রে চলে। ছাত্ররা কৃষক ও শহরের দরিদ্রদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালায়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায়ই তাদের ক্লাস বয়কট করে।

এসকানডারী ঃ হ্যাঁ, সমস্ত প্রাচ্য দেশগুলিতে যুবকেরা আরো আমূল সংস্কার চাইছে। আমাদের দেশে তরুণ বুদ্ধিজীবীরা সাধারণভাবে বর্তমান ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। ছাত্ররা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত। আমূল সংস্কারমুখিন যুবকদের মতে ইরানের পথ পুঁজিবাদী শিল্পায়নের সাথে কম যুক্ত এবং এই ধরনের বিকাশের ফলে সৃষ্ট সামাজিক কুফলগুলির সাথে আরো অনেক বেশি যুক্ত ঃ পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, নির্যাতিত শ্রেণীগুলির অধিকারহীনতা, সাম্রাজ্যবাদের সাথে দেশের সহযোগিতা, ও সর্বশেষে পাশবিক রাজনৈতিক অত্যাচার। সুতরাং এটা আশ্চর্যের নয় যে অনেক জাতীয়তাবাদী যুবক উত্তরের জন্য মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকছে।

কয়েক মাস আগে মোসাদ্দেকের[১] একজন অনুগামী আমাকে বলেছিলেন যে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর সহযোগীরা মার্ক্সবাদী রচনাগুলি অনুবাদ করছেন। যদিও আমি এর গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করতে ইচ্ছুক নই, তবুও এই ঘটনা সমাজতন্ত্রের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের আগ্রহ ও তাদের বিবর্তনের অকাট্য নজির।

বিরোধী দলগুলি গড়ে উঠছে। যদিও এদের ধর্মবিশ্বাস আছে, তবুও এরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মুসলিম মার্ক্সবাদী নামে পরিচিত একদল যুবক গত বছরে বন্দী হয়েছিলেন। নিম্ন সম্প্রদায় পুরোহিতদের মধ্যেও দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা প্রসারিত হচ্ছে। এরা প্রধানত পাতিবুর্জোয়া থেকে আগত।

দেশপ্রেমিক বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ সবের উৎস হল মাওবাদীরা। মাওবাদীদের প্রচারের ফলে বিপ্লবী যুবকেরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত করে, যার স্বাভাবিক পরিণতি হল নতুন ও অধিকতর সরকারি পাশবিক নির্যাতন ও নতুন কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের সূচনা। সত্যিই, উগ্র বামপন্থী কৌশলের অভিশাপ বোঝা যেতে শুরু করেছে। এবং যেসব জাতীয়তাবাদীরা সাময়িকভাবে মাওবাদের প্রভাবাধীন ছিল তারাও এটা বুঝতে শুরু করেছেন। আমাদের পার্টি তাদেরকে তাদের আচরণ বুঝতে সাহায্য করেছে। যতদূর আমি জানি তুরস্কেও মাওবাদীরা যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

বিলেন ঃ হ্যাঁ, শত শত যুবক 'বন্দুকই শক্তির উৎস' মাওবাদী শ্লোগানের প্রভাবে পড়েছে। কমিউনিস্টরা এই সব কৌশলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। উগ্র বামপন্থী কার্যকলাপ সাফল্য লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র জনগণকে অত্যন্ত কষ্ট করে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কার ও সোভিয়েত-বিরোধিতা নির্মূল করার মাধ্যমে সাফল্য আসে। আমাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক, কারিগর ও কর্মচারীদের চেতনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারের প্রতি তাদের বিশ্বাস শিথিল হয়েছে।

এসকানডারী ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উদাহরণ, আমি নিশ্চিত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সোভিয়েত ইউনিয়ন বারবার প্রমাণ করেছে যে সে হল আমাদের জনগণের খাঁটি বন্ধু ও মিত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা বলেছিল যে ইরানের নিজস্ব কোনো লৌহ ও ইস্পাত শিল্প থাকতে পারে না, কারণ তার লৌহভাণ্ডার প্রচুর নয়। কিন্তু সোভিয়েত খনিজ বিশেষজ্ঞরা বিশাল আকরিক ভাণ্ডার বার করেছে। সোভিয়েত সহযোগিতায় নির্মিত ইস্পাহান লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য শিল্প কাজ করছে। 'লাল সাম্রাজ্যবাদ'-এর গল্প তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। ইরানীয়রা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্ব দৃঢ় করে।

বিলেন ঃ সোভিয়েত সাহায্যে তুরস্কে স্থাপিত শিল্প-পরিকল্পনাগুলি বেকার ও শিক্ষিত কারিগর তৈরি করার সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, এবং একটি তৈল-শোধনাগার ও অন্যান্য পরিকল্পনা সোভিয়েত সহায়তায় তৈরি হচ্ছে। তুর্কী শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদ

১ একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি পঞ্চাশ দশকের প্রথম ভাগে ইরানের তেলের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন ⊥

এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্পর্ক কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কার দূর করতে ভীষণভাবে সাহায্য করছে। আমাদের জনগণ সোভিয়েত জনগণের গভীর গণতন্ত্রপ্রিয়তা ও খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যক্ষ করছে। একবার সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার বা তৈলকর্মী তুরস্কের একটা গ্রাম পরিদর্শন করেছিল; প্রতিক্রিয়াশীলেরা আর আদিম মিথ্যা প্রচার করতে পারে নি যে 'রাশিয়ার একজন কমিউনিস্ট এসে তুর্কীর স্ত্রী, বাড়ি ও জমি নিয়ে যাবে।' জনগণ শিখছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বৈদেশিক নীতি হল উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের স্বার্থকে শ্রদ্ধা করা ও তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে আমরা এ থেকে উপকৃত হই।

এসকানডারী ঃ আমরাও হই। মিথ্যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হল তথ্য। তথ্যের চাপে কমিউনিজম-বিরোধিতা পিছু হটছে। কিন্তু সামনের যুদ্ধ এখনও দীর্ঘ ও কঠিন হবে।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্কটের পশ্চাতে

বেট্টি সিনক্লেয়ার
জাতীয় কার্যনির্বাহক সদস্য, আয়ার্ল্যাণ্ডের
কমিউনিস্ট পার্টি

গত পাঁচ বছরে বৃটিশ শাসকবর্গ সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকারের জন্য এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানের জন্য আন্দোলন দমন করতে সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা করেছে। প্রদেশটিতে সৈন্য পাঠানো হয়, জরুরী পরিস্থিতি চাপানো হয় এবং তার সঙ্গে চলে বিনা বিচারে অথবা সঙ্গত অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই অন্তরীণ করার এক প্রণালী যার মধ্যে নির্বাসন থেকে বন্দী-শিবির অবধি পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।

অবশ্য লণ্ডন কর্তৃপক্ষ ঐ সঙ্গেই কিছু কিছু কনসেশন দিতেও সিদ্ধান্ত করে।

ডাবলিনের কোয়ালিশন সরকার এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যপন্থী দলগুলি, যথা ইউনিয়নিস্ট পার্টি, তখন যার নেতা ছিলেন ব্রায়ান ফকনার, জেরাড ফিট পরিচালিত সোশ্যাল ডেমক্রাটিক এ্যাণ্ড লেবার পার্টি (সুলফ) এবং অলিভার ন্যাপিয়ার পরিচালিত এ্যালায়েন্স পার্টির সহযোগিতায় হীথ পরিচালিত রক্ষণশীল সরকার ১৯৭৩ সালের ৫ ডিসেম্বরে সানিংডেইলে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য এক প্ল্যানের উদ্ভাবন করে।

প্রধান প্রস্তাবনাদি ছিল, একটি আইনসভা এবং একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা গঠন করে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে "ক্ষমতার শরিকানার" ব্যবস্থা করা এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের পরিষদ গঠন করে তাতে লণ্ডন ও ডাবলিনের সরকার দুটিকে এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আইনসভাকেও শামিল করা। ধারণা ছিল, দ্বিখণ্ডিত আয়ার্ল্যাণ্ডের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ বাড়ানো।

আয়ার্ল্যাণ্ডের পরিষদকে "আইরিশ আয়তনের" প্রতি কনসেশন বলে লণ্ডন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলেও যে-ঐক্যবদ্ধ আয়ার্ল্যাণ্ড সমগ্র আইরিশ শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীস্বার্থসমূহ রক্ষা করা ও বাড়াবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার অবস্থাদি সৃষ্টি করতে পারত তার ব্যবস্থা না করায় তা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল বৃটিশ মনোপলি পুঁজি এবং আইরিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থসাধনের একটি ব্যবস্থা। এমনি করেই আশা করা হয়েছিল যে, শ্রমিকশ্রেণী ধর্মীয় লাইনে বিভক্ত থাকবে এবং পরিপূরকরূপে দক্ষিণাঞ্চলেও থাকবে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ।

সানিংডেইল আলোচনায় চরমপন্থী ইউনিয়নিস্টদের যে তিনটা পার্টি পুরাপুরি ধর্মীয় বৈষম্য, আইরিশ বিরোধিতা এবং শ্রমিক-বিরোধিতার নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং আছে সেগুলির প্রতিনিধিরা ছিলেন অনুপস্থিত। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আইনসভার প্রথম দিনের অধিবেশন থেকেই তাদের মূলনীতি ছিল ঐ আইনসভার অবসান ঘটানো এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের পরিষদ গঠন করতে না দেওয়া। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের কার্যনির্বাহক গঠনের ব্যাপারে তারা কোনো কিছু করতেই অস্বীকার করেন।

কার্যনির্বাহক গঠন করাটাই একটা দুঃসাধ্য কাজ হয়ে ওঠে। শেষাবধি ব্রায়ান ফকনার মুখ্য কার্যনির্বাহক নিযুক্ত হন।

সানিংডেইল বৈঠকের শরিক তিনটা পার্টির অন্যরা বিভাগীয় কার্য-নির্বাহক নিযুক্ত হন—যেগুলি পুরানো যে-স্টোরমেন্টকে (পার্লামেন্ট) লণ্ডন কর্তৃপক্ষ ১৯৭২-এর মার্চ মাসে ভেঙে দিয়েছিল তার বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরেরই কমবেশি অনুরূপ ছিল। তথাকথিত ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট স্বার্থসমূহের ভিত্তিতে "ক্ষমতার শরিকানার" একটি যুগারম্ভের জন্য সবকিছুই সাজানো হয়েছিল। পরিকল্পনাগুলি বৃটিশ রক্ষণশীল সরকারের দ্বারা রচিত হলেও তাতে বৃটিশ লেবার এবং লিবারেল পার্টিগুলিরও ছিল সম্মতি—যে পরিকল্পনাগুলি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সেক্রেটারি অব স্টেট এবং ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিয়েছিল। লণ্ডন কর্তৃপক্ষের এই কনসেশনগুলি, যেগুলি যতটা না বাস্তব তার চেয়েও বেশি প্রতীকস্থানীয়, সেগুলিও প্রটেস্টান্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের অনমনীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, তারা এগুলিকেও তাদের বিশেষ সুবিধাদির পক্ষে বিপদরূপে দেখেছিল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ বৃটিশ খনি-শ্রমিক এবং বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে দেশের কাছে গেলেন, তারই কথায় "কে বৃটেন শাসন করবে" এ প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে। নির্বাচনী লড়াইয়ে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডও জড়িয়ে পড়ে, কারণ ওয়েস্টমিনিস্টারে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ১২টি আসন আছে। সংযুক্ত আলস্টার ইউনিয়নিস্ট কাউন্সিলের পতাকাতলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একত্রিত হয় এবং "সানিংডেইল হল ডাবলিন যাবার রাস্তা" এই রণধ্বনি নিয়ে নির্বাচন লড়ে ১২টির মধ্যে ১১টি আসনই জয় করে।

হীথ সরকার লেবার পার্টির কাছে হেরে যায় এবং উইলসন প্রধানমন্ত্রী হন। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে পূর্বোক্ত ব্যক্তির রেকর্ড শোচনীয়। সংবাদপত্রে রক্ষণশীল মূলনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে এবং তার বিশদ বিবরণ অনুধাবনের প্রয়োজন নেই; কিন্তু প্রধান বিষয়গুলির কয়েকটির কথা উল্লেখ করা দরকার। ওয়েস্টমিনিস্টার উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সংবিধান আইন নামের একটি আইন গ্রহণ করেছিল। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর শক্তি সর্বোচ্চে ২০ হাজারে তোলা হয় এবং কমিয়ে সাড়ে পনের হাজারে স্থিতিশীল করা হয়। বৃটিশ সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করে আলস্টার প্রতিরক্ষা রেজিমেন্ট, রয়্যাল আলস্টার কনস্টেবুলারি এবং রিজার্ভ পুলিসবাহিনী। "শান্তিরক্ষক বাহিনী" রূপে জাহির করা হলেও তা ক্যাথলিক জনগণের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সন্ত্রাস বন্ধ করে নি। তার ফলেই অস্থায়ী আই. আর. এ. প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত হয়।

ঐ কালপর্যায়ে বৃটিশ লেবার পার্টি নেতারা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে রক্ষণশীল পার্টির পলিসিসমূহকে পুরাপুরি অনুমোদন করেছিলেন। এটা অবশ্যই ছিল "দু-পার্টির নীতি" এবং তাকে অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করা হয়েছিল। ফলে ওয়েস্টমিনিস্টারে এবং বহুল পরিমাণে গোটা বৃটেনে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির কোনো কার্যকর বক্তব্য বলার স্থান রইল না। একমাত্র বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানাল। একথা সত্য যে, তাদের ১৯৭২-এর সম্মেলনে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সর্বসম্মতিতে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য একটি অধিকারেয় সনদ গ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু টি. ইউ. সি. জেনারেল কাউন্সিল বা বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য যৎসামান্য বা প্রায় কোনো চেষ্টাই করেন নি, যদিও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদের ৮৫ শতাংশ তাদেরই সদস্য। বেদনাদায়ক ঘটনা হল, ইউনিয়নগুলি সদস্য হারাবে এই ভয়ে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের শক্তিগুলিকে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, আর তারা সেসব সতর্কবাণীতে সামান্যই কান দিয়েছে যে, চরমপন্থীদের তারা ঠিক হারাতেই যাচ্ছে, এমনকি ১৯৭৪-এর মে মাসেও যা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর সিদ্ধান্তমূলক শক্তিসমূহের বিপুল সংখ্যাধিক অংশই প্রটেস্টান্ট, আর সেজন্যই ইউনিয়নিস্ট বা নয়া-ইউনিয়নিস্ট রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন, এই ঘটনাই বহু কর্মকর্তার এ মনোভাবটি স্থির করেছে: "আমরা আমাদের সদস্যদের চেয়ে তো বেশি এগিয়ে যেতে পারি না।"

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যান্য অংশ থেকে কিছুটা পৃথক থেকে যান। কাজেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি, নাগরিক অধিকার সমিতিগুলি, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন ও জনগণের গণ-সংগঠনসমূহের মধ্যে কোনো ঐক্য গড়া হয় নি, অর্থাৎ কোনো কার্যকর ঐক্য হয় নি। ফলে তাদের সত্যিকারের স্বার্থের পরিপন্থী ক্ষতিকর রাজনৈতিক নীতিগুলির খপ্পর থেকে শ্রমিকদের দূরে সরিয়ে আনার জন্য কোনো প্রবল আন্দোলনের বিকাশকে ব্যাহত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্রেইগ, পাইসলি এবং ওয়েস্টের মতো নেতাদের মূল নীতিগুলিই এগিয়ে যেতে পেরেছে, আর এঁরাই হচ্ছেন তথাকথিত আলস্টার শ্রমিক পরিষদের প্রকৃত নেতা।[১]

ওয়েস্টমিনিস্টার সাধারণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ায় চরমপন্থীরা নৈতিক বল লাভ করে, যার ফলে তারা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আইনসভাতে তাদের সেই প্রস্তাব জোরের সঙ্গে চাপাবার চেষ্টা করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে, যাতে ক্ষমতার শরিকানার অবসান ঘটানো হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের পরিষদ বাতিল করা এবং একটি নতুন আইনসভার নির্বাচনের দাবি জানানো হল। যদি

১ মাত্র কিছুদিন আগেও যা কার্যত অপরিচিত ছিল সেই চরম-পন্থী সংস্থাটি গঠন করেছে প্রটেস্টান্ট আধা-সামারক গোষ্ঠী-গুলি, আলস্টার সংরক্ষণ সমিতি এবং আলস্টার মুক্তি-যোদ্ধা বাহিনী।

তাদের এ প্রস্তাব পরাস্ত হয় তাহলে সাধারণ ধর্মঘট করা হবে বলে ঐ অজ্ঞাতপরিচয় ইউ. ডবলিউ. সি. হুমকি দেয়। ১৪ মে তারিখে প্রস্তাব পরাস্ত হয় এবং ঐদিন সন্ধ্যায়ই এক "সাধারণ ধর্মঘটের" ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিকদের পরদিন সকাল থেকে কাজে যোগ না-দিতে বলা হল, প্রধানত বি-বি-সির সাহায্যে, যা চরমপন্থীরা শ্রমিকদের যা যা বলতে চেয়েছিল তার প্রায় সব কথাই প্রচার করল। দুপুর অবধি সশস্ত্র গুণ্ডার দল ফ্যাক্টরিগুলি থেকে প্রতিটি মানুষকে বিতাড়িত করতে, দোকানপাট এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সংস্থা বন্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির শ্রমিকদের জোর করে কাজ থেকে বিতাড়িত করল এবং "ধর্মঘট" যাতে "সফল" হয় সেজন্য বিদ্যুৎ শক্তির অভাবকেই প্রধান হাতিয়ার রূপে কাজে লাগানো হল। শ্রমিকদের ভয় দেখানো হল, তাদের বাড়ি-ঘর চূর্ণ করা হবে বলেও শাসানো হল।

সংক্ষেপে "সাধারণ ধর্মঘট" বাস্তবে ছিল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একটা লক-আউট। কিন্তু তবু লেবার পার্টি সরকার শ্রমিকদের কাজ করার অধিকার রক্ষার জন্য আবেদনাদি করা সত্ত্বেও সৈন্য বাহিনীকে নিয়োগ করতে সামান্যই সাড়া দেবার লক্ষণ দেখাল। তারপর উইলসন বৃটিশ পার্লামেন্টে অস্থায়ী আই. আর. এ. গোষ্ঠীর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধানোর তথাকথিত চক্রান্তের কথা "নাটকীয়ভাবে ফাঁস" করলেন যা তার সেই গোয়েন্দা সূত্রগুলিই আবিষ্কার করেছিল যারা গোটা অর্থনীতিকে অচল করে দেবার জন্য চরমপন্থীরা যে চক্রান্ত করেছিল তা ফাঁস করতে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছিল।

মনে হচ্ছিল যেন একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল যে চরমপন্থীরা প্রটেস্টান্ট অঞ্চলগুলিতে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখবে আর তখনই বৃটিশ সামরিক বাহিনীর দাপট ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক দমনের কাজে থাকবে নিয়োজিত।

১৮ মে তারিখে ৩০০ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির এক সভা হয় এবং তারা জাহাজ-নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে কাজ করার জন্য পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত করেন। পদযাত্রা করে কাজে যাবার সময়ে ফ্যাক্টরিগুলির গেট ছিল তালাবন্ধ এবং চরমপন্থীরা পদযাত্রীদের উপর হল চড়াও।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সংক্রান্ত মন্ত্রী মারলিন রীস বলেন, "ধর্মঘট চলাকালে তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। (ধর্মঘটের গল্পটি জিইয়ে রাখার জন্য উচ্চ কর্তৃপক্ষ কোনো কিছু করতে বাকি রাখেন নি)। আয়ার্ল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরাঞ্চলের কমিটি বলেন, প্রত্যক্ষ শাসক টীমকে অবিলম্বে "পাইসলি, ক্রেইগ, ওয়েস্ট, ইউ-ডবলিউ-সি জোটের একটি ফ্যাশিস্টসন্ত্রাস-জর্জরিত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ক্ষমতা দখলের প্রয়াসের মোকাবেলা করার দায়িত্বের" সম্মুখীন হতেই হবে এবং বিধিসম্মত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থার পক্ষ থেকে যে-নির্ভীক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তাকে সমর্থন করতেই হবে।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকার সমিতি চরমপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতার কোনো রকম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃটিশ সরকারকে "যে-দক্ষিণপন্থী ও সঙ্কীর্ণতাবাদের সুযোগ তারা নেয় তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে" আহ্বান জানায়। প্রত্যুত্তরে বৃটিশ সরকার আয়ার্ল্যাণ্ডের পরিষদকে চার বছরের জন্য হিম ঘরে মজুত রেখে দেয়। লেবার পার্টি সরকারের প্রধান এ কথাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, দু-পার্টির নীতি অর্থাৎ রক্ষণশীল নীতিই চালু থাকবে। তিনি বাতলে দেন যে "এক সমাধান খুঁজে বার করা প্রাদেশিক সরকারের (যা সামর্থ্যহীন—লেখক) উপরই নির্ভর করে। অন্যান্য সদস্য সমেত মুখ্য কার্যনির্বাহক ফকনার পদত্যাগ করেন। বৃটিশ সরকার উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আইনসভা "চার মাসের জন্য" স্থগিত থাকবে বলে ঘোষণা করে যে, আইনসভার সমস্ত পার্টি, যেগুলির মধ্যে ক্রেইগ, পাইসলি এবং ওয়েস্টের পার্টিগুলিও থাকবে, সেগুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবে। বলপূর্বক চাপানো "ধর্মঘট" ১৪ দিন পর, বৃটিশ সরকার চরমপন্থীদের অধিকাংশ দাবি মেনে নেবার পর, প্রত্যাহৃত হল। একমাত্র অবিলম্বে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন করার দাবিটাই থাকে বাকি।

বৃটিশ সরকার চার মাসের প্রত্যক্ষ শাসনের এ টি কালপর্যায় ঘোষণা করে বলে, ঐ সময়ের মধ্যে তারা প্রদেশ শাসনের একটি সূত্রের সন্ধান পাবে বলে আশা রাখে। এটা যথেষ্ট পরিষ্কার: যতদিন পর্যন্ত উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা নির্ভরের ঘাঁটি থাকবে এবং তা বাকি আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি নয়া-উপনিবেশবাদী পলিসি অনুসরণ করবে, ততদিন বৃটিশ মনোপলিগুলি অধিকাংশ জনগণের যুক্তরাজ্য থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার দাবি প্রতিহত করার জন্য যে কোনো দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে না।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি অধিবেশন ডাকা হয়। বিতর্কে রীস এটা স্পষ্ট করে দেন যে বৃটিশ সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বৃটিশ সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করলে এক "রক্তস্নান" ঘটবে এবং "সাম্প্রদায়িক ঝগড়া ও হিংসাত্মক ঘটনাবলী" বৃটেনের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। রীস আরও বলতে থাকেন, এক "নতুন এবং ভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ, এক শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ" উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে উত্থিত হয়েছে এবং তার পিছনে রয়েছে শিল্পপতি, খামার মালিক এবং অসামরিক কর্মচারীর সমর্থন। এটা স্পষ্ট যে বুর্বোঁ রাজবংশের মতোই তিনি কিছুই শেখেন নি, আর কিছুই

ভুলতেও পারেন নি। তিনি ইতিহাস থেকে উপকৃত হন নি এবং তাঁর নিজের দুয়ারে উপস্থিত ফ্যাশিজমকে চিনতেও অসমর্থ। আমরা জানি, প্রটেস্টান্টরা প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছে এবং তার বেশ কিছুটা বিদেশী অর্থে কেনা।

"নতুন ও ভিন্ন ধরনের যে-জাতীয়তাবাদ"এর কথা রীস উল্লেখ করেছেন তা আসলে ১৯২০ সালের সেই "প্রটেস্টান্টদের জন্য প্রটেস্টান্ট পার্লামেন্ট" এবং সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট এক মেকি রাষ্ট্রের পাঁচ লক্ষ রোমান ক্যাথলিক সমেত অন্যান্যরা জাহান্নামে যাক নামক মডেলটারই একটা নতুন সংস্করণ মাত্র। ট্র্যাজেডি হল, রীস এবং লেবার পার্টি সরকার বৃটিশ এবং আইরিশ শ্রমিক-শ্রেণীর চেয়ে বরং বৃটিশ একচেটিয়া সংস্থাগুলির স্বার্থসাধনে অধিকতর ব্যগ্র হতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ফ্যাশিস্ট ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারেন। অধিকন্তু (তারা প্রজাতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট হবেন না) এমন যে কোনো রাজনৈতিক চরিত্রের নেতাদেরই তাঁরা স্বীকার করবেন যারা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে তাদের যে-প্রভূত অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থ রয়েছে তাকে বজায় রাখার পক্ষে এবং যে-আইরিশ প্রজাতন্ত্র বৃটেনের বাণিজ্যাদির তৃতীয় বৃহত্তম ক্রেতা তাকে অব্যাহত রাখার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার রূপে বিবেচিত হবেন।

প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী কসগ্রেভও এই সঙ্কটের জন্য অস্থায়ী আই-আর-এ-কেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি প্রটেস্টান্ট চরমপন্থী এবং ঘাতক বাহিনীগুলি সম্পর্কে প্রায় কোনো কথাই বলেন নি। দমনপীড়ন যাদের বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে তার সেই সমধর্মীদের প্রতি তিনি সামান্যই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। যাঁরা ধর্মীয় বৈষম্যের মধ্যে "ব্যাখ্যা" খুঁজতে চান তাঁদের আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের উপর একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাঁরা প্রত্যক্ষ করবেন, সেখানে যারা প্রতিষ্ঠাবান, যাদের প্রত্যেকেই উত্তম ক্যাথলিক বলে গণ্য, উত্তরাঞ্চলে সংগ্রামরত অগ্রণী ক্যাথলিকদের চেয়ে চরমপন্থীদের সঙ্গেই তাদের অনেক বেশি অভিন্নতা দেখা যায়।

গোটা দেশের আইরিশ শ্রমিকশ্রেণীকে চিরতরে ঐক্যহীন অবস্থায় রেখে তাদের মুনাফা সংরক্ষিত করতে বৃটিশ এবং আইরিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর যৌথ স্বার্থ রয়েছে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই.) সহকারি জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীজেমস স্টুয়ার্ট পার্টির উত্তরাঞ্চলে মুখপত্র 'ইউনিটি'তে লিখেছেন: "এই নতুন সঙ্কট চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে বৃটিশ সরকারগুলির নীতি হল সামগ্রিক ও সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয়কর। যখন বিরোধী পক্ষে ছিল তখন রক্ষণশীল সরকারের যে-নীতিকে অনুমোদন করেছিল এখনও সেই অপদস্থ নীতিই লেবার পার্টি চালিয়ে যাচ্ছে—এমন একটি নীতি যে, তা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জনগণের গণতান্ত্রিক পরিপ্রকাশকেই অস্বীকার করে। এভাবেই তারা চরম দক্ষিণ-পন্থীদের তৎপরতার ভিত্তি যুগিয়েছে…।" লক-আউটকে ধর্মঘট এবং ইউ-ডবলিউ-সি ও ইউ-ডি-এ সংস্থার কার্যকলাপকে শ্রমিক-শ্রেণীর গণ-সংগ্রামরূপে চিত্রিত করে মনে হয়, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সমেত সমস্ত গণ-তৎপরতাকে হতমান করাই লেবার-পার্টি সরকারের লক্ষ্য এবং এভাবে তারা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জনগণকে সমস্ত রকমের গণ-সংগ্রাম বর্জন করতে সম্মত করাতে চায়। স্টুয়ার্ট হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে এ ধরনের খেলাতে শ্রমিক, খামার-মালিক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জীবন ও জীবিকাকে নিয়ে এবং প্রজাতন্ত্র এবং যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়েও খেলা করা হচ্ছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের লেবার পার্টির যেসব ব্যক্তি চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সমঝওতা করতে চান তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন: "প্রকৃত সত্য হল ফ্যাশিজমের সঙ্গে আপনারা কোনো আপোস রফায় আসতে পারবেন না…, এখন কিছু পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে…কিন্তু ভবিষ্যতে সে সমগ্রটাই দাবি করবে।…মিউনিকের কথা কখনও ভোলা উচিত হবে না।"

বৃটিশ এবং আইরিশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ শক্তিসমূহকে এই নিশ্চয়তার সৃষ্টি করতে হবে যে ওয়েস্ট-মিনিস্টার সরকার একটি অধিকারের সনদ আইনে পরিণত করবে, অন্তরীণ করা ও জরুরি ক্ষমতার অবসান ঘটাবে, উত্তরের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করবে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকালের প্রশ্রয় এবং সেখানকার সামাজিক সমস্যাদি সম্পর্কে উপেক্ষার যুক্তিযুক্ত ফলশ্রুতি হল উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে চরমপন্থীদের অত্যাচার। যতদিন এসব সমস্যা অমীমাংসিত থাকবে ততদিন পরিস্থিতি বিপজ্জনক জটিলতাসঙ্কুল থাকবে। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "যদি বৃটেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের সমগ্র জনগণের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক অবস্থাদি সৃষ্টির দায়দায়িত্ব পালন না-করে তাহলে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা স্বাভাবিক করা এবং হিংসাত্মক তৎপরতার অবসান ঘটানো অসম্ভব।"

কমিউনিস্ট যোদ্ধা

"প্রথম সামরিক আদালত আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্বে এবং আপীল কোর্ট দণ্ড কমিয়ে দেওয়ার পর, আমাদের কারা-রক্ষীরা চেষ্টা করল আমাদের অনুতপ্ত করতে অথবা, তারা যেভাবে বলে, পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমরা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় বর্জন করার চেয়ে বরং মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলাম।"

জুলাই সংখ্যা **ডবলু. এম. আর.**-এ প্রকাশিত একজন বন্দীর চিঠি (আমরা লড়াই করে চলেছি) থেকে এই কটি ছত্র নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই চিঠিতে ছদ্মনাম কাভের স্বাক্ষর ছিল। আমরা এখন লেখকের নাম উদ্ধার করতে পেরেছি। কয়েকদিন আগে আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে শুনলাম যে ইরানের পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পারভিজ হেকমতজু জেলে তাঁর নির্জন কক্ষে রাজনীতিক হত্যাকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। জল্লাদবাহিনী পরিচালিত ঐ জেল কক্ষকে রাজ-বন্দীদের জন্য এক নরক বিশেষ বলে তিনি বর্ণনা করেছিলেন।

হেকমতজু ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং যৌবনেই নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যোগ দেন। সামরিক স্কুলে ভর্তি হয়ে এবং পরে বিমানবাহিনীর স্কুলে তিনি গোপন বিপ্লবী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইরানের পিপল্‌স পার্টিতে যোগ দেন। বিমান বাহিনীতে তাঁর কার্যকালে তিনি অফিসার ও বাহিনীর লোকেদের মধ্যে প্রচার চালান। ১৯৫৩ সালের অগস্টে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হন। ফিরে এলে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হয়। ঐ দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হল।

হেকমতজুর কারারক্ষীর জোর করে তাঁকে তাঁর বিশ্বাস ও পার্টি ত্যাগ করাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর চিঠিতে লেখা প্রতিজ্ঞার প্রতি অনুগত রইলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। কিন্তু তাঁকে কারারক্ষীরা একটি নির্জন কক্ষে রাখল এবং চিকিৎসার সুযোগ দিতে অস্বীকার করল। **সবক** (রাজনীতিক পুলিস) তাঁর স্ত্রীকে জেলে তাঁকে দেখবার সুযোগ দিল না। তাঁকে হত্যা করার সামান্য কয়েকদিন আগে তাঁকে (স্ত্রীকে) দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পুলিস হেকমতজুর মৃতদেহ তাঁর মাকে দিতে অস্বীকার করল।

পি. পি. আই. কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বলল—শাহ্‌রাজত্বের জল্লাদরা পার্টি, স্ত্রী ও দুটি শিশু, বোন ও দীর্ঘ দুর্দশাগ্রস্তা বৃদ্ধা মা-কে একজন যোদ্ধা ও প্রকৃত বন্ধু, একজন প্রিয় স্বামী ও পিতা, একজন দরদী ভাই ও একজন কৃতজ্ঞ সন্তান থেকে বঞ্চিত করল। যেখানে কারাগারে হেকমতজুর সহবাসীদের আইনবলে সুরক্ষিত থাকার কথা সেখানে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা এই রাজত্বের জন-বিরোধী চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করে।

ইতিহাস রচিত হচ্ছে

একটি ভাষ্য

"এই মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত সমাজ-আর্থনীতিক বিষয়টি হল : আসন্ন বিপর্যয় এবং আমাদের পরিচিত সভ্যতার বিলুপ্তি।"—এই কথা দিয়েই আমেরিকান কলামিস্ট লিওনার্ড সিল্কের "বিশ্বব্যাপী মন্দা" শীর্ষক ভাষ্যটির শুরু। মাত্র অল্প কিছু দিন আগে **নিউ ইয়র্ক টাইমস**-এ তাঁর এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি সেই সমস্ত আমেরিকান বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাঁরা তিরিশের দশকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিপর্যয়কারী মন্দার অনুরূপ আর একটি মন্দার ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বিশ্বপরিসরে "ক্রমবর্ধমান বীতস্পৃহা এবং তার অনুসৃত পথটির প্রতি অনীহা"র প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ আমেরিকার সাধারণ মানুষ নিঃসঙ্গতাবাদের দিকে ঝুঁকছেন। এর থেকে পরিত্রাণের পথ সম্পর্কে মিঃ সিল্কের সিদ্ধান্ত : সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপদগুলো সম্পর্কে একটা ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে, যদিও "এমন একটা কর্মসূচীর স্বরূপ, রীতিনীতি বা প্রণালীটি কি হবে এবং কে বা কারা এটিকে সংগঠিত করবেন বা নেতৃত্ব দেবেন সে সম্পর্কে কিছু বলা কষ্টসাধ্য।"

আলোচ্য লেখাটিতে যে-পরিমাণ নৈরাশ্যবাদের অভিব্যক্তি ঘটেছে তা মাত্রার দিক থেকে পরিস্থিতির গুণগত বাস্তবতার চেয়েও বেশি : কারণ পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা এখনো নিঃশেষিত হয় নি, তার ভেতরে "ঐক্যবদ্ধ" হওয়ার ঝোঁক বা প্রবণতাটিও লোপ পেয়েছে এমন কথা বলা চলে না। মিঃ সিল্কের এবংবিধ একটি বিষণ্ণ বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা বিচার আমাদের উদ্দেশ্য না হলেও একটি মন্তব্য অবশ্যই প্রাসঙ্গিক : অন্যান্য অনেক বুর্জোয়া লেখকদের মতো মিঃ সিল্কের চোখেও সমগ্র মানবজাতি এবং পুঁজিবাদী দুনিয়া একাকার। অথচ তথাকথিত ভয়ানক পরিস্থিতিটির ব্যাপ্তি কোনোক্রমেই বিশ্বব্যাপী নয়—মন্দা, নিঃসঙ্গতাবাদ বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর অনুপস্থিতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অগ্রগতিকে পরিবেষ্টিত ও ব্যাহত করতে পারে না। সিল্কের লেখাটি যখন প্রকাশিত হয় ঠিক সেই সময়েই সোফিয়াতে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষদের (সি. এম. ই. এ.) ২৮-তম অধিবেশন বসেছিল এবং ঐ অধিবেশন থেকেই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমস্যাবলী সমাধানের পথ আছে এবং ঐ পথটি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সুপরীক্ষিত।

তিনটি উপমহাদেশ থেকে যে ১০টি সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দেশগুলো হল ৯টি সদস্যরাষ্ট্র (বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, জি.ডি.আর, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং ইউ. এস. এস. আর.) এবং সি. এম. ই. এ-র সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ যুগোস্লাভিয়া। ন-টি দেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঐ দেশগুলির সরকার-প্রধানেরা আর একটি দেশের (কিউবা) প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেই দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী—এবং একমাত্র এই ঘটনা থেকেই অধিবেশনটির যথার্থ তাৎপর্য অনুমেয়। অধিবেশনের ফলাফলকে এক কথায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করলে কোনো ভুল হয় না। সমসাময়িক সহযোগিতার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সি.এম.ই.এ-র ২৫-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনকারী এই জয়ন্তী অধিবেশনটিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে এমন সমস্ত দলিল যা ঐ অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে—এই দুটি বিষয়ের বিচারেই অধিবেশনটির সাফল্যের গুরুত্বটি প্রতিভাত হয়। "সংবাদ পরিবেশনে স্বাধীনতার বড়াই করে যে-বুর্জোয়া প্রেস তারাও কিন্তু এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের সংবাদটি বেমালুম চেপে গেলেন। লণ্ডনের **ইকনমিস্ট** পত্রিকাটি নিজের নিরপেক্ষতার জন্য গর্ব অনুভব করে থাকে, অথচ সেই পত্রিকাটি পর্যন্ত এই সংবাদ সম্পর্কে নীরব ভূমিকা পালন করল। আসলে এই সংবাদটি ছিল বুর্জোয়াদের প্রচারাভিযানের পরিপন্থী, কারণ পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দুনিয়ার সহযোগিতা সম্পর্কে কাগজগুলোতে বুর্জোয়ারা এতদিন যা বলে এসেছেন উক্ত সংবাদটি স্পষ্টতই তার বিরুদ্ধ বক্তব্য হয়ে দাঁড়াত।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো যুদ্ধপরবর্তীকালে সহযোগিতা শুরু করেছিল অনুকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ভাণ্ডারটি যেমন ছিল সমৃদ্ধ তেমনি ছিল পারস্পরিক যোগসূত্রের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। তারা সহযোগিতার ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করত সেই সমস্ত শুল্ক ও ঋণদান ব্যবস্থাবলী দ্বারা যা সাধারণভাবে সহযোগিতাকামী দেশগুলোর সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। অর্থনীতির ব্যাপক রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া বিধিনিয়ন্ত্রণ প্রথাবদ্ধ বাণিজ্যিক রূপগুলির বিকাশসাধনের ভিত্তি তৈরি করেছে এবং ঐ রূপগুলিই পরে নিজেকে এক অধিকতর

জটিল শিল্প-সম্পর্কসমূহ এবং অর্থনৈতিক সংহতিতে রূপান্তরিত করেছে।

একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত কতকগুলো পুঁজিবাদী দেশ উৎপাদিকা শক্তির আন্তর্জাতিকীকরণের বৈষয়িক প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা পশ্চিম ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সাফল্যে এত উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন যে তাঁরা শুধুমাত্র আশু রাজনৈতিক সংহতির ভবিষ্যদ্বাণী করেই ক্ষান্ত হলেন না, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর পরস্পরের ভেতরে যে-দ্বন্দ্ব বিদ্যমান সেই দ্বন্দ্বের নিরসন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও শোনা গেল তাদের মুখ থেকে। অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে যে-বিকাশ তাকেই একটি নতুন ঐতিহাসিক আয়তনে উপস্থাপিত করা হতে লাগল।

কিন্তু আজকে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বিধি-নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট—এর গণ্ডিটি যথার্থই সঙ্কীর্ণ। পুঁজিবাদ এই রকম সঙ্কটের আবর্তে পড়েছে কদাচিৎ। সেখানে অতি-উৎপাদনের পাশাপাশি আছে উৎপাদনের নিচু হার। বদ্ধাবস্থাকে (Stagnation) মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) উপর আরোপ করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য সমন্বিত একটি কুৎসিত সঙ্কর শব্দ "স্ট্যাগ্‌ফ্লেশন্"-এর সৃষ্টি হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বসমূহ এবং সংহতি-বিরোধী কথাবার্তা এখন বেশি বেশি করে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পাচ্ছে।

আর্থিক সঙ্কট: পুঁজিবাদের জন্য একটা নতুন আর্থিক ব্যবস্থা খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টায় দু-বছর ধরে গলদঘর্ম হবার পর অবশেষে "বিশ জনের কমিটি" (অর্থমন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত) নিজেদের বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করল।

তেল সঙ্কট: কাঁচামালের যোগানদার দেশগুলোর অধিকাংশের ক্রমবর্ধমান ঐক্য এবং বিপরীত দিক থেকে ঐ ঐক্যকে প্রতিহত করার জন্য কাঁচামাল আমদানিকারক উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা (আজ প্রকট)।

এবং সব শেষে, পুঁজিবাদী সংহতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে এতদিন ধরে প্রশংসিত খোদ ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সেই তথাকথিত "ঐক্যে"র বহিরাবরণটিতে ফাটল দেখা দিল ঠিক তখনই যখন অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটির অবসান ঘটল। ব্যালান্স অফ্ পেমেন্টের ক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে ইতালি এককভাবে নিজের খুশিমত এমন সব ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করল যার ফলে কমন মার্কেট ও স্বাধীন বাণিজ্যের মূল ভিত্তিটিকেই হেয় করা হল। ইতালিকে অনুসরণ করল ডেনমার্ক। গোষ্ঠীতে বিলম্বে যোগদানকারী গ্রেট ব্রিটেন এখন আবার নতুন করে ভাবনাচিন্তা করছে এবং সদস্যভুক্তির নিয়মকানুন সংশোধনের প্রশ্ন তুলেছে যার ফলশ্রুতিতে তার সদস্যপদ সম্পর্কেই আবার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ নাটো গোষ্ঠীর দ্বিতীয় ২৫ বছরের শুভারম্ভ সম্পর্কে অটোয়া ডিক্লারেশন্-এর সাড়ম্বর ঘোষণাতেও পরিস্থিতির সার্বিক চিত্রটির কোনো হেরফের ঘটে নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে শুরু করতে হয়েছিল এর থেকে অনেক কম অনুকূল এক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে। ১৯৪৯ সালে যখন সি. এম. ই. এ. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তার প্রায় অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই নিজেদের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজটি শেষ করে উঠতে পারে নি, অনেক দেশেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রটি বেশ স্ফীত ছিল, এবং কতকগুলো দেশ আবার ছিল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর (প্রয়োজনীয়) কৃষিজ কাঁচামালের উপাঙ্গস্বরূপ। এ ছাড়াও দেশগুলোর সামনে ছিল বিধ্বংসী যুদ্ধের ক্ষতগুলো নিরাময় করে তোলার সমস্যা। সামগ্রিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য নতুন করে গড়ে তুলতে হচ্ছিল: মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তাদের সামগ্রিক বাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশ এবং এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল তুলনামূলকভাবে আরো কম। সব শেষে যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে তা হল—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে হাতের কাছে এমন কোনো নির্দেশ ছিল না যা দিয়ে অন্তত আরম্ভ করা যেতে পারে। নতুন পথে যাত্রারম্ভের পরিণাম স্বরূপ উদ্ভূত বাধা-বিপত্তিগুলোকে অতিক্রম করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল (যেমন: উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো এদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো ছিন্ন করে দেয়), অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজকর্মের পুরোনো নির্দিষ্ট পরম্পরাটিকে পরিবর্তিত করে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় তারও সমস্যা ছিল এবং নতুন পদ্ধতিতে চলা ও একটা নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলার কঠিন কাজে হাত দিতে হয়েছিল।

এতৎসত্ত্বেও এই ২৫ বছরে সি. এম. ই. এ.-র সদস্য দেশগুলো বিকাশের হার এবং শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে যথাক্রমে তিন গুণ ও বারো গুণ বেশি অগ্রগতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এই দেশগুলোর আয়তন পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডের শতকরা ১৯ ভাগ এবং এদের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ মাত্র, অথচ বিশ্বের অর্থনীতিতে এদের অবস্থানটির অগ্রগতি ঘটছে লক্ষণীয় মাত্রায়। (৮৪ পাতায় সারণী দেখুন)

দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়—এদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাণিজ্য-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বৃহদায়তনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্পর্কিত সহযোগিতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করল।

জাতীয় সীমানার গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশালাকার যৌগিক প্রকল্পসমূহ নির্মিত হতে লাগল, গড়ে উঠল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এক আন্তর্জাতিক কাঁচামাল ও জ্বালানি সরবরাহ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও তেল সরবরাহের জন্য পাতা হল একাধিক আন্তর্জাতিক ট্রান্‌স্‌মিশন লাইন এবং পাইপ লাইন। এটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সবচেয়ে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ রূপটি হল একটি একত্রীভূত যৌগিকের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় অর্থনীতিগুলির অখণ্ড, বিজড়িত, আত্ম-বিলুপ্ত এক সর্বোচ্চ রূপ। ১৯৬৯ সালে সি. এম. ই. এ-র ২৩তম (বিশেষ) অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি সাধনের এক সার্বিক কর্মসূচী রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই কর্মসূচীটি গৃহীত হল ১৯৭১ সালে সি. এম. ই. এ-র ২৫তম অধিবেশনে। তদবধি সি. এম. ই. এ-র প্রতিটি অধিবেশন জাতীয় অর্থনীতিগুলির মধ্যে যোগসূত্র ও সংহতি সাধনের নতুন নতুন পদক্ষেপে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

কতকগুলো উদাহরণ দিচ্ছি—

বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জি. ডি. আর, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম ইউক্রেনের ইন্‌টিগ্রেডেড্‌ পাওয়ার গ্রিড-এর একটি সেন্ট্রাল ডেস্‌প্যাচার কন্‌ট্রোল ১৯৬২ সাল থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে চালু রয়েছে এবং এর দ্বারা (বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে) ঐ সমস্ত দেশগুলোর সমষ্টিগত ক্ষমতার অধিকতর কার্যকর ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছে। সি. এম. ই. এ-র ২৭তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বলে ইউ. এস. এস আর-এর ভিনিৎসা থেকে হাঙ্গেরির আল্‌বারটিরস্‌জা পর্যন্ত একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবহন লাইন স্থাপিত হবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় এবং এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়োরোপীয় অংশের ইন্‌টিগ্রেডেড্‌ পাওয়ার গ্রিড্‌টি একটি সংযুক্ত ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। এই জাতীয় লক্ষ্যের দিক থেকে সি. এম. ই. এ-র ২৮-তম অধিবেশনটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল যখন ঐ অধিবেশনে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্পর্কিত যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সি. এম. ই. এ-র সমস্ত ইচ্ছুক সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটা ইনটিগ্রেডেড্‌ পাওয়ার গ্রিড্‌ স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করে দেবার একটি প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯০ সাল নাগাদ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পাওয়ার গ্রিডগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহণকারী লাইনগুলোকে সম্প্রসারিত করার জন্য সি. এম. ই. এ-র সংস্থাগুলো একটি সাধারণ নক্‌শার খসড়া প্রস্তুত করবে।

জ্বালানি সরবরাহ সংক্রান্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রেও সমজাতীয় অগ্রগতিমূলক বিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তার পরই আরম্ভ হয় পাইপ লাইন বসনোর কাজ। ঐ সমস্ত পাইপ লাইনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন তেল এবং কয়েক কোটি কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে। সোফিয়াতে মিলিত হওয়ার সময়েই সরকার প্রধানেরা একটি সাধারণ চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন যে চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জি. ডি. আর. হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং ইউ. এস. এস. আর. একটি ২,৭৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য পাইপ লাইনের যৌথ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং নির্মিত হওয়ার পর ঐ পাইপ লাইন দিয়ে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে ১৫, ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা যাবে। সবশেষে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজন যাতে মেটে সেই উদ্দেশ্যে প্রধান ও মৌল জ্বালানি এবং বিদ্যুতের উৎপাদন সম্প্রসারণ সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার কর্মসূচীসমূহ প্রণয়নের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনায় সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয়টি হল সমাজতান্ত্রিক সংহতির সম্প্রসারণ। এই দিকটিতে বহুতর "প্রথম" পদক্ষেপ গ্রহণের দিক থেকে সোফিয়া অধিবেশনটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে: এই অধিবেশনেই সর্ব প্রথম সংহতিসাধনমূলক সর্বসম্মত ব্যবস্থাবলীকে ১৯৭৬-১৯৮০ সালের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বহুপাক্ষিক সংহতিমূলক ব্যবস্থাবলী সম্বলিত একটি সর্বসম্মত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজও আরম্ভ হয়েছে সর্ব প্রথম এই অধিবেশন থেকেই। আজ আর আমরা কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের মতো সঙ্কীর্ণ অর্থে পরিকল্পনাকে দেখি না। পরিকল্পনা আজকে আমাদের কাছে প্রধান প্রধান

সমগ্র বিশ্বের তুলনায় সি. এম. ই. এ. দেশগুলোর অংশ

(শতকরা হিসাবে)

	১৯৫০	১৯৭৩
জাতীয় আয়	১৫	২৫
শিল্পোৎপাদন	১৮	৩৩
রপ্তানি বাণিজ্য	৪·৭	৯·৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৩·৬	২০[১] (ভাগেরও বেশি)
ইস্পাত	১৮·৯[২]	২৮·৬[১]
গম	৩১·১	৩৫·১[৩]
কাঁচা তুলা	১৫[২]	১৮·২[৩]

১ ১৯৭২।

২ ১৯৬১-৬৫ সনের গড়।

৩ ১৯৬৬-৭০ সনের গড়।

সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গির এক ব্যাপকতম অর্থ বহন করে। পরিকল্পনার বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ হল সার্বিক কর্ম-সূচী গ্রহণ এবং তার রূপায়ণ। অর্থনীতির কোন কোন দিকে পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন অথবা যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন তা ১৫ থেকে ২০ বছর আগেই স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা বন্ধনগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলিই একমাত্র বাধা নয়। কখনো কখনো জাতীয় চরিত্রের নিখাদ প্রযুক্তিগত বাধা বা মত-পার্থক্যগুলোকে সমস্ত রকমের সদিচ্ছা সত্ত্বেও কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারেও অন্যান্য বহুতর বিষয়েরই মতো সি. এম. ই. এ. অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি এখন উৎকর্ষ বা পর্যাপ্ততার একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর সহযোগিতা থেকে দেশগুলোর উৎকর্ষতার বিভিন্ন মানগুলোকে একত্রীভূত করে গোষ্ঠীর জন্য একটি সাধারণ মান বা আদর্শ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সি. এম. ই. এ-র ঐ অধিবেশন সি. এম. ই.এ মানসমূহের প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি সাময়িক চুক্তি অনুমোদন করে এবং ঐ অধিবেশনেই সি. এম. ই. এ. মানদণ্ড সম্পর্কিত নিয়ম-কানুনও অনুমোদিত হয়। স্বাক্ষরদানকারী সকলের জন্য একই-বিশ্বজনীন মানের নিদর্শন সম্বলিত ব্যবস্থা স্থাপনার গুণে ঐ চুক্তিটি ঐক্যের জন্য সাগ্রহ প্রয়াসের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ।

দুই ধরনের অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে এই ফারাক কেন? সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে যৌথভাবে যে-ইতিহাস রচিত হয়ে উঠছে তার সাফল্যের মূলটিই বা কোথায়?

উত্তরে সবচেয়ে প্রথমে বলা চলে যে এই নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতার সপক্ষে কাজ করে চলেছে কতকগুলো সামাজিক উপাদান: একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা, সামাজিক মালিকানা এবং কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক সংহতি জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থেই সহযোগিতাকে উজ্জীবিত করে বলে তার মধ্যে বৈরীমূলক দ্বন্দ্বের কোনো স্থান থাকে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণটি এই যে সি. এম. ই. এ. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের মধ্যে বিদ্যমান ফারাকগুলি খুব দ্রুত সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মৌল স্বার্থসমূহের মিল বা সমস্থানিকতার বিষয়টিই সমাজতান্ত্রিক সংহতির একমাত্র কথা নয়। এই সমস্ত স্বার্থসমূহের সঠিক উপলব্ধি, দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ও বর্তমানের বাধা-বিপত্তি এবং ব্যয়নির্বাহ প্রভৃতি বিষয়গুলির ভারসাম্য সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন এবং উদ্ভূত বাধা-বিপত্তিগুলি অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বসম্মত নীতির দ্বারাই ঐ ব্যাপারগুলির নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত হয়। সমস্ত রকমের সহযোগিতার মূলে রয়েছে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সুগভীর যোগসূত্র। তাদের ঐক্যের ইচ্ছাটি ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির কাজ-কর্ম পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দের নিয়মিত সাক্ষাৎকার এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক নীতির ঐক্যটি প্রকৃতপক্ষে সার্বিক সাধারণ ঐক্যেরই একটি উপাদান।

নতুন ধরনের এই সহযোগিতা দ্বারা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই যে উপকৃত হয় তা নয়। সি. এম. ই. এ-র দ্বারটি সকলের জন্য অবারিত। একটি বিশেষ চুক্তিবলে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগিতা গড়ে উঠছে। ২০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকারি এবং বে-সরকারি অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সংস্থার সঙ্গে সি. এম. ই. এ-র বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। সি. এম. ই. এ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে সাম্য, স্বাধীনতা, পারস্পরিক সুবিধা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে যেকোনো দেশের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত করতে আগ্রহী। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বহুমুখিন সাহায্যদানের ক্ষেত্রটি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে এবং এই বিষয়ে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হল: জাতীয় স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করার জন্য সি. এম. ই. এ. বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। রুবলের হস্তান্তর, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি যৌথ মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের ব্যাপারে অর্থলগ্নীর সহায়ক।

ঠাণ্ডা লড়াই থেকে সমঝওতার অভিমুখে যে-পরিবর্তন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের ব্যাপক বিকাশকে সম্ভাবিত করে তুলছে সেই পরিবর্তনটি সাধিত করার উদ্যোগ এসেছে সি. এম. ই. এ. গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো থেকে—বিশেষ করে এই ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সকলের পুরোভাগে। এটা শান্তির প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সম্পর্কে নবোদ্ভূত সমাজ-ব্যবস্থাটির শক্তি ও সক্ষমতায় আত্মবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।

ন্যায্য অংশীদারিত্ব, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থসমূহের সুসমঞ্জস মিলন-মিশ্রণ এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতি-সমূহের উপলব্ধিতে সি. এম. ই. এ-র বিগত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একটি অতীব মূল্যবান সম্পদ। বিশ্ব-পরিসরে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পর্যদ ক্রমশ অধিকতর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উদ্ভাবিত প্রথা ও পদ্ধতিসমূহকে অকার্যকর ও নিষ্প্রভ করে তুলছে।

[redacted]

শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে

[ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-এর প্রতিনিধি ওয়াই. ইয়াকভলেভের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে প্রাভদার প্রধান সম্পাদক ও সি. পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিখাইল জিমিয়ানিন, প্রাভদার দৃষ্টিতে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।]

●

প্রাভদা ঃ শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ও নতুন সমাজের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে **প্রাভদা** অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত রয়েছে। সি পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র হিসেবে, পার্টির সমস্ত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও শিক্ষা-মূলক কাজে **প্রাভদা** তার ভূমিকা পালন করেছে এবং সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে, পার্টি ও জনগণের মধ্যে মহামূল্যবান যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে।

দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শ্রেষ্ঠতম সাফল্য যে-সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমকালের সমস্ত বিপ্লবী শক্তিসমূহের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সাম্যবাদের বস্তুগত ও প্রকৌশলগত বনিয়াদ গড়ে তোলার বিষয়ে বিবরণী রচনার এবং নতুন ধরনের মানুষকে গড়ে তোলার ব্যাপারে, এটা খুবই স্বাভাবিক যে **প্রাভদা** তার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তুলে ধরবে বিশ্ব-শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে আমাদের পার্টির প্রচেষ্টাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও বিশ্ব-রাজনীতিতে তার প্রভাবের পরিচয় **প্রাভদার** রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিপ্লবের মাত্র তিন দিন পরে, ১০ নভেম্বর ১৯১৭ সালে, নতুন শ্রমিক ও কৃষকদের সরকারের ঘোষিত নীতিসমূহের অন্যতম শান্তির ঘোষণাপত্র **প্রাভদায়** প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে সমস্ত জাতি ও সরকারগুলির প্রতি "অবিলম্বে একটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক শান্তির জন্যে আলাপ আলোচনা শুরু করার" আহ্বান জানানো হয়।

তারপর থেকে দুনিয়ায় শক্তিসমূহের আপেক্ষিকতা গুণগতভাবে বদলে গেছে। আজ পার্টির কর্মসূচী, ২৪তম কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামগুলির গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্দেশে, **প্রাভদা** পার্টির লেনিনবাদী সামগ্রিক নীতিকে ব্যাখ্যা করা ও জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছে। বিশ্ব-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির পূর্ণাঙ্গ চিত্র **প্রাভদা** দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে, যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় উত্তেজনা-প্রশমন ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার অধীন দেশসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরে। আন্তর্জাতিক জীবনধারার একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রই **প্রাভদায়** তুলে ধরা হয়। স্বভাবতই সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি, সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল. আই. ব্রেজনেভের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে আরো ঐক্যবদ্ধ করা, বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর সম্প্রসারণে তাঁদের বহুমুখী ও নিরন্তর কর্মধারাকে জনপ্রিয় করে তোলাই হল প্রাভদার অন্যতম কাজ। সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সুসংহত কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ বিবরণও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সোভিয়েতের শান্তির জন্যে রণ-নীতির বিভিন্ন দিকগুলি, যেমন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন, ইয়োরোপ ও এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিকাশমান সম্পর্ক এবং পৃথিবীর প্রতিটি কোণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে-বৈচিত্র্যময় ধারা সম্প্রসারিত হয়ে উঠছে, তাদের কথা **প্রাভদা** প্রকাশ করে থাকে।

যে বিশ্বশান্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই সব দিকগুলি তার পটভূমিতেই আলোচিত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রাথমিক বছরগুলির তুলনায় বর্তমানে বিশ্ব-রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক বড় ভূমিকা গ্রহণ করে চললেও তার মৌল বনিয়াদ ঃ লেনিনবাদী শান্তিনীতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে প্রকাশিত **প্রাভদার** সাড়ে কুড়ি হাজার সংখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। একটি ন্যায়সঙ্গত গণ-

---

এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলোর কেন্দ্রীয় মুখপত্র সম্পর্কে একটি ক্রমিক রচনাবলী শুরু হল।

তান্ত্রিক শান্তি-ব্যবস্থা—আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই একটি প্রধান সমস্যা নিয়েই ব্যাপারটা দেখা যাক।

ডিক্রী অন্ পীস্ বা শান্তির ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে-আবেদন প্রচারিত হয়, তারপর থেকে প্রাভদার বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে দেখা যাবে, বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নিবিড়, স্থির লক্ষ্য নিরলস প্রচেষ্টা।

শান্তির জন্যে আমাদের সংগ্রামের যুগান্তকারী গুরুত্ব ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ইতিহাস সপ্রমাণ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দীর্ঘকালীন ঝোঁকগুলিকে উপলব্ধি করার দক্ষতা এবং লেনিন-এর অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও ইতিহাসে প্রমাণিত এবং প্রকট। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন যে এমন একটা যুগ আসবে যখন বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র ও অনিবার্য বিকল্প হবে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার অধীন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া স্মৃতিচারণায় লেনিন-এর ১৯১৮ সালের একটি মন্তব্যের কথা বলেছেন, তা হল: "এমন একটা দিন আসবে যখন যুদ্ধ এমনই বিধ্বংসী হয়ে উঠবে যে তা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

আমাদের কালে ন্যায়সঙ্গত, গণতান্ত্রিক শান্তির জন্যে লেনিনবাদী নীতিগুলি, সি. পি. এস. ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে ঘোষিত শান্তির নীতির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যার সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জনগণ ও ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলি, দুনিয়ার সমস্ত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলি এবং অগণিত শান্তিকামী মানুষ। এই কর্মসূচী হল আমাদের কালের একটা মৌলিক উপাদান।

একটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক শান্তির জন্যে আমাদের প্রচেষ্টার দুইটি দিকের কথা বলা যেতে পারে: প্রথমত, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই নতুন নীতিগুলির জন্যে সংগ্রামে জনগণকে শামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ। শান্তির শক্তিসমূহের বিশ্ব-কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতায় এল. আই. ব্রেঝনেভ এই দুইটি দিকের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শান্তি যে অবিভাজ্য এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজন-প্রশমন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি যে-কোনো বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ না রেখে সমগ্র দুনিয়ায় তা সম্প্রসারিত করতে হবে, সেটা আজ খুবই স্পষ্ট। এই অত্যন্ত প্রতিনিধিমূলক আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রদত্ত বক্তৃতায় ব্রেঝনেভ যেমন বলেছেন: "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সমকালীন পরিবর্তনগুলি যে বহুল পরিমাণে সামাজিক শক্তিসমূহের, জনগণের অভূতপূর্ব সক্রিয়তার ফল, স্বৈরাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের অদম্য ইচ্ছার প্রকাশ, সে কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়।"

ডবলিউ. এম. আর.: অক্টোবর মহাবিপ্লবের সাফল্য এবং শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে, কমিউনিস্ট সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্র এবং সেটি এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা ও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতে থাকে।

বিপ্লবের তৃতীয় দিনে, ৯ নভেম্বর ১৯১৮ সালে **প্রাভদা** লিখেছিল: "রুশ বিপ্লব এখন পুঁজিবাদী কূটনীতির গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দিচ্ছে, দুনিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক ও কৃষক জনতার অগোচরে কোনো ধরনের রফা করে, কিভাবে স্বার্থ সিদ্ধি করে, দুনিয়ার মানুষের কাছে আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।" সূচনাপর্বের সেই দিনগুলি থেকেই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে জনগণের উপলব্ধির মধ্যে এনে দিয়েছে এবং এতে আমাদের সংবাদপত্রের ভূমিকা মোটেই কম নয়। এখন থেকেই মেহনতী মানুষদের স্বার্থের নিরিখে, বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ ও সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ চলতে থাকে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি "বাস্তবতার" ধারণা সৃষ্টির জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের প্রতিবেদনগুলিতে একটা "নিস্পৃহতার" সুর বজায় রাখে। অন্যদিকে এই নতুন সংবাদপত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষে আবেগদীপ্ত যুক্তি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

এই নতুন সমাজতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতিকে জনপ্রিয় করে তোলার এবং তার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীদের কুৎসা ও অবিরাম আক্রমণকে লোকসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে, একটা নতুন ধরনের, এযাবৎ অজানা আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার জন্ম হয়। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকাশ্য আলোচনা, শ্রেণী ও সর্বহারার স্বার্থের নিরিখে বাস্তবতার বিশ্লেষণ, মতাদর্শগত আক্রমণ—এগুলিই হয়ে দাঁড়াল এই নতুন সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাভদা: একটি কমিউনিস্ট পত্রিকা যখন শাসক দলের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন স্বাভাবিকই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে প্রতিটি স্তরেই আমাদের দলীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত নীতি অপরিবর্তিত থাকে। কমিউনিস্টদের সহযাত্রী ও জনগণের সঙ্গে ঐকান্তিকতা বজায় রাখার নীতিগুলি, যা সর্বপ্রথম লেনিন রচনা করেছিলেন, প্রাভদা বরাবরই সেই আদর্শে পরিচালিত হয়ে এসেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের বছরগুলিতে **প্রাভদা** তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে ক্রমেই উন্নত করে তোলে যাতে সমাজজীবনের নতুন প্রয়োজন ও জনগণের বিকাশমান সাংস্কৃতিক জীবনের দাবি মেটাতে পারে।

লেনিনবাদী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র হলেও **প্রাভদা** সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। অতীতের মতোই বর্তমানেও তাই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটেনা, যাতে শ্রমিকরা, যৌথ-খামারের কর্মীরা ও বুদ্ধিজীবীরা চিঠি-পত্রে মতামত প্রকাশ করেন না। আমাদের সংবাদপত্রগুলির সামাজিক সক্রিয়তার মধ্যে যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তা হল পার্টি ও জনগণের অবিনাশী ঐক্যের ফলশ্রুতি।

লেনিন-এর রচনাবলীতে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে: "একটি সংবাদপত্র কেবলমাত্র একটি যৌথ-প্রচারক নয়, সেটা একটি যৌথ-সংগঠকও বটে" (রচনাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২) এবং সংবাদপত্র হল লক্ষ লক্ষ জনগণের ফোরাম (১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩০০) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সংজ্ঞা দুইটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা সুন্দরভাবে একই জিনিসের দুটি রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। এবং সংগঠক ও ফোরাম, এই দুই রূপের যোগফলে লেনিন-প্রদত্ত পার্টিজানগত ভূমিকা ও জনগণের সঙ্গে ঐকান্তিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক ঐক্য প্রকাশিত হয়েছে, যে-ঐক্য আমাদের সংবাদপত্রকে দিয়েছে বিশ্বাসের অমিত শক্তি ও অসাধারণ মর্যাদাবোধ। সংবাদপত্রের পরিচালনায় পার্টির নির্দেশদানের ভূমিকাকে দুর্বল করার জন্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচেষ্টার সব সময়কার লক্ষ্যই হল এই ঐক্যকে আঘাত করা অথবা তার একটি উপাদানকে অন্যের বিপরীতে স্থাপন করা।

প্রাভদার আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যাতে সমস্ত ঘটনার বাস্তবানুগ ও সঠিক তথ্য প্রকাশিত হয় এবং তাদের পটভূমি বিবৃত হয়ে থাকে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে জনগণকে সমকালীন জীবনের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সঠিক ধারণা **প্রাভদাকে** অবশ্যই দিতে হবে। এবং এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জনগণের সুগভীর চেতনা গড়ে তোলায় কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের সামর্থ্যের জন্যেই সমস্ত পাঠকের মনে নিজের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও তাদের সামাজিক সক্রিয়তা বেড়ে যায়। আজকের দিনে পার্টি সংবাদপত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিক প্রভাব।

ডবলিউ এম আর: কমিউনিস্ট সংবাদপত্র তার আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সংবাদ পরিবেশনে সর্বজনীন নীতিগুলিই অনুসরণ করে থাকে। সেই নীতির ভিত্তি হল অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কে লেনিনবাদী ধারণা। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার সমর্থনে প্রচুর তথ্য মিলবে। দুনিয়ার ঘটনাবলীতে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক পরিবর্তন, সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ইত্যাদি মুখ্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির জন্যে সম্ভব হয়েছে।

প্রাভদা: সি. পি. এস. ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসের পর থেকে **প্রাভদার** পাতাগুলি ওল্টালে দেখা যাবে যে নিবিড় অর্থ-নৈতিক বিকাশ, শিল্প ও কৃষিতে বিকাশের দ্রুত হার বৃদ্ধি, নতুন নির্মাণ-পদ্ধতি ও শিল্পে আধুনিকীকরণ প্রভৃতি মৌল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিম সাইবেরিয়ার তৈল ও গ্যাস সম্পদের উত্তোলন, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কুর্স্কের চৌম্বকিত ক্ষেত্রের ব্যবহার, কামা নদীর তীরে বিশাল মোটর গাড়ি নির্মাণ ও বৈকাল-আমুর রেলপথ স্থাপন নিয়ে আলোচনা, কৃষির ক্রমোন্নতি, আমাদের শহর ও গ্রামগুলির পুনর্গঠন নতুন শহর নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে **প্রাভদায়** বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এইগুলি সবই হল শান্তির জন্যে নির্মাণ-কার্য। আমাদের পার্টি ও জনগণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সাম্যবাদের বস্তুগত ও প্রকৌশলগত বনিয়াদ গঠনের কাজ শেষ করতে বহু সময় ও অনেক ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজের উপযোগী মানুষ গড়ে তোলার জন্যে দরকার তার নৈতিক বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর, যা সম্পূর্ণ করা খুবই জটিল কাজ। সুতরাং আমাদের বিকাশের যে-কর্মকাণ্ড তার মৌল ভিত্তিই হল সৃজন-শীল, সংগঠনমূলক।

প্রাভদা সহ সোভিয়েতের সমস্ত গণ সংযোগ মাধ্যমগুলি এই ভিত্তিতেই কাজ করে চলেছে যে, আমাদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক লক্ষ্য-মাত্রা পূরণের বিষয়টি সরাসরি আমাদের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত। সমাজতন্ত্র ও শান্তি হল অবিভাজ্য। সে কারণেই আমরা বর্তমানের উত্তেজনা-প্রশমনের নীতিকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছি এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার অধীন দেশগুলির মধ্যে গঠনমূলক সহ-যোগিতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক সোভিয়েত সফর সম্পর্কে **প্রাভদা** তার পাঠকদের সমস্ত খবরাখবর পরিবেশন করেছে এবং এই দুই দেশ ও বিশ্ব-শান্তির স্বার্থে স্বাক্ষরিত সমস্ত দলিলগুলি প্রকাশ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও বৈরিতা সৃষ্টি করে শান্তির শত্রুরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তোলার যে উদ্যোগ করছে আমাদের নির্মমভাবে সেগুলিকেও প্রকাশ করতে হবে। সোভিয়েতের শান্তিনীতিকে বিকৃত করে, সোভিয়েতের "আক্রমণাত্মক" নীতি ও সোভিয়েত "জুজুর" ভয় দেখানোর যে-প্রয়াস চলেছে, প্রাভদা কঠোরভাবে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। আমাদের লেনিনবাদী শান্তিনীতি শুধু যে আমাদের সোভিয়েত জনগণের মৌল স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাই

নয়, সমস্ত মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সে ব্যাপারে আমাদের সুগভীর বিশ্বাস আছে।

ডবলিউ. এম. আর. ঃ প্রাভদা যে-অবিচলভাবে পার্টির পররাষ্ট্রনীতি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে আপনি তা বলেছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শবাদীরা এটাকেই একটা অনুমানের বিষয় বলে বক্রোক্তি করে থাকে। কমিউনিস্ট সংবাদপত্র তাদের মতে হল একপেশে এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্রের মতো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশনায় তাদের নাকি "স্বাধীনতা" নেই। হালে এই ধরনের অভিযোগ বেশ ঘন ঘন তোলা হচ্ছে।

প্রাভদা ঃ দুই সমাজব্যবস্থার মোকাবিলায়, মতাদর্শগত সংগ্রামে গণ-সংযোগ মাধ্যম ও প্রচার যে-ভাবে ক্রমেই অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে। এই সংগ্রামে সংবাদপত্র যে-অনিবার্যভাবেই একটা শ্রেণীগত ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা বহুকাল আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, যদিও পশ্চিমের কেউ কেউ এখনও গণ-সংযোগ মাধ্যমগুলির "শ্রেণী বহির্ভূত," নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে তর্ক জুড়ে দেন। এগুলি হল আসলে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলির অধীনতামূলক অবস্থা, শোষকশ্রেণীর স্বার্থে তাদের কাজ এবং টাকার থলির উপরে তাদের একান্ত নির্ভরতাকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা। পশ্চিম জার্মানির মিঃ স্প্রিঙ্গার অথবা বৃটেনের মিঃ টমাস তাদের যতটা স্বাধীনতা দিতে রাজী, পুঁজিবাদী সংবাদপত্রগুলি ঠিক ততটুকুই স্বাধীন।

ইতালির কমিউনিস্ট সংবাদপত্র 'উনিতার' ৫০তম বার্ষিকীতে এল. আই. ব্রেঝনেভ যে-বাণী পাঠিয়েছেন তাতেই প্রকৃত স্বাধীন সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ সেই "সংবাদপত্রই নিজেকে স্বাধীন বলার দাবি করতে পারে যে কথা বলে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে, যে বর্ণ-বৈষম্যবাদ, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে, যে জাতিগুলির মধ্যে শত্রুতাবৃদ্ধিতে মদত দেয় না, যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে, কারণ সে হল মেহনতী মানুষের ব্যাপকতম অংশের মুখপত্র।"

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির মতো আমাদের শ্রেণীমুখিনতা, পার্টিগত চরিত্র লুকিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। সমস্ত কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলির মতো শ্রমিকশ্রেণীর সেবা করে, কমিউনিস্ট মতাদর্শের কথা প্রচার করে, প্রাভদা গর্ব বোধ করে। শ্রমিকশ্রেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী। পুঁজিবাদী শোষণের থেকে মুক্তিলাভ করে তারা সমস্ত মেহনতী মানুষকে মুক্ত করে থাকে। যেহেতু তার শ্রেণীস্বার্থ ইতিহাসের বাস্তব ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি তাই সমস্ত সামাজিক ঘটনাবলীর বাস্তবানুগ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তার স্বার্থ গভীরভাবে যুক্ত। বুর্জোয়া প্রচারে যাকে "কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলির বিশেষ প্রবণতা" বলে প্রচার করা হয়, তা হল আসলে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি খোলাখুলি, পূর্ণ সমর্থন। আসলে এই প্রবণতা হল সমাজের সমস্ত প্রক্রিয়ার স্পষ্টতই বাস্তবানুগ বিচার-পদ্ধতি। সত্যকে বিকৃত করায় কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের কোনো স্বার্থ নেই, কারণ তারা জানে যে সত্য হল অনিবার্যভাবে বিপ্লব ও সামাজিক প্রগতির দিকে।

বহু বছর ধরেই কোনো বুর্জোয়া সংবাদপত্র প্রাভদার সাংবাদিকতার বাস্তবধর্মিতা অস্বীকার করা দূরে থাক, সে সম্পর্কে কোনে প্রশ্ন তোলার চেষ্টাও করতে পারে নি। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ঘটনা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা নিয়ে হৈ চৈ করতে পারে, কারণ তা প্রত্যাশিত, যেহেতু তা হল মতাদর্শগত সংঘাতের অঙ্গ।

ডবলিউ. এম. আর ঃ আপনি যে কথা এখনই বল্লেন, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা সন্দেহ ও হতাশার বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্যে **নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্** ও **ওয়াশিংটন পোস্ট** যেভাবে "ক্রেমলিনের দুর্জ্ঞেয়তার" উল্লেখ করেছিল প্রসঙ্গত তার কথা বলা যায়। **প্রাভদা** তখন লিখেছিল ঃ "সত্যকে অস্বীকার করে **নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্** ও **ওয়াশিংটন পোস্ট-এর** মতো প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি দায়িত্বহীনের ভুল খবর প্রকাশ করে চলেছে।" তাদের প্রতিবেদনে এই দুইটি মার্কিন সংবাদপত্র এই অভিযোগের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে নি। বরং **ওয়াশিংটন পোস্টকে** স্বীকার করতে হয়েছিল কোনো কোনো শত্রুভাবাপন্ন মার্কিন মহল যখন উত্তেজনা-প্রশমনের নীতিকে চোরাগোপ্তা আঘাত করার চেষ্টা করছে, মস্কো সে রকমের কোনো কিছুই করে নি।

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি বদলে যায়। যেমন ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার অধীন দেশগুলির মধ্যে সংঘাত সর্ব স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন বিতর্কিত বিষয়গুলি ছিল খুবই স্পষ্ট কিম্বা লেনিন-এর ভাষায় বল যায় রাজনীতির নগ্ন স্বরূপ তখন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

উত্তেজনা-প্রশমনের যুগে তা হয় নি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রাধান্য থাকায় এবং আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার পরিমাণ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিভিন্ন সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির শ্রেণী-চরিত্র বিকৃত করার উদ্দেশ্যে নানা রকম ছলচাতুরী অবলম্বন করার, নানা প্রচার করার সুযোগ শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শত্রুরা লাভ করেছে।

সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতিকে সোভিয়েত-বিরোধীরা দুই "মহাশক্তিধর" দেশের মধ্যে রফা করার প্রবণতা বলে ব্যাখ্যা করছে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক

সহযোগিতা থেকে সিদ্ধান্ত করছে যে এটা হল "সোভিয়েত অর্থনীতির সঙ্কটের চিহ্ন"। বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলির লড়াইয়ের ধরন কেমন হবে এই সব ঘটনা তা প্রমাণ করে।

প্রাভদা : ইতিহাসের বিকাশধারা বাস্তবিকই খুবই জটিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের পার্টি ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল দলিলগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের ম-লেনিনীয় বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এর থেকে সেগুলি সন্দেহ করার কোনো যুক্তিই নেই।

বিশ্ব-সম্পর্ক একটা জটিল পথেই চলে, এবং প্রতিটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে তাই নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। ফলে আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে এবং আমাদের বিচার-পদ্ধতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ হওয়ার দরকার হয়েছে। দুনিয়ার ঘটনাবলী পাঠকদের সঠিকভাবে জানতে হবে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ঐতিহাসিক যথার্থতা এবং মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা হল আমাদের মহাশক্তিমান মতাদর্শগত হাতিয়ার। মতাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা হল আক্রমণের। প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে গেলেও, বুর্জোয়া মতাদর্শ যে আজ জনগণের মন জয় করার মতো কোনো সামাজিক আদর্শ তুলে ধরতে পারছে না, সে কথা আজ খুবই স্পষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকরা যে-সব "তত্ত্ব" ফিরি করে বেড়ায় এবং শান্তির শত্রুরা (পিকিং নেতৃত্বসহ) মহাশক্তিধর রাষ্ট্রদের সমঝওতার যে-কাহিনী ফাঁদে, আমাদের পার্টি, সমাজবিজ্ঞান ও **প্রাভদা** সহ সমস্ত সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নাটোর যুদ্ধবাজ মহল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমনের নীতির বিরুদ্ধে যে-সব কারণগুলি প্রচার করে থাকে সম্প্রতি বর্তমান চীনা নেতৃত্বের মুখেও তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমরা অনস্বীকার্য তথ্যের সাহায্যে এটাই দেখানোর চেষ্টা করছি যে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি শান্তি ও বিশ্ব-নিরাপত্তার সহায়ক এবং তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে সংহত, জোরদার করছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পরিস্থিতির মধ্যে বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। আমাদের কালের সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্ব-কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন লক্ষণীয়-ভাবে শক্তিশালী। সামরিক সংঘর্ষকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অনুকূলে সহায়ক বাস্তবতা হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টাকে, যা বহুজাতির পক্ষে মারাত্মক হতে পারে, একটা দানবীয় নীতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

প্রাভদা : তার সমগ্র ইতিহাসে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ও সৃজনশীল প্রয়োগের জন্যে এবং বুর্জোয়া মতাদর্শ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। প্রকৌশলবিদদের দ্বারা পরিচালিত এক সমাজের কথা বলে, "সমকেন্দ্রিকতা" তত্ত্বের নানা রকমফের হাজির করে, পুঁজিবাদী দুনিয়া "নতুন" সব তত্ত্ব হাজির করতে চাইছে যে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই শ্রেণীগত বিরোধের মীমাংসা সম্ভব। ফলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী নীতি-সমূহ, ইতিহাসের বাস্তব বিধি, নতুন সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য সাফল্যের কথাও আমাদের জোরালোভাবে ঘোষণা করতে হচ্ছে, যাতে ইতিহাসের প্রধান স্রষ্টা জনগণের সক্রিয় ভূমিকা প্রকাশ পায়। সাম্প্রতিককালে **প্রাভদা** আধুনিক যুগের রাজনৈতিক-সামাজিক বিকাশ এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে আমাদের পার্টি ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অবদানের কথা প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

সোভিয়েতে সাম্যবাদী সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির কাজ সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশ করে **প্রাভদা** তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব, দেশ ও বিদেশের শ্রেণীগত ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের সুগভীর-চেতনা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

ডব্লিউ. এম. আর : পশ্চিমের মানুষরা যখন গণ-সংযোগ মাধ্যমগুলির কথা বলেন তখন তাঁরা এদের কারিগরি দিকের উপর বিশেষ জোর দেন। এটা বাস্তবিকই হল "বিপুল সংবাদ পরিবেশনের" যুগ। কিন্তু সাংবাদিকতার উপরে তাঁরা বিশেষ গুরুত্বই দেন না। সমস্ত ব্যাপারটা তাই যান্ত্রিক বিষয় হয়ে যায়।

কিন্তু কোনো সাংবাদিকের কাজের সার কথা হল তাঁর রাজনৈতিক ও নৈতিক ভাবমূর্তি। আমরা বিদেশী সংবাদ পরিবেশনে একটা নতুন ধারা, কমিউনিস্ট ধারার কথা আগেই বলেছি। এই ধারার একজন সাংবাদিকের বৈশিষ্ট্যগুলি কি সেটা বলা কি সম্ভব হবে?

অক্টোবর বিপ্লবের কথা জন রীডের মতো একজন বিপ্লবী সাংবাদিক ছাড়া আর কেউ অমনভাবে লিখতে পারতেন না। "দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের" রুশ সংস্করণের মুখবন্ধে নাদেজদা ক্রুপস্কায়া লিখেছিলেন : "এটা দেখে আশ্চর্য লাগতে পারে যে এই বইখানি লিখেছেন একজন বিদেশী, একজন মার্কিন নাগরিক, যিনি এখানকার ভাষা, মানুষ ও তাদের জীবনধারা কিছুই জানতেন না।...কিন্তু জন রীড একজন নিরপেক্ষ দর্শক ছিলেন না। তিনি নিজে ছিলেন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট, যিনি ঘটনার তাৎপর্য বুঝতেন, বুঝতেন একটা মহৎ সংগ্রামের তাৎপর্য কি?"

প্রাভদার একজন সাংবাদিক মিখাইল কোল্‌তসভ্ স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিবরণী রচনার জন্যে আজও মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছেন। তিনি আমাদের একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক

সংগ্রামের ছবি দিয়েছেন, যা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। "আপনি যেখানে থাকুন না কেন, এই সংগ্রামে আপনি শরিক হতে পারেন। এর রণাঙ্গন বহুদূর প্রসারিত। মাদ্রিদের সুঁড়িপথের সীমানা অতিক্রম করে এটা সারা ইয়োরোপ, সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম, শহর ও দেশের সীমানা অতিক্রম করে, কোলাহলময় প্রেক্ষাগৃহের ভিতর দিয়ে এটা আলমারির তাকে সাজানো বইগুলির মধ্যে নীরবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। শান্তি ও সংস্কৃতির জন্যে মানবতার এই জঙ্গী লড়াইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই দুনিয়ায় এমন কোনো একটা জায়গা আপনি পাবেন না যেখানে শান্ত, সমাহিত হয়ে, নিরপেক্ষ হয়ে একজন বেঁচে থাকার ইচ্ছা কার্যকর করতে পারে।"

নিজের দেশের জনগণের গঠনমূলক বৈপ্লবিক সক্রিয়তাকে বিশ্ব-মানবের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপিত করাই হল সম্ভবত কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। এরই ফলে একজন সাংবাদিক সামাজিক প্রগতি, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্যে দুনিয়া জোড়া সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। তাঁর কাছে তাঁর দেশের জনগণের জীবনের সঙ্গে এই সংগ্রাম যুক্ত।

প্রাভদা ঃ সোভিয়েতের সব সাংবাদিকের মতোই **প্রাভদার** লেখকদের সুগভীর আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধ আছে। বিপ্লবী শক্তিসমূহের সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁরা সচেতন। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে হাজার হাজার সোভিয়েত সাংবাদিকদের কাজের কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। ভিয়েতনামী জনগণের মুক্তিসংগ্রাম, ইস্রায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম, গিনি-বিসাউ, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিকে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের খবর তাঁরা প্রচার করেছেন। দুনিয়ার "গরম জায়গাগুলি" থেকে প্রেরিত ঝুকভ্, শেহেদ্রভ্, সেবিন বেলিয়ায়েভ, প্রিমাকভ, গ্লুখভ, মায়েভস্কি, ইগ্নাতিয়েভ, গাইদার, ভ্যাসিলিয়েভ ও অন্যান্য প্রাভদা লেখকদের রিপোর্ট ও প্রবন্ধগুলি তাঁদের আন্তর্জাতিক শ্রেণী-দায়িত্বের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক। জীবনের আশঙ্কা কোনো প্রাভদা লেখককে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে বিরত করেছে, এমন ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই। এবং সমস্ত সময়েই সোভিয়েত সাংবাদিকরা চেষ্টা করেছেন বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল হতে, যে কোনো ঘটনার রাজনৈতিক শ্রেণীগত সারবস্তুকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে।

শান্তির শত্রুদের স্বরূপ প্রকাশ বা বিদেশী কোনো সরকারের সমালোচনা করার সময়ে, অন্য দেশের মানুষদের জাতীয় মর্যাদা-হানিকর কোনো মন্তব্য করা থেকে **প্রাভদা** লেখক সযত্নে দূরে থেকেছেন। তাঁদের প্রতিবেদনে যে-দেশের কথা আলোচিত হচ্ছে, তার প্রকৃত জাতীয় স্বার্থই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বহু ও সম্মানিত বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে দুঃখের সঙ্গে আমরা যে-সব কুৎসা রটনা ও রমরমে বিবরণ দেখে থাকি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের সুউচ্চ মানের নিরিখে তা সর্বদা বর্জনীয়।

বিপুল জলস্রোতের মতো প্রতিদিন যে-আন্তর্জাতিক খবরাখবর **প্রাভদায়** এসে পৌঁছায়, তার থেকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ব-পূর্ণ খবর বাছাই করে প্রকাশিত হয়। এ কাজ করার জন্যে তার আয়োজনও চমৎকার। পৃথিবীর ৪২টি দেশে তার প্রতিনিধি আছেন, দুনিয়ার সবকটি প্রধান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে খবর আসে, আর আসে গ্রাহক হিসেবে শত শত পত্রিকা ও সাময়িক পত্র। গবেষণা-কেন্দ্রগুলি থেকে তাকে পর্যাপ্ত সাহায্য করা হয় এবং পার্টি-নেতা, রাষ্ট্রবিদ্ ও বিজ্ঞানীরা প্রবন্ধ লিখে তাকে সাহায্য করেন। আন্তর্জাতিক বিষয়ের গবেষক আবার সাধারণ শ্রমিকরাও আছেন তার লেখকদের মধ্যে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতারা, রাজনীতিকরা, বিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিকরা নিয়মিতভাবে এতে লিখে থাকেন। এই বছরেও বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ যখন ফ্যাশিস্ট দখলদারদের কবল থেকে তাদের মুক্তির ৩০তম বার্ষিকী পালন করছে, ব্যাপারটা এই রকমই ঘটছে। তাদের পার্টি, সরকার ও জননেতাদের নিয়ে নানা নিবন্ধ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

প্রাভদার আন্তর্জাতিক মন্তব্যগুলির যে-বিশ্বজনীন প্রতিক্রিয়া আছে, দুনিয়ার বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ যে সেগুলি সক্রিয়-ভাবে সমর্থন করেন, ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলি যে সেই মন্তব্য ব্যাপকভাবে কাজে লাগান, তার জন্যে আমরা খুশি। অধিকাংশ দেশের সরকারি মহল যে **প্রাভদার** মন্তব্যগুলিকে আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও সোভিয়েত জনমতের পরিচায়ক বলে মনে করেন, তা আমরা জানি। স্বভাবতই কাজ করার সময়ে আমরা এগুলি মনে রাখি এবং চাই যে আমাদের প্রতিটি খবর ও প্রতিবেদন যেন আমাদের পার্টির লেনিনবাদী আন্তর্জাতিক নীতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থে কাজ করে যায়।

পুস্তক সমীক্ষা, পার্টি প্রেসের আগামী প্রকাশন

এ লাইফ ডিভোটেড টু দি রেভলিউশন

"আমি আর্জেন্টিনার একজন কমিউনিস্ট এবং এজন্য গর্ববোধ করি। আমি নিজেকে সেই লাতিন আমেরিকার একজন নাগরিক বলে গণ্য করি যাকে ফ্যাসিস্ট বিপদ থেকে, সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব থেকে এবং আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত দেখতে চাই।" (পৃঃ ৯৬)

ঐ কথাগুলি সেই রোডলফো ঘিওলডির যিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নাম এবং আর্জেন্টিনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ৬০ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে তিনি বিপ্লবের জন্য পার্টি-নেতা এবং প্রচারবিদ হিসেবে তাঁর প্রতিভা নিবেদন করেছেন। তিনি কয়েক শত পুস্তক, পুস্তিকা এবং প্রবন্ধের লেখক। সম্প্রতি রুশ ভাষায় প্রকাশিত এই সংকলনে[১] আছে ১৯২১ থেকে ১৯৭২ এর মধ্যে তাঁর লেখা প্রবন্ধ, জনসভা, পার্টি কংগ্রেস এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী।

১৯২১-এ তৃতীয় কমিন্টার্ন কংগ্রেসে লেনিন-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং সেদিন থেকে এপর্যন্ত তিনি বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের মহান নেতার চেহারাটি তাঁর স্মৃতিতে পুষে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন: "আমাদের কাছে লেনিন শুধু সেই মানুষ নন যিনি মার্ক্সের শিক্ষা এবং কর্মকে বিকশিত করেছেন ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি আমাদের আরও অনেক বেশি দান করে গেছেন—কার্যক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের প্রয়োগের তত্ত্ব এবং রণনীতি।" (পৃঃ ৪২-৪৩)

এবং এ হল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সেই সৃজনশীল প্রয়োগ যা কমরেড ঘিওলডিকে আর্জেন্টিনার বিপ্লবের প্রধান সমস্যাবলীর সমাধানে এত বেশি দান করতে সাহায্য করেছে: শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ এবং প্রকৃতি, সেনাবাহিনী, গির্জা, যুবসমাজ প্রভৃতির প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি। ঘিওলডি বেশ কিছুটা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, দক্ষিণ এবং "বাম" সুবিধাবাদ, এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

বইটির অনেকখানি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মহান অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে লেখা। ঐ দুটিকে তিনি দেখেছেন লেনিন-এর বিপ্লবের ও তত্ত্বের বিজয়ী রূপ হিসেবে। অক্টোবর ইয়োরোপে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে অনুপ্রাণিত করেছিল, বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক চেতনা এবং সংহতিকে শক্তিশালী করেছিল। ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে এ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বৈপ্লবিক শক্তি এবং সম্ভাবনায় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিল।

বইটিতে যে-চিন্তাটি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ। লাতিন আমেরিকার জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে এই ভরসা নিয়ে দৃষ্টিপাত করে যে তারা তাদের সংগ্রামে একা নয় এবং কখনও একা থাকবে না।

জোয়াকুইন পেরেইরা

এনার্জি ক্রাইসিস পলিটিক্স

এই পুস্তকে[১] বার্নার্ড ডি ক্রিসেঙ্গো আমাদের কালের অন্যতম একটি তীব্র সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেছেন: জ্বালানি সঙ্কট। এর কারণগুলি কি কি? কি ভাবে এর সমাধান হতে পারে? এগুলি এবং অন্য অনেক প্রশ্ন নানান দেশের নির্দিষ্ট উদাহরণ সমেত আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের উত্তর হল জ্বালানি সম্পদের সমস্যা সমস্ত দেশের জন্য অত্যন্ত বাস্তব, এবং এর সমাধান হল জ্বালানির উৎসগুলির কয়লা থেকে পারমাণবিক শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশ। প্রধান বিষয় অবশ্য এই যে কোন সামাজিক ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান হবে।

তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় জ্বালানি সম্পদের সঙ্কটটা তত বড় ঘটনা নয়, সঙ্কটটা যতটা জ্বালানি-রাজনীতির, যা পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের একটা উপাদান।

লেখক কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উল্লেখ করেছেন। অতি সাম্প্রতিক হিসেবে (১৯৭০ ৭২) স্তরীভূত জ্বালানির সম্পদ

১ রোডলফো ঘিওলডি। নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাবলী। মস্কো পলিটিজদাত, ১৯৭৪, পৃঃ ৭৭৫।

১ বার্নার্ড ডি ক্রিসেঙ্গো, ক্রাইসি ডি এনারজি অন ক্রাইসি পলিটিক? প্যারিস, ১৯৭৪, ২০৩ পৃঃ।

(কয়লা, গ্যাস, তেল) টনের হিসেবে ৭০০০ টন বিলিয়নের বেশি। ১৯৭০ সালের খরচের হিসেব অনুযায়ী এই সঞ্চয়গুলি আর ১০০০ বছর চলবে। জ্বালানির খরচ বছরে শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ বাড়ে, তবে এখনও কয়লা, তেল এবং গ্যাসের নতুন মজুত আবিষ্কার চলছে এবং প্রযুক্তিগত প্রগতি জ্বালানির নতুন উৎসের ব্যবস্থা করছে।

সংক্ষেপে, সমস্যাটা ততটা অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদের নয়, যতটা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নীতির সমস্যা। সরকারি সংখ্যা-তথ্য অনুযায়ী, ফ্রান্সের কয়লার মজুত বর্তমানে ২৮০০ মিলিয়ন টন, যা আগামী ৭০ বছরের জন্য দেশের পক্ষে যথেষ্ট (যখন কয়লার বার্ষিক উৎপাদন হল ৪০ মিলিয়ন টন)। সম্প্রতি আবিষ্কৃত তেলের নতুন মজুতের হিসেব হল ১ বিলিয়ন টন।

ডি. ক্রিসেঙ্গো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জ্বালানি সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পথ এবং উপায় সম্পর্কে কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির প্রস্তাবিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং ফরাসী কমিউনিস্টদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা জাতীয়ভাবে এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সংস্থার পরিষদের মধ্যে উভয়ই বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই: "জ্বালানি সঙ্কট হল উন্নত পুঁজিবাদী দেশের সঙ্কট যেখানে সরকার-সমর্থিত বহুজাতিক শিল্প এবং অর্থ সরবরাহকারী গোষ্ঠীগুলি আর বিশ্ব-সম্পদের বেপরোয়া লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে সক্ষম নয়···পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, এবং প্রাক্তন উপনিবেশগুলির জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক পরাজয় নিকটতর করছে। এই সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে শক্তিহীন হচ্ছে আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি এবং প্রভাব দুইই বৃদ্ধি ঘটছে।" (পৃঃ ১৭৬)

এই পুস্তকে অনেক মূল্যবান তথ্য এবং রেফারেন্সের বিষয়বস্তু আছে।

লিওন গার্দে

ইয়ারস অফ হিরোইক স্ট্রাগল

ইরাকের কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক এবং মুষ্টিমেয় ইরাকী মহিলা বিদুষীদের অন্যতমা সৌদ খাইরির[১] এই পুস্তকটি, পুস্তকের নামেরই উপযুক্ত। এ হল ইরাকের আধুনিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি ইতিহাস। এই পুস্তকে ১৯২০-র জাতীয় মুক্তির অভ্যুত্থানের সময় থেকে ১৯৫৮-র ১৪ জুলাই পর্যন্ত কালপর্বটির আলোচনা আছে এবং সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার উল্লেখ আছে।

ইরাকের প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠন, উপনিবেশবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কমিটি (কমিটি অফ স্ট্রাগল এগেনস্ট কলোনিয়ালিজম এণ্ড এক্সপ্লয়টেশন) ১৯৩৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সূচনার নতুন পর্যায়—এ ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা অর্জন করেছে। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সৌদ খাইরি সেই আগ্রহোদ্দীপক তথ্য উল্লেখ করেছেন। যখন প্রথম বে-আইনী কমিউনিস্ট সংবাদপত্র কিফা এল-শাআব (জনগণের সংগ্রাম) ১৯৩৫-এ সুক-এল-শিউখ-এ কৃষক বিদ্রোহ দমনের অব্যবহিত পরই আবির্ভূত হয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন মন্তব্য করেছিল: "এই কাগজটা সুক-এল-শিউখ-এর বিদ্রোহের তুলনায় অনেক বেশি বিপজ্জনক।"

কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, কিভাবে বামপন্থী প্রবণতাকে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রয়াসকে প্রতিহত করেছে তার উদাহরণস্বরূপ দলিলগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। পার্টির জন্মের মুহূর্ত থেকেই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্টের জন্য পার্টি কাজ করে গেছে। ঐ ধরনের ফ্রন্ট ১৯৫৭-র গোড়ার দিকে সংগঠিত করা হয় এবং ১৯৫৮-র ১৪ জুলাই বিপ্লবে এটাই প্রধান উপাদানে পরিণত হয়।

এই পুস্তকে দেখানো হয়েছে ভ্রাতৃপ্রতিম কুর্দ জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলির স্বীকৃতির জন্য পার্টি যেমন সংগ্রাম করছে, অন্যদিকে তেমন কুর্দ মুক্তি-আন্দোলনের জাত্যভিমানী প্রবণতাকে এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করার জন্যও সংগ্রাম করেছে।

সৌদ খাইরির পুস্তকটি হল আরও উচ্চাশা সম্পন্ন ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম খণ্ড। কিন্তু এই প্রথম খণ্ডই ইরাকের রাজনৈতিক জীবনের একটি দিকচিহ্ন। কারণ এ পর্যন্ত অধিকাংশ ইরাকী ইতিহাসবেত্তার দল রাজা এবং আমীরদের সঙ্গে জড়িত "মহান" ঘটনাগুলিকে দৃষ্টিগোচরে আনার চিরাচরিত ধারার অনুসরণ করে থাকেন।

ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য জাকি খাইরি পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন, "এই পর্যবেক্ষণ আমাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক মার্ক্সবাদী ইতিহাস রচনার প্রয়াস—কিছু কাল পূর্বেও আরব দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কিত পুস্তক আমাদের শত্রুরা আমাদের সম্পর্কে কি বলে তাতেই সীমিত ছিল। পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিকৃত এই ইতিহাসগুলির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। এই পুস্তকটি, অবশ্যই, বুর্জোয়া ইতিহাস রচনার মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে সন্দেহনাশক একটি বিকল্প।"

---

১ সৌদ খাইরি, হিস্ট্রি অফ্ দি মডার্ন রেভলিউশনারি মুভমেন্ট ইন ইরাক, বাগদাদ, ১৯৭৪, পৃঃ ৩০৫।

ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বপ্রথম প্রকাশ্য উৎসব—৪০তম বার্ষিকীতে, এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। ইরাকের কমিউনিস্টদের তাদের সংগ্রামে যে-ধারণাগুলি উদ্বুদ্ধ করেছিল, এটি হল সেই ধারণার অজেয় চরিত্রের আরও একটি প্রমাণ।

সৌদ খাইরির এই পুস্তকটি তরুণ বংশধরদের আরও ভালো করে দেখতে এবং বুঝতে সাহায্য করবে জনগণের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামের পথপ্রদর্শকদের বীরত্বকে, যাঁরা এই সংগ্রামের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে প্রাণও দিয়েছেন। এই ধরনের এক বীর ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইওসুফ সুল্যেমান ইওসুফ (ফাহিদ)। তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয় ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারিতে এবং তাঁর শেষ কথা ছিল: "কমিউনিজম মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী।"

মজিদ-এল-রাধি

আগামী প্রকাশন

প্রোমোটিং কালচারাল এক্সচেঞ্জ

ইয়ুরি তর স্থইয়েভ

ডিরেক্টর প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো

আমরা কার্যত বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত পুস্তক, এবং সোভিয়েত লেখকদের লেখা ৪০টি বিদেশী ভাষায় অনুবাদ পুস্তক প্রকাশ করে থাকি। প্রতি বছর আমরা ২০ মিলিয়নের বেশি সংখ্যায় ৮০০টি পুস্তক প্রকাশ করি। আমাদের পুস্তকগুলি হল জনগণের মধ্যে সংস্কৃতি-বিনিময়ের মাধ্যম।

আমাদের বর্তমান প্রকাশনা-তালিকায় কোন নতুন পুস্তক আছে?

স্বভাবতই, আমরা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মূল পুস্তকের উপর মনোনিবেশ করি এবং এ বছর আমরা মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর সংগৃহীত রচনাবলীর ৫০ খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করব। এর মধ্যে তাঁদের জীবনকালে প্রকাশিত রচনাগুলি এক নব আবিষ্কৃত আদ্যলিপি (ম্যানাসক্রিপ্ট) এবং চিঠিপত্র স্থান লাভ করবে। ইংরেজী সংস্করণটি বৃটিশ এবং ইউ এস প্রকাশনা সংস্থার সাহায্যে মুদ্রিত হবে। এই বছরের পরিকল্পনায় মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর উপনিবেশবাদ, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং আইরিশ প্রশ্ন, পারি কমিউন ইত্যাদি সহ কতিপয় সঙ্কলন পুস্তক প্রকাশনও অন্তর্ভুক্ত আছে।

চার বছর পূর্বে, ১৯৭০-এ আমরা ইংরাজী, ফরাসী এবং ফিনিস ভাষায় লেনিন-এর সংগৃহীত রচনাবলীর ৪৫ খণ্ড প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করেছি। এই বছরে ভিয়েতনামী ভাষায় লেনিন-এর সংগৃহীত রচনাবলীর ৫৫টি খণ্ড প্রকাশিত হবে। এটিকে যে কোনো বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ লেনিন সংস্করণ বলা যাবে। অনুবাদের কাজ করেছেন ভিয়েতনামের সি থাড প্রকাশনা সংস্থা।

লেনিন-এর রচনাবলীর মধ্যে কয়েকটি বাছাই বিষয়ের কয়েকটি সঙ্কলন পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন জনগণের সংগ্রাম প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

চলতি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার উপর লেখা পুস্তকগুলি সম্পর্কে আগ্রহের ক্রমেই বৃদ্ধি ঘটছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণের জন্য এবং সমস্যাগুলির অনুশীলনে পাঠকদের সাহায্য করার জন্য, আমরা কয়েকটি নতুন সিরিজ প্রকাশনার আয়োজন করছি। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, "সোশ্যালিজম টু ডে", এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নতুন সমাজ নির্মাণে বিজড়িত সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করা হয় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলি দেখানো হয়। এই সিরিজের প্রথম যে-পুস্তকের নাম উল্লেখ করা উচিত সেটি হল এন. ফেডোরেঙ্কোর "অপটিম্যাল ফাংসনিং অফ্ দি সোশ্যালিস্ট ইকনমি" এবং সঙ্কলন পুস্তক "ইকনমিক রেগুলেশন অব সায়েন্টিফিকো-টেকনোলজিক্যাল প্রগ্রেস (সোভিয়েত এক্সপিরিয়েন্স)"।

আর একটি সিরিজ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত হবে, "লেনিনিজম এণ্ড দি ন্যাশনাল কোয়েশ্চন ইন প্রেজেন্ট ডে কণ্ডিশনস" এবং "প্রবলেমস অফ দি কমিউনিস্ট মুভ্‌মেন্ট"। তৃতীয় দুনিয়ার সমস্যাবলী সংক্রান্ত সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হবে আর. উলিয়ানভ্স্কির পুস্তক, "সোশ্যালিজম এণ্ড দি নিউলি লিবারেটেড্ কানট্রিজ"।

আমরা পাঠকদের প্রতিক্রিয়া—আমরা অনেক পাঠকের চিঠি পেয়ে থাকি—এবং সংবাদপত্রে সমীক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করি, কারণ এগুলি প্রধানত নির্ধারণ করে দেয় কোনো একটি পুস্তকের নব-সংস্করণ অথবা আরও বেশি ভাষায় অনূদিত হবে কি না। বর্তমানে যে-সব পুস্তক পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সেগুলির পুনঃপ্রকাশনের ব্যবস্থা করছি। এর মধ্যে জি. আরবাটভের "দি আইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল এণ্ড মডার্ন ইনটারন্যাশনাল রিলেশনস" এবং ডি. জিভশিয়ানির "অর্গানাইজেশন এণ্ড ম্যানেজমেন্ট" এই দুটি পুস্তকের উল্লেখ করতেই হয়।

আমরা সোভিয়েত পাঠকদের শ্রেষ্ঠতম বিদেশী পুস্তক যেন দিতে পারি সেজন্য বিদেশের পুস্তক প্রকাশনগুলি লক্ষ্য করে থাকি। রুশ ভাষায় শীঘ্র প্রকাশের জন্য "মার্ক্সিস্ট স্টাডিজ অফ দি ফিউচার" নামে এল. লাভালের একটি প্রবন্ধ, জ্যাক ওডিসের "নিউ থিওরিজ অফ রেভলিউশন (ফানন, দেব্রে এবং মার্কুসের সমালোচনা) এবং সঙ্কলিত প্রবন্ধগুচ্ছ "দি প্রসেস অফ সোসিওলজিক্যাল রিসার্চ" পুস্তকগুলি বাছাই করা হয়েছে।

প্রগ্রেস পাবলিশার্স ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গ্রন্থকার এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন সিরিজ, "ক্রিটিক অফ বুর্জোয়া আইডিওলজি এণ্ড রিভিশনিজম"-এর প্রকাশের পরিকল্পনা আলোচনার জন্য মে'তে বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, জি. ডি. আর, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের একটি সভানুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই পর্যায়ের পুস্তকগুলি সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবে, বুর্জোয়া দর্শনগত প্রধান প্রবণতাগুলি এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-ফ্যাসিবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদের আগ্রাসী প্রকৃতি প্রমাণ করবে। এই সমষ্টিগত পরিকল্পনার কাজ ভালোই অগ্রসর এবং আমরা আশা করি, স্বল্প সময়েই এর প্রথম পুস্তকটি প্রকাশে সক্ষম হব।

ডব্লিউ এম আর প্রশ্নাবলী

বৃটিশ দার্শনিক ডঃ জন লুইসের[১] নিকট প্রেরিত প্রশ্নাবলী

১। আপনি বর্তমানে কি বিষয়ে কাজ করছেন?

২। আপনার বর্তমান কাজে কেন্দ্রীয় সমস্যাটা কি?

৩। ঐ সমস্যার প্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কি?

১। বর্তমানে আমার দুটি পুস্তকের মুদ্রণ কাজ চলছে। দি **ইউনিকনেস অফ ম্যান,** দুটি জনপ্রিয় পুস্তকের ডেসমণ্ড মরিসের দি **নেকেড** এরা এবং বি. এফ স্কিনারের **বিঅণ্ড ফ্রিডম এণ্ড ডিগনিটি** সমালোচনা। উভয়েই মানুষের মর্যাদাকে শিকারী পশুর পর্যায়ে অবনমিত করেছেন যে তার আগ্রাসী প্রবণতাকে সংযত করতে অক্ষম অথবা গবেষণাগারে ব্যবহারের উপযুক্ত প্রাণী রূপে গণ্য করেছেন। বিপরীতে, আমার বই প্রমাণ করবে, তার স্বভাবের যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রনে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং সমাজ নির্মাণে মানুষ অভূতপূর্ব। দ্বিতীয় পুস্তকটি হল জ্যাকুইস মনোদ-এর **চান্স এণ্ড নেসেসিটির** সমালোচনা। মনোদ আণবিক জীববিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং তাঁর পুস্তকে মানুষকে যন্ত্রের বেশি কিছু নয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে যার উদ্দেশ্য এবং মূল্য নেই।

২। আমি বর্তমানে একটি পুস্তক লিখছি **মার্কস ওয়েবার এণ্ড কার্ল মার্কস।**

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ওয়েবার সমাজ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব সূত্রায়িত করেছেন যেটি বৃটিশ এবং আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ভিত্তি হয়েছে। ওয়েবার যুক্তি দেখিয়েছেন যে সামাজিক বাস্তবতা কেবল অপরিবর্তনীয় "আদর্শ ধাঁচের" মাধ্যমে জানা যাবে যা জটিল এবং অযৌক্তিক বাস্তবতার সুসম্বদ্ধীকরণে অনুমতি দেয়।

যেহেতু সমাজতত্ত্ববিদ্যার সমস্ত ছাত্রই সমাজ সম্পর্কে ওয়েবারের বিষয়ীগত-আদর্শবাদী ধারণার দ্বারা দীক্ষিত, সেজন্য এর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিক তত্ত্বের দ্বারা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন।

৩। আমার পুস্তকে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে পুঁজিতন্ত্র সমাজের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, একটি চলমান ঐতিহাসিক পর্যায় মাত্র। আশা করি, আমি প্রমাণ করতে পারব যে এ ধরণের প্রতিটি পর্যায় তার সময়ে মানুষের প্রয়োজনের সন্তুষ্টির জন্য তার নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজস্ব মূল্য এবং লক্ষ্য ছিল, তা যতই সীমাবদ্ধ হোক। এরপর আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে প্রতিটি রূপান্তরণের পর্যায়ে এর প্রয়োজনীয়তা শেষ পর্যন্ত কমে এবং মানবজাতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমি প্রমাণ করব যে সমাজতন্ত্র হল নতুন ঐতিহাসিক রূপ যা সমাজের পরিত্যক্ত পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোকে অতিক্রম করে এবং প্রয়োজন মেটাতে এবং মূল্য অর্জনে সফলতা লাভ করে।

ওয়েবারের অনুগামীরা সমাজ পরিবর্তনের দাবিকে মনস্তাত্ত্বিক অস্বাভিকতার দরুন বলে বিবেচনা করেন। আমার পুস্তকে আমি যুক্তি দেখিয়েছি যে, চিন্তার-ব্যবস্থা যা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন অনুভব করতে অক্ষম, উপলব্ধি করা তো দূরের কথা তা বাজে এবং অবৈজ্ঞানিক।

পার্টি সংবাদপত্র থেকে

মার্ক্সবাদী সংবাদপত্র বর্ষ

ইউ. এস.-এর কমিউনিস্ট পার্টি, বর্তমানে **ডেলি ওয়ার্ল্ড** এই নতুন নামে প্রকাশিত সংবাদপত্র **ডেলি ওয়ার্কারের** ৫০তম বার্ষিকী পালনের জন্য ১৯৭৪ সালকে মার্ক্সবাদী সংবাদপত্র বর্ষ আখ্যা দিয়েছেন। পার্টি প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির এবং পত্রিকার সংগ্রাম তহবিলে দান সংগ্রহের জন্য বর্তমানে অভিযান করছেন। এপ্রিল মাসে **ডেলি ওয়ার্ল্ডের** প্রচার সংখ্যা ছিল ৫৪,১৯২, জানুয়ারি মাসে এই সংখ্যা ছিল ৪০,০০০-এর কম। পূর্ববর্তী

---

১ জন লুইস, জন্ম ১৮৮৯, লেখাপড়া করেছেন লণ্ডন, কেম্‌ব্রিজ, বাকিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষজ্ঞ জীববিদ্যাগত বিজ্ঞান এবং দর্শন। বিশের দশক থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, ৩৬টি পুস্তকের প্রণেতা যা ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ন্যাশন্যাল অর্গানাইজার অফ লেফট্‌ বুক ক্লাব। ১৯৩৬-৪০ সম্পাদক মডার্ণ কোয়ার্টার্লি ১৯৪৫-৫৩।

বছরগুলির অনুরূপ এই পত্রিকার বৃহত্তম পাঠকগোষ্ঠী আছেন শ্রমিকদের মধ্যে, এবং প্রচারের বেশিরভাগটাই হয় কারখানার সামনে বিক্রির মাধ্যমে, তবে গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। বিগত তিন বছরে বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ২৫ ভাগ।

জন ব্রুক

তরুণ কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

ফ্রান্স নুভেলি ফরাসী কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক, পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মারশাই এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তরুণ কমিউনিস্টদের ১৯৭৪-এ যাঁরা পার্টিতে যোগদান করেছেন, এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে।

তরুণ পার্টি সদস্যদের সঙ্গে এটা ছিল এক ঘরোয়া ব্যাপার। এখানে তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন কেন পার্টিতে যোগদান করেছেন এবং পার্টি ও তার কাজ সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের প্রথম অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। তাঁদের প্রথম মিটিং থেকেই তাঁরা পূর্ণ পার্টি সভ্য বলে অনুভব করেছেন, পার্টির আস্থাভাজন হয়েছেন এবং এর প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তাঁরা অবাধে কথা বলতে, সমালোচনা করতে এবং পরামর্শ দিতে পারেন। এবং তাঁরা দেখছেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থানীয় শাখাগুলি থেকেও ঐ ধরনের সব পরামর্শ এবং সমালোচনা গ্রহণ করেন। অনেক নতুন সভ্যের কাছে পার্টি জীবনের এটাই ছিল সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে তারা যে ঠিক এটা তাদের সেই বিশ্বাস করিয়েছে। পুরোনো কমরেডরা তাঁদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করলেন। তাঁদের একজন, ফ্রাঙ্কইস বিলুক্স, ফ্রান্স নুভেলের অধিকর্তা, মন্তব্য করলেন যে সব ভালো পরামর্শ তলা থেকে আসে অথবা উপর থেকে আসে কথা চিন্তা করা অন্যায়—এগুলি আলোচনা এবং ধারণার পারস্পরিক সমৃদ্ধির থেকে আসে। তদনুযায়ী, পার্টি চিন্তাশীল, সক্রিয় সদস্য যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন তাঁদের চায়।

মিটিংটি নানান দিক থেকে প্রয়োজনীয় ছিল : নতুন সদস্যরা তাঁদের অনেক প্রশ্নের জবাব পেলেন এবং তাঁদের সমালোচনা রাখতে সক্ষম হলেন, আবার পার্টি নেতারা নতুন সভ্যদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলেন।

ফ্রান্স নুভেলের সম্পাদকীয় দপ্তরে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ ৪০ জন তরুণ কমিউনিস্ট এবং ৬ জন নেতৃস্থানীয় পার্টি সংগঠক ছিলেন। কিন্তু এর বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার ফলে অনেক শ্রোতা এ বিষয় জেনেছেন।

নাতালি দু-ভালে

গোপন সংবাদপত্র

উরুগুয়ে সরকার প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলির উপর সর্বাত্মক অভিযান চালিয়েছে। এর শিকার হয়েছে ব্রড ফ্রন্টের সংবাদপত্র **আলটিমা হোরা**, বামপন্থী সাপ্তাহিক **রেসপুয়েস্তা**, সোশ্যালিস্ট পার্টির পত্রিকা **ওরিয়েন্টাল**, সংবাদপত্র **ইয়া** এটি গণতান্ত্রিক অভিমত প্রকাশ করত এবং উদারপন্থী **মারচা** এর সম্পাদক বর্তমানে কারারুদ্ধ। তালিকা আরো বাড়ানো যায়। কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবহারের জন্য বাছাই করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **এল পপুলার** বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে এবং এর সম্পাদক—এমন কি অনেক পাঠক ধারাবাহিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন।

কিন্তু কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকাকে টুঁটি টিপে মারা যায় না। মার্চে পার্টি গোপনে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কারতা সেমানল দেল পারতিদো কমিউনিসতা (কমিউনিস্ট পার্টি সাপ্তাহিক) প্রকাশ শুরু করে।

এতে গণতান্ত্রিক নেতাদের নিপীড়নের কাহিনী প্রকাশিত হয়, যাঁদের অনেকের উপর কারাগারের মধ্যেই অত্যাচার করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক পত্রিকাটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক রডনি আরিসমেনদির অবিলম্বে মুক্তির জন্য আন্দোলনের সূচনা করেছে। পত্রিকা লিখেছে: "আরিসমেনদি এবং সমস্ত কমিউনিস্টদের মুক্তির দাবি করে আমরা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং প্রগতির জন্য সংগ্রাম করছি।"

কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে যে সংবাদপত্র, বুলেটিন এবং ইস্তাহারে প্রায় ১০ লক্ষ কপি গত দু-মাসে বিলি করা হয়েছে॥ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল **কারতা সেমানল** ছাড়া, সংবাদপত্র **এল গাল্লো রোজো, ক্লারিদাদ, উনিদাদ আদেলাণ্ডে, ওপিনা এল পুয়েবলো, লা কমুনা** এবং অন্যান্য॥ এগুলি সবই অবৈধভাবে প্রকাশিত হয়॥

রডরিগুয়েজ ভিয়াজ

১৯৭৪ সাল—ডব্লিউ. এম. আর-এর প্রচার বৎসর

মেক্সিকো: প্রচার বাড়ছে

মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি সাধ্যমত চেষ্টা করছে ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-এর প্রচার বাড়াবার জন্য, কারণ এই পত্রিকা সাধারণের মধ্যে কাজকে সাহায্য করে।

পত্রিকাটির মার্ক্সীয়-লেনিনীয় বিশ্লেষণ আমাদের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। কিভাবে সামাজিক বিচার, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে হয়—এর প্রবন্ধগুলিতে তা পাওয়া যায়। এসব প্রবন্ধ থেকে পাঠকেরা তত্ত্বের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে এবং দর্শনের পরিধি ব্যাপক হয়। এই জন্যই এর প্রচার নিয়মিত বেড়ে চলেছে।

ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ, আমরা মনে করি সমস্ত পার্টি কর্মীদের পড়া উচিত। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছি অন্য একটি আরও কষ্টসাধ্য উদ্দেশ্যে—গণসংগঠনগুলির কাছে পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়া—ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, যুবদলগুলি। আমরা প্রায় ১০০০ কপি পত্রিকা লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে পাঠাই। স্বল্প দামে রাস্তায় বেশ বিক্রয় হয়।

সম্প্রতি আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত মেক্সিকোর শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের সংগঠনগুলির কাছে পত্রিকা সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছি। তারা তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সংগঠিত হয়েছে ও অন্যান্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চায়।

আমাদের লক্ষ্য পত্রিকাটি উন্নত করা, এবং এর প্রচার-সংখ্যা বাড়ানো।

মার্টা বরকুইজ

পোল্যাণ্ড: প্রদর্শনী, পাঠকদের সম্মেলন

ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-এর প্রচার বৎসরের পরিকল্পনা অনুসারে, ওয়ারশ, কাটোউইস্, লডজ্ পোজ্নান, কিইলই, লুবলিন ও আরও আটটি শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির এই যৌথ পত্রিকার ১৫ বছরের ইতিহাসের তাঁরা সমীক্ষা করেছেন।

নিয়মানুসারে প্রদর্শনীর সাথে পাঠকদের একটি সম্মেলন করা হয়। এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেন পোলিশ প্রকাশনের কর্মী সভ্যরা, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির আঞ্চলিক ও জেলার কর্মীরা এবং পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলী ও সম্পাদক পরিষদ সম্প্রতি পি. ইউ. ডব্লিউ. পি, এর সি. সি. আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির প্রচার বিভাগের জন্য একটি সম্মেলন সংগঠিত করে। এই সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউকে আরো উন্নত ও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

টি. ডব্লিউ

গ্রীস: ফ্যাসিবাদী নির্যাতন এড়ানো

ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-র গ্রীক প্রকাশনা এই বছরের প্রথম থেকে আবার শুরু হয়েছে।

ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের দমনপীড়ন সত্ত্বেও পত্রিকাটি দেশে বহুল প্রচারিত। এটা অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, ইতালি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য জায়গার শ্রমিক ও প্রবাসী রাজনীতিবিদদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। "ভয়েজ অব ট্রুথ" গোপনীয় বেতার কেন্দ্র, পার্টির গোপনীয় খবরের কাগজ **রিজোসপাসটিসে**, এবং গণতান্ত্রিক পত্রিকাগুলি **ইলেফটারি প্যার্টিডা** (লণ্ডনে প্রকাশিত হচ্ছে) **নিওস ড্রমস, লাইকস অ্যাগনিসটিস, লাইকাস্ অ্যাগোনাস্ ডমোক্রাটিস্** এবং **নিয়াজোয়ী** (সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রকাশিত হচ্ছে) দ্বারা এর বিষয়বস্তু নিয়মিত পর্যালোচিত হয়। কিছু ডব্লিউ. এম. আর-এর প্রবন্ধ গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা **নিউওস কস্মস্**-এ পুনঃ মুদ্রিত হয়।

কিভাবে পার্টি পত্রিকাটি তার কাজে ব্যবহার করত তার এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। একটি সংখ্যার প্রচ্ছদপটে সিমউ কেটি দ্বারা "বন্দী সংগ্রামীদের জন্য মুক্তি" পোস্টারটি ছিল। এইটি দেশব্যাপী ব্যাপক গ্রেপ্তারের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। দেশপ্রেমীরা প্রচ্ছদপটটি প্রতিবাদ অভিযানের সময় ইস্তাহার হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

পত্রিকাটি গ্রীক গণতন্ত্রীদের মধ্যে সমর্থকদের জয় করেছে বিশেষ করে শ্রমিক এবং ছাত্র যুবকদের।

ভের্সিলিস্, ভেনেট সানো পউলস্

কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯১৮ সালের ১৭-২৩ নভেম্বর কনস্টিট্যুয়েন্ট কংগ্রেসে এর প্রতিষ্ঠা। ১৯২০ পর্যন্ত সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি নামে পরিচিত ছিল।

পাঁচ বা ছ-বছর ব্যতীত সি. পি. জি. সব সময়েই এবং এখন পর্যন্ত অবৈধ বা আধা-বৈধ সংগঠন রূপে কাজ চালাতে বাধ্য হয়। অসুবিধা এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মুখে পার্টি শ্রমজীবী জনগণের আশু দাবির জন্য সংগ্রাম, জাতীয় স্বাধীনতা, সামাজিক প্রগতি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগঠকে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৪ সালে সি.পি.জি. গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪১-৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট দখলদারির সময় পার্টি তার শক্তিগুলিকে পুনর্গঠিত করে এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের প্রধান সংগঠক এবং নেতায় পরিণত হয়। সি.পি.জি-র উদ্যোগে এবং অন্যান্য পার্টির সাহায্যে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট (ই. এ. এস.) এবং গ্রীক জনগণের মুক্তিবাহিনী (ই.এল.এ.এস.) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের শেষে পার্টির সদস্য ছিল ৪০০,০০০ জন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ (১৯৪৪), ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন্ অনুযায়ী মার্কিন হস্তক্ষেপ (১৯৪৭) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে গৃহযুদ্ধ এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়ার দরুন ১৯৪৯ সালের শেষদিকে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তার সশস্ত্র বাহিনী পরাস্ত হয়।

১৯৫১-১৯৬৭ সালে ইউনাইটেড ডেমক্রাটিক লেফট পার্টি (ই.ডি.এ.) পরিচালিত ব্যাপক গণ-আন্দোলনে সি.পি.জি. অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র কায়েম হওয়ার ফলে পার্টির কাজকর্ম একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য যে-শক্তিগুলি সংগ্রাম করছিল সি.পি.জি. তাদের অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত হয়।

নবম পার্টি কংগ্রেস, যা অল্প কিছু দিন আগে অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে পার্টির সমস্ত সংগঠন ও শক্তির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন—নয়া-ফ্যাসিস্টদের জঘন্য অত্যাচার ঠেলে ফেলার জন্য, দেশকে মার্কিন কব্জা-মুক্ত করার জন্য এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য একনায়কতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির ব্যাপক ঐক্য এবং জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীর ঐক্য গঠনের আহ্বান জানায়। কংগ্রেসে বলা হয় যে, গ্রীসের স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ নিহিত রয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে, নতুন গণতন্ত্রের মধ্যে। নতুন গণতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কংগ্রেসে জোরের সঙ্গে বলা হয় যে, প্রাথমিক কাজ হল একটি শক্তিশালী পার্টি গঠন করা যার শক্তিশালী গোপন সংগঠন থাকবে, শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পথ থাকবে, এবং জনসাধারণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকবে, পার্টি হবে জনগণের নেতৃত্ব দেওয়ার এবং তাদের জয়যুক্ত করার যোগ্য।

নবম কংগ্রেস যে-কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রীস সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবে : গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী পর্যায় এবং সমাজতান্ত্রিক পর্যায়। কংগ্রেস পার্টি গঠনতন্ত্র সংশোধন করে এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই কংগ্রেস ছিল একটি রাজনৈতিক দিগ্‌দর্শন এবং পার্টি ও জনগণের একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের ফলস্বরূপ। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা, উন্নত যৌথ দায়িত্ব, যথাযথ দায়িত্ব বণ্টন এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সদস্যদের অবগতিই অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অবৈধভাবে কংগ্রেস বসা সত্ত্বেও এর বিপুল সাফল্য এনে দিয়েছে।

কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পার্টির জাতীয় সংবাদপত্র **রিজোসপাসটিস** গ্রীসে অবৈধভাবে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও সি.পি.জি. তত্ত্বগত মাসিক পত্রিকা **নিউস কসমস** প্রকাশ করে। একটি গোপন বেতার কেন্দ্র 'দি ভয়েস অব ট্রুথ' পরিচালনা করে। গ্রীসের তরুণ কমিউনিস্টরা অবৈধ দৈনিক সংবাদপত্র **ওডিজিটিস** প্রকাশ করে।

সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব নিউজিল্যাণ্ড

১৯৬৬ সালের ২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা কংগ্রেস, যা অকল্যাণ্ডে বসেছিল, পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করে, রণকৌশল স্থির করে, গঠনতন্ত্র গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব নির্বাচন করে। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল নিউজিল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, যা শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের জীবন-ধারণের মান উন্নত করার একমাত্র ব্যবস্থা। কংগ্রেসের দলিলে জোরের সঙ্গে বলা হয় যে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য বিপ্লবী উপায়ে নিউজিল্যাণ্ডের সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ করার আহ্বান জানায়।

দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন (অক্টোবর ১৯৭০) কর্মসূচী দলিল, "নিউজিল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রের জন্য" গ্রহণ করে। এতে আশু দাবি আদায়ের জন্য এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পার্টি অসম সামাজিক স্তরগুলিকে সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে নিয়ে আসার জন্য ঐক্যবদ্ধ করার কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে। ড্রাইভার, মীট প্যাকার, নাবিক, বন্দরকর্মী এবং অন্যান্য ইউনিয়নে পার্টির বলিষ্ঠ অবস্থিতি রয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে পার্টির কাজ-কর্মের নির্দেশ দিয়ে মৌলিক রাজনৈতিক প্রস্তাব, "সামনের পথ", তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে (সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) গৃহীত হয়। পার্টি গঠনের সমস্যা নিয়েও এই সম্মেলন আলোচনা করে।

প্রতি তিন বছর পর পার্টি কংগ্রেস বসে। পার্টি-সদস্যদের শতকরা ৮০ ভাগ মজুরি অর্জনকারী এবং অবশিষ্টরা মাহিনা অর্জনকারী, ছাত্র এবং গৃহিণী। মোট সদস্য-সংখ্যার শতকরা ২৬ ভাগ মহিলা। শতকরা ৭০ ভাগ সদস্যের উচ্চ বা মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে।

পার্টির জাতীয় সংবাদপত্র **নিউজিল্যাণ্ড ট্রিবিউন** (প্রচার-সংখ্যা ২,৫০০)। এ ছাড়াও ত্রৈমাসিক **সোশ্যালিস্ট পলিটিকস** (প্রচার-সংখ্যা ৫০০) প্রকাশিত হয়।

জি ডি আর-এ রাজনৈতিক পোস্টার

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির জনগণের মধ্যে কাজে রাজনৈতিক পোস্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের পোস্টারের আদর্শগত এবং শিল্পগত দিক নিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ত কথাবার্তা ও আলোচনায় পার্টি মনোযোগ দিয়ে থাকে।

আমাদের প্রয়োজন আবেগ এবং মানসিক আবেদন-সমৃদ্ধ পোস্টার। অনেক শিল্পী এই প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, এদের মধ্যে অধ্যাপক ক্লাউস ইটকুজেল, রুডোলফ গ্রুটনার, এক্সাল বার্টরাম এবং রুডোলফ গ্রাসম্যান গ্রুপ, যাদের কাজ জার্মান পোস্টার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী।

বার্লিনে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব-যুব ও ছাত্র উৎসবে প্রদর্শিত পোস্টার এবং ভিয়েতনাম, চিলি ও আফ্রিকার প্রতি সংহতি প্রকাশ করে পোস্টারগুলি ব্যাপক সাড়া তুলেছিল।

সমাজতন্ত্রের সৌরভ ও সুযোগ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপূর্ণতা বিধৃত এবং আর্থনীতিক পরিকল্পনার পূর্ণ রূপায়ণে গণ-উদ্যোগকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা-সমৃদ্ধ বহু পোস্টার দেওয়া হচ্ছে। নতুন সমাজের নর-নারীদের চিত্রিত করার বিষয়েও শিল্পিগণ ক্রমবর্ধমান আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে আমাদের শিল্পিগণ এখন নতুন পোস্টার চিত্রায়ণের কাজ করছেন। তাঁরা আশা করছেন, অষ্টম পার্টি কংগ্রেস যে-দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তা তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবেন।

—পিটার সেইফয়েট

স্মৃতির উদ্দেশে

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে প্রখ্যাত এবং **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য কমরেড মাইকেল হারমেল প্রাগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মাইকেল হারমেল ১৯১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি জোহান্সবুর্গে একটি দেশত্যাগী আইরিশ সমাজতান্ত্রিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই কমিউনিস্ট হন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি এস. এ. সি. পি-র বহু সংগঠনে—জেলা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব-পদে বৃত ছিলেন। ৫০ সালে গোপন অবস্থায় পার্টি পুনর্গঠনের কাজে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। ১৯৬৩ সালে কমিউনিস্ট-দমন আইন অনুযায়ী যখন এস. এ. আর. কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করে তখন কমরেড হারমেল কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশ-ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৫৯ সালে পার্টির সাময়িক-পত্র দি **আফ্রিকান কমিউনিস্ট** প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি তাঁর দায়িত্বে ছিলেন।

বহু সাময়িক-পত্র এবং দৈনিক পত্রে কমরেড হারমেল (ছদ্মনাম এলারুমো) নিবন্ধ রচনা ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস (৫০ বছরের সংগ্রাম) রচনা করেন।

তিনি এস. এ. সি. পি-র পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বহু সম্মেলনে এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

অকাল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, গত কয়েক বছর ধরে তিনি **ওয়ার্লড মার্কসিস্ট রিভিউ-তে** এস. এ. সি. পি-র প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সাময়িক পত্রিকার বহুজাতিক কর্মীদের কাছে একজন বিশ্বস্ত কমরেড রূপে এবং আমাদের পাঠকদের কাছে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের একজন প্রখ্যাত বিশ্লেষক রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন।

সচেতন লেনিনবাদী বিপ্লবী, নিরন্তর আন্তর্জাতিকতাবাদী, দয়ালু, দাতা, খুবই বিনয়ী এবং সহৃদয় কমরেড হারমেল যাঁদের কাছেই পরিচিত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিতেই তিনি চিরদিন উজ্জ্বল থাকবেন।

ডায়রি

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং বুলগেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান টোডোর ঝিভকভ সোফিয়া অবস্থান কালে **ওয়ার্লড মার্কসিস্ট রিভিউ-র** প্রধান সম্পাদক কে. আই. ঝারোডোভের সঙ্গে মিলিত হন। কমরেড ঝারোডোভ তাঁকে এই সাময়িক পত্রিকার কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির এই যুক্ত প্রকাশনায় বি. সি. পি. কেন্দ্রীয় কমিটির সহযোগিতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কমরেড ঝিভকভ **ওয়ার্লড মার্কসিস্ট রিভিউ-র** উচ্চ প্রশংসা করে বলেন যে এই সাময়িক পত্রিকাটি তাঁর পার্টি-কর্মীরা পড়েন এবং এই কারণে পত্রিকাটি পার্টি-সদস্যদের তত্ত্বগত শিক্ষায়সাহায্য করে, পত্রিকাটি পার্টি শিক্ষা স্কুলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন যে বি. সি. পি. কেন্দ্রীয় কমিটি এই পত্রিকায় কার্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করে যাবে এবং সমস্ত রকমের সমর্থন জানাবে।

* * *

নভেম্বরের শেষে মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্র মঙ্গোলিয়ায় পিপলস্ রেভোলিউশনারী পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে, এই কংগ্রেসই অ-পুঁজিবাদী পথে উন্নয়নকে সাধারণ নীতি বলে নির্ণয় করেছে। এই সঙ্গে মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রেরও ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে এম. পি. আর. পি-র আমন্ত্রণে **ওয়ার্লড মার্কসিস্ট রিভিউ-র** একটি প্রতিনিধিদল ঐ দেশ সফর করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন লারবাই বৌয়ালি (আলজেরিয়া) পোলিস ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির অডিটিং কমিশনের সদস্য তাভেউস্‌ঝ রেবিয়াক, গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ডব্লু. এম. আর-এর প্রতিনিধি ইদ্রিস কক্স এবং গুয়াতেমালান পার্টি অব লেবারের কেন্দ্রীয় কমিটির মতাদর্শ সম্পর্কিত কমিশনের সদস্য ওট্টো সানচেঝ।

প্রতিনিধিদলটি মঙ্গোলিয়া সফর করেন এবং পার্টি ও সরকারের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এম. পি. আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং গ্রেট পিপল্‌স খুরালের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি যামঝাজিন তসেডেনবাল প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানান।

* * *

সাইপ্রাসের প্রগ্রেসিভ পার্টি অব দি ওয়ার্কিং পিপল্‌স-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইঝেকিয়াস পাপাইওয়ান্নো ডব্লু. এম. আর-এর সম্পাদকীয় দপ্তরগুলি পরিদর্শন করেন এবং সহযোগিতা প্রসারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

* * *

হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড রিজোবারটো পাডিল্লা আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে মিলিত হন। কমরেড পাডিল্লা হণ্ডুরাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যক্ত করেন। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

* * *

পানামার পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য কমরেড মিজুয়েল পোরসেল ডব্লু. এম. আর-এর সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন। সাময়িক পত্রিকাটির লাতিন আমেরিকান কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা-কালে তিনি তাঁর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এবং পানামার কমিউনিস্টদের কাজকর্মের বর্ণনা দেন।

আগামী সংখ্যায় থাকবে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন এমন একটি সর্বোচ্চ অধ্যায় যেখানে বুলগেরীয় জনগণ গর্বের সঙ্গে অতিক্রান্ত পথের পর্যালোচনা করে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আগামী দিনের রূপ-রেখা নির্ধারণ করে। এই উপলক্ষে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক টোডোর ঝিভকভের একটি নিবন্ধ এবং

ডব্লু. এম. আর-এর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণের বুলগেরিয়া সফর সম্পর্কে একটি যৌথ রিপোর্টাজ প্রকাশিত হবে।

সমাজতান্ত্রিক সংসদ হল জনগণের সরকারের একটি চাবিকাঠি। সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদ কেমনভাবে কাজ করে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের বর্তমান পর্যায়ে সংসদ কি নতুন উপাদান সংযোজিত করছে তা হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরো সদস্য আগুাল এ্যাপ্রোর একটি নিবন্ধে বিবৃত হবে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আন্তর্জাতিকতার জীবন্ত বৈশিষ্ট্য আর্থনীতিক সংহতি হল একটি নতুন উপাদান। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং দুটি ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উপর সংহতি পদ্ধতির দ্বান্দ্বিক প্রভাব প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা নিয়ে মার্ক্সবাদী গবেষকগণ এবং ৩২টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিগণ প্রাগে একটি সভায় আলোচনা করেন। এই সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

ফ্রান্সের শাসকমহলের নয়া-ঔপনিবেশিকতা-নীতির সঙ্কট গভীরতর হচ্ছে। কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীরা উন্নয়নশীল দেশগুলি সম্পর্কে নতুন নীতি দাবি করছে। এই সম্পর্কে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদী গবেষণা কেন্দ্রের ডেপুটি ডাইরেক্টর জেন সুরেট-ক্যানান লিখবেন।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তথ্য ও তত্ত্বগত পত্রিকা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে সেপ্টেম্বর '৭৪ থেকে জানুয়ারি '৭৫ পর্যন্ত প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করুন !

এক বছরের জন্য গ্রাহক চাঁদা ১০·০০ টাকা মাত্র

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সাধারণ সময়ে গ্রাহক চাঁদা—

বার্ষিক সডাক ১৫·০০ টাকা

ষাণ্মাষিক সডাক ৮.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিঃ

৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সম্পাদকীয় অফিস

৪/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো,

কলিকাতা-১৭

পত্রিকার বিষয়বস্তু ও অনুবাদ উন্নত করার জন্য পাঠকবর্গের সমালোচনা ও পরামর্শকে সাদর আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৪/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো

কলকাতা-১৭

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | সকল দেশের শ্রমিক এক হও

বর্ষ ২ | সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ | সংখ্যা ৯

সূচীপত্র

টি. ঝিভকভ	:	ত্রিশ বছরের শিখর দেশ থেকে	৩
এল. স্ট্রুগাল	:	সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	৬
এস. ওলসজউস্কি	:	শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভিত্তি	১০

পার্টি

টি. ভ্যারেলা	:	অগ্রণী বাহিনী	১৭
এম. রডরিগুয়েজ	:	কষ্টকর পঁচিশ বছর	২৩
	:	সংক্ষিপ্ত সংবাদ	২৮
	:	পার্টি সংবাদ	২৯

তত্ত্ব

	:	অর্থনৈতিক সংযোজন এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া	৩২
আর. কোসোলাপভ	:	উন্নত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি	৪৭

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

এল. ভান গেইট	:	বেলজিয়ামে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সঙ্কট	৫৩
	:	বন্ধুদের দৃষ্টিতে বুলগেরিয়া	৫৯
ও. মিল্লাস	:	জুন্টার অপশাসনের এক বছর	৭৮
ডি. কনস্টান্টিনু	:	সাইপ্রাসের কঠিন দিনগুলি	৮৫
জান প্রাজস্কি	:	উত্তেজনা প্রশমণের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া	৮৭
	:	ব্রাজিলে নিপীড়নের প্রবাহ	৯১

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি

আর. রিশতা	:	বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রভাব	৯৭
	:	সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়	১০০

সূচীপত্র

জে. হ্যমিরগোল্ড	:	পার্টি কর্মীদের শিক্ষামূলক সাহায্য	১০১
	:	কারলোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসব : শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য	১০২
	:	বুলগেরিয়ার রাজনৈতিক পোস্টার	১০৩
	:	ডায়েরি	১০৬

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২.

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঃ বঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (৭০০০১২) থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ (৭০০০১৭) থেকে অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

ত্রিশ বছরের শিখরদেশ থেকে

তোদোর ঝিভকভ,
বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক, বুলগারিয়ার গণপ্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান

বুলগারিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩০তম বার্ষিকীর কয়েক-দিন আগে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সাময়িকপত্র **শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র-র** সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্যরা বুলগারিয়া সফর করেন। তাঁরা অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমস্যায় এবং একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকায় আমাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেন।

বুলগারিয়ার কমিউনিস্টরা, তার শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত শ্রমকারী জনগণ, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স আন্দোলনের অন্য বাহিনীগুলির প্রতি তাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন এবং বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে তাঁদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট দিতে সবসময়েই প্রস্তুত। কারণ আমাদের আন্দোলনের ঐক্যের ভিত্তি, প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মতৎপরতার জন্য দুনিয়ার কমিউনিস্টদের প্রতি বিপ্লবীসংহতি ও দায়দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ ব্যতিরেকে অকল্পনীয়।

এটা হল জয়ন্তীবর্ষ, বুলগারিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং ফাশিজমের কবল থেকে বেশ কয়েকটি ইয়োরোপীয় দেশের মুক্তি অর্জনের ৩০তম বার্ষিকী, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পর্ষৎ-এর ২৫তম বার্ষিকীবর্ষ। এ-বছর বুলগারিয়া ইয়োরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মুক্তির ত্রিশটি বছরের উৎসব পালন করবে, যে-মুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক জয় এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলেই অর্জিত হয়েছে।

কুড়ি শতকের বিপ্লবের ইতিহাসে আমাদের জয়ের একটা স্থান আছে। মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর মানবজাতি তার সমাজ-তান্ত্রিক ভবিতব্যের পথে আরেকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সিঁড়ির আরেকটি মোড়ে উঠতে পেরেছে। সোভিয়েত জনগণকে অনুসরণ করে আরও অনেক জাতি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য আরম্ভ করেছে। মহা সমাজতান্ত্রিক অভিযানে আমাদের দেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বুলগারিয়া অন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পদযাত্রা করছে।

যারাই বুলগারিয়া সফর করেছেন তাঁরাই জানেন, আমাদের পর্বত-শিখরগুলি থেকে কত দূরপ্রসারী বনবীথিগুলির সূচনা হয়েছে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩০তম বার্ষিকীকে আমাদের জনগণ ও রাষ্ট্রের বিকাশপথে একটি শিখরচূড়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে যে চূড়া থেকে আমাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বীথিগুলির সূচনা হচ্ছে। তবে সেখান থেকে আমরা যে-কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছি সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া যায়—আমরা দেখতে পাই কোথায় সে পথকে হ্রস্ব করা যেত, কোথায় সময় ও শক্তির সাশ্রয় করা সম্ভব হত। আমরা আমাদের অভ্যাগতদের তিনটি ঘটনাবহুল দশকের এই বর্ণালীর সমীক্ষা করতে এবং বুলগারিয়ার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে সুযোগ করে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁরা অকপটে আমাদের তাঁদের ধ্যান-ধারণার শরিক করবেন। তবে যা কিছু আমাদের অগ্রগতি সম্ভব করেছে তেমন কয়েকটি মৌল উপাদানের প্রতি আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী দৃঢ়তালাভ, যা তাকে ক্ষমতাদখলের জন্য প্রস্তুতি করতে এবং ক্ষমতা সংহত করতে সমর্থ করেছে। একথা বললে একটুও অতিরঞ্জিত করা হয় না যে বুলগারিয়ার কমিউনিস্টরা প্রত্যেক ধরনের বিপ্লবী সংগ্রামেই পরীক্ষিত। বহু বছর আগে আমাদের পার্টি ছিল বৈধ, আবার কুড়ি বছরেরও বেশি সময় পার্টিকে আত্মগোপন করতে বাধ্য করা হয়। পার্টি গণঅভ্যুত্থানের সংগঠন করেছে, কঠোর সংগ্রামপূর্ণ শ্রেণী-সংঘর্ষাদি পরিচালিত করেছে, নির্বাচন ও গণ-অভিযান চালিয়েছে, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীস্বার্থ এবং বুলগারীয় জনগণের প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের জন্য পার্লামেন্টে লড়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কার্যক্রমকে বিশদ করেছে, গণতান্ত্রিক মঞ্চের দাবি সূত্র-বদ্ধ করেছে, তার শত্রুদের সর্ববিধ আক্রমণের প্রতিরোধ করেছে,

তার শক্তি গড়ে তুলেছে এবং বাহিনীকে সমবেত করেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবেশে এবং ফাশিস্ত শাসনের অবস্থাতেও পার্টি কর্মতৎপরতা চালাতে শিখেছে। বিপ্লবী পরিস্থিতিতে এবং ক্ষীণ প্রবাহের কালপর্যায়গুলিতেও মূলনীতি সূত্রবদ্ধ করেছে। কেবল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক শ্রেণী-সচেতন, সক্রিয় ও জঙ্গী প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী পার্টি যা একটি সংগ্রামশীল, প্রস্তর কঠিন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ কেবল তেমন এক পার্টিই সংগ্রামের বিচিত্র ধরন ও প্রণালীসমূহকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

জয়ের দিন-১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের সেদিনটি, যেদিন তাদেরই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল এবং আমাদের পার্টি শাসক পার্টি হয়ে উঠেছিল, সেদিনটিতে পৌঁছাবার জন্য তাকে এক দীর্ঘ, দুরূহ অথচ গৌরবময় পথ অতিক্রম করতে হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগেকার বছরগুলিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং আমাদের পার্টি যে একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি, একটি নতুন ধরনের পার্টি এ ঘটনাদিই পার্টিকে প্রত্যয়শীলভাবে নতুন সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিতে সমর্থ করেছে। সমাজতান্ত্রিক বছরগুলিতে বুলগারীয় কমিউনিস্টরা অবিচলভাবে জনগণের সঙ্গে তাদের সংযোগাদি সম্প্রসারিত ও দৃঢ় করেছে, পার্টি-নেতৃত্বের ভূমিকা বাড়িয়েছে, সুসঙ্গতভাবে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে বাড়িয়েছে এবং পার্টি-শৃঙ্খলাকে মজবুত করেছে, পার্টি-জীবনের লেনিনবাদী মান এবং পার্টি-নেতৃত্বের লেনিনবাদী মূলনীতি থেকে সবরকমের বিচ্যুতিকে দৃঢ়ভাবে করেছে পরাস্ত। এদিক থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি এবং দেশের জীবনে তা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং তার বিকাশের গতি দ্রুততর করে। দশম পার্টি কংগ্রেস এবং তাতে গৃহীত উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যক্রম পার্টির পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং তার নেতৃত্বের ভূমিকার অপরিহার্যতার নির্দেশক। নিজের সংগ্রামশীল ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থেকে বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্যসাধনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাবে এবং সর্বদাই থাকবে একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী লেনিনবাদী পার্টি।

দ্বিতীয়ত, বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্য অটল। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্ববিধ উত্থান-পতনে এবং নতুন সমাজ গঠনে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যাদিকে সযত্নে বিবেচনায় রেখেও পার্টি সর্বদাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, সর্বদাই সমাজবিকাশের নিয়ম মেনে চলেছে। আমরা বিশ্বের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, যে-কোনো ধরনের সুবিধাবাদকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের স্থলবর্তী করলে, সাধারণ নিয়মাবলী থেকে দক্ষিণ অথবা "বাম" যে-কোনো দিকেই বিচ্যুতি ঘটলে তা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং বিপ্লবের সাফল্যাদিকে করে বিপন্ন।

বিপ্লবী সংগ্রামের কটাহে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সৃজনশীল বিকাশ সাধিত হয়। আজ সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে এবং যে-বিশ্বশ্রমিক আন্দোলন আমাদের এ যুগের সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশালী সক্রিয় শক্তি তার বহু রূপের সংগ্রামের মাধ্যমে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব হচ্ছে সমৃদ্ধ। আজ একজন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী হতে হলে জরুরী ব্যবহারিক সমস্যাবলীর সঙ্গে তত্ত্বের সংযোগসাধন এবং বিপ্লবী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নাদির জবাব দেবার ব্যাপারে তত্ত্বকে ব্যবহার করার সামর্থ্যও বোঝায়।

এমনভাবেই আমরা যখন সমাজতন্ত্র গড়তে আরম্ভ করি তখন আমরা লেনিন-এর সেই তাত্ত্বিক বক্তব্যের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকি যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলির অভিজ্ঞতা থেকেও আহরণ করি। তা আমাদের এই গভীর বিশ্লেষণ করতে সক্ষম করে যে জনগণতন্ত্র প্রলেতারীয় একনায়কত্বেরই একটি রূপ যা সারার্থের দিক থেকে সোভিয়েত ক্ষমতা থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু আমাদের পার্টি মাতৃভূমি ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির নেতৃত্ব দেওয়া এবং একটি কৃষক পার্টি, বুলগারীয় জনগণের কৃষক ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গড়ার ক্ষেত্রে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রণালীও কার্যকর করে।

আজও পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজ গড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর সমাধানে আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের উপর, নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর, সি. পি. এস. ইউ. এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশে তার অবদানের উপর, ভ্রাতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পার্টিগুলির অভিজ্ঞতার উপর এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যৌথভাবে সূত্রবদ্ধ দলিলাদির উপর নির্ভর করি।

তৃতীয়ত, আমাদের প্রগতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশের তাৎপর্য অসামান্য। ফাশিজমের পরাজয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অভ্যুদয় মানবজাতিকে শান্তির তুলনাহীন সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা জানি, গত ত্রিশ বছরে আমরা যা কিছু সম্পাদন করেছি তা কেবল শান্তিপূর্ণ বিশ্বেই সম্পন্ন করা যায়। আর এজন্যও আমরা গর্ববোধ করি যে বুলগারিয়া এবং তার জনগণ মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমাজপ্রগতির জন্য এত বেশি স্বার্থত্যাগ করেছে তারা আজ অন্যান্য জাতি ও দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য, সারা বিশ্বে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ঠিক এজন্যই আমরা সি.পি.এস.

ইউ. কংগ্রেসের শান্তির কার্যক্রমকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করি; ঠিক একারণেই আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ভ্রাতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাওপন্থীদের অন্তর্ঘাতক তৎপরতাদিকে দৃঢ়ভাবে নিন্দা ও বর্জন করি। বুলগারিয়ার কমিউনিস্টরা পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে এবং তার শান্তির কার্যক্রমের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির জন্য, আন্তর্জাতিক জোটমোচনে অব্যাহত গতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎসাহপূর্ণ সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করাকে সর্বদাই তাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্তব্য বলে মনে করবেন।

এক সময়ে জর্জি ডিমিট্রভ মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবকে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের অন্ধকার-বিদারক এক সার্চলাইটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আজ একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বুলগারিয়া শান্তিকে উন্নত করতে বলকান উপদ্বীপে সুপ্রতিবেশীর সম্পর্ক ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে সর্বতোভাবে প্রয়াস করে যাচ্ছে।

এসবই হচ্ছে তেমন উপাদানসমূহের কয়েকটি যেগুলি আমাদের সাফল্যের মধ্যেই রয়েছে। তবে যে-উপাদানটি বুলগারিয়ার ঐতিহাসিক, জাতীয় ও সামাজিক বিকাশকে এত প্রবলভাবে আকৃতি দিয়েছে তা বিবেচনায় না-আনলে আমাদের জীবন ও বিকাশ সম্পর্কে কোনও গভীর উপলব্ধি সম্ভব হবে না। আমি বুলগারীয় এবং সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্বের সম্পর্কাদি এবং ভ্রাতৃত্বমূলক ঐকান্তিক অনুরাগের কথাই বলছি।

বুলগারীয়-সোভিয়েত বন্ধুত্ব আমাদের সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতিটি দিকে কল্যাণকর প্রভাব প্রয়োগ করে। যদি পার্টির কথাই বলি তাহলে কেবল লেনিনবাদ আয়ত্ত করে এবং সি.পি.এস.ইউ-এর অভিজ্ঞতাকে কার্যকর করেই তা একটি সত্যিকারের লেনিনবাদী পার্টি হতে পেরেছে। যদি আমরা বুলগারিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের কথাই বলি তাহলেও আমাদের বলতে হবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া আমাদের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমকারী জনগণ কখনও ক্ষমতা রক্ষা করতে পারত না এবং আমাদের শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনও তার মুক্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারত না। আমরা যদি বুলগারিয়ার অবস্থাবলীতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগের কথাই বিবেচনা করি তাহলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই ত্রিশটি বছরের সব সময়েই সোভিয়েত অভিজ্ঞতার মজুত ভাণ্ডার যা ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন তার কাছ থেকে আমরা সম্পদ আহরণ করেছি। আমরা এজন্য গর্বিত যে একটি পশ্চাৎপদ দেশ থেকে বুলগারিয়া একটি উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে, একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে এখন এক শিল্প ও কৃষিসমৃদ্ধ দেশ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ছে। আর প্রত্যেক বুলগারীয় আমাদের সাফল্যগুলিকে নিরন্তর ও নিঃস্বার্থ সোভিয়েত সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন। আমরা প্রায়ই সি. পি. এস. ইউ. সি. সি-এর সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভের সেই মূল্যবান কথাগুলি স্মরণ করি যা বুলগারিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কাদির চরিত্রকে এত নির্ভুলভাবে প্রকাশ করেছে: "এটা হচ্ছে সক্রিয় সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা।"

আমাদের পার্টি প্রোগ্রামে বুলগারীয় কমিউনিস্টদের চিন্তা ও অনুভূতিসমূহই প্রকাশ পেয়েছে: "বুলগারীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং বুলগারীয় জনগণের পক্ষে বুলগারীয়-সোভিয়েত বন্ধুত্ব হল প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীর কাছে সূর্যালোক এবং বাতাসেরই মতো; এটা শতাব্দীগুলির মধ্যে নিহিত এক বন্ধুত্ব, এটা আমাদের বিকাশের অন্যতম প্রাণশক্তি, আমাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির অব্যাহত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের শর্ত এবং গ্যারান্টিস্বরূপ।"

তবে বুলগারীয় কমিউনিস্টরা এটা অবশ্যই উপলব্ধি করেন যে আমাদের জনগণের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলি অন্যান্য ভ্রাতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তাতেই অর্জিত হয়েছে, ঐগুলি হল আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগে বুলগারিয়ার সক্রিয় যোগদানেরই ফলশ্রুতি, ঘনিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতিসাধন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সমর্থনেরই ফলশ্রুতি।

এযাবৎ ত্রিশটি বছর ধরে বুলগারিয়া সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। এটা একটা কঠিন এবং কখনও কখনও অত্যন্ত ঘোরালো একটা পথ, তবে প্রকৃত সমাজপ্রগতির একমাত্র পথ। এটা সেই পথ যা আমাদের জনগণকে কমিউনিজমের উজ্জ্বল শিখরচূড়াগুলিতে নিয়ে যাচ্ছে। এ সত্য আমরা গোপন করি না যে আজও সবসময়ে ব্যাপারাদি সহজ হয় না এবং এখনও যথেষ্ট অসুবিধা অতিক্রম করতে বাকি আছে। কিন্তু এই ত্রিশ বছরে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যা কিছু আমরা অর্জন করতে পেরেছি তা চৌহদ্দির দিক থেকে একটা যুগের সমকক্ষ। সব সময়ের মতোই এখনও আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্যে অটল রয়েছি, শান্তি ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমর্থন জানাবার প্রস্তুতিতে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সংহতি ও ঐক্যকে মজবুত করার জন্য আমাদের প্রয়াসের ক্ষেত্রে অটল আছি।

বুলগারিয়াতে একটি চলতি কথা আছে: "চোখগুলি দেখে কিন্তু হৃদয়ই অনুভব করে।" আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলির অতিথিরা কেবল দেখেন নি এবং শোনেন নি, আমরা বুলগারীয় কমিউনিস্টরা, ধ্যান-ধারণা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদেরই কমরেডরা ত্রিশ বছরে যা অর্জন করেছি তা তারা অনুভবও করেছেন।

এই সংখ্যাতেই ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলির একটি প্রতিনিধিদলের বুলগারিয়া সফর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

লুবোনির স্ট্রুগাল
চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, চেকোস্লোভাক সরকারের চেয়ারম্যান

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টির কাছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনের কাজ দৈনন্দিন বাস্তব হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী জনতার জন্য নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে, উপকরণ-উৎপাদন, জীবনধারণের মান আর শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মানের দ্রুত উন্নতি সুনিশ্চিত করে এবং মানবিক মর্যাদায় সম্মান নিশ্চিত করে। ফ্যাসিবাদের পরে বিজয়লাভে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত অবদানে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই মৌল পরিবর্তনগুলি অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী জনতার কাছে উৎসাহব্যঞ্জক নিদর্শন। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক দেশে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী, পুঁজিবাদী শাসন উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র গঠনেব পথে পা বাড়িয়েছে। বিশ্ব-ইতিহাস রচনায়, এক নতুন, বিপ্লবী উপাদান, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

তুলনামূলকভাবে স্বল্পকালের মধ্যে, এই শতকের বিগত চতুর্থাংশে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে এবং দুনিয়ার ক্রিয়াকলাপে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এই গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিষয়ক শক্তিবৃদ্ধি, উন্নততর শিক্ষার মান এবং জনসাধারণের উন্নততর নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে সংযত করার জন্য এর প্রতিরক্ষা ক্ষমতার এক বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি তৈরি করেছে। একমাত্র তারই ফলে মানবজাতি আর একটি বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শান্তি রক্ষা ও সংহত করার প্রয়াসে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এক চূড়ান্ত উপাদান হয়ে উঠেছে। এতে সমাজতন্ত্রের প্রভাবের এমন এক গুণের কথা ব্যক্ত হয়েছে যা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরেই শুধু পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হবে। এমনকি যাঁরা বিপ্লবী মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নন, কিন্তু বিষয়গত দিক থেকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকেন, তাঁরাও অনেকেই সমাজতন্ত্রের এই বিশ্বাসজনক সাফল্যের কথা স্বীকার করেন।

মার্ক্স এবং এঙ্গেল্‌স কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লিখেছেন, "ইয়োরোপকে একটি ভূত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তা হচ্ছে কমিউনিজমের ভূত।" যা একদিন "ভূত" বিশেষ ছিল, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কাছে তা আদর্শস্থানীয় এবং পরিত্রাণের একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই বিশ্বব্যবস্থার প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের চূড়ান্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনীতি। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও তার প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাফল্য জনসাধারণ ও সমাজবিকাশের পরে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলছে। স্মরণ করা যেতে পারে, পুঁজিবাদের উৎপাদিকাশক্তির চেয়ে নতুন সমাজের উপকরণ ও কৃৎকৌশলগত উন্নততর ভিত্তিস্থাপনের পরে লেনিন সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন: "একবার এই সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারলে আমরা নিশ্চিতভাবে এবং পরিণামে বিশ্বপরিসরে জয়লাভ করব।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৭)

ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং মুখ্যত তার মেরুদণ্ড বিশেষ, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পর্ষৎ (কাউন্সিল ফর মিউচুয়্যাল ইকনমিক অ্যাসিস্ট্যান্স) এই লক্ষ্যের পথে অখণ্ডনীয় অগ্রগতি ঘটিয়েছে: ঐতিহাসিক দিক থেকে স্বল্পকাল, ২৫ বছরের মধ্যে অতীতে যে দেশগুলি মূলত কৃষি ও কৃষিশিল্পনির্ভর ছিল, সেই সি.এম.ই.এ. দেশগুলি বর্তমানে শ্রম-উৎপাদিকাশক্তির উন্নত স্তর সমন্বিত এক প্রভাবশালী শিল্পভিত্তিক ধাঁচ গড়ে তুলেছে। এই সমস্ত দেশের শিল্পজাত পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০ সালের তুলনায় শতকরা ৭৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের শিল্পজাত পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় তিন গুণ হয়ে উঠেছে।

সি. এম. ই. এ. পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তার শক্তি ও প্রভাব বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে।

বিশ্বের গবেষণা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সি. এম. ই. এ. দেশগুলিতে পাওয়া যায়। এই দেশগুলির কারিগরি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৮ মিলিয়ন, গোটা পশ্চিম ইয়োরোপে নিযুক্ত শ্রমিকের চেয়ে এই সংখ্যা বেশি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ। রাসায়নিক শিল্পে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। বর্তমানে এই শিল্পে ৩ মিলিয়ন লোক নিযুক্ত আর ১৯৫০ সালের তুলনায় এই শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ১৫ গুণেরও বেশি। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিষয়ক অগ্রগতিতে সি. এম. ই. এ. দেশগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে, প্রযুক্তিবিষয়ক বিপ্লব এবং সমাজবিজ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্রেও তা চূড়ান্ত বিষয়গুলির গতিনির্ণয়ে ক্রমবর্ধমান হারে প্রভাব বিস্তার করছে।

কৃষি-ক্ষেত্রেও যৌথ পরিবর্তন ঘটেছে। বিরাটাকার কৃষি-খামারের সুব্যবস্থিত বিকাশ এবং বিজ্ঞানের সর্ববিধ সাফল্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তিতে স্থির বৃদ্ধি ঘটেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, দানাশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ১৯৬০ সালের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ, আর এই বৃদ্ধির শতকরা ৯০ ভাগই হয়েছে প্রতি হেক্টরে উন্নততর উৎপাদনের ফলে। মাংসের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। সর্বাধিক খাদ্যোৎপাদনের মূল কর্তব্যসাধনের সাথে কৃষি সাফল্যজনকভাবে তাল রেখে চলেছে।

শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যোৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের এক সুদৃঢ় প্রকরণগত ভিত্তি তৈরি করেছে—এ উন্নয়ন শুধুমাত্র পরিমাণগত নয় মূলত গুণগত—আর এ উন্নয়ন উৎপাদিকাশক্তিগুলির স্থির বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রণালীবদ্ধ উন্নতির জন্য।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উন্নয়নে সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই গোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ দেশ হিসেবে এর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার অর্ধেকেরও বেশি এবং সি.এম.ই.এ-র প্রায় তিন-চতুর্থাংশের মালিক সোভিয়েত। এই গোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণায় সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে ইউ. এস. এস. আর-এর। সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে সোভিয়েত মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সোভিয়েত নিরন্তর সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা-বাদের নীতি প্রয়োগ করে চলেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে এর অর্থনৈতিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য: সোভিয়েতের প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সম্পূর্ণ অধিকারে রাখা হয়েছে। ইউ. এস. এস. আর. হচ্ছে, সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা সুস্থিতকরণের উপাদান, সহযোগিতার দুর্গবিশেষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে এ ব্যবস্থার এমন এক অংশীদার যার পরে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতেও সবাই ভরসা রাখতে পারে।

সি. এম. ই. এ-সদস্য দেশগুলির অর্থনীতি পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগত পার্থক্য ছাড়াও উদ্দেশ্যপূর্ণ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আছে, যা সুস্থিত ও দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে। দুই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ; ১৯৬৬-৭২-এর নিম্নলিখিত তথ্যে শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত বার্ষিক বৃদ্ধি হারের গড় থেকে তা দেখা যাবে: সি. এম. ই. এ-দেশসমূহ—৮·৪ শতাংশ, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ—৪·৭ শতাংশ, আর সর্বাধিক উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই হার শুধুমাত্র ২·৮ শতাংশ। কৃষিপণ্য-উৎপাদন হারেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এগিয়ে আছে।

সমাজতান্ত্রিক সংহতি হচ্ছে এই সমস্ত দেশের সহযোগিতার সর্বোচ্চ রূপ। এতে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির পথ খুলে দেওয়া হয়, অর্থনৈতিক মানে সমতাবিধান প্রক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়, অধিকতর সমরূপতা এবং দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গুণগতভাবে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। লেনিন যে প্রবণতার কথা বলেছেন, "একটি সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত জাতির সর্বহারাশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত এক অখণ্ড সমগ্র হিসেবে একটি একক বিশ্ব-অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ" (৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭), এই সংহতির মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তব করে তুলছি।

সমাজতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক সংহতির জন্য পরিকল্পনা-ক্ষেত্রে অধিকতর সমন্বয়সাধন এবং গোটা সমাজতান্ত্রিক পরিবারের জন্য যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেইমতো এই বছরের গোড়ায় সি. এম. ই. এ-র ২৮তম অধিবেশনে আগামী পাঁচ সালা পর্যায়কে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বহুমুখী সংহতিসাধনের ব্যবস্থার জন্য একটি যৌথ পাঁচ-সালা পরিকল্পনা থাকবে, আর মূল শিল্পগুলির জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় যৌথ গবেষণা ব্যবস্থা থাকবে। এই যৌথ পরিকল্পনা এবং পূর্বচিন্তা পূর্ণতর সার্থকতার সাথে জ্বালানি, শক্তি ও কাঁচামালের সুদূরপ্রসারী চাহিদা মেটানোর কাজ সম্ভবপর করে তুলবে, অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করবে আর আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উৎপাদনের ধাঁচ গড়ে তুলবে।

ফলপ্রসূ পরিকল্পনা এবং পরিচালন-ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান পৌনঃপুনিক বিধ্বংসী অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের একেবারেই বিরোধী। পুঁজিবাদ এ সবের কাছে শক্তিহীন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক সুবিধা, মিত্রসুলভ সহায়তা এবং যথার্থ সমানাধিকার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা,

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্য, অসম বিনিময় এবং শোষণের ভিত্তিতে 'সাহায্য' দান (অসংখ্য রাজনৈতিক শর্ত জড়িত)।

অধিকতর উন্নত দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার অভিজ্ঞতা সবাই কাজে লাগাতে পারে আর তা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে সুস্থিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার শক্তি কাঁচামাল ও আর্থিক সঙ্কটের পশ্চাৎপটে এর প্রাধান্য স্পষ্ট স্বস্তির নিদর্শন হিসেবে দেখা দেয়।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কৃতিত্ব কেনই বা লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তঃকরণ ও হৃদয়কে এত শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করে? প্রথমত তার কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও জনজীবনের এই সাফল্য-গুলি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করে। বাস্তবিকপক্ষে, পৃথিবীর আর কোথায়ই-বা জীবনধারণের মানের এমনিধারা দ্রুত উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এমনিধারা ব্যবস্থা, ভবিষ্যতের পরে এমনিধারা আস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য গুটিকয় মানুষের মুনাফা নয়, শ্রমজীবী মানুষের উন্নত, সুখী জীবন, তার ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ এবং তার সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশ ও স্বার্থ-পূরণের পরিপূর্ণ সুযোগদানই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য। সেই কারণেই নিজস্ব কাজের প্রতি প্রত্যেকের এমনিধারা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন এক মনোভাব এবং সমাজের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় এমনিধারা সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কৃতিত্বসমূহের যুগান্তকারী গুরুত্ব, তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ও প্রভাব, একমাত্র আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতি এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের ব্যাপকতর পটভূমিকাতেই সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি হচ্ছে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা ক্রমাগত অনমনীয়ভাবে পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে, সমাজতন্ত্রের শক্তি ও প্রভাবকে বাড়াচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরে, বর্তমান সমাজতন্ত্রের আবেদন তার মানবিক ভাবধারার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠত, এখন তা প্রতিভাত হচ্ছে তার মূর্ত সাফল্যের মধ্য দিয়ে, কারণ সমাজতন্ত্রের এক শক্তিশালী উপকরণগত ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি রয়েছে যা তাকে অর্থনীতির সর্বশাখায় অতুলনীয় সুযোগসমন্বিত গুণগত পরিবর্তন কার্যকর করতে সক্ষম করে তোলে। সমাজতন্ত্রের প্রভাবের এই নতুন দিকটি শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরেই পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠতে পারে।

আমাদের সময়ের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন, তা সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন যা-ই হোক না কেন, মহান অক্টোবর বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম, অন্যান্য দেশে তাদের যে-সব বিপ্লবী পার্টি পুঁজিবাদী শাসন উচ্ছেদ করেছে, তার থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে অনুপ্রেরণা, শক্তি ও ভরসা পেয়ে থাকে। তাছাড়া, বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা আর তার সবচেয়ে শক্তিশালী সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের এক উপকরণগত ভিত্তি তৈরি করে।

শান্তি-আন্দোলনেও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি দেখা গেছে, তা ইউ. এস. এস. আর ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির ধৈর্যশীল ও সংহত প্রয়াসেরই ফল। শান্তি এবং সমাজতন্ত্র যে অবিভাজ্য, তাদের বৈদেশিক নীতিতেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। যাহোক, শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে সৃষ্ট, নতুন অবস্থাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতিকে মৌল ও স্থায়ী নীতি হিসেবে প্রয়োগ করা সম্ভব করে তুলেছে। সি. পি. এস. ইউ-র ২৪তম কংগ্রেসের যে শান্তির কর্মসূচীটি দুনিয়াজুড়ে লাখো লাখো মানুষের কাছে আশা-ভরসার কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কার্যকর করার মধ্যেই তার সাক্ষ্য মেলে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার অবসান ঘটানো এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টি।

সমাজপ্রগতির জন্য, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই যে-নীতি সমর্থন করে, সে নীতির গুরুতর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য: এ নীতি আরো অধিক পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসক শক্তিকে সংযত করবে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিকাশের গতি বাড়িয়ে দেবে। লক্ষ্য হচ্ছে, চিরদিনের জন্য যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ খুলে দেওয়া যাতে জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে এবং মানবজাতির জরুরী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যৌথ প্রচেষ্টার নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে।

একটি ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার সুযোগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, তা হচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্র। আর এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী পথ দেখাচ্ছে। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, এল আই ব্রেঝনেভ সি. এম. ই. এ র ২৫তম বার্ষিকীর ভাষণে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন: "আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বন্ধন দুনিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলবে, সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী নীতি উদ্ভূত প্রভেদ, বৈষম্য ও অসম বিনিময়ের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে।"

এই প্রভাব ইতোমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে। তা শুধু সমাজতান্ত্রিক এবং অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কের তথ্যাবলী-

তেই প্রতিফলিত হচ্ছে না, ইউ. এস. এস. আর. ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের আগ্রহ দেখানোর মধ্য দিয়েও তা ধরা পড়ছে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ক্রিমিয়ার অধিবেশনে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের নেতৃবৃন্দ গুরুত্বের সাথে বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিকতর উন্নত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পুঁজি-র প্রবক্তাদের শ্রেণী-মনোভাব বিষয়ে আমাদের কোনো মোহ নেই, কিংবা পুঁজিবাদের চরিত্র ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আমরা জানি, অন্য সমস্ত পদ্ধতি ব্যর্থ হলে, কিংবা যদি মনে হয় সুফল ফলবে, তখনই শুধু সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক মেনে নেয়। কিন্তু তাতে এ ঘটনার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে না যে সহযোগিতা ও শান্তি সৃষ্টি ও তাকে সংহত করার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে অর্থনৈতিক বিকাশ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে পুঁজিবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থা দূরপ্রসারী ব্যবসায়-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের নিরেট গ্যারান্টি এনে দিচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বরাবরই পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। বর্তমানেও তারা সেই অবস্থানেই রয়েছে। আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সাথে তারা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক অগ্রগতি, লাইসেন্স ও পেটেন্ট বিনিময় ইত্যাদিতে ব্যাপকতর সহযোগিতা করতে উৎসুক।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়গত ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য, স্বাভাবিকভাবেই, যদি তার রূপ ও পদ্ধতির প্রয়োগ এই নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

জনজীবনের সমস্ত অবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সাফল্যের এক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সমাজবিকাশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সংগঠিত এবং ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী প্রতিভূ, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর উপর পড়েছে তার সর্বাধিক প্রভাব।

কর্মচাঞ্চল্যের সাথে বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব, রাষ্ট্রিক-একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর এক অত্যন্ত বাস্তব সহায়ক। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপ্লবী ভাবধারা ও অভিজ্ঞতা আর এই দেশগুলির সামাজিক সাফল্যগুলিও, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার অধিকতর জোরালো অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে। পুঁজিবাদীদের এ বিষয় বিবেচনা করতে হচ্ছে। সুতরাং, বিগত অর্ধ-শতাব্দী জুড়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভে একটি সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসক শক্তিগুলি, সমাজপ্রগতি স্তব্ধ করে দেওয়া কিংবা অন্ততপক্ষে শ্লথগতি করে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধেও তাদের আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। প্রচুর সম্ভাবনাসমৃদ্ধ এই আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই দিয়েছে ধসিয়ে। বিপ্লবী প্রক্রিয়া তৃতীয় দুনিয়ার ডজন ডজন দেশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তারা তাদের স্বাভাবিক রক্ষাকর্তা সমর্থকদেরই সন্ধান পায়। বাস্তবিকপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির জন্য তাদের ন্যায়যুদ্ধকে সমর্থনই জানায় নি, তাদের নিরন্তর সর্বব্যাপক এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রমবর্ধমান হারে সহায়তা দান করে চলেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের সহায়তাদান ও সহযোগিতাকে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে। আর, অবশ্যই এ সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা, অথবা তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নেওয়ার মতো কোনো শর্ত সমাজতান্ত্রিক সহায়তার পেছনে নেই।

গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই সহায়তা সম্প্রসারণের মতো অবস্থা রাখে। তাছাড়া, যে-সমস্ত সদ্যস্বাধীন দেশ অ-পুঁজিবাদী পথ বেছে নিয়েছে, তাদের কাছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা প্রভূত মূল্যবান।

একদিকে যখন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি জাতীয় অর্থনীতির স্তরে সাফল্যের সাথে সমতাবিধান করার পথে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক স্তর ও বৃদ্ধিহার বিষয়ে, পুঁজিবাদী দুনিয়াতে সর্বাধিক উন্নত এবং অন্যান্য অধিকাংশ দেশ, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ ক্ষেত্রেও, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সুবিধা অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

প্রতিটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার শ্রমিকদের কাছে একটি নিদর্শন হিসেবে সমাজতন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি বেড়ে চলেছে। দুনিয়ার প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও প্রত্যয়ব্যঞ্জক। শুধুমাত্র এ কথা মনে রাখা দরকার জারতন্ত্রী রাশিয়া কি পশ্চাৎপদই না ছিল, আর বিপ্লব এবং দেশকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত জনসাধারণকে একাধিকবার অস্ত্রধারণ

করতে বাধ্য হতে হয়েছে আর পরিণামে অবিশ্বাস্য দুরূহ অবস্থার মধ্যে দেশ পুনর্গঠন করতে হয়েছে—কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কি বিপুল সাফল্য তারা অর্জন করেছে তার যথোচিত উপলব্ধির জন্যই এ কথা মনে রাখতে হবে।

বিপরীতক্রমে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় চলেছে ক্রমবর্ধমান সামাজিক অস্থিরতা, সভ্যতার যা কিছু সুযোগ-সুবিধা তা শুধুমাত্র সংখ্যালঘুর আওতায়। এই ব্যবস্থা এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জীবনধারণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না: এই সামঞ্জস্যহীন দ্বন্দ্বের দুনিয়ার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী মানবজাতির সামনে এক উৎসাহব্যঞ্জক পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করেছে: ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ এবং এক নতুন নীতিবোধ জাগ্রত করছে যা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নির্মূল করে এবং এমন এক সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যাতে মানুষ একাকিত্ববোধ করে না, সে নিজেকে সমমর্যাদাসম্পন্ন যৌথসমষ্টির এক প্রয়োজনীয় সদস্য হিসেবে মনে করে।

সমাজবিকাশের ধারা অকাট্যভাবে সমাজতন্ত্রের মানবতাবাদী ভাবধারার নির্ভুলতা প্রমাণ করছে, আর ভবিষ্যতের দিগ্বলয় ইতোমধ্যেই সমাজতন্ত্রের সৌধ থেকে প্রত্যক্ষগোচর। এদের মধ্যে দিয়েও সমাজতন্ত্রের অনুপ্রেরণা মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করছে।

সমাজতন্ত্রের আকর্ষণীশক্তি ও প্রভাব, পুঁজিবাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতি ক্ষেত্রেই বেড়ে চলেছে। এটা কোনো অঘটন নয়। যে-মূল নীতিগুলি সমাজবিকাশের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে তা থেকেই এই বাস্তব প্রবণতার উদ্ভব। যে সময়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা দীর্ঘকাল ধরেই তার প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে, সমাজতন্ত্র সে সময়ে সমাজের বাস্তব চাহিদাকে রূপ দিচ্ছে। আমাদের আশাবাদী হওয়ার সবরকম কারণই রয়েছে, আর ভবিষ্যৎকে আমরা দেখে থাকি আস্থাভরে। কারণ বর্তমান নির্ভুলভাবে প্রতিপন্ন করছে সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে সাম্যবাদ হচ্ছে পৃথিবীর যৌবন।

শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভিত্তি

স্তেফান ওলসজউস্কি

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো সদস্য এবং পোলিশ গণ-প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী

বিগত কয়েক বছরে সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বর্ধিত কর্মতৎপরতা সামগ্রিকভাবে, আমাদের পরিবার শক্তিশালী হয়েছে এবং আরও নিবিড় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ক্রিমিয়ার শীর্ষ বৈঠক, ওয়ারশতে ওয়ারশ রাজনৈতিক চুক্তির পরামর্শদাতা কমিটির অধিবেশন, সোফিয়ায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পর্ষদের ২৮তম অধিবেশন এবং অসংখ্য সম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয় সফরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে এর সদস্যদের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্কের অধিকতর বিকাশ ঘটেছে এবং এদের আন্তঃকার্যকলাপ এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব যা শান্তি এবং নিরাপত্তাকে উৎসাহিত করার কাজে সাহায্য করছে সে বিষয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ইউনিয়নের লেনিনীয় নীতিই হল চূড়ান্ত উপাদান এবং এই প্রকৃত সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এদের পররাষ্ট্রনীতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন এবং সম্ভাবনার উৎস হল অভিন্ন মতাদর্শ, সমরূপ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য এবং শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের প্রয়োজন। এদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার জন্য দ্বিপক্ষীয় চুক্তিগুলিতে এবং ওয়ারশ চুক্তিতেই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরামর্শ এবং সহযোগিতা সমন্বিত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

পররাষ্ট্রনীতিতে সহযোগিতা হল সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ঐক্যের অভিব্যক্তি এবং সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বের শক্তি-বিন্যাস পরিবর্তনের প্রধান উপাদান।

অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অভিন্নভাবে, পোল্যাণ্ডও বিশ্বাস করে যে এর আন্তর্জাতিক কার্য কলাপের কার্যকারিতা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার উপর চূড়ান্ত মাত্রায় এবং সমাজতন্ত্র এবং প্রগতির প্রধান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের চারপাশে তাদের ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। এই বুনিয়াদী বিবেচনা থেকে আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ইউ. এস. এস. আর. এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সমন্বিত করার জন্য এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

পোল্যাণ্ডের জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক বিকাশের প্রধান ঘটনাগুলি হল ইউ. এস. এস. আর. এবং অন্য সব ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা। এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান বিশ্বভূমিকার কারণে আমরা সমাজতন্ত্রবাদ নির্মাণে দ্রুততর পদক্ষেপ বজায় রাখতে এবং সক্রিয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণে সক্ষম হচ্ছি।

আমাদের পার্টি এবং সরকারের আন্তর্জাতিক তৎপরতা সি. পি. এস. ইউ. এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম মৈত্রী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাকে বিকশিত করার উপর নির্ভর করছে। আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন দানই হল সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গতিপূর্ণ স্বার্থ। ইউ. এস. এস. আর. এবং ইউ. এস. এ-র মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার যে-প্রক্রিয়া বিকশিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর যার অভিনন্দনযোগ্য প্রভাব পড়ছে পোলিশ জন-গণপ্রজাতন্ত্র তাকে আন্তরিকভাবেই সমর্থন করে।

গত বছরে কমরেড এল. আই. ব্রেঝনেভের পোল্যাণ্ড সফর এবং ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে মস্কোতে কমরেড এডওয়ার্ড গিয়েরেকের সফরকালে কথাবার্তা এবং ক্রিমিয়া ও ওয়ারশতে বহুমুখী বৈঠকগুলির সময়, জনগণের পোল্যাণ্ডের ৩০তম বার্ষিকীর উৎসবে কমরেড ব্রেঝনেভের অংশগ্রহণ আমাদের দেশের এবং পার্টিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলায় সাহায্য করেছে। ঐ আলোচনাগুলি সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছে এবং আরও ঘনিষ্ঠতর সংযোগের জন্য সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে।

সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়। তার উদাহরণ হল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এ. গ্রোমিকোর সঙ্গে আমাদের প্রায়শ বৈঠক।

সি. এম. ই. এ-র শিল্পগত উৎপাদনে যে-সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ হল শতকরা ৭০ ভাগ, সে পোল্যাণ্ডের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবর্ধক যন্ত্রের মতো বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং উৎপাদন বিশিষ্টতায় আমাদের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সংযোগ প্রসারিত করছি। উদাহরণ হল, পি. ইউ. ডব্লিউ. পি-র এবং সি. পি. এস. ইউ-র সঙ্গে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্প্রসারণ। আমরা ইউ. এস. এস. আর-এ ক্যাডারদের শিক্ষাদানের সুযোগ নিচ্ছি।

অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঙ্গেও পোল্যাণ্ড ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের (জি. ডি. আর.) সঙ্গে নানান ক্ষেত্রে এবং নানান স্তরে অসংখ্য যে-যোগাযোগ হচ্ছে আমরা তা সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। উভয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যও উভয় পক্ষই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিল্পগত সহযোগিতার একটা উদাহরণ হল জাউইরসিতে যুক্তভাবে একটি স্পিনিং মিল নির্মাণ। দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়া ভ্রমণের বন্দোবস্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

গত বছরে কমরেড গিয়েরেক এবং জারোসংইউসিজ-এর নেতৃত্বে পার্টি এবং সরকারের একটি প্রতিনিধি দলের জি.ডি.আর-এ মৈত্রী সফর দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহ দান করতে অনেক কিছু করেছে। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদকের নেতৃত্বে জি. ডি. আর-এর পার্টি এবং সরকারের একটি প্রতিনিধি-দলের পোল্যাণ্ডে মৈত্রী সফর।

আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবেশী চেকোস্লোভাক সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার নিবিড়ভাবে বিকাশ ঘটেছে। এই বছরের মার্চ-এ চেকোস্লোভাক পার্টি এবং সরকারের একটি প্রতিনিধিদলের, চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড গুস্তাভ হুসাকের নেতৃত্বে মৈত্রী সফর আমাদের দুই পার্টির এবং জনগণের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বকে এবং ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশল এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও প্রসারিত করায় সাহায্য করে।

বুলগেরিয়া জন-গণ-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রসারিত হচ্ছে। বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড টোডর ঝিভকভ-এর পোল্যাণ্ড সফরের সময় সর্ব ক্ষেত্রে অব্যাহত সহযোগিতার বিকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হাঙ্গেরিয়ান জনগণ-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যগত এবং শক্তিশালী সম্পর্ক আছে। হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড ইয়ানুস কাদারের সঙ্গে পোলিশ নেতাদের বৈঠকের সময় এই সম্পর্কগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রুমানিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেও সম্পর্কের প্রসার ঘটছে। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কৃৎকৌশল এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে এই ব্যবস্থা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সাফল্যের কথা বলতে পারি। কিন্তু আমরা এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সচেতন যে এখনও অনেক ক্ষেত্র পড়ে আছে যাতে হাত দেওয়া হয় নি এবং আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য নতুন সুযোগের উদ্ভব হবে। এর প্রারম্ভিক পুঁজি হল পরিবারভুক্ত দেশগুলির নিশ্চিত গতিতে শক্তির বৃদ্ধি এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের সাফল্য।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে

য়ুগোস্লাভিয়া সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ রিপাবলিকের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা দুই দেশের নেতৃবৃন্দের এবং বিশ্ব-দৃশ্যপটে যুক্ত কার্যকলাপের দ্বারা সফর এবং অধিবেশনের আদান-প্রদানের মধ্যে দ্রুততর হয়েছে।

আমরা আলবানিয়া জনগণ-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার পক্ষে, এবং ২৯ মে এবিষয়ে সেজম-এ একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে।

পোল্যাণ্ড, ইয়োরোপের বাইরেও সক্রিয় নীতি অনুসরণ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা কিউবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। এই কিউবা এখন সি. এম. ই. এ-র সদস্য এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সমস্ত দেশের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছে।

আমরা কিউবার জনগণের সাফল্যকে এবং লাতিন আমেরিকার এবং অন্যান্য মহাদেশের জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে স্বাধীন ঐ দ্বীপের ক্রমবর্ধমান মর্যাদাকে স্বাগত জানাই।

মঙ্গোলিয়া জন-গণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা সফলভাবে বিকশিত হচ্ছে। মঙ্গোলিয়ার নীতিবদ্ধ নীতি পোল্যাণ্ডে উচ্চ প্রশংসা লাভ করছে।

পোল্যাণ্ড, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রতিম ভিয়েতনাম জনগণের সংগ্রাম সমর্থন করেছিল। আমরা আমাদের বন্ধুত্ব, সংহতি এবং সহযোগিতা ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেও সম্প্রসারিত করছি। শান্তি সংরক্ষণের জন্য এবং ওদের দেশ পুনর্গঠনের জন্য জনগণের প্রয়াস ব্যাপক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। আমরা ভিয়েতনামের অধিবাসীদের তার ভবিষ্যৎকে নিজেদের মতো গড়ে তোলার অধিকারের জন্য প্যারিস চুক্তি কঠোরভাবে পালন করার বিষয়টি সমর্থন করি।

কোরীয় জন-গণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও সন্তোষজনকভাবে বিকশিত হচ্ছে। কোরিয়ার দ্ব-দ্বীপে শান্তি রক্ষা এবং সংহত করার নীতি এবং গণতান্ত্রিক নীতিগুলির উপর কোরিয়ার শান্তিপূর্ণভাবে এবং বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া একীকরণের আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করে।

প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বারা মোহরাঙ্কিত যুক্ত কার্যক্রম সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটি সভ্য দেশের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে আমাদের অভিমতে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামের মুখ্য শর্ত। আমরা এই ভিত্তি থেকে কাজ করে যাচ্ছি যে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের নীতি যত ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত হবে ততই এর দেশগুলির ঐক্য ঘনিষ্ঠতর হবে, তাদের শক্তি ততই বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি সংহত করায় তাদের ভূমিকা ততই সক্রিয় হবে।

২১ জুলাই, আমাদের সেজম-এর রৌপ্য জয়ন্তীতে এল. আই. ব্রেঝনেভ যে-কথা বলেছিলেন আমরা তা সম্পূর্ণ স্বীকার করি: "বর্তমানে আমরা বহুমুখী সহযোগিতার নীতি এবং পদ্ধতিগুলি চেষ্টা করেছি এবং পরীক্ষা করেছি। আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, আমাদের সমষ্টিগত সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করেছি। ওয়ারশ চুক্তি শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য এবং ফলপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এটা এখন সকলের কাছে স্পষ্ট যে ইয়োরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কর্মতৎপরতার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যকর করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উপর। আমাদের দেশ একথা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে যে এই কর্তব্য ঐক্যবদ্ধভাবে পালিত হলে ভালোভাবে অর্জন করা যায়। এদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ ঐক্যই হল নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ যে ইয়োরোপে ৩০ বছর যাবৎ কামানের যে-গর্জন স্তব্ধ হয়ে আছে তা আর কখনও এই দেশগুলির জনগণের শান্তিপূর্ণ শ্রমের বিঘ্ন ঘটাবে না। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ঐক্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির মূল পূর্বশর্ত। এই ঐক্যের বৃদ্ধি, বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতিতে, আমাদের কালে প্রগতিশীল প্রবণতাগুলির প্রতি বিশেষ করে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি এক প্রচণ্ড দান।

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম সম্পাদক, এডুওয়ার্ড গিয়েরেক জনগণের পোল্যাণ্ডের ৩০তম বার্ষিকী দিবসের বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন: "আমরা এই ঘটনার জন্য গর্বিত যে জনগণের পোল্যাণ্ডের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর পররাষ্ট্রনীতি আমাদের জনগণকে বিশ্ব-শান্তি এবং প্রগতির শক্তিগুলির রথেই স্থান দিয়েছে।"

সমাজতান্ত্রিক পরিবারের প্রত্যেকটি দেশ অভিন্ন এবং জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি সমস্যার সমাধানের জন্য এর একতা থেকেই তাজা শক্তি সঞ্চয় করে। প্রধান লক্ষ্য হল প্রত্যেকটি জাতির এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি সংরক্ষিত এবং সংহত করা।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের গোষ্ঠীর সদস্যরা মুক্তি, স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমগ্র জনগণ এবং সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংহতিবদ্ধ। এবং অভিজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছে যে বিশ্ব-ঘটনাবলীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃবিজড়িত কার্যকলাপ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের মতাদর্শ থেকে যে-অভিন্ন লক্ষ্য দেখা দেয় তা অর্জনের জন্য তাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস, শান্তি সংরক্ষণ এবং সংহতিকরণের পক্ষে উল্লেখযোগ্য দান প্রতিফলিত করে, নয়া-উপনিবেশবাদী এবং সমরবাদী শক্তিদের

আগ্রাসী পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সাহায্য করে এবং ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে উৎসাহিত করে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার নির্বাধ বিকাশই হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামে এবং বিশ্ব-শান্তিকে উৎসাহ দানের ক্ষেত্রে নিয়ামক ঘটনা।

সমাজতন্ত্রবাদ এবং প্রগতির অনুকূলে বিশ্ব-শক্তিগুলির বর্তমান বিন্যাস এবং প্রগতির কারণ হল সমাজতান্ত্রিক পরিবারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব এবং জনগণের বর্ধিত কার্যকলাপ, শান্তির জন্য তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তির অভিযান এবং সামাজিক প্রগতির জন্য তাদের সংগ্রাম, মানবজাতিকে আর একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দানের এবং কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনের মুক্তির মহান দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষা-জাত। পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের ব্যাপক অংশকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা শান্তির নীতির আছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে সাহায্য করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক কার্যকর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলির সঙ্গে সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতি যা সি. পি. এস. ইউ-র ২৪তম কংগ্রেসের শান্তির কর্মসূচীতে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে আগ্রাসী যুদ্ধকে একটা নীতির অস্ত্ররূপে নিন্দা, সার্বভৌমত্ব, সাম্য, স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনহস্তক্ষেপ-এর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচী বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার কথাও স্বীকার করে নিয়েছে।

অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণী-শান্তি নয়। এটা সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে যে-শত্রুতামূলক বিরোধ আছে তা অপনোদন করে না। বস্তুত, এ হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে দুই বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের সংগ্রাম-পদ্ধতি কিন্তু সশস্ত্র সংঘর্ষ এর আওতায় নয়।

এই মঞ্চসজ্জায় মতাদর্শগত সংগ্রাম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে, কারণ এর ফলাফল সমাজের বিকাশের চরিত্র এবং হারের উপর যথাসাধ্য প্রভাব বিস্তার করে।

বৈজ্ঞানিক-কৃৎকৌশল বিপ্লবের সাফল্য এবং ঐ সঙ্গে সমাজ সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি, বিকাশের পক্ষে শক্তিশালী সহায়ক শক্তি যা আমাদের গোষ্ঠীর লক্ষ্যের পক্ষে শক্ত বনিয়াদ গড়ে তোলে এবং এভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী এবং ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত জয়কে নিশ্চিত করে। এই আশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য সিমেন্টের মতো কাজ করে।

আন্তর্জাতিক সমঝওতার প্রক্রিয়াকে গভীরতর করা সম্ভব যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য আরও শক্তিশালী হয় তবে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে-রাজনৈতিক প্রাকৃতবাদ বিরাজ করছে তার দ্বারা ইয়োরোপ এবং অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্থায়ী শান্তির জন্য বিরাট সৌধ গড়ে উঠবে। এবং এই যুক্তিরই বুনিয়াদ হল আমাদের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্র-বিন্দু।

পোল্যাণ্ডসহ সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির সামনে যে-গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এসে দাঁড়াচ্ছে, তা হল একটি সমষ্টিগত ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ইয়োরোপের পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিকে নিশ্চিত করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অবস্থা এই বিষয়ে বহু পুঁজিতান্ত্রিক দেশের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১৯৬৪-র ডিসেম্বরে, সোভিয়েতের উদ্যোগ অনুসরণ করে পোল্যাণ্ড জাতিসংঘে, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার প্রশ্ন আলোচনার জন্য নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করে। ওয়ারশচুক্তিভুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি ১৯৬৬-র জুলাই-এ বুখারেস্ট অধিবেশনের সময় একটি প্রাসঙ্গিক ঘোষণা প্রকাশ করে, আর একটি ঘোষণা হয় ১৯৬৯-এর মার্চ-এর বুদাপেস্ট অধিবেশনে এবং তারপরে হয় ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে প্রাগের ঘোষণা। আমাদের দেশগুলি হেলসিঙ্কিতে প্রাথমিক আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলির সর্বত্র, সমষ্টিগত নিরাপত্তার স্থায়ী ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়াস করেছিল।

ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির বুদাপেস্ট বিবৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইয়োরোপে সশস্ত্র সংঘর্ষ নাকচ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, এর স্বাক্ষরকারীরা ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে ব্যাপক সহযোগিতার সুপারিশ করে। তারা মনে করে, অমীমাংসিত ইয়োরোপীয় সমস্যাগুলিকে, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। তারা নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচনার জন্য আর একটি নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব পুনরাবৃত্তি করে। তারা দেখায় যে নিখিল ইয়োরোপীয় সহযোগিতা, বিপজ্জনক সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে একমাত্র বাস্তবসম্মত বিকল্প।

সম্মেলনের জন্য বহুমুখী প্রস্তুতি আরম্ভের পূর্বেই কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। এগুলির মধ্যে, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রকে ওডার, নিসা লুজিসকা এবং বাল্টিক বরাবর সীমান্ত সমেত ইয়োরোপীয় সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তাকে স্বীকার করে নিতে হবে: বনকে "নিখিল জার্মানির" প্রতিনিধিত্বের দাবি পরিত্যাগ

করতে হবে, আন্তর্জাতিক আইনে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মর্যাদার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে; জার্মান ফেডারেল রিপাবলিককে মিউনিক চুক্তির বৈধতা অগ্রাহ্য করতে হবে এবং ঐ দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রাগারকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করতে হবে। পোল্যাণ্ডসহ সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলি ইয়োরোপীয় সম্পর্ককে স্বাভাবিক করা এবং একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা খাড়া করার ক্ষেত্র একটি অত্যাবশ্যকীয় ভিত্তি।

এফ. আর. জি-র সঙ্গে সোভিয়েত এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১৯৭০ সালে সম্পাদিত চুক্তিগুলি, পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে চতুঃশক্তি চুক্তি, জি. ডি. আর. এবং এফ. আর. জি-র মধ্যে এবং জি. ডি. আর. এবং পশ্চিম বার্লিন সেনেটের মধ্যে চুক্তি এবং সর্বোপরি চেকোস্লোভাকিয়া এবং এফ. আর. জি র মধ্যে চুক্তি ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সম্মেলনের পথ প্রশস্ত করে।

৩৩টি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র এবং ইউ. এস. এ. এবং কানাডার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি এবং সহযোগিতার এবং আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ইয়োরোপীয় সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠিত করা।

সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অনুরূপ, আমরাও চাই নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন থেকে সমঝওতার আনুষ্ঠানিকভাবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্মত নীতিগুলি এবং পারস্পরিক কল্যাণকর সহযোগিতায় সংহত হোক। ইয়োরোপীয় সহযোগিতার ভবিষ্যৎ মডেল ফলপ্রদভাবে কার্যকর হবে। যদি আমাদের মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থেকে, অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর একতরফা সুবিধালাভের প্রয়াস সমেত সমস্ত বৈষম্যগুলি নিশ্চিহ্ন করা হয়।

সম্মেলনের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং ইওরোপের ভবিষ্যত নিয়ে একে যে ভূমিকা পালন করতে হবে, এর তৃতীয় অধ্যায়, দলিল স্বাক্ষর করার কাজটি শীর্ষ পর্যায়ে করতে হবে। আমরা মনে করি এর লক্ষ্য একবার বাস্তবে রূপায়িত হলে, শান্তি এবং রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হবে।

আমাদের জন্য এই সম্মেলনই শেষ কথা নয়। পরন্তু ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে নতুন সম্পর্ক গঠনের আরম্ভিক কাজ। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির একটি স্থায়ী কমিটি গঠন আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ফলাফলগুলিকে সরকারী স্বীকৃতি দেবে এবং ইওরোপীয় সমঝওতার একটি নির্ভরযোগ্য বহিরঙ্গ-এর সাহায্য করবে।

জনগণ সম্মেলনের দ্রুত চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত অংশগ্রহণকারীই এই আশা পোষণ করছেন। এই এপ্রিলে ওয়ারশ রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির বিবৃতিতে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলি শপথ নিয়েছিল যে, স্বল্পতম সময়ে "সম্মেলনের সফল পরিসমাপ্তি"কে দ্রুততর করার জন্য যাতে এর ফলাফল শান্তিকামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেজন্য তাদের ক্ষমতায় যা কিছু আছে সবই করবে।

রাজনৈতিক সমঝওতার পরিপূরক হবে সামরিক সমঝওতা। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলি সেন্ট্রাল ইয়োরোপে সশস্ত্র বাহিনী এবং অস্ত্রভাণ্ডার হ্রাসের জন্য ভিয়েনা আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে এবং মতৈক্যের অঞ্চলগুলিতে অনুরূপ হ্রাসের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব করছে। ওয়ারশ-চুক্তিভুক্ত দেশগুলির মতে এই হ্রাস, সেন্ট্রাল ইয়োরোপে বর্তমানে যে শক্তিবিন্যাস আছে তার পরিবর্তন না করে, সামরিক সংঘর্ষকে কমিয়ে দেবে এবং সামরিক সমঝওতার প্রক্রিয়ার সূচনা করবে। পশ্চিমী প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেছিলেন যে ওয়ারশ চুক্তির দেশগুলির নাটো গোষ্ঠীর দেশগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃহত্তর হ্রাস করবে। আমরা যদি ওদের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতাম তবে ইয়োরোপের বর্তমান শক্তিসম্পর্কের পরিবর্তন ঘটত। আমরা ঐ পথে যেতে পারি না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশী বাস্তবসম্মত এবং নীতিভিত্তিক। এবং আমরা আশা করি যে পশ্চিমী সরকারগুলি এবং জনসাধারণ একথা বুঝবেন। মধ্য ইয়োরোপে সশস্ত্র বাহিনী এবং অস্ত্রভাণ্ডার হ্রাসের আলোচনার সাফল্য সমঝওতার প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য দান দেবে এবং অপরাপর অঞ্চলে অনুরূপ ব্যবস্থাবলীর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

জাতিসংঘে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলি বিপুলভাবে মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, সমুদ্র এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের অসামরিকীকরণ, জীবাণু সংক্রান্ত অস্ত্র উৎপাদন এবং মজুত করা এবং অন্যান্য বিষয়ের চুক্তিগুলির বিশদীকরণে বিপুল দান রেখেছে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো, পোল্যাণ্ডও কেবল ইয়োরোপেই নয়, অন্যান্য মহাদেশেও, যেখানেই বিস্ফোরক পরিস্থিতি এখনও বিরাজ করছে সেখানে শান্তি সংহত করার প্রয়াসে অংশ নিয়েছে। হাঙ্গেরি এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা ভিয়েতনামে যুদ্ধ অবসান এবং শান্তি পুনঃস্থাপনের চুক্তি সম্পূর্ণত কার্যকর করার আন্তর্জাতিক কন্‌ট্রোল কমিশনে আছেন। লাওস কমিশনে এবং কোরিয়ায় নিরপেক্ষ অঞ্চলগুলির জন্য কমিশনে পোলিশ প্রতিনিধিরা আছেন। পোলিশ সেনাবাহিনী মধ্য-প্রাচ্যে জাতিসংঘ-শান্তিরক্ষাবাহিনীতে এবং সিরিয়া এবং ইসরাইলী বাহিনীকে পৃথক রাখার তদারকের জন্য জাতিসংঘ-বাহিনীতে আছেন।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে কাজ করে, পোল্যাণ্ড পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিও সহযোগিতা প্রসারিত করেছে, বিশেষ করে ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, ইতালি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া এবং জাপানের সঙ্গে। কিছু চলতি অসুবিধা

সত্ত্বেও এফ. আর. জি-র সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণও এগিয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে পোল্যাণ্ড সম্পর্ক প্রসারিত করছে। ভারতের সঙ্গে বহু ধরনের সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। এটা প্রমাণ করে যে এখনও এমন অঞ্চল আছে যেখানে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক কল্যাণজনক সহযোগিতা হতে পারত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আমরা এই তিন মহাদেশের দেশগুলির সঙ্গে ১৯৮০ সালে আমাদের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান তিনগুণ করব।

সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে অভিন্নভাবে, সহযোগিতা, শান্তি এবং সমঝওতার নীতি অনুসরণ করে, আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের জাত্যভিমানী, কমিউনিস্ট-বিরোধী, এবং তার নেতৃত্বের সোভিয়েত-বিরোধী নীতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক সুস্পষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ব্যবহার করছে।

মাওবাদী নেতৃত্বের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের অস্বীকৃতি, বৈদেশিক নীতিতে এর শ্রেণীনীতি নাকচ, সবই আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হচ্ছে। চীন জনগণ-প্রজাতন্ত্রের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ, বিশেষ করে জাতিসংঘে, ফলাফলের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কার্যত আক্রমণে পরিণত। চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গঠনমূলক শান্তি এবং সমঝওতার উদ্যোগগুলিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টার জন্য নিজের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে যায়। সমঝওতাকে উৎসাহিত করে এ ধরনের সমস্ত ব্যবস্থার এ বিরোধিতা করে, বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের এ বিরোধী এবং নিরাপত্তা এবং সহযোগিতায় ইয়োরোপীয় সম্মেলনকে বাধাদানের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করেছে। বর্তমানে সে এর অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এশিয়ায় সমষ্টিগত নিরাপত্তা-ব্যবস্থার গঠনমূলক ধারণাকেও সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করছে। যে কোনো মূল্যে এ বিশ্বসমঝওতাকে সংহত করার কাজে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছে তাকে হীনমন্য করার চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের আলোচনায়, চীনের নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা উস্কে দেওয়ার জন্য সংযোগ-ক্ষেত্রগুলির অনুসন্ধানের ফিকির খুঁজছে। এমনকি তারা অতি-প্রতিক্রিয়াশীল, কমিউনিস্ট-বিরোধী ঠাণ্ডা যুদ্ধের শক্তিগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং সহানুভূতি গোপন করার জন্য মাথাঘামায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে চিলির ফাসিস্ত জুণ্টার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

এদের উক্তিতে এবং কার্যকলাপে, চীনের নেতারা সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধীদের সঙ্গেই লাইন দেয়। বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক পরিবারের বিরুদ্ধে মাওবাদ মতাদর্শগত এবং রাজনীতিগত ভাবে এক দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। অতএব আমরা মনে করি যে মাওবাদের তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের পার্টি এবং সরকারগুলির নীতির ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলে আমাদের পরিবারগত একতা জমাট বাঁধবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যৌথ এবং সমন্বিত নীতির ফলাফলগুলি অনেক বেড়ে যাবে। এই সংগ্রামে নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করা ঠিক নয়, কিংবা চীনের নীতিকে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী বলে গণ্য করা উচিত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তির নীতির বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ঐক্যের ওপর আঘাত করে, সমঝওতার বিরোধিতা করে, চীনের মাওবাদী নেতৃত্ব পোল্যাণ্ডের এবং অন্যান্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পোল্যাণ্ড যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে তার বুনিয়াদী সমস্যাগুলির কথা বলতে গেলে, আমাদের সর্ব প্রথমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার উপাদান এবং পদ্ধতির অধিকতর বিকাশের চেষ্টার ওপর জোর দিতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কারণে যে নতুন কর্তব্যগুলি দেখা দিতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির অধিকতর বিকাশগুলিকে আমাদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে রাখতে হবে।

তদনুযায়ী, আমরা পার্টি এবং সরকারী স্তরে উচ্চ পর্যায়ের মিটিং-এর আয়োজন করি এবং নানান ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য নতুন চুক্তি পরিকল্পনা করি। পোল্যাণ্ড ওয়ারশ চুক্তির আত্মরক্ষামূলক শক্তি সম্প্রসারিত করার ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে। এ সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সমস্ত দেশগুলির স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করে। ১৯৭৫ সালে যার বিংশতি বার্ষিকী হবে সেই ওয়ারশ চুক্তি যে ব্যবস্থা তৈরি করেছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্ষিকী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নিরাপত্তার একটা বাস্তবায়িত মূর্ত উপাদান হিসেবে আমাদের প্রতিরক্ষামূলক সংগঠনের ভূমিকাকে এবং আন্তর্জাতিক সমঝওতার প্রক্রিয়ার ওপর সক্রিয় প্রভাববিস্তারকে আরও প্রাণবন্ত করবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সি.এম.ই.এ-র কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অখণ্ডীকরণের কর্মসূচী কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা প্রসারিত

হচ্ছে। বিগত ২৫ বছরে সি. এম. ই. এ সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আমাদের জনগণের মধ্যে আরও বেশী মিলনে উৎসাহ দিতে এবং সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ নির্মাণে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতির সফলতায় উল্লেখযোগ্য দান রেখেছে। এই জুন মাসে সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত সি. এম. ই. এ-র ২৮তম অধিবেশনে এটা লক্ষ্য করা হয়েছিল। সি. এম. ই. এ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশ, তাদের উন্নত জীবনযাত্রা এবং তাদের অর্থনৈতিক স্তরের ভারসাম্যের জন্য সহযোগিতা ক্রমাগত অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অখণ্ডীকরণ পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি এবং পোলিশ রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক রণনীতি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে। আমরা সি. এম. ই. এ-র কাঠামোর মধ্যে এই অখণ্ডীকরণ প্রক্রিয়ার গতিশীল বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের ৩০তম বার্ষিকীর পি. ইউ. ডব্লিউ. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০তম বার্ষিকীর থিসিসে এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল যে, "আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সি, এম. ই. এ-র দেশগুলির মধ্যে স্পেশালাইজেশন এবং সহযোগিতার অধিকতর বিকাশ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অখণ্ডীকরণের প্রগতির সঙ্গে বাঁধা আছে।"

পোল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক সমঝওতাকে উৎসাহিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। পি, ইউ. ডব্লিউ. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড্ এডুওয়ার্ড গিয়েরেক পি. ইউ. ডবিউ. পি-র প্রথম জাতীয় সম্মেলনে বলেন, "নিরাপত্তা এবং শান্তিই হল আমাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য। আমাদের জাতি যে আধুনিক ইতিহাসে এত বেশী কষ্টভোগ করেছে এটাই হল তার অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা। আমাদের কমিউনিষ্ট মতাদর্শ এবং এর বুনিয়াদী নীতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সংগ্রামের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং সভ্যসারি করে এসেছে।"

সমঝওতার সাফল্যে গভীরভাবে সন্তুষ্ট পোল্যাণ্ড এগুলির পরিবর্তন ঘটানোর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ কার যাবে।

অগ্রণী বাহিনী

আমাদের যুগের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি

টিওডোসিও ভ্যারেলা
বিকল্প সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটি, সি. সি.
কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে পার্টির প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হতে পারে; কিন্তু এটা এখনও বিতর্কের বিষয়। মার্ক্স-লেনিন-এর যুগের মতোই এই প্রশ্নটি বার বার তাত্ত্বিক আলোচনায় এসে পড়ে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে দেখা দেয়। রাজনৈতিক অগ্রণী বাহিনীর নেতৃত্বের ভূমিকা বাড়াবার জন্য, ও নতুন অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন ও তা থেকে সিদ্ধান্ত করার জন্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে। প্রলেতারীয় পার্টি সম্পর্কিত লেনিনীয় নীতিগুলিকে কলঙ্কিত করার, পার্টিগুলির ঐক্য বিনষ্ট করার ও কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব কমাবার প্রচেষ্টায় বুর্জোয়া ও শোধনবাদী মতদর্শবাদীরা ও সুবিধাবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ধারণাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে ও এই মত পোষণ করে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে 'নতুনভাবে গঠন' করতে হবে। তারা যুক্তি দেয় যে লেনিন যে-ধরনের অগ্রণী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন তা তার সময়ের পক্ষে ও কেবলমাত্র রাশিয়ার নির্দিষ্ট অবস্থায় উপযোগী ছিল। এখন পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে, বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক বিপ্লব জনগণের অবস্থার পরিবর্তন করেছে; কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অতীত ঘটনাগুলি দ্বারা সম্মোহিত হয়ে পুরানো কায়দায় কাজ করে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে পুনর্গঠন করা, তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনকে উদারনীতিক করা ইত্যাদি সম্পর্কে এইসব আপাত-দৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাগুলির উদ্দেশ্য হল জঙ্গী শ্রেণী-সংগঠন হিসাবে পার্টিগুলির বিলোপসাধন করা ও তাদের পরিবর্তে বিভিন্নধর্মী দলগুলির একটা মিশ্রিত সংগঠন স্থাপন করা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির মতো ঊনবিংশ শতকের নির্দিষ্ট আকারহীন সংস্কারবাদী পার্টিগুলির 'মডেলে' আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। শ্রমিকশ্রেণীর এইসব মেকী বন্ধুদের আমরা বলি যা লেনিন তাঁর সময়ে বলেছিলেন: কেন এই ছদ্মবেশ···তোমরা যা চাও তা অগ্রণীবাহিনীর পার্টি নয়, তা হল পশ্চাদ্ভাগবাহিনীর পার্টি যাতে করে এটা বরং আরো শ্লথ হতে পারে। তোমাদের একথা এত খোলাখুলি বলা উচিত ছিল! (খণ্ড ১১, পৃঃ ৩৫৫)

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সৃষ্টি হোক না কেন, কমিউনিজমের মৌলিক নীতিগুলি কিন্তু সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একই থাকে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাঠামো ও কার্যক্রমের মৌলিক নীতিগুলিও সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। নিশ্চয়ই, তাদের অটুটতার অর্থ এই নয় যে তারা আড়ষ্ট অবস্থায় আছে। যদিও তারা মূলত অপরিবর্তনীয়, তথাপি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিষয়গত নিয়মানুসারে তারা বিকাশলাভ করে। কারণ যদি সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংগঠনের প্রয়োজন হয় তাহলে একইভাবে এই আন্দোলনই সংগঠনের চালক।

আমরা যখন পার্টির কাঠামো, এর রীতি ও পদ্ধতি এবং মূর্ত সাংগঠনিক রূপের উন্নতিসাধন করতে পারি, তখন আমরা এর কোনো কারণ দেখি না যে কেন আমাদের সংগঠনের সমগ্রতা, চরিত্র ও মূল সত্তার পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের দরকার। এ করার কোনো ভাল যুক্তি আছে? যুগের প্রধান মর্মবস্তু—ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—কি কোনোভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? অন্য কোনো লক্ষ্য কি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চরম লক্ষ্য—শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও নতুন সমাজ নির্মাণ—এর স্থান দখল করেছে? বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক বিপ্লব কি সত্যি সামাজিক প্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামকে অপ্রাসঙ্গিক করেছে?

'আমাদের যুগের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি' এই আন্তর্জাতিক আলোচনাটি চালানো হচ্ছে। ডব্লিউ. এম. আর. দেখুন, সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৭, ১৯৭৪।

নিশ্চয়ই না। তাহলে কেন আমরা পার্টির মৌলিক নীতিগুলিকে পরিবর্তন করব? এর অর্থ হবে পার্টির ধ্বংসসাধন এবং তাহলে শ্রমিকশ্রেণী নিরস্ত্র হয়ে পড়বে।

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীবাহিনী হিসাবে পার্টির সম্পর্কে লেনিন-এর সংজ্ঞা এর নির্যাসকে উদ্‌ঘাটিত করে। যে-গুণগুলি যে-কার্যক্রম দ্বারা পার্টিকে অগ্রগামী-বাহিনী হিসাবে অভিহিত করা যায় সেগুলি কি?

বৈপ্লবিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে অন্যান্য সব সংগঠনগুলিকে পার্টি অতিক্রম করে, প্রলেতারীয় আন্দোলনের অবস্থা, ধারা ও সাধারণ ফলগুলি বোঝার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সুযোগ আছে—এই বাস্তব অবস্থা থেকে প্রথমত পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা উদ্ভূত হয়। পার্টিগুলির তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও বিজয়ী বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতার ব্যবহার পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে, ফলপ্রসূ নীতি ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা স্থির করতে, বাস্তবে ভুল আবিষ্কৃত হবার বহু আগে থেকে ভুলগুলি এড়িয়ে চলতে, এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করতে সক্ষম করে।

শ্রমিকদের স্বার্থ পরিমাপ করার ক্ষমতা, এই সব স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ করা, সুবিধাবাদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ও বিপ্লবের আদর্শের প্রতি অবিচলিত থেকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা, এই সব দ্বারা পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

পার্টি তার অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে পারে কেবলমাত্র যদি লেনিন-এর নীতিগুলি অনুযায়ী তার কাঠামো তৈরী হয় এবং তার বিকাশলাভ ঘটে: পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ও সংগঠিত বাহিনী; গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হল এর প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ভিত্তি; এ নীতি কঠোর পার্টি-শৃঙ্খলাকে সবার কাছে বাধ্যতামূলক করে এবং পার্টি-কর্মীদের পবিত্র রাখে; আত্মসমালোচনা ও তাদের উপর ন্যস্ত কাজকর্মের প্রতি দায়িত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্টি ক্যাডারদের শিক্ষিত করে; আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এর সদস্যদের কার্যক্ষমতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করে। পার্টি হল শ্রমিকদের শ্রেণীর সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ এবং মেহনতী জনতার গণসংগঠনগুলিকে চালনা করে থাকে।

কমিউনিস্ট অগ্রগামী-বাহিনীর কাঠামো ও কার্যক্রমের নীতি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা পার্টির নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ হয়। এবং এই নিয়ম দৃঢ়ভাবে মেনে চলা হল আমাদের পার্টির কার্যক্ষমতা ও খ্যাতি এবং এর মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্যের পক্ষে গুরুতর শর্ত। কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে দুর্বল করার প্রচেষ্টায় শোধনবাদীরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে তাদের সমালোচনার মূল লক্ষ্য করে এবং দলাদলিমূলক কাজকর্মের নিষিদ্ধকরণের বিরোধিতা করে। পার্টি গণতন্ত্র বৃদ্ধি করার অজুহাতে, তারা বিভেদাত্মক দলগুলির 'স্বাধীনতার' জন্য ওকালতি করে। যখন দলবাজদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তারা সত্যিই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল, তখন তারা 'সংখ্যালঘুদের অধিকার' চেয়ে যে-সব নোংরা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল সে সব সম্পর্কে কলোম্বিয়ার কমিউনিস্টরা অবহিত। আমাদের পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আগস্টো ডুরানের দক্ষিণপন্থী দল আমাদের পঞ্চম কংগ্রেসে মতাদর্শগতভাবে পরাস্ত হয়ে কংগ্রেস থেকে গোপনে বেরিয়ে যায় এবং 'শ্রমিকদের কমিউনিজম'-এর সাইনবোর্ডের আড়ালে তাদের নিজেদের শ্রমিক-বিরোধী চরিত্র গোপন রেখে কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য দলের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছিল। এই দলের নেতারা বহিষ্কৃত হয়েছিলেন পার্টি থেকে। যখন কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য দলাদলিমূলক কাজকর্মে নেমে পড়ে তখন ১৯৬৪ সালে ও পুনরায় ১৯৬৭ সালে তাদের ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটে। প্রত্যেকবার যখন কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মিবাহিনীকে এদের হাত থেকে মুক্ত করেছে, তখনই পার্টি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। আমরা এই শিক্ষা নিয়েছি যে একবার বিচ্যুতিকারিগণ আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে গেলে তারা বিপজ্জনক হতে পারে না। আরো, মতাদর্শগত ও নৈতিক কলুষিতার উদাহরণ হিসাবে তারা উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে পার্টির অভ্যন্তরে এই সব বিরোধী অংশরা ক্ষয়কারী মরচের মতো কাজ করে।

আমাদের পার্টি কখনো অন্যায় ব্যবহারকে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে না, অন্যায়কারী যে কোনো পদ অধিকার করুক না কেন। কখনোই তার নিজের ত্রুটিগুলির সমালোচনা থেকে বিরত থাকে না। লেনিন বলেছেন যে ভুলের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি হল তার ঐকান্তিকতার অন্যতম প্রধান ও সবচেয়ে নির্ভুল মাপকাঠি। মার্ক্স-এর মতো তিনি মনে করতেন যে বিপ্লবী পার্টি যদি তার ভুলগুলি ধরতে, দূর করতে ও তাদের থেকে শিক্ষা নিতে পারে, তাহলে ভুলগুলি পার্টির পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে না। প্রত্যেক নতুন উদ্যোগের সামনে নিশ্চিতভাবে বাধা থাকে ও তার মধ্যে ত্রুটি ও ভুল হিসেব থাকে। এবং বুর্জোয়ারা যারা আমাদের ক্ষীণতম ত্রুটিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে প্রচার করে তাদের চিৎকার অগ্রাহ্য করে শান্তভাবে আমরা আমাদের কাজ করে যেতে পারি। মার্ক্স একবার বলেছিলেন, "শ্রমিকশ্রেণীর ভুলগুলি উচ্চশ্রেণীর মূর্খতার কাছে ম্লান হয়ে যায়।" ভুলের বিরুদ্ধে নয়, বরং বারবার ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আমরা অভ্রান্ত, এই মনোভাবই হল বিপজ্জনক।

'কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তিরিশ বছরের সংগ্রাম' নামক ইতিহাসমূলক প্রবন্ধে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিগুলির এক আত্মসমালোচনামূলক সমীক্ষা করা হয়। এতে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯৪৪) যে-সিদ্ধান্তসমূহ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ব্রাউডারবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পার্টির নাম পরিবর্তন করে সোশ্যালিস্ট ডেমক্রাটিক পার্টি রেখেছিল তার তীব্র সমালোচনা হয়েছিল পার্টির তৃতীয় ও চতুর্থ কংগ্রেসে, তা আমরা এই বইতে পাই। একাদশ কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯৭১) কৃষি-সংস্কারের জন্য গণ-অভিযানের সাংগঠনিক ভুল ও ত্রুটিগুলি স্বীকার করেছিল। কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছিল যে পার্টি ভুলভাবে কৃষক আন্দোলনকে শুধুমাত্র সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল; পার্টি গণতান্ত্রিক কৃষি-সংস্কারের তাত্ত্বিক নীতিগুলি স্থির করেই সন্তুষ্ট ছিল এবং গণ-আন্দোলনগুলিকে উপেক্ষা করেছিল যেমন জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ও কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবির জন্য অভিযান। ভুলগুলিকে স্বীকার ও সংশোধন করাই হল পার্টি ক্যাডারদের, সমস্ত কমিউনিস্টদের শিক্ষা দেওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এটা জনগণকেও সঠিক পথ দেখায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন নতুন শক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে প্রবেশ করছে ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের গণভিত্তি বেড়েছে, তখন আমরা পার্টির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের সমস্ত সমস্যাগুলি এর গঠনবিন্যাসের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং গঠনবিন্যাস নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ও এর সংগ্রামের প্রধান রূপগুলির উপর। সমাজের সামাজিক কাঠামো, পার্টির আশু রাজনৈতিক লক্ষ্য, বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা এটা প্রভাবিত হয়। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, এর একটা কঠিন শ্রমিকশ্রেণীর কেন্দ্রী অংশ থাকা প্রয়োজন। এর ফলে অন্যান্য শ্রেণী ও স্তরের জনগণ যারা প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাদের আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় না। তবুও, বড় গণ-পার্টি তৈরি করতে হলে সবচেয়ে কঠিন কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হল পার্টি-বিরোধী উপাদানগুলিকে বাইরে রাখা ও সাংগঠনিক কাঠামোর ক্ষয়প্রাপ্তিকে রোধ করা। পার্টিতে নতুন সদস্যদের গণ-অনুপ্রবেশের ফলে প্রতিটি পার্টি সেল-এ কষ্টসাধ্য শিক্ষাদান সংক্রান্ত কাজের প্রয়োজন হয়। এই কাজ এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায়, আমাদের কয়েকজন "আমরা একটা ক্যাডার পার্টি চাই" ও "পরিমাণের আগে গুণের প্রয়োজন" এই সব ফর্মুলার পিছনে আশ্রয় নেয়। এটা সত্য যে পার্টির অগ্রগামী ভূমিকার গুণ আমাদের নতুন সংগ্রহের গুণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু এটা মনে করা অন্যায় যে কেবলমাত্র সবদিক থেকে পরিণত বিপ্লবীরাই আমাদের কর্মী-বাহিনীতে ভর্তি হবে। যখন সি. পি. সি. বে-আইনী ছিল, তখন আমাদের শিক্ষা-চক্রের একটি কোর্স পড়াবার জন্য ভবিষ্যৎ আছে এমন সদস্যদের প্রয়োজন ছিল। তখন এটা প্রয়োজন ছিল, কারণ এটা আমাদের সংগঠনকে অবাঞ্ছিত লোকদের হাত থেকে রক্ষা করত, ভবিষ্যতে যাদের গ্রহণ করা হবে তাদেরকে এভাবে শিক্ষা দেওয়া হত এবং এর ফলে তাদের সাথে পরিচিত হওয়ারও সুযোগ পাওয়া যেত। এখন এর আর প্রয়োজন নেই। আমাদের কর্মী-বাহিনীতে শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক স্তরের সদস্যদের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করার সময় হয়েছে। নতুন সদস্যরা পার্টির মধ্যে বিপ্লবী কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে মতাদর্শগত শিক্ষা লাভ করে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রগামী-বাহিনীর সম্মান বিভিন্ন শ্রেণী-উৎসের আমূল সংস্কারপন্থী জনগণ, বিশেষ করে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল পার্টিগুলির পূর্বেকার সদস্যদের আকর্ষণ করছে। সি. পি. সি তাদের গ্রহণ করে ব্যাপক জনগণের উপর তাদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। গণ-অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে আমরা পার্টিকে সমাজে সর্বব্যাপী করতে পারি।

জনতার সাথে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছাড়া অগ্রণী-বাহিনী তার নামের যোগ্য হতে পারে না। সমস্ত পরিস্থিতিতে, এমন কি সামরিক একনায়কতন্ত্রের রাজত্বেও আমাদের পার্টি জনতা থেকে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠেছিল, প্রচণ্ড ধৈর্যসহকারে জনতার মধ্যে কাজ করেছিল, তার শ্রেণীর সাথে সংযোগ ছিল, ও শ্রেণীর মাধ্যমে সমস্ত মেহনতী জনতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল।

সঙ্কীর্ণতাবাদ, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী পার্টি যে-জনগণের সম্মুখ সারিতে ও জনগণের জন্য সংগ্রাম করে, তার চরিত্রের বিপরীত। সঙ্কীর্ণতাবাদী আন্দোলন শ্রেণী-আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সঙ্কীর্ণতাবাদীরা নিজেদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে পার্টি স্বাভাবিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করে ও অন্যান্য দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে। তারা এমনকি নিজেদের পার্টির সদস্যদের প্রতি অসহিষ্ণু। কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি, সঙ্কীর্ণতাবাদের লক্ষণগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে: প্রতিদিনের স্বার্থের জন্য গণ-আন্দোলনকে ছোট করে দেখা, গোপন কাজকর্মের প্রতি অর্থাৎ, পার্টিকে গোপনে রেখে তার সামাজিক ভিত্তিকে ক্ষীণ করার প্রতি কয়েকজন কমিউনিস্টদের আকর্ষণ। অতিশয় আচারপ্রিয়তা ও আমলাতন্ত্র, যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে স্বপক্ষে আনার পরিবর্তে শুধু নির্দেশ দেওয়া, পার্টি কমরেডদের চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে দেখার ইচ্ছা, অন্যদের মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, এবং কমরেডসুলভ বিতর্কের প্রতি অনীহা—এই সমস্তও হল আন্তঃ-পার্টি জীবনে সঙ্কীর্ণতাবাদের লক্ষণ।

আমাদের পার্টি সমস্ত ধরনের সঙ্কীর্ণতাবাদী প্রবণতাকে পরিহার করে। পার্টি হল সামগ্রিকভাবে মুক্তি-আন্দোলনের বাহক। সুতরাং শুধুমাত্র শ্রমিকদের কাছেই নয়, কৃষক, কারিগর, ছোট ছোট মালিক, ছাত্র ও অন্যান্য দলগুলির কাছেও পার্টি পার্টির মানসিকতাকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে। 'পবিত্র প্রলেতারীয়' আন্দোলনের অর্থ হল পার্টির শ্রেণী-চরিত্রকে বিকৃত করা ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ও জনগণের সর্বস্তরের উপর পার্টির প্রভাবকে খর্ব করা। পার্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। পার্টি হল জনতার হাতিয়ার। ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবির জন্য সংগ্রামের মধ্যে পার্টি বেঁচে থাকে, বিকাশলাভ করে ও গণসংগঠন হিসাবে তৈরি হয়। আমরা সংগঠনের এই দায়িত্বের সাথে পার্টির কাজকর্মকে যুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের যথা-সাধ্য করছি এবং আন্তঃপার্টির স্বার্থের উপর শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত হওয়াকে এড়িয়ে চলি।

জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পদে শ্রমিকশ্রেণীকে উন্নীত করার জন্য বিক্ষোভ ও অসন্তোষের লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করা, একচেটিয়া পুঁজি ও অলিগার্কির অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-কেউ প্রতিবাদ করে, সে সব প্রতিবাদকে সমর্থন করা ও প্রগতিশীল গণ-স্বার্থের ভিত্তিতে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা হল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যায়, অত্যাচার যাকেই তা স্পর্শ করুক না কেন, তার বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি সর্বদাই প্রথম। এবং যে কোনো, এমন কি সবচেয়ে তুচ্ছ বিষয় যার মধ্যে বিচ্ছিন্ন কোনো দলের স্বার্থ জড়িত আছে তার প্রতি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করে, ও সেই বিষয়কে সমাধান করতে সাহায্য করে কমিউনিস্টরা জনগণের কাছে এটাই প্রদর্শন করে যে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগামী-বাহিনী সমস্ত শোষিতদেরও সমর্থক।

আমরা এর বহু উদাহরণ দিতে পারি। পার্টি ছাত্রদের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়িত করেছিল এবং এর ফলে আন্দোলনের মতাদর্শগত উপাদান বেড়ে যায় এবং সংগঠনগত-ভাবে এ আন্দোলন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এ আন্দোলন 'মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জাতীয় সংঘ' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জাতীয় সংঘ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে পরিণতি লাভ করে। আমাদের একাদশ কংগ্রেস নির্দেশ করেছিল যে কমিউনিস্টরা অবশ্যই বিদ্রোহী ছাত্রদের জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সমর্থনে সচেতন কার্যক্রমের দিকে যেতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

গ্রাম থেকে নগরগুলিতে গ্রামবাসীরা দলে দলে চলে আসার ফলে বাসস্থানের অভাব তীব্র আকার ধারণ করে। লোকেরা ফাঁকা বাড়িগুলিতে বাস করতে থাকে (আমরা এই সব বাড়ি-গুলিকে মুনাফা অর্জনের বাড়ি বলি, কারণ এই সব বাড়ির আসল মালিকেরা উচ্চমূল্যের আশায় এইসব বাড়ির উপর নির্ভর করে থাকে)। মালিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এদের কর্তৃপক্ষ জবরদখলকারিদের উৎখাত করে। এর প্রতিশোধে আমরা একটা জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন করেছি যা গৃহসমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে আমাদের সম্মান যথেষ্ট বেড়েছে। কমিউনিস্টরা যারা এখানে কাজ করেন (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ) তাঁরা জনগণের স্বার্থে নিজেদের নিবেদিত প্রমাণ করেছেন।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অ্যাসোশিয়েশন, শিক্ষাবিদদের ফেডারেশন, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশার লোকদের গণতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে পার্টির সমর্থনও সক্রিয়। কমিউনিস্টরা এদেরকে একটা কথাই বোঝায় যে তারা গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে না যতক্ষণ না তারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে তাদের সংগ্রামকে মেশায়।

স্বভাবতই আমাদের প্রধান বিষয় হল শ্রমিক ও কৃষক। আমরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রভাবান্বিত করি, কিন্তু পার্টি সংগঠনগুলিকে এদের স্থানে স্থাপন করি না। ইউনিয়নগুলিতে আমরা জড়ত্ব ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে আবদ্ধ হওয়া, ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম বামপন্থা এই সব ত্রুটিগুলিকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে শুধুমাত্র আন্দোলনের দিক নির্দেশ করি ও তাকে পরিচালনা করি। কলোম্বিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন যা কমিউনিস্ট প্রভাবাধীনে রয়েছে তা হল একটি আদর্শস্থানীয় সংস্থা যা প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে। ১৯৩০-এর জুলাইতে পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পার্টি কৃষক সংগ্রামগুলিকে পরিচালনা করে ও নেতৃত্ব দেয়, এইসব ঘটনাই হল গ্রামাঞ্চলে ও গেরিলা আন্দোলনে আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের উৎস।

জনগণকে জয় করার ও শ্রমিকশ্রেণীর চার পাশে সমস্ত জঙ্গী শক্তিকে জমায়েত করার ক্ষমতাই হল জনতার সাথে আমাদের পার্টির দৃঢ় সম্পর্কের সাক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদী যুগে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম এত ঘনিষ্ঠভাবে মিলে গেছে যে অ-কমিউনিস্টদের সাথে মৈত্রী ছাড়া বা ব্যাপক জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সাফল্যপূর্ণ বিপ্লবের কথা ভাবা যায় না।

বাম ঐক্য ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির রণনীতি ও কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল। কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে জাতীয় মুক্তি ও বৈপ্লবিক ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির ঐক্যের এবং শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, নারী, ছাত্রদের সংগঠনগুলি ও অন্যান্য সংগঠন যার মধ্য দিয়ে সমস্ত শ্রেণী ও জনতার সমস্ত স্তরের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয় তাদের ঐক্যের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মৈত্রীকে সমর্থন করতে গিয়ে—বিরোধীদের জাতীয় মোর্চা

(এন ইউ ও) যার অন্যতম সদস্য হল কমিউনিস্ট পার্টি— আমরা উগ্রবাম শক্তিগুলিকে ও দক্ষিণপন্থী বিভেদকামীদের পরিত্যাগ করি। দক্ষিণপন্থী বিভেদকামীরা কমিউনিস্টদের এই দেশপ্রেমিক মোর্চার বাইরে রাখতে চেয়েছিল এবং উগ্রবামপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণীকে একলা চলতে প্ররোচিত করেছিল ও মৈত্রীর নীতিকে শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী বলে চিত্রিত করেছিল।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে বাম ঐক্য রাতারাতি সৃষ্টি হয় না। অধ্যবসায়ী সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত কাজের মধ্যেই এটা গড়ে ওঠে। এবং কেবলমাত্র যারা এই ধারণাকে অপদস্থ করতে চায় তারাই বলবে যে এই কাজ অত্যন্ত সোজা ও দ্রুত হয়। তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠা মৈত্রীর ভেঙে পড়ার ঝোঁক থাকে। সাহসের সাথে কিন্তু সাবধানে কাজ করা সম্পর্কে লেনিন-এর উপদেশ আমরা কখনো ভুলি না। সাহসের সাথে, কারণ 'যারা নিজেদের সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়' (খণ্ড ৫, পৃঃ ৩৬২) কেবলমাত্র তারাই মৈত্রীকে ভয় পায়, এবং সাবধানে কারণ মৈত্রীকে স্থায়ী করতে হলে তাড়াতাড়ি না করে, ভাবপ্রবণতা বা বিশ্বাসপ্রবণতা ত্যাগ করে এবং অংশীদারের নিষ্ঠা ও তার কাজ করার ক্ষমতা, ঐক্যবদ্ধ কাজের প্রতি তার আগ্রহ এ সব নির্ণয় করে মৈত্রীর প্রশ্নটা বিবেচনা করতে হবে।

দুঃখের বিষয় এখনো অনেক বৈঠকখানা-'বিপ্লবী' আছেন, আছেন বাগাড়ম্বরপ্রিয় ও চণ্ডের বিপ্লবী। তাদের বামপন্থা হল ভাসাভাসা, জাঁকালো সাইনবোর্ড, একটা ফাঁকা বুলি। বেমানান পোশাক পরে ও বাক্‌পটু তর্কবিতর্কের আড়ালে তাঁদের বৈপ্লবিক নির্জীবতা ঢেকে রেখে তারা যা চায় তা হল একটা 'ছাপ' ফেলা। যখনই দেশ একটা বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে, যখনই জনগণ পরিবর্তনেচ্ছু হয়, তখনই "প্রত্যেক দলত্যাগী নিজেদের 'গণতন্ত্রী' হিসাবে তুলে ধরে" (লেনিন, খণ্ড-৯, পৃঃ ৩-৪), এবং প্রত্যেক পার্টি যতই তারা গণতন্ত্র থেকে দূরে থাকুক না কেন, বাম ধারণার বাহক হিসাবে বড়াই করে।

এই সব কথা বলতে হচ্ছে, যেহেতু অন্যান্য দেশের মতোই আমাদের দেশে অনেক ভণ্ডামিপূর্ণ দল উঠেছে যারা 'বামপন্থী' পার্টি হিসাবে পরিচিত হতে চায় এবং নিজেদের 'অতি-বিপ্লবী' আন্দোলন পরিচালনা করতে চায়। তাদের বলার মতো কোন কর্মসূচী নেই, কোনো পরিষ্কার শ্লোগান নেই, জনগণের মধ্যে কোনো শিকড় নেই, নেই কোনো বিপ্লবী ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক জীবনী। তথাপি মাঝে মাঝে তারা কোনো ঘটনার জন্য বা বেশি চিৎকার করার সুন্দর ক্ষমতার জন্য জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসে। তাদের কেউ কেউ ঘোষণা করে যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যদি-কার্যত তাদের হালচাল কমিউনিস্টও বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী।

বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও বিষয়গতভাবে শ্রেণী নির্ধারণের ফলে আমরা জনগণের মধ্যে তাদের ভূমিকা নির্ণয় করতে, এদের ভেতর থেকে প্রকৃত বিপ্লবী উপাদান আলাদা করতে, বিভিন্নধর্মী দলগুলি সম্পর্কে আমাদের আচরণ স্থির করতে ও মৈত্রী ও বন্ধু সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। আমরা শিকড়হীন দলগুলির গুরুত্ব অতি-রঞ্জিত করি না, কারণ, লেনিন বলেছেন, এরা 'শীর্ণধারা' সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কখনোই স্রোতের সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের মৈত্রী বেছে নেবার ক্ষেত্রে ভুল এড়ানোর জন্য আমরা এই ক্ষমতার মূল্য দিই।

১৯৭৪-এর এপ্রিল নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিরোধীদের জাতীয় ঐক্যের প্রার্থী হেরনাণ্ডো এশ্চেভেরি মেজিয়া ১৩০,০০০-এর বেশি ভোট পেয়েছিল। জাতীয় টেলিভিশনে বামপন্থীদের ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীর সাক্ষাৎকার ঘটেছিল (এটা দেশের ইতিহাসে এই প্রথম)। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে শাসক সম্প্রদায় এন. ইউ. ও-এর প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাইহোক, আমরা বারবার জোর দিই যে এন. ইউ. ও. শুধুমাত্র একটা নির্বাচনী মোর্চা নয়। এ হল জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে তীব্র করবে এমন একটি ব্যাপক ফ্রন্টে সমস্ত বিপ্লবীদের ও গণতন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার। অন্যথায় এই মোর্চায় আমাদের পার্টির অংশগ্রহণ নিরর্থক হবে।

এন. ইউ, ও-এর কর্মসূচী নির্দেশ করে যে বাম মৈত্রী বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত প্রভুদের বিরোধিতার প্রতিনিধিত্ব করে; এই মৈত্রীর শ্রেণী-চরিত্র থাকা উচিত এবং এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত। গণতান্ত্রিক সংগঠন-গুলির সাথে সহযোগিতা করার প্রস্তুতিতে কমিউনিস্টরা তাদের মৌলিক বিশ্বাস থেকে হটে আসবে না। এ ক্ষেত্রে তারা অনমনীয়। কারণ তোমরা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হতে পার না, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার না এবং এখনও তোমরা কমিউনিস্ট। লেনিন লিখেছেন, "অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির সাথে কোনো বাস্তব মৈত্রী, তত্ত্ব, কর্মসূচী বা পতাকার ক্ষেত্রে কোনো আপসের দিকে বা কোনো সুবিধাদানের দিকে যেতে পারে না বা যাওয়া উচিত নয়" (খণ্ড ২, পৃঃ ৩৩১)।

কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে অনমনীয়তার অর্থ এই নয় যে কমিউ-নিস্টরা তাদের মিত্রদের দিকে 'লৌহ-দস্তানা' পরিহিত হাত বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের বিপ্লবী আদর্শ থেকে কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই, একটা সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক মঞ্চের ভিত্তিতে যৌথ কার্যক্রম সম্ভব। আমরা কারোর উপর আমাদের মতবাদ চাপিয়ে দিই না, কিন্তু আমাদের বর্তমান বা সম্ভাব্য মিত্রদের তোষামোদ করব না বা একটা ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত আমাদের মতবাদ 'পালটে' দেবার বা বিপ্লবী তত্ত্ব 'সমৃদ্ধ' করার

রাজনৈতিকভাবে অস্থির পাতিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বা অতি-বুদ্ধিমানদের যে-ক্ষমতা আছে তা মেনে নেওয়ার ভান করব না। নীতিবহির্ভূত বাহানা বা স্তাবকতা—লেনিন যাকে 'পারস্পরিক কূটনৈতিক স্বীকৃতির চলিত মিথ্যা' বলে বর্ণনা করেছিলেন—এর কাছে বশ্যতাস্বীকার না করে আমরা সুবিধাবাদীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত, সুন্দর একক অলঙ্কারময় ভাষায় সজ্জিত গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট মতবাদের বিভ্রান্তি পরিত্যাগ করি। মৈত্রীকে কখনো কখনো একীভূত হওয়ার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। মাঝে মাঝে মোর্চাকে সুস্পষ্ট অবস্থানবিহীন শ্রেণী ও দলগুলির সহযোগিতা বলে ধরা হয়, যেখানে সমস্ত প্রবণতার অবসান হয় ও মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য মিলিয়ে যায়। এ সব মৈত্রীকে একটা নির্দিষ্ট আকারশূন্য মোর্চা হিসাবে মনে করা হয়—ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, বেকার, নৈরাজ্যবাদী, কমিউনিস্ট, দোকানদার, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের এক 'ব্যাপক ও স্বাধীন' মৈত্রী যার কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই ও যা তার সদস্য সংগঠনগুলির বিভ্রান্তিকর রণনীতি সম্পর্কে 'সহিষ্ণু'। বিভিন্ন দলগুলির ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এই অবজ্ঞাকে উদারতা, আনুগত্য ইত্যাদি সম্পর্কে ফর্মুলা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। শীঘ্রই অস্পষ্ট ধারণা ও লক্ষ্য সহ এই ধরনের মোর্চা ভেঙে পড়তে বাধ্য।

আমরা সবসময়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা করি: কার সাথে, কিসের ভিত্তিতে, কোন অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য এই মৈত্রী? সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এন. ইউ. ও-র মঞ্চের ভিত্তিতে একটা অভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অন্যান্যদের প্রচেষ্টার সাথে আমাদের প্রচেষ্টা মিলিয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয়ের উপর গুরুত্ব দিই ও সুস্পষ্ট মতাদর্শগত সীমানা সমর্থন করি, কারণ আমরা জানি যে লেনিন যাকে 'প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে ঐক্যবদ্ধ করা সম্পর্কে ফাঁকা বুলি' বলেছেন, সেইসব নির্বিশেষে সবকিছুই একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে যখন এর ভিতরের গোঁজগুলো টেনে বার করা যাবে।

মোর্চা তার সদস্যদের কাউকে, বিশেষ করে, কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নিজস্ব সত্তাহীন করবে না, কারণ মোর্চার মধ্যে তার অবলুপ্তির অর্থ হল সমগ্র আন্দোলনের পরিচয় হারানো। লেনিন লিখেছেন, "বিপ্লবের স্বার্থে আমাদের আদর্শ কোনো-ভাবেই এই হবে না যে সমস্ত পার্টি, সমস্ত প্রবণতা ও সমস্ত মত বৈপ্লবিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মিশে যায়।" (খণ্ড ৮, পৃঃ ১৬৫)।

১৯৭৩-এর গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বলা হয়েছে: "বিরোধীদের জাতীয় মোর্চায় প্রতিটি পার্টি বা দল তার সম্পূর্ণ সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। এই জন্যই এদের প্রত্যেকে এইভাবে কাজ করে অর্থাৎ তার নিজ পার্টির নামে, কিন্তু একই সাথে এন. ইউ. ও-এর অংশীদার হিসাবে। আমরা কমিউনিস্ট হিসাবে এর মধ্যে আছি ও কাজ করি—বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের মধ্যে মোর্চার দ্বারা সংগঠিত সভা ও সম্মেলন ও অন্যান্য জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে।"

১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে বলেছে: "ঐক্যের জন্য কাজ করারও অর্থ হল কমিউনিস্টদের নিজেদের অবস্থান রক্ষা করা, যে কোনো মুহূর্তে যে-কৌশলী অভিযান ঘটতে পারে তার সম্পর্কে এবং অন্যের ক্ষতি করে বা পার্টি-বিরোধী কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সুবিধাপূর্ণ স্থান অধিকার করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক থাকা।"

সভা বলেছে, "আমরা অবশ্যই এমনভাবে কাজ করব না যেন পার্টি উঠে যায় ও এন. ইউ. ও-এর মধ্যে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে।"

আমরা এই মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করি যে কমিউ-নিস্টরা রাজনৈতিক জীবনকে একচেটিয়াভাবে ভোগ করতে চায়, আজ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে আগামীকাল ক্ষমতা দখল করতে, ভবিষ্যতের বামপন্থী বিজয়ের সাথে নিজেদের বিজয়কে একত্রিত করতে, মোর্চার অন্যান্য সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টির উপগ্রহে পরিণত করতে এবং তাদের নিজেদের 'নেতৃত্বাধীন' রাখতে চায় এবং তারা শুধুমাত্র নিজেদের শর্তে সহযোগিতা স্বীকার করে।

কারা জমায়েত হচ্ছে এবং কারা বামপন্থী শক্তিগুলিকে পরিচালনা করছে এই প্রশ্নটি বিমূর্ত ইচ্ছা বা মৌলিক দাবির প্রশ্ন নয়। এটা নির্ভর করে মূর্ত কাজকর্ম ও রাজনৈতিক বাস্তবের উপর। জনগণের স্বার্থের জন্য সংগ্রামে শক্তি উদ্যোগ ও উৎসর্গ ছাড়া কেউই নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে না। লেনিন বলেছেন, "নিজেদের 'অগ্রণী-বাহিনী' অগ্রণী-অংশ বলাই যথেষ্ট নয়; আমরা এমনভাবে অবশ্য কাজ করব যাতে অন্যান্য সমস্ত অংশ স্বীকার করে ও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আমরা সবার আগে চলেছি" (খণ্ড ৫, পৃঃ ৪২৬)।

নেতৃত্বের ভূমিকা তাদের হাতে থাকে যারা নিঃস্বার্থ সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করে, যাদের কথা ও কাজে মিল আছে, যারা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকে। আমাদের জনগণ কমিউ-নিস্টদের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছে, যাদের মধ্যে অনেকে, প্রখ্যাত নেতা ও তরুণ কমিউনিস্টরাসহ, সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের জনগণ কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম ও কলোম্বিয়ার বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে জানে। বিপ্লবের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ও সাধারণ গণতান্ত্রিক সমস্যাগুলির গঠনমূলক সমাধানের জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষিপ্রতা—এটাই জনগণকে প্রলেতারিয়েতের ও তার রাজনৈতিক অগ্রণী-বাহিনীর নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বাস দেয়।

বিরোধীদের জাতীয় মোর্চার কার্যক্রম প্রমাণ করে যে

বেশ কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, যারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের সাথে একমত, তাদের সাথে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্টরা কাজ করতে পারে। স্বভাবতই আমাদের মিত্রদের মধ্যে প্রচারের কাজ আমরা ভুলি না। এটা বাঞ্ছনীয় যে প্রগতিশীল শক্তিদের ঐক্য, তার মতাদর্শগত বিকাশ ও শক্তি অর্জনের সাথে সাথে চলবে এবং যুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে মতাদর্শগত অবস্থানের বিবর্তন ঘটবে। আমরা কারোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করি না, কিন্তু কমিউনিস্টদের কাছে, চুক্তি করার অর্থ হল যাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে তাদের জয় করা; এর অর্থ হল, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতা ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করা। আমরা চাই বিভিন্ন বিপ্লবী বাহিনীর মতাদর্শগত ঐক্য আরো ঘনিষ্ঠ হোক, এবং মোর্চাকে আমাদের উদ্যোগ দ্বারা বলশালী করে, সমস্ত সংস্কারবাদী মোহকে প্রতিহত করে, আমাদের মিত্রদের দৃষ্টিকে উদার করার জন্য, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সংগ্রামে সচেতনভাবে যোগ দেওয়ার জন্য, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তরের লক্ষ্যসমূহকে দেখার জন্য তাদের সাহায্য করে আমরা মোর্চাকে সমাজতন্ত্রমুখিন করার জন্য কাজ করব।

অন্যান্য মেহনতী শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ মিলে যায়। নিজেদের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে শ্রমিকশ্রেণী, যারা ধনতন্ত্রের অধীনে থেকে যন্ত্রণাভোগ করে, তাদের স্বার্থে কাজ করে এবং এর পার্টি বিপ্লবের অগ্রগামী ভূমিকা প্রতিপন্ন করে, ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের মতাদর্শগত কেন্দ্র প্রেরণাদায়ক ও সংগঠনে পরিণত হয়।

কষ্টকর পঁচিশ বছর

মিগুয়েল রডরিগুয়েজ

গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবার-এর কেন্দ্রীয় কমিটির

সাধারণ সম্পাদক

গুয়াতেমালার কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টি অব লেবার পঁচিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বছরগুলি ছিল বিরাট সংগ্রামের বছর। আমরা অবর্ণনীয় ত্যাগস্বীকার করেছি ও প্রচুর অভিজ্ঞতা-অর্জন করেছি। আমাদের জাতীয় বাস্তবতার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ করতে যেয়ে আমাদের পার্টি সর্বদাই শহর- ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর সার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এর ইতিহাস গণতন্ত্র জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের মঙ্গলের জন্য বিপ্লবী আন্দোলন এবং গণকার্যক্রম থেকে অবিচ্ছেদ্য।[১]

১৯৪৪ সালের বিপ্লব

১৯৪৪ সালের ২০ অক্টোবর, উবিকোর প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, যা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে স্তব্ধ করে রেখেছিল, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। এর নীতি সমাজের প্রায় প্রতিটি অংশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। কয়েকটি অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উপাদান, একনায়কত্ব-বিরোধী শক্তিগুলিকে একটি বড় সমাবেশে চালিত করেছিল। গণতান্ত্রিক মুক্তি অর্জনের জন্য একটি সামরিক এবং বেসামরিক আন্দোলন উবিকো এবং তার চক্রের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লব বলে পরিচিত, ১৯৪৪ সালের বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য চূড়ান্ত বৈদেশিক উপাদান ছিল, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ, যার পুরোভাগে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যা গণতন্ত্রের জন্য জনসাধারণের সংগ্রামে অনেকাংশে শক্তি যুগিয়েছিল।

বিপ্লবের চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ উপাদান ছিল, একদিকে জমির মালিকগণ এবং সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা বুর্জোয়া, অপরদিকে জাতীয় বুর্জোয়ার সমস্তটা, মধ্যস্তর, শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যকার বিরোধ। বিপ্লব শ্রমজীবী জনতাকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করেছিল। যদিও এ গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী-মনা পাতিবুর্জোয়া

---

১ গুয়াতেমালার শ্রমিকশ্রেণীর একটি পার্টি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কাজটি ১৯২২ সালের মতো আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, যখন মধ্য আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির গুয়াতেমালা বিভাগ তৈরি হয়েছিল তখন থেকে। এই বিভাগের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগঠিত করা হয়েছিল এবং সর্বপ্রথম ধর্মঘট, মে-দিবস উদ্‌যাপন এবং আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা অভিযানগুলি করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে গুয়াতেমালার কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগদান করে। কিন্তু দমন-পীড়ন এর বৃদ্ধিকে কঠিন করে তুলেছিল এবং প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একে দাঁড়াতে বাধা দিয়েছিল। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

এবং জাতীয় বুর্জোয়ার কতক অংশের নেতৃত্বে তবুও শ্রমিকশ্রেণী বহু বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন জ্যাকব আরবেনজ-এর রাষ্ট্রপতি থাকাকালে (১৯৫১-১৯৫৪) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন-এর বক্তব্য গুয়াতেমালার ঘটনাবলী দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "বিপ্লবের ফলাফল নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর অধীন ভূমিকা পালন করবে কিনা বা সে অধীন, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের শক্তিতে শক্তিমান কিন্তু রাজনৈতিকভাবে নির্বীর্য অথবা জনগণের বিপ্লবে নেতার ভূমিকা পালন করবে কিনা, তার উপর।"

১৯৪৪ সালের পর গুয়াতেমালার শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে শুরু করে। শ্রমিক ও ছাত্রদের মার্ক্সীয় আলোচনা-চক্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উদীয়মান ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা গুয়াতেমালার ডেমক্রাটিক ভ্যানগার্ড নামে সমিতিতে মিলিত হন। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার এ-ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৯৪৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, এর প্রথম কংগ্রেসে গুয়াতেমালার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯৫২) এর নাম গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবার নামে পরিবর্তিত করা হয়।

বিপ্লবী আন্দোলনের শীর্ষে (১৯৫১-১৯৫৪) কমিউনিস্টদের আইনী সংগঠন ছিল। জনগণকে জাগ্রত ও সংগঠিত করতে, শ্রমিক ও কৃষকদের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং ছাত্র, যুব, মহিলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্দোলনকে উন্নীত করতে, তারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল। তখনকার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল একটি জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করা যা খাঁটি গণতান্ত্রিক, জনপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকারের প্রধান অবলম্বন হতে পারে।

দ্বিতীয় কংগ্রেস পার্টিকে কৃষি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় বিপ্লব[১] চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান দেয়। কংগ্রেস কর্তৃক প্রধান প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছিল: একটি ভূমি-সংস্কার আইন প্রণয়ন যাতে করে অধিকাংশ জমি গরিব কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, দেশকে শিল্পোন্নত করা, কারুশিল্পী এবং ছোট শিল্পীদের সাহায্য করা, আমেরিকান একচেটিয়াদের উপর নির্ভরশীলতার অবসান ও জাতীয় সম্পদ (বিশেষ করে তেল, যা রাষ্ট্র কাজে লাগাবে) রক্ষার জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা।

১ পরবর্তীকালে (মে ১৯৬০ জি. পি. এল.-এর তৃতীয় কংগ্রেসে বলা হয়েছে যে গুয়াতেমালার বিপ্লব দুটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত স্তর নিয়ে গঠিত। প্রথম স্তর হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জনপ্রিয় কৃষিবিপ্লব, এবং দ্বিতীয় হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

গুয়াতেমালার বিপ্লবের প্রধান শত্রু, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া এবং জমির মালিকরা নিয়ত এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। স্বরাষ্ট্রদপ্তর ইউনাইটেড ফ্রুট কোঃর স্বার্থ রক্ষার জন্য সি. আই. এ-র সমর্থনে নির্লজ্জভাবে গুয়াতেমালার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৫৪ সালে হণ্ডুরাস ও নিকারাগুয়া থেকে হস্তক্ষেপের এক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া, বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য শক্তির আশ্রয় নিয়েছিল।

গুয়াতেমালা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপর বাহিনীগুলির অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ তখনই পরাস্ত করা যায় যখন একটি শক্ত যুক্তফ্রন্ট এবং জনগণ ও সমস্ত দেশপ্রেমিকদের ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকে, এবং যখন সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সাথে মৈত্রী করে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জনগণের হাতে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয়।[১]

এই শর্তগুলি আমাদের দেশে পূরণ করা হয় নি এবং এটাই অনেকাংশে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ।

হিংসার উৎস

১৯৫৪ সালে, বর্বর দমননীতির আবহাওয়ার মধ্যে, পার্টি তার সাধারণ কর্মীদের পুনর্গঠিত করতে শুরু করে। এটা ছিল একটা শ্রমসাধ্য কাজ, কারণ আত্মগোপন করে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না, এবং আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তা আমাদের শিখতে হয়েছিল। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমরা পার্টিকে রক্ষা করতে এবং আমাদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৯৫৪-১৯৬০-এর মধ্যে পার্টির কাজকর্মের লক্ষ্য ছিল, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করা, ছাত্র আন্দোলনকে লালন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজ শুরু করা। এ ছিল এক কঠিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত প্রতিযোগিতা যার মধ্যে পার্টি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছে।

১৯৬০ সালে জরুরী দাবিগুলি নিয়ে গণসংগ্রাম বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা গেল। সরকারের প্রতি অসন্তোষ এবং এর বিরোধিতা এমন কি সেনাবাহিনীর মধ্যেও প্রকাশ পেল। ১৯৬০ সালের ১৩ নভেম্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী, সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটি গোষ্ঠী, গুয়েঁতে শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কিন্তু এটা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের সঙ্কটকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করল।

সঙ্কট আরও ঘনীভূত হল ১৯৬২ সালের বিদ্রোহী ক্রিয়া-

১ জি, পি, এল-এর তৃতীয় কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট।

কলাপের দ্বারা, যখন জনগণের এক বিরাট অংশ রাষ্ট্রপতি ফুয়েঁতের পদত্যাগ দাবি করায় এ রাজ গণচাপের কাছে টলমল করছিল। সরকার বিরাট দমননীতির আশ্রয় নিল, ফলে শতাধিক ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক কারারুদ্ধ হল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় নিল। পার্টি গণতৎপরতাকে ঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করল, কিন্তু বিপ্লবী শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে উল্টে দেওয়ার মতো শক্তিশালী ছিল না। ১৯৬২ সালের ঘটনাবলী প্রমাণ করল যে শাসক শ্রেণীগুলি শুধুমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বাধা দেয় তাই নয়, বরং একে দমন করার জন্য সাংঘাতিক চেষ্টা করে।

পার্টি জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে মোড়লতন্ত্র ও সম্রাজ্যবাদ সামরিক ক্যুর আশ্রয় নেবে। এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে, ১৯৬৩ সালের ৩০ মার্চ একটি সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।[১] শাসক শ্রেণীগুলির ভয় ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলী নির্বাচনী অভিযানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

১৯৬৩ সালের ক্যুর পরে কর্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লোপ করে এবং এমন কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষিত করে। এরা ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক এবং ছাত্র সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল হিংসার পটভূমিকায় বিপ্লবী হিংসার বিষয়টি আগের কোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরী হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের (ডিসেম্বর ১৯৬৯) দলিলসমূহে প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস ঠেকাবার জন্য জনগণকে যে-হিংসার আশ্রয় নিতে হয়েছিল তার কতগুলি কারণ দেখানো হয়েছে। এগুলি হল: একদিকে গুয়াতেমালার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত পরিবেশে বাস করে তাদের পশ্চাৎপদতা ও অপরদিকে সংখ্যালঘু দেশী-বিদেশী শোষকদের আত্মতৃপ্তি ও বিলাসিতা জাহির করা; দেশব্যাপী সামাজিক অবিচারের রাজত্ব; স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকার পদদলিত করার ঘটনা; নিয়মমাফিক অত্যাচার যা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কাজের ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে করে এমন কি নরমপন্থী বিরোধীদের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা বারণ করে দেওয়া; সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি যা তার স্বার্থকে হাসিল করছে এবং জাতীয় জীবনের উপর কর্তৃত্ব করে; এবং পরিশেষে ১৯৫৪ সালের বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে জোর করে ভেঙে দেওয়ার ঘটনা।

কাজেই জনগণের কাছে সশস্ত্র বিদ্রোহী ইউনিট গঠন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না। এই ইউনিটগুলিতে ছিল ১৩ নভেম্বরের বিপ্লবী আন্দোলন, এপ্রিল আন্দোলন এবং গুয়াতেমালার পার্টি অফ লেবার-এর সভ্যরা—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং দেশপ্রেমিক সৈনিক ও অফিসাররা। তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বৈপ্লবিক হিংসার মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করা।

১৯৬৪-১৯৬৬ সালে গেরিলা আন্দোলন সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অগণিত শহরে ও গ্রামে সংগ্রাম চলেছিল। কতকগুলি অসুবিধা বৈপ্লবিক শক্তিগুলির কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল। প্রথমত সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল প্রতিবিপ্লবী দমন-পীড়নের প্রত্যুত্তর। স্বাভাবিকভাবে সংগ্রামে যোগ দেওয়ার মতো পরিপক্ক জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিণতি রূপে এটা ঘটে নি। বলতে গেলে এটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১] দ্বিতীয়ত, সি, আই, এ-র সেবারত মেক্সিকোর ট্রটস্কী-পন্থীরা, যারা ১৩ নভেম্বরের বিপ্লবী আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের প্ররোচনামূলক, হঠকারী এবং বিভেদমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।[২] তৃতীয়ত দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ভুলগুলি করা হয়েছিল, যেগুলি ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ভাঙন এনেছিল এবং তাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে সে সময়ে যে বিভিন্ন ধরনের ঝোঁকগুলি দেখা দিয়েছিল তা উল্লেখ করেছে। সংকীর্ণতাবাদ ও রক্ষণশীলতার লক্ষণগুলি ছিল। অন্য পার্টিগুলির কোনো কোনো পথনির্দেশ গুয়াতেমালার বাস্তবতায় যান্ত্রিক-ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংকীর্ণতাবাদীদের, সশস্ত্র বিপ্লবের সাধারণ সংজ্ঞায়, তাদের সামরিক ব্যাপারের অজ্ঞানতা প্রকাশ পেয়েছিল। নেতৃত্বের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি পার্টির সঠিক নীতি গ্রহণে বাধা দিয়েছিল এবং এর ব্যবহারিক প্রচেষ্টাকে ক্ষতি-গ্রস্ত করেছিল। রক্ষণশীলতা, (যা পার্টির মধ্যে ব্যাপকতালাভ করেছিল) ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রভাবিত করেছিল।

সংস্কারবাদী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ধারণাসমূহ, নির্বাচনী

---

১ ইতোপূর্বে, ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর, প্রতিক্রিয়াশীলরা নির্বাচনে অসৎ উপায় নিয়েছিল। ১৯৬৩ সালে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি জুয়ান জোশে এ্যারেভ্যালোর জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল। যদিও এ্যারেভ্যালো কমিউনিস্ট-বিরোধী মত প্রকাশ করতেন এবং এমনকি রাষ্ট্রপতি কেনেডির পৃষ্ঠপোষকতা লাভে চেষ্টা করেছিলেন, তথাপি দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে তিনি ছিলেন অনুপযুক্ত।

১ জি. পি. এল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, মার্চ ১৯৭২।

২ ট্রটস্কীপন্থীরা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ভাঙবার এবং এর অবিচল ও সবচেয়ে বেশি প্রবক্তা জি. পি. এল-কে ধ্বংস করার জন্য, সশস্ত্র আন্দোলনকে ধ্বংস করার রণনীতিগত লক্ষ্যকে, সফল করার চেষ্টা করেছিল।

সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে বাড়িয়ে দেখার মধ্যে, অর্থনীতিবাদের দিকে প্রবণতায় এবং একপেশে আইনী গণউদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এই সকল অবস্থানের শ্রেণীভিত্তি, পাতিবুর্জোয়া আদর্শবাদকে অবলম্বন করে শুধুমাত্র কারুশিল্পী চাকরিজীবী এবং তুলনামূলকভাবে সচ্ছল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয় এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর অপরিণত অংশের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল।

বামপন্থী মতবাদগুলি পার্টির ভেতরে এবং বাইরে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়-এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। এগুলি ছিল রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিষয়ীগত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রতিক্রিয়া এবং পার্টির সংগ্রামী ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে এগিয়ে নেওয়া এবং সৃজনশীলভাবে একে প্রয়োগ করার ব্যাপারে অক্ষমতার ফল।

পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রবক্তারা এ যুক্তি দেখায় যে গুয়াতেমালার বিপ্লব প্রথম থেকেই ছিল সমাজতান্ত্রিক। তারা বিভিন্ন শক্তিগুলির সমাবেশকে অগ্রাহ্য করেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে কাজ ও সাংগঠনিক কাজকে অবহেলা করে, প্রচার এবং আত্মস্তরিতার উপর বেশি জোর দিয়েছে। সংগ্রাম, সংগঠন এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ধারণা সঙ্কীর্ণ সামরিক গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে নি। এরা নেতা-পূজা এবং গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতাবাদকে গড়ে তুলেছিল, নিজেদের একটি "কেন্দ্র" বলে অভিহিত করত এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার দাবি করত।

বামপন্থী-সুবিধাবাদ, পাতিবুর্জোয়ার কিছু অংশের, শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব থেকে বেদখল করা, আগে থেকে বিপ্লব এবং এর প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীর নেতৃত্ব আত্মসাৎ করার ইচ্ছার মধ্যে, প্রতিফলিত হয়েছিল। এটা ছিল নিঃস্ব ও বিপ্লবীমনা পাতিবুর্জোয়ার স্তর, হতাশাগ্রস্ত গরিব কৃষক এবং বেকার মধ্যস্তরদের মতাদর্শ।

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট বুর্জোয়া এবং জমির মোড়লতন্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামরিক ভুলভ্রান্তিগুলোর সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ শুরু করল।[১] বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যে, পাতিবুর্জোয়াকে ও গণতন্ত্রপ্রিয় ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ করার জন্য, এবং জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য তারা বেরিয়ে এল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি গেরিলা ইউনিটগুলির একটা বড় অংশকে ধ্বংস করতে সক্ষম হল। পরবর্তী বছরগুলিতে অভূতপূর্ব সন্ত্রাস চালু হল। ১৬,০০০-এরও অধিক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু নিহত হল।

প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ ছিল সামরিক, আধা-সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাবলীর সমন্বয়ে এক বিরাট অভিযান। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার সি. আই. এ-র জঘন্য প্রচেষ্টার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। গুয়াতেমালার পার্টি অফ লেবারের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৬ জন সদস্যসহ বহুসংখ্যক পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং শত শত পার্টি-কর্মী নিহত হয়েছেন অথবা আন্দোলন চালাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

৪র্থ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ্য করল যে গুয়াতেমালা একটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোগত সঙ্কটে রয়েছে যা প্রকাশ পাচ্ছে একদিকে দেশের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে আমাদের জনগণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দূর করা, অপরদিকে শাসক শ্রেণীগুলি ও সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক রক্ষিত কঙ্কালসার গতানুগতিক কাঠামো এই দুই স্পষ্ট বিরোধের মধ্যে। এই জাতীয় সঙ্কটের মূল রয়েছে পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের মূলের সঙ্গে জট পাকিয়ে।

প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কগুলির ভাঙন এবং মন্থর ও বিপথগামী ধনতান্ত্রিক বিকাশ যা সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা ধীর এবং সুপ্ত পরিমাণগত পরিবর্তনগুলিকে প্রকাশ না করে বরং তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। এ এক স্থায়ী সঙ্কট যা আর্থব্যবস্থার সমস্ত শাখাকে জড়িয়ে রয়েছে এবং সব মিলিয়ে অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেও একে অনুভব করা যায়। এর অবসানের একমাত্র পথ হল বৈপ্লবিক-পরিবর্তন।

চতুর্থ কংগ্রেস গুয়াতেমালার বিপ্লবের পথ সম্পর্কে, শক্তিসমূহের সমাবেশ এবং নিহিত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পথ-নির্দেশ পুনর্ঘোষিত করেছে। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে শাসকশ্রেণী জনগণের উপর সহিংস আন্দোলনের রূপ এক দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামকে, চাপিয়ে দিয়েছে। বিপ্লবের সাফল্যের প্রধান শর্ত হল সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণ—এই হল কংগ্রেসের বক্তব্য। আদর্শগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সামাজিক এবং সামরিক সংঘর্ষের এই জটিল পরিস্থিতিতে জনগণ সংগ্রামে শামিল হচ্ছেন। তলা থেকে উপর পর্যন্ত সমস্ত স্তরে আইনী এবং বে-আইনী, সামাজিক, অর্থনৈতিক,

১ ১৯৬৫ সালের মধ্যে পুলিস ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তার মিলিটারি সাহায্য বাড়িয়েছিল। এর জন্য এই রাজ বার্ষিক গড়ে ৫ মিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছে। সেনাবাহিনী ও পুলিসের মধ্যে মার্কিন শিক্ষাদাতার সংখ্যা বাড়ল। ভিয়েতনামে আমেরিকার "অভিজ্ঞতা"-কে পাগলের মতো গুয়াতেমালায় কাজে লাগানো হল। গ্রীন বেরেটশসহ মার্কিন সেনাদল গেরিলা-বিরোধী অভিযানে যোগ দিল।

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সংগঠন ও সংগ্রামের রূপ ব্যবহারের উপর সাফল্য নির্ভর করছে। এগুলি ব্যবহার করতে যেয়ে জনগণের জরুরী স্বার্থ এবং তারা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কতটা উপলব্ধি করে তা খেয়াল রাখতে হবে।

সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রামকে ভিত্তি করে করতে হবে, কারণ শেষোক্তটি প্রথমোক্তটির অবস্থাকে সৃষ্টি করে। এই দুই পদ্ধতি বলা চলে পরস্পর-যুক্ত এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে বহু ক্ষেত্রে উন্নত স্তরে তোলে।

সম্প্রতিকালে গণতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের সমর্থনে একটি আন্দোলন গড়ে উঠছে।[১] এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালের ৩ মার্চ এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল অপোজিশন ফ্রন্ট-এর প্রার্থী জেনারেল এফ্রেন রিয়স মন্ট ৪৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে চমকপ্রদ জয় অর্জন করেন। সরকারী প্রার্থী ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন এবং সেন্টার রাইট প্রার্থী পেয়েছেন ১৭ শতাংশ।

গুয়াতেমালার ইতিহাসে শাসকশ্রেণীগুলি জঘন্যতম নির্বাচনী কারচুপি করেছে, ফলে শাসক কোয়ালিশনের পরাজিত প্রার্থীরা "বিজয়ী"[১] হয়েছেন। বিরোধী পক্ষের প্রার্থীর জয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাতিল করা, জনগণের গভীর অসন্তোষ প্রমাণিত করছে, এবং আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতায় আসীন থাকার জন্য নির্বাচনী কারচুপি ছাড়াও চাপ ও ভীতি প্রদর্শন-এর আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

জনগণ এই সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে এবং তাদের ইচ্ছাকে এই রাজ কর্তৃক মানাতে পারেন নি। ন্যাশন্যাল অপোজিশন ফ্রন্টের-দোদুল্যমানতা, বুর্জোয়া সংস্কারবাদী দলগুলির সীমাবদ্ধতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেকার স্থায়ী বাধা-গুলির জন্য এ রকম হল। আমাদের জনগণকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে অতি-দক্ষিণপন্থীরা এমনকি বুর্জোয়ার সংস্কারবাদী অংশের কাছেও ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। এটাই আবার প্রমাণ করে যে শ্রমিক ও কৃষকরা ক্ষমতা দখল করতে পারে যদি তারা প্রতি-বিপ্লবী হিংসার বিরুদ্ধে বিপ্লবী হিংসা ব্যবহার করতে পারে।

এই রাজের দুর্নীতিপরায়ণ, অগণতান্ত্রিক ও বিশ্বাসঘাতক নীতি এবং লাগাতর ফ্যাসিভবনের বিপদের কথা চিন্তা করে আমাদের পার্টির কৌশল হল প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, পরস্পর-বিরোধী মতবাদের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তির যথাসম্ভব বেশী অংশের জনগণের সমাবেশ ঘটিয়ে, অতি-দক্ষিণ একনায়কত্বের শাসন থেকে গুয়াতেমালাকে মুক্ত করা।

আমরা বলেছি যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট জন-গণের উপর এক বিরাট বোঝা চাপিয়েছে। এটাই শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবর্তী স্তর এবং পাতি ও মধ্য বুর্জোয়াদের নিয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্ভব করে তুলেছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম করেছে।

পাতি ও মধ্য বুর্জোয়ার কিছু অংশ শুধুমাত্র অতি-দক্ষিণপন্থী-দের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করেছে, এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর দ্বারা সরাতে চেয়েছে, এবং সীমাবদ্ধ কিছু সংস্কার করার নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছে যা আজ হোক কাল হোক ঘটনাচক্রে দমনমূলক এবং জন-বিরোধী নীতিতে নিয়ে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিগুলিকে অতি-দক্ষিণপন্থীদের অপসারণের জন্য অবশ্যই লড়তে হবে। এর পর বিপ্লবী আন্দোলনে একটি নতুন অভ্যুত্থান

---

১ ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী শিক্ষক, ব্যাঙ্ক-কর্মচারী এবং পৌর-কর্মীদের ধর্মঘট হয়েছে। সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, একটি ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানির শ্রমিক, কাগজ এবং তামাক শিল্পের শ্রমিক, পৌর বাস-চালক, মুদ্রাকর এবং রুটিওয়ালারা ধর্মঘটের আহ্বান দিয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য লাভ হয়েছে, ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরী ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই সংগঠন শ্রমজীবী জনতার স্বার্থকে রক্ষাকারী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলি এবং নির্দল ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। আবার কৃষকরা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ব-শাসন উন্নতমানের গঠন, এবং তাঁদের নিজস্ব সংগঠন করার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে।

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে শ্রমজীবি জনসাধারণের আন্দোলনকে অগ্রাহ্য করে সরকার পরিবহন ব্যবস্থার ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিরাট গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সরকারকে গত দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সুযোগ সুবিধা দিতে হল।

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে রেল কর্মচারীদের এক বিরাট ধর্মঘট হয়েছিল, যারা দাবি করেছিলেন—বকেয়া বেতন পরিশোধ, ৫০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ও পেন্সন। এবার সরকারকে ধর্মঘটীদের দাবি পূরণ করতে হয়েছিল।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাজধানীতে মে দিবসের শোভাযাত্রা হয়েছিল। এই শোভাযাত্রাগুলিতে ৫০,০০০ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র বুদ্ধিজীবি, গৃহীণী এবং দমন-নীতির শিকার যারা হয়েছেন তাদের পরিবারের লোকেরা জড়ো হয়েছিল যারা সন্ত্রাসের অবসান এবং গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের দাবি করেছিল।...সম্পাদক

১ ন্যাশন্যাল অপোজিশন ফ্রন্ট ৩৩৫,১৪৭ ভোট, শাসক অতি-দক্ষিণ কোয়ালিশন ২০১,৩৪ ভোট, এবং তথাকথিত বিপ্লবী পার্টি (মধ্য দক্ষিণ) ১১৪,১১৭ ভোট পেয়েছিল। যদিও কংগ্রেস নিম্নরূপ ফলাফল অনুমোদন করেছিল: সরকারী কোয়ালিশন ২৯৮,৯৫৩ ভোট, অর্থাৎ প্রায় ৯০,০০০ প্রাপ্ত ভোটের থেকে বেশী এবং বিরোধী দল ২২৮,০৬৭ অর্থাৎ ১০৭,০৮০ প্রাপ্ত ভোট থেকে কম।

ঘটিয়ে বিপ্লবের জয়ের এবং একটা জনপ্রিয় সরকারের পথ তৈরি করা যা বহু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করবে। এর অর্থ হল সমস্ত রকমের রূপ ও পদ্ধতি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা এবং নয়া-ফ্যাসিবাদের পথ রুদ্ধ করতে আগ্রহী সমস্ত সামাজিক শক্তিগুলি সংগ্রামে শামিল করা।

গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবার, একটি খাঁটি দেশপ্রেমিক পার্টি বলে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের স্বার্থকে প্রকাশ করে থাকে। তাদের বিপ্লবী দেশপ্রেমিক লক্ষ্যের দরুন গুয়াতেমালার কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিল এবং থাকবে, যারা জাতীয় স্বার্থের সংগ্রামকে সমস্ত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে থাকে। তারা নিজেদেরকে জাতীয় মুক্তির জন্য যারা সংগ্রাম করছে, পুঁজিবাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে এবং যে সমস্ত মানুষ প্রথম সারিতে রয়েছে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম তৈরি করছে তাদের সঙ্গে এক করে দেখে।

গত পঁচিশ বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বর্ধমান শক্তি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের জয়সমূহ আমাদের যুগকে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী চরিত্র দান করেছে। আমাদের মতো নিপীড়ন এবং শোষণের ভুক্তভোগী জনগণের কাছে এ এক উদ্দীপনার উৎস। বিশ্বশক্তিগুলির নতুন সমাবেশ, যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং শান্তির জন্য সংগ্রাম করছেন, তাদের পক্ষে অনুকূল হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রকাশ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমন বিশ্বপ্রতিক্রিয়াকে আজকের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীকে অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী এবং দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য করছে।

সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও আমরা আমাদের চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। লেনিনের কথায় "নিঃস্বার্থ বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা এবং জনগণের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার কখনই বৃথা হয় না, যদিও বীজ বোনা ও ফসল তোলার মধ্যে বহু দশকের ব্যবধান গড়ে উঠতে পারে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৪,পৃ-৩১)।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি তার ২৮তম বাৎসরিক তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। লক্ষ্য স্থির হয়েছে ১২০০ মিলিয়ন পেসস। বড় বড় কারখানার ১ লক্ষ শ্রমিকসহ ৪ লক্ষ লোকের কাছ থেকে এই সংগ্রহ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাঙলাদেশ

উৎসবমুখর পরিবেশে সি.পি.বি-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রথম পার্টি কার্ড বিতরণ করা হয়। গ্রহীতারা কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের প্রবীণ কমিউনিস্ট মণি সিংকে ১নং কার্ড দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ ফরহাদ বলেন যে নতুন পার্টি কার্ড বিতরণ পার্টি সদস্যদের একত্রিত করতে ও সাংগঠনিকভাবে সংহত করতে সাহায্য করবে।

জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির এক্সিকিউটিভ-এর এক মুখপাত্র সম্প্রতি বলেন যে বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীর কোলন "কংগ্রেস", যারা নিজেদের "সি.পি.জি." বলে চালাচ্ছে, তারা পুরোপুরি কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণে নিয়োজিত। যাঁরা দৃঢ়ভাবে শান্তি, উত্তেজনা-প্রশমন ও নিরাপত্তার জন্য লড়াই করছেন, এর অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে। "কংগ্রেস" দেখায় যে কমিউনিস্ট বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বা আর্নেস্ট থেলম্যানের জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে—তথাকথিত "সি.পি.জি"-র কিছুই করার নেই।

ডেনমার্ক

বিগত জুন মাসে ডেনমার্কে গ্যালপ ইনস্টিটিউট দ্বারা আয়োজিত রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের ভোটে প্রকাশ পেল যে আগের তিনটি মাসিক নির্বাচনে ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টিকে ৫·৬ শতাংশ সমর্থন করে, যেখানে ১৯৭৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা ৩·৬ শতাংশ ভোট পায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

উক্রাইনের লেভভ অঞ্চলে স্ত্রিয়াতে লেনিন মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর ভি. ব্যাটাস্‌কি বহু বছর ধরে সুপরিচিত বিপ্লবীদের, শান্তি আন্দোলনের সুপরিচিত ব্যক্তিদের এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর নেতাদের হস্তাক্ষর সংগ্রহ করছেন।

সিরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ-সম্পাদক খালেদ বাগদাশ, মিউজিয়ামে প্রদর্শিত সিরিয়ায় প্রকাশিত লেনিন-এর রাষ্ট্র ও বিপ্লবের আরবীয় সংস্করণে স্বহস্তে লেখেন, "লেনিন-এর অন্যান্য অবিনশ্বর রচনার মতো এই রচনাও এমন একটি মূল উপাদান যার উপর আমাদের দেশের বেশির ভাগ জনগণ এবং সংগ্রামীরা বহুকাল ধরে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির পবিত্র লড়াইয়ে দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

অন্যান্য প্রদর্শনীর মধ্যে লুই করভালানের বই জয়ের পথ এবং উরুগুয়েতে প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংগ্রহ যাতে রোডনি আরিসমেণ্ডির হস্তাক্ষর সহ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পার্টি সংবাদ

আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আমরা তরুণদের উপর আস্থাশীল

জ্যাকস্‌ হফম্যান

লুক্সেমবুর্গ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য

প্রশ্ন ঃ—আপনার পার্টি তার সভ্যপদ বাড়ানোর, বিশেষ করে যুব শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কেমন করে আপনারা এটা করেন?

উত্তর ঃ—প্রথমে, যুব শ্রমিকদের সমস্যাকে আমরা পাশপাশি রাখি। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে যুব শ্রমিক কমিউনিস্টরা তাঁদের বন্ধু শ্রমিকদের সেইসব সভায় আনেন যেখানে আমরা তাঁদের সমস্যাগুলো ঘরোয়াভাবে আলোচনা করি। প্রথম সাক্ষাৎকারে যেসব সমস্যা উত্থাপিত হয় আমাদের পরবর্তী সভাগুলোতে তার আলোচনা চলে। এর মধ্যে একটি জীবন্ত সমস্যা হচ্ছে মালিকদের দ্বারা যুবকদের শোষণ, যারা তাদের স্বার্থকে আঘাত করত, একই পরিমাণ কাজের জন্য বয়স্কদের চেয়ে কম দিত, কাজের সময় বাড়াত এবং ছুটির দিন কমাত। কারাখানার যুব শ্রমিকরা, যাঁরা আরও বেশি সংখ্যায় এইসব সভাগুলোতে আসতেন, তাঁরা বৃত্তিগত ট্রেনিং-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আলোচনা করতেন।

এইসব সমস্যাগুলো খুব গভীরভাবে আলোচনা করার পর পার্টি আমাদের সংবাদপত্রে যুবদের দাবির সম্পর্কে একটা কর্মসূচী তৈরি করে প্রকাশ করে। কারখানা গেটগুলিতে এই কর্মসূচীর বয়ান সহ পার্টির সংবাদপত্রের একটি বিশেষ সংখ্যা আমরা বিতরণ করি। মালিকেরা যুব জনতার সমস্যার উপর নজর দিতে বাধ্য হয়, বিশেষ করে যখন এইসব দাবিগুলোর প্রচারাভিযানে আমাদের পার্টি অন্য তিনটি যুব সংগঠন, এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নামাতে সক্ষম হয়।

যুবকদের অধিকারসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে শ্রম-কমিশনকে নির্দেশদান ও পার্লামেন্ট-এ পেশ করার ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের উপর এটা প্রভাব ফেলে। কমিশনে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা খসড়ার কিছু সংশোধনী আনলেও বহু আপত্তিকর বিষয় এর মধ্যে রয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ—কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে যুবকদের মধ্যে আদর্শগত কাজ চালাচ্ছে?

উত্তর ঃ—প্রত্যেক বছর অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তথ্যাভিজ্ঞ কমরেডদের দ্বারা পাক্ষিক ক্লাস সংগঠিত করি। ক্লাসগুলো শনিবার সন্ধ্যা ও রবিবার সকালগুলোতে হয়, কারণ বেশিরভাগ ছাত্রই তিন শিফ্‌টে কাজ করেন, সুতরাং তাঁদের পছন্দমতো সময়ে হওরা দরকার। এটা খুবই সন্তোষজনক যে আমাদের বেশিরভাগ ছাত্রই যুবক-যুবতী যাঁরা খুব সম্প্রতি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

প্রত্যেক স্কুলের বিষয়বস্তু পার্টি-নেতৃত্বের দ্বারা তৈরি ও অনুমোদিত হয়। নমুনা হিসেবে তার কতকগুলো উল্লেখ করছি —"কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কেন?" "আমাদের বিরোধীদের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়বস্তু কী এবং 'বামপন্থা' ও 'সঙ্কীর্ণতাবাদের' বিরুদ্ধে কেন আমরা লড়াই করি?" "তৈল সঙ্কটের কারণগুলি কী এবং কেমন করে পুঁজিপতিরা এটাকে শোষণ করে?" "কমিউনিস্ট দর্শন কাকে বলে?" আলোচনা-চক্র-

গুলিতে লুক্সেমবুর্গ সরকারের নীতি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পার্টি ১২ পৃষ্ঠার একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করে যা দৈনিক **জাইটুং ভাম লেৎস্‌বার্জার ভলেক** থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো পুনর্মুদ্রণ করে। এক ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কারখানাগুলিতে এবং বাড়ি বাড়ি সাপ্তাহিকটি বিতরণ করা হয়।

শেষত, পার্টি-কাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কারখানা গেটগুলিতে ও শিল্প-এলাকায় ইস্তাহার ও সংবাদপত্রের বিতরণ। আমাদের কর্মীরা তাঁদের যুব কমরেডদের সহায়তায় এ ব্যাপারে ভালো কাজ করছেন।

সংগঠন ও জঙ্গীপনা

লালেশ্বর কুমার সিং

গায়েনার পিপল্‌স প্রগ্রেসিভ পার্টির নেতৃত্বের সদস্য

আমাদের পার্টি তার দক্ষতাকে সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে দিনের পর দিন লড়াই করে তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। একদা এক মামুলি গণসংগঠন থেকে এটা একটা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে। আমরা এটাকে পুনর্গঠিত করেছি এবং এটা এখন লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে গড়া জঙ্গী পার্টি।

আদর্শগত কাজ, ক্যাডার নির্বাচন ও ট্রেনিং-এর দিকে আমরা বিশেষ নজর দিই। কর্তৃপক্ষের বাধা সত্ত্বেও আট ঘণ্টার শিক্ষা ক্লাস, মার্ক্সবাদী ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক স্কুল ও পত্রযোগে তত্ত্বগত ক্লাসসহ পার্টি শিক্ষা-কেন্দ্র আমরা স্থাপন করেছি। পার্টি-সভ্যপদের জন্য আবেদনকারীদের নিকট এটা আমরা আরও জোরের সঙ্গে দাবি করছি।

শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের পার্টি শক্তি অর্জন করছে। পার্টি কর্মীরা প্রায়ই কারখানা ও খামারগুলিতে যান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কাজের উপযোগী গোষ্ঠী তৈরিতে সাহায্য করেন।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজ করা- আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের লক্ষ্য হল, প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও সাম্রাজ্যবাদ-এর বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করা।

প্রস্তাব এবং বিবৃতিসমূহ

শ্রীলঙ্কা

ঐক্য পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত

শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঐক্যের উপর একটি সিদ্ধান্ত নেয়।

অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের (অগস্ট, ১৯৭২) পর পার্টি-নেতৃত্বের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দেয়। মূল বিষয়টা ছিল, যুক্তফ্রন্টের সদস্যপদ বজায় রাখা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিরোধের ফলে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। যাই হোক, উভয় গোষ্ঠীর মূল প্রবণতা ছিল পুনরৈক্যের পক্ষে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যোগাযোগকারী কমিটি পুনরৈক্যের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি দলিলের খসড়া করে। ইতোপূর্বে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ২ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির ঐক্যসৃষ্টিকারী প্লেনাম সেটাকে শক্তিশালী করে। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ইস্তাহারে বলা হয় যে, অষ্টম কংগ্রেসে একমত হয়ে অনুমোদিত ও সমর্থিত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্টকে স্বীকারের ভিত্তিতে পার্টি-ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এতে আরও বলা হয় যে নবম কংগ্রেসের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে এই কাজ শুরু করতে হবে। কংগ্রেসের আগে পার্টি কমিটি-গুলো পুনরৈক্যের কর্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্টি কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করা হবে।

ইস্তাহারে এই আস্থা প্রকাশ করা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে সচেষ্ট অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পুঁজির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিগুলির লড়াই পার্টির ঐক্য স্থাপনে উৎসাহিত করবে। ইস্তাহারের শেষে বলা হয়, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা দেখায় যে পার্টি বিরোধগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে এবং ঐক্য অর্জন করতে পারে যদি সে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিতে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদের অপচেষ্টা ও মাওবাদের মতো ধ্বংসাত্মক উপাদানকে, যারা, বিরোধগুলো উস্কে দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সোভিয়েত-বিরোধিতা ও কমিউনিজম-বিরোধিতাকে গোপনে আমদানি করে, তাদের পরাজিত করে।

পার্টি সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্তসার

ল্যুমানিতে (ফ্রান্স)

পার্টিশাখার নেতৃবৃন্দ

পলিটিক্যাল ব্যুরোর একটি প্রস্তাবের ওপর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৭৪ সালের ২৪-২৭ অক্টোবর একটি বিশেষ পার্টি কংগ্রেস বসাবে। আলোচ্য সূচীতে একটিমাত্র বিষয় থাকবে, "গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য ফরাসী জনগণের মোর্চা"। এফ. সি. পি-র সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্কাইস প্রধান বক্তা থাকবেন।

প্রাক্-কংগ্রেসকালে নতুন নতুন লোককে পার্টিশাখার নেতৃত্বে আনবার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

সম্পাদক ও পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য গেস্টন লিসোনিয়ারের এক প্রবন্ধ ল্যুমানিতে প্রকাশ করে।

প্রবন্ধটিতে বলা হয় যে, যেহেতু এটা একটা বিশেষ কংগ্রেস, সেহেতু এখানে কোনো নতুন পার্টি নেতৃত্বের নির্বাচন হবে না। যাই হোক, এর প্রস্তুতি পার্টির রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরিধিকে বাড়ানোর জন্য পার্টি শাখা, বিভাগ এবং ফেডারেশনগুলোর নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলো পুনরায় বলসঞ্চার করতে সক্ষম হবে।

সামাজিক লড়াইয়ের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কমিউনিস্টদের উত্তরোত্তর ভূমিকার ওপর প্রবন্ধটি জোর দেয়। ২০তম কংগ্রেসের পর পার্টির ক্যাডাররা সংখ্যায় যথেষ্ট বাড়ে এবং আরও বেশী রাজনৈতিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সাম্প্রতিক কালের প্রচারে হাজারে হাজারে কমরেড সম্ভাবনাময় যোগ্য নেতা হিসেবে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করেন।

পার্টির দরজা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত এবং সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় পদে নতুন কর্মীদের নির্বাচনকে আমরা অবশ্যই উৎসাহিত করব। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে এবং নতুন নতুন লোককে নেতৃত্বের পদে উন্নীত না করলে একটা নিশ্চলতা আসবে। এর মানে এই যে, ফেডারেশনগুলো তার নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলোতে সেইসব কমরেডদের নির্বাচিত করবে যারা পার্টির কাজে যৌথ ও গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। ফেডারেশন এবং বিভাগগুলো এ ব্যাপারে যুবক-যুবতীদের প্রথমে স্থান দেবে যারা পার্টি ও তার লড়াইয়ে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসছে।

প্রাক্-কংগ্রেস সময়ে পার্টিশাখাগুলির এবং সর্বাগ্রে কারখানাগুলির সম্পাদকদের নির্বাচন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারখানার শাখাগুলোর কমিউনিস্টদের মধ্যে সুবিবেচনাপ্রসূত দায়িত্ব বণ্টনের দিকে তাকানো এবং সবচেয়ে যোগ্য কমরেডদের সম্পাদক হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত। যদি প্রয়োজন হয়, একটা শাখা থেকে অন্য শাখায় কমরেডদের সরাতেও আমরা ইতস্তত করব না। বিভাগ ও ফেডারেশন কমিটির নির্দিষ্ট দায়িত্ব থেকে কয়েকজনকে মুক্ত করে আনার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে শাখা-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। শেষত বিশেষ ক্লাসে শাখা-সম্পাদকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ট্রেনিং দেওয়া, তাঁদের সর্বদা সাহায্য করা ও ল্যুমানিতে পড়তে উৎসাহিত করা একটা উপযুক্ত কাজ।

গেস্টন লিসোনিয়ার পরিসমাপ্তিতে লেখেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রাক্-কংগ্রেস সময় পার্টি-নেতৃত্বের সর্বস্তরে নতুন নতুন কমিউনিস্ট নেতাদের আনবার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

সংক্ষিপ্ত খবর

জাপান

৭ জুলাই পার্লামেন্টের উচ্চতর কক্ষের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি আগের বারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আসন লাভ করে এবং এখন ২০টি আসনের অধিকারী (১১টির পরিবর্তে)।

লেনিনের বইগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয়

ইউনেস্কোর বাৎসরিক পুস্তক-নিরীক্ষায় প্রকাশ হয় যে, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের রচনাবলী সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ১৯৭১ সালেই একমাত্র তাঁর রচনার ৩৮১টি অনুবাদ হয়।

আসন্ন পার্টিকংগ্রেসসমূহ

১৯৭৫ সালে ১৭০০০০ সদস্যমুক্ত কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭শ পার্টিকংগ্রেস ১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে।

হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির একাদশ কংগ্রেস বসতে যাচ্ছে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে। নতুন পার্টি কর্মসূচী খসড়ার জন্য জানোস কাদারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়েছে।

ইটালিয়ান সি. পি-নেতৃত্ব স্থির করেছেন যে, সি. সি. ও সি. ই. সি-র পরবর্তী প্লেনারী সভায় নিয়মানুযায়ী ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেস ডাকার প্রস্তাব দেবেন।

রুমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সি. সি. ও সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিকাশের সুপ্রীম কাউন্সিল তাদের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরবর্তী ১১শ পার্টিকংগ্রেস এই বছরের ২৫ নভেম্বর ডাকা হবে।

সুইডেনের কমিউনিস্টদের বামপন্থী পার্টির কার্যনির্বাহক সভা ১৯৭৫ সালের ১২-১৬ মার্চ ২৪তম পার্টিকংগ্রেস বসানো স্থির করেছে।

অর্থনৈতিক সংযোজন এবং বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়া

আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত সম্মেলন

সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন এবং মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী রণনীতি ও রণকৌশলের আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী আলোচনার জন্য আলজিরিয়া, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, ব্রাজিল, বৃটেন, বুলগেরিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কিউবা, সাইপ্রাস, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালি, জাপান, লুক্সেমবার্গ, মঙ্গোলিয়া, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইনস, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সেনেগাল, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—এই তেত্রিশটি দেশের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স' পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী মার্ক্সবাদী পণ্ডিতরা অংশগ্রহণ করেন।

ডবলিউ.এম.আর তত্ত্ব কমিশনের পক্ষে, পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য **লাজলো নেগি** (হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি) প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থিত করেন: অর্থনৈতিক সংযোজন সংক্রান্ত যে বিতর্ক ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পত্রিকাটি আরম্ভ করেছিল, তারই অনুবৃত্তি এবং বিশেষ অর্থে, তার পরিণতি হিসাবে তিনি সম্মেলনকে বর্ণনা করেন। এক বৎসর ব্যাপী এই বিতর্কে বিভিন্ন দেশের বহু গবেষণা-সংস্থা ও মার্ক্সবাদী অনুশীলন কেন্দ্র এবং রাজনৈতিক নেতা ও পণ্ডিতরা এই সংযোজন-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি এবং তাৎপর্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক—সংযোজন-প্রক্রিয়ার এই দুইটি ধরনের বাস্তব ভিত্তি, উদ্দেশ্য এবং শ্রেণী-আধেয়গত পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা এই বিতর্কের ফলে সৃষ্টি হয়েছে; তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপযোগিতা এবং মার্ক্সবাদী পণ্ডিতদের অভিন্ন আদর্শগত ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রমাণিত হয়েছে। নেগি বলেছেন যে এই বুনিয়াদী কাজের ফলে আমরা এখন অনেক বেশী গভীরভাবে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলন এবং পৃথক পৃথক সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির উপর সংযোজক প্রক্রিয়ার ফলাফল পরীক্ষা করতে পারি। ডবলিউ.এম. আর-এর সম্পাদকীয় বোর্ড এবং সম্পাদকীয় পরিষদ যেভাবে ভেবেছে, সে অনুযায়ী এটাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক সংযোজন নূতন যে উপাদান-গুলিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘাত, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে সন্নিবিষ্ট করেছে এখন তার বিশ্লেষণ সম্ভব। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স' পার্টিগুলির সম্মিলিত প্রয়াসে সম্প্রসারিত সিদ্ধান্তসমূহে, পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স' পার্টিগুলির সাম্প্রতিক ব্রুসেলস সম্মেলনে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন সংক্রান্ত সি. এম. ই. এ-র সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীতে।

সংযোজন সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত করতে গিয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা মার্ক্সবাদের অনুশীলন থেকে লব্ধ নিম্নলিখিত মূল নির্দেশাবলীর অনুসরণ করেছেন—ডবলিউ. এম. আর-এর বিতর্ক থেকে উদ্ভূত নির্দেশসমূহও তার অন্তর্ভুক্ত।

—ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক—এই দুই বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে এবং তার ভিত্তিতে, উৎপাদিকা শক্তি প্রসারের অধিকতর অগ্রগতির প্রয়োজনে চালিত একটি বাস্তব বিকাশ হল অর্থনৈতিক সংযোজন। সুতরাং একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের রণনীতি এবং রণকৌশলে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নীতির ক্ষেত্রে সংযোজন-প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

—সংযোজন সম্পর্কে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ধারণা শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক এই দুই ধরনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির স্বার্থের দিক থেকে, এই দুই সংযোজক প্রক্রিয়ার গতি এবং সামাজিক ফলাফল বিচার-বিবেচনা করে।

সংযোজনের বাস্তব ভিত্তি এবং সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে তার সুনির্দিষ্ট রূপ সুস্পষ্টভাবে পৃথক করতে হবে। একচেটিয়া পুঁজি এবং পুঁজিবাদী সরকারসমূহ তাদের নিজেদের স্বার্থে সংযোজনের যে বিশেষ রূপ সৃষ্টি করে তা অপরিহার্য নয়।

কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সংযোজনের একটি গণতান্ত্রিক বিকল্প উপস্থিত করে। এ কথা অনুমান করাও বাস্তবসম্মত যে কিছু কিছু দেশ শেষপর্যন্ত ধনতান্ত্রিক সংযোজনগোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসবে এবং নতুন নতুন দেশকে এই গোষ্ঠীতে যোগদান থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে। শ্রমজীবী জনগণের উপর ধনতান্ত্রিক সংযোজনের ক্ষতিকারক প্রভাবকে প্রতিহত করার লক্ষ্যও বাস্তবানুগ। তাছাড়া প্রধান বিষয়টা হল যে, বিশ্ব-অর্থনীতির সমস্যাবলীর একটা বিকল্প সমাধান—সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন, এখন বিদ্যমান।

উৎপাদন এবং শ্রমের আন্তর্জাতিকীকরণ

একদিকে উৎপাদিকা শক্তির আন্তর্জাতিকীকরণ ও সংযোজনের ফলে সংসাধিত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের পরিবর্তন এবং অন্যদিকে শ্রমপরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের সংগ্রামের আন্তর্জাতিকীকরণ ও বিপ্লবী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ভিত্তির প্রসারের অন্তর্নিহিত সংযোগ সম্মেলন লক্ষ্য করে। সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমীর বিশ্ব-অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংস্থার বিভাগীয় প্রধান **মার্গারিটা ম্যাক্সিমোভা** দেখিয়েছেন যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পীড়নের পুরোনো পদ্ধতিগুলিকে সংযোজক গোষ্ঠীগুলির রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পদ্ধতি এবং অভিন্ন সামাজিক নীতি নির্ধারণের ভিত্তিতে, নতুন কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করে। বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে তারা সংযোজনকে ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয়করণকে তারা আক্রমণ করে। এটা প্রত্যক্ষ করা যায় বিশেষ করে সঙ্কটের সময়।

একচেটিয়া পুঁজির শক্তিকে সংহত করে ধনতান্ত্রিক সংযোজন শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে।

—বিভিন্ন দেশে অবস্থিত, কিন্তু একই অতিকায় কারবারের মালিকানায়, অভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পন্ন উদ্যোগ বিকাশকে তা উৎসাহিত করে। প্রধানত কারখানা এবং বৃহৎ শিল্পজোটের কাঠামোয় বিভিন্ন দেশের শ্রমিক এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ এবং সমন্বয়কে তা সাহায্য করে। সংযোজক গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলির মধ্যে প্রতিবন্ধ প্রাচীর অপসারিত হবার ফলে যে নির্গমন-প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শ্রমিক এবং বিশেষজ্ঞদের ক্রমশই অধিকতর সংখ্যায় একই কারখানায় ঘনসন্নিবিষ্ট করে।

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থনৈতিক বিভাগের সদস্য **দানিয়েল দোবাভিস** বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সংযোজন বিপ্লবী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ভিত্তি এবং সমাজতন্ত্রে অগ্রগমনের বাস্তব অর্থনৈতিক পূর্বসূত্রকে প্রসারিত করেছে। আধুনিক ধনতন্ত্র উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণকে ব্যাহত এবং বিকৃত করে। মূলধনের প্রগাঢ় পারস্পরিক অনুপ্রবেশ; বাজার, আর্থিক কাঠামো এবং মুদ্রানীতিসমূহের সংযোজন, ধনতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতিগুলিকে ক্রমবর্ধমান হারে পারিবেশিক পরিস্থিতি, মূলধনের আগমন-নির্গমন এবং ফাটকা-দারি কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল করে তোলে যা নিয়ত বর্ধমান অপচয়ের সৃষ্টি করে এবং সংযোজিত দেশগুলির অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলে। ঘটনা প্রমাণ করে যে, ধনতান্ত্রিক সংযোজন শোষণকে তীব্রতর করার প্রবণতা সৃষ্টি করে, জনগণের একটা বড় অংশের জীবনযাত্রার মান ও কাজের পরিস্থিতিকে অবনত করে এবং শ্রমিক, কৃষক, দোকানের মালিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জনগণের জন্য ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশার সৃষ্টি করে।

পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায়তনের **ইয়েরজি পলোভিকস** বলেছেন যে সমন্বিত প্রচেষ্টায় ধনতন্ত্রের সঙ্কটের প্রধান বোঝাটা শ্রমজীবী জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া—ই. ই. সি-তে সাম্রাজ্যবাদীদের এই লক্ষ্য স্পষ্টতর হওয়ার আর অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অছিলায় ধনিকশ্রেণী শ্রমিকদের মজুরিসংক্রান্ত দাবির বিরোধিতা করে, সামাজিক নিরাপত্তা বিধিগুলিকে আটকে রাখে এবং জনগণের উপর উচ্চতর হারে কর আরোপের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়ার উপর কর লাঘবের জন্য সচেষ্ট হয়। "সুযোগ্য পরিচালনা"র অজুহাতে তারা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ থেকে জনসাধারণকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। এটাই প্রমাণ করে যে ধনতান্ত্রিক সংযোজনের একচেটিয়া রূপ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি ঘটালেও তা সমস্ত মজুরি ও বেতনভুক কর্মীদের মৌলিক স্বার্থের অত্যন্ত পরিপন্থী।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের উপদেষ্টা **ফ্রিৎস রিসে** বলেছেন যে অর্থনৈতিক সংযোজন সহ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নতুন পরিস্থিতি অনুশীলন করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক মর্ম সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণের নীতিগুলি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। ফিনান্স পুঁজি, একচেটিয়া এবং শক্তিশালী বহুজাতিক সংস্থাগুলিও প্রধানত ধনতান্ত্রিক সংযোজনকে অগ্রসরিত করে। ১৯৭১ সালে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের পাঁচটি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের সম্পদের মোট পরিমাণ ছিল ১৯০,১০০ মিলিয়ন ডয়েটশ মার্ক, অর্থাৎ সেই সময়ে দেশে সক্রিয় সমস্ত আর্থিক সংস্থার মোট সম্পদের অর্ধাংশ। এই সমস্ত ফিনান্স সম্রাটদের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা শিল্প-পুঁজির ক্ষমতার সঙ্গে একীভূত হয়। একচেটিয়া পুঁজির পারস্পরিক সংশ্লেষ এবং ই. ই. সি-র সঙ্গে যুক্ত বহুজাতিক সংস্থার গঠনকে তারা শক্তিশালী করছে।

ধনতান্ত্রিক শ্রমের বাজারের আন্তর্জাতিকীকরণ ছিল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অর্থনৈতিক সংযোজনের একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং এখনও তাই আছে। ই. ই. সি-র ভিতরে এবং বাইরে অন্যান্য অঞ্চল ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর এর একটা প্রবল প্রতিকূল প্রভাব আছে। মূলধন প্রবং শ্রমশক্তির তথাকথিত অবাধ গতি বেকারি দূর করে নি। চাকরির প্রকৃত অবাধ নির্বাচনের সুযোগও তা সৃষ্টি করে নি। বস্তুত, বিদেশী শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানা ধরনের জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাই তা তৈরি করেছে।

বেলজিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জাক **নেগেল** বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক সংযোজনের সাম্প্রতিকতর ফলাফলগুলির অন্যতম হল একটা নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার উদ্ভব এবং দ্রুত বিকাশ যা বহুজাতিক সংস্থা হিসবে পরিচিত (শব্দটি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়)। বেলজিয়ামে বহুজাতিক সংস্থাগুলি (তাদের অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত) এক-চতুর্থাংশেরও বেশি শিল্প-উৎপাদন এবং এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পের শ্রমশক্তির ১৮ শতাংশ তারা নিয়োগ করে। বিশেষ বিশেষ শিল্পে এই অনুপাত আরও বেশি: রাসায়নিক শিল্পে ৪৬ শতাংশ, রাবার এবং পেট্রোলিয়াম শিল্পে-৪০ শতাংশ এবং কাগজে ৩৬ শতাংশ। তাদের লেনদেন মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বাবর্তকে ত্বরান্বিত করার প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থানের উপর প্রচণ্ড ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক বেলজিয়ামে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হয়ে থাকে যার ফলে কারখানার কর্মকেন্দ্র এবং সমগ্র কারখানাগুলিই বন্ধ হয়ে যায়। ছাঁটাই এখন অত্যন্ত ব্যাপক। নিরাপত্তা-হীনতা প্রচলিত মানসিক অবস্থায় পরিণত হয়েছে। কাজের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। কর্মচারীদের দ্রুততর ক্রমাবর্তন, 'মার্কিন' কর্ম-সংগঠন, তার অধিকতর প্রগাঢ়তা যে ক্ষতির সৃষ্টি করে, স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি আয়ের সাহায্যে তা পূরিত হয় না। সবশেষে হলেও যা একটুও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তা হল যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি শ্রমিক, কারিগর এবং যন্ত্রবিজ্ঞানীদের উৎপাদন এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে গুরুতরভাবে আঘাত করে। কিন্তু এই বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দেখা উচিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে: কাজের অবস্থাকে অবনত এবং শোষণকে তীব্রতর করা সত্ত্বেও তা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠতর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নতুন সুযোগও সৃষ্টি করে। রণনীতির ক্ষেত্রে, শ্রম এবং মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে এই বাস্তব প্রবণতাটির বিশ্লেষণ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর অতিকায় দানব—এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি শ্রেণীসংগ্রামের পরিস্থিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সৃষ্টি করছিল। প্রধানত জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত বেতনভুক শ্রমের বৃহৎ অংশের বিরোধিতা করছে এখন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠিত পুঁজি। বহুজাতিক সংস্থাগুলির উৎসাহ সাধারণত বহু শিল্পে; অপরদিকে, শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শিল্পের মাধ্যমে অথবা আরও সংকীর্ণতর ভিত্তিতে সংগঠিত। এটা একচেটিয়া পুঁজিকে কৌশলী ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দান করে। সংযোজন অবশ্য অচিরেই শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক যুক্ত কর্মোদ্যোগ, বিচ্ছিন্নতাবাদ পরিহার এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন জঙ্গী সংগঠন বিকাশের পক্ষে একটি অতিরিক্ত উদ্দীপনায় পরিণত হতে পারে।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাডেমীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অর্থনীতি বিষয়ক সংস্থার পরিচালক ওলেগ **বোগোমোলভ** বলেছেন যে, উৎপাদনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীভবনের সঠিক যে রূপগুলি সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তা নির্ধারিত করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের পক্ষে তত্ত্বগতভাবে এবং ব্যবহারিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি, কি ভাবে বিপুলায়তন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বহুদেশে সম্পূরক সংগঠন বিশিষ্ট সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ঋণপুঁজির মাধ্যমে একচেটিয়া মূলধন তা সম্পন্ন করে। এটা এখন ধনতন্ত্রেরই অঙ্গ। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সংগঠনের এই পদ্ধতি অবশ্য সমাজতন্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীভবনের সুযোগ-সুবিধার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার এটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ নয়। জাতীয় পরিচালন পদ্ধতি, শিল্প, মজুরি এবং মূল্যব্যবস্থা, কর এবং মূলধন-সরবরাহের পার্থক্যও কোনো বাধা হওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিক শিল্প-সংস্থা এবং যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মতো ব্যবস্থা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পারষদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সহযোগিতার রূপ হিসাবে তাদের বিপুল সম্ভাবনার উপলব্ধির উপর এবং এই সব যুক্ত উদ্যোগের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীকে খাপ খাইয়ে নিতে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতির উপর এখনও অনেক কিছু নির্ভর করছে।

হাঙ্গেরীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিষদের বিশ্ব-অর্থনীতি পরিষদের সম্পাদক **ফেরেনস কজমা** বলেন যে দুই ধরনের সংযোজনের মৌলিক পার্থক্য নানা ধরনের বিষয় থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে—সংযোজক প্রক্রিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে কি ভাবে আকারলাভ করছে, সেটা তার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রক্রিয়ার যখন সৃষ্টি হয়েছে তার আগেই পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পকাঠামোসমূহ ছিল, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অগ্রগতি মোটামুটি একই রকম ছিল এবং তাদের দীর্ঘকালের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। সমাজতান্ত্রিক জগতে সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিল তখন,

যখন অধিকাংশ দেশেই বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু, একটি অখণ্ড শিল্পকাঠামো তৈরি হয় নি। সি. এম. ই. এ-র প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয় অর্থনীতিগুলির অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল অসম, এবং কার্যত, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এ রকম কোনো উন্নত অর্থনৈতিক সংযোগ ছিল না। পশ্চিম ইয়োরোপীয় ধনতান্ত্রিক সংযোজন হল প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ পুঁজির একটা আন্তর্জাতিক সংশ্লেষ, যা মহাদেশের সেই অংশের অভ্যন্তরে উৎপাদিকা শক্তিকে পুনর্বণ্টিত করে। দীর্ঘকাল ধরে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের রূপায়ণ জাতীয় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজতান্ত্রিক সম্পদের আন্তর্জাতিক রূপ পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করেছে অতিসম্প্রতি। এই সমস্ত কিছুই সি. এম. ই. এ এবং ই. ই. সি—এই দুই গোষ্ঠীর মূলগতভাবে পৃথক সংযোজনের গতি এবং প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে।

মঙ্গোলীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগীয় প্রধান **পাগমিন নেরগুই** বলেছেন যে, সি' এম. ই. এ-দেশগুলির যুক্ত উদ্যোগ মঙ্গোলীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এদের মধ্যে কয়েকটি ইতোমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এবং মঙ্গোলীয় অর্থনীতিতে তা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে। এই সমস্ত উদ্যোগ গড়ে তুলতে এবং তাকে পরিচালনা করতে সি. এম. ই. এ-ভুক্ত দেশগুলির সহযোগিতা অর্থনৈতিক স্তরসমূহের সমতা সৃষ্টিতে এবং আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির আন্তর্জাতিক চরিত্র ও প্রতিটি দেশের সীমাবদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাজারের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক রূপও অবশ্য আছে। জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় সংস্থার সহকারী পরিচালক **ভিলি কুনজ** 'এসো ফোটো এজেন্সি' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এক্স-রে ফিল্ম এবং ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং সোভিয়েত সম্পদকে একত্রিত করে সংস্থাটি। ৭০.০০০ শ্রমিক, কারিগর এবং যন্ত্রবিজ্ঞানী এতে নিযুক্ত। এর বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য ৩,৫০০ মিলিয়ন মার্ক এবং তা বিশ্ব-উৎপাদনের এক অষ্টমাংশ।

রুমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **বারবু জাহারেস্কু** বলেন, দুই ধরনের সংযোজনের শ্রেণীমর্ম ও সামাজিক ফলাফলে এত তফাত যে এই রকম অক্ষম প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে আমাদের একই শব্দ 'সংযোজন' ব্যবহার করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা যাকে 'সংযোজন' বলি তা শব্দতাত্ত্বিক অর্থে সংযোজন নয়। স্বীকার করতে হবে যে ইতোপূর্বে অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ক্রমশ তা সম্পূর্ণ নতুন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। উভয়েই অর্থনৈতিক মৈত্রী, এ ছাড়া সি. এম. ই. এ. ও ই. ই. সি-র মধ্যে সাধারণ কি আছে? তারা সম্পূর্ণ আলাদা দল, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, এবং তাতে পৌঁছোনোর রাস্তাও সম্পূর্ণ পৃথক। আমার মনে হয়, তাদের সংযোজন, এই একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের দুটি বিভিন্ন ধরন বলে বর্ণনা করা উচিত হবে না। কিন্তু যেহেতু শব্দটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে, আমরা এটা ব্যবহার করতেও পারি। যাই হোক, আমি মনে করি যে আমাদের একটি ভালো বিজ্ঞানসম্মত শব্দ থাকা উচিত যাতে আমরা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যা আছে তার সঙ্গে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যা আছে তা তালগোল পাকিয়ে না ফেলি এবং অপ্রয়োজনীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করি।

লুক্সেমবুর্গের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য **আলয়েজ বিসডর্ফ** বলেন যে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে কার্যরত অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে বর্ণনা করতে একই শব্দ-ব্যবহার (যেমন রাষ্ট্র, শ্রেণী, মজুরি এবং এই রকম অন্যান্য) যথেষ্ট প্রচলিত। এতে কোনও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না, কারণ মার্ক্সবাদীরা সমাজে সমস্ত ঘটনা ও প্রক্রিয়ার শ্রেণীমর্ম নির্ধারণে কখনও ব্যর্থ হয় না। অর্থনৈতিক সংযোজনের কথা বলতে গিয়ে আমরা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার শ্রেণীবিষয়বস্তুর আবশ্যিক পার্থক্যের ওপর সব সময় জোর দিই। আমরা যে বিভিন্নমুখী সংযোজনের কথা বলি তা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য, কারণ এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও একটি কাজের দিগ্‌নির্দেশ এক করে দেখানোর ধারণা আছে।

এল. নেগি বলেছেন, কোনো কোনো শব্দের যোগ্যতার বিষয়ে বিতর্কে প্রধান জিনিসটি আচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়—প্রক্রিয়াগুলি, সমাজের অগ্রগতির ওপর তাদের প্রভাব, আমাদের দেশ ও পার্টির জন্য অনুসৃত কাজ। 'সংযোজন' শব্দটির বর্জন এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে আমরা বর্জন করছি তাকে, এ যার প্রতিভূ—ব্যাপক কর্মসূচীতে সংজ্ঞায়িত ধারায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির পারস্পরিক সংযোজন প্রক্রিয়াকে।

ডবলিউ. কুনজ মন্তব্য করেন যে সংযোজনের শ্রেণীচরিত্রের প্রতি কমিউনিস্টদের আদর্শের মনোভাব শব্দের মধ্যেও প্রতিফলিত। যেমন,"পশ্চিম ইয়োরোপীয়" এবং "পূর্ব ইয়োরোপীয়", এই জাতীয় শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। বৈজ্ঞানিক ধারণা হল "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধনতান্ত্রিক" অর্থনৈতিক সংযোজন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণ ব্যাপক কর্মসূচীর দ্বারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। সি.এম.ই.এ-দেশগুলির আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এটি এক নতুন স্তরের সূত্রপাত

করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন উৎপাদন জোরদার করে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লবের দ্বারা অর্জিত বস্তুর প্রাপ্তির পথ প্রসারিত করে। ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির অর্থনৈতিক স্তরের অধিকতর মিলন ও সামীপ্যের প্রতীক এটি।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবণতাগুলি

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে অর্থনৈতিক সংযোজনের ফলে দৃশ্যমান রাজনৈতিক পরিবর্তন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটে।

ডবলিউ. কুনজ বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সংযুক্তি সমগ্র আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সি. এম. ই. এ সংযুক্তি অঞ্চল হল কার্যত উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি। সি. এম. ই. এ-দেশগুলি এক বৃহৎ ও গতিশীল শিল্পাঞ্চল। ১৯৫১-১৯৭৩-এ তাদের জাতীয় আয় বেড়েছে ৫·৭ গুণ এবং শিল্প-উৎপাদন ৮·৪ গুণ, যেখানে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয় আয় বেড়েছে ২·৮ গুণ এবং শিল্পোৎপাদন ৩·৪ গুণ। বিশ্ব-ভূখণ্ডের ১৮·৫ শতাংশ এবং বিশ্ব-জনসংখ্যার ৯·৫ শতাংশ নিয়ে গঠিত সি. এম. ই. এ দেশগুলি বিশ্ব-শিল্প-উৎপাদনের প্রায় ৩৩ শতাংশ উৎপন্ন করে (যেখানে ই.ই.সি-র ন-টি দেশ করে ১৬ শতাংশ)। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী একটি বিপুল শক্তি, যা শান্তি ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে আবশ্যিক আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান সহজতর করে।

কিউবার সি. এম. ই. এ-প্রতিনিধির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা **রবের্তো ভিলার** বলেন, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগে অংশগ্রহণ করে কিউবা যে সুবিধেগুলি পেয়েছে তা তর্কাতীত। অন্যতম ফল হল কিউবার রপ্তানির স্থায়ী বিক্রয় এবং মূল্য র আমাদের রপ্তানি আর ধনতান্ত্রিক বিশ্ববাজারের ওঠানামা। ওপর নির্ভরশীল নয়। কৃষি, পরিবহন, রাসায়নিক দ্রব্য, খনি, ভোগ্যশিল্প সহ অনেকগুলি বাস্তব সি, এম. ই. এ-কার্যভারের সঙ্গে কিউবা জড়িত।

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর রাজনৈতিক বিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান **ভ্লাডিমির ওয়াকার** বলেন, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির মূল নির্দেশ-রেখা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতায় একটি নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সারমর্ম আরোপ করে। এটি আন্তর্জাতিক ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের উপযুক্ত অবস্থা এনে দেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মিলন তাদের লক্ষ্যের সাদৃশ্য এবং সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী অভিন্ন বাস্তব আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একথা ঠিক যে লক্ষ্যের অভিন্নতার দ্বারা অর্থনৈতিক সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের বাস্তব প্রয়োগে সমস্যা ও অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করা যায় না, তার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ক্রমাগত উন্নতি এবং তীব্র রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রয়াস দরকার। মঙ্গোলিয়ান পীপল্‌স্ রেভোলিউশনারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যায়ক্রমিক সদস্য **সগটিন নামসারাই** বলেন, এটি বিশেষভাবে সহজসাধ্য হয়েছে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির রাজনৈতিক ও আদর্শগত ঐক্যের দ্বারা এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, যা সমাজতান্ত্রিক সংযোজন-প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সামাজিক ও শ্রেণীমুখিনতা সঞ্চারিত করে তাকে অধিকতর শক্তিশালী করার বাস্তব প্রয়োজন বিষয়ে তাদের উপলব্ধির দ্বারা।

স্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থনৈতিক বিভাগের সহকারী প্রধান **ল্যাডিস্লাভ জ্যানসি** বলেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযুক্তি একই দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক অসমতা, এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের উন্নয়নের স্তরের অসমতা অতিক্রম করতে সাহায্য করে। স্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতির অধিকতর যুদ্ধোত্তর গতিশীলতা একটি ভালো উদাহরণ। আমরা যদি সংযোজনকারী প্রক্রিয়াগুলির দিকে তাকাই, আমরা উৎপাদিকাশক্তিগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতান্ত্রিক ধরনের অর্থনীতির সুবিধাগুলি, সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মঙ্গলের জন্য তাদের ব্যবহার দেখতে পাব। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন স্পষ্টতই জরুরী, এবং তার ধনতান্ত্রিক প্রতিরূপের চেয়ে ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিত আছে।

ও. বোগোমোলভ জোর দিয়ে বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সংযোজন হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি। সি. এম. ই. এ-দেশগুলির অর্থনৈতিক সংযোজন যত বেশি ঘনিষ্ঠ হবে, সামাজিক সম্পর্ক ও সংস্কৃতিতে, এবং জীবনযাত্রার উচ্চতর মানের জন্য প্রেরণায় ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের জন্য অবস্থা হবে তত অনুকূল। এটি হল সমাজতান্ত্রিক সংযোজনের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যে এক নির্ভরযোগ্য উপাদান। দীর্ঘকাল ধরে প্রধান অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান-প্রাযুক্তিক সমস্যাবলীর যৌথ পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের যে উচ্চ মান রয়েছে তার প্রমাণ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যখন পণ্যদ্রব্য বিনিময় করে তারা অনেক কম প্ররোচিত হয় বাস্তব স্বার্থের দ্বারা, এবং অনেক বেশি হয় পারস্পরিক সাহায্য ও বন্ধুসুলভ ঐক্যের প্রেরণার দ্বারা। যখন তারা বৃহদায়তন যৌথ পরিকল্পনার দায়িত্ব নেয়, প্রাগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটায়, অথবা বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সহ-

যোগিতার অগ্রগতি ঘটায়, অর্থনৈতিক যুক্তিও সাধিত করে এক উচ্চতর উদ্দেশ্য: সম-চিন্তাসম্পন্ন জনগণের এক ভ্রাতৃপ্রতিম গোষ্ঠীতে ঐক্যসাধন।

সাম্য, স্বাধীন ইচ্ছা, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং অংশীদারদের অধিকারে আঘাত করতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা সীমিত করতে পারে এই সব উপায় বর্জন—এর ভিত্তিতে জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা কি ভাবে সমাধান হতে পারে সি. এম. ই. এ. তার এক উদাহরণ। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর ধরন কোনো দেশকে অন্য কোনো দেশের ওপর তার ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে দেয় না। আর স্বাধীন ইচ্ছা স্বার্থের সমন্বয় নিশ্চিত করে, কার্যকর যৌথ কর্মের পথ পরিষ্কার করে।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক সংযোজন এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্যে একটি যোগাযোগ আছে। কিন্তু সেখানে এটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাজ করে। ই. ই. সি-র অর্থনৈতিক ও মুদ্রাবিষয়ক ভিত্তির ওপর, সামরিক বিন্যাসের কথা ছেড়ে দিলেও, একটি রাজনৈতিক বিন্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে, কমিউনিস্টদের অনুপ্রাণিত করেছে, একটি রণকৌশল ও রণনীতির খসড়া প্রস্তুত করেছে সেই সব প্রবণতার বিরুদ্ধে, যেগুলি শ্রমজীবী জনগণ, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তিকে বিপদগ্রস্ত করে।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির একজিকিউটিভ সদস্য **মার্টিন জ্যাক** বলেন, উৎপাদিকা শক্তিগুলির ধনতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকীকরণ এবং রাজনৈতিক বিষয়ের আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্যে চুক্তি জটিল এবং দ্ব্যর্থবোধক। আন্তঃরাজ্য অর্থনৈতিক সংযোজন উদ্বুদ্ধ করেও উৎপাদিকা শক্তির আন্তর্জাতিকীকরণ স্বয়ংক্রিয়তাবে রাজনৈতিক ঐক্যের দিকে নিয়ে যায় না। অর্থনৈতিক সংযোজনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোজন পরিপূরণ ঘটানো অনেকগুলি উপাদানের মিলনের ওপর নির্ভর করে। ই. ই.সি-র মধ্যে কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতাগুলির ক্রমাগত সংঘর্ষ, নতুন আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ও পুরোনোগুলির বৃদ্ধি (যার কিছু কিছু ই. ই.সি. বিস্তারের ফল), সংযোজক নীতির জন্য পুঁজিবাদীরা যার ওপর নির্ভর করে সেই "সামাজিক গোষ্ঠীর" অস্থায়িত্ব ধনতান্ত্রিক সংযোজনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদী শ্রেণীর উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের প্রধান বাধা হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং তার নিজের রণকৌশল ও রণনীতি দিয়ে একচেটিয়া রণকৌশল প্রতিরোধের ক্ষমতা। ই. ই. সি-কে ধনতান্ত্রিক সংযোজনের চিরায়ত এবং বিশ্বজনীন ধরন হিসেবে চিত্রিত করা উচিত নয়। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্র এবং একচেটিয়া মৈত্রী এই উভয় স্তরেই এর অনেকগুলি অসম রূপ আছে।

বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আকাডেমী অফ সোশাল সায়েন্স অ্যাণ্ড সোশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের প্রোরেক্টর **তমভেভান তমানেভ** বলেন—সংযোজনের ফলে ধনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন পরিহার করা যায় নি। বরং অন্যদিকে ভারসাম্যহীনতার নতুন নতুন উপাদান এখন গতিশীল, যেমন বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক বিপ্লব, কেন্দ্রীকরণ ও একচেটিয়ার উচ্চতর মান, এবং রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া আইন। সংযোজন একই সঙ্গে অসম উন্নয়নের ফল এবং সিদ্ধান্তের পূর্বসূত্র। শুধুমাত্র সংযোজনকারী দলগুলির মধ্যেও নয়, সংযুক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটে। পুঁজিবাদী শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ নিশ্চিত করার কাজ প্রাধান্য পাবে কিনা, অথবা ধনতান্ত্রিক দুনিয়া পুনর্বিভাগ করার জন্য সংযোজন প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের পরিচারিকার কাজ করবে কিনা, তা নির্ভর করে শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির সাধারণ পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। ধনতান্ত্রিক সংযোজনের দুটি প্রধান কাজ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, কারণ সংযোজন হল আসলে পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা করার নতুন পথ খুঁজে বার করার জন্য একচেটিয়া পুঁজির প্রস্তাব।

ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর ও কর্মপরিষদের সদস্য **ইব নরলাণ্ড** বলেন যে, ধনতন্ত্রে "একমাত্র শক্তি ছাড়া আর কোনো ভিত্তি ও বিভাজনের অন্য কোনো আদর্শ সম্ভব নয়" (খণ্ড ২১, পৃঃ ৩৪১) বলে লেনিনের যে ধারণা, তা এখনও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। ধনতান্ত্রিক সংযোজন ঝাঁকে ঝাঁকে অতিজাতীয় নির্দেশ-প্রকাশক সংস্থা তৈরি করে। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্র এখনও উঠে যায় নি। অতএব নির্দেশগুলির ক্রমপুঞ্জিত ক্ষমতা নির্ভর করে "শক্তির অধিকারের" ওপর। পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন দেশগুলি চুক্তিভঙ্গ করে, অথবা করতে পারে, যদি সেগুলি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। কিন্তু যদি অপ্রতুল শক্তিসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলি নির্দেশ অমান্য করে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। ধনতান্ত্রিক সংযোজন ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অতিরিক্ত বোঝা, অনেকটা জাতিগতভাবে নিপীড়িত জনগণের সহ্য করা দ্বৈত শোষণের মতো। কমিউনিস্টরা এবং ডেনমার্কের জনগণ ই. ই. সি-র প্রভাবশালী শক্তিদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সংযোজন প্রসারের প্রয়াসে বিচলিত, যদিও ই. ই. সি-র ড্যানিশ প্রবক্তারা বলে থাকেন যে সংযোজন সম্পূর্ণভাবে একটি অর্থনৈতিক বিষয়।

গ্রামশ্চি ইনস্টিটিউটের **মারিয়া প্রাস্কা** বলেন, ধনতন্ত্রের

সাধারণ সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। পুরোনো বিরোধগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুনগুলির দ্বারা, যার উৎপত্তি হচ্ছে অভূতপূর্ব তীব্র মুদ্রাবিষয়ক ও শক্তি-সঙ্কট থেকে, পশ্চিম ইয়োরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে তীব্রতর আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী শত্রুতা থেকে, সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে বিশ্বশক্তির ভারসাম্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন থেকে। এই পরিস্থিতিতে ইতালীয় কমিউনিস্টরা ই. ই. সি-র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হওয়া রোধ করতে কাজ করছে।

ডি. দেবাতিস বলেন, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের সারমর্ম ও পরিপ্রেক্ষিত পরীক্ষা করতে গিয়ে আমাদের সমাজতন্ত্রের সাফল্য, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেণী-সংগ্রামও হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ আধুনিক সাম্রাজ্য-বাদের তিনটি শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অগ্রগতি ও কার্যধারার যুক্তির মধ্যেই এক সঙ্কট রয়েছে—যে সঙ্কট একচেটিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধানত বৈদেশিক বিস্তারের দ্বারা অস্পষ্ট করার চেষ্টা করছে।

এ. বিসডফ বলেন, আগে হলে যে সঙ্কট সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের দ্বারা সমাধান করার চেষ্টা করত, এখন তার থেকে বেরোবার জন্য নির্ভর করছে অর্থনৈতিক সংযোজনের ওপর। তাদের "শান্তিপূর্ণ মীমাংসার" রণ-কৌশলের মধ্যে রয়েছে অন্যান্য দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের অর্থনীতির অধীন করা, মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বকার্যে ব্যবহার করা, লাভ রপ্তানি করা, কাঁচামালের উৎস রপ্তানি করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিটির সদস্য **জন পিটম্যান** বলেন, ধনতান্ত্রিক সংযোজনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল শুধু ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপেই অনুভূত হয় না, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও হয়। প্রথমত, সাধারণ বাজার দেশগুলি চেষ্টা করছে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে তাদেব নিজেদের কক্ষপথে টেনে নিতে, তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠিত করতে, এবং ই. ই. সি-দেশগুলির একচেটিয়াদের পক্ষে তাদের শোষণ সহজতর করতে (একে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "যৌথ নয়া-উপনিবেশবাদ" বলে)। দ্বিতীয়ত, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোটে সংযুক্ত করা। শেষত, সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধ সংযুক্ত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উল্লেখ-যোগ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মানের সংযোজক সূত্র রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিছু কিছু লাতিন আমেরিকান দেশের, বিশেষ করে পুয়ের্তোরিকোর, অর্থনৈতিক কাঠামোয়ও পরিবর্তন ঘটিয়েছে মার্কিন একচেটিয়াদের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করে।

সেনেগালের আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য **আমাথ ডানসোকো** বলেন, অগ্রগতি এমন পর্যায়ে এসেছে যেখানে আমরা শুধুমাত্র সাধারণ বাজারের আফ্রিকান দেশগুলিকে নিজের কার্যকলাপ ও প্রভাবের কক্ষপথে টেনে নিয়ে আসার চেয়ে অনেক বেশি বলতে পারি। তাদের ই. ই. সি-র সহযোগী সদস্যপদ থেকে উৎসারিত সমস্যাগুলি বড় বেশি সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের তথাকথিত অনুন্নতির মৌলিক চরিত্রের কিছুই বদলায় নি। অন্যদিকে সহযোগী রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি এখনও পর্যন্ত প্রধানত কৃষিভিত্তিক, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধু একটি বা দুটি রপ্তানী শস্যের ওপর নির্ভরশীল। তার "অভিকর্ষ কেন্দ্র" বিদেশে। নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বুঝতে শুরু করেছে যে অসম সাম্রাজ্যবাদী-আরোপিত আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ বর্জন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রসারমান ও সংহত সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত। তাদের স্বাধীনতা নিরাপদ করার জন্য এবং সত্যিকার স্বাধীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন।

পি. নারগুই বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান-প্রাযুক্তিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা হল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য, জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামকে শোষক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উপজাত করা, এর পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সহযোগিতার বিষয়বস্তু তার প্রবণতা, রূপ ও পদ্ধতি-গুলি গঠিত হয় বিশ্বসমাজতন্ত্র এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ ও লক্ষ্যের অভিন্নতার দ্বারা।

সি. এম. ই. এ-দেশগুলি এবং তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রসারমান সহযোগিতা সত্যিকার স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির পথ প্রস্তুত করে। সি. এম. ই. এ-দেশগুলির অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সাহায্য পরিকল্পিত হয়েছে প্রথম এবং প্রধানত জাতীয় শিল্পে একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন ও তাকে শক্তিশালী করার জন্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের অর্থনীতি আধুনিক ও বিভিন্নরূপী করার কাজে সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের নয়া-উপনিবেশবাদী শৃঙ্খল-মুক্ত হতে সহায়তা করে। এ কাজ উৎসাহিত হচ্ছে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ-গুলিকে অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সাহায্যকে টাকা যোগানোর জন্য সি. এম. ই. এ-র আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক-গঠিত বিশেষ তহবিলের দ্বারা (নির্ধারিত সময়ে এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০০ মিলিয়ন হস্তান্তরযোগ্য রুবল)। সি. এম. ই. এ-

দেশগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতি উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বহুমুখী সহযোগিতার নতুন সুযোগ দেয়, তাদের জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

মতাদর্শগত মোড় পরিবর্তন

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা একচেটিয়া আর্থনীতিক জোটের শ্রেণীগত মর্মবস্তুকে ঢেকে রাখছে বলেন ওয়াই পলোয়িজ। ই. ই. সি. জোটের গোড়ার দিকে তত্ত্বগত জোরটা ছিল আর্থনীতিক উপাদানগুলির উপর। বাস্তবিকই, শ্রেণীদ্বন্দ্ব দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তত্ত্বহীনতার যুগ ঘোষণা করা হয়। ষাটের দশকের শেষদিকে জোটের গোড়াপত্তনের কাজ শেষ হলে পর জোরটা চলে যায় আদর্শগত এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলির দিকে। জোটভুক্ত অঞ্চলগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-নীতিক সম্প্রসারণনীতির ফলে এটা আরও বেড়ে যায়। এর মতাদর্শগত আবরণ হল দাম্ভিকতাপূর্ণ "আমেরিকান চ্যালেঞ্জ"। এবং সেখানেই রয়েছে যথোপযুক্ত নতুন ধ্যানধারণাগুলি। যেমন: যুক্তিসর্বস্বতা এবং সংহতিকে আরও বেশি সর্বময়তার চরিত্র অর্পণ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা। সে কারণেই আন্তর্জাতিক একচেটিয়াপতিদের উৎসাহে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খাটো করে রাজনৈতিক সংহতি প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্য নানান ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

জি. ডি. আর. ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স-এর ডেপুটি ডাইরেকটর লুজ মেয়ার বলেন, একেবারে শুরু থেকেই একচেটিয়াপতিরা পশ্চিম ইয়োরোপকে আদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সামরিক-রাজনৈতিক জোটে পরিণত করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিকে আদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার উপায় হিসেবে পুঁজিবাদী-সংহতির কথা চিন্তা করেছিল। ইয়োরোপীয় যে কোনো ধারণা থেকে সমাজতন্ত্রকে আলাদা করে রাখার জন্য বুর্জোয়ারা ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-গুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। এখন এটা পরিষ্কার যে এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি এবং কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ইয়ো-রোপ এবং ইয়োরোপব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিজেদের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা উপস্থিত করতে পেরেছে। যাইহোক "আটলান্টিকবাদ" এবং "ইয়োরোপবাদ"-এর পুরানো ধারণাগুলিকে নতুন করে কাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা এখনও চলছে।

পুঁজিবাদী সংহতিকে একটি আদর্শগত আবরণ দেওয়ার জন্যে একচেটিয়াপতিরা যে-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার উল্লেখ করে এম. ম্যাক্সিমোভা মন্তব্য করেন যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে নি, তারা কেবলমাত্র পুরানোর জায়গায় নতুন উপকথার আশ্রয় নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সাধারণ বাজারের মধ্যে "সামাজিক মৈত্রী" যা নাকি একটি বড় আকারের দীর্ঘমেয়াদী আদর্শগত পরিকল্পনা এবং দৃশ্যত যার উদ্দেশ্য "জীবনমানের" উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন তা আসলে পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীকে সম্পূর্ণ রূপে একীভূত করে দেয়।

"ইয়োরোপবাদ"-এর আদর্শে স্পষ্টতই একটা পরিবর্তন এসেছে —"আটলান্টিকবাদ" থেকে এটাকে পৃথক করে দেবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাবিশিষ্ট রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক এবং বাণিজ্যিক যোগা-যোগের ফলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এ কথা বলতে শুরু করেছে যে আমরা "বিশ্বসংহতির" দিকে এগিয়ে চলেছি। পশ্চিম ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ, সমাজতান্ত্রিক অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্র এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপরাপর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের চরিত্র ইত্যাদি জিনিসগুলি আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কেবলমাত্র একটি বাস্তবোচিত এবং সযত্ননির্মিত বিকল্প স্থির করে তবেই এই ধারণা-গুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়।

ফ্রিজ রিশ বলেন—এফ. আর. জি-তে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী-মানুষকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংহত করার কাজে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাটরা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বিশেষভাবে সক্রিয় আছে। তারা শ্রমিকশ্রেণীকে একটা সংহত একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। পুঁজিবাদের সমস্ত প্রকার প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে একটি স্বাধীন শ্রেণীনীতি গ্রহণ করতে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলিকে আহ্বান জানাই।

আর একজন বক্তা, দানিয়েল দোবাতিসে বলেন যে সংশোধনবাদী তত্ত্বগুলি এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাটরা পুঁজিবাদী সংহতির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করছে। বাস্তবিকপক্ষে সাম্প্রতিককালে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীরা তত্ত্বে ও প্রয়োগে সংশোধনবাদকেই গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া একী-করণ কাঠামোর অংশ হিসেবে শ্রম-পুঁজি মিলনের কথা বলে থাকে, যা নাকি শোষক ও শোষিতের মধ্যে এক ধরনের মৈত্রী। যাহোক, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতি এবং তাদের রাজ-নৈতিক চেতনার ক্রমবৃদ্ধি সংশোধনবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সঙ্কুচিত করার দিকে নিয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে

এইসব ধ্যান-ধারণার বহু সমর্থকের মনে যে-সব প্রশ্ন নাড়া দিচ্ছে, তার উত্তর খুঁজে বের করার জন্য তারা কমিউনিস্টদের কাছেই আসছে।

মার্টিন জ্যাক্স বললেন, "ইয়োরোপবাদ" সম্পর্কে ব্রিটিশ লেবার পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্নতর। এই ব্যাপারে লেবার পার্টির সকলে একমত নয়—ব্রিটেন সাধারণ বাজারের সদস্য থাক—ঐ দলের অধিকাংশ সদস্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এই মতের বিরোধী।

জ্যাক্স ন্যাগেলস বলেন—বেলজিয়ামে সমাজতন্ত্রী ও সোশ্যাল-ক্রিশ্চান দলগুলিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। শুরুতে উভয়েই ছিল ইয়োরোপীয় সংহতির উৎসাহী সমর্থক কিন্তু আজ এই সংহতির কতকগুলি দিক সম্পর্কে বিশেষত বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে. সমাজতন্ত্রী ও সোশ্যাল ক্রিশ্চানদের বেশ বড় একটা অংশ এইসব কোম্পানিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করছে। আরও বড় কথা হল এই যে দুটি প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র তাদের কাজকর্মকে সমন্বিত করছে। সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে এই ধারণা ক্রমশ বাড়ছে যে সাধারণ বাজার মূলত একচেটিয়া-পতিদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। বস্তুত সাধারণ বাজারভুক্ত সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণের জন্য দাবিও উঠছে যদিও এপর্যন্ত এসব দাবি সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের দাবি সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবরকমের সংস্কারবাদী মোহের বিরুদ্ধে লড়াই করি এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বোঝাই যে কেবলমাত্র রেশানালাইজেশনই বেলজিয়ান অর্থনীতির উপর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির থাবাকে খর্ব করতে পারে।

কলম্বিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প কার্যকরী সদস্য টিওডোসিও ভ্যারেলা বলেন—অন্যান্য জায়গার মতো লাতিন আমেরিকাতেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা পশ্চাৎপদতা এবং পর-নির্ভরতার প্রতিষেধক হিসেবে পুঁজিবাদী সমন্বয়-এর কথা বলতে শুরু করেছেন। এবং তাঁরা এও বলছেন যে এর ফলে এখন আর জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। সংহতি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কাজকর্ম করে যাচ্ছে এমন সব সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ও আপসমুখিন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠতর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বহুলাংশে সংহতির সামাজিক চেহারা তার পরিণাম এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে কমিউনিস্টদের আদর্শগত কাজকর্মের উপর নির্ভর করে।

একটি একচেটিয়া-বিরোধী বিকল্পের জন্য

একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যকে ধ্বংস করার জন্য মৌলিক বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানো হলে তবেই সাধারণভাবে পুঁজিবাদের স্ববিরোধগুলির মতোই পুঁজিবাদী সংহতিরও স্ববিরোধগুলির মীমাংসা করা যেতে পারে বলে একটা মতৈক্য ছিল। এটাই হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একটা মৌলিক কমিউনিস্ট অবস্থান। পুঁজিবাদী সংহতির নেতিবাচক পরিণতিগুলির বিরুদ্ধে এবং তার রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া রূপ ও প্রবণতার বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের জন্যও কমিউনিস্টরা সচেষ্ট। অবস্থাটা দেশে দেশে ভিন্ন প্রকৃতির এবং কমিউনিস্টদের অবস্থানের উপরেও এর একটা প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু এইসব মতান্তর সত্ত্বেও পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের ব্রুসেলস সম্মেলনে বেশ জোর দিয়েই একথাটা বলেছিল যে "একচেটিয়া আর্থনীতিক সংহতির বিরুদ্ধে একটি যৌথ সমাধান সম্ভব এবং প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিম ইয়োরোপীয় জনসাধারণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পার্টিগুলিকে যুক্তভাবে কাজকর্ম করতে হবে—এমন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যার লক্ষ্য প্রকৃত ইয়োরোপীয় সহযোগিতা এবং যা প্রতিটি দেশের স্বার্থ এবং সকলের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"

ইব নরলাণ্ড বলেন—একচেটিয়াপতিরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সামাজিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যেসব কৌশল গ্রহণ করছে তার বিরোধিতার মধ্য দিয়েই আমাদের সাধারণ জবাব শুরু হওয়া উচিত। একটা সাধারণ বিকল্প খাড়া করার মাধ্যমেই সংহতি নীতির জবাব দেওয়া উচিত এবং এই সাধারণ বিকল্পের ভিত্তি হওয়া উচিত এই ধারণা যে ইয়োরোপ হল সমান, সহযোগী অংশীদারদের একটি গোষ্ঠী যা বিশ্বব্যাপী শান্তি ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। সাম্রাজ্যবাদী সংহতি এবং তার জাতীয় সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত সর্ব-ইয়োরোপীয় সহযোগিতার বিষয়টি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্যের বিস্তার পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে যে অসাম্য আছে তার বিরুদ্ধে কাজ করবে। যদি সর্ব-ইয়োরোপীয় ভিত্তিতে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার বিস্তার ঘটে তাহলে সেটা সাম্রাজ্যবাদী সংহতি থেকে উদ্ভূত আলাদা আলাদা গোষ্ঠীগুলোর একটা সার্থক বিকল্প হতে পারে।

একই সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বেশি কৌশলী হতে হবে এবং বিভিন্ন দেশে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে। ই. ই. সি-র অন্যান্য নতুন সদস্যদের মতোই ডেনমার্কেও এই একচেটিয়া গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। এবং বিরোধিতাটা কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকেই আসছে না, আসছে জনতার অন্যান্য অংশ থেকেও। এই বিরোধিতাকে ভিত্তি করে একটি ব্যাপক

একচেটিয়া বিরোধী মৈত্রী গড়ে তোলার অনুকূল সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে।

আমরা সঙ্গতভাবেই একথা বলতে পারি যে নতুন ই. ই. সি-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদী সংহতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। ইয়োরোপে পুঁজিবাদের সঙ্কটের গভীরতা এবং ডেনমার্ক-ব্রিটেন-আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে বাজার-বিরোধী মনোভাবের শক্তি বিচার করলে একথা বোধহয় আমরা বলতে পারি না যে এইসব দেশের ই. ই. সি. থেকে বেরিয়ে আসাটা অবাস্তব। যেসব দেশে বেশ কিছুদিন ধরেই পুঁজিবাদী সংহতি চলে আসছে সেইসব দেশে সংগ্রাম এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে কিনা যে অবস্থায় সংহতি-প্রক্রিয়া এবং সংহত প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে—সেটাও ভাবা দরকার। আমরা বিশ্বাস করি না যে বর্তমান অবস্থায় ই. ই. সি-র উপরিকাঠামো কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।

এইগুলিই হল আমাদের পার্টির কাজ। আরও সংহতির জন্য যে কোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত কর; সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ই. ই. সি-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত কর; ডেনমার্ককে ই. ই. সি. থেকে বের করে আনার যে কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহার কর; একচেটিয়া সংহতি এবং তার পরিণতির বিরুদ্ধে ই. ই. সি-ভুক্ত ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির যুক্ত আন্দোলন সৃষ্টির সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন কর; ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পক্ষে এবং সমস্ত ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার জন্য কাজ কর।

মার্টিন জ্যাকুয়েজ বলেন—ব্রিটেন এইরকম একটা দেশ যেখানে সাধারণ বাজার-বিরোধী সংগ্রাম কোনোক্রমেই শেষ হয়ে যায় নি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামাজিক শক্তি এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ বাজারের সদস্য হওয়ার বিরোধী। এবং এই বিরোধিতা নানারকম গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক কাঠামো খুবই অসম। বেশ কিছু সংখ্যক প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আছে কিছু অদক্ষ শিল্পশাখা। এটা ঘটনাচক্রে ব্রিটেনের একটানা বাণিজ্য-ঘাটতির কারণ এবং ই. ই. সির সদস্য হওয়ায় এই ঘাটতি আরও বেড়েছে। আর একটা কথা হল এই যে বুর্জোয়াজি দেখছে যে ই. ই. সি-র পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন যোগাড় করাটা খুবই কষ্টকর, কারণ ই. ই. সি-র সদস্য হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণী তার বহু কষ্টার্জিত পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। (যেমন খাদ্যের দামে ইত্যাদি)

ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ বাজারের সদস্য হওয়ার বিলটির বিরোধিতা করছে। সে কারণেই ই. ই. সি-র বিরুদ্ধবাদীরা এতটা শক্তিশালী। এবং বর্তমান শ্রমিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এর প্রতিফলন ঘটছে যা নাকি প্রবল বাজার-বিরোধী চাপেরই ফল। অতএব সংহতি-প্রক্রিয়াটাকে উল্টিয়ে দেবার এবং ব্রিটেনের ই. ই. সি. থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা হবে শ্রমিকশ্রেণীর একটা বড় জয় এবং ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পরাজয়।

ফ্রিজ রিশ বলেন-একচেটিয়া বিরোধী বিকল্পের রূপরেখা নির্ণয়ের সময় আমাদের আধুনিক পুঁজিবাদের নিয়ম অর্থাৎ অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ-এর কথা মাথায় রাখতে হবে যেটা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করে। সংহতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গেলে যেটা এখানে আলোচিত হচ্ছে—আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমার দেশ এফ. আর. জি. ১৬ বছর যাবৎ সাধারণ বাজারের সদস্য। এদেশের অর্থনীতি ই. ই. সি-র সঙ্গে এমন শক্ত করে বাঁধা যে আমাদের পক্ষে ই. ই. সি. থেকে বেরিয়ে আসার দাবি করাটা হবে অবাস্তব—যেটা আমাদের ড্যানিশ ও ব্রিটিশ বন্ধুরা করছেন যদিও এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই মনোনিবেশ করছি যেটাকে আমরা প্রত্যেক দেশে এবং সামগ্রিকভাবে ই. ই. সি-তে শ্রেণী-সংগ্রামের আন্তর্জাতিকীকরণের একটা প্রকরণ বলে মনে করি।

এবং এই প্রসঙ্গে আমরা বিদেশী শ্রমিকদের অধিকারগুলোকে তুলে ধরার ব্যাপারে প্রয়াস চালিয়ে যাব। বহু ক্ষেত্রে আমরা ফরাসী, ইতালিয়ান এবং বেলজিয়ান কমিউনিস্টদের সমর্থন পাব। এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক পরিচালিত বেশ কয়েকটি কারখানায় আমাদের বিভিন্ন পার্টির দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতাও সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন পশ্চিম জার্মান বৃহৎ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান হোয়েচট একটা বড় ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হল তখন ফ্রাঙ্কফুর্টে এসেছিলেন হোয়েচট কারখানাগুলিতে একটি সুনির্দিষ্ট যৌথ-কর্মসূচী গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা।

আমাদের পার্টি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করছে এবং এখানেও আমরা সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর সহযোগিতার উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু গোটা ইয়োরোপে ঘনিষ্ঠতর ট্রেড ইউনিয়ন সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপারে এখনও অনেক কিছুই করার বাকি আছে। এরকম একটা ব্যবস্থা হবে একচেটিয়া সংহতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর জবাব।

আমাদের পার্টি ই. ই. সি-কে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে মার্কিন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রণকৌশল হল প্রথমত, ই. ই. সি-র অভ্যন্তরে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের এবং সাধারণ-

ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব কমিয়ে আনা এবং আমার বিশ্বাস, এটা যদি করা যায় তাহলে সেটা সর্ব-ইয়োরোপীয় একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলন গঠনে এবং বাস্তবে দাঁতাত কার্যকর করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ড্যানিয়েল গোবাতিসে বলেন—ই. ই. সি-র একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফরাসী কমিউনিস্টরা জাতীয় এবং বিশ্ব-স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার উপর জোর দিচ্ছেন। বিশেষ-ভাবে আমরা ইয়োরোপে মুক্ত এবং সুসংহত আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের এ ঘটনাটাকে খেয়াল রাখতে হবে যে ই. ই. সি-র সংহতি সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কমবেশি নিশ্চয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছে। অতএব সবসময় একচেটিয়া-পতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং একচেটিয়া সংহতির অধিকতর ক্ষতিকারক পরিণতিগুলির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজন খুব বেশি। কিন্তু এই একচেটিয়া সংহতির মূল বিষয়-বস্তুটিকেই পরিবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে যদি কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে হয় তাহলে ই. ই. সি. প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রীকরণ না করে কোনো উপায় নেই এবং এই আন্দোলনকে কখনই ই. ই. সি. কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে না।

একচেটিয়া সংহতির অধিকতর ক্ষতিকারক পরিণতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফরাসী কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশ-গুলির সঙ্গে নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগিয়ে যান। লক্ষ্য হল বর্তমান সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পেয়ে একটি নতুন ধাঁচের আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। প্রতিটি দেশে অর্থনীতির প্রধান শাখাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে, বড় বড় পুঁজি-পতিদের সরকার থেকে হঠিয়ে দিয়ে এবং জনসাধারণের প্রয়োজনমতো উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সংগ্রাম থেকে এই সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বামপন্থী দলগুলির যুক্ত সরকারি কর্মসূচীর কাছ থেকে সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয় যা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ভিত্তি স্থাপন করবে।

ম্যারিয়া প্র্যাস্কা বলেন—ইতালিতে ই. ই. সি. অর্থনৈতিক সংহতির একচেটিয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে শ্রমিক এবং প্রগতিশীলদের মধ্যে সচেতনতা ক্রমাগত বাড়ছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা যায়, আমাদের দেশগুলির আর্থনীতিক সম্ভাবনা এবং স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায় এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। বহুজাতিক একচেটিয়াপতিরা, পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার নৈরাজ্য থেকে উদ্ভূত আর্থনীতিক সঙ্কটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধান কর্তব্য কর্মগুলির মধ্যে একটি হল সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা থেকে পুঁজিবাদকে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে সঙ্কুচিত ও বিনষ্ট করে নিজেদের অবস্থানকে উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বড় বড় গোষ্ঠীগুলোকে বিরত করা। বর্তমান সঙ্কট যেসব সমস্যার জন্ম দিয়েছে তার সমাধানের প্রশ্নটি বিশ্ব-অর্থনীতির গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। শেষত, যদি ই. ই. সি. সংহতিকে শান্তি এবং বোঝাপড়ার একটা উপাদান হতে হয় এবং কেউ কেউ মনে করেন এটাই এই সংহতির উদ্দেশ্য—তাহলে এটার সোভিয়েত বিরোধী বা আমেরিকা-বিরোধী কোনোটাই হবার দরকার নেই, হতে হবে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার একটি হাতিয়ার। বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবস্থাটা আজ এমন যে কেবলমাত্র শান্তি ও নিরাপত্তার নীতিই এর সুষম উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

ওয়াই. পলোয়িজ বলেন—একটি গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে আমার ইতালীয় সহকর্মীরা যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। আমার মতে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইয়োরোপের অবস্থান সম্পর্কিত যে কোনো সংজ্ঞাতেই প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহের সমর্থনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একচেটিয়া সংহতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্য পূরণের আগে বহু কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে কয়েকটি পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টি যে-গণতান্ত্রিক বিকল্পের কথা বলেছে তার জন্য দরকার সংহতি সংস্থাগুলোর উপর ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলির অধিকতর প্রভাব।

ই. ই. সি. কর্মসমিতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় সংসদ-এর ভূমিকা যদি আরও বাড়ানো হয় এবং এর কর্মপরিধি যদি আরও বিস্তৃত করা হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের গ্রহণ করে যদি একে গণতান্ত্রিকভাবে পুনর্গঠিত করা হয় তাহলে সেটা সমস্ত একচেটিয়া-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু ই. ই. সি-র বর্তমান শক্তির ভারসাম্য বিচার করলে এই লক্ষ্যকে কতটা বাস্তব বলে মনে হয়? যদি আমরা মনে করি এবং অল্পদিনের জন্যে এটা খুবই সম্ভব যে ই. ই. সি-র নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রাধান্য লাভ করতে পারল, না সেক্ষেত্রে ই. ই. সি-ভুক্ত দেশগুলির সার্বভৌম ক্রিয়াকাণ্ডের বিনিময়ে যদি অতিজাতীয় সংস্থাগুলিকে

শক্তিশালী করা হয় তাহলে তার মানে দাঁড়ায়—সব থেকে খারাপ ভিত্তিতে—একচেটিয়া ভিত্তিতে সংহতিকে আরও প্রসারিত করা।

গণতান্ত্রিক বিকল্পটির আর একটি দিক হল—ই. ই. সি-র একচেটিয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে ই. ই. সি-ভুক্ত দেশগুলির বামপন্থী শক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের আরও বেশি যুক্ত কার্যক্রম এবং যুক্ত আন্দোলন। সামাজিক গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা এই মৈত্রীতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে বাধ্য। সামাজিক গণতন্ত্রীরা প্রায়ই ই.ই. সি-র নেতিবাচক দিকগুলির বিরুদ্ধে বিশেষত বহিরাগতদের সঙ্গে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমালোচনামুখর, কিন্তু সাধারণভাবে তারা পুঁজিবাদী সংহতি সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন, ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা ফ্রাঙ্কো মিত্তারোঁ। তিনি বলেছিলেন সমাজতন্ত্র গঠনের আগে আমাদের ইয়োরোপ গঠন করতে হবে।[১]

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সংহতির অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল—এই ধারণা কমিউনিস্টদের পক্ষে এমন কি সামাজিক গণতন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও একটা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। অতএব আমার মনে হয় একচেটিয়া সংহতি এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টদের অবস্থান সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যাতে আচ্ছন্ন না হয় সেটাকে সুনিশ্চিত করা দরকার।

জন পিটম্যান বলেন—আর্থনীতিক সংহতির মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ই. ই. সি-ভুক্ত দেশসমূহ পশ্চিম গোলার্ধ এবং বিশ্বের অপরাপর অংশের শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের অগ্রগামী বাহিনীগুলির যুক্ত আন্দোলন দাবি করে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে পশ্চিম গোলার্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং সমর্থন সংগ্রহ করতে পারছে। সরকারিস্তরে বেশ কয়েকটি দেশে অধিকতর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মধ্যে এবং সম্পদ ও শক্তি সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনার মধ্যে যেমন আন্দিজ চুক্তিতে যেটা সাম্রাজ্যবাদনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় আমেরিকান সাধারণ বাজার এবং লাতিন আমেরিকান ফ্রী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন-এর বিপরীতমুখিন এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সাম্প্রতিক যুক্ত আন্দোলনে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

শ্রমিকশ্রেণীও আন্দোলন শুরু করেছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সংহতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা থেকে পশ্চিম গোলার্ধের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি যে-সব চুক্তি করেছে এখানে তার উল্লেখ করা দরকার। ১৯৭৩-এর ১০-১৫ এপ্রিল চিলির সান্তিয়াগোতে যে-বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ন সম্মেলন হয়ে গেল সেখানেও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামগুলিকে সমন্বিত করার প্রশ্নটিই ছিল কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এগুলি এবং সর্বহারা সংহতির অন্যান্য কয়েকটি বহিঃপ্রকাশ একথাই প্রমাণ করে যে আমরা পশ্চিম গোলার্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতার একটা নতুন স্তরের, মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

এ ব্যাপারে একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একচেটিয়া-বিরোধী বিকল্পকে কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে বিশ্ব-অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার পথে একটি স্তর বলে মনে করে। তাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী এমন এক বিশ্ব-অর্থনীতির কথা চিন্তা করে যে অর্থনীতি শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয় একটিমাত্র পরিকল্পনার দ্বারা যা হল বিশ্বের সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি। এবং সেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও আছে : পুঁজিবাদী সংহতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার বিরোধিতা করার জন্য কমিউনিস্টদের একটা অত্যন্ত বাস্তব জিনিস আছে এবং তা হল বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা। এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংহতি বহু কঠিন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করেছে যা পুঁজিবাদী সংহতি পারে নি এবং এইভাবে শ্রমজীবী জনতার মঙ্গলের জন্যে উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের একটা দৃঢ় ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ক্রমবর্ধনশীলভাবে বিশ্ব-আর্থনীতিক সম্পর্কসমূহকে প্রভাবিত করছে এবং পৃথকীকরণ, অসাম্য ও সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদ এবং অন্যান্য পরিণতিগুলির প্রভাব এড়িয়ে যেতে সাহায্য করছে।

সংহতি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা

দুটি সমাজব্যবস্থা একে অন্যের বিরোধী। ফলত সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংহতির বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা চলে, কিন্তু ঐ দুই সমাজব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলোর মধ্যে বিস্তৃততর অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নটিকে নিশ্চিতভাবে বাতিল করা চলে না। বস্তুত বিপরীত-পক্ষে এ-জাতীয় সহযোগিতা আজকে বিশ্ব-অর্থনীতির পক্ষে একটি বিষয়গত প্রয়োজন—আমাদের কালের পক্ষে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। এবং বক্তারা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে সমগ্র বৈপ্লবিক শক্তিগুলির স্বার্থে আন্তর্জাতিক আবহাওয়াটিকে অনুকূল ও উন্নত করার জন্য বিশ্ব-অর্থনীতির কৃত্রিম বিভাজনের সাম্রাজ্যবাদ-পরিচালিত প্রচেষ্টার অবসান ঘটা দরকার।

মার্গারিটা ম্যাক্লিমোভা বললেন—পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংহতির বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির বিশেষভাবে ই. ই. সি-র গণতান্ত্রিক

১ লে মঁদে, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭৩।

বিকল্পটি বিশ্ব-শান্তি এবং ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার জন্য বিরামহীন সক্রিয় সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। প্রতিক্রিয়াবাদীদের উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার রাজনৈতিক এবং সামরিক সংহতি সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির দৃঢ় ও অটল বিরুদ্ধাচারণ ঐ সংগ্রামেরই একটি জৈবিক অংশ। কারণ ঐ সমস্ত পরিকল্পনা চরিত্রগতভাবে সমঝওতার একেবারে বিপরীতে, সকলের জন্য সমান নিরাপত্তার ধারণাটির পরিপন্থী এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহের বিরোধী। ঐ সমস্ত পরিকল্পনা প্রতিক্রিয়ার পশ্চিম ইয়োরোপীয় শক্তিগুলোকে উৎসাহিত করে, পশ্চিম ইয়োরোপ তথা বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতার নতুন উদ্যমের জন্ম দেয়, সমরবাদকে উজ্জীবিত করে এবং এসবের ফলশ্রুতিতে ই. ই. সি-ভুক্ত প্রধান প্রধান দেশগুলিতে দক্ষিণ দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ম্যাক্সিমোভা আরো বললেন যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলশ্রুতিতে প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক জীবন তথা উৎপাদন কাঠামো এবং বৃদ্ধির হারটির উপর শক্তিশালী প্রভাব পড়ে। ঐ প্রভাবের ফলাফল যা ইতোমধ্যেই উপলব্ধ হচ্ছে—নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সংস্থাটির হিসাব অনুসারে বস্তুগত আয়তনের দিক থেকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৯০ সাল নাগাদ শতকরা ৩০০ থেকে ৩৩০ ভাগের মতো বৃদ্ধি পাবে এবং জি. এন. পি-র বৃদ্ধির হারটির চেয়েও শতকর ৫০ ভাগ বেশি হারে বেড়ে চলবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা শতকরা ৩০০ থেকে ৪০০ ভাগের মতো এবং আন্তর্জাতিক লাইসেন্স বিনিময়ে বৃদ্ধির হার শতকরা ১০০০ ভাগের কাছাকাছি পৌঁছবে। জাতীয় অর্থনীতির উপর বিদেশী যোগসূত্রগুলোর অভিঘাতটিও বৃদ্ধি পাবে—বৃদ্ধি পাবে এই কারণেও যে কার্যত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিকল্পনার নক্সা প্রস্তুত করা এবং নির্মাণ-কার্য, শিল্প এবং কৃষি, পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রয়াসের প্রতিটি দিকই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে।

স্বেতান জানেভ্ মন্তব্য করেন যে যদিও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে বিপরীত সামাজিক ব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্কগুলি লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত ও জটিল আকার ধারণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের সম্প্রসারণের দিকে বিষয়গত ঝোঁকটির অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে তথাপি সমস্ত দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথে সংহতি কোনো বাধা নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কিত কমন মার্কেটের প্রয়াস সত্ত্বেও সাধারণ পরিস্থিতিটি বর্তমানে ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে। রাজনৈতিক উত্তেজনার কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি আরো বিস্তৃত পরিসরে গৃহীত হওয়ার ফলে ইয়োরোপে তথা বিশেষভাবে সি. এম. ই. এ. এবং কমন মার্কেটের মধ্যে সহযোগিতার সমস্যাটিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এখন আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে ভবিষ্যতে গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে সংহতি এবং ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা সমান্তরালভাবে বিকশিত হবে। সমস্ত ইয়োরেপীয় দেশগুলির স্বার্থে পরস্পরের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য সম্পর্কাভিমুখী ঝোঁকটি অবিচলিতভাবে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে।

কুন্জ্ বললেন—ঠাণ্ডা লড়াই থেকে সমঝওতায় দিক-পরিবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির অর্জিত সাফল্যসমূহ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় বহুমুখী সহযোগিতার নানা সুযোগ উপস্থিত করেছে। বস্তুত এর ফলে সি. এম. ই. এ. দেশগুলির নিজেদের মধ্যে যে-সহযোগিতা তাতে কিছু কিছু অস্থায়ী পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—তাদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াচ্ছে, বিশেষত ক্যাপিটাল গুড্স্-এর ক্ষেত্রে ঐ বৃদ্ধির হারটি অন্যান্য সি. এম. ই. এ. সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ঐ একই বিষয়ে বাণিজ্যের হারের চেয়েও বেশি। এই ঝোঁকটি দীর্ঘায়িত হতে পারে যদিও এটা সুনিশ্চিত যে এর ফলে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সংহতিটি কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ণ হবে না। বরঞ্চ এর সম্পূর্ণ বিপরীতে পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সি. এম. ই. এ-দেশগুলির সহযোগিতার ভিত্তি হতে পারে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দৃঢ় ও সংহত রূপটি এবং তা হবেও। পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিস্তৃতিতে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বটি অন্তর্হিত হয় না বা এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে শ্রেণীসংগ্রাম বাতিল হয়ে যায় না।

ফেরেঙ্ক কোজ্মা বললেন—পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সি. এম. ই. এ. এবং ই. ই. সি-র মধ্যে বাণিজ্যের মাত্রাটি গতিশীল বিকাশ লাভ করা সত্ত্বেও এখনও অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। কমন মার্কেটে সি. এম. ই. এ-দেশগুলির রপ্তানি তাদের জাতীয় আয়ের শতকরা চার বা পাঁচ ভাগের সমান এবং কমন মার্কেটের দিক থেকে রপ্তানির অনুরূপ হিসাবটি হল শতকরা এক থেকে দুই ভাগের মধ্যে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিস্তৃততর অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জরুরী প্রয়োজন বিদ্যমান এবং প্রয়োজনটির বিদ্যমানতা আরো বেশি এই জন্য যে বিষয়টি সম্পর্কে উভয়েই আগ্রহী। কিন্তু তা করতে হলে এমন বহুতর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি রয়েছে যাকে অতিক্রম করতে হবে। একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে বাণিজ্য ও উৎপাদন সম্পর্কিত সহযোগিতার বর্তমান কাঠামোটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে কমন মার্কেটের প্রকাশ্য ঘোষণাটি যদি আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অতি অবশ্য বৈষম্যমূলক শুল্ক ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটাতে হবে, আমদানির ওপর আরোপিত বিধি নিষেধগুলো প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং এই ব্যাপারে সমতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ঘটনাটি এই যে ই.ই.সি-দেশগুলো—এবং এই একই দিক থেকে বাদবাকি পুঁজিবাদী দুনিয়াও অত্যন্ত বাস্তব যে সত্যটিকে অনুধাবন করতে চায় না তা হল পরিকল্পিত অর্থনীতির দেশগুলি বাজারভিত্তিক অর্থনীতির দেশগুলির চেয়েও অধিকতর প্রশস্ত ও সম্ভাবনাপূর্ণ বাজারের সুযোগ উপস্থাপিত করে, যদিও তার রূপটি অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। সি. এম. ই.-এর সার্বিক কর্মসূচীতে যে সত্যটিকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে তা হল—সমাজতান্ত্রিক সংহতি উন্নত পুঁজবাদী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার অধিকতর সুযোগ এনে দেয়। আমরা বিশ্বাস করি যে দুটো অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা দুইই বিদ্যমান।

মারিয়া প্রাস্কা বললেন—আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বন্ধনগুলির অগ্রগতিতে বৈদেশিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সি. এম. ই. এ-দেশগুলির ইতিবাচক ও সুস্থিতকরণ সম্পর্কিত ভূমিকাটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ঘটনাবলীর সঙ্কটজনক বিকাশ এবং পুঁজিবাদী বাণিজ্য-ব্যবস্থার বিশৃংখল অবস্থার পটভূমিতে একটি বিশিষ্ট ও আশাব্যঞ্জক ব্যতিক্রম। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অপরিমেয় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেটা করাই উচিত। পুঁজিবাদী সংহতির গণতন্ত্রীকরণের সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক সংহতির অর্জিত সাফল্যসমূহ, ইয়োরোপীয় সহযোগিতার উন্নতিসাধন—এই সমস্তই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত। আমরা, ইতালীয়, কমিউনিস্টরা এই আশা পোষণ করি যে সমাজতান্ত্রিক সংহতির সাফল্যগুলি আমাদের দেশে শ্রমিক স্বার্থে গণতান্ত্রিক ও একচেটিয়া-বিরোধী দৃষ্টিকোণ সম্বলিত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের উপর একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাইরের হস্তক্ষেপ বা চাপ ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে আমরা যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পথ এবং আঙ্গিক সম্পর্কে জনতার আকাঙ্ক্ষিত পথটিকে উপলব্ধি করতে পারি এবং যদি সমগ্র মানবজাতির সাধারণ লক্ষ্যসমূহ এবং তার ফলশ্রুতিগুলি আমরা হিসাবের মধ্যে গণ্য করতে পারি একমাত্র তখনই আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রেরণাশক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব—একথা বললেন রুমানিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী-পরিষদের উপদেষ্টা কস্টিন মার্গেস্ক। প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে সহযোগিতার পক্ষাবলম্বন শুধুমাত্র একটি অপরিহার্য পূর্বশর্তই নয়, নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনেও মানবজাতির কাছে এটিই একমাত্র বিকল্প। এখনো প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইয়োরোপের সামগ্রিক পরিসরে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রকল্পগুলি সেই সব বাস্তব প্রয়োজনগুলোকেই প্রতিফলিত করছে যেগুলোকে আমরা এখন আর কোনোমতেই তুচ্ছ বলে গণ্য করতে পারি না। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লব এমন সব নতুন সমস্যাবলীর উদ্ভব ঘটিয়েছে যাদের সমাধানের উপরে জাতিগুলির অগ্রগতি নির্ভরশীল। আঞ্চলিক, এমনকি উপমহাদেশীয় ভিত্তিতে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। কাঁচামালের সঙ্গতি, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশের ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যাদির ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণে কোনো দেশ যদি নিস্পৃহতা অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু এমন আরো কিছু কিছু সমস্যা আছে যা প্রত্যক্ষভাবে ঐ দেশটির জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

বারবু জাহারেস্কুর কথায়—পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষদ তার সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আন্তর্জাতিক সমঝওতা, নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে জোরদার সাহায্য দিয়ে চলেছে। এর প্রথম কারণটি হল: এই পর্ষদটি সাধারণ স্বার্থানুসারী এমন কতকগুলো রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত যাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি এবং সামাজিক দর্শনটি অভিন্ন হওয়ার ফলে এখানে শোষণ ও আত্মসমর্পণভিত্তিক তীব্র ও সমাধানের অতীত দ্বন্দ্ব অথবা সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, সি. এম. ই. এ-গোষ্ঠীর দরজাটি সকলের জন্য অবারিত। আর তৃতীয় কারণটি এই যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সদস্যদেশগুলির ব্যাপক সহযোগিতার ব্যাপারে সি. এম. ই. এ. কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। কমন মার্কেটের চিত্রটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব; সবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণের ভিত্তিভূমি; গভীর মতপার্থক্য এবং সুতীব্র দ্বন্দ্ব এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য; বিশ্বের বাকি অংশের বিরুদ্ধে এই সংস্থাটি আমদানি-রপ্তানি শুল্কের বিধি-নিষেধ জারি করেছে। ই. ই. সি-দেশগুলির অর্থনীতি বহুজাতিক একচেটিয়াদের উপর নির্ভরশীল। ঐ সমস্ত একচেটিয়াদের অধিকাংশই জাতীয় পুঁজি অপেক্ষা বৈদেশিক পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে যার সিংহভাগ উত্তর আমেরিকার। এই সমস্ত উপাদানগুলি ইয়োরোপীয় সহযোগিতায় ই. ই. সি-র সদর্থক প্রভাব বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অবশ্য এই প্রতিবন্ধকতার ফলে সহযোগিতাটি সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেমে যায় না কারণ, সি. এম. ই. এ-দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপকতর সহযোগিতার সপক্ষে আরো বহুতর উপাদান

বিদ্যমান। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটি জড়িত সেখানে আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রধান উদ্যোগ বা ভূমিকা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উপর নির্ভর করে না। প্রধান ভূমিকাটি নির্ভর করে একক রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সহযোগিতার উপর এবং এই ব্যাপারে ঐ রাষ্ট্রগুলো কোন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অনুমোদিত বা পক্ষাবলম্বী সে প্রশ্ন অর্থহীন।

ভ্লাদিমির ওয়াকার বললেন—পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে আচার-ব্যবহারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে সব সময় সংযোগ রক্ষা করে চলাটা আবশ্যিক। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে দুর্বল করে ফেলা এবং একে বিভক্ত করে ফেলার পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ রক্ষা করে চলাটাই বস্তুত একমাত্র অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি।

সমাজতান্ত্রিক সংহতির আন্তর্জাতিক ভূমিকার উল্লেখ করে লুৎজ্ মেয়ার এটা দেখালেন যে সি. এম. ই. এ-দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশ্ব-অর্থনীতিতে একচেটিয়া-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঝোঁকটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে-সমস্ত বিভিন্ন উপাদান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারাদির অভিঘাত থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের নতুন নির্দেশের প্রতি অনুকূল প্রবণতাটি উদ্ভূত হচ্ছে তা হল: বিশ্বসমাজতন্ত্রের একটি অধিকতর শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান, সমাজতান্ত্রিক সংহতির বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনের বিস্তৃতি, সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সুষম অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান সুযোগ, আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের অধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে অনুপ্রবেশ এবং সবশেষে উল্লিখিত হলেও যা কোনোক্রমে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই পশ্চিম ইয়োরোপীয় সংহতি ও তার রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া যান্ত্রিক গঠনটির সঙ্কট প্রভৃতি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের আয়তন ও বিন্যাস ই. ই. সি-দেশগুলিতে যেমন গুরুতর বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়েছে তেমনি আবার তা একচেটিয়া পুঁজির অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। সগ্‌তিন নামসারি-র মন্তব্যানুসারে ঐ সমস্ত একচেটিয়া প্রতিক্রিয়াবাদীদের তাত্ত্বিক মুখপাত্রেরা এমন কোনো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা ধারণাতেই আনতে পারে না যা একচেটিয়াদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সিদ্ধ করে না এবং সবলের কাছে দুর্বলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে না।

ওলেগ্ বোগোমলভ্ বললেন—সি.এম.ই.এ. এবং ই.ই.সি-র সম্পর্কটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক—এই উভয় দিক থেকেই জটিল। নিজস্ব বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ই. ই. সি. যদি যথার্থই স্থায়িত্ব আনয়নে ইচ্ছুক হয়ে থাকে তাহলে তাকে যে সুপরামর্শটি দেওয়া যেতে পারে তা হল—সি. এম. ই. এ-দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ এই দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি বিকাশমুখিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এরা দীর্ঘমেয়াদী বৃহদায়তনের চুক্তির পক্ষপাতী। এছাড়াও সি. এম. ই. এ-দেশগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় বিধি এবং প্রধান প্রধান সংহতিমূলক প্রকল্পগুলিতে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার বাড়তি সুযোগ রয়েছে, অবশ্য একমাত্র শর্তটি এই যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে পশ্চিমী দুনিয়াকে নতুন ধরন অনুসরণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে সি. এম. ই. এ. এবং ই. ই. সি-র আগ্রহের কারণগুলি ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এটা সত্য যে এই বিষয়ে পারস্পরিক সুবিধার ক্ষেত্রটি যথেষ্ট বিস্তৃত। এবং ঐ ক্ষেত্রটি অদূর ভবিষ্যতেই বিস্তৃততর হবে কারণ, অচিরেই ইয়োরোপকে সমগ্র উপমহাদেশের ব্যাপক পরিসরে বিধৃত প্রকল্পসমূহের মুখোমুখি হতে হবে। এর সার্থক রূপায়ণের জন্য সি. এম. ই. এ. এবং ই. ই. সি. দেশগুলির বিনিয়োগ-নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হবে—প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসার বৃহদায়তন আন্তর্জাতিক সংগঠনের। কিন্তু এই সমস্ত কিছুরই ফলশ্রুতি হিসাবে আরম্ভ হবে শান্তি, পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ এবং সহযোগিতার এক (নতুন) ইয়োরোপের নির্মাণ কার্য।

লাস্‌জ্‌লো নাগি তাঁর সমাপ্তিসূচক মন্তব্যে বলেন যে আলোচনাটি অত্যন্ত সার্থক হয়েছে এবং যদিও আলোচ্য প্রশ্নগুলির কোনো কোনো দিক সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা গেছে, তথাপি আলোচনার সমগ্র পরিসরে মতামতের সমধর্মীতাটিই প্রতিফলিত হয়েছে। এমনটি হওয়াই একমাত্র স্বাভাবিক কারণ, সংহতি প্রক্রিয়ার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণে প্রতিটি পার্টি এমন সব নিজস্ব পরিস্থিতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যে-পরিস্থিতিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের লড়াই করতে হয়েছে। এবং এর দ্বারা আলোচিত সমস্যাগুলির উপলব্ধিতে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি এবং একটি সাধারণ নীতি গ্রহণের ব্যাপারে এর অবদান যথেষ্ট। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে শ্রেণীসংগ্রাম এবং দুটি বিপরীত সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সংহতি যে-প্রধান উপাদানটি যুগিয়ে থাকে তা হল এই যে এর দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংহতির বস্তুগত ভিত্তি এবং ভাবগত প্রয়োজন দ্রুত রচিত ও সাধিত হয়। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইটি যতই ঘনিষ্ঠ সমন্বিত রূপ লাভ করতে থাকে জাতীয় বৈপ্লবিক উদ্যোগগুলির সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকে।

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ থেকে আমরা একচেটিয়াদের সংহতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা মূর্ত আঙ্গিক এবং ঐ সংহতির একটি

গণতান্ত্রিক বিকল্প পেয়েছি। কিন্তু এর একটা সমাজতান্ত্রিক বিকল্পও রয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গেই সি. এম. ই. এ-র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির সার্বিক কর্মসূচীটির উপলব্ধি এক অপরিমেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

* * *

সাধারণভাবে সকলে একমত হয়েছিলেন যে সংহতি প্রক্রিয়াগুলির—বিশেষভাবে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলির উপর তাদের অভিঘাত সম্পর্কে আরো আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। নিম্নলিখিত বিষয়সূচীর উপর এই জাতীয় গবেষণার ফলাফল ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে: পুঁজিবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ তথা সমাজতন্ত্র এবং তাবৎ বৈপ্লবিক ও শান্তির শক্তিসমূহের সংগ্রামে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার মতো অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্পর্কিত নিজেদের প্রয়াসে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠীটিকে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতিকে একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হিসাবে ঘন-পিনদ্ধ রূপদানের কার্যকরী পথ, উপায়, এবং আঙ্গিকসমূহ; প্রতিটি দেশের একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রগতিশীল শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যৌথ কার্যক্রম; সোশ্যাল-ডেমক্রাট ভাবাদর্শ ও তত্ত্বের এবং বিশেষভাবে পশ্চিম ইয়োরোপীয় সংহতি গুরুত্বের দিক থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্ববর্তী হবে এমন একটি বিতর্কের সমালোচনা; সংহতিবদ্ধ দেশগুলিতে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বাস্তবসম্মত সুযোগসমূহ। সম্পাদকমণ্ডলী পাঠকবর্গকে তাঁদের নিজ নিজ দেশের বিশিষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছে।

উন্নত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি

রিচার্ড কোসোলাপভ্ ডি. ফিল. (ইউ.এস.এস.আর.)

সমাজতন্ত্রের সারমর্ম, এর পরিপক্কতা বিচারের মানদণ্ড, এর স্তর এবং উন্নত সমাজতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু বৎসর ধরে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত প্রচুর ধারণাগত ও বস্তুগত উপাদানগুলিকে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে সংশ্লেষ করা প্রয়োজন যা অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমত, **সমাজতন্ত্রের মর্মবস্তুর একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।** যদিও একটি প্রাথমিক বিষয় বলে মনে হয়, তথাপি প্রায়শই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমবায়িক (গ্রুপ) ধাঁচকে এখনও কখনো কখনো সাধারণ-মালিকানা (রাষ্ট্র) ধাঁচের বিপরীতধর্মী বলে আখ্যাত করা হয়। কেউ কেউ আবার প্রথমোক্তটিকে পছন্দ করেন, যা প্রধান প্রবণতা ও পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্টতই বিরোধী। আর একটি উদাহরণ হল—"বহুত্ববাদী সমাজতন্ত্র" অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রথায় উৎপাদনের এক কৃত্রিম মিশ্রণ, যা মূলত কখনোই সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রসার ও বিজয় সুনিশ্চিত করবে না। বুর্জোয়া প্রচার এই দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্যকে ভিত্তি করে মুনাফা করতে সচেষ্ট। তারা দাবি করছে—সমাজতন্ত্রকে "সংজ্ঞায়িত করা যায় না", "কোনো পরিষ্কার সীমারেখা নেই" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিগণ, বিশেষত চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গুস্তাভ হুসাক কয়েকটি মৌলিক ধারণার ("সমাজতন্ত্রের" ধারণা সহ) এই "ক্ষয়ীকরণের" ক্ষতিকারক আদর্শগত ফলাফলের উল্লেখ করেছেন, যা মূল ধারণাগুলিকে নির্ভুলতা থেকে বিচ্যুত করে।

রাজনীতিগতভাবে সচেতন সর্বহারা ছাড়াও বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন তার চূড়ান্ত সমাজতন্ত্রমুখিনতা দিয়ে—কোটি কোটি অ-সর্বহারা থেকে উদ্ভূত এবং বিভিন্ন পদমর্যাদা ও মানসিকতার অধিকারী জনতাকে পরিবেষ্টিত করছে। এই পরিস্থিতিতে **সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে**—এর সঠিক ধারণা আরো দ্বিগুণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বিচারের সঠিক মানদণ্ড হল **মার্কস-এর শ্রমের সামাজিকীকরণ ও উৎপাদনের সূত্রাবলী** যা পুঁজিবাদী সমাজে গতিবেগ লাভ করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্ক তাকে ক্রমশ তার কবরের[১] দিকে নিয়ে যায়।

এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে দৃষ্টিভঙ্গিগত নীতির ক্ষেত্রে

উন্নত সমাজতন্ত্রের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলছে। ডব্লিউ. এম. আর-এর. ১৯৭৩ সালের ১, ৩, ৬, ৭, ১০ ও ১৯৭৪ সালের ১, ২,৪ সংখ্যা দেখুন।

১ মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল, ভলিউম ১, অধ্যায় ২৪ দেখুন।

লেনিন-এর বিশদ ব্যাখ্যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লেনিন বলেছেন—"মার্ক্স পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের অনিবার্যতার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সামগ্রিকভাবে এবং বিশেষত সমসাময়িক সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের সূত্রাবলী বিচার করে। শ্রমের সামাজিকীকরণ যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে সহস্র রূপে অগ্রসর হচ্ছে এবং যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহদায়তন উৎপাদন, পুঁজিবাদী বাণিজ্য সংঘ, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্টে এবং বিভিন্ন গতিমুখে ও শক্তিতে ফিনান্স পুঁজির দৈত্যাকার বৃদ্ধিতে প্রকাশিত। এসবই সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী **আবির্ভাবের** প্রধান বস্তুগত ভিত্তি রচনা করছে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ভলিউম ২১, পৃঃ ৭১)

সুতরাং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য (এবং মর্মবস্তু):—জমি, কারখানা এবং সাধারণভাবে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সমগ্র সমাজের নিকট হস্তান্তর এবং পুঁজিবাদী কায়দায় উৎপাদন সমাজের **সকল** সদস্যের স্বার্থে প্রণীত উৎপাদনের সাধারণ পরিকল্পনা দ্বারা স্থানান্তরীকরণ।[১]

এর অনুগামী শ্রম এবং উৎপাদনের প্রগতিশীল সামাজিকীকরণ যা তার উন্নততর রূপলাভের দিকে চালিত তা হল **কেন্দ্রীয়** সূত্র ও সমাজতন্ত্রের নিয়তি এবং শ্রমিক শ্রেণী তার প্রধান উপাদান ও বাহক। সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের নিকট এই হল অভিন্ন রণনীতিগত পথনির্দেশ।

সমাজতন্ত্রের পরিণতির বিচারের মাপকাঠি কখনো কখনো সামাজিক জীবনের প্রধান অংশ অর্থাৎ উৎপাদনক্ষেত্র, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমরা লক্ষ্য করি, কখনো-বা এই মানদণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যেমন—পরিণতির উপাদানগুলি যে-পরস্পরের পরিপূরক মাত্র নয় একে অপরের অধীনও বটে—এ সম্পর্কে অবমূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত বিচারে অর্থনীতির বুনিয়াদ রূপে একটি উচ্চ শ্রেণী-বিভাগকে তুলে ধরা প্রভৃতি।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ শুধুমাত্র জাতীয়করণ ও সমবায় গঠনের আইনে পর্যবসিত হওয়া উচিত নয়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের যৌথ সম্পত্তিতে পরিবর্তিত করা এবং নতুন অবস্থায় এগুলিকে কার্যরত করাই যথেষ্ট নয়; এগুলিকে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও কারিগরি ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে চালনা করতে হবে।

লেনিন জনপ্রিয় সরকার কর্তৃক পুঁজিবাদী ও সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি জাতীয়করণ ও বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সামাজিকীকরণের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তিনি ১৯১৮ সালে লিখেছেন—"গণনায় যা ছিল আজ আমরা তার থেকে বেশি জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্ত, দমন ও সংযত করেছি। সামাজিকীকরণের সঙ্গে সাধারণ বাজেয়াপ্তকরণের পার্থক্য হল—বাজেয়াপ্ত শুধুমাত্র "দৃঢ়তার" সাহায্যেই করা যেতে পারে। এর জন্য হিসাব-নিকাশ ও সঠিক বণ্টনব্যবস্থার ক্ষমতা না থাকলেও চলে, কিন্তু **দক্ষতা ব্যতীত সামাজিকীকরণ সম্ভব নয়।**" (ভলিউম ২৭, পৃষ্ঠা ৩৩৪)। লেনিন-এর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক ও সত্যিকারের পার্থক্য নির্ণয়ের যুক্তি (মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল থেকে উদ্ধৃত) প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট লক্ষণাবলী নিরূপণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এটাও আমরা লক্ষ্য করব।

রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় **সত্যিকারের** উৎপাদনের সামাজিকীকরণ ও "সমাজতন্ত্র প্রয়োগ" সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, এর সঙ্গে দুটি বিষয় জড়িত: (১) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের কঠোর ও সামগ্রিক হিসাব-নিকাশ এবং (২) শ্রমের উৎপাদনশীলতার এক সাধারণ সদা বর্ধমানতা।

প্রথম বিষয়টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল—অর্থনীতির সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হবে যাতে জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সাধ্যায়ত্ত তৃপ্তিলাভ ঘটে এবং দ্বিতীয় বিষয়টির অর্থ হল আধুনিক শিল্প, বিদ্যুৎ ও বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধা, দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী-বাহিনী এবং জনসাধারণের সম্পত্তির জন্য পর্যাপ্ত সাংগঠনিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। অন্য কোনোভাবে বিশেষত আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতান্ত্রিক সম্পদে পরিবর্তিত করে তার সঙ্গে যুক্ত সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের সাংগঠনিক ও কারিগরি ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা—মাওবাদীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—সেই তৃপ্তিবোধের এক অনগ্রসর ধারণা নতুন পদ্ধতির বিকাশকে বিঘ্নিত করতে বা স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করতে বাধ্য। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সামাজিকীকরণের পরিসংখ্যান কোনো দেশের সমাজতান্ত্রিক সাবালকত্ব লাভ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের কোনো কথাই উঠতে পারে না যদি না যথার্থ সমাজিকীকরণের যথেষ্ট উন্নত কোনো নিদর্শন থাকে অথবা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক কর্তব্য—ঐ একই ব্যবস্থার উৎপাদনের সুবিধার্থে তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎ-কৌশলগত বিপ্লবের আঙ্গিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্র উৎপাদনের যথার্থই একটি যৌথ পদ্ধতি। এই মৌল উপাদানটি তার সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, নীতিবাদ এবং আইনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একমাত্র এই কারণেই, যদিও **অর্থনৈতিক** বিচারের মানদণ্ডই মূল, তথাপি, সমাজতন্ত্রের পরিপক্কতার বিচারের অন্যান্য মানদণ্ডও আছে, যা হিসাবের মধ্যে ধরা আবশ্যক। একটি উপাদানের নিরিখে একটি অগ্রসর সমাজব্যবস্থা মূল্যায়ন করা অসম্ভব, কারণ এটি একটি **সমাজব্যবস্থা**।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের কিছু সাধারণ

১ লেনিন-এর সংগৃহীত রচনাবলী ভলিউম ৪, পৃষ্ঠা ২৭৫ দেখুন।

বিচারের মাপকাঠি বের করা সম্ভব কি-না। মার্ক্স নির্দেশিত পদ্ধতি ফলপ্রসূ বলে প্রতিপন্ন হয় যদিও এর জন্যও যথেষ্ট পরিপূরক গবেষণা প্রয়োজন। মার্ক্স তাঁর "ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমিতে" লিখেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত যে নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক কোনো কিছু ছাড়াই জন্মলাভ করে না; বায়ু বা স্বকপোল-কল্পিত ধারণা থেকেও উদ্ভূত হয় না; প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং গতানুগতিক সম্পত্তির সম্পর্কের উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকেই তা বিকাশ লাভ করে।" এই ব্যবস্থাই পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে নতুনের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ধারাবাহিকতা ও অস্বীকৃতির উপাদান সৃষ্টি করে।

মার্ক্স বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"একটি পরিপূর্ণ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক অন্য একটি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে পূর্বাহ্নে স্বীকার করে নেয়, এভাবে প্রতিটি প্রস্তাবই সিদ্ধান্তের সূত্র। এটি অন্য যে কোনো প্রকার আঙ্গিক পদ্ধতি সম্পর্কেও সত্য। একটি সামগ্রিক সত্তারূপে এই আঙ্গিক পদ্ধতিরও নিজস্ব সিদ্ধান্তের সূত্র আছে। সংহতির দিকে এর বিকাশ সমাজের সকল উপাদানের যথাযথ অধীনতা অথবা তা থেকে সৃষ্ট এখনো নির্রুদ্দিষ্ট অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত। এভাবেই ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় একটি পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে। একটি পদ্ধতির এমনি পূর্ণতা লাভ একটি পদ্ধতির মুহূর্ত, তার প্রক্রিয়া ও বিকাশ দ্বারা গঠিত হয়।"

আমরা মনে করি, সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। এর পূর্ণ বিজয় এবং একটি "আঙ্গিক" সামাজিক রীতিতে পরিণত হবার পর প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক পূর্বাহ্নে ধরে নেয় (এবং এটি ক্রমবর্ধমান হারে) অন্য একটি সম্পর্কের আবির্ভাব ও বিকাশ। এটি একাধারে আশ্রয়-বস্তু রূপে কাজ করে, অন্যদিকে তা থেকে উদ্ভূতও হয়। একটি বিশেষ স্তরে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি গুণগত অখণ্ডতা লাভ করে, সমাজের একটির পর আর একটি ক্ষেত্র তার নীতির নিকট নতিস্বীকার করে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথার সামাজিক ব্যবস্থার উপাদানগুলিকে স্বভাব বহির্ভূত ও তার পুনরুদয়ের সম্ভাবনাকে বিশোধিত করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণরূপে এই স্তরের বিকাশকে সঠিকভাবে উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তর রূপে আখ্যাত করা যায়, সমাজের জীবনযাত্রায় যেখানে সকল উপাদান অত্যাবশ্যক যৌথ উৎপাদনের নীতিসমূহ গ্রহণ করছে। সি. পি. এস. ইউ-এর চতুর্বিংশতি কংগ্রেস এই পরিবর্তনসমূহের প্রধান নির্দেশককে আলাদা করে বের করেছেন। বর্তমান অবস্থায়, জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করা ও তাদের অবস্থা ভালো করা (সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি লক্ষ্য হিসাবে) উৎপাদনের দ্রুত বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সূত্রে ও উত্তরোত্তর বেশি অর্থনৈতিক উন্নতির অবশ্য পূরণীয় শর্তে পরিণত হচ্ছে।[১] সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও তাতে উপনীত হবার উপায়ের আঙ্গিক ঐক্যসাধন—প্রত্যক্ষ ও "বিপরীতমুখী" যোগা-যোগ, "মানুষ-উৎপাদন" এবং "উৎপাদন-মানুষ"কে আরো স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট করে।

কোনো কোনো পণ্ডিত সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দুটি প্রধান রূপ (রাষ্ট্র ও সমবায়) ও শ্রেণীসমূহকে সমাজতন্ত্রের "সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য"[২]—এই একটি সাধারণ চরিত্রে সংজ্ঞায়িত করেন। বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের মৌলিক গুরুত্ব ও অস্তিত্ব সন্দেহাতীত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি, এই সংজ্ঞা প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট নয়। বলতে গেলে, এই সংজ্ঞা প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের কাজ ও অখণ্ডতার ধারণার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কমিউনিজম হল শ্রেণীহীন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের সকল উপকরণের সমগ্র মালিকানা জনসাধারণের। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, নতুন সমাজের দ্বিতীয় উন্নত স্তরে এবং বিশেষত পরিপূর্ণ কমিউনিজমের পরে নয় বরং পূর্বে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব ঘটবে। ইতিহাসের বস্তুবাদ প্রমাণ করে সমাজতন্ত্রের উত্তরোত্তর পরিণতি লাভের মাত্রাবৃদ্ধির মাধ্যমেই উক্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলির বিলোপ ঘটতে থাকে। সুতরাং আমরা মনে করি, প্রাগ্রসর ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য প্রবণতাগুলি অস্বীকার করে না, উপরন্তু সমাজতন্ত্র কিভাবে কমিউনিজমে রূপান্তরিত হয় সেই ধারণাও দুর্বোধ্য করে দেয়।

অখণ্ডতা লাভের জন্য নতুন সমাজের প্রবণতা শ্রমের সমাজিকীকরণ ও উৎপাদনের সঙ্গে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক রূপ, গ্রাম ও শহরে জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সমকেন্দ্রাভিমুখিনতা—সমস্ত অর্থনৈতিক শাখার শিল্পায়ন, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমশ একই ধরনের সম্পর্কের মধ্যে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শ্রেণী, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি—প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি—ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রামে মার্ক্স প্রদত্ত সংজ্ঞা সদৃশ যা সমর্থন করে লেনিন

---

১ সি. পি. এস. ইউ-এর চতুর্বিংশতি কংগ্রেসে সি. পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এল. আই. ব্রেঝনেভের রিপোর্ট দেখুন।

২ 'The Theory and Practice of Present Day Socialism'—প্রাগ, পীস এণ্ড সোশ্যালিজম প্রকাশনী, ১৯৭৩ দেখুন।

তাকে আরো বিকশিত করেছিলেন। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও সংহত সমাজের বাহ্যরূপের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রের কাঠামোয়। শ্রমিকশ্রেণীর সূক্ষ্ম সামাজিক-অর্থ-নৈতিক ও নৈতিক গুণাবলী জনসাধারণের সকল অংশে ব্যাপ্তি লাভ করে। ফলে, সর্বস্তরের শ্রমজীবী জনতার ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক-সামাজিক ও আদর্শগত ঐক্য[১] এবং ঘনিষ্ঠ সমাজ-তান্ত্রিক মৈত্রী গড়ে ওঠে।

এগুলি হল সর্বহারার একনায়কত্বের দ্বারা সমগ্র জনসাধারণের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সামাজিক ভিত্তি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট গণ-স্বায়ত্ত শাসনের নিকটবর্তী একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

দৃঢ়বদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার সকল বহিরঙ্গ ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অখণ্ডতার নীতি প্রযোজ্য। এই নীতিগুলিকে চূড়ান্তভাবে স্থির করে তার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির কল্যাণ ও মর্যাদা সবটাই নির্ভর করে সমাজের সর্বজনীন শ্রমে ব্যক্তির সৃজনশীল অবদানের উপর। সেইজন্যে এখানে পুঁজিবাদের চেয়ে ভিন্ন এক 'হিসাব পদ্ধতি' ও মূল্যায়ন এবং ভিন্ন ধরনের স্বার্থ ও চাহিদার মানদণ্ড চালু রয়েছে।[২]

এই প্রসঙ্গে **সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের উপযোগিতাগুলি সম্পর্কে সঠিক বোধের** বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্ব ও প্রয়োগে সমাজতন্ত্র **সর্বাধিক উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক সম্পর্ক**। এই উপযোগিতার প্রধান ভিত্তি ও মানদণ্ড হল **মানুষ**, সৃজনশীল, আত্মিকসম্পদে মহান ও সুষমান্বিত ব্যক্তিত্ব। শ্রমজীবী জনতার স্বার্থানুসারী যৌথ প্রকৃতির সামাজিকৃত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিকল্পিত সুসমঞ্জস বিকাশের মাধ্যমে এই সর্বাধিক উপযোগিতার নীতি বাস্তবায়িত হয়। দেশ ভেদে সামাজিক স্তরগুলির পারস্পর্য ভিন্নতর হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই সেগুলি সামাজিক সম্পর্কের উপর জনগণের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ধাপ মাত্র।

এই পথের বাধাগুলি হল, প্রথমত, পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের সংহতি ও পূর্ণতাসাধনের কাজে অবরোধ সৃষ্টি, আগ্রাসন অথবা অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদ নানা প্রতিবন্ধ গড়ে তোলে।[১] দ্বিতীয়ত, নির্মীয়মাণ সমাজতন্ত্রের দেশগুলির অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও সাংস্কৃতিক মানের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা এবং অতীত ও অ-প্রচলিত ঐতিহ্যের বোঝা এবং তৃতীয়ত, নতুন সমাজের বিকাশের নিয়মগুলি পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত না হওয়া এবং পরিচালন-ব্যবস্থায় সেগুলিকে যথাযথ বিচার-বিবেচনার মধ্যে না আনা।

সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল যে-কোনো ব্যবস্থার চেয়ে অনুকূল সুযোগ-সুবিধাগুলির নিরন্তর সৃষ্টি ও তার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন-ক্ষমতার সম্ভাবনা এখনও অপেক্ষাকৃত কম, তবুও সমাজতন্ত্র সামগ্রিকভাবে বৈষয়িক ও আত্মিক কল্যাণ এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষকে পুঁজিবাদের চাইতে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। পরিমাণগত ফলাফলের ক্রমবর্ধমান মাত্রা এবং ভোগ্য-পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াস যেন মূল বিষয় থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে না দিতে পারে : মর্মবস্তু ও পরিবেশের দিক থেকে জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য, মানুষের জীবন-যাত্রা ও কাজের অবস্থা সম্পর্কে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের অন্তর্জগৎ ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এগুলি পুঁজিবাদী সমাজে অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের প্রবণতা জাগিয়ে তোলে, আবার সমাজতন্ত্রে এগুলিই **সামাজিক আশাবাদের** উৎসমুখ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের হাতে মানুষের শোষণের অবসানের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক। নতুন জগতের নাগরিকদের সৃজনীক্ষমতা ও নৈতিক চরিত্রের উপর এই বিষয়টির কল্যাণকর প্রভাব অপরিসীম। শোষণমূলক সমাজে মানুষের জীবনে যেগুলি নিত্যসঙ্গী সেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জাতিগত অত্যাচার ও বৈষম্য ব্যবস্থা-জাত নিগ্রহ ও মানসিক বিকৃতির অনুভূতি থেকে সমাজতান্ত্রিক মানুষেরা প্রকৃত পক্ষেই মুক্ত। অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের জীবন-যাত্রার জন্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মেহনতী মানুষকে যে-মূল্য দিতে হয়, সেটা শুধু টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; কারণ এখানে রয়েছে **সামাজিক নিষ্পেষণ** এবং **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অতৃপ্তি**। বুর্জোয়ারা এই বাস্তবতাকে গোপন করতে চায়, কারণ টাকার অঙ্কে যদি এই দায় তাদের মেটাতে হত, তাহলে তারা দেউলিয়া হয়ে যেত।

সি.পি.এস.ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গাস হল বলেছিলেন, "জীবনের সার্বিক উৎকর্ষই এখন নিরূপিত হচ্ছে।

১ আমরা যেভাবে লক্ষ্য করি, সমাজতান্ত্রিক সমাজে কেউ শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ-খামারের কৃষক ও জনতার বুদ্ধিজীবী অংশের সমকেন্দ্রাভিমুখিনতার উল্লেখ করতে পারে না এবং তাদের আংশিক মিশ্রণ অস্বীকারও করতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণী ও গ্রুপের সমকেন্দ্রাভিমুখিনতা একটি শ্রেণী-হীন সমাজে পৌঁছুতে পারে না যদি না তাঁদের ধীরে ধীরে একীকরণ হয়। সমাজতন্ত্রে কারিগরি বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ও শ্রমিকশ্রেণীর গভীর সমকেন্দ্রাভিমুখিনতাকে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এই দুটি শ্রেণীর সম্পর্কের চরিত্র মূলগতভাবে পৃথক ও প্রায়ই বিপরীত-ধর্মী।

২ কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো যেমন বলেছেন, "উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শোষণ, নৈরাজ্য ও আর্থিক অপচয় অর্থাৎ যেগুলি নৈতিক ও মানবিক মূল্য বোধগুলির সার্বিক অস্বীকৃতির উপর গড়ে উঠেছে আমাদের ভোগের মানদণ্ড সেগুলিকে অনুসরণ করতে পারে না।" **প্রাভদা**, ৩১ জানু, '৭৪।

১ ভি. আই. লেনিন-এর Better fewer, But Better, Coll. Works.

জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিচারের মানদণ্ড এখন আরও ব্যাপক। প্রতিটি ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মে মানবিক মূল্যবোধের যে-সার্বিকরূপ ও অগ্রাধিকারের পর্যায় সৃষ্টি হয় সেগুলিও বিচারের বিষয়-বস্তু। প্রতিটি ব্যবস্থা যে-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ভাবধারাগুলি পুষ্ট করে তোলে সেগুলিও এখনও বিচারের মানদণ্ডে তুলিত হচ্ছে। অনেক নতুন নতুন উপাদান জীবনের উৎকর্ষের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে যা শুধু ছকে ফেলে বিচার করা যায় না।"

সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের অসম্পূর্ণ স্তর। নতুন ব্যবস্থার নিম্নতর পর্যায় হিসেবেও সমাজতন্ত্র এখনও ভ্রাতৃত্বমূলক দেশগুলিতে পূর্ণতা অর্জন করে নি। এল. আই. ব্রেঝনেভ ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এখনও তার সাফল্য, সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে এক নবীন ও বিকাশমান সমাজ-ব্যবস্থা। এখানে এখনও অনেক বিষয় নির্দিষ্ট রূপলাভ করে নি, অনেক বিষয় এখনও বিগত যুগের চিহ্ন বহন করছে। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গতিশীলতার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর ধারায় নিজেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে।" বিকাশের কোনো একটি স্তরকে চূড়ান্তভাবে ধরলে সেটা দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে এবং তা তত্ত্বগত গবেষণা ও রাজনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলে। আমরা মনে করি, এই ধরনের প্রয়াস বিশেষভাবে ক্ষতিকর যখন একটা জাতীয় রাষ্ট্র ও অস্থায়ী কাঠামোর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার দ্রুত সামান্যীকরণ করে সেটাকে নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স ও লেনিন-এর বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীর (প্রায়ই স্থূল গবেষণা ও ভ্রমাত্মক ভাষ্য) বিপ্রতীপে দাঁড় করানো হয়।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ-তন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের অভিজ্ঞতার গবেষণার ক্ষেত্রে এই নতুন সামাজিক গড়ন সম্পর্কে অতীত ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির অনেক উপাদান পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্য যে কোনো দেশের চাইতে কমিউনিজমের লক্ষ্যে দীর্ঘতর পথ পরিক্রমা করেছে। অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে এই কারণেও আমাদের **কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ের নিম্নলিখিত কালপর্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত** দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করতে হল।

১। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব। এর অর্থ হল, একেবারে প্রথমেই সমাজের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা এবং সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে অনুরূপ সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। সামান্য পরিমাণ সামাজিকীকরণ সমাজতন্ত্রের পক্ষে পর্যাপ্ত বৈষয়িক ও কারিগরি বনিয়াদের প্রকৃত মর্মবস্তু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (সমাজে যদি এটা না থেকে থাকে)। এই শেষ কাজ সম্পন্ন হতে উত্তরণকাল পার হয়ে যেতে পারে—যদি সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি বনিয়াদের উপাদান সৃষ্টির জন্যে জাতীয়করণ ও সমবায় উৎপাদনের চাইতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

২। সব দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিকাশের **প্রাথমিক স্তর** হল, নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, উৎপাদনী শক্তিকে উন্নত করা এবং সর্বত্র **প্রকৃত সামাজিকী-করণকে** সুনিশ্চিত করার জন্যে অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান করা। সমাজতন্ত্র দেশের প্রাক্‌বিপ্লব উৎপাদিকা শক্তিকে অতিক্রম করেই পুঁজিবাদের চাইতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে;[১] বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীগুলি ও শ্রমজীবী জনগণের স্তর বিন্যস্ত একটা মিত্রতামূলক সামাজিক কাঠামোর উদ্ভব হয়।

৩। **উন্নত** সমাজতন্ত্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে নানা এর তুচ্ছ উপাদানকে নির্মূল করে এবং এর সমাপ্তি পর্বে কমিউনিজমের প্রধান পূর্ব-উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট কালপর্ব হিসেবে এর মূল বৈশিষ্ট্য-গুলিকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়:

ক) এর একটি স্তরে দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির পার্থক্য হ্রাস পায় এবং কমিউনিজমের নির্মীয়মাণ বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তির প্রভাবে তারা একীভূত হতে থাকে। এই স্তরে মৌলিক শ্রেণীগত পার্থক্য থাকলেও তার গভীর অবলুপ্তি ঘটতে থাকে।

খ) এই স্তরে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি কার্যত সমগ্র জনগণের সর্বজনীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সমাজ শ্রেণীহীন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে (অর্থাৎ "উৎপাদনের সামাজিক উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।" লেনিন, ২৫শ খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ) অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিকভাবে সমধর্মী সমাজের মধ্যে সম্পত্তির চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটেছে।

পরিবর্তনের বর্তমান গতি অনুযায়ী কমিউনিস্ট সাম্যের পূর্ব-উপাদান হিসেবে পূর্ণ সামাজিক সমধর্মিতা সৃষ্টির চাইতে উপরি-উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কম সময় লাগবে। কমিউনিস্ট সাম্যের অর্থ হল: মানসিক ও দৈহিক, সৃজনশীল ও যান্ত্রিক এবং সংগঠন ও শাসনের মধ্যেকার পুরানো শ্রমবিভাগের সমস্ত লক্ষণ অবলুপ্ত করা। মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স ও লেনিন-এর শিক্ষা অনুযায়ী এইটিই হচ্ছে কমিউনিজমের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যেকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সীমরেখা। খুব কম লেখকই সমকালীন সমাজের মধ্যে যারা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ সূচিত করছে এবং

১ সোভিয়েত ইউনিয়ন তিরিশের দশকের প্রথম অর্ধাংশে উৎপাদিকা শক্তির প্রাকবিপ্লব স্তর অতিক্রম করেছিল।

যারা ইতোমধ্যেই ঐ উত্তরণ সম্পন্ন করেছে তাদের অন্তর্নিহিত পার্থক্যকে বিচার করেন। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির নির্দিষ্ট অবস্থাকে না ধরে, তাদের অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দেন।

সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এম. এ. সুসলভের ভাষায়, "সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের স্তরগুলির পূর্ণতা নির্ভর করে উৎপাদনী শক্তির স্তর, উৎপাদন-সম্পর্ক এবং বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর।...সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণে, বিশেষত, পর্যাপ্ত বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি এবং উন্নত সামাজিক সম্পর্ক-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্র গঠন দেশ ভেদে ভিন্নতর হয়। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ যখন নতুন পথে যাত্রা শুরু করে, তার পক্ষে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়। সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের সূচনাকালে যেদেশের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ থাকে অনুন্নত, তাদের অতিক্রম করতে হয় দীর্ঘ পথ, সমাধান করতে হয় বহু সমস্যার।"

এই সমস্যা নিয়ে কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন আলোচনা করছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক লেনিনকে অনুসরণ করে তাদের কর্ম-সূচিতে বলেছিল, "পথের বিভিন্নতা ও সর্বহারার ক্ষমতা-লাভের গতি, অনেকগুলি দেশে কতকগুলি উত্তরণকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সর্বহারার একনায়কত্বে পৌঁছবার আবশ্যকতা এবং এইভাবে বিভিন্ন রূপে নানা দেশে সমাজতন্ত্র গঠন"—এসবই ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিনটার্নের কর্মসূচীতে সমস্ত দেশগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: ক) অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, খ) মাঝারি ধরনের উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, গ) ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ। বিভিন্ন সময়ে যেসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথ নিয়েছে তাদের মধ্যে জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়া তাদের বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রথম গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে ছিল, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া। রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া ছিল দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এবং আলবেনিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, কোরিয়া, কিউবা ও মঙ্গোলিয়া ছিল তৃতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরের মধ্যে সমতা বিধানের নিয়ম কার্য-কর হওয়াতে দেশগুলির ঐ বিভাগের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সমুন্নত মনে ভাবাটা নেহাতই অবাস্তব ব্যাপার। এটা ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির কর্ম-সূচীগত দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পূর্ণতা পরিমাপের জন্যে সাধারণত সে দেশের উৎপাদনের উপকরণের কতটা অংশে সামাজিকীকরণ হয়েছে অথবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে তাদের কতটা জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেটাই বিচার করা হয়। এর পরিমাণ যতটা বেশি হয় সমাজ ততই এই উত্তরণের কাল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এ সম্পর্কে অনেকটা সমধর্মিতা লাভ করেছে। শুধুমাত্র পোল্যাণ্ড ও যুগোস্লাভিয়ার কৃষি-ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা এখনও ব্যাপক আকারে রয়েছে।[১]

যদিও প্রকৃত সামাজিকীকরণের মাপকাঠিতেই সমাজ-তান্ত্রিক পূর্ণতার মাত্রা বিচার করা হয়, তবুও এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড আছে, যেমন, শিল্পায়নের মাত্রা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতি, দৈহিক শ্রমের চাইতে যান্ত্রিক শ্রমের প্রাধান্য এবং আরও অনুরূপ বিষয়।

এক্ষেত্রে একটা দ্বান্দ্বিক বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের কাঠামোর মধ্যে সাধারণত যে পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন করা হয়, পোল্যাণ্ডে তার অনেকগুলি এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। অথচ পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন সম্পত্তির সম্ভাবনা-শক্তির হিসেব করে সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছে, "সত্তরের দশক আমাদের দেশে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আরও অগ্রগতির কালপর্বে পরিণত হবে।"

গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম, কিউবা ও মঙ্গোলিয়া ইতোমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক গঠনে পোল্যাণ্ডকে ছড়িয়ে গেছে কিন্তু তাদের এখনও পোল্যাণ্ডের মতো পরিকল্পনা নেই, বা তাদের শিল্পও পোল্যাণ্ডের মতো সমৃদ্ধ নয়।

এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানের দিক (এইটিই একমাত্র মাপকাটি নয়, যদিও এটিকে হিসেবের মধ্যে নিতে হবে) থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়: যারা উৎপাদনের উপকরণকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করেছে এবং সমাজতন্ত্রের মূল বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ পর্যাপ্তভাবে গড়ে তুলেছে। এদের অধিকাংশ দেশ হয় উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলছে, নতুবা সেই সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করছে। অন্য গোষ্ঠী উৎপাদন-ক্ষমতার সম্ভাবনার

---

১ পোল্যাণ্ডের লেখকরা সঠিকভাবেই এটা দেখাচ্ছেন যে পোল্যাণ্ডে ব্যক্তিগত কৃষিখামার অনেক দিক থেকেই পুরোনো ক্ষুদ্র পণ্যের জোত থেকে আলাদা, কারণ এই খামার ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় খামারের সঙ্গে উৎপাদন ও বিক্রয়ে সহযোগিতা করে।

যুগোস্লাভিয়াতে এল. সি. ওয়াই-এর দশম কংগ্রেসে এটা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষিতে আরও গভীর সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার এবং নানা ধরনের সংগঠন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উৎপাদক ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দিক থেকে প্রথম গোষ্ঠীর কাছাকাছি, কিন্তু সামাজিকীকরণের দিক থেকে পেছিয়ে রয়েছে। অপর গোষ্ঠী সামাজিকীকরণ সম্পূর্ণ করেছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ এখনও গড়ে তুলতে পারে নি।

যদি কেউ সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই স্তর-বিভাগের মধ্যে কিছু দেশকে অন্যদের চাইতে চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করতে চান, তাহলে তাঁর ভুল হবে। নতুন সমাজের জাতীয় বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে পার্থক্য টানার ক্ষেত্রে বিশেষ মানদণ্ডকে সামগ্রিক মনে করা ভুল এবং ক্ষতিকরও বটে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরা প্রত্যেকটি ভ্রাতৃত্বমূলক দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাকে, বিশেষত পারী কমিউনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার অনুসারী ১৯১৭ সালের অক্টোবরে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়। এটা ঠিক যে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশ কয়েকটি বিষয়ে অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনিবার্যভাবেই পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সমীপবর্তী হয়েছে। তা সত্ত্বেও, কোনোও দেশকেই পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের জটিল ও সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় একটা নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসামান্য গতিশীলতা, অগ্রগতি ও উত্তরণের অপ্রতিরোধ্য আকুতি অতীতে অনুন্নত দেশের সামনে দ্রুত বিকাশের যুক্তিসঙ্গত পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে। অবশ্য এই নিয়মের বাস্তব প্রয়োগ নির্ভর করে শাসক কমিউনিস্ট পার্টি এই নিয়ম কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং একে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে তার উপর।

সামগ্রিক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয় যে, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে ও জাতিগতভাবে যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় তারা সবাই একটা নিয়মাধীন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিবর্তন-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এখনও অনায়ত্ত "মার্ক্স, এঙ্গেলস, ও লেনিন বর্ণিত উন্নতরূপের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভিমুখে।" (লেনিন ভলিউম ২৭, ১৪৭ পৃঃ)

বেলজিয়ামে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সঙ্কট

লুইস্ ভান গেইট্
চেয়ারম্যান, বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট পার্টি

বেলজিয়ামের যুদ্ধোত্তর বিকাশে ষাট ও সত্তরের দশক উল্লেখযোগ্য সময়। অনেক দিন ধরেই বেলজিয়ামকে আপসের আদর্শ দেশ প্রচার করা হচ্ছিল। তীক্ষ্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, বেড়েওঠা শ্রেণীসংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো 'শান্তিপূর্ণ' ও 'সমৃদ্ধ' বেলজিয়ামের রহস্য চোখের আড়ালে নিয়ে গেছে।

বিগত দশকে বেলজিয়াম ছিল 'রুগ্ন' দেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামের দূরপ্রসারী পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছিল। এই কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছিল বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব, পশ্চিম ইয়োরোপীয় একচেটে পুঁজি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কতৃত্বাধীন ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে বেলজিয়ামের সদস্যভুক্তির জন্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতিগত সমস্যা বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠছে।

ফরাসীভাষী ওয়ালুনিয়া ও সংস্কৃতি ও ভাষার দিক থেকে হল্যাণ্ডের নিকটবর্তী অঞ্চল ফ্ল্যান্ডার্স ব্রুসেল্‌সের সঙ্গে মিলে একত্রে হচ্ছে বেলজিয়াম।[১] এ দুটো বড় জাতিগত অঞ্চলের অসম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ থেকেই এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাতিগত সমস্যা উদ্ভূত হয়।

প্রচুর খনিজ কয়লা শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে ওয়ালুনিয়াকে অনুকূল পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। উচ্চমাত্রায় কেন্দ্রীভবন, তীব্র শ্রেণী-চেতনা, জঙ্গী ঐতিহ্যসহ ওয়ালুনিয় শ্রমিক শ্রেণী কয়েক যুগ ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সামনের সারিতে রয়েছে।

১ বেলজিয়ামের ৯·৭ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ৫·৫ মিলিয়ন হচ্ছে ফ্লেমিংস, ৩·১ মিঃ হল ওয়ালুন এবং প্রায় ১ মিঃ হচ্ছে ব্রুক্সেলীয়, যারা নিজেদের সাধারণত ফ্লেমিংস অথবা ওয়ালুন বলে গণ্য করে না, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ফরাসীভাষী। এ ছাড়া, পূর্বাঞ্চলীয় ক্যান্টনের বাসিন্দা ৬০·০০০ বেলজিয়ান জার্মানভাষী।

অপরদিকে, ফ্ল্যাণ্ডার্স অনেককাল ধরে অনুন্নত, স্বল্পসংখ্যক ও অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীসহ প্রধানত কৃষি অঞ্চল হয়ে রয়েছে। অর্থ-নৈতিক পশ্চাৎপদতা ফ্লেমিশ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যথেষ্ট ক্ষতিকর হয়েছে। এছাড়া তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অবিচার করা হয়ে থাকে। প্রধানত ফরাসীভাষী (এমন কি ফ্ল্যাণ্ডার্সেও) বিগত শতাব্দীর বেলজিয়াম ধনিকশ্রেণী ফ্লেমিশ ভাষাকে নিকৃষ্ট ভাষা হিসেবে দেখেছে এবং সাধারণত, ফ্লেমিশ সংস্কৃতির বেঁচে থাকার অধিকার অস্বীকার করেছে।

পাতিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে এবং সবার আগে, প্রধানত ছোট ও মাঝারি জনপ্রিয় ক্যাথলিক পাদ্রী-দের প্রভাবে ফ্লেমিশ জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠার এইগুলোই কারণ। নিজেদের স্বার্থকে পূরণ করার জন্য জাতীয় অনৈক্যের সুযোগটি বুর্জোয়ারা গ্রহণ করে। ওয়ালুনদের বিরুদ্ধে ফ্লেমিংদের লেলিয়ে দিয়ে ওয়ালুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণী তার অবস্থানকে শক্তিশালী করল। ওয়ালুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আরও উন্নত মানের জীবন দাবি করছিল। সেইসঙ্গে অতিশোষিত ফ্লেমিশ শ্রমিকশ্রেণীর ওপরও নিজেদের শাসন সংহত করল।

জাতিগত সমস্যা

বিগত যুগ ধরে পুরাতন শিল্পাঞ্চলের অধোগতি ও নতুন শিল্পাঞ্চলের উদ্ভবের ফলেই জাতিগত বিভেদ তীব্র হচ্ছে। গত শতাব্দীতে কয়লা ও লৌহভিত্তিক শিল্প ওয়ালুনিয়াতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বর্তমানে খুবই আশাপ্রদ ও দ্রুত-বিকাশমান শিল্পের উদ্যোগগুলি (বেশির ভাগই বিদেশী, প্রথমত যুক্তরাষ্ট্রীয় কোম্পানি গুলির তৈরি) ফ্ল্যাণ্ডার্স-এ গড়ে উঠছে। বিশেষ করে এই বিকাশের কারণ হচ্ছে সামুদ্রিক বন্দরের নৈকট্য, অতি আধুনিক বহিরঙ্গ, সস্তা শ্রমশক্তি এবং আর একটা ব্যাপার তা হচ্ছে এই যে ফ্ল্যাণ্ডার্সে শ্রমিক আন্দোলন ওয়ালুনিয়া থেকে বেশি পরিমাণে খ্রিশ্চিয়ান ডেমক্রাট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের দ্বারা প্রভাবিত, যারা পুঁজির সঙ্গে 'সমন্বয়' প্রচার করে এবং শ্রমিকদের দাবিকে 'যুক্তিসহ' করতে বলে।

ভৌগোলিক দিক থেকে অনুকূল কয়েকটি জায়গায় বেলজিয়ামের পুঁজির কেন্দ্রীভবন হয়েছে এবং অধিক পুঁজিযুক্ত শিল্প (**পেট্রো-কেমিক্যাল প্ল্যাণ্ট**, নৌ-শিল্প ইত্যাদি) অগ্রাধিকার দেয়। এই নীতি বিস্তৃত অঞ্চলের পক্ষে মারাত্মক। এ নীতি ওয়ালুনিয়ার বৃহত্তর অংশকেই, যেখানে পরিস্থিতি কোথাও কোথাও নাটকীয়, ক্ষতিগ্রস্ত করে না, ফ্ল্যাণ্ডার্সের কিছু কিছু এলাকায়ও করে।

বিদেশী কোম্পানিগুলো কর্তৃক ১৯৬০-৭০ সালে বেলজিয়ামের অর্থনীতিতে ৮১,০০০ মিলিয়ন বিনিয়োজিত ফ্রাঙ্কের কেবল মাত্র ২৭,০০০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক দক্ষিণাঞ্চলে গেছে। ফলত, ওয়ালুনিয়ার অর্থনীতির দ্বিগুণ বেগে ফ্ল্যাণ্ডার্সের অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি একে ছাড়িয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্য হাজার হাজার মিলিয়ন বরাদ্দ অর্থনৈতিক সাহায্য উদ্যোগের অভাবে এখনও অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সময়ে বিশেষ করে যুবকদের কর্মহীনতার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে ওয়ালুনিয়া। সাধারণ বাজারের মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণ ইতালি কর্মহীনতার দিক থেকে ওয়ালুনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

সুতরাং শিল্পায়ন দেশের দুটি প্রধান অঞ্চলে বিকাশের স্তরে সমতা সাধন করল না, বরং নতুন ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করল। সামাজিক নাটকের পরিবর্তনসাধক এই অর্থনৈতিক ভারসাম্য-হীনতা ধনতন্ত্রের অরাজক বিকাশের এক চমৎকার উদাহরণ। এই অরাজকতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুতীব্র জাতীয় চেতনার দিকে ঠেলে দিল। উভয় সম্প্রদায় প্রায়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দাবি তুলে ধরল।

ওয়ালুনিয়ার শ্রমিক ও গণতন্ত্রীরা জেদ ধরেছে যে তাদের এলাকার স্বার্থ মেটায় এমন শিল্পনীতি রাষ্ট্রকে অনুসরণ করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে শিল্পবিকাশের প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার তারা দাবি করছে। বড় পুঁজির নির্দেশে অনুসৃত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের নীতিসমূহকে তারা সন্দেহ করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ফ্লেমিশ বড় পুঁজিপতি ও তার সহযোগীদের অর্জিত প্রভাবশালী অবস্থানের ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন।

ফ্লেমিশ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিসমূহ (বড় ও ছোট পুঁজিপতিরা) "সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন" অর্জন এবং মূলত দ্বিভাষী ব্রুসেলস্ এলাকায় ফ্লেমিশভাষী সংখ্যালঘুদের ভাষাগত অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্য সবার ওপরে স্থাপন করেছে। সংলগ্ন ফ্লেমিশ এলাকার স্বার্থের বিনিময়ে ব্রুসেলস্ এলাকার সম্প্রসারণ তারা বন্ধ করবার চেষ্টা করে। ফ্লেমিশ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবিগুলোর ক্ষেত্রে, তারা এখনও পর্যন্ত খুব বেশি জেদ করে নি। ফ্ল্যাণ্ডার্সের বেশ বড় অংশ জুড়ে শিল্পায়ন হওয়ার ফলে জনতার বেশ বড় অংশ বিশ্বাস করে যে বড় পুঁজির স্বার্থে যারা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের স্বার্থ ফ্লেমিশ সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এইভাবে ওয়ালুনরা, ফ্লেমিংরা ও ব্রুসেলসের অধিবাসী গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যাই হোক, বেলজিয়াম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৩০) থেকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে না। জাতিগত সমস্যা অথবা বেলজিয়ামের রাজনীতিতে কথিত 'সম্প্রদায়গুলোর সমস্যা'র সুসমাধান করতে হলে ১৮৩১ সালের সংবিধানের এক-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কাঠামো পুরাপুরি পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান ও সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত আইস্কানস্ সরকার ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনেকগুলো ধারাবাহিক সাংবিধানিক সংস্কার কার্যকর করে। সংশোধিত সংবিধান দেশে তিনটি সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের (ফরাসী, ফ্লেমিশ ও জার্মান) এবং চারটি ভাষাভিত্তিক এলাকার (ফরাসী, ফ্লেমিশ, জার্মান ও দ্বিভাষী ব্রুসেলস্ এলাকা) অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। ব্রুসেলসের জন্য ফরাসী ও ফ্লেমিশ পরিষদসহ তিনটি সম্প্রদায়ের প্রতিটিতে একটি করে সাংস্কৃতিক পরিষদ পরবর্তী বৎসর ১৯৭১ সালে স্থাপিত হয়।

ফ্ল্যাণ্ডার্স, ওয়ালুনিয়া (জার্মানভাষী ক্যান্টনসহ) ও ব্রুসেলসের তিনটি আঞ্চলিক কর্তৃত্ব স্থাপনার ব্যবস্থাও সংশোধিত সংবিধানে করা হয়েছে। নীতিগতভাবে যেগুলোর প্রচুর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থাকবে। এটা ঘটনা যে বড় এককেন্দ্রিক পুঁজি ও তার সমর্থক শক্তিগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মৌল বিশেষ অধিকারগুলোকে সঙ্কুচিত করতে অরাজী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষাগত বিচ্ছিন্নতাবাদের সমার্থক "সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের" ধারণা পর্যন্ত গ্রহণে বড় পুঁজিপতিরা রাজী। এলাকাগুলির সহায়ক কোনো কোনো মূল প্রতিষ্ঠান সম্ভবত এমন কি সরকারি প্রতিষ্ঠানও বিকেন্দ্রিকরণে তারা কোনোভাবে আপত্তি করবে না। কিন্তু শাসন-ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে তিনটি অঞ্চলকে এমন প্রকৃত রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার তারা পুরাপুরি বিরোধী। ভয় পায়, বিশেষ করে, গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক কর্তৃত্ব স্থাপনা, সবার আগে ওয়ালুনিয়াতে, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট ও ক্রিশ্চিয়ানদের নিয়ে গঠিত সংখ্যাগুরু শ্রমিক ও জনপ্রিয় শক্তির প্রতিনিধিত্বমূলক আকারে পরিণতি লাভ করতে পারে। একচেটে পুঁজির সর্বশক্তিমানতা ও অতি মুনাফা কেড়ে নিতে পারে এমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার কার্যকর করতে এরা সক্ষম।

সেজন্য, আইস্কানস সরকারের মতো আঞ্চলিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান ও উদারনীতিকদের নিয়ে গঠিত লেবারটন মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কর্তৃত্বের কঠোর পরিচালনাধীন ক্ষমতা ও তহবিলহীন তিনটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকৃত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব স্থাপনায় বাধা দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করতেই যাদের বাধে না সেই বড় পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার মিত্রেরা বেশি বেশি করে বিকেন্দ্রিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্য সবকিছু করেছে। সেগুলোর অধিকাংশই অগণতান্ত্রিক এবং প্রকৃত ক্ষমতা ও জনসমর্থনহীন। অঞ্চলগুলোর এ অনৈক্য বাড়িয়ে দেয় এবং নির্বাচিত সংস্থাগুলির সবার ওপরে পার্লামেন্টের বুনিয়াদী বিশেষ অধিকারগুলো পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ার প্রবণতার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে দেয়। ফলে কঠোরভাবে একচেটে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে ক্রমেই বেশি করে প্রকৃত ক্ষমতা জমছে।

এসবই তিনটি অঞ্চলকে প্রকৃত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা দেওয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরে সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান ও লিবারাল পার্টিগুলোর দ্বারা গঠিত টিন্তেমানস সরকার একই "ক্ষুদে আঞ্চলিকীকরণের" নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "নয়া-দক্ষিণ"-এর (পরে আলোচনা করা যাবে) সাম্প্রদায়িক পার্টিগুলো বর্তমানে এই নীতি গ্রহণ করেছে। তারা তাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত মৌল দাবি যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মসূচী এইভাবে পরিত্যাগ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদের সুবিধাগুলি

বহু বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদের পক্ষে ওকালতি করে আসছে। একথা নিশ্চিত, যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ সর্বরোগহর নয়। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সময় থেকে ক্ষুদ্রতাবাদের বাহ্যপ্রকাশ দূর করার কোনো কোনো দেশে ও কোনো কোনো সময়ে (উদাহরণস্বরূপ, জ্যাকোবিনের সময়) কেন্দ্রিকতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। প্রদত্ত ভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী যুগে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে কেন্দ্রিকতা গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে বাধায় পরিণত হতে পারে। ন্যায্য জাতীয় ও আঞ্চলিক দাবির বিপক্ষে একচেটে পুঁজির শাসনকে দৃঢ় করবার জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ারে (কেন্দ্রিকতা) পরিণত হতে পারে।

যাইহোক, যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ হচ্ছে অন্য কিছু। যেখানে শিল্পবিকাশ সুস্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে নি, বিকেন্দ্রীকরণ সেখানে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অতীত থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া ক্ষুদ্রতাবাদের মনোভাব পুনর্জীবন লাভ করতে পারে। কিন্তু এ স্তর একবার পেরিয়ে এলে অনেক ক্ষেত্রেই জাতিগত দল ও অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। ইতিহাসে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। একদিক থেকে, বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় মূলনীতি বর্তমান। বহু পুঁজিবাদী দেশেও এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহুজাতিক দলের গণতান্ত্রিক অস্তিত্বের নিশ্চয়তাদানকারী রাজনৈতিক কাঠামো হচ্ছে এটি।

প্রায় সমসংখ্যক মানুষের প্রধান দুটি সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত এবং কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থাযুক্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ বেলজিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ অনেকগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমত, বহু অঞ্চলের জনসংখ্যার ভিতরে দ্বন্দ্বের তাৎক্ষণিক কারণগুলো বিশেষত ভাষা সমস্যা নিয়ে

দূরীকরণে বহুল পরিমাণে এ সাহায্য করে। অপর দিকে, ফ্ল্যাণ্ডার্স, ওয়ালুনিয়া ও ব্রুসেলস্ এলাকা—এই তিনটি অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থাগুলি জনগণের ঘনিষ্ঠ করেছে। আর একভাবে বললে, যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ আরও বেশি গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির দিকে নিয়ে যায় এবং একচেটিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করে।

এই সব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ দেশের ঐক্য ক্ষুণ্ণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটাই বোধহয় ঐক্যরক্ষার একমাত্র উপায়। আরো বলিষ্ঠ ও আরো গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে দেশজোড়া কাজগুলির সমন্বয়সাধন করা হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদকে তুলে ধরে তা প্রথমত, প্রত্যেকটি প্রধান এলাকায় দায়যুক্ত কার্যনির্বাহী কর্তৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও তহবিলযুক্ত সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত বিধানসভা স্থাপনের ব্যবস্থা করে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পুঁজিবাদ-বিরোধী। পার্টি প্রস্তাবিত দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ শুধুমাত্র জাতীয় বৈরতা বিনষ্ট করবে তাই নয়, এ নতুন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেবে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিকটতর করবে।

প্রধান অঞ্চলগুলোর অধিকাংশ জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে বেলজিয়ামের বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ও তাদের মুখপাত্ররা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এটা বোধগম্য, কারণ একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সবচেয়ে ভাল মেটায়। ঋণ, অর্থনৈতিক সাহায্য, ভরতুকি, ঠিকার প্রভৃত সুবিধাগুলি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের নীতি—ব্যবসায়ীদের দেয় তা ছেড়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র তার স্বার্থ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা অপেক্ষা অতি সহজেই "বোঝে"। আবার, সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বড় পুঁজিপতিরা প্রায়ই বিভেদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করে, বিশেষ করে যখন তাদের নীতি বা ক্ষমতার কোনো দিককে সঙ্কটময় পরিস্থিতি বিপদাপন্ন করে তুলেছে। কার্যত, বর্তমান অবস্থায় বড় পুঁজিপতিরা তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এক জাতিগত গোষ্ঠীকে আর এক জাতিগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাগাতে পারে। পুঁজিপতিরা ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা উত্তেজনা বজায় রাখে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত অনৈক্য উস্কে দেয়। কারণ এই ধরনের নিষ্ফল বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব মূল রাজনৈতিক সমস্যা থেকে জনতার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে একাধিকবার সহায়ক হয়েছে। বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে নিজের প্রভাব সংহত করবার জন্য আন্তঃসাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ওপর এরা নির্ভর করে।

সংবিধান-সংস্কারের আন্দোলনকে দক্ষিণপন্থীরা জাতীয় শত্রুতার অভিব্যক্তিতে পরিণত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য ওয়ালুনিয়াতে বিকাশমান আন্দোলনকে তারা আরও বেশি পরিমাণে ফ্লেমিশ-বিরোধী মনোভাবের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তার অর্থ, যে-জাতীয়তাবাদী ভ্রান্তিটি ফ্ল্যাণ্ডার্সে অত্যন্ত প্রায়শই করা হয়েছে, সেই ভুলটি করা। তারা 'সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন' দাবি করেছে এবং অর্জন করেছে। একই সময়ে ফ্লেমিশ জনসংখ্যার পিছিয়ে পড়া অংশের সহায়তায় এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্দোলন বেড়ে ওঠা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্দোলন একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চালিত হতে এবং সাধারণ শত্রু—বড় পুঁজি ও তার শাসনের বিরুদ্ধে ওয়ালুনিয়ার সমধর্মী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিতে পারত।

সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান ও ক্যাথলিক পিপল্‌স পার্টিগুলোর সারি যার মধ্যে অবশ্য ক্রিশ্চিয়ান শ্রমিক আন্দোলনের অধিকাংশ রাজনৈতিক মুখপাত্ররাও তা পড়ে, হচ্ছে বড় পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষার মূল প্রবক্তা এবং তা সকল ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র চায়। যেখানে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি সেই ফ্ল্যাণ্ডার্সের নির্বাচনী ভিত্তি যাতে না হাতে হয় সেজন্য ফ্লেমিশ জনগণের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষা (বিশেষত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে) ধর্তব্যের মধ্যে নিতে এরা বাধ্য হয়েছে।

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত পুরানো রাজনৈতিক দলগুলো গোষ্ঠীবিকাশজাত কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা-গুলোকে প্রতিহত করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ানদের দুটি শাখায় বিভক্ত হওয়া হল বর্তমানে ঘটনা। ফরাসীভাষী সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টি ও ফ্লেমিশভাষী ক্যাথলিক পিপল্‌স পার্টি হচ্ছে নিজেদের নেতৃত্বসহ দুটো পৃথক সংগঠন। এরা মাঝে মাঝে আঞ্চলিক নীতি বিষয়ে পুরাপুরি ভিন্নমত পোষণ করে।

ফ্রিডম এণ্ড প্রোগ্রেস পার্টি (প্রাক্তন লিবারাল পার্টি) "কেন্দ্রীভূত সরকারের শেষ শতভিত্তি"র ভূমিকা পালনের নিষ্ফল চেষ্টা চালানোর পর গোষ্ঠীগত পার্থক্যের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। ফলে তার উভয় 'অংশই' ক্রমে আঞ্চলিকতাবাদী পার্টিতে পরিণত হচ্ছে।

চিরাচরিত বুর্জোয়া দলগুলি ছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 'নয়া দক্ষিণীদের' তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দলগুলি আবির্ভূত হয়েছে। এরা হচ্ছে ফরাসী ভাষাভাষীদের ওয়ালুন অ্যাসোসিয়েশন ও ব্রুসেলস ডেমক্রাটিক ফ্রন্ট এবং কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ফ্লেমিশ ভল্কসুনি পার্টি। এই তিনটি দলই বাগাড়ম্বর-সর্বস্ব জাতীয় শ্লোগান দিয়ে থাকে। এদের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ফ্লেমিং ও ওয়ালুনদের মধ্যেকার বৈরতা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্রুক্সেলয়েসদের মধ্যেকার ভেদাভেদকে কাজে লাগায়। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-কাঠামো নিয়ে উভয় পক্ষের অসন্তোষকে এরা

পুঁজি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদের কামনাকে উস্কে দেওয়াই এইসব পার্টির নেতাদের রাজনৈতিক পদ্ধতি, এরা চিরাচরিত বুর্জোয়া সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির উপর তাদের কাজ চাপিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে।

ওয়ালুন ও ফ্লেমিং—এই দুই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনার বিভিন্নতা এবং সংগঠনের অসম অবস্থার দরুন বেলজিয়ামের শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয়, আর এ জন্যই বড় বড় বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ সহজতর হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যুক্তফ্রন্টের ক্ষেত্রে এটাই দীর্ঘকালীন বাধা।

আজ পর্যন্ত, ক্রিশ্চান ডেমক্রাটদের বড় বড় নেতা এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বৃহৎ বুর্জোয়াদের একক নীতির প্রতি সমর্থন অসুবিধাগুলিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য, সোশ্যালিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক বিকেন্দ্রীকৃত সংস্কার-সাধনের জন্য কাজ করার মধ্যে তার কাজকে সীমাবদ্ধ রেখেছে যা কেন্দ্রীভূত বেলজিয়াম রাষ্ট্রের মূল রাজনৈতিক সংস্থাসমূহকে যথাযথ রেখেছে।

যাইহোক, বামপন্থীদের, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের (সর্বোপরি ওয়ালুনিয়ায়) চাপ তিনটি অঞ্চলেই যথাযোগ্য ক্ষমতা ও অর্থ মেটাতে পারে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজন কিছু পরিমাণেও মেটাতে পারে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা গঠনের জন্য কতগুলি দাবির পিছনে সমাজতন্ত্রী-দের সমর্থন আদায় করেছে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচার শুরু হবার ঠিক পরেই (দক্ষিণপন্থী দলগুলি চালিত তিন-পার্টির কোয়ালিশন সরকার থেকে সোশ্যালিস্ট পার্টি-নেতৃত্বের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত নির্বাচন) সোশ্যালিস্ট পার্টি, জেনারেল ফেডারেশন অব লেবার (জি.এফ.এল.)-এর সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে, যাতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদ ও প্রশাসন সংস্থা গঠনের মাধ্যমে একান্তই প্রকৃত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। এইভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রকৃতপক্ষে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টিসহ বাম রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অন্যান্য প্রথানুগ বুর্জোয়া পার্টিগুলির রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি পুরোপুরিই তার ঐক্য রাখতে সমর্থ হয়েছে। যদিও তাদের গুরুতর অভ্যন্তরীণ বিরোধের মূল্য দিতে হয়েছে, তবু তারা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে এমন এক অবস্থানের নিকটতর হয়েছে যেখান থেকে তারা প্রয়োজনবোধে তিন অঞ্চলের শ্রমিক ও গণতন্ত্রীদের শক্তির জোট তৈরি করে বৃহৎ একক বুর্জোয়া ও তার শাসকদের বিরুদ্ধে এই শক্তিসমূহের আকাঙ্ক্ষার সম্মিলন ঘটাবে।

প্রয়োজন: একটি-যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং একচেটিয়া-বিরোধী কাঠামোর বিন্যাস

মূলত, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনই এই 'সাম্প্রদায়িক সঙ্কট' সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পারে, এই সঙ্কট ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক সঙ্কটের এক অদ্ভুত বেলজিয়ামীয় সংস্করণ। বুর্জোয়া ও তাদের রাজনৈতিক প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে শতাধিক বৎসরের সংগ্রাম-উদ্ভূত এর ঐক্য ও সংহতি বলে, একচেটিয়া পুঁজির স্বৈরাচারী রাজনৈতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিশ্চিত কর্মসংস্থান ও অস্তিত্বরক্ষার নিশ্চয়তার জন্য সংগ্রামের ফলে এবং ওয়ালুন, ফ্লেমিশ ও ব্রুক্সেলয়েস শ্রমজীবী জনতা ও গণতন্ত্রীদের নবীকৃত বেলজিয়াম, যে-বেলজিয়াম সাহসের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রত্যাশাবাহী গণতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কার ঘটাবে, তার জন্য যুক্ত সংগ্রামের বলে এই সব সম্ভব হতে পারে।

এই জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর সেইসব দাবির প্রতিই বেশি মনোযোগ দিয়েছে যেগুলি সম্প্রদায় ও জেলা সমূহের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার চেয়েছে, এবং শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবি ও এক-চেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের সার্বিক সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হয়েছে। ১৯৬০-১৯৬১-র শীতে বিশাল সামাজিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘটের ঠিক পরেই এই ধারা ওয়ালুনিয়ার মূল শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই ধর্মঘটে দশ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিয়েছিল। তারা বিশেষভাবে জনপ্রিয় ওয়ালুন আন্দোলনে তাদের সংগঠনগত প্রকাশ ঘটিয়েছিল, এই আন্দোলন ওয়ালুনিয়ার একটি বড় সংখ্যক বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এর অধিকাংশই ছিল কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট এবং নেতা ছিলেন প্রয়াত আঁদ্রে রেনার্ড। আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যে-ধ্বনির ওপর ভিত্তি করে তা হল 'যুক্তরাষ্ট্রীয় বেলজিয়াম ও তার কাঠামোগত সংস্কার'—এ হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বামপন্থী অংশের প্রস্তাবিত একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী সংস্কারের কর্মসূচীর সঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্ত করার ইচ্ছার নির্ভুল নিদর্শন। ওয়ালুন অর্থনীতির ধারাবাহিক অবনতি এবং বর্ধিত বেকারত্বের স্থায়ী আশঙ্কার ফলে ওয়ালুন শ্রমিকরা বুঝল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই অত্যন্ত তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান।

জি. এফ. এল. ও সোশ্যালিস্ট পার্টির জনপ্রিয় ওয়ালুন আন্দোলনের প্রতি ঝোঁকার প্রবণতা অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। বহু বছর ধরে তারা দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে আসছিল, এই দক্ষিণপন্থীদের বৃহৎ পুঁজিপতি ও রক্ষণশীল

শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা ও কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামোর প্রচার করছিল। যে-দক্ষিণপন্থীদের ফ্ল্যাণ্ডার্স-এ প্রাধান্য ছিল তারা এমনকি ওয়ালুনিয়াতেও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন প্রবণতার প্রভাবকে বাধা দেবার জন্য সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও নানা কৌশল করেছে। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—সঙ্কট যখন ক্রমশ খারাপ হতে লাগল, বিশেষ করে আর্থিক ও শক্তি সঙ্কটের প্রভাবে, এবং যখন বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হল দক্ষিণপন্থীরা তখন থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নিয়ামক অবস্থান হারাতে লাগল। ফলে, কয়েক বছর আগে জি. এফ. এল. ওয়ালুন আঞ্চলিক সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করল, এইসব সংস্থার প্রথম থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী সংস্কারের অনুকূল প্রবাহ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। জি. এফ. এল-এর ফ্লেমিশ আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে নিয়ে গঠিত অনুরূপ কমিটি বেশকিছু বছর নাম-কে-ওয়াস্তে থাকার পর সম্প্রতি ফ্লেমিশ শ্রমজীবী জনগণের বিশেষ প্রয়োজন, পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব খর্বকারী অর্থনৈতিক দাবি এবং ফ্ল্যাণ্ডার্স-এ রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দাবিকে গণ্য করে একটি নতুন লাইন গ্রহণ করেছে।

জি. এফ. এল. প্রবর্তিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক বামপন্থীদের, মূলত (তবে কোনো মতেই একমাত্র নয়) কমিউনিস্ট পার্টির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যুক্ত হয়ে সোশ্যালিস্ট অবস্থানের ওপর নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তাদের সাম্প্রতিক বাম পথে ঘোরার এ এক প্রধান কারণ।

খ্রীস্টান শ্রমিক আন্দোলনের ওপরও এই বিবর্তনের প্রভাব পড়েছে, সোস্যাল ক্রিশ্চান পার্টির জোর প্রভাব সত্ত্বেও এদের ওয়ালুন অংশ স্বায়ত্তশাসন ও কার্যকর গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সংগঠনের পক্ষে ঘোষণা করেছে।

এবং তাই, একচেটিয়া পুঁজির শক্তির সাধারণ সঙ্কটেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ 'সাম্প্রদায়িক সঙ্কট' এবং তদুপরি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বামপন্থী অংশের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব যা অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোগত সংস্কারের দাবিকে সঠিকভাবে সমন্বিত করে তা দেশের তিনটি অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী ও জনপ্রিয় শক্তি সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ও ক্রিশ্চানদের সামগ্রিকভাবে একচেটিয়া পুঁজির শক্তি ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মূল অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সম্মিলনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বিকাশের ধারা পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যাপকভিত্তিক জোট সৃষ্টির পক্ষে এই পরিস্থিতি প্রকৃত পদক্ষেপ নেবে কিনা তা নিশ্চিত কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য গণ-আন্দোলনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। প্রতিবাসীদের বাসস্থান বিভিন্ন সংস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারী ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ কাজের ওপরও তা নির্ভর করে। এই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি এই লাইনে তার কাজ সংহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে করে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধনবাদী ইয়োরোপের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের লড়াইয়ে এক উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করতে পারে; এই লড়াই হল—সামাজিক প্রগতি, প্রকৃত গণতন্ত্র ও শান্তির অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লড়াই, একটি অঞ্চল যেখানে শ্রমজীবী মানুষই নেতৃত্বের ভূমিকা নেবে।

কমিউনিস্ট পার্টির ২১-শ কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক কাঠামো ও তাকে রক্ষাকারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ভিন্ন করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

"শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলিকে ভর করে জনতার এক গরিষ্ঠ অংশ গঠনের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। এই গরিষ্ঠতা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে, প্রগতিশীল ঐক্যের সরকার দ্বারা এর কাজ হবে···

"বিধিগত ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পালন করব, তিন অঞ্চল ও দুই সম্প্রদায়ের প্রগতিশীলদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পৌঁছনো; আঞ্চলিক সংস্থাসমূহকে প্রকৃত ক্ষমতা ও উপায় দেওয়া; সর্বজনীন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা; 'কমিউনগুলির' একীকরণের মাধ্যমে একটি প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করা যা স্বাধীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক জীবনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে সক্ষম; এবং মধ্যবর্তী আমলাতান্ত্রিক বাধা সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক কাঠামোকে সরলীকরণ করা। আমরা অবশ্যই এই রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর সহযোগিতা হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা ও তা বিস্তৃত করার সংগ্রাম করব, শ্রমজীবী মানুষ ও অন্যান্য নাগরিকদের জন্য নতুন স্বাধীনতা ও অধিকার দাবি করব, প্রকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে জনগণের অংশগ্রহণের অগ্রগতি ঘটাব, বিপরীত শক্তির প্রয়োগ অথবা বলা চলে, প্রগতিশীল শক্তি ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক বা অন্য যেসব স্থান দখল করেছে তা দিয়ে একচেটিয়া শাসকদের নীতিকে প্রতিহত করব।"

বন্ধুদের দৃষ্টিতে বুলগেরিয়া

যে দেশ ও জনগণ সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছে তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ

এখানে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্যদের বুলগেরিয়া সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে। এই সদস্যদের মধ্যে আছেন প্যাভেল আয়েস'পার্গ (চেকোস্লোভাকিয়া), আলি আসুর (ইস্রায়েল), জর্জেস বাটাল (লেবানন), পেড্রো ভাসকেজ (প্যারাগুয়ে), ভাসিলি ভেনেট সানোপোলো (গ্রীস), রুডলফ ওয়েটেঙ্গেল (জি. ডি. আর.), সিলভিও গোমস (ব্রাজিল), বালডোমেরো গনজালেজ (পানামা), আমাথ ডানসকো (সেনিগাল), জর্জ কিয়াটভস্কি (এফ. আর. জি.) ইদ্রিস কক্স (ব্রিটেন), পল কোর্টিও (ফ্রান্স), ফেলিপে মালয়া (ফিলিপাইনস), ক্যাটারিনা মেনডেস (পর্তুগাল), সগটিন নামসারাই (মঙ্গোলিয়া), লুই পাডিল্লা (বলিভিয়া), কোসটাস পাফিটিস (সাইপ্রাস), জন পিটম্যান (ইউ. এস. এ.) অটো সানসেজ (গুয়াতেমালা), হামিদ সফরি (ইরান), বেট্টি সিনক্লেয়ার (আয়ারল্যাণ্ড), ফেলিপে সুয়ারেজ (চিলি), সতিয়াদজাজা সুদিম্যান (ইন্দোনেশিয়া), আরউইন জাকাব সিলিং (অস্ট্রিয়া), জায়মে স্মিরগেল্ড (আর্জেন্টিনা) এবং রডনে ওমান (সুইডেন)।

পাঠকবর্গ সম্ভবত এই সংখ্যায় অন্যত্র সি. সি. বি. সি. পি-র ফার্স্ট' সেক্রেটারি এবং পি. আর. বি-র স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তুদার ঝিভকভ-এর লিখিত প্রবন্ধ থেকে আমাদের সফর এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা এখন সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণা বিবৃত করতে চাই। যদিও আমাদের এটা তথ্যমূলক বিবরণ কিন্তু আমাদের সহানুভূতি গোপন করতে চাই না। হ্যাঁ, কমিউনিস্ট বন্ধুরাই বুলগেরিয়া গিয়েছিলেন। এঠা ঠিক যে কমিউনিস্টরাই এখানে তাদের বুলগেরীয় বন্ধুদের প্রচেষ্টার কথা বলেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্যের উপর আমাদের মতামতের ঐক্য নির্ভরশীল এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম এর তত্ত্ব কী ভাবে বাস্তবে প্রয়োগ হয় তার বিশ্লেষণ থেকে আজকের বুলগেরিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আমাদের মধ্যে যারা শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে সংগ্রাম করে চলেছে তারা তাদের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের দেশের জীবনযাত্রার তুলনা করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে যারা বুলগেরিয়ায় এসেছিলেন তাঁরা বুলগেরিয়ায় যা দেখেন তার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের দেশের তুলনা করেন।

বুলগেরিয়ায় জনগণ ১৯৪৪ সালে ৯ সেপ্টেম্বরের ত্রিংশতিতম বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপিত করছেন। জর্জি ডিমিট্রভ বলেছেন যে এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই অগ্নিবর্ষী, আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী ডিমিট্রভের স্মৃতি-সৌধে মাল্যার্পণের সময় আমরা নিজেদের মধ্যে বলেছিলাম যে তাঁর স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা আজকের বুলগেরিয়ায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

যারা ডিমিট্রভকে চিনতেন তাঁদের প্রবন্ধ সহ আমরা আমাদের সমষ্টিগত বিবরণ দেওয়া শুরু করি এবং বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎসমূলে উপস্থিত থাকার অশেষ সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

১৯২৪ সাল থেকে গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ইদ্রিস কক্স ঃ

সারা বিশ্বে জর্জি ডিমিট্রভের পরিচিতির আগেই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। লণ্ডন থেকে মস্কো যাওয়ার পথে বার্লিনে আমাদের দুবার স্বল্পক্ষণ সাক্ষাৎ হয়—প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় ১৯২৯ সালে এবং দ্বিতীয় বার ১৯৩০ সালে।

১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে আমাদের তৃতীয় সাক্ষাৎকার ঘটে—সেখানে আমি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে যোগদান করি। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের উপর ডিমিট্রভ তাঁর ঐতিহাসিক রিপোর্ট' উপস্থিত করেন—এই রিপোর্ট' আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগ্রামকে উদ্দীপিত করে। নাৎসী কারাযন্ত্রণা থেকে তখনও তিনি আরোগ্য লাভ করেন নি, তাই স্বল্পক্ষণ বিশ্রামের জন্য অনেক সময় তাঁর রিপোর্ট' পাঠ স্থগিত রাখতে হয়েছিল। কিন্তু যতবার তিনি বক্তৃতা মঞ্চে উঠেছেন ততবারই তাঁর ভাষা ছিল একই ধরনের বলিষ্ঠ।

কমিন্টার্নের সাবারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে আমাদের প্রতিনিধিদল ডিমিট্রভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে প্রধান বিরোধ সম্পর্কে যে ধারণা করা হত অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কিত প্রশ্ন তাঁর কাছে উত্থাপন করা হয়। ডিমিট্রভ স্বীকার করেন যে এ বিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু তিনি এর মধ্যে আর যা-কিছু সংযোজন করেন তা আমি কখনও ভুলব না। তিনি বলেন যে আগামী দিনে আরও অনেক সময়ের জন্য নাৎসী জার্মানির সঙ্গে বিরোধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।

ডিমিট্রভের ছিল বিপ্লবী নেতার মতো অসামান্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ছিলেন আপস-হীন ও নির্মম। কিন্তু সাচ্চা কমিউনিস্ট, যাদের রাজনৈতিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে তাদের সঙ্গে বিতর্ককালে তিনি প্রশংসনীয় ধৈর্য প্রদর্শন করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মত প্রতিষ্ঠিত করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বুলগেরিয়াতে ডিমিট্রভকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। ১৯৫১ সালে আমি প্রথম সেখানে যাই তখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু প্রতিবার যখন আমি তাঁর জন্মভূমি সফর করি তখনই আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছি। তাঁর ছবি জনগণের স্মৃতিতে অম্লানভাবে গাঁথা আছে। বুলগেরিয়া যে-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি অর্জন করেছে তা প্রমাণ করে যে তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও কাজ জাগরুক আছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং সকল সময় ও সকল ক্ষেত্রে সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ার প্রয়াসে পথ-নির্দেশের জন্য আমরা এখনও তাঁর কথা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি।

১৯১৯ থেকে অস্ট্রিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আরউইন জাকার-সিলিং ঃ

একটি বিষয় শুরু করার জন্য একটি বিচ্ছিন্ন তথ্য বা ঘটনা নিয়ে একটি বস্তু অথবা প্রক্রিয়ার গোড়ায় পৌঁছতে ডিমিট্রভের এক-বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল এবং তিনি তা নির্ভুলভাবেই সম্পন্ন করতেন। তাঁর নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনা থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সর্বপ্রথম বুলগেরিয়া ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং তিনি তাঁর দেশের জনগণতন্ত্র বিশ্লেষণ থেকে বিশ্বের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সমুদয় স্তর বিশ্লেষণ করেন।

এ সব বলতে যেয়ে আমি একটি ঘটনার কথা স্মরণ করি যা রাজনীতিগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ডিমিট্রভ সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

সে সময় আমি একটি মস্কো ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী জার্মানির আক্রমণের অল্প কয়েকদিন আগের কথা। তখন আমরা সবাই এক স্নায়বিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম এবং এই অবস্থা দেখে ডিমিট্রভ আমাদের পরামর্শ দিলেন যাতে আমরা টমেটো, গাজর এবং অন্যান্য সবজি উৎপন্নের জন্য আমাদের উঠানে শাকসবজির বাগানের পরিকল্পনা করি। আমরা তাই করে ফেললাম এবং তা হয়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক ও লাভজনক এবং তা আমাদের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনে সাহায্য করে। একজন বুলগেরীয় হিসাবে ডিমিট্রভ সবজি বাগান তৈরি সম্পর্কে জানতেন এবং কীভাবে একাজ করা যায় তা আমাদের দেখান, পরামর্শ দেন এবং প্রতিদিন আমাদেরকে উৎসাহিত করেন। যখন তিনি আমাদের কাজ লক্ষ্য করতেন তখন তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির কথা আজও আমার মনে আছে। মস্কো শহরতলীর সেই ছোট বাগানটির তিনি প্রিয় ছিলেন এবং যারা সেখানে কাজ করতেন তাঁদের তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করে যেতেন।

আজ বুলগেরিয়ার নতুন জীবন লক্ষ্য করে আমার মনে পড়ে ডিমিট্রভের সেই হাসি এবং আমি নিজে নিজেই বলে যাই ঃ এখানে ডিমিট্রভের বিশাল বাগান, একটি জমকালো সমাজ-তান্ত্রিক বাগান যা অসামান্য অর্থ বহন করছে যেমন বুলগেরীয় জনগণের কাছে তেমনি তা বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট এবং প্রগতিশীলদের ভাগ্যে অর্থবহ।

সি. সি. সি. পি. ইউ. এস. এ-র রাজনৈতিক কমিটির সদস্য জন পিটম্যান ঃ

ডিসেম্বর ১৯৪৬। সে রাত্রিটি ছিল ঠাণ্ডা এবং খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু রাইফেল হাতে আমি তরুণ সৈনিকটিকে দেখতে পেলাম। সে আমাকে রুমানিয়ায় গিরগিউ থেকে দানিয়ুব পার করে নিতে ফেরির জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন ফেরিটি নোঙর করল তখন জানা গেল যে বুলগেরিয়ান গণফৌজের এই তরুণ সদস্যটিকে নিউ ইয়র্ক **ডেইলি ওয়ার্কার**-এর সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্ট বুলগেরিয়া সফরের জন্য এই সংবাদদাতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সে আমার ব্যাগটি তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, এবং আমি আঁকাবাঁকা পথ ধরে এবং নির্জন রাস্তা দিয়ে তাকে অনুসরণ করে ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্টের স্থানীয় অফিসের দিকে এগিয়ে চললাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমি সোফিয়ার পথে ট্রেনে উঠলাম এবং আমি ভাবছিলাম আমার অদ্ভুত অভ্যর্থনার কথা। ঘুম আসার আগে আমি এর ব্যাখ্যা পেলাম ঃ মাত্র ২ বছর আগে যে-শ্রমিক

সরকার ক্ষমতা দখল করে এবং তখনও দেশের ও বাইরের শত্রুদের সঙ্গে তাকে শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল তাই তার বিশেষ-ভাবে সজাগ থাকার প্রয়োজন ছিল। বুলগেরিয়ার ইতিহাসের এক চরম সঙ্কটজনক মুহূর্তে আমি এখানে আসি যখন "কে জয়লাভ করবে" এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হতে তখনও বাকি এবং যখন একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর প্রায় স্থাপন হতে যাচ্ছে। তিন মাস আগে জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ রাজতন্ত্র বিলোপের পক্ষে ভোট দেয়। এবং অক্টোবরে মাত্র ২ মাস আগে ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্টের প্রার্থীরা গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির তিন চতুর্থাংশ আসন লাভ করেন, কমিউনিস্ট প্রার্থীরা লাভ করেন মোট আসনের অর্ধেকের। বেশি আমার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ডিমিট্রভ, কোলারোভ, ট্রাগয় সেভা এবং অন্যান্য বুলগেরীয় কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

আমার সফরের একটি অত্যুজ্জ্বল বিষয় নিয়ে সোফিয়ায় আমার প্রথম দিনটি শুরু হয়ঃ পার্লামেন্টে দর্শকদের গ্যালারিতে ১ ঘণ্টা অবস্থানকালে আমি শুনেছিলাম ডিমিট্রভ বুলগেরিয়ায় অন্যতম প্রধান বিত্তশালীদের একজনকে চক্রান্তের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ধিক্কার জানালেন—এই বিত্তশালী ব্যক্তিটি তখনও সদ্য-গণতন্ত্রসম্মতভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য ইউনাইটেড স্টেটস ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সে দেশে তখনও যে-প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রাম চলছিল এ ঘটনা তারই একটা প্রমাণ।

বৈদেশিক সংবাদপত্রের অন্যান্য সংবাদদাতাদের সঙ্গে গ্রীস সংলগ্ন সীমান্ত সফর আমাকে এই শ্রেণীসংগ্রামের আন্তর্জাতিক প্রসারতা লক্ষ্য করতে সাহায্য করেছে। উচ্চভূমি থেকে বুলগেরিয়া গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে, গ্রীক ফ্যাসিস্টদের সাজ-সরঞ্জামসহ কামানসমূহ প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল আর আস্থার সঙ্গে তাদের আকাঙ্ক্ষিত রাজতন্ত্রী ফ্যাসিস্টদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্য তারা ওয়াশিংটন এবং ব্রিটেনের নির্দেশের অপেক্ষা করছিল।

জনগণের সরকার যে-দায়িত্বের সম্মুখীন হয়েছিল আমার সফর তার ব্যাপকতা অনুধাবন করতে আমাকে সাহায্য করেছে। জনগণ ছিল বুভুক্ষু, জীর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত, দীনভাবে আবৃত, সুদীর্ঘ বছরের বঞ্চনা আর নিপীড়নের চিহ্ন তাদের চোখেমুখে। তীব্র শীতে কৃষকেরা কাঁপছিল এবং অনেকের পা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো ছিল। স্ত্রীলোকদের অবস্থা ছিল ভীতিপ্রদ; এবং গাড়ির চাকাবিদ্ধ ভাঙা রাস্তা থেকে আমি দেখেছি তারা নিচে ক্ষুদ্র নদীসংলগ্ন শিলা খণ্ডে কাপড় পরিষ্কার করছে—সাবান নেই, পরিষ্কারক কিছু নেই, এমনকি আমার মাতামহী এবং মা যে-পুরানো ধরনের ধোপার পাট ব্যবহার করতেন তা-ও নেই।

আমার সফরের দিন যখন শেষ হয়ে এল তখন আমি বিস্মিত হতাম শ্রমিকদের এই তরুণ রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই অনগ্রসরতা দূর করতে এবং বুলগেরীয় জনগণের জন্য নতুন জীবন সৃষ্টি করতে আর কত সময়ের প্রয়োজন হবে?

মে-জুন, ১৯৭৪। আবার সোফিয়ায় নতুন গৃহাদি, ফ্লাট ও অট্টালিকার একটি সমৃদ্ধিশালী আধুনিক শহর, জনতা ও মোটর গাড়ির ভিড়ে কর্মব্যস্ত প্রশস্ত রাজপথের এ শহর, এখানে রয়েছে প্রচুর জিনিসপত্রভর্তি দোকানপাট এবং দোকানে রকমারি জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশাল ভাণ্ডার, ফোয়ারাসহ সুন্দর সুন্দর পার্ক এবং নানা রং-এ রঞ্জিত পত্রগুচ্ছের এ শহর।

পার্ক হাটেল মসকভার ১৬ তলা বিশিষ্ট অট্টালিকায় আমার কামরা থেকে আমি বিস্ময়ের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি। তিন দশকের কম সময়ের মধ্যে এ সকল সম্পন্ন হয়েছে!

বুলগেরিয়া যে-বিশাল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার ব্যাপকতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে যে-মান অর্জিত হয়েছে তা এর বিকাশের পরিপকতার কথাই সূচিত হয় এবং আমাদের ভ্রমণ-পুস্তকে তা উদ্ঘাটিত হয়েছে। আমরা প্লভডিভের কাছে পার ভেনেটস অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স কমলা-আকৃতির স্ট্রবেরি দেখেছি। উপরন্তু, প্লভডিভ-এ বলকান দেশগুলির বৃহত্তম বস্ত্রশিল্প এবং বুলগেরিয়ার সর্ববৃহৎ অ-লৌহজাত ধাতুশিল্প অবস্থিত। এখানে ইলেকট্রনিক প্রকল্প এবং কমপিউটারের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি—শিশুভবন এবং কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করা হচ্ছে, মুক্তির জন্য ও শ্রমের জন্য সংগ্রামে বীর যোদ্ধাদের সম্মানিত করা হচ্ছে, লোক এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতির উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সর্বত্র শ্রমিকগণ আমাদের স্বাগত জানায়। এবং যে-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং উন্নত সমাজ গঠনের পথে যে-বাধাগুলি এখনও দূর করতে হবে সে সম্পর্কে পার্টির ও সরকারের নেতারা আমাদের কাছে অকপটে ব্যাখ্যা করেন।

পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য সোলা ট্রাগয় সেভা আমাকে স্বাগত জানান। তিনি পূর্বাপর অফুরন্ত কর্মোদ্যমসম্পন্না। এবং গত ২৮ বছরের মধ্যে যখন কারও বয়স কমে যায় নি তখনও তাঁর মধ্যে তাঁর বীর কমিউনিস্ট সহকর্মী ডিমিট্রভ, কোলারভ ও অন্যান্য কমরেডদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি রূপায়িত হয়েছে এবং আমি যাদের আর কখনও দেখব না।

আমার সফরের যখন পরিসমাপ্তি ঘটল তখন আমি ২৮ বছর আগে বুলগেরিয়া ত্যাগের প্রাক্কালে আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছিল আজ সেকথা স্মরণ করি। এবারকার সফরকালে আমি যা দেখেছি তা আমার সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। ৩০ বছরের কম সময়ের মধ্যে বুলগেরিয়ার জনগণ তাদের শ্রমিকশ্রেণী ও তার

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অগ্রগামীদের নেতৃত্বে ইয়োরোপের অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশগুলির অন্যতম দেশকে সমৃদ্ধিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছে।

নব জন্ম

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সোফিয়ায় কমপিউটার প্রকল্প পরিদর্শন করা হল। এখানে যে-ইলেকট্রনিক কমপিউটার প্রস্তুত করা হয় তা মিনিটে ১২ হাজার কাজ সমাধা করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ডে ও ভারতে এই কমপিউটার রপ্তানি করা হয়। অনেক সোশ্যালিস্ট দেশ থেকে যন্ত্রাংশ আসে। প্রধান কমপিউটারের নক্সাদি কাজ বুলগেরিয়ায় প্রস্তুত করা হয়।

ভার্না অঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নির্মিত ডেভনিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আমাদের দেখানো হয়। এখানে যুক্ত আছে প্রধান রসায়ন ও যন্ত্র-নির্মাণ প্রকল্প।

সোফিয়ায় বি. সি. পি .সি. সি-র সেক্রেটারি পেনিয়া কিরাটসভ এক আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার শিল্প-উন্নয়ন-সমস্যা সম্পর্কে বলেন।

প্রগতির বাস্তব রূপায়ণ

পিপল্‌স পার্টি অব ইরানের সি. সি-র এক্সিকিউটিভ বুরোর বিকল্প সদস্য হামিদ সফরি ঃ

বুলগেরিয়ায় যে-উন্নতি সাধিত হয়েছে কমপিউটার প্রকল্প তারই প্রতিচ্ছবি। একদা এক পশ্চাৎপদ দেশ আজ সে জটিল ইলেকট্রনিক কমপিউটার প্রস্তুত করছে। প্রকল্পের প্রতি ৪জন শ্রমিকের একজনের উচ্চ শিক্ষা রয়েছে। কর্মকর্তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশের মাধ্যমিক শিক্ষা আছে। গড় বয়স ২৩ বছর এবং সমস্ত বিশেষজ্ঞরাই ১৯৪৩ সালে শিক্ষালাভ করেছে। বস্তুত তাদের অনেকের জন্ম আরও পরে। এ সকল লোক তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার জন্য সমাজতন্ত্রের কাছে ঋণী।

৩৮ বছর বয়স্ক ম্যানেজার আটানাস সপোভ-এর জীবনধারা আদর্শস্বরূপ। তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং দক্ষ সংগঠক। একজন শ্রমিকের সন্তান। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রকল্পে কাজ নেন। কাজ না ছেড়েই তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যান। উপযুক্ত সময়ে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হন এবং পরে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করা হয়। এখন তিনি অনেক বছর ধরে এই প্রকল্প পরিচালনা করে আসছেন। এটা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব যা একজন শ্রমিকের সন্তানকে এ ধরনের জীবনধারা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

সোভিয়েত-বিশেষজ্ঞরা প্রকল্পের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে এবং ইলেকট্রনিক কমপিউটার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁরা কর্মীদের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। বুলগেরিয়ার ইলেকট্রনিক কমপিউটার প্রস্তুত দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। পুঁজিবাদী বিশ্বে এটা অকল্পনীয়।

যে-অঞ্চলে ইরান অবস্থিত সেখানে বিপ্লবপূর্ব বুলগেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন একটি দেশও নেই যে-দেশ গত ৩০ বছরে বুলগেরিয়ার মতো উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪৪ সালে বুলগেরিয়ার চেয়ে ইরানের অধিকতর উন্নত পুঁজিবাদী সম্পর্ক বর্তমান ছিল। প্রাকৃতিক ও লোকবল উভয়বিধ সম্পদের ক্ষেত্রে ইরান বুলগেরিয়ার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। তথাপি এর জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ আজও পড়তে ও লিখতে জানে না এবং উপরন্তু ১৫ বছরের কম বয়স্ক ৮০ লক্ষ শিশু কখনও স্কুলে যায় নি। শ্রমমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে শ্রমিকদের ২৪ শতাংশ মাত্র দক্ষতা অর্জন করেছে। শহরাঞ্চলের অবশিষ্ট শ্রমজীবী জনতা অদক্ষ।

ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য সাতিয়াদজাজা সুদিম্যান ঃ

সমুদ্রবন্দর ডেভনিয়াতে বুলগেরিয়ার এক নতুন বিশাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আছে। দেশের অন্যান্য মোট সমস্ত সমুদ্র বন্দরে যত সংখ্যক জাহাজের স্থান সঙ্কুলান হয় এই বন্দর তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জাহাজ অবস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। বুলগেরিয়ার বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র হচ্ছে ডেভনিয়াতে। এই কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত ১২টি সংস্থা ২৬ হাজারেরও বেশি শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি কেমিক্যাল প্রকল্প। এটা ইয়োরোপের অন্যতম বৃহত্তম খনিজ সার প্রকল্প। যে-প্রথম প্রশ্নটি কারও মনে আসবে তা হচ্ছে: কী করে একটি ক্ষুদ্র দেশ এরূপ বিশাল পর্যায়ের নির্মাণ-কাজের ব্যবস্থা করতে পারে? এই রসায়ন দানবের নির্মাণ-কাজ জাতীয় বাজেটকে কর-ভারাক্রান্ত করে নি। কারণ সি. এম. ই. এ. ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে এই প্রকল্পকে সাহায্য করেছে। উৎপন্ন পণ্যে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

এখন আমার নিজের দেশ প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় জন-বিরোধী সরকার যে-ব্যবস্থা কার্যকর করছে তা "পাঁচসালা পরিকল্পনা" নামে অভিহিত এবং এই সরকার জাপান ও আমেরিকার কাছে ব্যাপক পরিমাণ সাহায্যের জন্য উন্মুখ। এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ শর্ত এবং বিদেশী একচেটিয়াদের জন্য অন্যান্য সুযোগ। কোন কোন

প্রকল্প ইন্দোনেশিয়া গড়ে তুলবে কিংবা তুলবে না তা ঋণ-দাতারা নির্ধারণ করে।

সাম্প্রতিক বছরে ইন্দোনেশিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। যদিও এই অর্থ চালের উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করার কথা কিন্তু চালের দর নিয়ত বেড়ে চলেছে। এবং সরকারি তথ্য অনুসারে ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৩ সালে ১৪ লক্ষ টন চাল আমদানি করে, অপর পক্ষে ১৯৬৫ সালে চাল আমদানি করা হয় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন। খনি খনন, মৎস্যশিকার, খামারের কাজ থেকে মশলা পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জাপানী পুঁজি সুযোগ গ্রহণ করে চলেছে। এ থেকে অর্জিত মুনাফা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে "সহযোগিতার" জন্য যে মূল্য দিতে হয় তা ইচ্ছে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ শোষণ।

কয়েক হাজার তরুণ ডেভনিয়া কেমিক্যাল প্রকল্প নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর কোথায় তারা গেল? তাদের অনেকে নতুন প্রকল্প-নির্মাণ-ক্ষেত্রে চলে গেছে এবং অন্যান্যরা এই প্রকল্পে দক্ষ কর্মীর কাজ পেয়েছে।

ইন্দোনেশিয়াতে নির্মাণ-কাজ চলছে কিন্তু বেকারি বাড়ছে। সুতরাং এখন ইন্দোনেশিয়ার আংশিক বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ৬০ লক্ষ। এই স্ববিরোধিতার কারণ রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় বিল্ডিং শ্রমিকদের কাজ শেষ হওয়ার পর কর্মচ্যুতি ঘটে এবং তাদের নিজেদের উপর নির্ভর করতে হয়। তা ছাড়া, বিদেশী একচেটিয়ারা বিশেষ করে জাপানীরা অধিকাংশ সংস্থার মালিক এবং তারা বিদেশী শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কাজে নিয়োগ করে।

ডেভনিয়া প্রকল্প থেকে আমরা সুন্দর আধুনিক আবাস স্থলে যাই—এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় যেখানে এই আবাস স্থলটি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় যে-বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তা শ্রমজীবী জনতার জন্য নয়—এ বাসগৃহ বিদেশী কর্মচারী এবং তাদের সহকারী ও সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্মিত হয়েছে।

দ্রুত এবং পর্যাপ্ত উন্নয়নের পটভূমি

পেন্ন্যে কিরাট সেভ, বি.সি.পি. সি.সি র সম্পাদক-এর মন্তব্য থেকে

তুরস্কের জোয়াল মুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ৬৬ বছর কার্যত একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশ এবং ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলির উপাঙ্গ হিসাবে অবস্থান করে বুলগেরিয়ার মন্থর গতিতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। গুটিকয়েক অস্ত্র এবং পরিবহণ মেরামত প্রকল্প ছাড়া ক্ষুদ্র এবং সেকেলে কারখানা দিয়েই এখানে শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় লাভের পর শিল্প-সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ চালু করা হয়। ১৯৪৭ সালে এদের জাতীয়করণ করা হয়েছে। উৎপাদন বিশেষীকরণ ও কেন্দ্রীভূত করা হল এবং শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক পথে অর্থনীতি পুনর্গঠন করার কাজে শিল্পায়ন একটি মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যে-কাজ সম্পন্ন করতে অন্য দেশের একশ বছর লেগেছে সে কাজ ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে শেষ করার জন্য ডিমিট্রভ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এই ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভুল এবং দ্বিধা অনিবার্য ছিল। একটি পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান দেশে সমাজতন্ত্রের জন্য বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা যে-বিষয়গত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের-বিরোধী লক্ষণ ব্যক্তিপূজার যুগে যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকার অবনতি এই উভয় বিধ অবস্থাই ভুল ও দ্বিধার কারণ।

১৯৫৬ সালের এপ্রিলে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি জীবনের লেনিনবাদী নীতি ও মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে অর্থনীতির বিকাশসাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহের সূচনা করে এবং শিল্পায়নের জন্য বিপুল প্রেরণা দেয়। ফলাফলের জন্য আমাদের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় নি—ভারী যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে এবং জাতীয় আয় অধিক দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ, যন্ত্র সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং, লোহা, ইস্পাত এবং রসায়ন শিল্প লক্ষণীয় অগ্রগতি সম্পাদন করেছে।

দ্রুত উন্নয়নশীল শিল্পসহ বুলগেরিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। বিপ্লবের আগে আমাদের শিল্প কদাচিৎ কোনো কিছু রপ্তানি করেছে। ১৯৭২ সালের মধ্যে যন্ত্র রপ্তানির পরিমাণ আমাদের মোট রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশে দাঁড়ায়।

আমাদের শিল্প এখন বিপুল গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা আগে থেকেই লোকবলে কম এবং এই সমস্যাটি আরও তীব্র হতে বাধ্য। তার অর্থ হচ্ছে যে যদি শিল্প প্রচণ্ডভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে তবে আমরা আমাদের শিল্প-উৎপাদন বাড়াতে পারি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মান উন্নত করতে পারি। এটা অর্জনের জন্য আমাদের পার্টি অবিচ্ছিন্নভাবে আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠনের কর্মসূচী প্রস্তুত করেছে।

সারাদেশব্যাপী শিল্পায়ন সমভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে। শিল্পসংস্থা ছাড়া একটি শহরও নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৃহৎ গ্রামগুলিতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক সমবায়ভুক্ত অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য এবং ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক

অখণ্ডতা আমাদিগকে বিশেষীকরণ-এর বিকাশ ঘটাতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে সাহায্য করেছে। বুলগেরিয়া কনভেয়ার এবং যন্ত্রাদি হ্যাণ্ডলিং প্রকল্পের প্রধান প্রস্তুতকারী। ইলেকট্রনিক কমপিউটার প্রস্তুত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সি.এম.ই.এ. দেশগুলির সঙ্গে বিবর্ধমান অর্থনৈতিক সংহতি একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে আরও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির সূচনা করবে।

প্রশ্ন, উত্তর এবং মন্তব্য

জার্নাল সম্পর্কে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি জর্জ কিয়াটোস্কি ঃ

বুলগেরিয়ার শ্রমিকগণ কী শিল্পসংস্থা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন?

পেন্যু কিরাট সেভ ঃ যে-সাধারণ সভাগুলিতে শিল্পসংস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং অর্থনৈতিক কাউন্সিল নির্বাচিত হয় সেই সভাগুলির মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের অধিকার প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এই কাউন্সিল শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং সমুদয় যৌথ সংস্থার এক ব্যাপক সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রস্তুত করে। সংস্থার আয় বণ্টন প্রধানত সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থবণ্টনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অংশগ্রহণ করে।

কিয়াটোস্কি ঃ বুলগেরিয়া সফরের সময় আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং প্রকৃত ও জীবন্ত শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছি। যখন শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তখন তাদের পক্ষে তাদের শিল্পসংস্থা ও রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যিকারভাবে অংশগ্রহণের জন্য পূর্ণ পরিবেশ বর্তমান থাকে।

আমার দেশের শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অমিল রয়েছে—আমাদের শ্রমিকেরা কেবল মাত্র কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে কতিপয় অধিকার অর্জন করে। আমাদের দেশেও শ্রমিকেরা তাদের সংস্থায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উৎপাদন কাউন্সিল নির্বাচন করে। কিন্তু বুলগেরিয়ায় তাদের অনুরূপ কাউন্সিলের মতো এখানের কাউন্সিলগুলি অর্থ-বিনিয়োগ, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের ধরন অথবা পরিমাণ অথবা মুনাফা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কথা বলতে পারে না। যখন একটি সংস্থা কোনো নতুন এলাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রমিক লে-অফ হয় তখন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কাউন্সিল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে যদি তা "অর্থনৈতিকভাবে" যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফেডারেল রিপাব্লিক জার্মানিতে শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে অনেক ঘটনা আমাদের হাতে আছে। তারা পুরাতন পদাধিষ্ঠিত সত্ত্বেও চাকরি-চ্যুত হয়েছে অথবা কয়েকদশক কাজ করার পর তাদের উপর নোটিশ জারি হয়েছে।

লাডউইগসাকেনে বাডিবসে আনিলিন আণ্ড সোডা-ফ্যাব্রিক এ জির ম্যানেজার স্বীকার করেন "সংস্থা যাদের প্রয়োজন মনে করে তারা জনগণ নয়, তারা হবে কতগুলি সুনির্দিষ্ট কাজ-সম্পন্নকারী। সেক্ষেত্রে জনগণ বলতে কোনো অর্থ নেই—তারা যা করে তাই হচ্ছে সর্বময়-গুরুত্বপূর্ণ।"

বুলগেরিয়ায় জাতীয় আয়ের নিদর্শন

(শতাংশ)

	১৯৪৮	১৯৭২
শিল্প	২৩	৫১
কৃষি	৫৮	২৩
অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৯	২৬

১৯৭৫ সালে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের শেয়ার ৫৪·৬ শতাংশে বৃদ্ধি হবে।

জীবিকা

	১৯৩৯	১৯৭২
মোট জনসংখ্যা	৬,৩১৯,০০০	৮,৫৯৫,০০০
শ্রমশিল্পে নিযুক্ত	১০০,০০০	১,৩৩৭,০০০
কৃষিশিল্পে নিযুক্ত	৩,১০০,০০০	১,৩৭০,০০০

* * *

মুখ্য শাখাগুলিতে মোট উৎপাদন

১৯৩৯ = ১

	১৯৫২	১৯৬০	১৯৭৩
বিদ্যুৎ শক্তি	৪·৯	১৮	৭৫
লৌহ ও ইস্পাত (ধাতব খনিজপদার্থসহ)	৩·৩	৫৩	৫৫৩
যন্ত্রবিষয়ক ও ধাতব-কাজ	১৮	৮৬	৬১৯
রাসায়নিক ও রবার	৬·৯	৩৭	২৮৫
গৃহ-নির্মাণের উপকরণ	৫·৩	২৪	১·০৫
খাদ্যশিল্প	৩·৩	৬·৫	১৭
বয়নশিল্প ও বস্ত্র	৪	১১	২৯

* * *

১৯৬০ থেকে ১৯৭২-এ জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে পঞ্চম

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৭ শতাংশ।

* * *

১৯৫০-১৯৭৩-এ বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়েছে ২৩ গুণ, রপ্তানি বেড়েছে ২৬ গুণ এবং আমদানি ২০ গুণ। ১৯৩৯-এর তুলনায় ১৯৭৩-এ রপ্তানি বেড়েছে ২৭ গুণ।

যৌথ শ্রমের বিজয়

ভ্রমণ-নামচা

প্লভদিভ অঞ্চলের পারভেনেটস্ গাঁয়ের জর্জি ডিমিত্রভ্ কৃষি-শিল্পজ খামার ঘুরে যান। সেখানে যৌগিক পদ্ধতিতে ১৬,০০০ হেক্টর জমি চাষ করা হয়েছে। এর অধিকাংশই বাগিচা এবং আঙুর ক্ষেত। এই প্রকল্পের একটি ক্যানারি আছে যার বার্ষিক ক্ষমতা ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টন। এর বাৎসরিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৪৮,০০০,০০০ লেভা।

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিবিভাগের প্রধান ভিলকান সপোভ একটি সাক্ষাৎকারে কৃষিতে শেষতম উন্নতির ধারা এবং কৃষকদের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

ভ্সোগতিন নামসারাই, মঙ্গোলিয়ার পিপল্স রেভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য :

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক কৃষির উন্নতির ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রবল কেন্দ্রীভবন হয়েছে। একটি ডিমিট্রভ্ প্রকল্পের আওতায় পড়ে ৪৫,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত ২৩টি গ্রাম।

এই প্রকল্পের উপকরণ ও যান্ত্রিক সুবিধা সুপরিচালনা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এর আওতায় ৬০০ ট্রাক্টর ও ২০০ ট্রাক আছে। এটি কৃষিতে মাটির চাষ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে যথাযথ করার কাজে শিল্প-পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষম।

গ্রাম-আধুনিকীকরণ, খেলাধূলা, বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য ডিমিট্রভ্ প্রকল্প বছরে ১০ লক্ষ লেভা খরচ করে। সমস্ত শিশুই বিনা খরচে নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয়ে গৃহীত হওয়ার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের শিশুদের গরমের ছুটির এবং বিদ্যালয় চলাকালীন তাদের খাবারের সমস্ত খরচ এই প্রকল্প বহন করে। এর সমস্ত সদস্যের যাবতীয় খরচও বহন করে। ব্যবস্থাপকসহ অনেক সদস্য শীতের সময় যখন কাজ কম থাকে তখন ক্লাস করে।

বুর্জোয়া প্রচারে একে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের "একীভবন" বলে প্রচার করা হয়। অনেক বুলগেরীয় কমরেড আমাদের বলেছেন যে কৃষি-উৎপাদন কেন্দ্রীভবনের যে-পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন তাতে প্রাথমিক-ভাবে স্থানীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। আমাদের দেশের কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা বুলগেরিয়ায় যা দেখেছি সেগুলি তার থেকে পৃথক, আমরা শুরু করেছিলাম আরও উৎপাদন সংঘগুলির মাধ্যমে—আধা-সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা চলে। সেটা হচ্ছে ত্রিশের দশক। বর্তমানে মঙ্গোলিয়ার কৃষির সবটাই সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের মাধ্যমে চালিত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা পাঠ করে আমরা লেনিন-এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী আরও বেশি করে আবিষ্কার করেছি যে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের চরিত্রে প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অবদান রাখবে।

কৃষকদের নিকট সমবায় কৃষি জনপ্রিয়

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি-বিভাগের প্রধান ভিলকান সপোভ-এর মন্তব্য :

১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর-এ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস-এ ভাষণ দিতে গিয়ে জর্জি ডিমিট্রভ্ বলেছিলেন, যদি ভারী ইস্পাত শিল্প আধুনিক কৃষির সঙ্গে সমতা রাখতে না পারে তবে বুলগেরিয়া সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে না।

পার্টির পক্ষে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়েছিল জনপ্রিয় সমবায় কৃষির দ্বারা, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায়-পদ্ধতির উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের দরুন। কৃষি সমবায় শুরু হয়েছিল একেবারে ১৯৩৮-এ। কমিউনিস্টদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি সমবায়, গণ-খামার ইউনিয়ন-এর সদস্য অথবা পার্টি-অনুমোদনবিহীন সমবায়-উৎসাহীদের দ্বারা এগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪-এ ২৯টি সমবায় সংস্থা ছিল।

পার্টি স্থির করেছিল যে বুলগেরিয়ার পরিস্থিতিতে ভূমি-জাতীয়করণ ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক কৃষি পুনর্গঠন সম্ভব। সমবায়ের কৃষকেরা তাদের জমি সমবায়ের কাছে লীজ দিয়েছিল এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত ভাড়া বহন করেছিল। পরবর্তীকালে সাধারণ সভাগুলিতে পর্যায়ক্রমে এই রীতি বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

১৯৫০-এ সমবায় সংস্থার আওতায় ছিল ৫১ শতাংশ জমি, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে তা দাঁড়ায় ৬০·৫ শতাংশে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে জোর দেওয়া হয়েছিল খামার-গুলিকে বৃহত্তর ইউনিট হিসাবে পুনর্বিন্যস্ত করা, খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সমবায় পদ্ধতি সম্পন্ন করার ওপর।

শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক কম থাকায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পার্টি কিছু কমবয়সী সদস্যকে কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের জন্য (এদের মধ্যে কিছু পার্টিজান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীও ছিলেন) পাঠান, যাতে একদল দক্ষ বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হয়।

১৯৫৯ থেকে ১৯৭০—এই পরবর্তী সময়ে একান্তভাবে যন্ত্রীকরণ ও ব্যাপকভাবে উপযুক্ত কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে। এইভাবে আমরা সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ে উপনীত হলাম। বর্তমানে এই কৃষি-শিল্পজ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩-তে।

উদ্দেশ্য হল জমির, প্রযুক্তিবিদ্যার এবং ব্যক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করা, যার ফলে গম, ভুট্টা, সবজি ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। কিছু কারখানা তাদের নিজেদের প্রসেসিং প্রকল্প চালায়।

আধুনিক কৃষিশিল্পে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে এল। এই সময় আমরা ৩০·২০ কোটি লেভা বিনিয়োগ করেছি। এর প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০ কোটি লেভা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ করব। দ্রুত এবং আশানুরূপ ফললাভের আশা করার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। জলসেচের উন্নতির অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, এবং ১৯৯০-এর মধ্যে সব শুষ্ক ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে।

৩০ বছরের কম সময়ের মধ্যে আমরা খাদ্যশস্য, সবজি এবং ফল উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছি। আমরা প্রচুর ব্যবহার্য জিনিস উৎপাদন এবং অনেক উদ্বৃত্ত জিনিস রপ্তানি করেছি।

এ ছাড়া ডিমিট্রভ্ কৃষি অ্যাকাডেমির ৬৮টি গবেষণা এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে ২,০০০ কর্মী আছে, এবং কৃষিক্ষেত্রে কৃষি-বিজ্ঞানের সব রকম অগ্রগতির দ্রুত প্রয়োগ করা হয়।

অবশ্য সব সময় এটা খুব সহজ হয় না। এমন সময় ছিল যখন মাত্র এক-পঞ্চমাংশ লেভা কৃষকদের প্রতি কাজের দিনে মজুরি দেওয়া হত। একথা মনে করা মূর্খতা হবে যে আমরা সব রকম সঙ্কট পেরিয়ে এসেছি; এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। দশম পার্টি কংগ্রেসে এই সব সমস্যা সমাধানের পথ স্থির করা হবে।

প্রশ্ন, উত্তর, মন্তব্য

বল্ডোমেরো গঞ্জালেস, পানামা পিপলস্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য : যে দেশগুলি সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে তারা আপনাদের কৃষি-উন্নতির ফলে কতটা উপকৃত হবে?

ভিলকানি সপোভ : আমাদের এমন সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, যার কিছু কিছু সমস্যা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যেমন বৃহৎ কৃষিব্যবসায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের চরিত্র, সমবায়-এর গঠন ও গতি, আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যবহার।

বল্ডোমেরো গঞ্জালেস : যে সব দেশের শ্রমিকেরা এখনও ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করছে সে সব জায়গায় এখন সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এর প্রভাব পড়ে শ্রমিকদের সংগ্রামের ওপর। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের বুলগেরিয়ার মতো পানামাতেও কৃষিব্যবসায়ের যন্ত্র অপ্রতুল। অধিকাংশ কৃষি-কার্যই কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। যেসব দেশপ্রেমিক অফিসার ১৯৬৮-তে ক্ষমতা দখল করেন, তাঁরা ভূসম্পত্তি পুন-র্বণ্টনকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন এক মডেলের যা কৃষকরা বুঝতে পারবে এবং যা তাদের একত্রিত করবে। সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি এবং বেছে নিয়েছি **এসেনটামিয়েনটোস্** অর্থাৎ সমবায় কৃষিব্যবসায়ের এক প্রাথমিক সংগঠন। তারা ইতোমধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করতে পেরেছে।

বুর্জোয়া ও জমির মালিকদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমাকে বলতেই হয় যে, এগুলো সমাজতান্ত্রিক কৃষিসংস্থা নয়, হতে পারে না। তথাপি **এসেনটামিয়েনটোস** গড়ে তোলার জন্য আমাদের পিপলস্ পার্টি বিদ্যালয়ের মতো কাজকরছে। যেখানে কৃষকেরা সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করছে। আমার সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত-ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কাছে মূল্যবান বলে প্রমাণিত হবে।

১৯৩৯ সালে বুলগেরিয়াতে ৩,৫০০টি ট্রাক্টর ব্যবহৃত হয়েছিল ঝাড়াই-এর যন্ত্রগুলো চালানোর জন্য। এখন সেখানে ১২২,০০০টি ট্রাক্টর, ২০,০০০টি শস্য ছাঁটাই-এর এবং ৫৯০টি তুলা-উত্তোলনের যন্ত্র আছে।

হেক্টর পিছু উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ

	১৯৩৯	১৯৪৮	(১৯৬১-৬৫) বাৎসরিকগড়	১৯৭৩
গম	১৩·১	১১·৬	১৮·১	৩৪·৯
ভুট্টা	১৩·৬	১১·২	২৫·১	৪১·০
আঙুর	৫৩·২	৩৪·৬	৫৯·৯	৭০·২
আখ	১৭৬·৭	১৬০·২	২০৫·৪	২৯০
তুলা	৬·৯	৪·৫	৭·৫	১০·২
সূর্যমুখীর বীজ	৯·৬	৯	১৩·৪	১৭·৭

* * *

	১৯৩৯	১৯৪৮	১৯৬০	১৯৭৩
দুধের গড় (লিটার পিছু)	৪৫০	৪০৩	১,৪০২	২,১৮২
উলের গড় (কেজি পিছু)	১·৫	১·৬	২·৪	৩·৬

* * *

মাংসের উৎপাদন ('০০০ টন)

১৯৩৯	১৯৬০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩
২০১·৮	৩০৭·১	৫২১·১	৫৬৪·৯	৫৬৫·৫

মাথাপিছু গম উৎপাদনে বুলগেরিয়া তৃতীয়, ভুট্টা উৎপাদনে ষষ্ঠ, সূর্যমুখীতে প্রথম, আখ উৎপাদনে চতুর্দশ, টম্যাটোতে দ্বিতীয় এবং আঙুর উৎপাদনে সপ্তম স্থানের অধিকারী।

একজন শিক্ষিত ব্যক্তি

ভ্রমণ-নামচা

সিরিলিক বর্ণমালা গ্রহণের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা সোফিয়াতে শিক্ষা; সংস্কৃতি ও মুদ্রাযন্ত্রের উৎসবে যোগদান করেছি। নবম সেপ্টেম্বর স্কোয়ার-এ ২০০,০০০-এর ও অধিক ব্যক্তি কুচকাওয়াজ করেছিল। কয়েক ঘণ্টা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ছাত্রসংখ্যা ১৫,০০০) বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কমিটির সঙ্গে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরও কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

এখানে কয়েকজন প্রতিনিধির অভিজ্ঞতা বর্ণিত হচ্ছে।

বেটি সিনক্লেয়ার, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য :

এই বসন্তে আমি বেলফাস্টের কুইনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মনোযোগী ছাত্র-শ্রোতার সামনে বক্তৃতা করি। সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ায় পরিভ্রমণের পর যদি তাদের সামনে আমাকে বক্তব্য রাখতে হত, তা হলে আমি অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয়ে ঐ ছাত্রদের সামনে বলতে পারতাম।

প্রথমত, আমি তাদের বলতাম সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সম্পর্কিত একটি মনোজ্ঞ উৎসব সম্পর্কে, যে-উৎসবের সঙ্গে প্রতিটি গৃহ যুক্ত, কারণ বুলগেরিয়ার প্রতিটি পরিবার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলভোগী।

আমি তাদের বলতাম সোফিয়ার কেন্দ্রীয় বাগে সমবেত হয়ে কিভাবে মিছিলকারীরা অভিযান করেছিল। আমি আনন্দিত যে ষাট বছর অতিক্রম করে আমার স্বপ্নকে আমি সত্যি হতে এবং যে-আদর্শগুলির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছি, তাকে বাস্তব হতে দেখেছি।

আমার পরামর্শ হল, আমার শ্রোতারা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে : এই ছুটিতে বুলগেরিয়ার সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ ছিল, শিক্ষক ও ছাত্ররা যোগ দিয়েছিলেন উৎসব সমারোহে : বেলফাস্টে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে জরুরী অবস্থা কায়েম হওয়ার জন্য সেখানকার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ ছিল।

ছাত্রদের কাছে আমি বলতে চাই যে শিক্ষা যা নিছক বাণিজ্যিক নয়, তা বিভিন্ন প্রজন্ম ও নরশরীর মাঝখানের ফাঁক ভরে দিতে সহায়তা করতে পারে। সোফিয়ায় যা দেখেছি, তাতে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও সুরক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রধান অধ্যাপকদের সঙ্গে ছোট ছোট শিশুরা মিছিলে শামিল হয়েছিল।

এখনকার বুলগেরীয় ছাত্ররা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রথম প্রজন্ম নয়। জ্ঞানের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর উপযোগী যাবতীয় সুযোগ শিশুদের দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের আওতাভুক্ত জন-সাধারণ কখনো ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার চরিত্র চিন্তাও করতে পারে না, যে-বাস্তবতা শিক্ষার সুযোগবিহীন দরিদ্রশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী সমাজের উপাদান ধনিকশ্রেণী দ্বারা গঠিত।

আমি তাদের বলতে চাই যে বুলগেরিয়া ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে প্রথমস্থানাধিকারী, কারণ সেখানকার জন-সংখ্যার প্রতি চারজন পিছু একজন শিক্ষার্থী।

আমি আশা করি যে বেলফাস্টের কুইনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এই সমস্ত কিছু বলার সুযোগ পাব।

জেমস্ স্মিরগেল্ড, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি :

সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার একটি লাভজনক ঘটনা। মুখ্য হলঘরে কয়েকশত ছাত্র জমায়েত হয়েছিল এবং আমাদের অজস্র প্রশ্ন করেছিল। পর্তুগাল, ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল। ছাত্ররা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিল। বিভিন্ন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত সমস্যা নিয়ে, বিশেষত মাওবাদীদের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে তারা অসংখ্য প্রশ্ন করেছিল।

এই তরুণদের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং আমার সতীর্থদের উত্তর শুনে আমি না ভেবে পারি নি যে সেই বুর্জোয়া প্রচার কতখানি অযৌক্তিক, যা লোককে বিশ্বাস করাতে চায় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তরুণদের মতামত বিনিময় ও রাজনৈতিক আলোচনা চালানোর সুযোগ নেই এবং তারা বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন।

সোফিয়ার এইসব ছাত্ররা বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে জানবার প্রখর আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, যা তারা দেখেছিল বৈপ্লবিক পদ্ধতি এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তারা যে-সব প্রশ্ন করেছিল তা তাদের গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্যবাহী।

ইয়ং ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট লীগের কাজের সঙ্গে মতাদর্শগত শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু শিক্ষার রীতিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। শিক্ষার মূল হল এই সূত্রের উপর ন্যস্ত যে ছাত্রেরা

গৌণ তো নয়ই বরং শিক্ষা-রীতির মুখ্য উপাদান। তারা সব সময়ই তাদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ করবে, সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করবে এবং সব সময়ই বৈজ্ঞানিক সত্য জানতে প্রচেষ্ট হবে। তা একমাত্র শিক্ষায় উৎপাদন এবং গণ-সক্রিয়তার মিশ্রণের মাধ্যমেই ঘটানো সম্ভব।

জনসাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রামরত আর্জেন্টিনার ছাত্রদের কাছে বুলগেরিয়ার ছাত্রদের জীবন একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

আমাথ ডনসোকো, সেনেগালের আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য :

সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন নিয়েই আমাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, তাই বুলগেরিয়ার উন্নত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমার মূল্যবান অভিজ্ঞতা তাদের জানাতে পারি নি। আমি এই চিঠির মাধ্যমে বুলগেরিয়ার ছাত্রদের আমার অভিজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা করব।

বুলগেরিয়ায় বহিরাগত আমাদের দেশে যেখানে এখনও শোষণ ও সামাজিক অত্যাচার রয়েছে, সেখানে সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলিকে বিশেষ রূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। আমি মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে বলব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, কেউ সমাজতন্ত্রের জন্য আত্মনিবেদিত সংগ্রামী হতে পারে না যদি না সমাজতন্ত্রের দ্বারা অনুপকৃত থাকার দরুন তাদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। এই তুলনার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি নিজের জনসাধারণের সাফল্য পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

বুলগেরিয়ার শিক্ষার অধিকার আইনত রক্ষিত হয়েছে। সকলেই উচ্চ শিক্ষার সুবিধা পায়। ছাত্ররা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। তোমরা প্রত্যেকটি বুলগেরীয় ছাত্র এই সুযোগ উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছ।

এই উত্তরাধিকার আমাদের বা অন্যান্য উন্নত দেশের জনসাধারণ পায় না। সেনেগালে জনগণের ৬১ শতাংশের বয়স ২৫-এর নিচে। বিদ্যালয় যাওয়ার উপযোগী ছাত্রদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে যোগদান করে এবং মাত্র ১·৩ শতাংশ জনের উচ্চতর বিদ্যালয়ে যোগদানের আশা থাকে।

সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার শিক্ষা গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী ; এতে দেশের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগবাহী জাতীয় অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়।

উপনিবেশবাদের অন্তর্গত দেশগুলির বিদ্যালয়সমূহ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির বিদ্যালয়সমূহের পার্থক্য খুবই কম—উভয় জায়গাতেই একমাত্র লক্ষ্য হল জাতীয় মূলবদ্ধতা ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা। তবু, লেখাপড়া ও কার্যকরী শিক্ষাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে পারলে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে দূর করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, প্রকৃত জাতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির সপক্ষে দাঁড়িয়ে বিজাতীয় ছকের পরিবর্তন সাধন। এর জন্যই আমাদের জনগণ লড়ছে।

ওট্টো স্যানসেন, গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবার-এর কেন্দ্রীয় কমিটির মতাদর্শগত কমিশনের সদস্য :

গুয়াতেমালার সংবিধানে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে এক্তিয়ারভুক্ত রাখা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে সবরকম প্রাপ্ত উপায়ের ব্যবহার করার ভার রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। ১৯৬৪ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ৭ বছরের বেশি বয়সের জনসাধারণের মধ্যে ৬৩·৩ শতাংশ নিরক্ষর। পরবর্তী ৫ বছরেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। ১৯৬৯ সালে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হল ৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে, কিন্তু মাত্র ২৯·৮ জনই বিদ্যালয়ে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিল। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে শিক্ষার মান কত নিচু এবং শাসকশ্রেণী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা তা কি পরিমাণে শাসিত।

বুলগেরিয়ার সংবিধান ৮ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করেছে এবং রাষ্ট্র সর্বজনীন পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ১৯৭১-এ সংবিধানটি গৃহীত হয়। এর সব শর্তই কার্যকর করা হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র রীতিমত তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আইনে এই আকাঙ্ক্ষা বাণীরূপ পেয়েছে। কামউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি চালু হয়েছে।

এই এবং অন্যান্য ঘটনা প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনগণ সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার অপেক্ষাও অনেক বেশি সুযোগ প্রায়শই লাভ করে। অপর দিকে বুর্জোয়া সমাজে স্বীকৃত বিষয়গুলি জনসাধারণের কাছে অনায়ত্ত থেকে যায়।

১৯৭৩-৭৪-এর শিক্ষা-বৎসরে ১,৫০০,০০০জনেরও বেশি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করেছে। জনসংখ্যার প্রতি ১০ হাজার জনে ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে ফেডারেল জার্মান, অস্ট্রিয়া এবং স্পেন থেকে বুলগেরিয়ার স্থান অগ্রে ; এর ছাত্রসংখ্যা ১১৮, বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যার অন্যতম।

১৯৫১ সালে বুলগেরিয়ায় ৯৯ হাজার ৫ শত বিশেষজ্ঞ ছিল। তন্মধ্যে ৪২ হাজার উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন ; যথাক্রমে আজ ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার এবং ১ লক্ষ ৮৯ হাজার।

প্রধান উদ্দেশ্য

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সোফিয়া, প্লভডিভ্, গ্যাব্রোভো এবং ভার্নায় আমরা গৃহ-

নির্মাণের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখেছি। জনপ্রিয় স্বাস্থ্য নিবাস ভরবেটস্-এ আমরা প্রাসাদোপম বাড়ি ও বাগান বাড়িগুলি দেখেছি যেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক গিয়ে বসবাস করে। আমরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল বরাবর ভ্রমণ করেছি। মাঝে মাঝে নতুন ছুটির আবাসস্থলে এবং পর্যটনকেন্দ্রে আমরা অবস্থান করেছি। ভার্নায় আমাদের চাইকা (গাঙ্গ চিল) দিনে পরিচালিত নার্সারি এবং কিণ্ডার-গার্টেন দেখানো হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং রাজনীতিক ব্যুরোর সদস্য গ্রিশা ফিলিপভের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বুলগেরিয়ার সমৃদ্ধির মান উন্নয়নের ভিত্তি-স্বরূপ, বুলগেরিয়ার আর্থনীতিক বিকাশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে পর্যালোচনা

ফিলিপিনস-এর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফেলিপ মালয় বলেন :

সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে-বুর্জোয়া ধারণা রয়েছে সেই ধারণার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার কোনো পরিমাপ করা যায় না। বুলগেরিয়ার একজন নাগরিকের জীবন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে বংশ, জাতি, ধর্ম এবং বয়স নির্বিশেষে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পর্কগুলি আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। যে-সমাজ সর্বপ্রকারের শোষণ এবং সর্বপ্রকারের সামাজিক নির্যাতন এবং বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছে সেই সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের রূপ আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ভ্রমণকালে তুলনামূলক তালিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে একটি তালিকা তুলে ধরা হল।

ফিলিপিনস	বুলগেরিয়া
জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও অধিক সক্ষম ব্যক্তি বেকার	বহুদিন পূর্বেই বেকারত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে
অধিকাংশ মানুষই তাদের জীবনে চিকিৎসার সুযোগ কাকে বলে তা জানতে পারে না	বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, ন্যূনতম মূল্যে ওষুধ বিক্রি হয়, জন-সংখ্যার প্রতি ৫ শতেরও কম জনে একজন ডাক্তার
গড় শিক্ষাকাল ৪ বৎসর	৮ বৎসর বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং এখন বাধ্যতা-মূলক পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হচ্ছে
একমাত্র ধনীরাই বে সরকারী কিণ্ডারগার্টেনসমূহের সুযোগ লাভে সক্ষম	স্কুল-পূর্ববর্তী সময়ের সকল শিশুদের ৬৮·৬ শতাংশ শিশুই কিণ্ডার-গার্টেনের সুযোগ পায়
জনসংখ্যার অধিকাংশই সরকারি বা বে-সরকারি পেনসন পরিকল্পনাভুক্ত নয়	৫৫ বৎসর বয়সে নারীরা এবং ৬০ বৎসর বয়সে পুরুষরা পেনসন পেয়ে থাকে

ফিলিপিনস্-এর পক্ষে আজ যা সত্য, অতীতে বুলগেরিয়ার পক্ষে অনেকাংশে তা সত্য ছিল। সাইপ্রাসের শ্রমজীবীজনগণের প্রোগ্রেসিভ পার্টির (এ. কে. ই. এল) কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য কোস্টাস প্যাফিটিস্ বলেন, আমাদের যুগে 'জীবনধারার' ব্যাপক অন্তর্নিহিত অর্থ এবং নতুন নতুন বহু উপাদান রয়েছে।

প্রত্যেক বৎসর বুলগেরিয়া শিল্পের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে বহু অর্থ ব্যয় করে থাকে। এতে শিল্পের দুর্ঘটনা এবং পেশাগত রোগ নির্মূল করার পক্ষে অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক শিল্পের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে বা পেশাগত রোগ ভোগ করে থাকে। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে বুলগেরিয়া পরিবেশগত নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করছে এবং এতেও জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে সাহায্য হয়েছে। এর তুলনায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে দূষিতকরণ বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছে।

জীবন-যাত্রার ধারণায় আরেকটি উপাদানও যুক্ত হয়েছে, সেটি হল লুণ্ঠিত বা নিহত হওয়ার ভয় থেকে নিরাপত্তা। বুলগেরিয়ায় যে কোনো ব্যক্তি দিন বা রাত্রির যে কোনো সময়ে পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে, যা নাকি প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীত ধনতান্ত্রিক বাস্তবতায় একেবারে সুদূরপরাহত।

অবশেষে মানুষের প্রতি ঘৃণা-প্রচার এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যখন জনসাধারণ মনে করছে তাদের চিন্তা-ভাবনার আর কোনো স্বাধীনতা নেই। সমাজতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিত্বের সুসমন্বিত বিকাশের আলোকেই এ বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

সমাজতন্ত্র শুধু উচ্চ বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মানই সুনিশ্চিত করছে না, এর চেয়ে আরও বেশি কিছু করছে। সমাজতন্ত্র কর্মস্থলে এবং গৃহে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করছে এবং শান্তিপূর্ণ, সুস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন সুনিশ্চিত করছে। সেজন্যই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনতা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাণে আগ্রহী।

প্রধান প্রধান পরিপ্রেক্ষিতসমূহ

গ্রিশা ফিলিপভের মন্তব্য থেকে

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বুলগেরিয়া সফররত পশ্চিমী সাংবাদিকদের একটি দল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সমকক্ষ হতে আমাদেয় এক হাজার বৎসর, সম্ভবত এমন কি দু-হাজার বৎসর লাগবে। সেই সন্দিগ্ধ মনোভাবের একেবারে যে ভিত্তি ছিল না তা নয়, কারণ বুলগেরিয়া তখন একটি খুবই দরিদ্র এবং পশ্চাদ্‌বর্তী দেশ ছিল। আজ বুলগেরিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক শিল্প-কৃষিভিত্তিক দেশে পরিণত হয়েছে, সেখানে দ্রুত শিল্পের এবং খুবই উন্নত ধরনের যন্ত্র-চালিত কৃষির বিকাশ ঘটছে। আমাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে আমাদের সমাজের প্রকৃতি এবং আমাদের আর্থনীতিক উদ্দেশ্যসমূহ। জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহের পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনই হল আমাদের পার্টির প্রধান লক্ষ্য। আমাদের সমগ্র আর্থনীতিক উন্নয়নে এটি হল প্রধান বিষয়।

আমাদের আর্থনীতিক নীতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এবং আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ সূত্রায়িত করার পক্ষে যে-সমস্ত আর্থনীতিক আইনসমূহ মেনে চলা হয় সেই সমস্ত আর্থনীতিক আইনসমূহের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই আমাদের আর্থনীতিক নীতি কার্যকর করা হয়। আমাদের অর্থনীতির বিকাশসাধন করতে গিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা শক্তিশালী করতে আমরা যাতে অর্থবহ অবদান রাখতে পারি সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে।

এর ফলে সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থিতিশীল হয়েছে। বেকারত্ব স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জীবন সম্ভাবনা আরও ২০ বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তিকে সম্পূর্ণ করা এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর্থনীতিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপদান করাই হল আগামী দিনের কাজ।

এই সমস্ত লক্ষ্যে পৌঁছাবার কাজে, শিল্পে, প্রধানত ভারী শিল্পে উৎপাদনের উচ্চ হার সুনিশ্চিত করতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার বিপ্লবের সকল সাফল্যের পূর্ণ ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প এবং ভোগ্য-বস্তু উৎপাদন শিল্পের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। যে-সমস্ত শিল্প কারিগরি উন্নতিবিধানে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করছে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আর্থনীতিক সংহতির ব্যাপারে অবদান রাখছে সে সমস্ত অধিকতর কার্যকর শিল্পের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদন বিশিষ্টতা এবং সহযোগিতা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বড় বড় উৎপাদন ইউনিট এবং বিরাটকায় কারখানা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। আগামী বৎসরগুলিতে আরও যান্ত্রিকীকরণ এবং আটোমেশন, পূর্ণ বৈদ্যুতিকীকরণ এবং রাসায়নিকীকরণ করা হবে, নতুন নতুন জিনিসপত্রের ব্যাপক ব্যবহার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সময়মতো যাতে কৃষিকে শিল্পের পথে পরিচালিত করা যায় সেজন্য কৃষি-ক্ষেত্রে শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ক্রমশ গ্রহণ করা হচ্ছে। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কসমূহেরও নিখুঁত করা হবে। রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় এই উভয় সম্পত্তির নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং তাদের পারস্পরিক সমৃদ্ধি ক্রমশ তাদের মিলন ঘটিয়ে সমস্ত জনগণের একটি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

এই সমস্ত বিষয় শিল্পের কাজের প্রকৃতির পরিবর্তনসাধন করবে। ভারী শারীরিক এবং অদক্ষ শ্রমের ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং পক্ষান্তরে শিল্প-কাজে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

পারিশ্রমিক পরিমাপ করার আরও উন্নত ধরনের টেকনিক্যাল এবং আর্থনীতিক পদ্ধতি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। নামমাত্র মজুরি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টির গড় আয় দক্ষতার মান ও কাজের বোঝার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমশ সমান করা হবে। নৈতিক প্রেরণা গ্রহণ করবে বৈষয়িক প্রেরণার স্থান।

সমাজের সামাজিক কাঠামোকে নিখুঁত করা আর্থনীতিক নীতির এখনও আর একটি উপাদান। ক্রমেই শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং বেশির ভাগ শ্রমিক আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে। কৃষিতে শিল্পের প্রসার, কাজের শর্ত, উপার্জন, সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ব্যাপারে কৃষক এবং শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।

আমরা ক্রমশ আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনা নিখুঁত করে তুলছি। আমরা রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধীনে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে সমাজ-বিজ্ঞান এবং সমাজ-প্রশাসন অ্যাকাদেমি স্থাপন করেছি। আমরা সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রত্যেকের কাজে দায়িত্বজ্ঞানবৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় সম্মেলন হ্রাস, কাগজেপত্রে কাজের হ্রাস এবং বর্ধিত স্টাফ হ্রাসের সমস্যা-গুলির সমাধান করেছি। আর্থনীতিক ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুবই অপরিহার্য উপাদান।

আমরা জনগণের চাহিদা পূরণ করতে চাই। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জীবনযাত্রার মানের খাড়া উন্নয়নের যে-কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে তা জাতীয়

লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা একে শুধু ভোক্তাদের কার্যসূচীই মনে করছি না, কারণ ক্রমবর্ধমান সামাজিক উন্নয়নের ওপরই জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি অপরিহার্য উপাদানও বটে।

আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত শিশুদের জন্য আমরা দিনে পরিচালিত নার্সারি এবং কিণ্ডারগার্টেনের ব্যবস্থা করব এবং গৃহ-সমস্যার সমাধান করব। বর্তমানে শুধু ৪৩ শতাংশের তুলনায় ৩০ বৎসর পূর্বে গ্রামাঞ্চলের পরিবার গোষ্ঠীতে জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ ব্যক্তি বাস করত। প্রত্যেক পরিবারকে একটি পৃথক ফ্ল্যাট দিতে হলে আমাদের ৮ লক্ষ ফ্ল্যাট নির্মাণ করতে হবে। ডিসেম্বর মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বর্তমান পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ফ্ল্যাট এবং আগামী ১৯৭৬-১৯৮০ পঞ্চম যোজনায় আরও ৬ লক্ষ ফ্ল্যাট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আমাদের জনগণ যে প্রকৃত মুক্ত সময় ভোগ করে থাকে, সেই মুক্ত সময় আমরা আরও বৃদ্ধি করব। আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তাহে কাজের সময় হ্রাস করছি তবে শিল্পসমূহের কাজ-কর্মের দক্ষতার ওপরই অনেকাংশে প্রকৃত মুক্ত সময়ের বিষয়টি নির্ভর করে। আমাদের সাধারণ সামাজিক এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সার্ভিস, পরিবহণ ইত্যাদি পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি সঠিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলেই পার্টি এবং রাষ্ট্র বৃদ্ধদের জন্য ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পেনসন এবং অন্যান্য অর্থমঞ্জুরি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং এতে আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পক্ষে পরিবার এবং তরুণ সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ প্রয়োজন। জন্মের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ছে। জন্মের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা আশা করি এই প্রবণতা চলতে থাকবে।

প্রশ্ন, জবাব, মন্তব্য

সুইডেনের কমিউনিস্ট, বামপন্থী পার্টির প্রতিনিধি **রোদ্‌নি ওম্যান ঃ** আপনারা পরিবার এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নের কি করে মীমাংসা করছেন?

গ্রিশা ফিলিপভ ঃ আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। পার্টি এবং সরকার পুরুষদের ন্যায় নারীদের জন্য মুক্ত সময়ের ব্যবস্থা করতে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। নারীরা যাতে পেশা এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারে সেজন্য বাড়িতে এবং কর্মস্থলে পরিস্থিতি আরও সহজ সরল করার জন্য পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এটা করা হচ্ছে।

রোদ্‌নি ওম্যান ঃ আমি অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। শিল্প এবং কৃষিতেই শুধু সাফল্য অর্জিত হয় নি। শিশুদের লালনপালন, পরিবার, সমাজে নারীদের স্থান সম্পর্কে নতুন মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি বা ততোধিক শিশুসহ পরিবারগুলিকে রাষ্ট্র বিশেষ সাহায্য দিচ্ছে। পূর্ণ বেতনে প্রসূতি-ছুটি ছাড়াও কাজে নিযুক্ত নারীরা সন্তান প্রসবের পর আরও ৬ মাস থেকে ৮ মাস বাড়িতে থাকতে পারবে তবে তা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান কিনা তার উপর নির্ভর করবে। এই সময়ে তারা একটা ভাতা পাবে এবং তারপর সন্তানটির বয়স ৩ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত বিনা বেতনে তাদের ছুটি সম্প্রসারিত হতে পারবে।

শিল্পে শ্রমিক বাহিনীর ৪৬ শতাংশই হল নারী আর কৃষি-ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশের অধিক। কারখানা এবং অফিসসমূহে নেতৃ-স্থানীয় পদে নারীর সংখ্যা এখনও খুবই কম, প্রায় ১৭ শতাংশ। কাজেই এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে এ বিষয়ে এখন তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া হয়েছে।

রাজনীতিক বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ আর এক ব্যাপার। এ ব্যাপারে বুলগেরিয়ার সাফল্য সন্দেহাতীত। সংসদীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৯ শতাংশই হল নারী আর স্থানীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৬ শতাংশেরও অধিক হল নারী। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটিগুলির ৮·৩ শতাংশ সকল সম্পাদকই হল নারী এবং প্রাথমিক শাখাগুলির ২৫·২ শতাংশ সম্পাদকও হল নারী। পার্টি এবং সরকারি সংস্থাগুলির যে-সমস্ত নেতৃস্থানীয় পদ নারীরা অলঙ্কৃত করে আছে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, যে-সমস্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ যারা তাদের দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করতে খুবই ভালোবাসে সে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের অনেক অগ্রেই বুলগেরিয়ার স্থান।

ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **সিলভিয়ো গোমেস ঃ** বিদেশী পর্যটকরা সর্বদাই বেশি সংখ্যায় বুলগেরিয়ায় আসছে। এতে কি বুলগেরিয়ার নিজস্ব অবকাশের দিনগুলোর সুযোগ-সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

গ্রিশা ফিলিপভ ঃ ৮৬ লক্ষ জনসংখ্যার বুলগেরিয়ায় প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ বিদেশী সফরে আসেন। আমরা আমাদের দেশের কীর্তিসমূহ এবং তার সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা অন্যান্যকে দেখাতে সর্বদাই প্রস্তুত। এতে আমাদের দেশের নাগরিকদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ভোগে বাধার সৃষ্টি হয়, একথা আমি বলব না। রাষ্ট্র এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং বর্তমানে আর্থনীতিক মিলিত সংস্থাসমূহও, কৃষি-শিল্প কম্‌প্লেক্‌সসমূহ

এবং আঞ্চলিক লোক-পরিষদসমূহ অবসরকালীন আবাসে অর্থ বিনিয়োগ করছে। স্বাস্থ্য-নিবাসে, ছুটির আবাসে এবং অবসর-কালীন হোটেলে বুলগেরীয়দের যাবার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮৭ হাজার, ১৯৭০ সালে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার এবং ১৯৭৩ সালে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার। ছাত্রদের অবসরকালীন আবাসে এবং শিবিরে যে ২ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্র গিয়েছে উক্ত সংখ্যায় এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

সিলভিও গোমেস ঃ বুলগেরিয়ার আবাসগুলি খুবই উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করেছে। ব্রাজিলেরও সুন্দর সমুদ্র-সৈকত রয়েছে। কিন্তু অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ধারণায় গভীর পার্থক্য রয়েছে।

ব্রাজিলের সমুদ্রতটের বেশিরভাগ স্থানে কৃষক ও জেলেরা দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। বড় বড় শহরের নিকটবর্তী আবাসগুলি বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের মালিকানাধীন এবং একমাত্র ধনীরাই সেগুলি ব্যবহারে সক্ষম।

পক্ষান্তরে বুলগেরিয়ায় অপূর্ব সুন্দর সমুদ্র সৈকত সামনে রেখে আধুনিক রমণীয়তাসম্পন্ন বহু হোটেল, অবসরকালীন আবাস এবং স্বাস্থ্যনিবাস রয়েছে এবং এগুলি প্রধানত শ্রমজীবী জনগণের ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হয়েছে। আমরা ব্রাসিলিয়া, গুয়ানাবারা বা সাওপাওলোর ন্যায় অকল্পনীয় জাঁকজমকপূর্ণ রম্য অট্টালিকা দেখতে পাই নি। আবার আমরা "মালোকাস"-এর মতো সাওপাওলোর উপকণ্ঠে ভয়াবহ বস্তি, ব্রাসিলিয়ার চার দিকে "উদ্বাস্তুর অধিবাস" বা রিওডিজানিরিও-এর পাহাড়ে "ফ্যাভিলাসের" ন্যায় কোনো কিছু দেখতে পাই নি। লক্ষ লক্ষ ব্রাজিলবাসী জঘন্য নরককুণ্ডের মধ্যে বসবাস করছে।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালে জীবন সম্ভাবনা পুরুষের ছিল ৫১ বৎসর আর নারীর ছিল ৫৩ বৎসর। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালে তা যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ এবং ৭৪ বৎসর।

* * *

১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে প্রকৃত আয় ২৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মজুরি ও বেতন ১৬০ শতাংশের ও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

* * *

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্র বিনাব্যয়ে জনসাধারণের মধ্যে কল্যাণ-মূলক সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের প্রতি ১ লেভায় ১১ লেভা ব্যয় করেছে (জনসাধারণের ভোগ্য তহবিল নামে পরিচিত তহবিলের মারফত)।

* * *

১৯৪ সালে পেনসনভোগীদের মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ লেভা দেওয়া হয়েছে; আর ১৯৭৩ সালে যা দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হল ৮৫ কোটি ৪০ লক্ষ লেভা।

১৯৭২ সালে প্রতি ১০ হাজার জনে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ২৩·৬ (ইউ. এস. এস. আর-এ ২৯·৪, এফ. আর. জি-তে ২১, ইউ. এস. এ-তে ১৯·৯, ফ্রান্সে ১৭·৫, বৃটেনে ১৫·৭, জাপানে ১৪·৭, তুরস্কে ৫)। ১৯৫০ সালে প্রতি ১০ হাজার জনে ৬২·৫-এর তুলনায় ১৯৭২ সালে হাসপাতাল এবং চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে রোগীর শয্যাসংখ্যা ছিল ৮৩·৮।

* * *

১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে ভোগ্য-বস্তুর উৎপাদন ২৫গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ

ট্রাভেলস নোটস

আমরা সোফিয়ার বুলগেরীয় বিপ্লবী আন্দোলনের স্মারক সংগ্রহশালা পরিদর্শন করলাম, প্লোভডিভ আঞ্চলিক পার্টি কমিটির নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, সাত্রা প্লানিনা পর্বত-মালায় অবস্থিত বুলগেরীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্মৃতিস্তম্ভ দেখলাম। ১৮৭৭ সালের অগস্টে তুর্কীবাহিনীর বিরুদ্ধে রুশ ও বুলগেরীয় সৈন্যবাহিনী যে-চূড়ান্ত যুদ্ধ করেছিল শিশকায় তার স্মৃতিস্তম্ভ দেখেছি। ১৮৬৮ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে কিংবদন্তীর নায়ক হাড্‌জ ডিমিত্র তাঁর সাথীদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেন—বাজলুডঝ জাতীয় পার্কে তাঁর স্মৃতিপ্রস্তর রয়েছে। ২৩বছর পর এখানেই বুলগেরীয় সোশ্যাল-ডেমক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়েছিল আর ফ্যাসিস্টদের আমলে এ অঞ্চলে ছিল পার্টিজানদের একটা শক্ত ঘাঁটি।

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো-সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড অলেকজাণ্ডার লিলোভের সঙ্গে আমাদের কথা হল।

একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

রুডলফ ওয়েটেঙ্গেল, বিভাগীয় প্রধান, কেন্দ্রীয় কমিটি, জার্মানির সোশ্যালিস্ট পার্টি :

আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে, সমবায়ী কৃষকদের সঙ্গে, নতুন বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা সেই সমস্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, যারা শিল্পায়নের শীর্ষদেশকে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলকে আলোড়িত করেছে এবং যারা এগিয়ে চলেছে এক পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে। আমরা সাক্ষাৎ করেছি ব্লাগোয়েভ ও ডিমিট্রভের উত্তরাধিকারী-দের সঙ্গে—তাঁরা হচ্ছেন বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-সভ্যা যাঁরা উন্নততর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন পরিচালিত করছেন।

বুলগেরিয়ার ৮৬ লক্ষ জনসংখ্যার ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার জন

বি. সি. পি-র সভ্য। তাঁরা হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক, বিজ্ঞানী এবং শিল্পের ম্যানেজার। তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের কাছে তাঁরা পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রত্যেকটি নতুন দায়িত্বের অগ্রণী ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

ব্লাগোয়েভের কর্মস্থল প্লোভডিভে আমরা স্থানীয় পার্টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। এখানে সভ্যসংখ্যা ৫৬ হাজার। শিল্পে প্রতি ৭ জনে একজন কমিউনিস্ট, কৃষিতে প্রতি ৮ জনে একজন, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি ৪ জনে একজন। ৬০ শতাংশ স্থানীয় কমিউনিস্ট উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা শ্রমিক-শৃঙ্খলা, উচ্চ উৎপাদনক্ষমতা এবং উন্নততর কাজের অবস্থা প্রসারিত করে।

অন্যান্যদের মতোই প্লোভডিভে এলাকায় জর্জি ডিমিট্রভ অ্যাগ্রোইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এ কর্মরত ১০ হাজার কর্মীর মধ্যে ১ হাজার ৬৬৯ জন বি.সি.পি. সদস্যের ক্ষেত্রেও খাটে। আর ২৬ সহস্রাধিক কর্মচারী, কৃৎকুশলী ও ইঞ্জিনিয়ার বিশিষ্ট বুলগেরিয়ার সর্বাধুনিক ডেভনিয়া শিল্প কমপ্লেক্সের ৩ হাজার কমিউনিস্টের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৬ লক্ষ ৩০ হাজার কমিউনিস্ট অর্থাৎ সেই সভ্যসংখ্যার ৮৩ শতাংশ এবং ২ লক্ষ ৬০ হাজার অ-সদস্য ও ওয়াই-সি-এলের সদস্য পরিবেষ্টিত এক ব্যাপক স্কীমের আওতায় পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়।

মোট ৩৩ হাজার প্রচারকর্মী, পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভ্য-পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক জনগণের মধ্যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রচার করছে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দর্শন অধ্যয়নের জন্য ২ লক্ষ, রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ৩ লক্ষ, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং বি. সি. পি, সি. পি. এস. ইউ. ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন অধ্যয়নের জন্য লক্ষাধিক নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির জনগণের গভীরে মূল প্রসারিত রয়েছে। তারা লেনিন-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং দেশের বিরাট পরিবর্তনগুলিকে সুদৃঢ় করছে।

লুইস পাদিল্লা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি :

বুলগেরিয়ার জনগণের জয়লাভের এবং সাফল্য সহকারে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পেছনে নিহিত চূড়ান্ত উপাদানগুলির একটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক বুলগেরিয়াকে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ধন্যবাদ যে তার জন্যই বুলগেরিয়া তার স্বাধীনতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরাক্রম ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের প্রতি তার আন্তরিকতা বুলগেরিয়ার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিল নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি স্বরূপ।

ভবিষ্যৎ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি আস্থা অনুভূত হল বুলগেরিয়ার সর্বত্র। আমার নিজ দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে এর তুলনা দেওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রাক্-বিপ্লবী আমলের বুলগেরিয়ার মতো বলিভিয়া লুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে। এক বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বিদেশী একচেটিয়াপতিদের আকর্ষণ করছে। জাতি-গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিকাশের সীমানা অঞ্চল প্রসারিত এবং বলিভিয়া ভূখণ্ডের অংশবিশেষে একটি বিচ্ছিন্নতাকামী রাষ্ট্র (সান্তা ক্রুজ বিভাগ) গঠনের চক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের ঐক্য বিনাশের জন্য স্থানীয় মোড়লতন্ত্রের সহযোগিতায় ওরা কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের সূতিকাবন্ধনে ঝুলে থেকে পুঁজিপতিরা খোলাখুলিভাবে দেশের জাতীয় স্বার্থগুলির প্রতি বৈর আচরণ করছে।

শ্রমিকশ্রেণী, যে-রাজনৈতিক সংগ্রামে ক্রমে ক্রমে চূড়ান্ত স্থান অধিকার করছে, তার নীতিগত লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা। আমরা কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাঞ্জার শাসকগোষ্ঠী, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে ব্রাজিলীয় ফাসিস্টদের হস্তক্ষেপ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিগুলির মৈত্রী দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নেবে, একটি জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সমাজতন্ত্রে যাবার পথ তৈরি করবে।

বুলগেরিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বহুদিন আগেই এ কাজ সমাধা করেছে। উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বুলগেরীয় কমিউনিস্টদের সংগ্রাম, তাঁদের অধ্যবসায় ও ত্যাগ একটি শিক্ষণীয় বিপ্লবী দৃষ্টান্ত।

পেড্রো ভাসকোয়েজ, সদস্য, রাজনৈতিক কমিশন কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট, প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি :

বুলগেরীয়দের সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা হচ্ছে তাদের সজীব, প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ আন্তর্জাতিকতাবোধ। তোমার সাহায্যকারী বন্ধুদের প্রতি ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সাধারণ সংগ্রামে বিশ্বস্ততা ব্যতীত প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবোধ অনুধাবন করা যায় না। "সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় এ-কারখানা তৈরি হয়েছিল।" "আমরা গর্বিত যে আমাদের প্রতিষ্ঠান সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক একীকরণে সাহায্য করছে।" বিভিন্ন কারখানায় আমাদের এ কথাগুলো বলা হয়েছিল। সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা প্রশংসা সহকারে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির কথা জানাল যার ফলে বিশ্ব-

বিদ্যালয় স্নাতকরা সোভিয়েত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

প্যারাগুয়ের কমিউনিস্টরা জানে সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে বিভক্ত করার জন্য, তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংশয় ও বৈরিতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়তাবাদ ও সোভিয়েত-বিরোধিতাকে পুঁজি করে। জর্জি ডিমিট্রভ ও তাঁর কমরেডরা বলেন, যারা শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকামী তাদের মৈত্রী, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একে প্রতিহত করতে হবে। চির-বিপ্লবী ডিমিট্রভের সঙ্গে আমরা সর্বান্তঃকরণে একমত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মনোভাব প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবোধের মানদণ্ড।

আদর্শগত কাজই হচ্ছে মূল

বি.সি.পি-র. রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আলেকজাণ্ডার লিলোভের মন্তব্য থেকে ঃ

ইয়োরোপের অন্যতম প্রাচীন মার্ক্সবাদী দল হচ্ছে আমাদের পার্টি। তিন বছর আগে আমরা ৮০-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। গত শতাব্দীর শেষে প্রতিষ্ঠিত এ পার্টি তার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সংগ্রামের বহু স্তর অতিক্রম করে এসেছে। প্রধান শিক্ষা হচ্ছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বা সমাজতন্ত্র গঠনে কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতিগত বা কৌশলগত কর্তব্যগুলিকে মেলাতে পারে না যদি তার একটি সুসংগঠিত আদর্শগত ফ্রন্ট না থাকে। ঐ ফ্রন্ট পার্টির তত্ত্বকে ছড়িয়ে দেয়, ভবিষ্যৎ-এর সমস্যাবলী ব্যাখ্যা করে এবং বুর্জোয়া আদর্শ ও সুবিধাবাদকে প্রতিহত করে।

অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যদি তার বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষ তৈরি না হয়, নতুন, সমাজতান্ত্রিক গণসচেতনতা সৃষ্টি না হয় এবং তার সঙ্গে আদর্শগত সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা না থাকে।

বি. সি. পি. কেন্দ্রীয় কমিটি ৯ ফেব্রুয়ারিতে আদর্শগত কর্তব্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ডেকেছিল। কেন এ বিশেষ সভা ডাকার প্রয়োজন হল, এ সভার কার্যবিবরণীতে আদর্শের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেবার পেছনে কারণ কি?

আমি পরিষ্কার জানাতে চাই, আদর্শগত কাজের কোনো ব্যর্থতার কারণে এই সভা ডাকা হয় নি। সদাসর্বদাই আমাদের পার্টির একটি বেশ দৃঢ় আদর্শগত ফ্রন্ট রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ও শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটুক না কেন, সর্বকালে ঐ ফ্রন্ট দৃঢ়ভাবে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছে। অবশ্যই কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তার মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বটে। আর সেগুলিকে দূর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু সেগুলি আমাদের আদর্শগত ফ্রন্টের বিকাশের চরিত্র নিরূপণ করে না, আর এ কারণে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকা হয় নি।

বিভিন্ন স্তরের আদর্শগত কার্যকলাপ, বিশেষ করে এর কার্যকারিতার সঙ্গে পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্তরে পার্টি ও দেশের সামনে আগত নতুন লক্ষ্যগুলিকে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই আদর্শগত কাজ উন্নত করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

আদর্শগত ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিকে কোন্ কোন্ প্রধান লক্ষ্যের মোকাবিলা করতে হয়েছে? বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে পার্টির সামনে উদ্ভূত প্রধান সমস্যাবলীর সঙ্গে আদর্শগত কাজকে যুক্ত করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি।

আমরা চাই আমাদের আদর্শগত কাজ সমাজ ও আদর্শগত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক সম্পর্কের আরো পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করুক এবং এ আন্তঃসংযোগী ব্যবস্থায় গতিবেগ সঞ্চারিত করুক। আমরা শ্রমজীবী মানুষের ও যুব সম্প্রদায়ের স্বদেশমূলক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষাকে আরো উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে চাই।

পরিবর্তনসমূহ ও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নতুন প্রক্রিয়াসমূহ সূচিত হবার ফলে নতুন নতুন সমস্যা ও কর্তব্য সৃষ্ট হয়েছে। আমরা মনে করি, আদর্শগত ফ্রন্টের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণাগুলিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নতুন অবস্থাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা, বিশ্বময় আরও লাখো কোটি মানুষকে বর্তমান সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলির সঙ্গে পরিচিত করানো।

আদর্শগত প্রক্রিয়ায় সমাজবিজ্ঞানসমূহের ভূমিকা বাড়তেই থাকবে। আমাদের কালের প্রধান সমস্যাগুলিকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আলোকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং আদর্শগত কাজের ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। আমাদের আদর্শগত কার্যকলাপের জন্য বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি গঠন করা উচিত এবং আমাদের আদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ পর্যায়ের পার্টি পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

* * *

১৯৪৪ সালে বুলগেরিয়ায় ১২ কোটি ৬০ লক্ষ প্রচার-সংখ্যা-বিশিষ্ট ৪২৩টি সাময়িক-পত্র ছিল। ১৯৭৩ সালে ১ হাজার ৪৫৯টি সাময়িকপত্রের ৭৭ কোটি ২০ লক্ষ প্রচার-সংখ্যা। গড়-পড়তা প্রতিটি বুলগেরীয় পরিবার মাসে ৩২টি সংবাদপত্র এবং ২টি পত্রিকা পায়।

* * *

বুলগেরীয়দের ১৫ লক্ষ রেডিও ও ১৩ লক্ষ টিভি সেট আছে। সান্ধ্য বেতার শ্রোতার সংখ্যা ৫০ লক্ষ, টিভি দর্শকের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ।

১৯৪৪ সালে দেশের ১৭টি থিয়েটারের বার্ষিক দর্শকসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার। ১৯৭২ সালে ৫৩টি পেশাদার থিয়েটার কোম্পানি ছিল এবং তার দর্শকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ। ১৯৪৪ সালে মোট থিয়েটার সিনেমার সংখ্যা ছিল ১৬৫টি, দর্শকসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৩ সালে সিনেমা-থিয়েটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৮৬টি—দর্শকসংখ্যা ১১ কোটি ৪০ লক্ষ।

* * *

শ্রমজীবী মানুষের ফলশ্রুতি

আমাদের যৌথ ভ্রমণ-কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা প্রত্যেকে এক একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। অবশ্য আমাদের ধারণা ভিন্নমুখী নয়। আমাদের অনেকেই নিজ নিজ দেশের পার্টি পত্রিকায় এসব নিয়ে লিখতে আগ্রহী। আমাদের কাহিনী সম্ভবত কিছুটা বিষয়মুখী, কারণ আমরা গোড়াতেই বলেছি, আমরা বন্ধুর দৃষ্টি নিয়ে বুলগেরিয়াকে দেখেছি এবং আমরা বৈপ্লবিক পক্ষপাতিত্ব গোপন করার চিন্তা মনে ঠাঁই দেই নি। এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্র এবং কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই আমাদের কালের সমস্যাবলী সমাধান করতে পারে। আমরা নিজের চোখেই দেখেছি এ নতুন জীবনের পথ খুলেছে, একটি জাতির দ্রুত উন্নতি সুনিশ্চিত করেছে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কোনো দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সহজে অর্জন করা যায় না। মানবজাতির প্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানকে দুর্বল করে। ১৯৪৪ সাল এবং তার পরের তিরিশটা বছর যারা তাদের জাতিগুলির সুখের জন্য, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করছিল তাদের কাছে কঠোর পরীক্ষার সময় ছিল।

ক্যাটারিনা মেণ্ডেজ, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা সংক্রান্ত প্রতিনিধি :

১৯৪৪ সাল আমাদের দেশের কাছে আনন্দের বছর ছিল। আমার জীবনে এ ছিল দারুণ, অথচ অত্যন্ত কঠিন একটি বছর। আমি সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে অংশগ্রহণ করছি। এখন আমি গোপন পার্টির একজন কর্মকর্তা।

বুলগেরীয় কমরেডরা সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের ৩০ বছর উদ্‌যাপন করছে। এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে মানব-কল্যাণে কতটুকু করা গিয়েছে তার দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা হয়। কিন্তু ফ্যাসিস্ট পরিবেশে জীবনটা কেমন | বুলগেরীয় কমিউনিস্টরা তা-ও জানে, কারণ তাদের দেশেও একদা ফ্যাসিবাদ ছিল। সেদিনও পর্যন্ত পর্তুগালে ফ্যাসিবাদ ছিল। আমার জীবনের বিগত ৩০টা বছরের ১৮টা বছর আত্মগোপন করে, পাঁচ বছর কারাগারে এবং বাকি সময়টা দেশান্তরে কেটেছে।

পর্তুগালের বর্তমান ঘটনাবলী দেখিয়ে দেয় আমার দেশ এবং বুলগেরিয়ার এককালের অভিজ্ঞতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আমাদের দুই জাতি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও প্রগতির সপক্ষে লড়াইয়ে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে। একটি ব্যাপারে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসে অনেকটাই মিল রয়েছে। বিপ্লবী সংগ্রামগুলিতে উভয় পার্টি ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে, উভয়ই আত্মগোপন থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং অত্যাচার সহ্য করেছে। আমাদের পার্টি দুটি সর্বদাই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, তাদের ব্যাপক জন-সমর্থন ছিল। শেষত, বুলগেরিয়াও একদা পশ্চাৎপদ দেশ ছিল। পর্তুগাল আজও পশ্চাৎপদ এবং এখন গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবর্তনের নীতি ঘোষণা করেছে।

এ সমস্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় আমরা বুলগেরীয় কমিউনিস্ট-দের অভিজ্ঞতাগুলি পর্যালোচনা করে দেখতে অনুপ্রাণিত হই। ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভাষণ প্রসঙ্গে জর্জি ডিমিট্রভ বলেন, গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্তম্ভগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর পুঁজিবাদী একাধিপত্য সঙ্কুচিত না করে ফ্যাসিজমকে উচ্ছেদ, শ্রমজীবী জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ দান, সেগুলিকে সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা যায় না।

ভাসিলি ভেনেৎসেনেপুলো, এই সাময়িকপত্রের জন্য নিযুক্ত গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি :

বুলগেরিয়ার মতে গ্রীসও ফ্যাসিস্ট দখলদারি থেকে ৩০ বছর আগে মুক্ত হয়েছে। দখলদারির সময়ই অবশ্য মুক্তিসেনারা ফ্যাসিস্ট দের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে তাড়িয়েছিল এবং জনপ্রিয় শক্তি দেশের একটি বিরাট অংশে বিস্তৃত হয়েছিল।

যাহোক শেষ পর্যন্ত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী এদেশে বিপুল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতে এল এবং দখল-দারির আমলে অত্যাচার ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সেই পুরনো শাসকদের পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল। এই কারণেই গ্রীসের সাম্প্রতিক ইতিহাস এত মর্মান্তিক : আমাদের মাতৃভূমিতে বিদেশী সামরিক ঘাঁটি তৈরি হল এবং একটিমাত্র সত্য কথা বলার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষদের জেলে পোরা হল।

এটাই হল, প্রতিবিপ্লবের প্রকাশ্য রপ্তানির ফল। অত্যন্ত নগ্নভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ইচ্ছা গ্রীক জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে তাদের পছন্দমতো বিকৃত করে

কদর্থ করে থাকে। তারা বিশ্বজুড়ে একথা প্রচার করতে চায় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি "বিপ্লব রপ্তানি করছে"। অন্যান্যদের মধ্যে বুলগেরীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে এটা মিথ্যে। ১৯৪৪ সালে স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে উৎখাত করে আমাদের বুলগেরীয় প্রতিবেশীরা সে দেশের বিতাড়িত ফ্যাসিষ্ট সরকার কর্তৃক প্রেরিত দখলদারী সেনা গ্রীস থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

সমাজতন্ত্রী বুলগেরিয়ার সমকালীন ইতিহাস অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির মতো বিতর্কাতীতভাবে এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে বিপ্লব রপ্তানির প্রয়োজন পড়ে না, শুধু তা-ই নয়, এই দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র গড়েই উঠেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ সম্মান দিয়ে।

নবীন, মুক্ত, স্বাধীন ও সুখী বুলগেরিা গ্রীসের মেহনতী জনগণের কাছে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নমুনা মাত্রই নয়, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব মূর্ত রূপ। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য, নয়া-গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত গ্রীসের জনগণও শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথেই যাত্রা শুরু করবে।

পল কোর্তিউ, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ঃ

যদি কোনো ব্যক্তি ৩০ বছর পরেও সমস্ত দিনক্ষণ মনে করতে পারেন এবং দৈনন্দিন ঘটনাবলী বিচার করতে সক্ষম থাকেন তিনি নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ-দুর্দশার কথা জানেন। ১৯৪৪-এর ২১-২২ জুন ঃ আমাদের মালগাড়ির মধ্যে গাদা করে ভর্তি করা হল—প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দু-হাজার মানুষ, একফোঁটা জল নেই। কুঠুরি এত ছোট যে আমরা কেবলমাত্র দাঁড়ানোর স্থান পেলাম। আমাদের দাচাউতে চালান করা হল।

১৯৪৪-এরই সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে আমাকে একটি মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করতে দেওয়া হল। দাচাউতেই বন্দীদের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সামনের সারিতে বসা নাৎসীরা জানতই না যে এই সঙ্গীতানুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের মধ্যেকার কমিউনিস্টরা এবং প্যারিসের মুক্তির উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানটি উৎসর্গীকৃত ছিল।

সেই অন্ধকার দিনগুলিতে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছি যা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করবে। সেই বিশেষ দিনগুলিতে, যখন আমরাম নির্যাতন-শিবিরে অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় রত, অবশ্য কেউই জানতা না যে বুলগেরিয়ার শ্রমজীবী জনগণ সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। পূর্ব ইয়োরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি নি।

আমি এখন সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়া ভ্রমণ করছি।

বুলগেরীয় ও ফরাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মিল সম্পর্কে আমার বিশেষ জানা ছিল। ঐ দেশ ভ্রমণকালে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশের কোথাও যেন আমি রয়েছি। হয়তো এই মিলগুলি থেকে এই চিন্তাই জোরদার হয় যে সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে বুলগেরিয়ার সাফল্য শুধুমাত্র তার জনগণের জীবনেই পরিবর্তন আনে নি, অন্য দেশগুলির কাছেও তা উদাহরণস্বরূপ।

বুর্জোয়া প্রচার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অকার্যকারিতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্র সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং ব্যক্তির উন্নতি ঘটিয়ে থাকে।

আমি অবশ্যই বুলগেরিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে চাই না। এদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ইতিহাস এবং ভিন্ন অগ্রগতির ধারা রয়েছে। কিন্তু আমি এ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল যে আমার দেশের চেয়ে বুলগেরিয়ার একটি বেশি সুযোগ রয়েছে ঃ সেদেশে অর্থনীতির আধুনিক জরুরী দিকগুলি গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যার ফলে ঐ দেশটি এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে।

সর্বস্তরের জনগণের আওতায় সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার এক সার্বিক উদ্যোগ আমি সেদেশে দেখতে পাই। শ্রমিক ও কৃষকের সন্তান উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সহজ সুযোগ পায়। আমার দেশের ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে বুলগেরিয়ার বুদ্ধিজীবীরা জনগণের মধ্য থেকে সৃষ্ট হল, প্রাসাদ থেকে নয়। এদেশে কারিগরি উন্নতি সমাজের প্রগতির সঙ্গে সমতালে হয়। এটাই সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে মূল ফারাক, শেষোক্ত আর্থনীতিক পথে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লব সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে সক্ষম হয় না।

ফেলিপে সুয়ারেজ, এই সাময়িকপত্রে চিলির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ঃ

প্রিয় বুলগেরীয় বন্ধুরা! আমরা আপনাদের দেশের বহু শহর গ্রাম পর্যটন করেছি এবং সর্বদাই ব্লাগোইয়েভকে পার্টিকে আমরা স্মরণ করে থাকি যার নেতৃত্বে বুলগেরীয় জাতির বিপুল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের প্রত্যক্ষরূপ আমাদের মনে বিপ্লবী চিন্তা ও কার্যকলাপের মহান ব্যক্তিত্ব ডিমিট্রভের ভাবমূর্তি মনে করিয়ে দেয়। আমরা জানি ১৮৭৮, ১৯২৩ ও ১৯৪৪ আপনাদের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। ঐ বছরগুলিতে যথাক্রমে জাতীয় স্বাধীনতা, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ফ্যাসি-বিরোধী অভ্যুত্থান এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল। বুলগেরিয়াকে মুক্তি, স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র এনে দিতে

যারা রক্ত দিয়েছিল আমরা তাদের পুনরায় স্মরণ করি। আমরা এ-ও অবহিত যে আপনাদের প্রতিটি জয় অত্যাচার ও শোষণে জর্জরিত দেশসমূহের মুক্তির প্রতি এক একটি অবদান। চিলিতে জন্ম হলেও আমি আপনাদের ভাই হিসেবেই নিজেকে মনে করি।

আমি জানি, আমার দেশের প্রতি সংহতিতে আপনাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়। আমি এ-ও জানি, আপনারা আমাদের দুঃখের অংশীদার, আমাদের দেশের জনগণের উপর অত্যাচারের কথা শুনলে আপনাদের হৃদয় রক্তাক্ত হয়। যতদিন চিলিতে নর-নারী-শিশুর রক্ত ঝরবে, বিশ্বব্যাপী কোনো সুস্থ মানুষই প্রতিবাদ থেকে বিরত হতে পারেন না। চিলির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে, সেখানে পশুর রাজত্ব কায়েম থাকলে এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে বেআইনী করা হলে কেউই স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারেন না।

আমাদের জনগণ নির্যাতনভোগ করছেন। কিন্তু তাঁরা লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে অত্যাচার ও পাশবিকতার শেষ একদিন হবেই এবং জনগণ পুনরায় মুক্তি অর্জন করবেই। বুলগেরিয়ার বিদ্রোহী কবি জিও মিলেভ আশা ও সংগ্রামের সুরে আহ্বান দিয়েছিলেন "সেপ্টেম্বর মে হবে!" এবং বুলগেরিয়াতে তাই ঘটেও ছিল। কিন্তু আমাদের সেপ্টেম্বর নিকষ অন্ধকার আর বিয়োগান্তক। অন্য জাতিসমূহের সংগ্রাম ও সক্রিয় সংহতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে আমাদের জনগণের সংগ্রাম জয়ের এবং হত্যাকারীদের শাস্তি-দানের দিনকে এগিয়ে আনবেই। আমরাও মে-দিনকে ফিরে পাব, অবশ্যই পাব। আমাদের দেশের মানুষ আবার হাসবে, বেঁচে থাকার ও দেশ গড়ার আনন্দ পুনরায় ফিরে পাবে।

পাভেল আওয়েরস্‌পার্গ, চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ-র কার্যকরী সচিব ঃ

৩০ বছর আগে যাঁরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করা। উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে রত আজকের বুলগেরিয়াকে আমরা যা দেখছি তা ৯ সেপ্টেম্বরের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরাট স্বপ্নকেও অতিক্রম করে গেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি মুক্ত জাতির একনিষ্ঠ শ্রমের ফলেই এই সাফল্যগুলি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৮ সালে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক পঞ্চম কংগ্রেসের ফলাফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি, ঐ কংগ্রেস থেকেই সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের ভিত্তি রচিত হয়। শেষবারের মতো প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে **জর্জি ডিমিট্রভ** সমাজতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল ১৯৫৬-র প্লেনামের উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি, ঐ প্লেনাম থেকে পার্টি-জীবনে লেনিনীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন এবং পরবর্তী অনেক বছরের জন্য রাষ্ট্র ও সমগ্র বুলগেরীয় সমাজের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের বর্তমান লক্ষ্যসমূহ, এর ভবিষ্যৎ অগ্রগতি বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়, যা এখন সমগ্র জাতি সম্পাদন করছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, কারখানায় ও সমবায়গুলিতে আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সাথে বুলগেরিয়ার সাচ্চা আন্তর্জাতিক মৈত্রী সে দেশের সমস্ত আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিজয়গুলির ভিত্তি এবং পূর্বশর্ত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির শুরুর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নতুন কারখানাগুলি দেখে, বুলগেরীয় আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে সমীক্ষা করে এবং অন্য সমাজতন্ত্রী দেশের সতীর্থদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার রূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে আমরা দেখেছি সমাজবাদী পরিবারের সদস্য দেশগুলির মধ্যে কী বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সহযোগিতা চলছে। আগামী বহু বছরের কথা মনে রেখে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে নিকটতর সম্পর্ক গঠনের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি তারা স্থাপন করেছে।

ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-র** সম্পাদকীয় পর্ষদের সদস্যদের যৌথ সফর একটি আদর্শ ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রী বুলগেরিয়াতে আমাদের সফর আমাদের কাছে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। হাতে-কলমে সমাজতন্ত্র দেখে, এর সুযোগ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আমরা মতামত বিনিময় করেছি এবং সমাজতন্ত্র গঠনকর্মের প্রকল্প-গত দিক একটি ঐকমত্য দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করেছি। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনকালের দুরূহ ও জটিল পদ্ধতিগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি। এর থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বর্তমান সময়ের প্রধান এবং সিদ্ধান্তকারী শক্তি আজকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন দিক আমাদের সাময়িক পত্রে ফুটিয়ে তুলতে আরও অনেক বেশি সচেষ্ট অবশ্য হব।

* * *

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪। এই দিনটিতে আমরা অন্তরের অন্তঃস্তলে বুলগেরীয় বন্ধুদের সঙ্গে আছি। মনে হচ্ছে, আমরা আবার সোফিয়াতে এসেছি, এই মহান দিনের স্মৃতি বিজড়িত স্কোয়ারটি অতিক্রম করে চলেছি অন্যদের সঙ্গে মিছিলে। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের ত্রিশবর্ষপূর্তি বুলগেরিয়ার ইতিহাসে এক মহান দিন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও এ-দিনটি একটি দিকচিহ্ন। বিশ্বের যে-কোনো স্থানে সমাজতন্ত্রের বিজয় আমাদের ঐতিহাসিক আদর্শের প্রতি আরও বেশি অনুরক্ত করে তোলে। এই কারণেই বর্তমান সমাজবাদী দেশগুলি শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট লাভ। বুলগেরিয়ায় আমরা যা কিছু দেখেছি তাই আমাদের হৃদয় নাড়া দিয়েছে। কারণ একজন কমিউনিস্টের হৃদয় সমস্ত জীবন ধরে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত। এবং আমাদের শ্রেণী-সহযোদ্ধা বুলগেরীয় কমিউনিস্টরা যা অর্জন করেছে তা এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

অর্থনৈতিক অরাজকতার কবলে চিলি

জুণ্টার অপশাসনের এক বছর

অর্ল্যাণ্ডো মিল্লাস
চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য

এক বছর হল চিলি সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ একচেটিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এক গণতন্ত্রবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, উৎকট স্বদেশীয়ানাভক্ত, জঙ্গী গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের অধীনে শাসিত হচ্ছে। এবং এই এক বছরে তার ব্যর্থ নীতিগুলোর জন্যে শুধু নয়, মুখ্যত তার শ্রেণীচরিত্রের জন্যেই, যা দিয়ে তার সমস্ত সক্রিয়তা নির্ধারিত হয়ে থাকে, জুণ্টার শাসন গোটা দেশটাকে একটা অরাজকতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার ফন্দি করেছে। পিনোচেতের প্রভুরা কি চায় এবং বর্তমান শাসকদের দুর্নীতি কতদূর যেতে পারে, চিলির অর্থনৈতিক অবস্থা তারই প্রমাণ দেয়।

সামরিক অভ্যুত্থানের আগের অবস্থা

উত্তরাধিকার সূত্রে জুণ্টা যে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কর্তৃত্ব পেয়েছে, জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তের জন্যে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকলেও, সেটা মূলত ছিল স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ একটা বিকাশমান অর্থনীতি।

১৭ জুলাই, ১৯৭১ সালে সরকার চুকুইকামাতা, এল তেনিয়েন্তে, এক্সোতিকা, এল সালভাদোর এবং আন্দিনা প্রভৃতি বড় বড় তামার খনিগুলির মালিকানা নিয়ে নেন। উত্তর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের কাল থেকে এইভাবেই আমাদের বৃহত্তম জাতীয় সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তার পরের কাজ ছিল মার্কিনী পরিচালনায় যে-সব সমস্যা জমে উঠেছিল সেগুলির সমাধান করে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।[১] সোভিয়েত খনি-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য এবং আমাদের শ্রমিকদের উৎসাহে সেই সমস্যাগুলির সমাধান দুই বছরে হয়ে যায়।

১৯৭১-৭২ সালের মধ্যেই সেচ এলাকায় ৮০ হেক্টেয়ারের ঊর্ধ্বে জমি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে, সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়া হয়।[২]

একচেটিয়া ঋণদান ক্ষমতা ভাঙার জন্যে শতকরা ৯৫ ভাগ আমানত সংগ্রহকারী ও দেশের আর্থিক মূলধনের শতকরা ৯৬ ভাগের মালিক ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে তাদের ব্যবহার করতে থাকে।

আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বণ্টন ব্যবস্থা। এগুলি ছিল দেশের বৃহত্তম ও আগেকার একচেটিয়া মালিকানাধীন কারখানা, যারা দেশের মোট শ্রমিক-দের শতকরা ২০ ভাগ নিয়োগ করে মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ যোগান দিত।

পূর্ববর্তী দুইটি সরকারের তুলনায়, জনপ্রিয় সরকারের প্রথম দুই বছরে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৃতীয় বছরে "পুঁজিপতিদের ধর্মঘট", বিদেশীদের আর্থিক অবরোধ এবং ব্যাপক অন্তর্ঘাতমূলক কাজ প্রভৃতির যৌথ প্রতিক্রিয়া বিকাশের হার বাধা পায়।

সরকারের গঠনমূলক নীতি তাদের কি দিয়েছে, সে সম্পর্কে চিলির শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ পূর্ণমাত্রায় সচেতন। জাতীয় মজুরির পরিমাণ ১৯৫৯-৬৪ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৯ ভাগ থেকে, ১৯৬৫-৭০-এ দাঁড়ায় শতকরা ৫১ ভাগ এবং জনপ্রিয় সরকারের আমলে তার পরিমাণ হয় শতকরা ৫৮ ভাগ। ৬-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯৯ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ১৮·২ ও ৩৪·৯ ভাগ। বছরে ৫ কোটি লিটার দুধ শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের সরবরাহ করে, সরকার শিশুমৃত্যুর হার খুব কমিয়ে আনেন।

জনপ্রিয় শাসনের সাফল্যগুলির তাৎপর্য ছিল প্রকৃতই

---

১ পর্বতপ্রমাণ ধাতুমল জমে থাকা, যন্ত্রপাতির জরুরী মেরামতি না করে ফেলে রাখা, যন্ত্রাংশের ঘাটতি, খনিগুলির উপর নির্মম শোষণ এবং তাদের সম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা।

২ সমস্ত কৃষি-জমির শতকরা ৩৫ ভাগ ও সেচযুক্ত জমির শতকরা ৪৫ ভাগ তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

ঐতিহাসিক, কিন্তু অন্তর্ঘাত, অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি ও ব্যাপক ধরনের দক্ষিণ ও "বামপন্থী" বিচ্যুতির জন্যে তাদের শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য রেনে কাস্তিল্লো লিখেছেন, "সরকারের সামাজিক সমর্থনের বনিয়াদ ক্ষয় করার জন্যে বুর্জোয়া দলগুলি অত্যধিক দাবি পেশ করার জন্যে শ্রমিকদের উস্কানি দিতে থাকে। তার চেয়েও যা মারাত্মক তা হল অতিবাম এবং পপুলার ইউনিটি মোর্চার কোনো কোনো অংশ তাদের প্রভাবে পড়ে একই উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকে। নকল বিপ্লবী বুলিতে তাদের দাবিগুলি ঢাকা থাকত। পিছন থেকে যারা তাদের মদত দিয়েছে তাদের নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রমিক জনতার কোনো কোনো অংশকে ক্ষেপিয়ে তুলে তারা যে আসলে সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানকামীদেরই সাহায্য করছে, এর জন্যে তাদের কোনো পরোয়া ছিল না।"[১]

উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে একাগ্রভাবে সচেষ্ট হওয়ার অক্ষমতা, পরিকল্পনার গুরুত্ব ছোট করে দেখা, আর্থিক সঙ্কট ও প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির প্রতি একটা লঘু, উপেক্ষার মনোভাব ইত্যাদি সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে সরকারের সক্রিয়তা ব্যর্থ হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে সাহায্য হতে থাকে।

আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে বিপ্লবের "যথেষ্ট অগ্রগতি হতে পারে যদি তার সামাজিক বনিয়াদ সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলা যায়। এটা মুখ্যত অর্থনৈতিক নীতির উপরে নির্ভর করে। চূড়ান্ত রাজনৈতিক সাফল্যের পরে, বিপ্লবের বিজয় সম্ভাবনার জন্যে অর্থনীতি ক্ষেত্রটাই সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।"[২] বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি সংগ্রামী শরিকদের কাছে তখন অন্তর্বর্তীকালের জন্য সঠিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রামের ধরন ও পদ্ধতি নির্ণয় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও বাস্তব সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

সামরিক অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ পরিণাম

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালের ফ্যাশিস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ব্যাপক হত্যালীলা ও ব্যাপক হারে কাগজী টাকা ছেপে বের করার তোড়জোড়। একদিকে শুরু হয় লা মোনেদা প্রাসাদ আক্রমণ, রাষ্ট্রপতি আলেন্দের হত্যা, শিল্পকেন্দ্রগুলির উপর সশস্ত্র অভিযান, পাশব নির্যাতন, বন্দী-শিবির ও জঙ্গী আইনের শাসন, আর অন্যদিকে জুন্টা তার সন্ত্রাসের রাজ চালু করার জন্যে কাগজী টাকার বন্যা বইয়ে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ডলার দিয়ে এই অভ্যুত্থানের খরচ যোগায়। ধর্মঘটী লরী-মালিকদের জন্যে ডলারের বন্দোবস্ত হয়, গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করার জন্যে কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ডলারের ঘুষ দেওয়া হয়। অধিকাংশ জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের নগদ প্রাপ্তি ঘটে ৫ লক্ষ ডলার, আর সামরিক বাহিনীর বড় কর্তাদের নামে বিদেশী ব্যাঙ্কে আরো বেশি অঙ্কের টাকা জমা রাখা হয়। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডারদের জন্যেও ব্যবস্থা ছিল বেশ ঢালোয়া। সর্বসাকুল্যে প্রায় ১০ কোটি ডলার টাকা দেখা যায় হঠাৎ চিলির বাজারে হাতে হাতে ঘুরছে (তা ছাড়াও ফ্যাশিস্ট পাত্রিয়া ই লিবেরতাদকে টাকা দেওয়া হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্যে), যা জাতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করার দরকার হয়ে পড়ে।

একটা চরম নীতিহীন কৌশলের মাধ্যমেই এই কাজটা সেরে ফেলা হয়, যার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদীরা ঘুষ দেওয়াকে সরকারিভাবে নীতি হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সরকার ডলারের ক্ষেত্রে "মুক্ত" নীতি গ্রহণ করে। যদিও দেশে আইন আছে যে কেউ বিদেশী মুদ্রা রাখতে, কিনতে অথবা বেচতে পারবে না। এখন জুন্টা শাসনে যেহেতু সেই আইন বাতিল হয়েছে, তাই ব্যাঙ্কগুলি কোনো প্রশ্ন না তুলেই ডলারের বিনিময়ে ফীত হারে ৮৫০ এস্কুদো দিয়ে যাচ্ছে। অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে ৬ কোটি ডলার হাত বদল হয়েছে এবং তারই জের হিসেবে জুন্টাকে ৫ হাজার কোটি নতুন এস্কুদো ছাপতে হয়েছে। এবং এই কাণ্ড ঘটেছে এমন এক দেশে যেখানে মাত্র ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩-এ মোট প্রচলিত টাকার পরিমাণ ছিল ৬৩৮০ কোটি এস্কুদো।

জুন্টা শাসন মূলধনী পুঁজিকেও "মুক্ত" করে দিয়েছে। যে-সব লগ্নীকারকদের সামরিক অভ্যুত্থানে ও আগেকার অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতে ভূমিকা ছিল, এখন বুক ফুলিয়ে তাদের সম্পদের "নীট মূল্য" বলে বেড়াচ্ছে, অথচ কোথা থেকে এই টাকা এসেছে তা বলছে না বা তার জন্যে কোনো করও দিচ্ছে না।

কিন্তু চিলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যে টাকার দরকার আরো বেশি। অন্য সব কিছু বাদ দিয়েও, সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের মাইনে বেশ কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে এবং সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে সেই সঙ্গে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩-এ বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৭৩০ কোটি এস্কুদো, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তার পরিমাণ দাঁড়াল ১১৯৬০

---

১ কাস্তিল্লো : বিপ্লবের শিক্ষা ও পরিপ্রেক্ষিত, চিলির চিঠি, ডবলিউ. এম. আর. জুলাই ১৯৭৪।

২. পোনোমারিয়েভ : বিশ্ব-পরিস্থিতি ও বিপ্লবী প্রক্রিয়া, ডবলিউ. এম. আর. জুন. ১৯৭৪

কোটি, এবং জুন্টাকে আরো বাড়তি ৭২৩০ কোটি এস্কুদো নোট ছাড়তে হয়।[১]

পুঁজির বড় মালিকদের এর থেকে সুদিন আর কখনো আসে নি। তারা জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্ত, দখলীকৃত বা স্বতন্ত্রীকৃত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা আবার ফেরত পায়। কিন্তু তারা দাবি করে আরো বেশি—দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং তা পেয়েও যায়। ১৯৭৩ সালের শেষ তিন মাসে তাদের ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ বেড়ে যায় শতকরা ১০৪ ভাগ। এবারেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আবার নোট ছাড়ে, তার পরিমাণ হয় ৪০০০ কোটি এস্কুদো।

এগুলিকে সরাসরি দেশকে লুঠ করে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশে শুরু হয় এক বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি। ফ্যাশিস্ট অভ্যুত্থানের আর্থিক বোঝা বইতে হয় চিলির মানুষদের, কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে এস্কুদোর মূল্য যায় কমে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ডলারের সঙ্গে তার বিনিময়ের যে-হার ছিল ৫০, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ডলার প্রতি ১ হাজার এস্কুদো, অর্থাৎ গড়ে শতকরা ১৯০০ ভাগ বৃদ্ধি। অথচ সেই ডলারের মুদ্রা-মূল্যই আবার মুদ্রাস্ফীতির চাপে প্রভাবিত।

বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় আমাদের হাতে সরকারী যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক তথ্য আছে তা হল ১৮ মার্চ, ১৯৭৪-এর। বিগত ছয় মাসে কাগজী টাকার প্রচলন পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩-এর ৬৩০০ কোটি থেকে ১৮ মার্চ ১৯৭৪য়ে ১২০২০ কোটি টাকা)। জনপ্রিয় সরকারের আমলে নোটের প্রচলন বছরে শতকরা ২০০ ভাগের চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ১৮ মার্চ, ১৯৭৪-এর মধ্যে তার বৃদ্ধির হার হল শতকরা ৪৬১·৮ ভাগ। অভ্যুত্থানের সময়ে বেসরকারি জনগণের হাতে টাকার পরিমাণ ছিল ১২১২০ কোটি, আর ১৮ মার্চ তা হয়েছে ৩১১৩০ কোটি এস্কুদো।

শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্মমভাবে কমিয়ে এনে এবং মধ্য স্তরের মানুষদের সর্বনাশ করে জুন্টা শাসন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছুটা কমাতে পেরেছে। কিন্তু সর্বোচ্চ আয়-গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ব্যাঙ্কে জমানো টাকার পরিমাণ বাড়িয়েছে তিন গুণ, স্থায়ী-আমানত ও পরিবর্তনযোগ্য মুলধনের পরিমাণ করেছে দ্বিগুণ। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির চাপ এখনো যথেষ্ট বর্তমান। অভ্যুত্থানের ৯০ দিনের মধ্যে দেশে শেয়ারের মূল্য বেড়েছে শতকরা ৪ হাজার ভাগ।[২]

সুতরাং অভ্যুত্থানের নায়কদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার খেসারত দিতে হচ্ছে চিলির জনগণকে। বড় বড় পুঁজিপতিদের কাছে মুদ্রা-স্ফীতি হল অতিরিক্ত মুনাফার আরেক উৎস। ফ্যাসিবাদ জনগণের কাছে যতোই নারকীয় হোক না কেন, মুনাফাশিকারী-দের কাছে তা স্বর্গরাজ্য।

জুন্টার নীতি

চিলিতে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি; এই জুন্টা হল তাদের ভৃত্য। রাষ্ট্রপতি আলেন্দে যে-খনি জাতীয়করণ করেছিলেন, জুন্টা সেই খনিগুলিসহ তামার সমগ্র বাণিজ্য আবার অ্যানাকোণ্ডা ও কেন্নেকট কোম্পানি ও তাদের ম্যানেজারদের (যেমন জাউচুয়েভিক) হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। এটা আসলে হল জাতীয়করণ রদ করা, যদিও সে কথা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তামার খনিগুলোর যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, পেট্রল, পরিবহণ ব্যবস্থা, নানা সংশ্লিষ্ট দ্রব্য, বিস্ফোরক পদার্থ এমন কি শ্রমিকদের পোশাক ও খাবারের যোগান নিয়ন্ত্রণের ভার অ্যানাকোণ্ডা ও কেন্নেকট কোম্পানির হাতে। ফলে তামা বিক্রি, পরিবহণ ও বীমা বাবদ মুনাফা ছাড়াও এই সব থেকে তাদের মুনাফার পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে তামার জন্যে যে-দাম তারা দেয় এইসব থেকে তাদের মুনাফা তার চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশি হয়ে থাকে।

বর্তমানে তামা পাউণ্ড প্রতি দেড় ডলারের বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে, তার অর্থ হল চিলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।[৩] কিন্তু সামরিক জুন্টা সেই সমৃদ্ধি আনতে পারে নি, কারণ তামার সবটাই আবার দখল করে নিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কংগ্রেসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও আইনগুলিকে লঙ্ঘন করে, সাংবিধানিক সংস্কারগুলি লঙ্ঘন করে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে শুধু অ্যানাকোণ্ডা ও কেন্নেকট এই দুই মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাই লাভবান হয় নি। অন্যদের মধ্যে আছে আই.টি.টি., ডাউ কেমিক্যালস এবং পেপসি কোলা, এদের মধ্যে শেষেরটি চিলির অগাস্তিন এডোয়ার্ড পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। সেরভি সেরিয়াস ইউনিডাস-কে তাদের

১ পরিকল্পনা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত এক প্রচার সূত্রে ১৯৭৩ সালের শেষ তিন মাসের নেতিবাচক ঘটনা হিসেবে পাবলিক সার্ভিসে ৮৬ শতাংশ ব্যয়বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, যার ৮২ শতাংশ খরচ হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন, সৈন্যবাহিনী ও ক্যারাবিনোদের জন্যে।

২ বোর্ডের রিপোর্টে একই সময়ে বেসরকারি ক্ষেত্রে "আধা-মূলধনের" পরিমাণ ১৭৩ শতাংশ, স্থায়ী আমানত ১২৭ শতাংশ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বণ্ড ১০৭ শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

৩ পাউণ্ড প্রতি তামার দাম কিভাবে ওঠা-নামা করছে তার কিছু তথ্য হল: ১৯৬৫—৫৮·৬৪ সেন্ট, ১৯৬৬—৬৯·৪৭ সেঃ, ১৯৬৭—৫১·১৩ সেঃ, ১৯৬৮—৫৬·১০ সেঃ, ১৯৬৯—৬৬·৫৬, ১৯৭০—৬৪·১০ সেঃ, ১৯৭১—৪৯·৭২, ১৯৭২—৪৮·৫৫ সেঃ, ১৯৭৩—৮১ সেঃ, ১৯৭১-৭২ সালে দামের নিম্নগতি জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির ব্যাপার হয়ে যায়।

সমস্ত কারখানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, জনপ্রিয় সরকারের আমলে যে-সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা বাতিল করে, চিলিতে পেট্রলের যোগান দেওয়ার জন্যে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি ও তার শাখা সংস্থা 'এসো'কে লক্ষ লক্ষ ডলার দেওয়া হচ্ছে। তেলের ব্যাপারে তাদের আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলুপ্তির পরে চিলির জনগণ দেশের বৃহত্তম শিল্পসংস্থাগুলির উপর যে-মালিকানা হারিয়েছে, তা এখন গেছে অগাস্তিন এডোয়ার্ড, পিরেলিয়া, দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, সুদামেরিকানা ত্ব ভাপোরেস, মাত্তে আলেমান্দ্রি ও অন্যান্য পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাছে।

ডেমোক্রিশ্চিয়ান সরকারের ভূমি-সংস্কারের ফলে যে ১৪০৩টি জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৬৪-৭০), জনপ্রিয় সরকারের আমলে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো ৪০৭৫টি। সামরিক জুন্টা সেই নীতি বদলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ২৬৪৪টি জমিদারী ফেরত দিয়েছে এবং ১১০৭টির উপর থেকে বাজেয়াপ্তকরণের নির্দেশ নাকচ করে দিয়েছে। ফলে ভূমি-সংস্কারের মৃত্যু ঘোষিত হয়ে দেশে আবার জমিদারতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটছে।

ফ্যাশিস্ট জুন্টা তার নিজের শাসনের সপক্ষে একটা মতাদর্শগত ভিত্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। তাদের বক্তৃতা ও সরকারি বিবৃতিতে তিনটি পরস্পর-নির্ভর ধারণার কথা শোনা যায়ঃ মালিকদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে "প্রতিষ্ঠানসমূহের সংহতি সাধন" যা এক 'সর্বাত্মক "সুসংহত সমাজের" বনিয়াদ হিসেবে কাজ করবে এবং উদার নীতির ভিত্তিতে এমন এক "বাজারী অর্থনীতি" কায়েম করতে হবে যাতে একচেটিয়াদের ক্ষমতা সুনিশ্চিত হয়। এতে একনায়কতন্ত্রের যে-"সাহায্যকারী চরিত্রের" কথা বলা হয় তাতে সমাজের সম্পত্তিবান অংশ (সামাজিক বনিয়াদ) এবং সামরিক নেতৃত্বের (সমাজ শীর্ষ) কল্যাণ সাধিত হয়। এই সব বাগাড়ম্বরের আড়ালে বর্তমান শাসকদের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী, লুঠেরা চরিত্রকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জুন্টার মুখপাত্ররা উৎপাদনবৃদ্ধির কথা সরবে ঘোষণা করে চলেছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। তাদের মারাত্মক রকমের কারচুপি করা পরিসংখ্যান দিয়েও উৎপাদনহ্রাসের ঘটনা চেপে রাখা যাচ্ছে না। শিল্পজাত পণ্যের বিক্রির যে-তথ্য শিল্প-প্রসার সংস্থা প্রকাশ করেছে (এটা ফ্যাশিস্টদের নিয়ন্ত্রিত শিল্পপতিদের সংহতি কেন্দ্র) তাতে গত বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় পরিমাণ হ্রাসের উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাও স্বীকার করেছে যে ১৯৬৮ সালের উৎপাদনকে ১০০ সূচক ধরে, ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের সূচক ছিল ১৩২'৬ এবং ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তা হয়েছে ১২৬'৯। এই সংস্থার হিসেবে ১৯৭৪ সালের মার্চে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ১১৬'৩ যা গত বছরের মার্চ মাসে ছিল ১২০'৮।[১]

আন্তর্জাতিক একচেটিয়াপতিদের মুখপত্র এল মার্কিউরিয়ো ৪ জুন, ১৯৭৪-এ স্বীকার করেছে যে বর্তমানে শিল্পপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ কমে যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রী খুব বেশি পরিমাণে উদ্বৃত্ত হচ্ছে আবার ক্রমাগত মুদ্রামূল্যহ্রাসের জন্যে কাঁচামালের চড়াদামের আশাও কমে যাচ্ছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা তাদের উৎপাদনের দাম স্থির করার সময় এই কথাগুলি হিসেবে রাখে, ফলে যে-মুদ্রাস্ফীতি ইতোমধ্যেই তার স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে গেছে তা আরো বেড়ে যায় এবং জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা আরো লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে দিয়ে, বাজারে আরো মন্দা ঘনীভূত করে তোলে।[২]

গত গ্রীষ্মকালে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি) বিভিন্ন মরসুমী ফসল যেমন আলু, ফল, সবজি ও ডিমের দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকায় চিলির বহু মানুষ কোনো রকমে অনাহার এড়াতে পেরেছে। কিন্তু এর ফলে আবার তথাকথিত চ্যাকারেরোস, ছোট ছোট সবজি বাগানের মালিক এবং ছোট ও মাঝারি ধরনের চাষীরা পথে বসেছে। বড় বড় সড়কের ধারে ফল, আলু, পেঁয়াজ স্তূপাকারে জমে পচে গেছে, কারণ শহরের বাজারে তাদের বিক্রির দাম গাড়িভাড়ার চেয়ে কম। শীতকালে অর্থাৎ জুন মাসের পরে এই সব পণ্য অমিল হয়ে যায়। ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মারাত্মক আকার ধারণ করতে চলেছে।

জুন্টার পরিচালনাভার নিয়েছে এখন পুঁজিপতিগোষ্ঠী, তারা যে-নীতি স্থির করে দেবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের তাই মানতে হবে। তারা জিনিসপত্রের প্রকৃত দাম কমাতে নারাজ, পরিস্থিতির "ভারসাম্য" বজায় রাখার জন্যে তারা উৎপাদন হ্রাস করে, দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেউলিয়া হওয়ার পথে ঠেলে দিতে চাইছে। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩-এ যে মুদ্রাস্ফীতি প্রেরণা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটাই এখন একচেটিয়া-

---

১ এই বছরের মে মাসের গোড়ায় ভ্যাল্পারাইজোয় উৎপাদন ও বাণিজ্যের দ্বিতীয় জাতীয় কনভেনশনে, অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সার্গিয়ো ত্ব কাস্ত্রোর বক্তৃতাকে ফ্যাশিস্ট জুন্টার নীতি সম্পর্কে পুঁজিবাদী মহলের মতামত বলা যায়। তাঁর মতে মূল্যবৃদ্ধির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে না, কমছে। এই সময়ে চিলির জুতা-প্রস্তুতকারক সংস্থা বলেন, ১৯৭৪ সালে উৎপাদন ২'৭০ কোটি জোড়ার বেশি হবে না যা ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৫'৬ শতাংশ কম। জুতাসহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যে এর পরে আরো উৎপাদনহ্রাসের কথা ঘোষিত হয়েছে।

২ এল মার্কিউরিয়ো, ৪ জুন, ১৯৭৪।

পতিদের সৃষ্ট "বাজারী অর্থনীতিতে" আরো বর্ধিত হারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মজুরদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ও মধ্যস্তরের সর্বনাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে চিলির অভ্যন্তরীণ বাজার বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। পুঁজিপতিরা প্রচুর টাকা আয় করেছে এবং সেনাবাহিনীর কোনো কোনো অংশের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দারিদ্র্য, যা জিনিসপত্রের চাহিদায় সরাসরি বিরাট কমতির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। জুন্টা শাসনের প্রধান শিকার হল শ্রমিকশ্রেণী, কারণ তাদের ঘাড়েই এই সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষদের চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে ফ্যাশিস্ত শাসকরা মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাতে চাইছে। তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে মুদ্রাস্ফীতির বোঝা বইতে বাধ্য করছে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। ১৯৭৪ সালের প্রথম ছয় মাসে (ফ্যাশিস্ত জুন্টার শাসনে) জিনিসপত্রের দাম, ১৯৭৩ সালের প্রথম ছয় মাসের (জনপ্রিয় শাসনের) সঙ্গে তুলনায়:

বছর ১৯৭৩	মাসিক মূল্য বৃদ্ধি (শতকরা)	জানুয়ারি মাসের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি (শতকরা)
নুয়ারি	১০·৩	১০·৩
ফেব্রুয়ারি	৪·১	১৪·৮
মার্চ	৬·২	২২·০
এপ্রিল	১০·২	৩৪·৩
মে	১৯·৪	৬০·৪
জুন	১৫·৬	৮৫·৪

বছর ১৯৭৪	মাসিক মূল্য বৃদ্ধি (শতকরা)	জানুয়ারি মাসের তুলনায় বৃদ্ধি (শতকরা)
জানুয়ারি	১৬·৪	১৬·৪
ফেব্রুয়ারি	২৪·৫	৪৪·৯
মার্চ	১৪·২	৬৫·৫
এপ্রিল	১৫·৩	৮৬·৯
মে	৮·৭	১০৩·৩
জুন	২০·৮	১৪৬·০

কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস ও সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে কি ঘটছে, নিচের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে:

	পরিমাপের একক	১১ সেপ্টেম্বর '৭৩ দাম (এস্কুদো)	জুন ১৯৭৪ দাম (এস্কুদো)	নয় মাসে দাম বৃদ্ধির শতকরা হার
স্যালাড অয়েল	লিটার	৩৬	১,১৪০	৩,০৬৬
দুধ	লিটার	৭	১২০	১,৬১৪
রুটি	কিলো	১১	২৪০	২,০৮২
শহরে পরিবহণের ভাড়া		৪	৬০	১,৪০০
হাঁস, মুর্গী	কিলো	৫০	৮০০	১,৫০০
চিনি	কিলো	১২	৩৫০	২,৮১৬
চাল	কিলো	১৬	৫৫০	৩,৩৩৭

সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার ও ক্যারাবিনীয়ার্স ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের মজুরি ও মাইনে দামের বহু পিছনে পড়ে থাকছে।[১] অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠেছে ৬ লক্ষ লোক ছাঁটাই হওয়ার জন্যে। ছাঁটাইয়ের পর্ব এখনো চলেছে। ৬ জুন শয়তান পেনোচেত আদেশ জারি করেছে যে এই বছর শেষ হওয়ার আগে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ২০ শতাংশ হ্রাস করা হবে।

ইতালীয় পত্রিকা 'পায়েজে সেরার' মতে জুন্টার নীতি হল "ক্ষুধার মাধ্যমে গণহত্যা"। শ্রমিক সংগঠনগুলির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি, সন্ত্রাস অব্যাহত রাখার নীতি ও সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হল আসলে গণহত্যা-নীতির হাতিয়ার। কিন্তু চিলির শ্রমিকশ্রেণী তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে নানাভাবে জুন্টা রাজকে প্রতিরোধ করে চলেছে।

ফ্যাশিস্ত নায়করা "জাতীয়তাবাদী সামরিক-বেসামরিক আন্দোলনের সঙ্গে সুসংহত" গণসংঠন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা হিটলার ও মুসোলিনীর চিরায়ত পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। যে মধ্যস্তরের বড় একটা অংশ ১১ সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিল, শাসকদের

১ পেরুর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনীতি ও নৃতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র থেকে এই মে মাসে, চিলিতে আয়ের পুনর্বণ্টন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ মিচেল চেসুদোস্কি প্রকাশ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে: "জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সরকারি তথ্য অনুযায়ী চিলিতে ভোগ্যপণ্যের দাম ১৯৭৩ সালের জানুয়ারির তুলনায় ১৯৭৪ সালের মার্চে

নীতির ফলে তারা অনেকে দূরে সরে গেছে। ফ্যাশিস্ত নীতির মর্মান্তিক পরিণাম নিজের অভিজ্ঞতায় দেখে তারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে।

সামরিক আদেশ জারি করে জাতীয় ক্ষুদ্র কৃষক মহাসংঘ নামের যে সংস্থা ভেঙে দিয়ে, বড় জমিদারদের যে-সংস্থার সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়, সেই জমিদারদের সংস্থার সহ-সভাপতি উলপিয়ানো ভিল্লালোবোস, ফ্যাশিস্ত পত্রিকা 'তেরমেরা দ্য লা ওরা'-র সঙ্গে বিগত ৪ এপ্রিল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে "বর্তমানে শতকরা ৫০ জন ছোট ও মাঝারি কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বর্তমানের এই দ্রুত ধাবমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে, ঋণ না পেলে তাল রেখে চলা অসম্ভব।"

কৃষি-সংস্কারের অধীনে কমিউন, ইণ্ডিয়ান (আদিবাসী)-দের সংরক্ষিত জায়গা, চ্যাকারেবোস। কোলন ও চাষীরা যে জমি পেয়েছিল, তাদের অবস্থা হয়েছে আরো খারাপ। জুন্টা তাদের জমির ১৯৬৫ সালের দামের ১৪০গুণ মূল্য দিতে আদেশ জারি করেছে। তার সঙ্গে রয়েছে করের সুউচ্চ হার ও ঋণের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন নবমূল্যায়ন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব লোকদের পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে, জমির মালিকানা চলে যাচ্ছে।

বাজার সঙ্কোচনের পয়লা নম্বরের শিকার হল ক্ষুদ্রায়তন ও হস্তশিল্প। তারা বেশির ভাগ কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। ছোট দোকানদারদের অবস্থাও দেউলিয়া হওয়ার মুখে। অনেকেই তাদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে না পেরে, ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। বিগত কয়েক মাসে শুধু ভ্যাল্পারাইজো প্রদেশেই চারশটি দেউলিয়া হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিপর্যয়

চিলি এর আগে কখনো এ রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় নি। অপুষ্টিজনিত প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে দেরিতে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলি, (যাদের সংখ্যা আজ সবচেয়ে বেশি) যাদের কর্মরত মানুষেরা এখনো কর্মচ্যুত হয় নি, তাদের আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ শুধু রুটি কেনার জন্যেই খরচ করতে বাধ্য হচ্ছে।

চিলির তীব্র শীতে তাদের অনেকে মারাও গেছে। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করে, গণসংগঠন ও অন্যান্য সংস্থাগুলি ভেঙে দিয়ে যে-সন্ত্রাস ও নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে সেই ভয়াবহতা সহ্য করতে না পেরে বহু গ্রাম, শহর ও অন্যান্য স্থানের মানুষ পালিয়ে গেছে। ফ্যাসিস্তরা জনগণের বিরুদ্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে ধ্বংস করার জন্যে নয়া-শাসকরা যে এক-দিনও দেরি করে নি, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। জাতীয়-করণকৃত সংস্থাগুলি একচেটিয়া পুঁজির হাতে সঁপে দিয়ে তারা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। এদের আসবাবপত্র, টাইপমেশিন, গাড়ি নীলাম করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বলা হয় ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন আদায় করে নিজেদের খরচ চালাবার জন্যে।

কিন্তু সবচেয়ে যা মারাত্মক তা হল দেশের স্বাধীনতা হারানো। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতাদানের সময় সালভাদোর আলেন্দে "বহুজাতিক ব্যবসা-সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখোমুখি সংঘর্ষের" বিষয়ে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রশ্নে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতিগুলি, আন্তর্জাতিক বিরাট যৌথ সংস্থাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, যারা কোনো দেশের উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়। কোনো পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধি সংস্থা এদের কার্যাবলী পরীক্ষা করে দেখতে অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দুনিয়ার রাজনৈতিক কাঠামোকেই ভিতর থেকে ধসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। চিলির সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে এর নয় মাস পরেই আলেন্দেকে বীরের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আলেন্দে ও চিলির বিরুদ্ধে পুঁজিপতিগোষ্ঠী ঠিক মধ্যযুগের মতো এক-দল নিষ্ঠুর সেনানায়ক, বিশ্বাসঘাতক ও ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করেছিল।

জাতীয় স্বাধীনতার বিনাশ, জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থার অবসান, কেবলমাত্র জাতীয় মূল্যবোধেরই বিপর্যয় ঘটায় নি, দেশের অর্থ-নীতির উপরেও প্রাণঘাতী আঘাত হেনেছে। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার স্বার্থে, জনপ্রিয় ঐক্যের সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতায় যে-সমস্ত শিল্প-প্রকল্প চালু করেছিলেন সেইগুলি এবং বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সাহায্যে চালু প্রতিষ্ঠানগুলিকেও পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। অথচ চিলির অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও বহুমুখী করে তোলার জন্যেই এই সব নতুন ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

১১ জুলাই, তামার খনি জাতীয়করণের বার্ষিকী দিবস চিলিতে যা জাতীয় মর্যাদা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, সেই দিনটিতেই, পিনোচেত তার নতুন সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। তার একমাত্র অভিনবত্ব হল মিঃ রাউল সেই স নামে

প্রায় ১১গুণ বেড়েছে, অথচ ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে মজুরি ও মাইনের পরিমাণ হয়েছে ১৯৭৩-এর ৪০০ শতাংশ। আমাদের হিসেব মতো ১৯৭৪ (মার্চে) খাদ্যের দাম, ১৯৭২-এর গড় সূচক সংখ্যার চেয়ে ৩৪গুণ বেশি হয়েছে। "নিম্ন আয়ের পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা অক্টোবরে (১৯৭৩) ৪৮ শতাংশ এবং জানুয়ারিতে (১৯৭৪) ৬০ শতাংশের বেশি কমেছে। মাঝারি ও উচ্চ আয়ের পরিবারে এটা কমেছে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬০ শতাংশ।

ওয়াল স্ট্রীটের জনৈক "অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকের" অন্তর্ভুক্তি। তিনি হলেন 'প্রগতির জন্যে মৈত্রী' যুগের একজন সম্পূর্ণ অকর্মণ্য কিন্তু প্রভাবশালী "উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ"। পিনোচেত ও সেইস আন্দিজ গোষ্ঠী চুক্তি বাতিল করে, চরম অসম্মানজনক এক "বিনিয়োগকারীদের সনদে" স্বাক্ষর করেছে, যাতে বিদেশের শোষণকারী পুঁজি অবাধে চিলিতে আসতে পারে এবং এখান থেকে মুনাফা নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে বিদেশে নিয়ে যেতে পারে। দ্রুত লুণ্ঠনপর্ব সমাধা করার জন্যে, ফ্যাশিস্তরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কায়দায় বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করার আশা করছে।

বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৯৫ ভাগ পরিশোধ করার ব্যাপারে সময়-সীমা পিছিয়ে দেওয়ার যে অভিমত প্যারিস ক্লাব গ্রহণ করেছে সেটাকে ফ্যাশিস্ত জুন্টার প্রতি সাম্রাজ্যবাদী "সাহায্যের" সম্ভবত সবচেয়ে ঘৃণ্য নজির বলা যেতে পারে। তামার বাজারদর যখন বাড়ছে তখন এই সিদ্ধান্ত জুন্টার হাতে খরচ করার মতো বাড়তি আরো ৬০ কোটি ডলার যোগান দিয়েছে। কিন্তু এতে সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের পূরণ হবে না এবং দেশের নড়বড়ে অর্থনীতিকেও স্থিতিশীল করবে না।

ফ্যাসিবিরোধী মোর্চা

সন্ত্রাসের রাজ কায়েম করে এই দানবীয় অর্থনৈতিক নীতি চালু রাখার চেষ্টা না হলে, তা আপনি ভেঙে পড়ত। দেশের বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ও প্রয়োজনের বিরোধী এই নীতি, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, মধ্যস্তরের মানুষ, বুদ্ধিজীবী এবং ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সর্বনিম্ন মানবিক অধিকার এখন প্রহসনে পরিণত। তবু এর অত্যাচারী চরিত্রের জন্যেই ব্যাপক স্তরের শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষদের, নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

দুনিয়ার সমস্ত নির্ভরযোগ্য শক্তিসমূহের সংহতি, যাতে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনৈতিক ও গণসংগঠন, গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি যোগ দেবে, এই ব্যাপারে নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। চিলির স্বার্থ আজ সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। স্বাধীনতা একটি অবিভাজ্য সত্তা। ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিলির গ্রাম ও শহরে যে-বিপদ নেমে এসেছে, তা অন্য দেশের মানুষের উপরেও আসতে পারে। দুনিয়ার সর্বত্র তাই শ্রমিকশ্রেণী সংহতি আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে।

মৃত্যু ও নিপীড়নকে তুচ্ছ করে চিলির কমিউনিস্ট পার্টি বীরের মতো সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। সমস্ত শাখা ও মুখপত্রগুলিকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে পার্টি তার কাজ করে চলেছে। জনপ্রিয় ঐক্যের অন্যান্য শরিকরাও নিজেদের দলীয় সংস্থাগুলি পুনর্গঠন করছেন। মোর্চার অস্তিত্বে ইতোপূর্বে যে-দক্ষিণ ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদের জন্যে, বিশেষত চরম বামপন্থীদের জন্যে নানা হানিকর ব্যাপার ঘটেছিল, শত্রুরা যে সেই দ্বৈত সত্তার সুযোগ নেয়, অভিজ্ঞতা তা নিদারুণভাবে প্রমাণ করেছে।

জুন্টার অপশাসন প্রতিরোধে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্য, আজকের মতো আর কখনো এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। জনগণের ব্যাপক অভিনন্দন-ধন্য, জনপ্রিয় ঐক্যের রাজনৈতিক কমিটির মে দিবসের বাণীতে জনগণের উদ্দেশে বলা হয়েছে: **"চিলির চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার একটাই পথ আছে তা হল আমাদের দেশের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ ও তরুণদের নিয়ে ব্যাপকতম ভিত্তিতে ফ্যাসিবিরোধী মোর্চা গঠন করা, যে-মোর্চা একনায়কতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে গণতন্ত্রকে পুনরধিকার করবে এবং আবার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট হয়ে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হবে।"**

সাইপ্রাসের কঠিন দিনগুলি

ডিনোস কনস্টান্টিনু
পলিটিক্যাল ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর
সদস্য, প্রোগ্রেসিভ পার্টি অব ওয়ার্কিং পিপ্‌ল অব
সাইপ্রাস (এ. কে. ই. এল)

সাইপ্রাসের ঘটনাবলী এখন বিশ্ব-মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দু। আর্চবিশপ ম্যাকারিওস-এর আইনসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে গ্রীক সামরিক বাহিনী পরিচালিত অপরাধী সশস্ত্র ক্যুপ্‌ একটি বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিনই অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই লেখায়ও অনেক কিছু পরিষ্কার করা যাবে না।

আত্মপ্রচারক "প্রেসিডেন্ট" স্যাম্পসনকে ক্ষমতায় এনেছিল সামরিক ক্যুপ, সে পদত্যাগ করেছে এবং প্রেসিডেন্টের কাজ করছেন পার্লামেন্টের স্পীকার ক্লেরিডেস। তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি "অস্থায়ী ভিত্তিতে" প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সংক্ষেপে, এইভাবে সব কিছু শুরু হয়েছিল। সাইপ্রিয়ট জনগণের এই বিয়োগান্তক পরিণতির কারণ হল – জাতীয় রক্ষী-বাহিনীর গ্রীক অফিসারদের বিশ্বাসঘাতক কার্যকলাপ। এথেন্সের সামরিক জুন্টার জ্ঞাতসারেই তারা ক্যুপ সংগঠিত করেছিল এবং এতে আশীর্বাদ ছিল নাটো চক্রের কয়েক জনের, যারা একটি স্বাধীন সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র থাকুক তা চায় নি এবং সাইপ্রিয়ট জনগণের স্বাধীনতাকে দমন করতে আগ্রহী ছিল। ঐ দ্বীপের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে অনুগত করে রাখা ও জনগণকে সবসময় ভয়ের মধ্যেও অনুগত রাখতে তারা চাইছিল।

ঘটনাবলী থেকে এটা সাধারণভাবে পরিষ্কার হয়েছে যে ঘটনার দিক থেকে ক্যুপ-এর পরিকল্পনা করেছিল নাটো এবং তা কার্যকর করেছিল গ্রীকরা, যারা প্রকাশ্যে, সকলের চোখের সামনে, একটি ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও সাইপ্রাসকে সাম্রাজ্যবাদী নাটো গোষ্ঠীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য, তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে ব্যবহার করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী পরিকল্পনা কার্যকর করতে এগিয়ে গেল ঐ দ্বীপের সশস্ত্র গ্রীক বাহিনী ও কিছু সংখ্যক সাইপ্রিয়ট পুতুল। পনেরশ গ্রীক অফিসার ও সৈন্য না থাকলে ক্যুপ কখনই সফল হত না এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারিদের পরাজিত করা যেত। এই জন্যই দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির অনমনীয় প্রতিরোধকারী ও বীরেরা জুলাই-এর কঠোর দিনগুলিতে ঐ সুপারিশ করেছিল।

গ্রীক সামরিক জুন্টার সশস্ত্র হস্তক্ষেপে প্রজাতন্ত্রের আইনসম্মত সরকার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কী বাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটল। আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে এই নতুন আগ্রাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণকে আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছে। এ. কে. ই. এল. দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামে অর্জিত অধিকার সুরক্ষিত করা ও তুলে ধরার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাল।

সাইপ্রাস এখন গ্রীক, তুর্কী ও ইংরেজ, এই ত্রিমুখী দখলাধীনে। দ্বীপটি ভাগ হবার বিপদ রয়েছে এবং এর জনগণ কার্যত নাটো গোষ্ঠীভুক্ত ঐ তিনটি রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত হবে। প্রগতিশীল আন্দোলন দমন ও জনগণের রাজনীতিক, আর্থিক ও সামাজিক বিজয়গুলি দমিত হবার বিপদও রয়েছে। সংক্ষেপে সাইপ্রাস নাটোর "চির ভাসমান বিমান পরিবহণকারী" হবার, প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, যে-সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় আরব জনগণ ও সাইপ্রাসের পক্ষে উঠে দাঁড়িয়েছে, সামরিক উস্কানির হাতিয়ার হবার বিপদও রয়েছে।

এই হল বিয়োগান্তক জুলাই ঘটনাবলীর পটভূমি। কিন্তু আমরা আরও গভীরে দেখব।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা, তার শান্তির পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বাঞ্ছিত পরিকল্পনা রয়েছে।

দীর্ঘ, কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাইপ্রাস তার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। একথা সত্য যে লণ্ডন ও জুরীখ চুক্তিতে অর্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে নি। বহু সংখ্যক সীমাবদ্ধতার আড়ালে ছিল স্বাধীনতা। বাস্তবে ঐ চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল সংখ্যাগুরু গ্রীক সাইপ্রিয়ট ও সংখ্যালঘু তুর্কী সাইপ্রিয়টদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বীজ। দ্বীপাঞ্চলের প্রায় একশ বর্গমাইল জুড়ে ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা তাদের সামরিক ঘাঁটি

রাখল এবং গ্রীস ও তুরস্ক দ্বীপটির স্বাধীনতার এই দুই "জামিনদার" ইংরেজদের সঙ্গে তাদেরও সৈন্যবাহিনী রাখল।

১৯৬০ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার সময় থেকেই অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি বিদেশী হস্তক্ষেপের কোনো না কোনো অজুহাত সৃষ্টির জন্য বারবার উদ্যোগ নিয়েছিল। বে-আইনী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি, যারা এথেন্স থেকে প্ররোচিত ও উৎসাহিত হত, এক দিনের জন্যও তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ ও বিভেদের প্রচার বন্ধ করে নি, এই সব কিছু তুর্কী ও গ্রীক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত করেছে। তাদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ প্ররোচিত হয় ১৯৬৩ সালে সংবিধানের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে, এর পরে ১৯৬৪ সালে নতুন করে সংঘর্ষ ঘটে এবং আবার ঘটে ১৯৬৭ সালে। এই সব কিছুর মধ্যে যে-কেউ সহজেই নাটোর পরিচালন-হাত নির্দিষ্ট করে দেখাতে পারবে। এই নাটোই চায় দ্বীপটিকে পূর্ব ভূমধ্য সাগরে তার সামরিক ঘাঁটি বানাতে। রক্তপাত ছাড়াও এই সব সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ ডেকে আনে, প্রথমে তুরস্ক পরে বৃটেন এবং তার পরে জাতিসংঘ-বাহিনী মোতায়ন করা হয়।

বর্তমান পরিণতির ঠিক সামান্য কয়েকদিন আগে পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধানের সূত্র উদ্ভাবন এবং এই ভাবে জাতিসঙ্ঘের আওতায়ই সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছিল।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মনঃপূত হয় নি। তারা জোটনিরপেক্ষনীতি এবং সকল দেশের সঙ্গে, বিশেষ ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পছন্দ করল না। তারা সরকারের স্বদেশে গণতান্ত্রিক নীতিও অনুমোদন করল না, অনুমোদন করল না শ্রমজীবী মানুষের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এ. কে. ই. এল-এর আইনানুগ অস্তিত্ব ও কাজকর্ম। জনগণের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের অবিরাম সংগ্রাম ও দেশপ্রেমিক নীতির ফলস্বরূপ এ. কে. ই. এল-এর শক্তি ও প্রভাব-এর বাস্তবতা ওরা হজম করতে পারল না।

এই জন্যই প্রজাতন্ত্রটির বিরুদ্ধে তার অধিষ্ঠানের প্রথমদিন থেকেই চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। প্রথমে চেষ্টা হল সরকার ও প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিওসকে নিজেদের পক্ষে নেবার। এটা ব্যর্থ হলে, প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিওসের জীবননাশের চেষ্টা হল বারবার। আইনসম্মত সরকারকে উচ্ছেদ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও নাটো জোটের অনুগত লোকদের ক্ষমতায় বসাবার চেষ্টাও হল। এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে ঘটল এই ক্যুপ এবং সাইপ্রাসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ।

এই সব বছর ধরে আমাদের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করায় নিজেদের শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে এ.কে.ই. এল-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আরও একটি বড় উপাদান ছিল—সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাইপ্রিয়ট জনগণের স্বার্থকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমর্থন করা।

আমাদের পার্টি ঘোষণা করেছে যে সাইপ্রাসের জনগণ কখনোই তাঁদের স্বাধীনতা সমর্পণ করবে না; তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, নিজেদের দেশকে নিজেদের মতো রূপ দেবার সংগ্রাম কিছুতেই বন্ধ করবে না। সাইপ্রাস অবশ্যই একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সংহত রাষ্ট্র হিসাবে থাকবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ২০ জুলাই-এর যুদ্ধবিরতি-প্রস্তাব একটি সৃজনশীল ও গঠনমূলক পদক্ষেপ এবং আমরা এর সমর্থনে সবকিছু করব।

আমাদের জনগণ দাবি করে:

—নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতি-প্রস্তাবের নিঃশর্ত রূপায়ণ এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা;

—আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী সমস্ত বিদেশী-বাহিনী প্রত্যাহার;

—সাংবিধানিক শাসন ও স্বাভাবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর্চবিশপ ম্যাকারিওস সরকারের সরকারে প্রত্যাবর্তন, এই সরকারকেই সমগ্র জনগণ নির্বাচিত করেছিল;

—সাইপ্রাসের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সমস্ত হস্তক্ষেপের অবসান;

—সাইপ্রাসের প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক সংহতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ।

এটাই হল আমাদের জনগণের স্বার্থে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

সাইপ্রাসের এই জটিল দিনগুলিতে তাঁর জনগণ বিশ্বের প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন ও সংহতি পাচ্ছে এটা জেনে আনন্দ হচ্ছে। এবং প্রথমেই সাইপ্রিয়ট জনগণের মহান বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজে এবং বিভিন্নভাবে এই সংহতি দেখিয়েছে। ইউ. এস. এস. আর. আবার দেখিয়েছে যে সে সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দৃঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থক এবং বিভেদের বিরুদ্ধে, যে-বিভেদকে গ্রীক সামরিকবাহিনী দ্বীপটিকে নাটো শক্তির সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার জন্য আড়াল হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও এ. কে. ই. এল-এর প্রতি সংহতি এসেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যান্য রাষ্ট্র, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি, ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি, বিশ্বশান্তি পরিষদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির কাছ থেকে।

সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে দেশকে রক্ষা করায় আমাদের জনগণের কঠিন সংগ্রামে, আন্তর্জাতিক সংহতি ও সমর্থন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

ঐ দুর্দিনে গ্রীক সামরিক অপরাধের বিরুদ্ধে যাঁরাই কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর দলগুলি, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রকাশনা ও শান্তির হৃদদের কাছে আমরা সাইপ্রিয়ট জনগণকে তাঁদের প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামে তাঁদের প্রতিটি প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে ও সমস্ত প্রভাব বিস্তার করে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দিতে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের পার্টি শান্তি ও স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে ও সাংবিধানিক শাসন ফিরিয়ে আনতে তার সমস্ত উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে।

জুলাই, ১৯৭৪।

উত্তেজনা প্রশমনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া

একটি ভাষ্য

আগেকার দুটির মতোই তৃতীয় সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলন জগৎ জোড়া মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং গণ-প্রচার মাধ্যমে অস্বাভাবিক বেশি রকমের মন্তব্যের সৃষ্টি করেছে। এগুলি প্রকাশিত হবার কয়েক সপ্তাহ পরেও নতুন সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তিগুলি এখনও যত্ন সহকারে পঠিত হচ্ছে, এগুলির গুরুত্ব বিচার করা হচ্ছে এবং আলোচিত হচ্ছে। বেশির ভাগ সরকার নেতাদের, রাজনীতিকদের এবং ভাষ্যকারদের বিচারে মস্কো আলোচনা ইতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করেছিল এবং উত্তেজনা-প্রশমনে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকৃতিগতভাবেই, উত্তেজনা-প্রশমন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ অবশ্যই একটি অগ্রসরমান প্রক্রিয়া। অবশ্যই গতিবেগ একটুও নষ্ট করা চলবে না, দেখবার সময় নেওয়া চলবে না, কারণ একটুও বিলম্ব পিছু হটে যাওয়ার, আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার বিপদে পূর্ণ। আর হয়তো সেই কারণেই শীর্ষ সম্মেলনের আগে উত্তেজনা-প্রশমনের বিরোধীরা এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল। কাজেই আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল এই বিষয়টি যে মস্কো শীর্ষ সম্মেলন উন্নততর সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের দিকে ক্রমাগত অগ্রগতির এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে যে-সব সমস্যার ওপর তার অনেকগুলি সমাধানেরই নিদর্শন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর কেন্দ্রীয় কমিটির, সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের এবং মন্ত্রী পারষদের সিদ্ধান্তে, যেখানে মস্কো আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের কার্য-কলাপকে অনুমোদন করা হয়েছে, যথার্থভাবেই বলা হয়েছে যে "এইগুলি উন্নততর সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও বৃহৎ অবদানের নিদর্শন, আর এগুলি নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা-প্রশমনে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিটি, যে-নীতি সোভিয়েত ও মার্কিন জনগণের এবং বিশ্বশান্তির স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেই নীতিটি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।" এই সিদ্ধান্ত সংক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের শান্তির কর্মসূচীটির সঙ্গতিপূর্ণ রূপায়ণের দৌলতে গত দু-বছরে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌল ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতারা শীর্ষ সম্মেলনের এই মূল্যায়নের, এটিকে সমাজতন্ত্রের শান্তিনীতির একটি সাফল্য বলে মনে করার পক্ষপাতী।

অনুরূপভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে অপরিহার্য (প্রধান) নীতি হিসাবে স্থাপন করার এবং একটি পারমাণবিক বিশ্ব-যুদ্ধের ভীতিকে অপসারিত করার সোভিয়েত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, গাস হল জোর দিয়ে বলেছেন যে উত্তেজনা-প্রশমন, ধ্বংসাত্মক রিপর্যয়কে দূরীভূত করার জন্য অতীব প্রয়োজন, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির অবস্থানকেই শক্তি-শালী করে কারণ এটি ঠাণ্ডা লড়াই-এর, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া এবং বর্ণবিদ্বেষ, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ শ্রমিক-বিরোধী নীতিসমূহ এবং চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিজম-বিরোধিতা, তার একমাত্র বিকল্প। ফরাসী কমিউনিস্ট দৈনিক, ল্যুমানিতে-তে লেখা হয়েছে যে "তৃতীয় সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে।"

সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিকীকরণ শুধুমাত্র তাদের জনগণের স্বার্থের জন্যই

প্রয়োজন নয়। আজকের দিনে ও সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তির কোনো সেধই স্থায়ী হতে পারে না যদি-না সেটি বিশ্বের দুটি প্রধান সমাজব্যবস্থার নেতৃত্বে রয়েছে যে-দুটি বৃহৎ শক্তি, তাদের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার অসংখ্য অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির মুখেও ঠাণ্ডা লড়াই-এর নিষ্ক্রিয়তাকে অতিক্রম করে এবং সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নতুন পথের ওপর স্থাপন করে মানবজাতির স্বার্থে এক বিরাট কাজ সম্পাদন করেছে। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বশক্তিসমূহের ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্ধ কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত তার পুরানো মতবাদগুলিকে ত্যাগ করতে ও বাস্তবের সম্মুখীন হতে রাজী করতে সমর্থ হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের নীতি সংক্রান্ত ১৯৭২ সালের মে মাসের বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করে অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করেছে যে "আণবিক যুগে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে পরিচালনা করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।" তখন থেকেই সহাবস্থানের যৌক্তিকতা যা সহযোগিতার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ে এসেছে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের আরও এক ধাপ অগ্রসর হতে এবং উত্তেজনা-প্রশমনকে যে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় করতে হবে সে কথা স্বীকার করতে প্রণোদিত করেছে। এক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নই এই ধারণাটিকে তুলে ধরেছিল। বর্তমানে এটি ৩ জুলাই, ১৯৭৪ সালের সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত বিবৃতিতে সংযোজিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে দুই পক্ষই "সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ককে উন্নত করার প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে।"

পশ্চিমের কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ও প্রচার মাধ্যম সোভিয়েত ইউনিয়নকে "অবিশ্বস্ত" বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি বেশী মনোযোগ দেয় বলে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও এই সমঝওতাকে চালিয়ে যেতে চায় বলে অভিযোগ করে। বাস্তবিকভাবে এমন কি কেউ কেউ সোভিয়েত রাশিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের মধ্যে তাদের নিজেদের দেশের "বিপদ" দেখতে পায়।

সমস্ত অভিযোগগুলিই যে-বিদ্বেষের দ্বারা প্ররোচিত তা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান। কারণ উন্নততর সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক হল সমস্ত দেশের সামনে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক উত্তেজনা-প্রশমনের ব্যাপকতর প্রক্রিয়ারই একটি অংশ মাত্র, যদিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যে-প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের সমর্থন নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই শুরু করেছিল। একথা কারোর কাছেই অজানা নেই যে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের এই মৌলিক ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কেও অনুরূপ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। অনুরূপভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে পুরানো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হচ্ছে এবং ইতালি, অস্ট্রিয়া, জাপান এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্যান্য অসংখ্য দেশের সঙ্গে ফলপ্রসূ সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে। আর পরিশেষে, সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় উন্নতি ঘটেছে। না, এই "অ-বিশ্বস্ততার" অভিযোগগুলির কোনো রকম সত্যতা নেই। "সোভিয়েত-মার্কিন (ষড়যন্ত্রমূলক) সহযোগিতার" বিপদ সম্পর্কে সব রকম কথাবার্তা (অথবা চীন ভাষা থেকে অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় "দুই অতিশক্তির সহযোগিতা") সোভিয়েত-বিরোধিতার সর্বশেষ ফ্যাশান; উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণে অনিচ্ছারই আবরণ মাত্র।

দুই পক্ষের স্বাক্ষরিত সমস্ত দলিল—সন্ধি, চুক্তি, প্রোটোকল, যৌথ বিবৃতি, যুক্ত ঘোষণা—এই সবই মস্কো শীর্ষ সম্মেলনের সময় এবং অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই বিস্তারিতভাবে তাদের পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই কথা জোর দিয়ে আবার বলার প্রয়োজন আছে যে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের বর্তমান পর্বের শুরুতে যে-সহযোগিতার সূচনা হয়েছিল তার সর্ব ক্ষেত্রেই অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। কারণ এই শীর্ষ সম্মেলন পূর্ববর্তী বহু প্রতিশ্রুতিকে মূর্তরূপ ও বাস্তব অভিব্যক্তি দান করেছিল এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করেছিল। নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সম্পর্ক ও মৌলিক বিষয়সমূহে নতুন ঐকমত্যগুলিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে মতৈক্য স্থাপিত হয়েছিল। যা অর্জিত হয়েছে সেই সম্পর্কে যাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত করতে চান তাঁদের প্রত্যেকের উচিত তিনটি শীর্ষ সম্মেলনের এই পরম্পরা বিচার-বিবেচনা করা।

২১ জুলাই-এ পোলিশ সেজম্-এর জয়ন্তী অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে কমরেড এল. আই. ব্রেঝনেভ এই বছরের শীর্ষ সম্মেলনের মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলটি বেছে নিয়ে বলেছেন: "আমাদের মতে, প্রধান কথা হল যে দুই পক্ষ ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে যে-মহান কাজ শুরু হয়েছিল তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সশস্ত্র সংঘাতের, যা থেকে একটি আণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্রের বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা হতে পারে, তার ঝুঁকিকে আরও হ্রাস করার এবং তারপর সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করার জন্য তাদের সাধ্যমতো সমস্ত কিছু করার দৃঢ় সংকল্পকে পুনর্বার ঘোষণা করেছিল।"

কিন্তু তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যত্র জোটনিরপেক্ষতার বিরোধীরা এই মস্কো সম্মেলন যথেষ্টভাবে ফলপ্রসূ হয় নি বলে সমালোচনা করতে আগ্রহী। কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকে যে এই আলাপ-আলোচনা রোমাঞ্চকর কিছুই, কোনো "নাটকীয়" ঐকমত্যের সৃষ্টি করে নি, আর অন্যেরা বলে থাকে যে এর ফলাফল হল অত্যন্ত পরিমিত।

একটি রাজনৈতিক দলিল সম্পর্কে "নাটকীয়" এই সম্পূর্ণ ভাবে উপযুক্ত বিশেষণ হয়তো হতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো সম্পাদিত চুক্তি, বিশেষ করে দ্বিতীয় ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী সম্প্রসারণ এলাকা স্বেচ্ছায় বর্জন করা ও ভূগর্ভে আণবিক পরীক্ষা সংক্রান্ত "ইন্ড থ্রেসহোল্ড" (ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণের ফলাফলের সর্বনিম্ন মাত্রা) সম্পর্কে যে-চুক্তিগুলি হয়েছে তাকে ন্যায্য ভাবেই নাটকীয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাই হোক সেইটিই প্রধান কথা নয়। দু-বছরের মধ্যে সোভিয়েত ও মার্কিন সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে তৃতীয় অধিবেশন যে আর চাঞ্চল্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে না, এই ঘটনাটিই চাঞ্চল্যকর। এইটি দেখিয়ে দিচ্ছে যে কত তাড়াতাড়ি এই জগৎ দুটি বৃহৎ শক্তির, যারা অল্প কিছুদিন আগেও এক বিপজ্জনক সংঘাতের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান ছিল, তাদের মধ্যেই সম্পর্কের নতুন গঠনমূলক প্রকৃতি ও স্তরের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছে।

মানুষের স্বভাবের অঙ্গই হল যা পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশি চাওয়া। যে-সমস্ত লোক প্রথম সমুদ্র দেখে তারা কখনও কখনও এটি আরও বড় নয় বলে হতাশ হয়। আর একথা ঠিক যে শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি যদি আরও ব্যাপক হত তাহলে আরও উৎকৃষ্ট হত। এর সুযোগ-সুবিধাও ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূগর্ভে আণবিক বোমা পরীক্ষা সম্পূর্ণ বন্ধের জন্যে এক চুক্তির প্রস্তাব করেছিল। তাছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমধ্যসাগর থেকে সোভিয়েত ও মার্কিন আণবিক জাহাজ ও ডুবো জাহাজ প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছিল। এটি পরিতাপের বিষয় যে এই ব্যাপারে কোনো মতৈক্যে পৌঁছনো সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু আমাদের সব সময়ই সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির জটিলতা এবং তীব্রতা গণ্য করতে হবে। সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হওয়ার স্বল্প সময়ের ও ঠাণ্ডা লড়াই-এর উত্তরাধিকারগুলির কথা বিবেচনা করে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যতখানি অগ্রগতি ঘটেছে তাতে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত।

তাছাড়াও আমাদের এই কথাটি বিবেচনা করতে হবে যে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, তারা ভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির, ভিন্ন সম্পত্তি-ব্যবস্থার ও ভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সহযোগিতা ও সংগ্রামের একটি দ্বান্দ্বিক মিশ্রণ। শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে অগ্রসর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-সমূহ একটি আদর্শনিষ্ঠ শ্রেণীনীতি অনুসরণ করে। কোনো অবস্থাতেই আশা করা যায় না যে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বেদীমূলে সমাজতন্ত্রের, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বার্থকে বিসর্জন দেবে। যাই হোক, পররাষ্ট্র-নীতিতে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির অর্থ পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানগুলি খুঁজে পাবার মতো নমনীয়তা বা সামর্থ্যের অভাব নয়। সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ দেখিয়েছে যে আদর্শ ও শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিকে বিসর্জন না দিয়েও শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য কত লক্ষণীয় ফলাফল অর্জন করা যায়।

সত্যই, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ বহু বাধাবিপত্তিকে পেরিয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হবে। প্রভাবশালী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরগুলি ঠাণ্ডা-লড়াই-এর বিষাদময় দিনগুলিকে ফিরে পাবার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে গোপন করে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যেই অতি দ্রুতগামী বলে তারা মনে করে। তারা অভিযোগ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বড় বেশি রকম "সুযোগ-সুবিধা" দিচ্ছে। তারা উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়াকে আরও মন্থর করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য হয় এমন শর্তাদি আরোপ করতে আহ্বান আনায়।

রাজনৈতিক মুনাফাখোররা উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়াকে খুব "চড়া দামে" "বেচবার" সুপারিশ করে। তারা প্রস্তাব করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশ উত্তেজনা-প্রশমনের মূল্য হিসাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের জন্য নিজেদের দরজা খুলে দিয়ে আদর্শগতভাবে সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দেবে। এর যে-সাফল্যের সম্ভাবনা আছে এই ধারণাটি সৃষ্টি করার জন্য একটি প্রতারণাপূর্ণ তত্ত্বের প্রচলন করা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যা ও পণ্য-সামগ্রীর প্রচণ্ড প্রয়োজন রয়েছে, আর এর বিনিময়ে তারা সব কিছুতেই রাজী হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এর রচয়িতারা তাদের নিজেদের ও অপরকে সোজাসুজিভাবে প্রতারিত করছে। তার ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা হুমকির দ্বারা আঘাত করা যায় নি। কাজেই এই মিথ্যা হুমকিদানকারীরা কি করে

আশা করে যে তারা এখন সাফল্যলাভ করবে যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শক্তির শীর্ষে রয়েছে?

শুধুমাত্র পুঁজিবাদী নেতারাই তাদের শ্রেণী-অহংবোধের দ্বারা অন্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্যগুলি, শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি এর আনুগত্যকে বুঝতে অসমর্থ প্রমাণিত হয় নি, ঠিক তেমনই অসমর্থ প্রমাণিত হয়েছে উগ্র বাম-পন্থী অংশগুলি—ট্রটস্কীপন্থী, নৈরাজ্যবাদী, মাওবাদী ও অন্যান্য উগ্রপন্থীরা। সংগ্রাম ও সহযোগিতার মিশ্রণ হিসাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বুঝতে তারা অসমর্থ। বর্তমান কালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও দাবিগুলি বুঝতে অসমর্থ হয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে "তাদের বিপ্লবী মেজাজ হারিয়ে ফেলছে" বলে, বিপ্লবী শক্তি-গুলিকে সাহায্য দান করতে অস্বীকার করছে বলে সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে "ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা" করছে প্রভৃতি বলে অভিযুক্ত করে থাকে। তার প্রত্যেককে এই কথা বিশ্বাস করাতে চায় যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল সর্বতোভাবে শ্রেণী-শত্রুর কাছে আত্ম-সমর্পণ।

অজেকের দিনের বামপন্থী বাক্য-বিশারদরা একথা বুঝতে অস্বীকার করে যে আজ একজন বিপ্লবীর প্রথম দায়িত্ব হল একটি পারমাণবিক বিশ্ব-সংঘাতকে প্রতিহত করা এবং জাতিসমূহের দৈহিক অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করা যেটি ছাড়া তাদের সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির সমস্ত কথাবার্তাই হবে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর মানবিক যুদ্ধ-বিরোধী নীতিকে এর শ্রেণী-কর্মসূচীর চূড়ান্ত লক্ষ্যের বিপরীতে স্থাপন করা হল অপরি-ণত হওয়ার নিদর্শন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নকল-বামপন্থী মিথ্যাজাল রচনা করা। অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সমাজ-তন্ত্রের সাহায্য এতই সুবিদিত যে তা আমাদের অপপ্রচার-কারীদের অভিযোগগুলি অস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্তব্যকে এড়িয়ে গেছে এই অভিযোগ করে যারা তাদের সমালোচনা করে, ফিদেল কাস্ত্রো তাদের একটি উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাদের নিজেদের একথা জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার মুক্তি-সংগ্রামীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে পায়?

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের দ্বান্দ্বিক মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করার অক্ষমতা আবার কখনও কখনও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতা ও আত্মপ্রসাদের জন্ম দিয়ে থাকে। "সমকেন্দ্রকতা"র তত্ত্বের টিকে থাকার দ্বারাই অন্য আর সব বিষয়ের মধ্যে, এটিও প্রমাণিত হয়েছে, যদিও ইতোমধ্যেই এইটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের একটি মিশেল উষ্ণ বরফের মতোই অসম্ভব।

উত্তেজনা-প্রশমন ও সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের স্বাভাবিকী-করণের আরও অন্যান্য ভ্রান্ত ব্যাখ্যা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির কোনো কোনো অদূরদর্শী নেতা লাফ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে শ্রেণীশক্তিগুলির আন্তর্জাতিক মেরুকরণের পর্বটি শেষ হয়ে গেছে, যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি অপসারিত হয়েছে এবং বর্তমানে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আলিঙ্গনের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ।

বাস্তব ঘটনা এইসব বিভ্রান্তিগুলিকে যথাসময়ে অপসারিত করবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এগুলি যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে, বিশেষ করে যদি জনগণকে প্রতারণা করার জন্য এগুলিকে আহ্বান করা হয়।

সম্প্রতি অনেকবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী নীতি আগের মতোই প্রতিক্রিয়া ও আগ্রাসনের বিপদে পূর্ণ। সাইপ্রাসে ও তার চার পাশের ঘটনাবলী এমন আরও একটি সতর্কবাণী। এইগুলি দেখিয়েছে যে সমগ্র বিশ্বের কাছে উত্তেজনা-প্রশমনের প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করার জন্য কাজ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন কত সঠিক কাজ করেছে।

গ্রীক জুন্টার নেতৃত্বে পরিচালিত সাইপ্রাসে ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ ও তার ফলশ্রুতিস্বরূপ সংঘর্ষের সূত্রপাত দেখিয়েছে যে পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে শান্তি কত ভঙ্গুর। সেগুলি পুনর্বার আগ্রাসী নাটো জোটের বিপজ্জনক ভূমিকাকে প্রকাশ করেছে, যার বিরুদ্ধে এই সব বছরগুলি ধরে কমিউনিস্টরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এটি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে প্রতিরোধ করার একটি কেন্দ্রস্থল নয় কিন্তু তাছাড়াও সাংঘাতিক রাজনৈতিক-সামরিক উত্তেজনার প্ররোচকও বটে। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সবসময়ই নাটো সামরিক কর্তাদের কাছে একটি কাঁটার মতো হয়ে থেকেছে। তাদের কাছে এই দ্বীপটি একটি সম্ভাবনাপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে সাইপ্রাসের বিধিসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানের শুরু থেকেই নাটো জোট তার ওপর ছায়া ফেলেছে। কিন্তু নাটোর নীতি রচয়িতারা সাংঘাতিক ভুল করেছিল। তাদের এই মারাত্মক ভুল সম্ভবত রাজনৈতিক-ভাবে সংশোধনের অযোগ্য, কারণ এটি এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেছে যে, যে-জোট "শান্তি রক্ষার" জন্য সৃষ্ট বলে দাবি করা হয় তারই দুই সদস্য যুদ্ধের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও কখনই খুব বেশি ছিল না কিন্তু এখন সম্ভবত আটলান্টিক জোটের সুনাম একেবারে নিচেয় গিয়ে পৌঁছেছে। একেবারে আশু আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করা

এবং ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের ফলে যে-ভীষণ বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ করা। এইটি অবশ্যই শান্তির জন্য এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবশেষগুলিকে দূরীভূত করার জন্য জনগণের সংগ্রামে এক সতেজ প্রেরণা যোগাবে।

"বাম" ও দক্ষিণ দিক থেকে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যে-রকম আক্রমণেরই সম্মুখীন হোক না কেন, কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এই নীতি সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে এবং জনসাধারণের অতীব প্রয়োজনীয় স্বার্থগুলির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। আর এটাই আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পতাকার তলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির "শান্তির, অভিযানের" প্রতি বিশাল ও ব্যাপক সমর্থনের মূলে রয়েছে। কেন যে উত্তেজনা-প্রশমনের এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে এবং কেন যে বিশ্ব আবার ঠাণ্ডা লড়াই-এর দিনগুলিতে ফিরে যাবে না, তারও অন্যতম কারণ হল এটাই। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নতুন পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য, আজকের দিনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল সতর্কতা, আগ্রাসী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি এবং শান্তির জন্য সংগ্রামে অবিচল নিষ্ঠা।

জান প্রাজ্‌স্কি

আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংবাদ

ব্রাজিলে নিপীড়নের প্রবাহ

দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রাজিলের শাসকরা গণতন্ত্রী ও দেশপ্রেমিকদের শিকার করছে। এখন আর্নেস্টো গেইজেল সরকার চালু নৃশংস নিপীড়নকে আরও বাড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের প্রবাহের সময় শতশত মানুষকে জেলে পোরা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন—পারনামবুকো রাজ্য আইন সভার প্রাক্তন ডেপুটি ডেভিড ক্যাপিস্ট্রানো, রিও গ্র্যাণ্ডে ডো নরটে রাজ্য আইন সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট লুই ইগনাসিও মারানহাও, এবং রেসিফে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের দুজন সদস্য ইভো ভ্যালেনকা ও মিগুয়েল বাতিস্তা। আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থার বক্তব্য অনুসারে ব্রাজিলের কারাগারগুলি ১২ হাজার রাজনীতিক বন্দীতে পূর্ণ। এঁরা অত্যাচার ও অমানুষিক অব্যবস্থার শিকার।

নিচে দুজন মহিলার দুটি চিঠি দেওয়া হচ্ছে। এঁরা সামরিক একনায়কতন্ত্রের নিপীড়নের যন্ত্রগুলির ভয়ঙ্করতা উপলব্ধি করেছেন।

ওয়ার্লড মার্ক্সিস্ট রিভিউ সম্পাদকগণ সমীপেঃ

"বুয়েন আয়ার্সে (আর্জেন্টিনা) ব্রাজিলের পুলিস আমাদের স্বামীদের চুরি করে নিয়ে যায়, সৈন্যবাহিনীর একজন প্রাক্তন মেজর—জোয়াকিম পিরেস সারভেইরা এবং একজন ছাত্র—জোয়াও রিটা পেরেডা, যাঁকে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে সভ্য জগৎ স্বীকৃত মানবিক অধিকারকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করে ব্রাজিল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ছাত্র পেরেডাকে আর্জেন্টিনায় রাজনীতিক আশ্রয় দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন জাতিসংঘের নিরাপত্তাধীনে। মেজর সেরভেইরার কাছে ছিল আর্জেন্টিনায় বসবাস করার অনুমতি-পত্র।

"জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত কমিশারিয়েটের বক্তব্য অনুসারে সেরভেইরা ও পেরেডাকে ১৯৭৪ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি রাতে রিও ডি জেনেরোয় ব্যারাও ডি মেসক্যুটার সামরিক পুলিস কারাগারে দেখা গেছে। আমরা আমাদের স্বামীদের জীবন-ভয়ে ভীতা।

"অনুগ্রহ করে সেরভেইরা ও পেরেডার মুক্তি অর্জনে, যাতে তাঁরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আবার মিলতে পারেন তার জন্য সাহায্য করুন। সেরভেইরা ও রিতা পেরেডার সন্তানরা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরাও আমাদের অনুরোধের অংশীদার।

ম্যারিয়া ডি লুরডেস ডি পিরাস সেরভেইরা এ্যামেলিয়া বারেরা ডি রিতা পেরেডা বুয়েন আয়ার্স, ৫ মার্চ, ১৯৭৪"

* * *

সাও পলো জেলের একজন বন্দিনীর, তাঁর আইনজীবীকে লেখা, একটি চিঠি থেকেঃ

৩ এপ্রিল সকালে আমার স্বামী আর আমি রোজকার মতো কাজে বেরিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম—দুপুরে বাড়িতে 'লাঞ্চ' খাব। কিন্তু আমার স্বামী আর এলেন না। তাঁর কিছু হয়েছে এই ভয় করে, তিনি কোথায় ছিলেন, এটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই জানতে পারলাম না। পরের দিন তিনজন সাদা পোশাকের সশস্ত্র লোক আমাদের

বাড়িতে এল, তারা বলল—আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনি "স্বীকারোক্তি" করেছেন। আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে, ঠেলে একটা গাড়িতে তোলা হল এবং আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা যাতে আমি দেখতে না পারি সেই জন্য চোখ ঢেকে নেওয়া হল।

পরে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট ঘরে। একজন লোক এল (বিবরণটা পরে দিয়েছি) এবং বলল, আমার তাকে বলা উচিত আমি কোন বামপন্থী সংগঠনে ছিলাম। আমি অস্বীকার করলাম। আর একজন পুলিসের কর্তাব্যক্তি এল এবং "যন্ত্রটা" নিয়ে আসতে বলল। আমাকে সে ধমক দিয়ে বলল: "তোর জিহ্বা আলগা হয়ে যেতে পারে।" আমার সমস্ত পোশাক খুলে নেওয়া হল এবং জুতো খোলানো হল। আমার দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করানো হলেও আমি সবসময়ই 'না' বলেছি।

আমি চিৎকার না করায় অত্যাচারীর দল ক্রুদ্ধ হত। ওরা চাইত আমার স্বামী যিনি ছিলেন পাশেরই ঘরে, যেন আমার চিৎকার শুনতে পান। "এ নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট"! অত্যাচারীর দল হিসহিস করে বলত—"দেখ, পার্টি একে এমন করে অভ্যস্ত করেছে যে, এ এমনকি বিদ্যুৎ প্রবাহও সহ্য করতে পারে।" আমি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম "তোরা আমায় মেরে ফেল পশু।" ওরা উত্তর দিল "ও তুই মরতে চাস? তুই মরতে পারবি, তবে এখনই নয়। প্রথমে, তোকে যেতে হবে নরকের মধ্য দিয়ে…।"

পরে ওরা আমার সামনেই আমার স্বামীর উপর অত্যাচার করল, তাঁর হাতের কব্জি দুটি বাঁধা ছিল একটা খুঁটির সঙ্গে, আর একটা তপ্ত লোহা রাখা হল তাঁর মুখের খুব কাছে, "তুই কি ওর জন্য দুঃখিত নস?" অত্যাচারীরা জিজ্ঞাসা করল, "স্বামীর দুর্ভোগের সময় কি করে তাকিয়ে দেখছিস্? কথা বল, আমরা ওকে যেতে দেব।" ওরা চাইত আমার স্বামী তাঁর কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করুন। কিন্তু তিনি ওদের অগ্রাহ্য করলেন। তিনি শুধু বললেন—তিনি একজন কমিউনিস্ট এবং ওরা তাঁর কাছ থেকে আর কিছু জানতে পাবে না।

ওরা তখন আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করার হুমকি দেয়। আমি আর আমার পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছিলাম না। ঠিক অত্যাচারের জন্য নয়, কারণ প্রতিদিন আমাকে দেওয়া হত মাত্র তিন চামচ ভাত ও আধ গ্লাস জল। পরে আমি জানলাম ওরা এই পদ্ধতিকে বলে চীনা অত্যাচার। "এই জন্য তুই মরতে চাস্?"

ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি উত্তর দিলাম: "না, আমি মরতে চাই না। আমি জীবন ভালোবাসি। কিন্তু পুলিস কর্তারা আমাকে হত্যা করতে চাইলে আমি কি করতে পারি?"

* * *

দেশজুড়ে অত্যাচারের প্রবাহের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠছে। সংহতি আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিস্টরা। ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে ও অন্যান্য ফ্যাশিস্ত শাসিত দেশগুলির রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এখন আরও প্রবল প্রচারের জন্য তাঁরা গণতন্ত্রের আদর্শের সকল পূজারীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জনগণের ক্রোধ হত্যাকারীদের হাত স্তব্ধ করে দিক।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রভাব

পুস্তকসমূহের সমীক্ষা

রডোভান রিশতা

চেকোস্লোভাক একাডেমি অফ সায়েন্সের অধীনস্থ ইনস্টিটিউট অফ ফিলজফি অ্যাণ্ড সোসিওলজির অধিকর্তা

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবকে কিভাবে সমাজের মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করা যায় গত কয়েক বৎসর ধরেই এই সমস্যাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি; শক্তির নতুন উৎস, মানুষের উদ্ভব সম্পর্কিত সমস্ত নিয়মাবলী এবং মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনে সক্ষম জীববিদ্যাসংক্রান্ত অগ্রগমনসমূহ, আবহাওয়া পরিবর্তন-সহায়ক কৌশলগুলি, মহাকাশযাত্রার কৃৎকৌশল, ব্যাপক ধ্বংসশক্তির মাধ্যমসমূহ—এই বিপ্লবের ফলে অর্জিত এই সমস্ত সাফল্যগুলিকে কোন ধরনের সামাজিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করবে? গত দু-দশকে বিশ্ব বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান যে-কার্যকর শক্তি প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাকেই বা কিভাবে ব্যবহার করা হবে? শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যে-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষমতা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তাকেই বা কিভাবে কাজে লাগানো হবে? বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সীমারেখা এবং ঝোঁক সম্পর্কে যতই স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে ততই কোন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা এর সমস্যাগুলির সমাধান করতে এবং জনগণের মঙ্গলের কাজে একে সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারে সেই প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বজোড়া কৌতূহলই এই বিষয় অবলম্বনে নানা পুস্তক রচনা করবার উদ্দীপনা যুগিয়েছে।

ভবিষ্যৎ আঘাত

দীর্ঘকাল যাবৎ বুর্জোয়া লেখকেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধারণাকে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছিলেন যে নতুন গবেষণা-পদ্ধতি, কম্পিউটার এবং সমধর্মী অন্যান্য আবিষ্কারগুলি পুঁজিবাদের সহজাত অন্তর্দ্বন্দ্বসমূহের মীমাংসার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। ষাটের দশকে কোনো কোনো পশ্চিমী লেখক বিশ্বাস করতেন যে প্রধানত নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার[১] দৌলতেই নাকি শ্রেণী-সংগ্রাম এড়ানো সম্ভবপর হয়েছে। এখনও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে "প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের"[২] একটি স্থায়ী সামাজিক ভিত্তি সরবরাহ করে এবং "২০০০ খ্রীষ্টাব্দের উপযোগী একটি ভাবধারার'[৩] সৃষ্টি করে পুঁজিবাদকে বাঁচানোর নতুন এবং কৌশলী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে।

কিন্তু ইতোমধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বকে বাড়িয়েই তোলে। "অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি যে-সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার ফলে এর প্রতি বিশ্বাস এখন অস্বস্তিকর অনুভূতিতে পরিবর্তিত হয়েছে"[৪]। প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির প্রভাবে পুঁজিবাদী সমাজে যে-লাভের অঙ্ক জমা হয়েছে তার অশুভ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কিছুতেই মানুষের ব্যাপকতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না বরং এর দ্বারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই গুরুতর আশঙ্কা দেখা দেয়।[৫] উদাহরণস্বরূপ পরিবেশের কথাই ধরা যেতে পারে। কারণ, "জলপথগুলি আবর্জনা ফেলার নর্দমাতে পরিণত হয় আর বাতাস বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।"[৬]

বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত

১ পি. ড্রুকার। **দি এইজ অফ ডিসকন্টিউনিটি**। নিউইয়র্ক, ২য় সংস্করণ, ১৯৭১,১৫২ পৃঃ।

২ জেদ. ব্রেজেজ্‌নিস্কি। **বিটিউইন টু এজেস্‌। আমেরিকাস রোল ইন দি টেক্‌নোট্রনিক এরা**। নিউইয়র্ক, ১৯৭০।

৩ "দি প্রসপেক্টস ফর ম্যানকাইণ্ড"। হাডসন ইনস্টিটিউট, ১৯৭২।

৪ "সায়েন্স, গ্রোথ এণ্ড সোসাইটি, এ নিউ পার্সপেক্টিভ"। **ও.ই.সি.ডি**, প্যারিস, ১৯৭১, পৃঃ ২৬।

৫ "টেকনোলজি, প্রসেসেস অফ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাণ্ড চয়েস।" (রিপোর্ট অফ দি ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্সস) ওয়াশিংটন, ডি.সি. ১৯৬৯, পৃঃ ১।

৬ ডবলিউ. কুহনস্‌। **দি পোস্ট-ইনডাস্ট্রিয়াল প্রফেট্‌স**। নিউইয়র্ক, ১৯৭১, পৃঃ ২।

বিপ্লবের সমস্যাবলী সমাধান করা সম্ভব নয় এবং সত্তরের দশকের বুর্জোয়া লেখকেরা ক্রমশই অধিক সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতিকে সীমিত করবার প্রস্তাব করছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করছেন যে "অতীতের দ্রুতগতিসম্পন্ন অগ্রগতির পথ ছেড়ে বিশ্বভারসাম্য রক্ষাকারী ভবিষ্যতের"[৭] দিকে যাবার সময় এসে গেছে। কারণ, তাঁদের মতে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল উন্নয়ন নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে[৮] নিয়ে যাবে।" "ভবিষ্যৎ আঘাতের"[৯] ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের মধ্যে "শেষবিচারের দিনের" অশুভ ছায়াপাত লক্ষ্য করেন। তাদের বক্তব্য হল "প্রযুক্তিবিদ্যাই মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল উৎস।"[১০] ক্রমশই অধিকসংখ্যক লেখক প্রযুক্তিবিদ্যা-বিরোধী মনোভাবকে প্রযুক্তিবিদ্যাতঙ্কের[১১] পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। একচেটিয়া পুঁজিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির দায়িত্ব তাঁরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। বাস্তবিক-পক্ষে বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তিবিদ্যার কোনো অপরাধই নেই, পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে তাদের ব্যবহার করবার ফলেই পরিবেশ দূষিত হয় এবং মানবজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

একটি প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী শক্তি

যে-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই এখন সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল. আই. ব্রেঝনেভ পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ভাষণদান প্রসঙ্গে "বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের ফলে অর্জিত সাফল্যগুলিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে দেওয়ার কাজটিকে"[১২] ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই একটি উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির কৌশলসমূহও স্থির করা চলে।

গত তিন চার বৎসর ধরে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের তত্ত্বগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে শত শত নতুন গ্রন্থ সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। সি. এম. ই. এ-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এবং যুগোস্লাভিয়ার গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত "বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং সামাজিক অগ্রগতি" বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র (মস্কো, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) এটা লক্ষ্য করেছে যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সুনিশ্চিতভাবেই "বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লব" সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক সমস্যাগুলিকে একাত্ম করে দেখে। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সহযোগী সদস্য ডি. এম. খিসিয়ানী বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ভূমিকার সংজ্ঞা নির্ধারণ এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মার্ক্সবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক এবং রাজ-নৈতিক আবিষ্কার বলে গণ্য হবে।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সমস্যা সম্পর্কিত এই ব্যাপক গবেষণাই প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক অগ্রগমনের প্রশাসকদের উপর কি পরিমাণে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সহ-সভাপতি পি. এন. ফেদোসিয়েভের ভাষায় "পৃথিবীর ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের স্থান নির্ণয় করা, সাম্যবাদের বস্তুগত এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তি নির্মাণে এর ভূমিকার স্বরূপ বর্ণনা এবং মানবজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিমানসের বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রতি-ক্রিয়ার পরিমাপ করাই"[১৩] প্রধান দায়িত্ব।

ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের প্রথমদিকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লব সম্পর্কে একটি যথাযথ সম্পূর্ণ ধারণার উদ্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মার্ক্স, এঙ্গেলস এবং লেনিন উৎপাদক-শক্তিসমূহের কাঠামো পরিবর্তন সম্পর্কে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার যথার্থতার স্বীকৃতিই এই ধারণার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের "প্রত্যক্ষ উৎপাদন শক্তিতে" পরিণত হওয়ার ফলে এবং মার্ক্সের ভাষায়, "শ্রমের সহজ পদ্ধতি থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে" উৎপাদন-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলেই প্রধানত এই পরিবর্তনগুলি সম্ভবপর হয়েছে।

৭ জে. ডবলিউ. ফরেস্টার। **ওয়ার্ল্ড ডায়নামিকস্**। কেম্ব্রিজ, ১৯৭১, পৃঃ ২।

৮ দ্রষ্টব্য: ডি. এইচ. মিডোস, ডি. এল. মিডোস, জে. র‍্যাণ্ডার্স, ডবলিউ. ডবলিউ. বেহরেনস রচিত **দি লিমিটস্ টু গ্রোথ**। নিউইয়র্ক, ১৯৭২।

৯ এ. টফলার। **দি ফিউচার শক**। নিউইয়র্ক, ১৯৭০।

১০ জি. আর. টেইলর। **রিথিঙ্ক: এ. প্যারাপ্রিমিটিভ সলিউশন**। লণ্ডন, ১৯৭২, পৃঃ ১২৯; **দি ডুমস্‌ডে বুক**। লণ্ডন, ১৯৭০।

১১ দ্রষ্টব্য: টি. রজাক, **হোয়্যার দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড এণ্ডস: পলিটিকস এণ্ড ট্রান্সসেণ্ডেন্স ইন পোস্ট-ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি**। নিউইয়র্ক, ১৯৭২।

১২. এল. আই. ব্রেঝনেভ, **ফলোয়িং লেনিন্‌স কোর্স: স্পীচেস এণ্ড আর্টিকেলস** মস্কো, ১৯৭২। তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

১৩. পি. এন. ফেদোসিয়েভ, "টুয়েন্টি ফোর্থ কংগ্রেস অব দি সি. পি. এস. ইউ. এণ্ড দি মেইন ট্রেণ্ড অফ দি সোশ্যাল সায়েন্সেস।" **কমিউনিস্ট**, ১৯৭২, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৯।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবকে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সমষ্টিগত মৌলিক পরিবর্তন বলা চলে এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো যায়। এর ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের কাঠামো এবং গতিশীলতার ক্ষেত্রে এক আন্তর্জাতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা[১৪] শক্তি হিসেবে ব্যবহার করায় এই ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণার ফলে উৎপাদক শক্তি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামো,[১৫] বিশেষকরে বস্তুগত, প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং সামাজিক বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অধিকতর বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আসলে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের মানে হল, "উৎপাদন এবং তার প্রশাসনের বস্তুগত এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তির এবং তার সাথে সাথে শ্রমবিষয়ক অগ্রগমনের ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা এবং তার কার্যকলাপ ও শ্রমের চরিত্রের-মৌলিক এবং গুণগত পরিবর্তন।"[১৬]

কোনো কোনো লেখক সমসাময়িক ইতিহাসের বিশেষ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য নানা পদ্ধতির[১৭] সন্ধান করেছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সঙ্গে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ-নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহ এবং একটি উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সহজাত সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। এস. ট্রাপেজ্‌নিকভ্‌ লিখছেন, "ক্রমোদ্ঘাটিত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই যে এটা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণ-পর্বেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব সমসাময়িক ইতিহাসের অগ্রগতির বৈপ্লবিকীকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং পরিণামে এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রকেই শক্তিশালী করবে এবং তার বিশ্বজোড়া জয়লাভকে সুনিশ্চিত করবে।"[১৮] বর্তমানে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবই কমিউনিস্ট সমাজের বস্তুগত এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি ও উৎপাদক শক্তিসমূহকে গড়ে তুলছে।

অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে "গণতান্ত্রিক", "মানবিক" প্রভৃতি সমাজতন্ত্র[১৯] সম্পর্কিত সংশোধনবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান সন্ধানের প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবেই এই সমস্ত সমস্যার বস্তুধর্মী মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করবে।

সমাজ-পরিবর্তনের অনুঘটক

সামাজিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে গতানুগতিক পথ থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিজ্ঞান নিজেদের অক্ষমতাই দেখিয়েছে। কিছু পশ্চিমী তাত্ত্বিক এই বিপ্লবের অগ্রগতিকে একটি সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় বেঁধে ফেলতে চান (যথা 'যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণবিদ্যা' ইলেকট্রনিক-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যা অথবা অন্যান্য ধরনের আবিষ্কৃত সাফল্যসমূহ); অন্যেরা আবার এই ধরনের বিপ্লবের অস্তিত্বকেই "অতিপ্রাকৃত রহস্য" অথবা "পৌরাণিক গালগল্প" বলে এড়িয়ে দিতে চান। প্রযুক্তিবিদ্যাগত বস্তুবাদ এবং নৈতিক অথবা নৃতাত্ত্বিক ভাববাদের[২০] মধ্যে দোদুল্যমানতার জন্যই বুর্জোয়া-বিজ্ঞানের পক্ষে বর্তমান যুগের অগ্রগতির[২১] চরিত্র এবং গতিশীলতা সম্পর্কে গবেষণা করবার সঠিক পদ্ধতি অবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজ বিষয়ক আর্থ বৎসরব্যাপী কর্মসূচীর সমাপ্তিসূচক রিপোর্টে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে "প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা সমাজ কিভাবে কতখানি পাল্টাতে পারে অথবা আদৌ পাল্টাতে পারে কিনা—সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে"[২২] আরও অনেক বৎসর ধরে গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্বের পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক দ্বান্দ্বিকতা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ। মানুষ যতই জ্ঞানার্জন করবে

১৪. দ্রষ্টব্য : **ম্যান-সায়ান্স-টেকনোলজি**। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা (সোভিয়েত-চেকোস্লোভাকিয়া যৌথ গবেষণা), মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৫২।

১৫. দ্রষ্টব্য : ভি. জি. মারাখভ। **সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদিকা শক্তির কাঠামো ও বিকাশ** (রুশ)।

১৬. কুর্ট থেগার। **সোশ্যালিসমাস্ এ্যাণ্ড ওয়েসেন স্যাফটলিচ —টেসনিশ্চে রিভলিউশন্** বার্লিন, ১৯৭২ পৃঃ ২৩।

১৭. দ্রষ্টব্য : ওয়াই. এম. মেলেশেঙ্কো, **প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিকাশের নিয়ম** লেনিনগ্রাদ, ১৯৭০।

১৮. **বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সমাজবিজ্ঞান** নামক সংগ্রহে এম. ট্রাপেজ নিকভের প্রবন্ধ, মস্কো, ১৯৭২, পৃঃ ১৩।

১৯ দ্রষ্টব্য : রজার গারোদি, ল' অল্টারনেটিভ প্যারিস ১৯৭২ ই. ফিশার, ডাই রিভোলিউশন ইস্ট এ্যাণ্ডার্স হামবুর্গ, ১৯৭১।

২০ দ্রষ্টব্য : এ. তুরেইন; প্রোডাকশন ডি. লা. সোসাইটি, প্যারিস ১৯৭৩।

২১ দ্রষ্টব্য : ওয়াল্ট রস্টো; অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরসমূহ, কেমব্রিজ ১৯৬০; রাজনীতি ও বিকাশের স্তরসমূহ, ক্রেমব্রিজ ১৯৭১।

২২ দ্রষ্টব্য : "প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজ সম্পর্কিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী ১৯৬৪-১৯৭২" ক্রেমব্রিজ, ১৯৭২, পৃঃ ৭।

এবং পৃথিবীকে পাল্টাবে ততই তাকে আরও জানতে হবে এবং নিজের সমাজ এবং নিজেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি অনিবার্যভাবেই সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা নেয়।[২৩] অন্যদিকে বিজ্ঞানের সাধারণ ধর্মগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্বগুলি অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির দ্বারা এই তথ্যের অপরিসীম গুরুত্বই প্রতিফলিত হয়েছে যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদই সেই "একতম বিজ্ঞানের" ভিত্তি ও কাঠামো প্রস্তুত করেছে যা প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গে সমাজের বৈপ্লবিক অগ্রগতি বিষয়ক জ্ঞানের যোগসাধনে সমর্থ।[২৪] আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। রেনেসাঁস এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ বিজ্ঞানের সঙ্গে এর আমূল পার্থক্য।[২৫]

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতি একদিকে যেমন সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে, অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকেও ত্বরান্বিত করেছে।[২৬] সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব থেকে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যাই একটি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে জড়িত করে ফেলে এবং সেজন্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রত্যেকটি কর্মসূচীর সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক গবেষণার যোগ থাকা উচিত। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যকার ভারসাম্য যে পরিবর্তিত হচ্ছে এটা মোটেই অকস্মিক ঘটনা নয়।[২৭]

এক সময় প্রকৃতির যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে পারলেই প্রকৃতির রূপান্তরসাধন করা যায় বলে মনে হত। কিন্তু আজ এটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এটিকে একটি জটিল দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং সেই ধরনের সমাজই তা গ্রহণ করতে পারে "যারা প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ[২৮] করতে" সক্ষম।

বিশেষ করে বাস্তব্যবিদ্যার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো যায় যে সমাজ এবং প্রকৃতির মধ্যে আমাদের অবশ্যই "আবদ্ধবৃত্ত" রচনা করতে হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে বিনষ্টি-সম্ভাবনা-যুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার[২৯] কল্পনা করেছিলেন এ হচ্ছে তাই।

সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ

সোভিয়েত একাডেমী অফ সায়েন্সের সভাপতি এম. ভি. কেলডাইস বলেন, "লেনিন বলে গিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানই হল কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলবার প্রধান হাতিয়ার এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটির প্রতি নিয়মিত আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে।"[৩০] বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার সর্বাপেক্ষা বড় উদাহরণ হল এই যে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদন থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকে এবং সক্রিয়ভাবে দুটিকেই প্রভাবিত করে।[৩১]

মাওবাদীসহ অন্যান্য বুর্জোয়া এবং সংশোধনবাদী তাত্ত্বিকেরা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন যে তা যেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দেহে একটি স্বতন্ত্র অংশ। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি পুঁজিবাদী সমাজের মতো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও অভিজাত প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা পরিচালিত "শিল্পবিপ্লবোত্তর[৩২] সমাজে" পরিণত করবে।

এর দ্বারা তাঁরা সমস্যাটির মূলে না গিয়ে আগায় পৌঁছোন। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ একথা প্রমাণ করেছে যে

২৩ দ্রষ্টব্য : টি. ট্রেন্দাফিলভ, বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক ও সামাজিক বিপ্লব, সোফিয়া, ১৯৭৩।

২৪ দ্রষ্টব্য : পি. ভি. কপনিন; ডায়ালেকটিক্স-লজিক বিজ্ঞান মস্কো, ১৯৭৩, পৃ. ২৭।

২৫ দ্রষ্টব্য : জি. ভলকভ; বিজ্ঞানের সূচনা, মস্কো, ১৯৭১; মানুষ ও বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব, মস্কো, ১৯৭২।

২৬ দ্রষ্টব্য : বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংশ্লেষণ, মস্কো, ১৯৭৩।

২৭ সোভিয়েত ইউনিয়নে ষাটের দশকে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় শতকরা ১৫০ ভাগ। অবশ্য এর থেকে বেশি হারে যে-বৃদ্ধি ঘটেছে অর্থনীতি (৩৪১%) এবং দর্শনে (২৬০%)। এর পরের স্থানে রয়েছে পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিজ্ঞান। (দ্রষ্টব্য : ডি. এম. গ্বিসিয়ানী; এস. আর. মিকুলিনস্কি; এস. এ. কুগেল; বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক কর্মিবৃন্দের কাঠামোর পরিবর্তন (রুশ) মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৬৯)।

২৮ ওয়াই. কে. ফিয়োদরভ; সমাজ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া, লেনিনগ্রাদ, ১৯৭২, পৃঃ ৮৫।

২৯ বি. কমোনার; ক্লোসিং সারকেল প্রকৃতি, মানুষ ও প্রযুক্তি-বিদ্যা, নিউইয়র্ক; ১৯৭১, পৃঃ ২৮০।

৩০ দ্রষ্টব্য : লেনিন ও আধুনিক বিজ্ঞান, মস্কো, ১৯৭০, প্রথম খণ্ড।

৩১ বি. এম. কেদরভ লিখছেন, "শেষ অবলম্বন হিসেবে বর্তমানে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদনের প্রয়োজনে লাগানো হচ্ছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ক্রমশই তার সক্রিয় ভূমিকার এবং যে-অভ্যাসের ভিত্তিতে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে সেই সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া-র পরিচয় দিচ্ছে।" (দ্রষ্টব্য : বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সোভিয়েত চেকোশ্লোভাক যুক্ত কার্যক্রম মস্কো, ১৯৭৩।

৩২ ডি. বেল, শিল্পোত্তর সমাজের আগমন, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতির ক্ষেত্রে[৩৩] চূড়ান্ত এবং নেতৃত্বসূচক ভূমিকা নিতে পারে। শ্রমিকশ্রেণী এর জীবন ও শ্রমের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক[৩৪] পরিবর্তন ঘটিয়ে তার ঐতিহাসিক সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই হল এই লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত এর ফলেই দৈহিক এবং মানসিক শ্রম এবং শহর ও গ্রামের মধ্যেকার অনিবার্য পার্থক্যগুলি দূর হয়ে যাবে।[৩৫]

এই সমস্ত যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করবার, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা যে ক্রমক্ষীয়মাণ এবং বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবেতনভোগী কর্মচারীদের প্রভাব যে ক্রমবর্ধমান সেটা প্রমাণ করবার জন্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জ্যানিয়েল বেলের[৩৬] মতো তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের "শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের" চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ন্তা বলে মনে করেন। আবার মার্কিউসের মতো কোনো কোনো লেখকের ধারণা যে সমাজ শেষপর্যন্ত মানবতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণেই আসবে। কিন্তু এই দু-ধরনের ব্যাখ্যাই প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে মদত দেবে।

কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশের বাইরে বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তিবিদ্যার কোনো একটিমাত্র সাফল্যও সম্ভব হত না অথবা তা ব্যবহৃতও হতে পারত না। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতি কোনোমতেই নিছক প্রযুক্তিবিদ্যাগত ঘটনা নয়, তা সামাজিক প্রক্রিয়ারই অংশ।[৩৭]

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতিকে কেন কেবলমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ যান্ত্রিক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এটি হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির কৌশলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমেই এই অগ্রগতির একটা ফলপ্রসূ রূপ দেওয়া যেতে পারে[৩৮]। সামাজিক অগ্রগতির বস্তুধর্মী নিয়মকানুন অনুসারে ব্যাপকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সামাজিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার এটি হচ্ছে মৌল শর্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের তাত্ত্বিকেরা প্রশাসন-পরিচালনার সাংগঠনিক রীতিনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি আলোচনায় উৎসাহিতবোধ করেন, কারণ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রয়োজন তাতেই সার্থকভাবে মিটবে[৩৯]।

সুযোগের সদ্ব্যবহার

আজকের দিনের বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সন্ধান করে তাদের প্রয়োগ করা যাতে এই সময়ে তারা উৎপাদক শক্তিগুলির দ্রুত বিস্তারকে ত্বরান্বিত করবে এবং যার ফলে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি উন্নততর হবে[৪০]। সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতিকে পরিস্ফুট করার জন্য বর্তমান স্তরে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যে-সমস্ত আবিষ্কারগুলি ফলপ্রসূ সেগুলির সন্ধান এবং প্রয়োগ করাও একান্ত আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি যে-দুটি মৌলিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় গবেষকরা সে দুটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে থাকেন। তাদের মধ্যে একটি হল সামাজিকীকরণ—অর্থাৎ

---

৩৩ দ্রষ্টব্য: শ্রমিকশ্রেণী—প্রধান বিপ্লবীশক্তি, মস্কো, ১৯৭৩।

৩৪ ভি. ভি. ক্রেভনেভিচ; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর কাঠামোর পরিবর্তনের উপর বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির প্রভাব (রুশ)।

৩৫ দ্রষ্টব্য: শহুরেকরণ বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব, মস্কো, ১৯৭১ ও শ্রমিকশ্রেণী (রুশ) মস্কো, ১৯৭২।

৩৬ এটা লক্ষণীয় যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় তাত্ত্বিক ডি. বেল ইচ্ছাকৃতভাবে আই. ভি. মাখাইস্কির স্বেচ্ছাচারী ধারণাকেই আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করেছেন (দ্রষ্টব্য: ডি. বেল; মতাদর্শের সমাপ্তি; নিউইয়র্ক-লণ্ডন ১৯৬৭, পৃঃ ৩৫৫)। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যবহারকারী বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর মার্ক্স-এঙ্গেলস ও লেনিনকে "প্রযুক্তিবিদ" বলতে তাঁর কোনো অসুবিধেই হয় নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সাফল্যকে মিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টাটি তাঁর কাছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের "প্রযুক্তিবিদ্যাকরণ" বলে মনে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে দ্রুত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি সম্ভব করেছে বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদিকা শক্তিগুলি ইতোমধ্যে অগ্রগতির যে স্তরে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে প্রযুক্তিবিদ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা সমাজতন্ত্রকে অধীনস্থ করার সাম্রাজ্যবাদী আশা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে—এ সত্য তিনি উল্টে দিতে চান।

৩৭ জি. ক্রব্বার, এইচ লাইটকো; সোশ্যালিসমাস এ্যাণ্ড উইসেনস্যাপ্ট বার্লিন, ১৯৭২।

৩৮ দ্রষ্টব্য: এফ, কুট্টা এবং এম. সুকুপ, বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক বিপ্লবের স্তরে ব্যবস্থাপনা প্রাগ, ১৯৭৩; এন. স্তেফানভ, এন. ইয়াখিয়েল, এম. কাছাউনভ; ম্যানেজমেণ্ট, মডেলিং, প্রগনস্টিকেশন; সোফিয়া, ১৯৭০।

৩৯ "বৃহদায়তন আধুনিক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বস্তুগত এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি রচনা করে।" (ভি. জি. আফানাসায়েভ, সমাজের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ২৫৪)।

৪০ ভি. এ. ঝামিন, আই. এম. ভল্যাদিমিরোভা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার সুবিধাসমূহ মস্কো, ১৯৭২।

সামাজিক জীবনযাত্রার অনুলিপিসদৃশ সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের প্রথম ধাপ হল সামাজিকীকরণ। গোটা সমাজ থেকে নেওয়া সামাজিকভাবে সংগঠিত শ্রমই বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ উৎপাদক-শক্তিতে পরিণত করার মূল ভিত্তি। এইজন্যই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব—প্রযুক্তিবিদ্যার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং পরিকল্পনা ও পরিচালনার সামাজিক সংহতির[৪১] ব্যাপকতম বিকাশের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আবদ্ধ। এখানেই আমরা ব্যাপক এবং সহজে সক্রিয় উৎপাদন-সম্ভাবনার সন্ধান পাব। দেশজোড়া স্বয়ংক্রিয় তথ্য-প্রক্রিয়ার নকসা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্যগুলি সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনাকেই প্রকাশ করে।

সমাজতন্ত্রের আর একটি সুবিধে হল এই যে নতুন মানবিক সম্পর্কগুলি শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের ক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে[৪২]। সমাজতন্ত্র এমনভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদক শক্তিসমূহ বৃদ্ধির চেষ্টা করে যা শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াবে, ক্রমশ শ্রমকে সৃজনশীল প্রচেষ্টায় পরিণত করবে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মান বাড়াবে এবং পরিবেশের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করবে। এই জন্যই যান্ত্রিক এবং গতানুগতিক শ্রমের দিকেই বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতিকে পরিচালিত করবার মৌলিক গুরুত্ব দেখা দিয়েছে, কারণ এই জাতীয় শ্রমের জন্য কোনো বিশেষ মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া বৃত্তিমূলক শিল্প এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সঙ্গে ব্যাপকতম অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে[৪৩]। নীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাফল্যের সার্থকতর এবং সময়-সংক্ষেপকারী ব্যবহার-পদ্ধতির জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে[৪৪]।

৪১ দ্রষ্টব্য : ডি. এ. লেবিন, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সংযোজন (রুশ) মস্কো, ১৯৭৩।

৪২ টি. জারোসেভস্কি নামক একজন পোলিশ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের পর্বে ব্যক্তিমানসের উৎকর্ষতা বিষয়ক গবেষণা করছেন।

৪৩ দ্রষ্টব্য : ভি. ডি. কামায়েভ, বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক রূপ ও নিয়মাবলীর (রুশ) মস্কো, ১৯৭২।

৪৪ "আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রশাসনই সময় সংযোজনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।" (ভি. জি. আফানাসায়েভ বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা (রুশ) মস্কো, ১৯৭২, পৃঃ ২৫)।

৪৫ দ্রষ্টব্য : এ. ড্রোনভ, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমস্যা মিনস্ক, ১৯৭৩।

৪৬ "বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির গতিশীলতা আনয়নের একটি প্রয়োজনীয় ও সক্রিয় উপাদান হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত।" (ভি. এন. তারচেঙ্কো, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিপ্লব (রুশ) মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ১১।

৪৭ দ্রষ্টব্য : জে. ফিলিপেক, আর. রিশতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র (রুশ) প্রাগ, ১৯৭২।

৪৮ দ্রষ্টব্য : উন্নত পুঁজিবাদী দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব : অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ (রুশ) মস্কো, ১৯৭১।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকগুলির মধ্যে যথার্থ সম্পর্কের ভিত্তির উপর অর্থনৈতিক দক্ষতার মৌলিক ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এই কথা বলে লেখকেরা সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন[৪৫]।

যেমন, অনেকসময়, শ্রমের চারিত্রিক পরিবর্তনকে কেবলমাত্র একটি সামাজিক ক্রিয়া বলে মনে হতে পারে এবং শিক্ষাগত-মানের পরিবর্তনকে কেবলমাত্র চাকরি পাবার যোগ্যতার মাধ্যম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যাগত বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ মেয়াদী বিবর্তনের হিসেব নেয় এবং যদি কেউ অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে শ্রম, শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ইত্যাদির ফলে এই সমাজ কর্তৃক অর্জিত বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং সামাজিক অগ্রগতির কথা মনে রাখে তাহলে তার মনে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাই জন্মাবে[৪৬]।

সমাজতান্ত্রিক ধরনের জীবনযাত্রা গঠন এবং উন্নয়ন অনিবার্য-ভাবেই উৎপাদক শক্তিসমূহের এবং শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা সামগ্রিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে এবং সামাজিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক উদ্দীপনা যোগাবে।[৪৭] এইভাবে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে যুক্ত করে তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিকৃতাঙ্গ উপাদান

উপরি উক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পুঁজি-বাদের সীমাবদ্ধতা সুনিশ্চিত।[৪৮] যেখানে পুঁজিবাদ একচেটিয়া মালিকানার স্তরে "প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের ব্যাপকতম সামাজিকীকরণের দিকে নিয়ে যায়" (ভি. আই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, দ্বাবিংশতম খণ্ড, পৃঃ ২০৫) এবং যেখানে

রাষ্ট্র বর্তমানে আগের থেকেও বেশি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির[৪৯] ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সমাজব্যবস্থার পক্ষে গোটা সমাজের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যাগত অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব নয়।[৫০] উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে হাডসন ইনস্টিটিউটের **মানবজাতির প্রত্যাশাতে** প্রস্তাব করা হয়েছে যে সামাজিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনার আদর্শকে স্থানচ্যুত করে "পরিকল্পিতভাবে বিপদ থেকে উদ্ধারের" শ্লোগানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপকতম অংশের উদ্যোগ, ক্ষমতা এবং শক্তি-বৃদ্ধিকারী উপাদানসমূহকে পুঁজিবাদের পক্ষে গতিশীল করে তোলা সম্ভব নয়। এটা হচ্ছে এমন ধরনের সমাজব্যবস্থা যা "কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নয়নের চরম অমিতব্যয়িতার জোরে"[৫১] সমাজ-উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করে। সম্প্রতিকালে পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যাগত নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত যে-তিক্ত সমালোচনা হচ্ছে তার দ্বারাই একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে কোটি কোটি মানুষের উৎপাদক কার্যক্ষমতার উন্নতিসাধনের যে-সুযোগ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি এনে দিয়েছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি তা গ্রহণ করতে পারছে না। অপরদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলির ভোগব্যবস্থার স্তরভেদ শ্রমজীবী মানুষের শক্তি এবং উদ্যোগের মান উন্নয়নের অধিকাংশ সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।[৫২]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ, যারা এ ব্যাপারে পথ-প্রদর্শকের সম্মান দাবি করে, মনে হয় তাদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি স্বাভাবিক বা আশাপ্রদ কোনোটিই নয়।[৫৩] প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের বস্তুগত সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখলে একথা বলা চলে যে এই জাতীয় অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে সীমিত, ভারসাম্যহীন এবং বিকৃতাঙ্গ।[৫৪]

এমন কি হারম্যান কাহনের মতো একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্পষ্ট প্রবক্তাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আশী দশকের মাঝামাঝি এই সঙ্কট তীব্রতর হয়ে উঠবে।[৫৫] ক্রমবৃদ্ধির বুর্জোয়া তত্ত্ব উৎপাদক শক্তিসমূহের বৃদ্ধির স্তরের পার্থক্য সম্পর্কিত সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হ্রাস করে এবং "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ" দেশগুলির পশ্চাৎপদতা দূর করবার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা অনুসৃত ঐতিহাসিক পথ অনুসরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রত্যেকটি সামাজিক বৈপরীত্যের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

যাই হোক পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উৎপাদক শক্তির স্তর যতই উন্নত হয় ততই সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশই বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশ-গুলির সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকতর পার্থক্য দেখা যায়। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির ফলে প্রাপ্তব্য সঙ্গতি-সমূহকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা সমাজতন্ত্রেই সম্ভবপর। সে জন্যই সমাজতন্ত্র নতুন মানবিক সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির জন্য নতুন পথ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিশ্বের উৎপাদক-শক্তিসমূহের বৃদ্ধির ব্যাপারে এক নতুন ও অভূতপূর্ব গতিসঞ্চার করেছে! মানবজাতিকে এই ব্যবস্থা গণ-ধ্বংসের আধুনিক উপাদানগুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। শান্তি-পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় এই শক্তি সক্রিয়-ভাবে শ্রেণীশক্তিসমূহকে বিভিন্ন পক্ষভুক্ত হতে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার সাফল্যগুলির অপব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে[৫৬] এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের উৎসাহ দেয়।[৫৭] সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে যখনই ব্যবহার করা হয় তখনই সামাজিক ব্যবস্থায়

৪৯ দ্রষ্টব্য : ওয়াই. এ. লেবেদেভা, **ইউ. এস. এ. ঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির উপর রাষ্ট্রের প্রভাব** (রুশ) মস্কো, ১৯৭২। জে. পি. আইভানোভা, **ইউ. এস. এ-তে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব** (রুশ) মস্কো, ১৯৭১।

৫০ "ফেডারেল বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের কেন্দ্রীভবন" বিজ্ঞান, গবেষণা এবং উন্নয়ন বিষয়ক সাব-কমিটির কাছে রিপোর্ট। ওয়াশিংটন, ডি. সি. ১৯৬৯।

৫১ কার্ল মার্ক্স ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ড মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৮৮।

৫২ 'শিল্পগত সমাজের' প্রবক্তারাও এই তথ্যটি স্বীকার করেন (জে. ফুরাস্তি, লেটার, ঔভার্টি এ কোয়ার্টার, মিলিয়ার্ড ডি' হোমস্ প্যারিস ১৯৭০)।

৫৩ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা এখনও বলে চলেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভাবিত সমাজের আদিরূপ (জে. ডগলাস, **স্বাধীনতা ও অত্যাচার ঃ প্রযুক্তিগত সমাজে সামাজিক সমস্যা**, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০)।

৫৪ এন. গাওজনার, **পুঁজিবাদী সমাজে বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবের সামাজিক প্রভাব**। মস্কো, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য : এন. এন. আইনোজেমসেভ; **বর্তমান পুঁজিবাদ ঃ নতুন দিক ও দ্বন্দ্বসমূহ**, (রুশ) মস্কো, ১৯৭২।

৫৫ হার্মান কাহন, বি. ব্রুস-ব্রিগ্‌স, ভবিষ্যতের কথা : **সপ্ত দশক ও অষ্ট দশক সম্পর্কে চিন্তা**, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ২০৫।

৫৬ **বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ** (রুশ) মস্কো, ১৯৭৩।

৫৭ এই ব্যাপারে পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের মতামত প্রায় একই ধরনের। দ্রষ্টব্য : জি. টি, সিবর্জ, ডবলিউ. আর. করলিস; **মানুষ ও অ্যাটম ঃ নিউক্লিয়ার কৃৎবিদ্যার মাধ্যমে নতুন জগৎ নির্মাণ**।

মঙ্গল সাধনকারী প্রভাবের সৃষ্টি হয়। আজকের পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আদর্শগত সংগ্রাম কেন জড়িত হয়ে পড়ছে তার কারণ বেশ বোঝা যায়।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের জরুরী দায়িত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিজ্ঞানীদের মহৎ উদ্দেশ্য হল ব্যাপকভাবে তাত্ত্বিক গবেষণা চালানো। এর উদ্দেশ্য হবে এমন একটি পথের সন্ধান করা যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাফল্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলির সার্থক মিশ্রণ ঘটানো যাবে।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়

ভি. আই. লেনিন ই. কে পি এম এস ও প্রলেতারস্কায়া ইনটার ন্যাশনালিজমে (প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে লেনিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি) দলিলের সংগ্রহ, মস্কো, পোলিটাইজডাট, ১৯৭৪, ২য় খণ্ড।

এই সংগ্রহে রয়েছে প্রোলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় লেনিনীয় মতবাদের বিকাশ এবং বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্য প্রচেষ্টায় পার্টির সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লেনিন-এর রচনা এবং রচনার উদ্ধৃতাংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল-পত্রাদি।

* * *

জর্জি ডিমিট্রভ ই ও বিডিন্যিয়া ভেনেটো না রিভল্যুৎ-সিয়োনির্টি ই ডেমোক্রাটিশ্চনিটে শিলি না মির, ডেমোক্রাট-শিয়া ই সোশ্যালিজম.

মেজদুনারোদনায়া কনফারেন্টসিয়া পো শ্লুচাই ৯০-গদমি-নিৎসা ওট রোজডিনিয়েটো না জর্জি ডিমিট্রভ (জর্জি ডিমিট্রভ এবং শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবী এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য : ডিমিট্রভের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন)। সোফিয়াপ্রেস, ১৯৭৪, ৭৩৪ পাতা।

এই গ্রন্থে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির, সোশ্যালিস্ট এবং ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের ১১৫টি প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের দলিলপত্রাদি বিধৃত রয়েছে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারিগণ যে-ভাষণ পাঠ করেন এবং সম্মেলন যে-সমস্ত বার্তা লাভ করে তা হুবহু এই বইতে উপস্থিত করা হয়েছে।

* * *

টি. কারাসিউস, সি ফ্লোরা, আই. ইয়ুগা, সি. নিরি, **ক্লাশা স্ন্যানিসিটোরে কনটেমপোরানা.** কনসিভারেট্টি আসুপ্রা লোকুচাই সি রোলুলুই ক্লাসেই ম্যুনসিটোয়ারে ইন ভায়াটা সোশ্যাল-পলিটিকা আ লুমি এ্যানচুয়ালে। (আজকের শ্রমিক-শ্রেণী) বুখারেস্ট, ১৯৭৪।

এই গ্রন্থে লেখকগণ সমাজতান্ত্রিক, উন্নত ধনতান্ত্রিক, এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির আজকের অবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটি অধ্যায়ে আজকের দিনের সর্বাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ-তালিকাও সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বি. কোপেকঝি, আজ উজ বালোলডাল "ইডিওলজিয়াজা (নয়া বাম দর্শন) বুদাপেস্ট কোসুথ কোনিভকিয়াডো, ১৯৭৪, ২৫৭ পৃঃ শিক্ষাবিদ কোপেকঝি এই গ্রন্থে পশ্চিম ইয়োরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার 'নয়া-বামদের' দর্শন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং এদের ধারণার উপর ট্রটস্কিবাদ, মাওবাদ এবং নৈরাজ্যবাদের প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। 'নয়া বামেরা' নিজেদের মার্ক্স-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে যে-দাবি তুলেছে তাকে তিনি সমর্থনের অযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে এদের মতবাদের সঙ্গে মার্ক্স-এর কোনো সঙ্গতি নেই।

* * *

এল. ভালেভ, এ. মানুসেভিচ, এল. নেজিনস্কি, জি. শ্লাভিন এট. অল, ভি, আই, লেনিন ই, অব্রাযোভা নি কমিউনিস্টিচেস্কি পার্টি ভি স্ট্রানাখ সেন্ট্রাল লোই ই ইউগো ভস্কোরনোই ইয়েভরোপি (লেনিন ও মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব ইয়োরোপে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান) মস্কো, ন্যুকা ১৯৭৩, ৪৬৯ পৃঃ।

সর্বত্র যে-কোনো বিপ্লবী মতাদর্শ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে লেনিনকে এই গ্রন্থে তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লেখকগণ তাঁদের কর্মজীবনের গোড়ার দিকে মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশসাধনে আদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে লেনিন-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

* * *

পলিটিস্কে ই ইডিওলজিস্কে প্রবলেমি ওয়াসপল সেঝেসনেজ ক্রিস্টিয়াজেনস্কিয়েজ ডেমোক্রাশিচই (আজকের দিনে খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত সমস্যা) ওয়ারশ' প্যানসটুউই ওয়াইড-নিকটু ন্যুকোউই ১৯৭৪, ৩২০ পৃঃ।

ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রের দলিলপত্রাদি এই গ্রন্থে সমাবিষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে খ্রীষ্টান ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি এবং খ্রীষ্টীয় গণতন্ত্রের দার্শনিক পারম্পর্য ও কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পশ্চিম ইয়োরোপ ও'নাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির খ্রীষ্টান ডেমক্রাটিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কথাও এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির সি. ডি. ইউ এবং সি. এস. ইউ-র আর্থনীতিক, মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক ধারণার কথা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

* * *

এ. রিভাস, পি. কাস্ট্রো, সি. মেসার, এ. সানটোস, এফ ওরো এড. অল কুইডাডো ডি. জে. নরম্যান, **টেকনোলজিয়াই, ইনড়িপেনডেনসিয়া ইকনমিকা** (কারিগরি এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা) বুয়েনস আয়ার্স, ইডিসিওনেস সিলেবা, ১৯৭৪, ১৩৪ পৃঃ।

বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির হাতে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয় অর্পিত থাকলে নতুন ধরনের পরাধীনতা আসে এবং দেশকে আর্থনীতিকভাবে উপনিবেশে পরিণত হতে সাহায্য করে, আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিকাশ বিশ্লেষণ করে এই গ্রন্থের লেখকগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কেবলমাত্র বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীলতার অবসানই জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং শিল্পগুলিকে সমানভাবে সবল করে তুলতে সক্ষম।

ডবলিউ এম আর প্রচারবর্ষ ১৯৭৪

পার্টিকর্মীদের শিক্ষামূলক সাহায্য

জেইম স্‌চ্‌মিরগেল্ড

আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রাগে প্রকাশিত মূল সংখ্যাশ্রয়ী **ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ** ১৫ বছর ধরে সংখ্যার পর সংখ্যা আর্জেন্টিনায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রকাশকালের অধিকাংশ সময় পার্টি গোপনে কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হওয়ায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও আর্জেন্টিনার পাঠকবর্গ প্রতি মাসেই নিয়মিত **ডবলিউ. এম. আর.** পেয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী গবেষকদের নিবন্ধ দ্বারা নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছেন। আমাদের তিনটি তত্ত্বগত সাময়িক পত্রিকা (নুভা এরা, কুয়াডের নোস ডে কালচার এবং প্রোবলেমস ডে ইকোনোমিয়া) থাকা সত্ত্বেও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৭৪ সালের প্রচার-বর্ষের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

যদিও আমরা এ বছরের মাত্র অর্ধাংশ অতিক্রম করেছি তবুও আমরা প্রচারবৃদ্ধিপরিকল্পনা রূপায়ণের সাফল্যজনক অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করতে পারি। ১৯৭৪ সালের **ডবলিউ এম. আর**-এর আমাদের প্রথম জাতীয় সংখ্যাটির প্রচার-সংখ্যা ৩,০০০ থাকলেও পঞ্চম সংখ্যাটির প্রচার-সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০০-এ। অতিরিক্ত ২,০০০ কপি-র অর্ধাংশ পার্টিকর্মীদের মধ্যে বিক্রয় হয়েছে এবং বাকি অর্ধাংশ বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে বিক্রয় হয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরে কার্যনির্বাহী সমিতির ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণই প্রচার-সংখ্যার এই বৃদ্ধির কারণ। আঞ্চলিক কমিটিগুলি এই সময় **ডবলিউ.এম.আর**-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা-সভার আয়োজন করে এবং প্রচারবৃদ্ধির ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। অন্যান্য পার্টি পর্যায়েও এই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও সাময়িক পত্রিকাটির প্রচার-বর্ষ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যনির্বাহী সমিতির একটি বিশেষ ঘোষণায় সৃজনশীল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের আন্তর্জাতিক অঙ্গন হিসাবে এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমস্ত পার্টি প্রকাশনায় **ডবলিউ. এম. আর**-এর পর্যালোচনা থাকে এবং পার্টি আইনী হবার পর সি. পি. এ-র দপ্তরসমূহের

সংলগ্ন সমস্ত পার্টি পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র **ডবলিউ. এম. আর**-কে একটি বিশেষ স্থান দিয়ে থাকে। পার্টি সভা এবং সম্মেলন-গুলিতেও এই ধরনের পত্রিকা বিক্রয় কেন্দ্র সংগঠিত হয়ে থাকে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাতেও এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

সদস্যপদভুক্তি হল বর্তমানে পার্টির মূল সাংগঠনিক সমস্যা। আমরা পার্টি সভ্যের সংখ্যা ২০০,০০০-এ তুলতে চাই। যার অর্থ হল ৩,০০০ নতুন পার্টি সেল গঠন (বর্তমান মোট সংখ্যা ৩,২১৮)। অর্থাৎ নতুন পার্টি সেল নেতৃত্ব পার্টিসদস্যদের শিক্ষা পরিচালনা করবে, তাদের পার্টির কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং এর দ্বারা চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন পার্টিকর্মীদের শিক্ষা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার উন্নয়ন। এই ক্ষেত্রে **ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ** অপরিসীম সাহায্য করতে পারে, এবং এই কারণেই পার্টির মধ্যে এবং সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-সংগ্রামের কর্মীদের মধ্যে অবশ্যই এর প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা হল এই বছরের শেষে এর প্রচার-সংখ্যা ৬,০০০-এ উন্নীত করা।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় **ডব্লু এম আর**-এর উপাদানগুলির ব্যাপক ব্যবহারের জন্য সি. পি. এ. কেন্দ্রীয় কমিটির প্রোপাগাণ্ডা কমিশন এই উপাদানসমূহ একটি পৃথক কভারে বই আকারে এর প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন আয়োজিত **ডবলিউ. এম. আর**-এর নিবন্ধগুলির ওপর আলোচনায় ব্যাপক সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করে থাকে।

পার্টির নিজস্ব প্রকাশনার মতোই **ডবলিউ. এম. আর.** পার্টি সেলগুলির মাধ্যমে বিক্রয় হয়। সাময়িক পত্রিকাটি সাধারণত বিনামূল্যে দেওয়া হয় না, সৌজন্যমূলকভাবেও খুব সীমিত সংখ্যক কপি দেওয়া হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই এর খরচ তোলা হয়।

পুঁজিবাদী মালিকানায় পরিচালিত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মারফত লাভজনকভাবে এর বিক্রয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা তার উপায় এবং পদ্ধতি এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখছি। এটা সম্ভব হলে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের কাছে এটা পৌঁছাবে।

প্রচারবর্ষে বড় রকম সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদের পার্টি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে।

কারলোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসব: শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য

১৯৭৪ সালের ১৫-১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত ১৯তম কারলোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসবের মূল বিষয় ছিল—পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র প্রদর্শন এবং আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের একটি আলোচনাচক্র। এই সময় অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সম্মেলন এবং আলোচনাসভাগুলিতে প্রদর্শিত চিত্রের দোষ ও গুণ নিয়ে বিতর্ক হয় এবং সাধারণ বিষয়ানুগ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

এই চলচ্চিত্র উৎসব প্রবর্তনের সময়েই এর নীতি জানা গিয়েছিল, "মহৎ মানবিক সম্পর্কের জন্য, শাশ্বত আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের জন্য"। ছবিগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় ছিল—মানবিকতার নীতির সঙ্গে ছবিগুলি অন্বিত কি-না এবং আধুনিক প্রগতিশীল চলচ্চিত্রে এর অবদান আছে কি-না।

এ বছর নিয়মিত পুরস্কার আরও একটি বৃদ্ধি পায়: **ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ** "শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য" এই পুরস্কার প্রবর্তন করে। সম্পাদকমণ্ডলীর নির্ধারিত নিয়মানুসারে যে ছবিতে মুক্তি এবং সামাজিক প্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রাম পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত সেই ছবিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

চেকোস্লোভাক টেকনিকলার কাহিনীচিত্র "এ ডে দ্যাট ডাস নট ডাই" (চিত্রনাট্য—আইভ্যান বুকোভক্যান, পরিচালনা—মার্টিন টাপাক) এই নতুন পুরস্কার প্রথমবার জয় করে। স্লাভক জাতীয় অভ্যুত্থানের ৩০তম বার্ষিকীতে এই ছবি নির্মিত হয়। ছবিতে ফ্যাসিস্ট অধিকৃত স্লাভকের জনগণের ক্রোধ এবং অভ্যুত্থান বিস্ফারিত হওয়ার প্রাক্কাল অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আজকের দৃষ্টিতে এই ছবি দেশপ্রেম এবং ফ্যাসিস্টদের প্রতি ঘৃণার একটি দৃষ্টান্ত এবং স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি মহৎ আদর্শ। গভীর সংগ্রামের মুহূর্তে এই ছবিতে দেখানো হয়েছে মুক্তি-সংগ্রামীরা রাজনৈতিক চেতনা অর্জন করেছে। নৈতিক বল অটুট রয়েছে এবং উন্নত অস্ত্র-সজ্জিত ও ব্যাপক শিক্ষাপ্রাপ্ত শত্রুদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়েছে।

উৎসবের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি দিবসে "শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য" এই পুরস্কার ঐ ছবিটির নির্মাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বুলগেরীয় রাজনৈতিক পোস্টার

বুলগেরিয়ায় বিপ্লবী সংগ্রাম শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক পোস্টারগুলি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শোষক-শ্রেণী এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের পরিচালিত করার জন্য পোস্টার এবং অন্যান্য চিত্র নক্‌শাদি ব্যবহার করেছিল। নির্বাচন, শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান এবং যুদ্ধ, ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য আহ্বান এবং সমবায় আন্দোলনের প্রচারের সময় সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ, ক্যালেণ্ডার এবং চিত্রাদি ব্যবহার করা হয়েছিল। ২০ এবং ৩০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এবং সোভিয়েত শিল্পকলা প্রচার করতে পোস্টারগুলি বিশেষ সাহায্য করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকালে পার্টি পোস্টারগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে: প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়, গণ-প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা, যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন, সমাজতন্ত্র নির্মাণে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে পোস্টার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময়, ত্রিশ দশক থেকেই পরিচিত নকশাশিল্পী আলেকজেণ্ডার ঝাণ্ডোভ বোরিস এঙ্গেলুসেভ, এবং শিল্পী স্টোয়ান ফেনেভ, স্টোয়ান সোটিরোভ এবং বোরিস আইভ্যানোভ বিপ্লবী রাজনৈতিক পোস্টার অঙ্কন-শিল্পী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে মধ্যম এবং তরুণ প্রজন্মের পোস্টারশিল্পিগণ অধ্যাপক আলেকজেণ্ডার পোপলিলোভের প্রশিক্ষণে পরিচালিত সোফিয়ার আর্ট একাডমি থেকে আসছেন। আজকের দিনের পোস্টার শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন সাইঅরডেন পেট্রোভ, ডিমিট্র সেরেঝলিয়াভ, পিটার পেট্রোভ, কিরিল কারাপানোভ, এনটোন মেকুয়েভ, পিটার রাশকোভ, আসেন স্টারেইশিনস্কি, ডিমিট্রভ, লিউডমিল চেখলারোভ এবং অন্যান্য পর্যায়ের শিল্পিগণ।

রাজনৈতিক শিল্প, যার প্রতি বি. সি. পি. বিশেষ গুরুত্ব দেয়, তার বিষয়বস্তু এবং প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করছে।

ডায়েরি

সম্প্রতি পারাগুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক কমরেড রেইনালডো মারিন **ডবলিউ. এম. আর**-এর সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। কমরেড মারিন **ডবলিউ. এম. আর**-এর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসার সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এস. অচ্যুত মেনন সম্প্রতি **ডবলিউ. এম. আর**-এর সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শনকালে কোয়ালিশন সরকারের কাজকর্ম এবং বর্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কেরালার কমিউনিস্টদের উদ্যোগ বর্ণনা করেন।

ডবলিউ. এম. আর এবং সি. পি. আই-এর সঙ্গে সহযোগিতা প্রসার সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য, 'কুয়াডেরনোস ডে কালচারের' পরিচালক, প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং লেখক কমরেড হেক্টর অগস্টি সম্প্রতি আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন। তিনি সি. পি. এ. এবং **ডবলিউ. এম. আর**-এর মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মাসিক পত্রিকাটি ২৬টিভাষায় প্রকাশিত এবং ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হয়
গ্রাহক হবার চাঁদা জাতীয় সংস্করণ ক্ষেত্রে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ইংরেজী

সেনট্রাল বুকস্ লিমিটেড,
৩৭, গ্রেস ইন রোড।
লণ্ডন, ডবলিউ. সি. আই. একস্ এণ্ড পি, এস
ইংল্যাণ্ড।

প্রোগ্রেস বুকস্,
৪৮৭, এডেলাইডে স্ট্রীট, ওয়েস্ট,
টরন্টো, অন্টারিও,
এম ৫ ভি আই টি ৪, ক্যানাডা

প্রোবলেমস্ অব পীস এণ্ড সোশ্যালিজম্,
৫, রানী ঝান্সী রোড,
নতুন দিল্লী—৫৫, ভারত

আরবীতে

আল-ওয়াকট্ পি, ও, বি, ৬২৪৭
বেইরুট, লেবানন

দার হিলাল
১৬, মোহাম্মদ ইজ্ সাল-আরব স্ট্রীট
কাইরো, আরব রিপাবলিক অব ইজিপট্

এথ জাগাফা এল-জাদিদা
(লো পৌভেললে কালচার)
রেভুই
মেনসুললে ডে কালচাররে জেনারেলে
আল-তারিরে, স্কোয়ার, বাগদাদ, ইরাক

বাঙলায়

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, ভারত

বুলগারিয়ান

"রুস্স্কি" ৬
"হেমাস" সোফিয়া, বুলগেরিয়া

চেক

আরটিয়া,
প্রাহা ২, নোভে মেসটো,
ভে স্নেককাচ ৩০, সি, এস, এস, আর

ডানিশ

ফোর লা গেট টিডেন,
ডাঃ টিভাইয়ারগাডে ৩
১৩০২ কোবেন হাভান্ কে,
ডেনমার্ক

ফিনিস

আই কাকাউসলেহটি কমিউনিস্টি,
কটকানকাটু ১১,
০০৫১০ হেলসিনকি ৫১, ফিনল্যাণ্ড

ফ্রেন্চ্

সোসাইটি, ডি' এডিসন্ এট ডি' ইনএরমেসন্
৯, বৌলেভারড্ ডেস্ ইটালিয়েনস্
প্যারিস্ (২)

লাইব্রেইরিই নৌভেলএস্ ফ্রান্টিয়ারস্ ।
৯৬, আউয়েস্ট, রুয়ে শেরব্রুকে,
মন্‌ট্রাল, কুইবেক, ক্যানাডা ।

লাইব্রেইরিই রুশো ৩৬
রুএ জে-জে, রুশো
জেনেভে, সুইস্‌সে

লাইব্রেইরিই ডু মনডে,
এনটি ইয়ার ১৬২
রুয়ে ডু মিডি ব্রুকসেলেস্, বেলজিক্

জারমান

ডিইটস্‌চার বুচ-এক্সেপারট আন্‌ড-ইমপোরট্ জি, এম, বি, এইচ,
৭০১ লাইপজিগ্, লেনিনস্টেসে-১৬, জি. ডি. আর.

"গ্লোবাস"
ভাট্টিয়েব ওসল্যাণ্ডিসচার জিইটস্ ক্রীট টেন,
১২০০ উয়েন, হোচস্‌টাডাপলাটজ্ ৩, অস্ট্রিয়া ।

জেনোসেন চাফট্ লিটেরেচার ট্রিয়েভ জুরিখ
জুরিখ ৪, ফেলডট স্ট্রীসে ৪৬, সুইজারল্যাণ্ড ।

ব্রুকেন—ভার ল্যাগ জি, এম, বি, এইচ
লিটারেচার—ভারটিয়েব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, ৪০০০ ডাসেল ডরফ্
আকার স্ট্রাসে ৩, এফ. আর. জি

গ্রীক

থাকুরোভা ৩,১৬৬১৬
প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া

হাঙ্গারিয়ান

কুলটুরা,
কোনিভ-এস হিরল্যাপ কুলকারে সকেডেলমি
ভ্যালালাট
বুদাপেস্ট ১, এফ, ও ইউ, ৩২, হাঙ্গেরি

ইতালিয়ান

লাইব্রেরিয়া রিনাসসিটা,
ভায়া ডেলে চোটেখে,
ওসকিউরে ৪, রোমা, ইতালি

জাপানী

নাউকা লিমিটেড ২
কানাডা—জিনবোচো ২—খোমে
বিওডা—কু
টোকয়ো, জাপান

মঙ্গোলিয়ান

উলান-বাটর, সুখেবাটারিন টলবয় ২ ।
মঙ্গল আরডাইন খুসগলট ন্যামম্যান টভ
ন্যামম্যান খরো
"এনখ টাজভান, সোসিয়ালিজমিন্ এ্যাসুডাল"
সেটগুলিয়্যান মঙ্গল খেভলেলিজন্ গাজার

নরওয়েজিয়ান

বকস্ ৩৭১৫
ওসল ১, নরওয়ে

পারসিয়ান

পি. বি. ৪৯০৩৪
১০০২৮ স্টকহলম্ ৪৯, সুইডেন

পোলিশ

আর. এস. ডব্লিউ
"প্রাসা-কিস-আজকা—রুচ" বি, কে, ডব্লিউ, জেড,
ওয়ারশজায়া উল, ওরোনিয়া ২৩, পোল্যাণ্ড

রুমানিয়া

আই, সি, ই, "লিবরি,"
ক্যালিএ ভিক্টোরিএই—১২৬
বুকোরেস্‌টি, রুমানিয়া

রাশিয়ান

মেজডুনারোডনাআ নিনা
মস্কো জি-২০০, ইউ. এস. এস. আর

স্প্যানিস

এ্যাডিসিওনেস প্যাজি সোসিয়ালিসমো, এ, পি, টি
ন্যাসিওনাল ১২৫৩, বগতা, কলম্বিয়া,

এ্যাডিসিওনেস ডে কালটুরা পপুলার
সান জুয়ান ডে লেট্রান, ৩৭-৪ পিসো
মেক্সিকো-১, ডি, এফ :

ইভিওলজিয়া ওয়াই পলিটিকা, জে আর মক্যুইওর
৭১৮—২০৩, লিমা, পেরু

ইডিফিসিও ক্যানটাকলারো
এসক্যুইনা সান পেডরো,
প্যারোকুইয়া সান জুয়ান, ক্যারাকাস,
ভেনেজুয়েলা

লাইব্রেরিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, এ্যাপডো ৭৫৮
স্যান জোস, কোসটা রিকা

এ্যাডিটোরিয়াল "এ্যানটিও"
ব্যুএনস্ এয়ারেস, আরজেনটিনা

এজেনসিয়া ডে ডিস্ট্রিবিউসন্ ডে প্রেনসা,
১৬৬১৬ প্রাহা ৬, থাকুরোভা ৩, সি. এস. এস. আর

সুইডিস

ফরল্যাগস্থাকটিয়ে বোলাগেট
ইণ্টারন্যাশনাল রেভি,
ফ্যাক, ১২২০৬ এ্যানক্যাডে ৬, স্টকহলম্
সুইডেন

ভিয়েটনামিস্

এস "ও" জুয়াট ন্যাপ খাউ স্যাচ বাও ৩২
হাউ বা ট্রুনগ্, হ্যা-নয়, ভিয়েত-নাম

পত্রিকাটির বিষয় সমস্ত অনুসন্ধান পাঠাইতে হইবে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকাশকের কাছে, ১৬৬১৬, থাকুরোভা ৩, প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তথ্য ও তত্ত্বগত পত্রিকা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে সেপ্টেম্বর '৭৪ থেকে জানুয়ারি '৭৫ পর্যন্ত প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করুন !

এক বছরের জন্য গ্রাহক চাঁদা ১০·০০ টাকা মাত্র

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সাধারণ সময়ে গ্রাহক চাঁদা—

বার্ষিক সডাক ১৫·০০ টাকা

ষাণ্মাষিক সডাক ৮·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিঃ

৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সম্পাদকীয় অফিস

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো,

কলিকাতা-১৭

পত্রিকার বিষয়বস্তু ও অনুবাদ উন্নত করার জন্য পাঠকবর্গের সমালোচনা ও পরামর্শকে সাদর আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো

কলকাতা-১৭

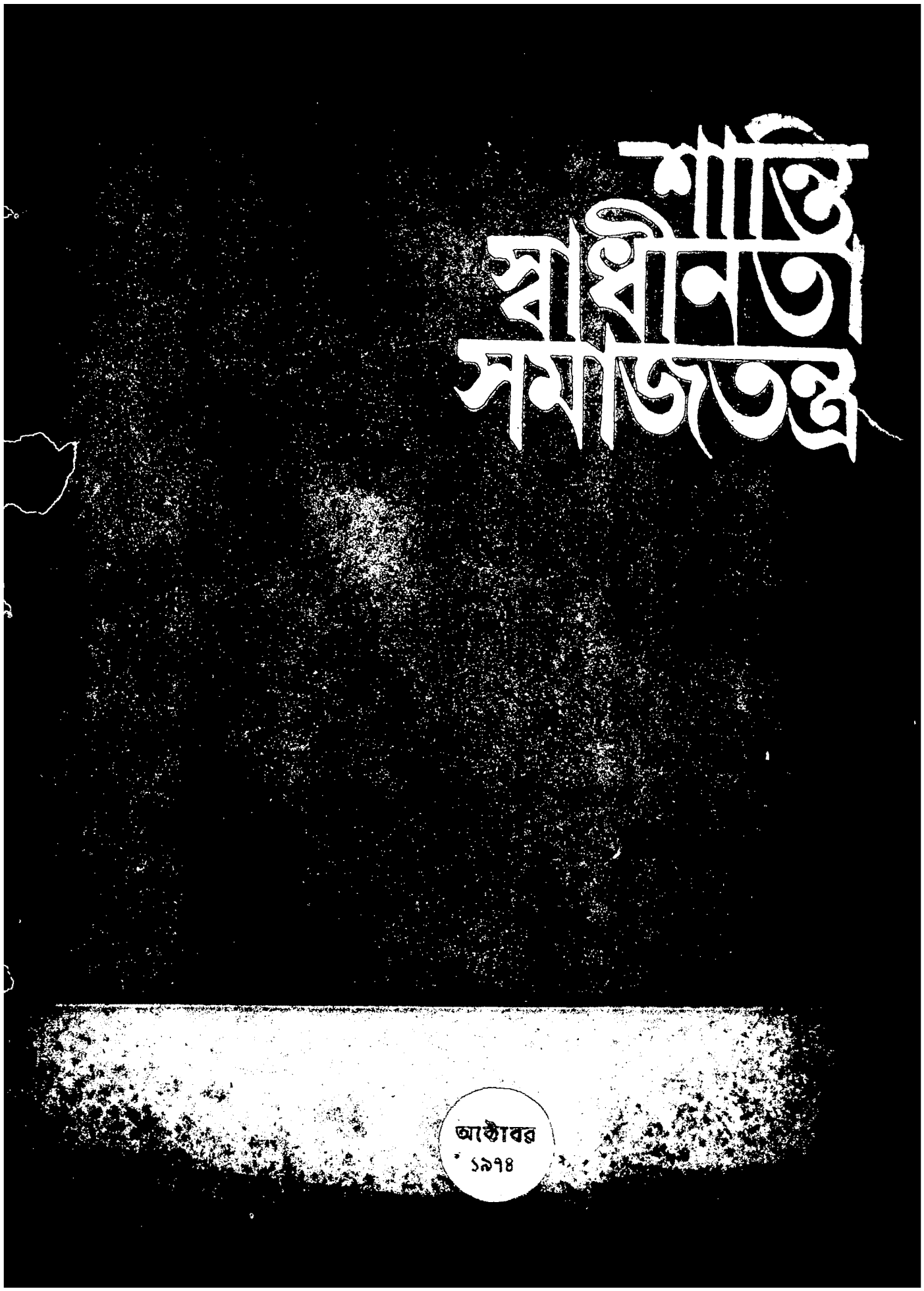
শান্তি
স্বাধীনতা
সমাজতন্ত্র
অক্টোবর
১৯৭৪

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | সকল দেশের শ্রমিক এক হও

বর্ষ ২ | অক্টোবর, ১৯৭৪ | সংখ্যা ১০

সূচীপত্র

ই [illegible]নেকার	:	সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে	৩
এফ কুলাকভ	:	লেনিনীয় কৃষিনীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রয়োগ	১০
এ আপ্রো	:	জনপ্রিয় শাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা	১৭

পার্টি

কে এইচ স্ক্রোডার	:	আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগঠন	২৩
এল ব্যালট	:	সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিকশ্রেণী	২৮
টি ভ্যারেলা, জি কিয়াটোস্কি, এ ভলকভ	:	পোল্যাণ্ড : সমাজতন্ত্রের দুর্গ	৩২
	:	সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৩৮

তত্ত্ব

	:	বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী	৪০
টি স্টেনিচেভ	:	ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথোপকথনের মতাদর্শগত দিক	৪৭

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

	:	সংসদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম	৫২
জে শ্চমিরগেল্ড	:	স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পথে লাতিন আমেরিকা	৫৮
সি মেণ্ডেজ	:	প্রকৃত সাম্যের প্রকৃত পথ	৬৪
জে পিটম্যান	:	উত্তেজনা প্রশমন—সংগ্রামের প্রধান ঝুঁকি	৬৯
ই উইস্মার	:	সোশ্যাল ডেমক্রেসি এবং সামাজিক অংশীদারীত্ব	৭৪
এস ওয়ালশ	:	ফরাসী কানাডীয় জাতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে	৭৯
এস সুদিমান	:	ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন	৮৩

সূচীপত্র

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি

ভি সুখোদিয়েভ	ঃ	কমিউনিস্ট বিশ্বাসের অনুশীলন	৮৬
	ঃ	সময়ের সঙ্গে তাল রেখে	৮৮
	ঃ	পুস্তক পরিচয়	৯১
	ঃ	১৯৭৪ ঃ ডব্লু এম আর প্রচার বর্ষ	৯৬
	ঃ	ফিনিশীয় রাজনৈতিক পোস্টার	৯৭
	ঃ	ডায়রি	৯৮

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঃ বঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা—৭০০০১৭ থেকে অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে

এরিখ হোনেকার

প্রথম সম্পাদক, জার্মানীর সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল। এই বৎসরগুলিতে আমাদের জাতির ইতিহাস মূলগতভাবে নতুন পথে অগ্রসর হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণ তাদের জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে।

জি ডি আর শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতির সুসংগত নীতির অনুসরণকারী শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে রজত-জয়ন্তী বর্ষে পা দিচ্ছে। ভ্রাতৃত্বমূলক জাতি গোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আমাদের শ্রমিক-কৃষকের সরকার বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। পুঁজিবাদী শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের একান্ত নিয়ন্ত্রিত শ্রমের মাধ্যমে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

পঁচিশ বৎসরব্যাপী পথ-পরিক্রমার প্রতিটি স্তর সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বৎসরগুলিতে জার্মানির প্রথম শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রটিকে উচ্ছেদ করার জন্য এফ আর জি-র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বারংবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জি ডি আর-এর প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি বিশ্ব-শক্তির ভারসাম্যকে ক্রমাগত সমাজতন্ত্রের অনুকূলে আনার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছে: যে-আগ্রাসী জার্মান সাম্রাজ্যবাদ দু-দুটি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্যে দায়ী আমরা তাদের আরও দুর্বল করেছি।

জাতির সাফল্যের পরিমাময় প্রতিফলন ঘটেছে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে নির্ধারিত উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত সুসংগতভাবে রূপায়ণের লক্ষ্য নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যে। যে-পরিবেশের মধ্যে আমাদের রজত-জয়ন্তীর প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল তা সর্বোত্তমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন করা ও আগামী বৎসরের পরিকল্পনার বিস্তৃত রূপ দেওয়ার মধ্যে। শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের বিগত পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে জি ডি আর-এর নাগরিকেরা এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেসে নির্ধারিত পথরেখা ধরে সচেতন আশাবাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

জি ডি আর-এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে হিটলারী ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিজয়ের সঙ্গে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অপরিমেয় আত্মত্যাগের মাধ্যমে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্দী জনগণকে মুক্ত করে বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত মুক্ত দেশগুলিতে বিষয়গতভাবে প্রয়োজনীয় বিপ্লবী রূপান্তরের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। অন্যান্য কয়েকটি দেশের মতো জি ডি আরেও জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে-ওঠা নতুন ধরনের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিশালী জোয়ার বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে এক উন্নততর নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। জি ডি আর একেবারে গোড়া থেকেই এই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও শ্রমিক-কৃষক সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী শক্তিগুলি, একচেটিয়াপতিরা, জাংকাররা, সক্রিয় ফ্যাসিস্ট ও যুদ্ধবাদীরা হিংস্র বিরোধিতা শুরু করে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এক অভিন্ন ফ্রন্টের আমরা সম্মুখীন হই, যারা ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

শ্রেণী-সংগ্রামের এই রকম পরিস্থিতিতে, জি ডি আর-এর অস্তিত্ব ও অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে হলে, কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের শক্তিকে সুসংগতভাবে শক্তিশালী করে ও লেনিনের দেশের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তা সম্ভব। জি ডি আর-এর গঠন ও বিকাশ আমাদের জনগণের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের প্রজাতন্ত্র প্রথম জার্মান রাষ্ট্র, যার লক্ষ্য

ছিল ইউ এস এস আর-এর প্রতি ঘৃণা ও সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তা-বিরোধী নীতির বিলোপসাধন। একেবারে সূচনাকাল থেকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি ছিল জার্মান-সোভিয়েত মৈত্রীর বিপ্লবী ঐতিহ্য। জি ডি আর-এর প্রথম রাষ্ট্রপতি উইল্‌হেলম্‌ পীক ঘোষণা করেছিলেন, "জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি মনে করে, জার্মান জনগণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নতুন এক মৈত্রী-সম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানিতে আর কখনও কুৎসা প্রচারিত হবে না।" আমাদের পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জার্মানভূমিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও তাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সদাসর্বদা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রী, কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এগুলি সকল জনগণের সর্বাধিক স্বার্থ রক্ষা করে—আমাদের অভিজ্ঞতার ইতিহাসের এই শিক্ষা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বদা সর্বদেশে ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলির নীতি ও মতাদর্শ এবং পশ্চাদমুখীন সামাজিক নীতি ও মতাদর্শে পরিণত হয়েছে।

জি ডি আর-এর পঁচিশ বৎসরে ইউ এস এস আর ও জনগণের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে সিকি শতাব্দীর ভ্রাতৃত্বমূলক মেল-বন্ধন গড়ে তুলেছে। আমাদের সকল চূড়ান্ত সাফল্যগুলি জি ডি আর-এর শ্রমজীবী জনগণ ও ইউ এস এস আর-এর জনগণের ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রীর দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে এস ইউ পি জি ও সি পি এস ইউ-এর ব্যাপক বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের উপর। ওয়ারশ চুক্তি ও পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি সম্পাদন করা, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে জি ডি আর-এর অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বর্তমানে জি ডি আর ও ইউ এস এস আর-এর সম্পর্কের মূল ধারাগুলি পার্টি জীবন ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এইভাবে জি ডি আর ও ইউ এস এস আর-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মৈত্রীর সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। এইভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে সেই লক্ষ্যগুলি যার কথা সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে বলেছেন : "আমরা দেখতে চাই জনগণের ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধা একই পরিবারের মতন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এই নতুন সমাজকে গড়ে তুলছে ও তাকে রক্ষা করছে এবং এইভাবে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করছে। এটা একটা শক্তিশালী, সুসংহত পরিবার—যার মধ্যে বিশ্ব-জনগণ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মুক্ত মানব-গোষ্ঠীর প্রতীক খুঁজে পাবে।"

আমাদের জনগণের ইতিহাসে এইরকম চূড়ান্ত মোড় ফেরাবার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে যাতে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে সেজন্য তাদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। এবং তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ যে-ভাঙন সৃষ্টি করেছিল তার অবসান ঘটানো। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উদ্দেশ্য হল, শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে প্রতিপন্ন করে তোলা —লেনিনের এই তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ফ্যাসিস্ট কারাগার ও দেশান্তর থেকে ফিরে কমিউনিস্টরা শ্রমিক-শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। সি পি জি-র ১৯৪৫ সালের ১১ জুনের এক আবেদনপত্রে বিপ্লবী সংগ্রামের লক্ষ্য ও গতিপথ নির্ধারণ করা হয়। এতে বলা হয়, আমাদের আশু কাজ হল, শ্রমজীবী জনতার অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় এমন এক ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং তার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ সুগম করা। এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি যুক্ত শ্রমিক-আন্দোলন ও ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলির মোর্চা গঠনের একটা ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। জার্মানির সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় বোর্ড ১৯৪৫ সালের ১৫ জুনের এক ঘোষণায় সি পি জি-র ঐ আবেদনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায়। কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের সহযোগিতার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বারো বছর বে-আইনী থাকবার পর আত্মপ্রকাশ করে এবং কলকারখানার ইউনিয়নগুলির উপর ভিত্তি করে সুসংহত সংগঠন হিসেবে দাঁড়ায়।

কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের যুক্ত কার্যক্রম ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার সংগ্রাম এবং মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর যৌথ সমাধানের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এটাই ছিল সমস্ত ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আসল যোগসূত্র। সেইজন্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাট নেতারা এই নতুন গড়ে-ওঠা ঐক্যকে দুর্বল করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগেন। ১৯৪৫-৪৬-এর সন্ধিক্ষণে এই প্রশ্নটি জরুরী হয়ে উঠেছিল : হয় যুক্ত কার্যক্রমকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের একটা বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টিতে রূপান্তর নতুবা একেবারেই কোনো যুক্ত কার্যক্রম নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সি পি জি কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটদের একত্র করে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি গড়বার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুসংগত মার্কসবাদী কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে এই সংযুক্তি সম্পন্ন হয়। এই কর্মসূচীর মূল দাবিগুলি সি পি জি-র ১১ জুনের আবেদন ও এস ডি পি জি-র ১৯৪৫ সালের ১৫ জুনের আবেদনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল, একচেটিয়াপতি ও জমিদারশ্রেণী বর্জিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ; আর দূরপ্রসারী লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

সংযুক্তির সময়ে পার্টির সকল অংশ শ্রমিকশ্রেণীর পন্থা অথবা লক্ষ্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিল না। কিন্তু সি পি জি এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে ব্যাখ্যার কাজ ধৈর্য ধরে যুক্ত পার্টির মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ একটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এস ইউ পি জি ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের মূল কাজগুলি সমাধা করার সংগ্রামে রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন করেছে এবং ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীর আরও সচেতন অগ্রগামী শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই সময় আমাদের পার্টি ব্যাপক মতাদর্শগত কাজে আত্মনিয়োগ করে। সি পি এস ইউ-এর অভিজ্ঞতা আমাদের বিরাট সহায়তা করেছিল। তার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জার্মানির সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টিতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এস ইউ পি জি কয়েক বছর ধরে মতাদর্শগত অনুশীলনের মধ্যে থাকার ফলে এই পার্টি সমমনোভাবাপন্ন মানুষের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংগঠনে পরিণত হল—এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। এর মূল সূত্র ছিল সি পি এস ইউ-এর অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ ও সেইসঙ্গে লেনিনবাদ—যা এ যুগের মার্কসবাদ, সে সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। জি ডি আর-এর রাজনৈতিক স্থায়িত্বের নিশ্চিতি এসেছিল এখান থেকে যে, দেশটি গোড়া থেকেই ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। জি ডি আর-এর মতন দেশ, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জনগণের মধ্যে বিপুলভাবে গরিষ্ঠশক্তি, সেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-ভিত্তিক শ্রমিক-ঐক্য পার্টির বিকাশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদেরকে লেনিনের কথা শুনিয়ে বলতে পারি, "আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা নির্ভর করেছি দুনিয়ার পরম বিস্ময়কর শক্তি শ্রমিক ও কৃষকের উপর।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩৩, ১১৭ পৃঃ)

শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা সামাজিক প্রগতির প্রতিটি নতুন পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়। "ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সম্ভাবনা ও মাত্রা যতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, জনগণ ততই বেশি সংখ্যায় এই ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ করে; পক্ষান্তরে আমরা যত গভীর পরিবর্তন আনতে চাই, ততই বেশি করে এর প্রতি আমাদের উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে ও যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বোঝাতে হবে যে এটা প্রয়োজন।" (ঐ গ্রন্থ, ৩১ ভল্যুম, ৪৯৮ পৃঃ) এই সত্যটিকেই লেনিন বলেছিলেন, "মার্কসবাদের এক সুগভীর তত্ত্ব" (ঐ গ্রন্থ)—যা কিনা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকার স্বাভাবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির যুক্তিসংগত হাতিয়ার। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায়।

এস ইউ পি জি-র ৮ম কংগ্রেস সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রে শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করার জন্যে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বৃদ্ধি করার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—যা কিনা সমাজে, বিশেষ করে শিল্পে, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ক্রমশই বেশি করে শিল্পে নিযুক্ত জনগণ প্রতিনিধিমূলক সংস্থার ডেপুটি নির্বাচিত হচ্ছেন। আমাদের পার্টির সামাজিক-রাজনৈতিক গঠনে কারখানা-শ্রমিকদের প্রাধান্যই সূচিত হচ্ছে।

এটাও তুচ্ছ করবার মতো নয় যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা পরিস্ফুট হচ্ছে শহর ও গ্রামের সমবায়ী কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সঙ্গে ঐক্যকে শক্তিশালী করে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে। এইভাবে কৃষক, বুদ্ধিজীবী, কুটিরশিল্পী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ নতুন সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে পারছে। লেনিনের মৈত্রী গড়ে তোলার নীতির সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে, এস ইউ পি জি শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি ও ১৯৪৫ সালের পর গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি, যেমন, কিশিয়ান ডেমক্রাটিক ইউনিয়ন, লিবারাল ডেমক্রাটিক পার্টি, ন্যাশনাল ডেমক্রাটিক পার্টি ও ডেমক্রাটিক পেজান্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়িয়ে তুলেছে। এই সহযোগিতা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের মধ্যে দিয়ে সুপরিণতি লাভ করেছিল এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়ে এটা আরও নিবিড়তর হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ত্বরিত বেগ, কৃষিতে শিল্প-পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, গ্রাম ও শহরে সমধারায় সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং আরও অন্যান্য উপাদানের ফলে কায়িক ও মানসিক শ্রম এবং শহর ও গ্রামের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্যগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী, সমবায়ী কৃষক ও সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের অভিন্ন সম্পর্ক গভীরতর হচ্ছে। এইভাবেই সমাজতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগত মৈত্রীর সম্পর্কেরও অগ্রগতি ঘটছে। আমাদের সমাজের শ্রেণী ও স্তরগুলি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দর্শনের ভিত্তিতে ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের শক্তি বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ একই সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি স্তর মাত্র, এদের মধ্যে কোনো প্রাচীর তোলা যায় না।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠনের সাধারণ নিয়মগুলি অনুসরণ করেই জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে। এবং এর জন্যে প্রয়োজন হল, সংগ্রামের বাস্তব ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ ও সেই সঙ্গে, সি পি এস ইউ-এর অভিজ্ঞতাকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সব বিপ্লবই ঘটে নির্দিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির

মধ্যে এবং সেই অনুযায়ী গড়ে ওঠে তাদের রূপ ও বৈশিষ্ট্য। একটা বিপ্লব কখনই আর একটার অনুরূপ হয় না। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরের মূল মর্মবস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সি পি এস ইউ-এর অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের মৌলিক লক্ষ্য নির্ধারণেই সহায়ক হয় নি, বহু বাস্তব সমস্যা সমাধানের উপযোগী সর্বোত্তম পন্থা ও উপায় নির্ধারণেও সহায়ক হয়েছে।

আমাদের পার্টি মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে ক্ষমতার প্রশ্নটিকে বিপ্লবের মৌল প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করেছে। শ্রমিক-কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জি ডি আর-এর বিকাশ লেনিনের বিপ্লবীতত্ত্বের আন্তর্জাতিক যথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্ব আমাদের দেশেও একটি অখণ্ড বিপ্লবী প্রক্রিয়া। শ্রমিকশ্রেণীর নেতারূপে আমাদের পার্টি ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে যুক্ত করতে পেরেছিল। অবিরত আমাদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করে ও নিখুঁতভাবে গণচেতনার স্তরের বিশ্লেষণ করে, আমরা ধাপে ধাপে বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম।

আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক স্তরে পুরোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজটি চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্য কায়েম করা একদিনের কাজ নয়। আমাদের দেশে একটা দীর্ঘ বিপ্লবী পরিবর্তনের ধারার মধ্যে দিয়ে এটা সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবেও এটা হয় নি, কারণ এই সঙ্গে চলেছে একটা তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম, এবং এইসব কারণেই প্রয়োজন হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর উন্নত রাজনৈতিক চেতনা ও নতুন রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপযোগী উন্নত সংগঠন।

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে জি ডি আর-এর সংবিধানে সর্বহারার একনায়কত্বের সরকারি যন্ত্র তৈরি করা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও গুপ্তচর-বৃত্তি, তাদের "প্রজাতন্ত্র থেকে পালিয়ে যাবার" সংগঠন, আমাদের শ্রমিক-কৃষক সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে তাদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস সত্ত্বেও তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এইভাবে আমাদের দেশের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ-পর্ব খুবই অনুকূল ও প্রতিকূল উপাদানের জটিল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি হিসেবে হিটলারী ফ্যাসিবাদকে বিধ্বস্ত করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয় ও জি ডি আর-এর মাটিতে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ফলে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্যও পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চাপিয়ে দেওয়া কূটনৈতিক ও আংশিক অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই আমাদের সমাজতন্ত্র গড়তে হয়েছিল। এফ আর জি-তে একচেটে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী দখলদার কর্তৃপক্ষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পুরোন ক্ষমতা ও পুরোন সম্পত্তি সম্পর্ককে বজায় রাখতে পেরেছিল। এফ আর জি-র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নাটোতে যোগ দেওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হল জি ডি আর থেকে সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। এইভাবে বহু বছর ধরে জি ডি আর-এ নতুন সমাজ গড়তে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী এফ. আর. জি-র সঙ্গে উন্মুক্ত সীমান্তের পরিবেশে। সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি অবস্থানের এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে শান্তিরক্ষার জন্যে অনেকখানি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল।

জাতি ও জাতিসমস্যা সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে আমরা কমিউনিস্টরা কখনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যা থেকে পৃথক করে দেখি নি। এই তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর-কে সাম্রাজ্যবাদী এফ. আর. জি থেকে ধাপে ধাপে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ১৯৬১ সালের ১৩ অগস্ট আমরা ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একযোগে আমাদের শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের সীমান্তের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করি। এই ঘটনার পর, যে-সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে তার সূচনাকালে অর্থনৈতিক অবরোধের সামরিক ভীতি প্রদর্শন করে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, তারা পরিস্থিতিকে সংযতভাবে বিচার করতে শুরু করল ও বাস্তবকে মেনে নিল।

এইভাবে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে ও তাকে সুসংগতভাবে রক্ষা করে আমরা ইয়োরোপে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পেরেছি।

জি ডি আর-এর বিকাশের মধ্যে দিয়ে লেনিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আবার প্রমাণিত হল যে নানা জাতি খানিকটা নানাভাবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে কিন্তু সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করার মৌল শর্ত হল, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সর্বহারার একনায়কত্বের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য ও মূল কাজকর্মের যে-মর্মবাণী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতায় যার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেগুলি সব দেশের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জি ডি আর-এর প্রধান কাজ হল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-কাঠামো ও সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার দিকে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের পরিচালিত করা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশসাধন করা, ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীগুলির প্রতিরোধকে দমন করা, এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে নতুন ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের বিজয়লাভের পরেও শ্রমিক-কৃষকের শক্তিকে আরও দৃঢ়তর করা আমাদের প্রধান কাজ হিসেবেই রয়ে যাবে। এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেসে এটাকেই গুরুত্বের সঙ্গে পুনর্ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐ কংগ্রেস থেকে আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনের জন্যে সমাজতন্ত্র-বিরোধী ভাবধারা ব্যবহারের সকল দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাটিক ও সংশোধনবাদী প্রয়াসকে প্রতিহত করা হয়েছে।

কংগ্রেস রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থার আরও অগ্রগতি এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে এক শক্তিশালী নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বর্তমানে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটাধিকারপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে ২ লক্ষ মানুষই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এবং ৫ লক্ষ মানুষ সরকারের নির্বাচিত সংস্থাধীন স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপের সদস্য। ৩ লক্ষেরও বেশি নাগরিক সমাজতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার নানারকম জন-দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন দল, গণ-সংগঠন, ন্যাশনাল ফ্রন্ট কমিটি, স্কুলের পিতামাতাদের কমিটি ও শ্রমিক-কৃষকের পরিদর্শন ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজকর্ম করেন। এই সবকিছুর মিলনে ফুটে উঠছে ব্যাপক, বহুমুখী এক প্রাণবন্ত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে জনগণ সক্রিয়ভাবে তাদের সঠিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিগত মে মাসের কমিউন নির্বাচন এবং জি ডি আর-এর ২৫তম বার্ষিকীর প্রস্তুতি-পর্বের গণ-উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি প্রধানত নিহিত রয়েছে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও জনগণের বিভিন্ন বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টির কাজকর্ম ও নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণের মধ্যে। আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লেনিনবাদী নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিষয় হল, কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনা ও পরিকল্পনার মান উন্নত করা। এস ইউ পি জি-র ৮ম কংগ্রেসের পর থেকে এমন অনেক আইন পাশ করা হয়েছে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলি ও মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে তলা পর্যন্ত সকলেই আরও যোগ্যতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও বিকাশের জন্যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার যেখানে বিষয়গত প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে এজন্যে আরও প্রয়োজন হল, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সামগ্রিক সংকল্পের প্রতীক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে উন্নত করা। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি ও ঔদাসীন্যকে কখনই বরদাস্ত করা যায় না। আমাদের পার্টির কাছে সকল কাজের চূড়ান্ত বিষয় ও চরম লক্ষ্য হল জনগণের কল্যাণ। সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের একেবারে প্রথম দিকের বছরগুলি থেকেই শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আর জমি দেওয়া হয়েছিল যারা চাষ করে তাদের। কাজ, শিক্ষা ও বিশ্রামের অধিকারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। নারী ও যুবকদের বাস্তব সমানাধিকার দেওয়া হয়েছিল। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণকালে মেহনতী জনগণ এত বেশি মাত্রায় তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতা ও আত্মাধিকার লাভ করেছিল—যা কিনা একচেটে পুঁজির প্রভুত্বের জগতে অকল্পনীয়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের কোনো সাফল্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে নি। মেহনতী জনগণের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক, শিল্প-সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির তৃপ্তি বিধানের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হল জনগণের সৃজনী ক্ষমতা, উদ্যোগ ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে, উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়ে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলি আয়ত্ত করে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি গড়ে তোলা।

প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারি মালিকানায় রূপান্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসারের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক শিল্প, যা কিনা সমাজতন্ত্রের মৌল অর্থনৈতিক ভিত্তি। ১৯৬০ সালে সম্পূর্ণ হওয়া সমবায়ী উৎপাদকদের সংগঠন কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক চালু করেছিল। এগুলি সবই লেনিনের সমবায়-পরিকল্পনার বিশ্বজনীন যাথার্থ্যের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ : শহর ও গ্রামের সরল পণ্যোৎপাদনকে যৌথ সমাজতান্ত্রিক মালিকানাভিত্তিক আধুনিক উৎপাদনে রূপান্তরিত করা। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও সমবায়ী কৃষকদের অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

অর্জিত সাফল্যের বাস্তব মূল্যায়ন করে এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেস উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দূর-প্রসারী নতুন নির্দেশক নীতি নির্ধারণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ফলে মানুষের বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পসৌন্দর্যের চাহিদা পূরণের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ উপস্থিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠে। উৎপাদনের বিকাশ ও জনগণের চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধনের প্রক্রিয়া যা কিনা সমাজতন্ত্রের প্রধান অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তার মধ্যে যে বাস্তব আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা আরও সুস্পষ্ট হচ্ছে। এটা মনে রেখেই এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেস থেকে প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্থির করা হয়েছে। "সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির উন্নততর হারের ভিত্তিতে এবং উন্নত দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতি ও শ্রমের আরও বেশি উৎপাদনী শক্তির ভিত্তিতে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নততর করতে হবে।"

এই মূল কাজ, যা কিনা সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এবং অন্যান্য ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে স্থির করা হয়েছে, সেটি আমাদের অর্থনৈতিক নীতির মূল ভিত্তি এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মানবিক মর্মবস্তুর প্রতীয়মান রূপ। এটির মধ্যে সামাজিক লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত

অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা বিকাশের জন্যে শ্রমের দক্ষতা অবিচলভাবে বাড়িয়েই যেতে হবে। জি ডি আর-এর বিকাশের সাধারণ ধারা ও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে আমাদের পার্টি নিবিড় শিল্পবিকাশকে উচ্চ সাফল্যের প্রধান উপায় হিসেবে প্রয়োগ করছে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কল্যাণে আমাদের প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সিকি শতাব্দীর জীবনকালে অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে বৈষয়িক উৎপাদনে অংশ নেওয়া মানুষের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে, সেখানে ১৯৪৯ সালের জাতীয় আয় ২২,৩০০ মিলিয়ন মার্ক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৩ সালে হয়েছে ১২৬,০০০ মিলিয়ন মার্কেরও বেশি। ১৯৭০ সালে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প ২ লক্ষ মিলিয়ন মার্কে উঠেছিল। অর্থাৎ ২০৭,৮০০ মিলিয়ন মার্ক মূল্যের জিনিসপত্র উৎপন্ন করেছিল—এটা ১৯৪৯ সালের থেকে আটগুণ বেশি।

অষ্টম কংগ্রেস থেকে আমাদের সাফল্যকে ভিত্তি করে একটা শক্তিশালী নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছে। এই সাফল্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার ধারা। আমাদের নীতির প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের ফলে সমগ্র জাতির জীবনে একটা শ্রম-উদ্যোগের নতুন জোয়ার এসেছে। এটা আরও প্রবলতর হয়ে উঠছে যখন জনগণ সুস্পষ্টভাবে দেখছে যে, প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভালো কাজের ফলাফল খুবই কার্যকর। পার্টি প্রতিযোগিতামূলক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রণোদনা (ইনসেনটিভস) দিয়ে উৎসাহিত করছে। এর জন্যে মূলগতভাবে যা প্রয়োজন তা হল প্রথমত, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম, বিশেষত, প্রধান অর্থনৈতিক নিয়ম এবং পরিকল্পিত সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মকে সতর্কভাবে অনুধাবন করা এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে আমাদের অর্থনীতিকে পরিচালনা করা। আমাদের সম্ভাবনার বাস্তব মূল্যায়নই আমাদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির মূল কথা।

আমাদের শিল্প-বিকাশের উপর নির্ভর করে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ-কালে অষ্টম কংগ্রেসের চূড়ান্ত গুরুত্ব পূর্ণ সামাজিক কর্মসূচীর একাংশকে আমরা কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মূল বিষয় হল, গৃহনির্মাণ কর্মসূচী। যে-কর্মসূচীতে ১৯৭১-৭৫ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ ফ্লাট নির্মাণ করা হবে অথবা আধুনিকীকরণ করা হবে। আমরা ১৯৯০ সালের মধ্যে গৃহ-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান চাই। বেশিমাত্রার পেনশন ও মজুরি, নববিবাহিত ব্যক্তি ও বড় পরিবারের জন্যে উদার সাহায্য, স্বাস্থ্যরক্ষার উন্নত ব্যবস্থা এবং বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ফলে জীবনযাত্রার মানের গুণগত অগ্রগতি ঘটেছে।

অষ্টম কংগ্রেসের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক গঠনের সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কে উত্তরণের অনেকগুলি নতুন রূপ সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। এইভাবে ১৯৭২ সালে এস ইউ পি জি নতুন উন্নয়নের ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্ককে শক্তিশালী করার একটা সময়োচিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। প্রায় ১১,০০০ প্রতিষ্ঠান—যাতে সরকারের অংশ ছিল, ব্যক্তিগত শিল্প ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সমবায়কে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই বিপ্লবী পদক্ষেপ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ককে গুণগতভাবে শক্তিশালী করেছে এবং উন্নততর উৎপাদন ও উচ্চতর দক্ষতার সৃষ্টি করেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি সুপরিচিত মৌলিক প্রতিজ্ঞা হল, নতুন সামাজিক বাস্তবতা থেকেই নতুন সামাজিক চেতনার উদ্ভব হয় এবং তখন এই সামাজিক চেতনা সামাজিক বাস্তবতার উপর জোরালোভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই রজত-জয়ন্তী বর্ষে আমরা গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, মতাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে জনগণের যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে। এটাকে আমরা একটা বিরাট সাফল্য বলে মনে করি, কারণ ফ্যাসিবাদের ১২ বৎসর পরে শুধু যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করলেই হত না, সমরবাদ, জাতিগর্ব, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের ক্ষতিকর মনোভাবকে নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল সমধিক। আমাদের পার্টি জনগণের যোগ্যতাকে ক্রমশই বেশি করে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। এটাই ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভাষায় নিজেদের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে তাদের সামাজিক কার্যাবলীর নিয়মকে প্রয়োগ করা এবং সচেতনভাবে তাদের ইতিহাসকে রূপ দেওয়া। অপূর্ব সম্ভাবনাময় এই প্রক্রিয়াকে তুচ্ছ না করে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়; আমাদের পার্টি তার সূচনাকাল থেকে পার্টি সদস্য ও তার কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে সর্বাঙ্গীণ মতাদর্শগত মননশীলতায় সমৃদ্ধ করার দিকে সব সময় নজর দিয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সাহিত্যে বহু পূর্বেই বলা হয়েছে, বুর্জোয়া মতাদর্শকে সুসংহতভাবে পরাজিত করা, বিপ্লবী ঐতিহ্য ও মানব-সমাজের আত্মিক সম্পদকে গ্রহণ করা এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরা সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশের চূড়ান্ত পূর্বশর্ত। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনকল্পে সমাজতান্ত্রিক চেতনার নিরন্তর বিকাশ সাধন এবং সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। এ ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং মতাদর্শের জগতে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম মতাদর্শগত কাজের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এটা বরাবরের মতন ভবিষ্যতেও পার্টির মূল কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রগতির পথে সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিকতাবাদী-মর্মবস্তু নতুন গুণগত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন্দ্রিক ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সহযোগিতা ক্রমশই আরও ঘনিষ্ঠতর ও ফলপ্রসূ হচ্ছে।

এটা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সমাজতন্ত্র একটা প্রাণবন্ত, গতিশীল ও বিকাশমান সমাজ-দেহ হিসেবে বিশ্ব-ঘটনাবলীর উপরে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু বাস্তবজীবন থেকে এমন অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে—যার সমাধানের জন্যে প্রয়োজন নিরন্তর যৌথ আলোচনা ও তাত্ত্বিক সামান্যীকরণ। এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃভূমিকার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। সৃজনশীল সহযোগিতা যৌথভাবে রচিত বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত রণনীতিকে মূর্ত করে তোলে ও সঠিক রাজনৈতিক কর্মধারা অনুসরণ করে আমাদের রাষ্ট্রগুলি জনগণের সংহতিকে নিবিড়তর করে তোলে। যৌথ কাজের সকল প্রধান ক্ষেত্র যেমন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষারীতি সম্পর্কে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং মতাদর্শগত ও তাত্ত্বিক কাজ সম্পর্কে উপরি-উক্ত কথাটি প্রযোজ্য।

জি ডি আর-এর অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সুষম মিলন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার অন্যতম প্রধান শর্ত এবং প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার উপায়। সমাজতান্ত্রিক দেশ ও গোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধানের জন্যে একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সহায়ক বটে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে সি এম ই এ-তে গৃহীত সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি বিশ্ব-সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পক্ষে মূল যোগসূত্র। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করাকে আমরা বর্তমান সময়ের অন্যতম চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করি। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ তাদের শক্তি-সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে। পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমন্বয়, মূল শিল্পবিকাশোপযোগী যৌথ দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানধারণা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোজন ও এই ধরনের নতুন সংগঠনের প্রসার ঘটানো—এগুলি ভ্রাতৃমূলক দেশগুলির মূল কাজ সম্পাদনের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে কার্যকরভাবে যুক্ত করার উপযোগী পরিবেশের সৃষ্টি করে। আমরা আমাদের শক্তি ও কাঁচামাল সরবরাহের উন্নতির জন্যে সি এম ই এ-র সদস্যরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের প্রচেষ্টাকে সংহত করছি। এই দিক থেকে জি ডি আর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষত, ইউ এস এস আর-এর সঙ্গে বিনিয়োগ কর্মসূচীতে অংশ নিচ্ছে।

যৌথ কাজের ফলে আমাদের দেশগুলির মেহনতী মানুষের মধ্যে গুণগতভাবে নতুন নতুন বহুমুখী সম্পর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংহতিবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যৌথ প্রয়াসের ফলে গোষ্ঠী ও তার প্রত্যেকটি সদস্য সামগ্রিকভাবে লাভবান হচ্ছে—এই সানন্দবোধও ব্যাপ্তি লাভ করছে।

এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেস আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার দিকে অনেকখানি দৃষ্টি দিয়েছে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ন-টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকদের সভায় গৃহীত মতাদর্শগত কাজে সহযোগিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে আমাদের পার্টি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করছে ও সেগুলির প্রতি অনুগত রয়েছে। সর্বপ্রকার সোভিয়েত-বিদ্বেষ ও কমিউনিজম-বিরোধিতা, তা সাম্রাজ্যবাদী মার্কাই হোক অথবা মাওবাদী মার্কাই হোক,—তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের পার্টির মূলনীতি।

সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অনুকূল বহির্মুখী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী শক্তির অগ্রগতির জন্যে আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সঙ্গে আমাদের শান্তি-প্রয়াসকে যুক্ত করি। এই রকম যৌথ পররাষ্ট্রনীতির কাজকে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবারের বিরাট সাফল্য বলে মনে করি। জি ডি আর-এর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হল, সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে ঘোষিত শান্তি-কর্মসূচীর পূর্ণ রূপায়ণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে মুক্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে জনগণের সংগ্রামে এই কর্মসূচী তার সৃজনশীল অবদান রাখছে।

জি ডি আর আন্তর্জাতিক সংহতি থেকে লাভবান হয়েছে এবং সর্বদা অন্যদের প্রতিও সংহতি প্রদর্শন করেছে। কয়েক দশক জুড়ে সমাজতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সৃষ্টিকরা অবরোধ ভেঙে পড়েছে; ১০৯টা দেশের সঙ্গে জি ডি আর-এর কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; সম-অধিকারসম্পন্ন সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের কাজে অংশ নিচ্ছে—এগুলি সবই সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সকল প্রগতিশীল শক্তির সংহতি ও সহযোগিতার প্রধান ফলশ্রুতি।

আমরা সানন্দে লক্ষ্য করতে পারি যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমন ও স্থায়ী শান্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান শান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করার চূড়ান্ত উপাদানগুলি ইয়োরোপে সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগকে সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ জানাতে হয়। জি ডি আর এবং এফ আর জি সমেত বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধিতে যুদ্ধোত্তর সীমান্তর অলংঘনীয়তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে—এইভাবে আমাদের মহাদেশে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে জি ডি আর-এর সার্বভৌমত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

জি, ডি, আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রবাহিনীরূপে এস ইউ পি জি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্য ও সংহতিকে আরও শক্তিশালী করার সকল পদক্ষেপ আমরা সমর্থন করি। এস ইউ পি জি আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, শোষণ ও নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের পাশেই থাকবে। আমাদের পার্টি তার আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে সাধ্যমত সব কিছুই করে যাবে।

লেনিনীয় কৃষি-নীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে তার প্রয়োগ

ফিওদর কুলাকভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
সম্পাদক ও পলিট ব্যুরোর সদস।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য বহু সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। দেশটি একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ তৈরি করেছে এবং এখন এক বিস্তৃত ফ্রন্টে কমিউনিজমের জন্য বস্তুগত ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি স্থাপন করছে।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি প্রগতির পথ ধরে বাকী আর্থব্যবস্থার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে। এ হচ্ছে এক বিশাল এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদনের শাখা যা সোভিয়েত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং জীবনধারণের মানকে উন্নত করতে এবং পরিকল্পনা-নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

পার্টির কৃষি নীতির সামগ্রিক ও সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ভি আই লেনিন। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সমাজ-বিকাশের বিষয়গত নিয়মগুলিকে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ রাজনৈতিক গতিপথের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইতিহাসের প্রতিটি নতুন স্তরে কর্তব্যকে কার্যকর করার জন্য পার্টি কঠোর পরিশ্রম করেছে।

১

রুশীয় এবং পশ্চিম ইয়োরোপীয় সুবিধাবাদের সঙ্গে তিক্ত সংগ্রাম করে লেনিন, মার্কস-এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক তত্ত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং রাশিয়ার ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করে কৃষকদের সামাজিক বিপ্লবে শামিল করার নীতি সহ তাদের সমাজ-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করাবার সুসংহত কৃষি ও কৃষকের কর্মসূচীর তাত্ত্বিক ভিত্তির গোড়াপত্তন করেন। ইতিহাসে এটা লেনিনের কো-অপারেটিভ পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

পুঁজিবাদের অধীনে কৃষি সম্পর্কের গভীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক বিরোধ ও গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে লেনিন এই কর্মসূচী রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি এ বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কৃষি ও কৃষক সমস্যার কোনো মৌলিক সমাধান ভূস্বামী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তিনি দেখিয়েছেন এর একমাত্র সমাধান হল সমাজতন্ত্র। এই সমাধান কৃষককে শ্রেণীসংগ্রামের এক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত এবং সর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ তত্ত্বের ও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের অংশরূপে কৃষি সমস্যার একমাত্র বাস্তব সমাধান সম্পর্কে উপলব্ধি এনে দিয়েছিল।

লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির সত্যিকারের তাৎপর্য খুব ভালোভাবে বোঝা যায় পশ্চিম ইয়োরোপের সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির কৃষি কর্মসূচীর সঙ্গে তুলনা করলে, যে কর্মসূচীতে কৃষকদের বুর্জোয়ার সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে এমন এক শ্রেণী বলে ধরা হয়েছে যা সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলি গ্রহণ করতে অক্ষম (এ ধারণা... মেনশেভিক ও ট্রটস্কিপন্থী সব সুবিধাবাদীরা পোষণ করত)। যুদ্ধপরবর্তী দশকগুলি ও আজকের ইতিহাস সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে লেনিনের কৃষি কর্মসূচীর চিরস্থায়ী গুরুত্বকে অনুমোদন করছে।

লেনিনের কৃষিনীতির প্রধান **রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য** হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী স্থাপন করা ও শক্তিশালী করা।

পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসার সময় পর্যন্ত এরকম একটা মৈত্রীর জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছে কারণ একটি প্রধান মার্কসীয়-লেনিনীয় সূত্র হল এই যে—কৃষকশ্রেণী নিজেকে পুঁজির শোষণ ও বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী এবং তার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে পুরোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামে লক্ষ্য ও পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দান করে। বলশেভিক পার্টি শ্রমজীবী জনতার ব্যাপক অংশকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পেয়েছিল। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, শ্রমিক-শ্রেণী দরিদ্রতম কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী করে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভূস্বামী এবং পুঁজিবাদীদের শাসন উৎখাত করে শ্রমজীবী জনতার সরকার প্রতিষ্ঠিত করে।

সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও

শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকদের বড় অংশের মৈত্রী শক্তিশালী করার সমস্যাটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ থাকে। পার্টি বিপ্লবের অব্যবহিত পরে দৃঢ়তার সঙ্গে এটা করে দেখিয়েছিল। সোভিয়েত সরকারের প্রথম আইন প্রণয়নের অন্যতম ছিল ভূমি-সম্পর্কিত ঘোষণা, যা জমি সমস্ত জনগণের সম্পত্তি বলে ঘোষিত করেছিল এবং জমি কৃষককে দিয়েছিল। পরবর্তী কালেও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের সফলতা শ্রমিক ও কৃষকের ঠিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে থাকে। লেনিন দেখিয়েছেন "এই মৈত্রী সোভিয়েতের ক্ষমতার প্রধান শর্ত ও দুর্গ, এই মৈত্রী হল একটি প্রতিজ্ঞা যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সফল হবে, পুঁজির বিরুদ্ধে জয় অর্জিত হবে এবং সমস্ত রকমের শোষণ নির্মূল হবে।" (রচনাবলী ২৯ খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ)

এই ভবিষ্যদ্বাণী সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে পার্টির দৃঢ় নীতির সাফল্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে—কৃষকদের সমর্থনে দেশের সফল শিল্পায়ন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও সক্রিয় অংশ গ্রহণে যৌথ খামার এবং প্রযুক্তিগত কৃষির পুনর্গঠন, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভ, এবং যুদ্ধোত্তর অর্থব্যবস্থার দ্রুত পুনর্গঠন যা শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারের কৃষকদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী ছাড়া অকল্পনীয়। উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরেও এই মৈত্রীই হল কমিউনিস্ট নির্মাণকাণ্ডের দৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তি।

কৃষি সমস্যার রাজনৈতিক দিকটি **অর্থনৈতিক** দিকটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে লেনিনের কৃষি কর্মসূচী, সমবায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশেষ করে স্পষ্ট হয়েছে। একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র উৎপাদন সম্পর্কের এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে যার ভিত্তি হল উৎপাদনের উপাদানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এর জন্যও দরকার কৃষিতে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন—ছোট কৃষি জোত থেকে বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক কৃষিতে উত্তরণ। এই নীতি থেকে বিচ্যুতি অর্থব্যবস্থায় গভীর বিরোধ ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে। একথা সত্য যে সামাজিকীকরণে রূপ এবং পরিবর্তনের হার, বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে, তারতম্য হতে পারে।

আমাদের দেশে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ এ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, গ্রামীণ উৎপাদিকা শক্তিগুলির ছোট ছোট কৃষির উপর ভিত্তি করে পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করতে পারত না যাতে করে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট প্রগতির প্রশস্ত পথে পৌঁছতে পারে।

এ জন্যই পার্টি কৃষিতে বৃহদায়তন সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করেছিল।

কৃষি সমস্যার **সামাজিক দিকটি** বিচার করতে যেয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার কৃষকের শ্রেণীবৈষম্য এবং ছোট কৃষকের সামাজিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যগতভাবে দ্বৈত। লেনিন বলেছেন "একজন শ্রমজীবী হিসেবে কৃষক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বুর্জোয়ার একনায়কত্ব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে পছন্দ করে। একজন শস্য বিক্রেতা হিসেবে কৃষক বুর্জোয়ার দিকে, ব্যবসায়ের স্বাধীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 'গতানুগতিক' পুরাতন 'চির পবিত্র' পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়।" (খণ্ড ২৯, পৃঃ ৩৮৯)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তার কৃষি নীতিতে একে বিবেচনা করেছিল। পার্টি জানত যে ছোট কৃষকের মনোভাব এবং স্বভাব ঢেলে সাজা যায় একমাত্র কৃষিকে সুদূরপ্রসারী বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনমুখী করে। এরকম পুনর্গঠন একই ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে ও নতুন গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্ককে রূপদান করে। এটা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের স্বার্থের সাধারণ ঐক্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে, গ্রামীণ ধনিকশ্রেণী, কুলাকদের অবলুপ্তি ঘটায়, কৃষকের সামাজিক মর্যাদা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে, গুণগতভাবে সামাজিক পরিপক্কতার এক নতুন স্তরে তাকে উন্নীত করে এবং তার সাংস্কৃতিক মান এবং জীবনধারণের মান মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে তোলে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলির চূড়ান্ত বিলোপের জন্য শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যের পার্থক্যকে মুছে ফেলার জন্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণী শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যের পার্থক্যকে মুছে ফেলার জন্য এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এ সবগুলিই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২

লেনিন একে যেভাবে দেখেছিলেন তা হল—উৎপাদকদের সমবায়ের মধ্যে রয়েছে কৃষকদের সমাজতন্ত্রে যাবার পথ যাকে তিনি মনে করতেন "নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণের এমন কায়দা যা **সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য।**" (খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৪৬৮) তিনি দেখিয়েছিলেন যে সমবায়ের চরিত্র নির্ভর করে সম্পূর্ণত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের উপাদানের মালিকানার প্রধান রূপের উপর। বুর্জোয়া সমাজে কো-অপারেটিভগুলিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থার মধ্যে সমবায়গুলি হয় সমবায়ী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের ঠিক উল্টো, সমাজতান্ত্রিক আধেয় বিবর্জিত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে এ রকম হয় না। লেনিন লিখেছেন "...উৎপাদনের উপাদানের সামাজিক মালিকানা থাকলে, বুর্জোয়ার উপর সর্বহারা শ্রেণী বিজয়ী হলে, সভ্য সমবায়ীদের ব্যবস্থাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।" (ঐ পুস্তকে পৃঃ ৪৭১)

কো-অপারেটিভগুলির মধ্য দিয়ে কৃষকদের সমাজতন্ত্র নির্মাণে জড়িয়ে, শ্রমিকরাষ্ট্র এই অবস্থানে যায় যখন তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং কৃষকের মানসিকতাকে খেয়ালে রেখে গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ

কার্যকর করতে পারে। কৃষির যৌথকরণ ছিল কৃষকের সামাজিক মর্যাদা এবং জীবনধারণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব। এই বিপ্লবের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি কি ছিল?

প্রথমত আমাদের পার্টি স্বেচ্ছায় কো-অপারেটিভে যোগদান, ব্যষ্টিস্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থের সঠিক ভারসাম্য এবং উৎপাদনের অগ্রগতির জন্যে বৈষয়িক উৎসাহ দেওয়ার লেনিনীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল ক্রমান্বয়ে উন্নত ধরনের সহযোগিতায় উত্তরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষি রূপান্তর ঘটাবার বৈষয়িক ভিত্তি হিসেবে ভারী শিল্পকে দেখেছিল এবং ভারী শিল্পকে দ্রুত গড়ে তোলার অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

লেনিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিগত কৃষি থেকে বহুদায়তন সমাজতান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের মধ্যে অন্যতম কঠিন কাজ। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বাধাগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। দেশে আড়াই কোটি কৃষকের নিজস্ব জমি ছিল। এই জমির মধ্যেকার আল সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল, কৃষকের মালিকানার মনোবৃত্তি পরিবর্তিত করতে হয়েছিল, গ্রামীণ শোষকদের হিংস প্রতিরোধ অতিক্রম করতে হয়েছিল, এবং দক্ষিণ এবং "বাম" সুবিধাবাদীদের পার্টি লাইনের বিরোধিতাকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছিল। একটি কারিগরি ভিত্তির উপর কৃষিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং হাজার হাজার বিশেষজ্ঞকে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক খামারগুলি সংগঠিত করতে এবং চালাবার জন্য শিক্ষিত করতে হয়েছিল। আমাদের দেশের পক্ষে, তৎকালীন একমাত্র সর্বহারার একনায়কত্বের পক্ষে, দেশের বাইরের অবস্থার জন্য, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগগুলির নতুনত্ব এবং অকর্ষিত জমি চাষে আনার অসুবিধাগুলি আরও বেড়ে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতার অভাব কতকগুলি ভুলের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পার্টি তাড়াতাড়ি তা ধরতে পেরেছিল, প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল এবং এগুলির প্রতিকার করতে পেরেছিল।

লেনিনের শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে কৃষকদের নতুন পথে পরিচালিত করেছিল।

নতুন সমাজতান্ত্রিক খামারগুলির সংগঠন সোভিয়েতের ক্ষমতা দখলের প্রথমদিকে ভূমি জাতীয়করণের মুহূর্ত থেকে আরম্ভ হয়েছিল। সামাজিকৃত কৃষির মূল রূপ ছিল রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারগুলি। প্রথমদিকে রাষ্ট্রীয় খামারগুলি গড়ে উঠেছিল প্রাক্তন জমিদার এবং পুঁজিবাদীদের জমিতে, এগুলিকে পার্টি গ্রহণ করেছিল সামাজিকৃত কৃষি ও আধুনিক চাষের আদর্শ নমুনারূপে।

যৌথ খামার করার সর্বাত্মক অভিযানের আগে পার্টি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচণ্ড রকমের প্রস্তুতির কাজ করা হয়েছিল: কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ, বিভিন্ন স্তরের সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন যৌথ খামারের জন্য বৈষয়িক এবং আর্থিক সমর্থন, যন্ত্র ও কলের লাঙলের কেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষা অভিযান এবং গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য অভিযান করা হয়েছিল।

যৌথ খামার করার চালিকা শক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী। এ শুধুমাত্র ট্রাক্টর, হারভেস্টার কম্বাইন, গাড়ি বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে নি উপরন্তু পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি পাঠিয়েছে যৌথ খামারগুলির সংগঠনের প্রধান হবার জন্য।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝির মধ্যে ছোট ছোট কৃষি মালিকানার বেশির ভাগই যৌথ খামারে পাল্টানো হয়েছিল। দুই ধরনের জনগণের মালিকানা—রাষ্ট্র ও যৌথ খামারের (সমবায়) উপর ভিত্তি করে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ে উঠেছিল। যৌথ খামার গ্রামীণ সমাজকে কুলাকদের স্বেচ্ছাচারিতা, শ্রেণীগত পৃথকীকরণ, ধ্বংস ও দারিদ্র্য থেকে পরিত্রাণ করেছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে "লেনিনের কো-অপারেটিভ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বহুকালের কৃষক সমস্যার কার্যকরভাবে সমাধান করা হয়েছিল।"

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের সাধারণ প্রগতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত কৃষির জয়লাভের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যুক্তি করা খুব কঠিন। এই বিজয় সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং তার প্রধান স্তম্ভ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তিশালী করেছে, রাজনৈতিক ও জনজীবনে গ্রামীণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। জনসাধারণের সেবায় বহুদায়তন কৃষির সুবিধাগুলির উপর জোর দিয়েছে, নতুন কৃষককে তার যোগ্যতা বাড়াবার জন্য নতুন ধাঁচে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এ যৌথ খামারে একতাবদ্ধ কৃষকদের একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীরূপে গড়ে তুলে সামাজিক অগ্রগতির প্রধান ধারায় স্থাপন করেছে।

এমনকি যুদ্ধের আগেও নতুন সামাজিকৃত কৃষি বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশ তার খাদ্য-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে, খাদ্য যোগানের উন্নতি করেছে, কৃষিজ কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মজুত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কঠিন সময়েও গ্রামাঞ্চলের নতুন সমাজব্যবস্থার জীবনীশক্তি খুব বেশি করে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জনগণের সকলের সঙ্গে কৃষকেরা এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি সৈন্যবাহিনী ও পশ্চাদ্-ভাগকে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল যুগিয়েছে। সমগ্র অর্থনীতির মতো কৃষিও সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হাজার হাজার যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার এবং যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর কেন্দ্র ধ্বংস ও লুঠ করা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে কৃষির মোট উৎপাদন ছিল যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের ৬০ শতাংশ। তথাপি যৌথ খামার ব্যবস্থার কল্যাণে পার্টি ও জনগণ অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষতকে পূরণ করেছিল ও ১৯৫০ সালের মধ্যে কৃষির যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল।

আজকের যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বৃহৎ উন্নত যন্ত্রব্যবহারকারী কৃষি উদ্যোগ। গড়ে ৩০ হাজার হেক্টর কর্ষিত এলাকার ৩১ হাজার ৫শ যৌথ খামার এবং গড়ে ৬ হাজার হেক্টরের ১৭ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার রয়েছে।

এই সকল স্পষ্ট সাফল্যসমূহ, সমাজতান্ত্রিক কৃষিকে দোষারোপ করে আক্রমণাত্মক যুক্তি দেখানো, এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখানো, সমাজতান্ত্রিক সমবায় উদ্যোগগুলি টিকে থাকবার উপযুক্ত নয় এবং কৃষকের মনোভাবের মধ্যে এর কোনো শিকড় নেই, বহুকাল আগের বাতিল করা এই যুক্তিগুলিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে লেনিনের কৃষক-সমবায়ের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে রূপান্তরই হল কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা, কৃষককে মুক্ত করা এবং সমগ্র জনগণের জীবনধারণের মান উন্নত করার সঠিক পথ। বিষয়গত প্রয়োজনেই নতুন সমাজগঠন এবং উন্নয়নের জন্য এ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের নির্ভরযোগ্য পথ।

৩

সোভিয়েত সমাজের উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে প্রবেশ এবং কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি তৈরি, নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণের বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নের জন্য পার্টির লক্ষ্য, কৃষির উন্নয়নের বৃহত্তর চাহিদা চাপিয়ে দিয়েছে। পার্টি এ বিষয়ে উপযুক্ত খেয়াল রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ জোর দিয়ে বলেছেন : **"কমিউনিজম সার্থকরূপে গড়ার জন্য কৃষির অগ্রগতি একান্ত প্রয়োজন।"**

১৯৬৫ সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি সভা সহ পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভাগুলিতে (মে ১৯৬৬, অক্টোবর ১৯৬৮, জুলাই ১৯৭০) এবং ২৩তম এবং ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে, গ্রামীণ উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের একটি নতুন স্তর শুরু হয়েছে যা দৃঢ়ভাবে কৃষির সামগ্রিক অগ্রগতি এবং বর্তমান স্তরে কৃষি নীতির রূপরেখা প্রণয়নে একটি মৌলিক নীতি বিস্তারিত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। পার্টি লাইন উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ঐ লাইনে এবং সাধারণভাবে পার্টি নীতিকে ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভের বিরাট ব্যক্তিগত অবদান ছিল ও রয়েছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কৃষি নীতি নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে লেনিনের কৃষি নীতির সৃজনশীল উন্নয়ন প্রতিফলিত করে এবং কমিউনিস্ট নির্মাণকাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ তাল রেখে চলে। এবং এটাও সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির মতো, সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামার কৃষকদের, গ্রাম ও শহরের ও আমাদের সমগ্র সমাজের স্বার্থের সুসমন্বিত সংমিশ্রন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক ত্রুটিমুক্ত করার জন্য, এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য আরও বৈষয়িক উৎসাহদান এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই ব্যাপারে যে সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে তা হল, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উদ্যোগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে যুক্ত করে নতুন পরিকল্পনা ব্যবস্থা ; খামারগুলির আগামী কয়েক বছরের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা, এবং খুচরা দাম না বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদনের ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া।* পরিকল্পনার চেয়ে বেশি যোগানের জন্যে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা যৌথ খামারের বেতনের নিশ্চয়তা প্রবর্তন করেছি এবং রাষ্ট্রীয় খামারে বেতন বৃদ্ধি করেছি। খামার অর্থ-নীতিতে উৎপাদন মূল্য নির্ধারণ একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এগুলি এবং অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে অধিকতর দক্ষতা এবং দৃঢ়তর ও অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

আমাদের কৃষি নীতি, নিবিড় চাষ এবং **একে আধুনিক শিল্পভিত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির বিষয়গত প্রয়োজনকে অবলম্বন করে স্থির করা হয়ে থাকে।** এ করার জন্য আমরা কৃষির বৈষয়িক এবং কারিগরি ভিত্তি প্রসারিত করছি, বৃহদায়তন নির্মাণকার্য গ্রহণ করছি, এবং ক্রমবর্ধমানভাবে কৃষি বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিত করছি। আরও দক্ষ কৃষি সকলের উপকারে লাগবে, এবং অবশ্যই গ্রামীণ জনসাধারণের কাজের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে ও বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক এবং কৃৎকৌশলগত মান উন্নত করবে।

বর্তমানে যখন দেশের অর্থনৈতিক শক্তি বেড়েছে তখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষিতে পুঁজি নিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করেছে। এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,৮৬০ কোটি রুবল অর্থাৎ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬২) সামগ্রিক আর্থিক বিনিয়োগের ২০ শতাংশ এবং অষ্টম পরিকল্পনায় ৮২২০ কোটি রুবল বা ২৩ শতাংশ। চলতি নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১২,৮৬০ কোটি রুবল বা ২৬ শতাংশ যার মধ্যে ৭,২০০ কোটি রুবল প্রথম তিন বছরে (১৯৭১-৭৩) বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আমাদের কৃষি ক্রমবর্ধমান হারে যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে যেমন, শক্তিশালী এবং দ্রুতগতি ট্রাক্টর ও কম্বাইন, ভারী ট্রাক, বিশেষ কাজের উপযুক্ত গাড়ি, ও গো-পালনের জন্য যন্ত্রচালিত এবং স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জাম। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে এর শক্তি যোগাবার ক্ষমতা ৭০ শতাংশ বেড়েছে এবং শ্রমিক প্রতি বিদ্যুৎ শক্তি ৮০ শতাংশ বেড়েছে। সমস্ত যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার এখন উৎপাদনে এবং গৃহকর্মে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে বহু বাড়িতে গ্যাস রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের পরিস্থিতিতে কৃষি

* এটা বহু উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অবস্থার ঠিক উল্টো, যেখানে একচেটিয়ারা ক্রয়মূল্য কমিয়ে খাদ্যদ্রব্যের খুচরা দাম বাড়িয়ে দেয়।

যন্ত্রপাতি নির্মাণ বাড়াবার জন্য পার্টি ব্যবস্থা করেছে। ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে তাল রেখে, আমরা যে সমস্ত কারখানায় কৃষি ও কৃষিজ পণ্য প্রস্তুত ক্রিয়ার, পরিবহণ ও সংরক্ষণের যন্ত্রপাতি তৈরি হয় তার প্রসার ঘটিয়েছি। আমরা অসংখ্য ট্রাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতির কারখানার আধুনিকীকরণ করছি।

সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে খনিজ কৃষি ও পশুপাখি পালনে এবং অন্যান্য রাসায়নিক সারের উৎপাদন বাড়িয়েছি।

সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে কৃষি ও পশুপাখি পালন, খনিজ এবং অন্যান্য রাসায়নিক সারের উৎপাদন বাড়াবার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কতকগুলি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক কারখানা বা কারখানাসমষ্টি কাজ আরম্ভ করেছে। খনিজ সারের যোগান ১৯৬০ সালের ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন থেকে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টন বা প্রায় ৬ গুণ হবে। এর সঙ্গে নতুন মাইক্রো বায়োলজিক্যাল শিল্পের উৎপাদন যোগ করতে হবে।

আমাদের কৃষকদের কাজ করতে হয় বহুক্ষেত্রে কঠিন মাটি ও জলবায়ুর পরিবেশের মধ্যে। কিছু এলাকা সাময়িকভাবে অনাবৃষ্টি অপরপক্ষে কিছু এলাকা অতি-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত নয় বছরে আমরা প্রায় ১ কোটি বিশ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ ও নিকাশের আওতায় এনেছি এবং ১৯৭৩ সালে সেচ ও নিকাশ মিলিয়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি চাষের উপযুক্ত করা হয়েছে। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ২,৭০০ কোটি রুবল, অর্থাৎ গত পরিকল্পনায় যা খরচ করা হয়েছিল তার দ্বিগুণ অর্থ জমি উদ্ধার করার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা বিশাল ঊষর ভূখণ্ড সেচের ব্যবস্থা করছি ফসল ফলাবার জন্য। আমরা, ধান, তুলা এবং তরকারির এবং কর্ষিত গোচারণ বাড়াচ্ছি। পার্টি যে আশু লক্ষ্য স্থির করেছে তা হল কৃষি-উৎপাদনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য, কৃষির রূপান্তরের জন্য এবং প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীলতা কমাবার জন্য বৈষয়িক এবং কারিগরি ভিত্তি রচনা করা।

কৃষির বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আমরা সমস্ত বৈষয়িক ও কারিগরি সুযোগ-সুবিধা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সফলতাকে সর্বাধিক ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। বাস্তবে এই লক্ষ্য হল উন্নত যোগ্যতার মান ও অপেক্ষাকৃত ভালো ধরনের জিনিস কম খরচে তৈরি করা।

সোভিয়েতের কৃষি প্রগতির বৈশিষ্ট্য হল, নিবিড় গবেষণা, বিজ্ঞান ও উৎপাদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং নতুন নির্বাচন ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন। শত শত কৃষি-গবেষণা-ভবন, পরীক্ষাকেন্দ্র এবং পরীক্ষাগার রয়েছে। এর শীর্ষে রয়েছে লেনিন কৃষি-বিজ্ঞান-ভবন এবং এর শাখা-সমূহ। সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা বহু উন্নয়নের সুপারিশ করেছেন যেগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের যাঁরা গম, সূর্যমুখী, তুলা এবং অন্যান্য শস্যের অধিক ফলনশীল বীজ তৈরি করেছেন, তাঁদের সাফল্য অন্যান্য বহু দেশে পরিচিত।

এই স্তরে পার্টির কৃষিনীতিতে, অপেক্ষাকৃত ভালো সংগঠন ও পরিচালনা একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। এ কৃষি খামারগুলির ব্যাপক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন এবং আরও একত্রীভবনের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আমরা এরই মধ্যে দেশের বহু জায়গায় নতুন বৃহদায়তন কৃষি উদ্যোগ, আন্তঃযৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার এবং যৌথ খামারের মিশ্রণ এবং কৃষি-শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং তুলছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সহযোগিতাকে অপরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা উচিত নয়; এ এক নতুন আধার গ্রহণ করে কমিউনিস্ট নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। যৌথ খামার বা যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের সম্পত্তিকে একত্রিত করে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগতভাবে সহযোগিতার এক নতুন স্তর। এই ব্যাপারে নতুনত্ব হল এই যে আজকের সহযোগিতা যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার যুগের ছোট ব্যক্তিগত কৃষকের খামারের সহযোগিতার বদলে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় খামারের মধ্যে। পার্টি আন্তঃ-খামার উদ্যোগ এবং একত্রীকরণ দেশের উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের কার্যকরী রূপ এবং রাষ্ট্র এবং যৌথ খামার (সমবায়) এই দুই ধরনের সম্পত্তিকে নিকটতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য করে।

বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞ হওয়া এবং একত্রীভবনের সম্ভাবনা ও সুযোগ বেড়ে যাওয়ার কথা মনে রেখে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আধুনিক শিল্পে ব্যবহৃত পদ্ধতি ব্যবহার করে, বৃহদায়তন বিশেষ ধরনের উৎপাদনে ক্রমশ উত্তরণের সিদ্ধান্ত করেছেন। আমাদের সমাজতান্ত্রিক কৃষির উন্নয়নে এটাই এখন প্রধান বিষয়।

যে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা পার্টি নিয়েছে তার ফলে গুণগতভাবে নতুন ঝোঁক দেখা যাচ্ছে উন্নত স্তরের কৃষি প্রগতির।

প্রথমত, নিবিড় উন্নয়ন হয়েছে, প্রধানত যোগ্যতর পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে। এর ফলে জমি অনুপাতে বেশি শস্য ও বেশি পশু উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি অধিকতর গতিশীল এবং এর উন্নয়ন দৃঢ় হচ্ছে এবং আবহাওয়ার উপর কম নির্ভরশীল হচ্ছে। এমন কি ১৯৭২ সালে, খরার বছরে, মোট উৎপাদন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক গড় থেকে পাঁচ শতাংশ বেশি হয়েছে।

তৃতীয়ত, বেশি সাফল্যের চূড়ান্ত উপাদান শ্রম উৎপাদিকা শক্তি বাড়ছে। মার্চ ১৯৬৫-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পর থেকে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের উৎপাদিকা শক্তি ৬৫ শতাংশ বেড়েছে, এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার বেড়েছে প্রায় অর্ধেক। লাভও বেড়েছে যার ফলে খামারগুলি আর্থিক-ভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন এবং খামারের উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রয় বাড়ছে। গড় বার্ষিক মোট উৎপাদন ৬,৬৩০ কোটি রুবল (৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) থেকে ১৯৭১-৭৩ সালে ৮,৯৫০ রুবলে দাঁড়িয়েছে।

দানাশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি একটি প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের এ বিষয়ে লক্ষ্যে পেঁাছাবার জন্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৭১-৭৩ সালের গড় উৎপাদন ছিল ১৯ কোটি ৬ লক্ষ টন বা ১৯৬১-৬৫ সালের গড় থেকে ৬ কোটি ৩ লক্ষ টন বেশি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন বেশি। সর্বাপেক্ষা বেশি ফলন হয়েছে ২২ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ১৯৭৩ সালে।

শ্রমিক পিছু বেশি পরিমাণ কারিগরি সুযোগের দরুন এবং দক্ষ কৃষির জন্য সমগ্র অঞ্চল এবং প্রজাতন্ত্রগুলির গড় হেক্টর প্রতি উৎপাদন ২৫-৩০ সেন্টনার, এবং কুবান ও মোলদাভিয়ায় ৩৩-৩৬ সেন্টনারে পেঁাছেছে। নতুন জমিগুলিরও দেশের দানা শস্য উৎপাদনে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অহল্যাভূমির বিশাল খণ্ডগুলিকে কর্ষণ, আমাদের বিরাট জমির সম্পদগুলির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর লেনিনের কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি আরও প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ইতিহাসে এই কাজ আমাদের জনগণের মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষণীয় সাফল্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে। নতুন জমিগুলি এখন দেশের দানাশস্যের ২৭ শতাংশ যোগান দিয়ে থাকে।

আমাদের কৃতিত্বের অনেকখানি তুলা উৎপাদকদের জন্য ; ১৯৭৩ সালে হেক্টর প্রতি তাদের উৎপাদন ছিল ২৮ সেন্টনার কাঁচা তুলো এবং মোট উৎপাদন ছিল ৭৭ লক্ষ টন। বিপ্লবের আগের উৎপাদন ছিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টন।

এ সত্ত্বেও দানাশস্য ও অন্যান্য শস্যের অধিক ফলন এবং উৎপাদনের মানকে পার্টি প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে।

বেশি পরিমাণে এবং অপেক্ষাকৃত ভালো পশুখাদ্য তৈরি করে, পশু ও হাঁসমুরগি প্রজননের উন্নতি করে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে, এবং গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বাড়িয়ে, পশুপালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। সম্প্রতিকালের বছরগুলিতে পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং সংগ্রহে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। এ সবের ফলে জনগণের খাদ্য তালিকার উন্নতি ঘটেছে।

আমরা আরও কিছু মাংস ডেয়ারি প্রতিষ্ঠান এবং মুরগি পালনের কারখানা স্থাপন করেছি, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের পশুপালন শাখাকে আরও সম্প্রসারিত ও পুনর্গঠিত করছি এবং শিল্প-পদ্ধতি ও প্রগতিশীল কৃৎকৌশল প্রবর্তন করছি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আরও নতুন, কার্যকরী খাদ্য ও মিশ্র খাদ্য এবং গোচারণ ভূমির উন্নয়ন।

আমাদের পার্টি কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং এর আশু এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাগুলি ব্যাপক ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য সমস্ত রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এটা বিশেষ করে দেখা গিয়েছে, রাশিয়ান ফেডারেশনের অ-কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে কৃষির উন্নয়ন ঘটাবার জন্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ-এর উদ্যোগে গৃহীত পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি উন্নয়নের বিরাট কর্মসূচী, উৎপাদনের এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসমূহ, নতুন বসতি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ। যখন সম্পূর্ণ হবে তখন, এই কর্মসূচী যাতে ৩,৫০০ কোটি রুবল বিনিয়োগ করা হবে এক বিশাল অঞ্চলকে পরিবর্তন করবে, কৃষি উৎপাদন বাড়াবে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাকে আমাদের **অহল্যাভূমি উদ্ধারের পরিকল্পনার মাত্রা ও গুরুত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়।**

আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রধান সাফল্য কৃষি অর্জন করেছে তা প্রমাণ করে যে পার্টির কৃষিনীতি বৈজ্ঞানিকভাবে বলিষ্ঠ এবং বাস্তব। এটা হল পার্টির প্রচেষ্টার এবং সোভিয়েত জনগণের বৃহৎ সাফল্যের উল্লেখযোগ্য ফলাফল।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তার কৃষি নীতিকে সি এম ই এ (পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা) দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি জ্ঞাপনের পদক্ষেপের জন্য রূপ দিয়ে থাকে। এরা বৃহদাকারে উৎপাদনের অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত সাফল্যকে একত্রিত করছে এবং শিল্পের ধাঁচে কৃষিকে গড়ে তোলার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। বিশেষ করে প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং পশু প্রজননকারীদের মধ্যে সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। নতুন কায়দা-কানুনকে এবং অগ্রসর ডিজাইন এবং কৃৎকৌশলের বিকাশের জন্য বহু কিছু করা হচ্ছে।

সুষ্ঠু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার দেশগুলির মধ্যে, যথার্থ সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাজনকে কমিউনিজম গড়ে তোলার স্বার্থে সম্ভব করে তোলে।

৪

পার্টির কৃষি-নীতির একটি মূল দিক হল গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রগতি, এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য উন্নতি।

যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বছরের পর বছর বাড়ছে ফলে জীবনধারণের মানের উন্নতি হচ্ছে। গত দশ বছর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেছে। যৌথ খামারের কৃষকদের গড় মাসিক বেতন ১৯৬৫ সালের পর দ্বিগুণ হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিকদের বেতন ৭০ শতাংশ বেড়েছে। যৌথ খামারে কাজ করে কৃষক তার আয় ও সমস্ত রকমের সাংস্কৃতিক সুযোগ পায় এবং এর উপর রাষ্ট্রীয় খামারের শ্রমিকদের মতো তার বাড়ির ভূমিখণ্ড থেকে কিছুটা আয় করে।

শিল্প শ্রমিকদের যে ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে ঐ ভিত্তিতে যৌথ খামারের কৃষকদের বৃদ্ধ বয়সে অক্ষমতার জন্য অবসরকালীন ভাতা দেওয়া, এবং সমাজ বীমা প্রচলন, এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সাফল্যকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের প্রচুর সুযোগ রয়েছে ছুটি ও স্বাস্থ্য নিবাসগুলি ব্যবহার করার।

আরও বাড়ি এবং কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধাগুলি তৈরি করা হচ্ছে। গত দশকে প্রতি তিনটি পরিবারে একটি নতুন বাড়িতে গিয়েছে। বেশি বেশি গ্রাম, শহরের কাছে গর্বের মতো, সুযোগ ও সুবিধা সহ আধুনিক বসতিতে পরিণত হচ্ছে। লোকেরা ভালো পোশাক পরছে, আরও টেলিভিশন ও রেডিও সেট, রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেল, গাড়ি কিনছে।

কমিউনিস্ট নির্মাণকাণ্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। গ্রামীণ কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অর্ধেকের মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষা রয়েছে। আমরা এখন গ্রামাঞ্চলে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করছি। গ্রামাঞ্চলে ১১ কোটি খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা, অর্থাৎ পরিবার পিছু চার খানা কাগজ বিলি হয়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের বছরগুলিতে সাধারণ কর্মী থেকে বহু যোগ্য উৎপাদন সংগঠক, প্রশাসনিক এবং বিশেষজ্ঞ স্ত্রী ও পুরুষ উঠেছেন যাঁরা রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। প্রায় সমস্ত যৌথ খামারের চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রীয় খামারের ডিরেক্টারগণ উচ্চ বা মাধ্যমিক বিশেষ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত। গ্রামীণ অধিবাসী বলতে এখন বোঝায় একটি প্রশস্ত স্তরের বুদ্ধিজীবী এবং অধিকতর শিল্প শ্রমিক ধরনের শ্রমিক। ১৯৭৩ সালে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে প্রায় ৪০ লক্ষ ট্রাক্টর এবং ট্রাক ড্রাইভার এবং কম্বাইন ও অন্যান্য ধরনের যন্ত্রের অপারেটর ছিল।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা ৯৯টি উচ্চ প্রতিষ্ঠান, ৬৮৫টি কারিগরি স্কুল, ১৪১৫টি গ্রামীণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়ে থাকেন। আমরা প্রত্যেক ধরনের কৃষি শ্রমিকের শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করেছি। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ কারিগরি বিদ্যায় নিপুণতা লাভের জন্য যুবকদের মধ্যে এক আন্দোলন শুরু করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণ উন্নত মানের দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হবেন।

কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধি, এর নিবিড়তা বৃদ্ধি, এবং গ্রামীণ জনতার ক্রমবিকাশমান সাংস্কৃতিক এবং কৃৎকৌশলগত মান কৃষকের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সে আরও বেশি বেশি করে শিল্প শ্রমিকের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। কমিউনিস্ট নির্মাণ কাণ্ডের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভাবধারার যেগুলি বজায় ছিল তা ক্রমশ নতুন ঐতিহ্যকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। সোভিয়েত কৃষকদের রয়েছে যৌথ মনোভাব, তাঁরা সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, লেনিনের আদর্শের প্রতি অনুগত, কঠোর পরিশ্রমী এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়।

যৌথখামারী কৃষকদের সারা ইউনিয়ন তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৬৯) গৃহীত যৌথ খামারের, নতুন আদর্শ নিয়মাবলী জনগণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনৈতিক বিকাশকে এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলতে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই নিয়মাবলীর লক্ষ্য হল উৎপাদন টিমের ভূমিকাকে বাড়িয়ে, ব্যবস্থাপনায় সভ্যদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে, বিশেষ করে প্রত্যেক জেলা, অঞ্চল, রাজ্য বা প্রজাতন্ত্রে এবং রাজধানীতে কর্মরত নির্বাচিত পরিষদগুলির মাধ্যমে, যৌথ খামার জীবনের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে প্রসারিত করা।

কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিজমের নির্মাণকাণ্ডের এই স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রামাঞ্চলকে উন্নত করার জন্য ও কৃষিকে উন্নত করার জন্য মৌলিক এবং পরস্পরের মধ্যে যুক্ত রজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করছে। বর্তমানে এমন কোনো যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামার নেই যেখানে পার্টি সংগঠন নেই। ৫০ লক্ষেরও বেশি কমিউনিস্ট অর্থাৎ সমগ্র সভ্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ রয়েছেন গ্রামাঞ্চলে। গ্রামীণ জেলা পার্টি কমিটিগুলি এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক কাজ করে, ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আন্দোলন সংগঠিত করে, তাঁরা একে জনগণের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার এবং গ্রামাঞ্চলে যে কাজগুলি দেখা দিচ্ছে সেগুলিকে সম্পন্ন করার শক্তিশালী পদ্ধতি বলে মনে করে।

গ্রামগুলিতে সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক কৃষির অগ্রগতি, লেনিনীয় কৃষি নীতির শক্তি ও জীবনীশক্তির প্রমাণ। লেনিনের পরামর্শকে সৃজনশীলভাবে অনুসরণ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় শক্তিশালী করেছে। এ শ্রমিক, যৌথ খামার কৃষক, এবং বুদ্ধিজীবী ও সমস্ত সোভিয়েত জনসাধারণকে তাঁদের সাধারণ আদর্শের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করেছে এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এনেছে। জনসাধারণকে কমিউনিজমের পথে চালিত করার জন্য, শক্তিশালী শিল্পের সাথে সাথে কমিউনিস্ট সমাজের প্রয়োজন মিটাবার মতো অত্যন্ত উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য আমাদের পার্টি সব কিছুই করছে।

জনপ্রিয় শাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা

আন্তাল আপ্রো

হাঙ্গেরীর সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এবং হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সংসদের সভাপতি।

রাষ্ট্র এবং তার সংস্থাগুলি সব সময়ে শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশে রাষ্ট্র ও তার যান্ত্রিক কাঠামোটি যেখানে শ্রমজীবী জনতাকে অবদমিত করার ও শোষণ ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমস্ত রকমের শোষণকে বিলুপ্ত করে এবং ধীর ও অবিচলভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করে চলে।

পার্থক্যটি মৌলিক এবং প্রত্যেকটির ব্যবস্থার অধীনস্থ পার্লামেণ্টগুলোর ভূমিকার মধ্যে তা বিস্তৃত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টের মতো একটি সার্বভৌম সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়। কারণ, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্তৃত্ব এবং শাসন কর্তৃত্বের পৃথকীকরণের ভিত্তির ওপরে বুর্জোয়া রাষ্ট্রটির ভিত্তি এবং সেখানে তাবৎ প্রকৃত ক্ষমতা প্রায়শই ঐ দুই কর্তৃত্বের মধ্যে শেষোক্তটির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

শ্রমিকশ্রেণী সংসদের একটি গণতান্ত্রিক গঠন-রূপ, একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনী আইন এবং সরকার ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের ওপরে পার্লামেণ্টের নির্দেশক ও তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকাকে একটি মুখোমুখি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে একযোগে লড়াই করে।

পুঁজিবাদী নির্বাচনী আইনসমূহ বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার ও শ্রমিক, দরিদ্র, প্রগতিশীল শক্তিগুলির অধিকারকে সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে খোলাখুলিভাবে পরিকল্পিত। জনগণের ইচ্ছার প্রকৃত প্রকাশটিকে ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি রুদ্ধ করবার জন্য বুর্জোয়া সরকারগুলি সমস্ত রকমের নির্বাচনী এবং পদ্ধতিগত কৌশল গ্রহণ করে থাকে। সংক্ষেপে বললে, শোষকশ্রেণীগুলির বশংবদ আজ্ঞাবহের ভূমিকা সম্বলিত একটি সংসদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়। সেখানে শ্রমিকদের অধিকার ততটুকুই বজায় থাকে যতটুকু তাঁরা নিজ শক্তিবলে অর্জন করতে সমর্থ হন।

এবং বুর্জোয়ারা যখন নির্বাচনী আইনে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়, তখন তারা জটিল নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে সে সব বাতিল করার জন্য সব কিছু করে। এই সব হল ব্যাপকভাবে প্রচলিত রীতির কয়েকটি। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে অবলম্বিত নির্বাচনী ক্ষেত্র-বিধি—এর দ্বারা আসলে সংসদে সংখ্যালঘু দলগুলির প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারে লুপ্ত করা হয়; অসম প্রতিনিধিত্ব ঃ—এই ব্যবস্থাটির ফলে বুর্জোয়া অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে একজন প্রতিনিধির নির্বাচিত হতে যত ভোট লাগে তার দু-গুণ, এমনকি তিনগুণ বেশি ভোটের প্রয়োজন হয় শ্রমিকশ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে একজন প্রতিনিধিকে (ডেপুটি) নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য; কতকগুলো দেশে আবার প্রার্থীকে মোটা টাকার অঙ্ক জামানত হিসাবে জমা দিতে হয়। বুর্জোয়ারা সমস্ত রকমের মিথ্যা প্রচার এবং ভীতি প্রদর্শনের কায়দা গ্রহণ করে এবং নিজেদের নির্বাচনী আইনগুলোকে লঙ্ঘন করতে তাদের বিবেকে বাধে না।

হাঙ্গেরি মুক্ত হওয়ার আগে সে দেশের নির্বাচনে বুর্জোয়া নির্বাচন এবং নির্বাচনী পদ্ধতির সমস্ত রকমের বিধিনিষেধ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রীতি ও প্রথা প্রয়োগ করা হত। উদাহরণত ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে জনসংখ্যার মাত্র ৩৩·৮ শতাংশের ভোটাধিকার ছিল, আর মাত্র ২২ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী পদ্ধতি এই হাঙ্গেরিতেই চালু ছিল। এর একমাত্র ফলশ্রুতি হিসাবে হাঙ্গেরির সংসদে নির্বাচিতদের মধ্যে একজনও শ্রমিক ছিলেন না। এরই সঙ্গে তুলনীয় চিত্রটি ঃ ১৯৭১ সালের নির্বাচনে মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ বা ভাষান্তরে প্রায় সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই ভোটাধিকার ছিল এবং ঐ সংখ্যার শতকরা ৯৮·৭ ভাগ ভোটদাতা ভোট দিয়েছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ক্ষমতা বিভাজন নেই। সেখানে, লেনিনের কথায়, একটি পার্লামেণ্ট থাকে যার সদস্য, শ্রমজীবী জনতার প্রতিনিধিরা শুধুমাত্র আইনই প্রণয়ন করেন না, তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন কার্যাবলীর ভেতর দিয়ে সেগুলির রূপায়ণকেও নিশ্চিত করেন এবং এই বিচারে সেখানকার পার্লামেণ্টগুলোই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতাকে সমন্বিত করে থাকে। লেনিন লিখেছেন পার্লামেণ্টের সদস্যদের "নিজেদেরকেই কাজ করতে হয়, নিজেদের সৃষ্ট আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় ও তার বাস্তব ফলাফলগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং নিজ নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রে তাঁদেরকেই জবাবদিহি করতে হয়।" (রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ২৫, পৃঃ ৪২৪)

একজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর নির্বাচনীক্ষেত্রের নিয়ত ও অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ এবং তাঁর ওপর নির্বাচকদের কর্তৃত্ব—সমাজতান্ত্রিক দেশে জনপ্রতিনিধিত্বের এগুলোই হল

লক্ষণীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো ধারা আছে যেখানে বলা হয়েছে : নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচনী ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন এবং নির্বাচকরা ইচ্ছে করলেই একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন। এই কারণেই জনসাধারণ যে কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় নিজেদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁর নির্বাচকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার বিষয়টি বুর্জোয়া ব্যবস্থার বৈপরীত্যে সমাজতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিত্বের একটি পূর্ব-গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত। প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ জনগণের সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে বৃদ্ধি করে, সমাজতান্ত্রিক বোধের মাত্রাটিকে উন্নত করে এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতি ও বিকাশে অবদান রাখে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংসদের ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার সহ অন্যান্য তাবৎ সংস্থাকে সংসদের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। এবং সংসদ হল কর্তৃত্বের ঐক্য নীতির মূর্ত রূপ। যদিও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে কতকগুলো সাধারণ নীতি এবং সাধারণ মৌল সংগঠন রয়েছে, তথাপি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক বিকাশ এবং অন্যান্য কারণে সরকারের রূপ, গঠন এবং সংসদের কাজের বিভিন্নতার মধ্যে দেশগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি স্ব-প্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন, "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ কালে নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রনৈতিক রূপের অসংখ্য ও বহু বিচিত্র প্রকাশ ঘটবে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যটি হবে : **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।** (ঐ পৃঃ ৪১৩)

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিকাটি তার অগ্রগামী বাহিনী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকার সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আলোকে এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পার্টি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার নিরিখে সামাজিক অগ্রগতির সূত্রগুলিকে প্রকাশ করে, সামগ্রিক নীতি নির্ধারিত করে, আশু লক্ষ্য স্থির করে এবং নিজস্ব রাষ্ট্রীয় অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত সাংগঠনিক রূপটির উদ্ভাবনে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মুখ্য ভূমিকাটি সমাজের রাজনৈতিক যান্ত্রিক-গঠন পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু পার্টির সিদ্ধান্তগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, সরকারের ওপর তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পার্টি এবং রাষ্ট্র অভিন্ন নয়। পার্টির ধ্যান-ধারণা, তার রাজনৈতিক লাইন, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী এবং অর্থনৈতিক নীতিকে বিভিন্ন স্তরে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রূপায়িত হতে হবে। পার্টি লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় নির্দেশাবলী জারী করে এবং সেগুলো রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়।

আইন প্রণয়নে পার্টি লাইন যে মূর্ত হয়ে উঠবেই তার রাজনৈতিক গ্যারান্টি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রয়েছে। কেননা, প্রথমত রাষ্ট্রীয় সংসদে সদস্যদের ৭১ শতাংশ কমিউনিস্ট। কিন্তু এটাই একমাত্র বিষয় নয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল এই যে জনগণের পূর্ণ সমর্থনের অধিকারী পার্টির নীতিটি সযত্ন পর্যালোচনার পরই নির্বাচিত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং সর্বোপরি তা অভ্রান্ত।

সংসদে প্রণীত আইনগুলির সরকারি তৎপরতা, ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়দায়িত্ব এবং অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজ গঠনে সহায়তা করে এবং সংসদ সদস্যদের আচরণবিধিকেও প্রভাবিত করে। এ থেকেই বোঝা যায় যে সংসদ একই সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি ও জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার সর্বোচ্চ মুখপাত্র।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ব্যবস্থাটিকে প্রসারিত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নতুন অথবা সংশোধিত সংবিধানগুলিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিবর্ধন ও বিকাশের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি সম্পন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোর অধিকতর বৃহৎ ভূমিকার বিষয়টি বিধৃত।

প্রতিনিধিত্বমূলকতার নীতিটি যে সুসঙ্গতভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তার সাক্ষ্য বহন করে তাদের পার্লামেন্টের গঠন। প্রতি ৩০,০০০ জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি—এই হিসাব অনুসারে হাঙ্গেরির রাষ্ট্রীয় সংসদের প্রতিনিধিরা জনগণের বিশ্বজনীন, সমাজ ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দ্বারা গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর একই প্রদেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন।

আঞ্চলিকতার নীতিটি বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং শ্রেণী-সমূহের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের মধ্যে বিবাদের জন্ম দেয় না। বরঞ্চ তাঁরা গোষ্ঠী এবং আঞ্চলিক স্বার্থকে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরার কর্তব্যটিকে সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন করে তোলার দিকে নজর রাখেন। সমস্ত রকম স্বার্থের মধ্যে একটা সঙ্গতিসাধন এবং গোষ্ঠী স্বার্থের ওপরে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য স্থাপনাকে নিশ্চিত করে পার্টির সমন্বয়ী ভূমিকা।

আমাদের রাষ্ট্রীয় সংসদ পুরোনো বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বা যুদ্ধ পরবর্তী প্রাথমিককালের পার্লামেন্টের কোনো অনুবৃত্তি নয়। এটা একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যার পক্ষে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেকে বিকশিত করা সম্ভব।

মুক্তিলাভের পর থেকে ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সংসদ ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বিভাজনের গতানুগতিক ছাঁদটিকেই অনুসরণ করেছে এবং সেই সময়ে এটা কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যবস্থার একটা অংশ ছিল মাত্র। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ঐ সময়কালে আমাদের সংসদ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্ট থেকে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৯ সালের

সংবিধান ক্ষমতার ঐক্যের নীতিটিকে প্রতিষ্ঠিত করল যার ফলে রাষ্ট্রীয় সংসদ ক্ষমতার সর্বোচ্চ কেন্দ্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারক-বাহকে পরিণত হয় এবং শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে সে তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। কেবলমাত্র একটা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সে নয়; এখন সে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী যার দ্বারা রাষ্ট্রের সামগ্রিক যান্ত্রিক গঠনটির ওপর নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকাও পালন করতে পারে। একটা সমাজতান্ত্রিক আইনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সংসদ তার ঐ ক্ষমতাবলে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কিছু করেছে। কেবলমাত্র ১৯৫৬ সালের প্রতিবিপ্লবের সময়ে এর কাজকর্ম সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে বিকশিত করা, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং প্রত্যক্ষ-গণতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে শক্তিশালী করে তোলার বিষয়টি নিয়ে হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিনিয়ত মাথা ঘামাচ্ছে। পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে ঘোষিত হল (১৯৬২) যে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরামহীন বিকাশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণই হল মূল উপাদান। এবং এর জন্য সংসদ থেকে গ্রামীণ পর্ষদ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার কাজকর্ম আরো উন্নততরভাবে সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। জনগণের রাজনৈতিক বোধটির অগ্রগতিসাধন, ঘটনাবলীর বিকাশ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল রাখা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দেশের প্রভুর ভূমিকায় জনগণের অংশগ্রহণের সহায়ক রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির ওপর পার্টি নবম কংগ্রেস তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল। কংগ্রেসের বক্তব্য অনুসারে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসারে এটাই হল কেন্দ্রীয় বিষয়।

দশম পার্টি কংগ্রেস (১৯৭০) পূর্ণ সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যটি স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর পুনরায় জোর দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মকে আরো বেশি ফলপ্রসূ ও সক্রিয় করে তোলার জন্য এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে আরো বেশি স্বাধীনতা প্রদানের সুনির্দিষ্ট আহ্বান জানানো হল এই কংগ্রেস থেকে। এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বস্তরের নির্বাচিত সংস্থাগুলি কাজকর্মে জনসাধারণের অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির অধিকতর নেতৃত্বের ভূমিকা এবং সমস্ত বিদ্যমান শ্রেণী ও জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়।

দুই, তিন বা ততোধিক প্রার্থীর মনোনয়নের ব্যবস্থা সহ একটি নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্য একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির নীতিটি পার্টিরই উদ্যোগে ১৯৬৭ সাল থেকে বলবৎ হয়েছে।* ১৯৭২ সালে আবার পার্টিরই উদ্যোগে সংবিধানকে আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার এবং সেই অনুযায়ী আমরা যে সমস্ত জরুরী কর্তব্যগুলোর মুখোমুখি হয়েছি তার মোকাবিলায় সংবিধানকে যথোপযুক্তভাবে সংশোধিত করা হয়।

বিগত ২০ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের বিষয়টি সংবিধানে এইভাবে সূত্রায়িত হল : "গণ-প্রজাতান্ত্রিক হাঙ্গেরি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।" পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কর্মসূচীটি সংবিধানে বিধিবদ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় কর্মসূচীর রূপ নিয়েছে এবং তা আমাদের জনগণের কাছে সাধারণ স্বার্থের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

সরকারি এবং রাজনৈতিক জীবনে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা, তার প্রভাব এবং মর্যাদা সম্পর্কে সংবিধানের একটি ধারায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে : "শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সমাজের নেতৃত্বের শক্তি।"

আমাদের পার্টি সংসদের কাজকর্মের সমস্ত রকম সহায়তা করে এবং তার মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব রাজনৈতিক সক্রিয়তার কাজে লাগায়। নির্বাচিত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা প্রণালীবদ্ধভাবে এ্যাসেম্ব্লী ও তার বিভিন্ন কমিশনের কাজকর্মের মূল্যায়ন করেন এবং নিজেদের উদ্যোগ ও অভিমত দিয়ে কাজকর্মের উন্নতিবিধানের ক্ষেত্রটিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

হাঙ্গেরিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের একটি লক্ষণীয় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানকার প্রত্যক্ষ-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তাদের সহযোগিতা। সংশোধিত সংবিধানের একটি ধারাতে এই ঝোঁকটিকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে : এই ঝোঁকটি অপ্রত্যক্ষভাবে জনগণকে সংসদের ভেতরে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে এবং নিজেদের কর্মক্ষেত্র ও বসবাসের এলাকাতে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়।

রাষ্ট্রীয় সংসদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে ফাদার ল্যান্ড পপুলার ফ্রন্টের সঙ্গে,—এই ফ্রন্ট এখন সর্বস্তরের নির্বাচনে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মে সহায়তা করে, পি জেড্ পার্টির সাথে একই সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংসদ দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থীদের মনোনীত করে এবং আইন প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।।

পপুলার ফ্রন্ট এবং ট্রেড-ইউনিয়ন ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সহ অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলি এ্যাসেম্ব্লিতে প্রতিনিধিত্ব করে, ফলত সংসদের বিভিন্ন কমিশনগুলো জনসাধারণের মানসিকতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারে এবং তাদের পক্ষে জাতীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থগুলির মধ্যে উন্নততর সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

সংসদে শ্রমিক, কৃষক, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বড় বড় বিশেষজ্ঞরাও প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭১ সালে নির্বাচিত ৩৫২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৩৭ জন ছিলেন কর্মরত বা আগে কাজ করতেন এমন শিল্প শ্রমিক, কৃষক ছিলেন ৬০ জন, এবং ১৩১ জন এসেছিলেন বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে।

* ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি মাত্র তালিকার বিধান ছিল।

প্রতিনিধিদের ২৪ শতাংশ ছিল মহিলা। ২০২ জন প্রতিনিধি উচ্চতর এবং ৮৫ জন প্রতিনিধি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। জাতিগত গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত ছিল।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলো সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে সক্ষম এবং নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আমরা যা বলতে পারি তা হল এই যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক শিল্প, কৃষির জটিলতা ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ সত্ত্বেও এই সব সংস্থা বাতিল হয়ে যায় নি বরং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রচারিত মতামতের বিপরীত হিসাবে গণতন্ত্রের সংস্থারূপে কাজ করে চলেছে এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে।

এই সত্যটি আমাদের রাষ্ট্রীয় সংসদের ক্রমবর্ধমান কার্যকারিতার মধ্যে সপ্রমাণিত। ১৯৭২ সালের সাংবিধানিক সংশোধন এবং পদ্ধতিগত নিয়মাবলীর প্রবর্তন আমাদের আইনসভার কার্যকলাপের কাঠামোটিকে যথেষ্ট প্রসারিত করেছে। বিগত দশ বছরে বিধিবদ্ধ আইনগুলো আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিকাশে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রেখেছে এবং জনগণের জীবনের ওপর হিতকর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে ঐ সমস্ত আইনের কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : নতুন শ্রম-সংহিতা, স্থানীয় সরকার, উৎপাদকদের সমবায়, জমির মালিকানা, বাধ্যতামূলক শিক্ষণ, সমবায় সংস্থা, যুব-জন, জনস্বাস্থ্য, বিচারালয় ও (সরকারি) অভিযোক্তার কার্যালয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান এবং ফৌজদারী মামলা পরিচালন সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় সংসদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপের পরিধিটিকে বিস্তৃত করা হয়েছে সংশোধিত সংবিধানের একটি ধারায় যেখানে বলা হয়েছে : "হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের আইনসমূহ নাগরিকদের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত নিয়মগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে।" সংবিধান আইন প্রণয়নকর বিধানের কাঠামোকে প্রসারিত করে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে।

প্রতিটি শাখায় একটা স্থায়ী সহনক্ষম শৃঙ্খলার প্রবর্তনাই আমাদের আইনসমূহের লক্ষ্য। সুতরাং আইনের প্রয়োগে আমরা বিশেষ পদ্ধতিগত নির্দেশাবলীর ব্যবস্থা রাখি। সংসদের সদস্যদের বিবেচনার্থে প্রদত্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবিত আইনটিকে সরকার কিভাবে রূপায়িত করতে চান তার একটি খসড়াও সদস্যদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের ও গণ-সংগঠনগুলির কাছ থেকে মতামত ও প্রস্তাব চাওয়া হয় এবং শেষোক্তদের অভিমত গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের একটা অংশের মতামত ও বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটে। অতীতে অনেকগুলো আইনের খসড়া বিচার-বিবেচনার জন্য সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল যেমন উদাহরণ হিসাবে শ্রম সংহিতা, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রতিনিধিরা যে কত সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের বিচার বিশ্লেষণ করেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে উত্থাপিত সংশোধনীগুলোর সংখ্যা থেকে। উদাহরণ হিসাবে ১৯৬৭—৭১ সালে সংসদে গৃহীত খসড়াগুলোতে ১৬৭টি সংশোধনী সংযোজিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষভাবে সংবিধান সংশোধনের ফলে সমগ্র সরকারি যন্ত্রটির কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় সংসদ আরো বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন আইন প্রণয়ন ছাড়াও জাতীয় নীতির গতিমুখ নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ বিষয় ও প্রশ্নসমূহও প্রায়শ সেখানে আলোচিত হয়। ১৯৬০ সালে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সংসদ তার দৃষ্টিভঙ্গিটিকে উপস্থাপিত করেছিল। আরো পরবর্তীকালে সংসদে আইনের মান নির্ণয় ও তার প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়টিও যে আলোচনাকালে বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদির সংযোজনে একটা দীর্ঘমেয়াদী ধারণা জন্ম নিয়েছিল। এগুলো হল কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এবংবিধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বিষয় নিয়ে সংসদ ভবিষ্যতেও আলোচনা করে যাবে।

১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর সরকার সংবিধান অনুসারে তার নিজের কর্মসূচীটি নব-নির্বাচিত সভার কাছে উপস্থাপিত করে এবং তা নিয়ে বিশদ আলোচনার পর সভায় তা অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি সভার কাছে সরকারের কাজের প্রতিবেদন রাখার সময়ে কর্মসূচীটি কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে তার চিত্রটি উপস্থিত করেন।

সমসাময়িক বৈদেশিক নীতির বিষয়বস্তু নিয়ে নিয়মিতভাবেই সংসদে আলোচনা চলে। মাত্র কিছুদিন আগে বৈদেশিক দপ্তর সম্পর্কিত কমিশনটি চিলির সামরিক জুন্টার নৃশংসতার বিরুদ্ধে একটি খসড়া তৈরি করে এবং সভায় তা আলোচনান্তে গৃহীত হয়েছে। বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কাজকর্মের আর একটা দিক হল বিভিন্ন দেশের সংসদীয় প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানানো এবং সেই সমস্ত দেশগুলোতে হাঙ্গেরীয় প্রতিনিধিদলের পর্যটনের ব্যবস্থা করা এবং আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণ করা। এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্বের বন্ধনটি যেমন একদিকে শক্তিশালী হয় তেমনি ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তথা জনগণের মৈত্রীটিকে প্রসারিত করার কাজটিও অগ্রগতি লাভ করে।

সংশোধিত সংবিধান বলে রাষ্ট্রীয় সংসদের ওপরে সাংবিধানিক নিয়মকানুন প্রতিপালনের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা সহ ব্যাপক তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। সংসদ সংবিধান-বিরোধী বা সমাজ-স্বার্থের পরিপন্থী যে কোনো সরকারি সংস্থার সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় এ্যাসেমব্লি দ্বারা নির্বাচিত যে কোনো সংস্থাই

এর কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য এবং এই জবাবদিহি থেকে হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের সভাপতিমণ্ডলী, মন্ত্রিপরিষদ, সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি এবং মুখ্য সরকারি কৌঁসিলীও বাদ যান না। প্রতি দু-বছর অন্তর এঁদের প্রদত্ত প্রতিবেদন নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়।

সংবিধানে মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় সচিবদের প্রতিবেদন পেশ করার ধারাটিও বিধিবদ্ধ এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় সচিবদের উপদেষ্টা হিসাবে এ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়।* মন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় সচিব সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি এবং মুখ্য সরকারী কৌঁশলীকে উপযুক্ত এ্যাসেমব্লি কমিশনের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।

প্রতিনিধিদের প্রশ্নের অধিকার পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ-মূলক ক্ষমতার একটা কার্যকর এবং সুস্থির বিধির অন্যতম দিক। সদস্যরা বিগত অধিবেশনে ৩২ বার প্রশ্ন উত্থাপন করে বিতর্কে বাধা দান করেছিলেন এবং চলতি অধিবেশনে এই রকম বাধাদানের সংখ্যা ৩৩। এই ঐতিহ্যগত পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিটি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একটা নবতর রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং পার্লামেণ্টারী শাসনে একটি যথার্থ সমাজ-তান্ত্রিক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতবার এ জাতীয় বাধা এসেছে শুধুমাত্র সেই সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যেই বিষয়টির গুরুত্ব নিবদ্ধ নয়, গুরুত্বের কারণটি এই যে সদস্যরা কোনো না কোনো আইনের প্রয়োগ বা রূপায়ণে অথবা সরকারি সিদ্ধান্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই বিতর্কে বাধা দেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সদস্যরা এমন সমস্ত বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন যার জন্য সংসদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সংসদের কমিশনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আইন ও বিচার বিষয়ক, বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা বিষয়ক, পরিকল্পনা ও ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কিত, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থাবলী ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত—মোট এই দশটি কমিশন রয়েছে। এতদিরিক্ত আরো একটি কমিশন রয়েছে যার বিচার্য বিষয় সংসদীয় অধিকারের স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা এবং সংসদীয় শাসনের অলংঘনীয়তা।*

সংসদের সভাপতি অথবা হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের সভাপতিমণ্ডলীর দ্বারা উত্থাপিত বিষয় ও প্রশ্নাবলী নিয়ে কমিশনগুলো বিচার-বিবেচনা এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অথবা কমিশনের নিজস্ব বিবেচনায় যে সমস্ত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা নিয়েও কমিশন নিজস্ব উদ্যোগে এককভাবে অগ্রসর হয়। নিজেদের প্রস্তাব-সমূহ কমিশন সংসদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে, বা এইচ পি আর-এর সভাপতিমণ্ডলীর কাছে, বা মন্ত্রিপরিষদের সামনে অথবা কোনো মন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে।

এই কমিশনগুলো স্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে। নিম্নোক্ত সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা এদের কাজের পরিধির একটা পরিমাপ তুলে ধরা যেতে পারে : বিগত সংসদীয় অধিবেশনে কমিশনগুলো ২৫০টি বিষয়ের ওপর সর্বমোট ২০১টি সভায় মিলিত হয়েছিল এবং ঐ বিষয়গুলোর মধ্যে ১০০টিই উত্থাপিত হয়েছিল কমিশনগুলোর নিজস্ব উদ্যোগে। চলতি অধিবেশনে ১৯৭১ সালের মে মাস থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কালপর্বে ১৯৯টি প্রশ্ন বা বিষয়ের ওপর ১৬৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে ১০১টি বিষয়ের উত্থাপক কমিশনগুলো নিজেরাই।* কমিশনগুলোর কার্যকলাপ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজজীবনের প্রতিটি অংশেই বিস্তৃত এবং সে সম্পর্কে এদের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবাবলী সরকারি দপ্তরগুলোর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মন্ত্রীরা বা তাদের সহকারীরা, আলোচ্য বিষয়ের ওপর যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা এবং গণ-সংগঠনগুলির নেতবৃন্দ কমিশনগুলির সভাতে উপস্থিত থাকেন। অধিকতর জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সাব-কমিশনও গঠিত হয় এবং এরা এদের সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ কমিশনের সামনে উপস্থাপিত করে। কমিশনের সভাগুলি সাধারণত সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেখানকার সমস্যা-গুলির বিশেষ স্বার্থটি কমিশনের বিবেচ্য বিষয়। সভার আলোচনাগুলোও সবসময়ে প্রাণবন্ত, গঠনমূলক এবং খোলাখুলি হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলো শুধুমাত্র যে কমিশন সদস্যদের যোগ্যতাকেই প্রতিপন্ন করে তা নয়, এর দ্বারা এটাও স্বতঃপ্রকাশিত যে স্থানীয় শাসন ও নির্বাচক-মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ এবং স্থানীয় সমস্যা ও একই সঙ্গে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও সচেতনতা কত সুগভীর।

এই সমস্ত কমিশনগুলির উদ্দেশ্য হল সংসদকে সাংবিধানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সুনিশ্চিত প্রবর্তনায় সাহায্য করা। সাংবিধানিক বিধিগুলি কঠোরভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করার অধিকার কমিশনের, —বরঞ্চ বলা চলে যে এটাই কমিশনের দায়-দায়িত্ব। যদি কোনো সরকারি সংস্থা কমিশনের মতে এমন কোনো কাজ করে থাকে বা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যা সংবিধান-বিরোধী অথবা সমাজ-স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে কমিশনই বিষয়টির প্রতি সংসদ বা এইচ. পি. আর-এর সভাপতি-

* পিপ্‌লস্‌ কন্ট্রোল কমিটি এবং ওয়াটার রিসোর্সেস বোর্ড-এর সভাপতিরা, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতিরা রাষ্ট্রীয়-সচিবদের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের নিজস্ব উদ্যোগের ভিত্তিতে উত্থাপিত যে কোনো প্রশ্ন নিয়েই কমিশনগুলো আলোচনা শুরু করতে পারে।

* সংবিধানে বিধান রয়েছে যে সমাজ-স্বার্থের পরিপন্থী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কার্যকলাপ বা আচার আচরণ রাষ্ট্রীয় সংসদে নির্বাচিত হওয়ার প্রতিবন্ধক।

* পূর্ণাঙ্গ সংসদের সামনে উপস্থাপিত হওয়ার আগে যে কোনো বিষয় বা প্রশ্নকে অতি অবশ্য কমিশনে আলোচিত হতে হবে। কমিশনের আলোচ্য বিষয়গুলোর তালিকার মধ্যে বাজেট এবং তার রূপায়ণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি অন্তর্ভুক্ত।

মণ্ডলী বা মন্ত্রিপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ কাজ বা সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করার অনুরোধ জানাতে পারে।

সংসদের প্রতিনিধিরা জনগণ এবং তাঁদের সমস্যাবলী ও প্রয়োজন সম্পর্কে নিয়তই অবহিত থাকার চেষ্টা করেন। ফলত সাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা যে অভিজ্ঞতায় তাঁরা সমৃদ্ধ হন তা সংসদ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থার কাজকর্মের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিনিধিরা প্রায়শই সংসদের কাজকর্ম, ভাড়া সংক্রান্ত আইন-কানুন, পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্ত ও সেগুলির রূপায়ণ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান।

স্থানীয় স্বার্থকে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে অন্বিত করে তোলার কাজটি আমাদের সমস্ত রকমের সংসদীয় কার্যকলাপের একটি মূল নীতি। সংবিধানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "রাষ্ট্রীয় সংসদের প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচকদের স্বার্থে এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করবেন।" প্রতিনিধিদের মর্যাদার ভিত্তিটি এরই ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন পদ্ধতিগত মান নিরূপণের ভেতরে তাকেই একটা নিয়মগত আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ঐ আদর্শ বা মান অনুযায়ী একজন প্রতিনিধিকে সংসদের কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং নিজস্ব প্রস্তাব ও সমালোচনার দ্বারা সংসদের কাজকর্মের সাফল্যজনক পরিপূর্তিতে অবদান রাখতে হবে।

পদ্ধতিগত নিয়মসমূহ সমস্ত সরকারি বিভাগের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে যে তাদেরকে সংসদীয় কমিশন এবং সংসদের ব্যক্তি-সদস্যদের প্রস্তাব অনুসারে কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঐ সমস্ত নিয়মাবলীতে প্রতিনিধি ও নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞায়িত এবং এটাও লক্ষ্য রাখা হয় যাতে নিজ নিজ নির্বাচনক্ষেত্রে প্রতিনিধিরা সাংবিধানিক এবং আইনগত নিয়মকানুন ও মানগুলিকে ঠিকমতো অনুসরণ করেন। পদ্ধতিগত নিয়মাবলীতে একথাও বলা আছে যে নিজস্ব সরকারি কাজে একজন প্রতিনিধি যে সময় ব্যয় করবেন তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। সবশেষে, প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের যে সংজ্ঞাটি ঐ নিয়মাবলীতে রয়েছে তা হল : সংসদের সভাপতি এবং গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন।

সরকারি বিভাগ থেকে প্রতিনিধিরা যাতে আরো বেশি বেশি সহযোগিতা পান সে উদ্দেশ্যে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে। সেই সমস্ত শর্তাবলীর ফলে এখন সংসদের একজন প্রতিনিধির দ্বারা উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমা মাত্র আট দিন, আর ঐ প্রস্তাব যদি সংসদ বা তার কোনো কমিশনের কাছে পেশ করা হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। এ ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তানুসারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ জারী হয়েছে তা হল এই যে সংসদীয় কমিশন বা সংসদ সদস্যরা যেন সমস্ত রকমের সহায়তা পান, বিশেষত খবরাখবর সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের ক্ষমতা যেন কোনোরকমে সংকুচিত বা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। এই সরকারি সিদ্ধান্ত থেকেই এটা অনুমান করা চলে যে সংসদীয় প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের ওপর সরকার কি পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্র নির্মাণে তিনি যাতে অধিকতর অবদান রাখতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি একজন সংসদ সদস্যকে (ডেপুটি) সমস্ত রকমের সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করে।

হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সংসদের কাজকর্ম সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে যে জন-প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাটিকে ত্রুটিমুক্ত করে তোলার ভেতর দিয়ে আমরা জনগণের সার্বভৌমত্বের পূর্ণতর প্রকাশরূপটিকে অভিব্যক্ত করছি।

আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগঠন

কার্ল হেইনৎজ্ স্ক্রোডার
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি

শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্য মূলত আন্তর্জাতিক চরিত্রের। বিপ্লবী প্রক্রিয়া, নতুন সমাজ গঠন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ববিজ্ঞান সংক্রান্ত মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিরায়ত স্বতঃসিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষাগুলি হচ্ছে এই ঃ—বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন অবিভাজ্যতার মর্মবস্তু আন্তর্জাতিক এবং তা বিভিন্ন দেশে সাধারণ মৌল নিয়মানুযায়ী বিকাশলাভ করে। তাই লেনিন* যেমনটি নির্দেশ করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক কর্ম পরিকল্পনা সমস্ত দেশে মূলত একই ধরনের। আন্তর্জাতিক শ্রেণীলক্ষ্যের সাথে এই পরিকল্পনাকে সংগতিপূর্ণ হতেই হবে; কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আন্তর্জাতিকতাবাদ তাই একটি বাস্তব ভিত্তির পরে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব নীতির একটি চরিত্র এর রয়েছে ঃ—একটি পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে জানতে হয় কিভাবে তার বৈপ্লবিক কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে; শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই সর্বহারাশ্রেণীর ক্ষমতা ও সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংগ্রামকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হয় ঃ "...বিভিন্ন দেশের শ্রমিকের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন থাকা বিধেয় এবং তাদের সর্বপ্রকার মুক্তিসংগ্রামে একে অপরের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য উদ্দীপিত করার বিষয় তাচ্ছিল্য করলে তাদের অসংলগ্ন প্রয়াসের ফল হবে চিরায়ত ব্যর্থতা;"*

—মূলত জাতীয় কাঠামোর সীমারেখা ছাপিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পর ক্রিয়ারত বাস্তব নীতিসমূহ যা বিশেষ একটি মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রেণী এবং জাতির আন্তঃসম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব করে তোলে সেই কারণে এবং কমিউনিস্টদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করার জন্য সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল নীতি সাধারণ সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য;

—শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতন অগ্রবাহিনীকে অবশ্যই বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সাধারণ নিয়মাবলী এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগে সক্ষম হতে হবে, "শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে **সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক** নির্ণয়ে এবং সাম্যবাদের বাস্তব বিকাশধারায় যে **সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি** প্রত্যেকটি দেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্তমান সেগুলির উদ্ঘাটনে, অনুধ্যানে ও ভবিতব্য নির্ণয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে সক্ষম হয়ে ওঠার জন্য সাম্যবাদের সাধারণ ও মৌলিক তত্ত্বগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে" (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃঃ ৮৯);

—সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যখন বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তা থেকে "বাম" এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের উদ্ভব ঘটে অথবা এই সুবিধাবাদ তীব্রতর হয় এবং ঐক্য ক্ষুণ্ন হয়। সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাকিতাবাদ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা ও নীতির বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করলেই শুধু শ্রমিকদের আদর্শ বিজয়ী হতে পারে;

—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের মধ্যেই তার শক্তি নিহিত; অতীতের মতো বর্তমানেও, "আন্তর্জাতিক পরিসরে **ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের** রূপ দিতে গেলে মৌল মতাদর্শগত ধারণাগুলি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান থাকতে হবে আর কর্মধারায় সর্বপ্রকার প্রয়োগ পদ্ধতিতে যথাযথ নির্দিষ্টতা থাকতে হবে" (লেনিন, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২);

কালোত্তীর্ণ এই সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে আমাদের পার্টি, এসেন কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক কর্ম-সংক্রান্ত বিবৃতিটিতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "যে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থহানিকর এবং যা সমাজতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সংহতি ও যৌথ কার্যক্রমকে দুর্বল করে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তার বিরোধিতা করছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছে।".

বারংবার আন্তর্জাতিকতাবাদের সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা অলীক উদ্ভাবন যা নাকি বর্তমানে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আক্রমণের পরিচিত ধারা হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং আন্ত-

---

আমাদের আন্তর্জাতিক আলোচনা "আমাদের যুগের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি"-র পূর্বানুবৃত্তি। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, জুলাই, সেপটেম্বর সংখ্যা ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ দ্রষ্টব্য।

* সংগৃহীত রচনাবলী—২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮—১০৯ দ্রষ্টব্য।

* কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস—নির্বাচিত রচনাবলী, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭।

জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের প্রতি প্রত্যেকটি পার্টির দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপনের গুরুত্ব বিষয়ে পুনর্বার জোর দেওয়ার কি কোনো সার্থকতা আছে? আমরা মনে করি তা রয়েছে। আমি আরো বলতে চাই যে, বর্তমানে এইসব সমস্যার প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার। বর্তমান সমাজবিকাশ এবং আমাদের আন্দোলনের মধ্যে যে সব প্রবণতাগুলি ফুটে উঠেছে তাদের সম্পর্কে বিশ্লেষণের উপর এ বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

একদিকে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী অনেক বেশি পরিমাণে সাধারণ কর্তব্যের সম্মুখীন হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ফলপ্রসূ যৌথ কর্মধারায় অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এসব সম্পর্কে সচেতনতা এই সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সংহতির প্রবণতা সৃষ্টি করে। বিশেষভাবে ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক অধিবেশনের পর থেকে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও যৌথ কার্যক্রমের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অপরদিকে, অর্থনৈতিক ও সমাজবিকাশের ধারায় তারতম্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংগ্রামের অবস্থার পরিবর্তনশীলতা এবং তাদের অধিকতর বৈসাদৃশ্য এবং বিপ্লবের পথে অধিকতর পরিমাণে জনসাধারণ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পদক্ষেপের ফলে জাতীয় বিশেষত্ব ও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর বেশি জোর দেওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এ থেকে বিভিন্ন রূপ ও পর্যায়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা উদ্ভূত হচ্ছে। এই উভয়বিধ বিকাশধারায় সাধারণ দিকগুলি বিবেচনা করা যাক।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্টরা যে সাধারণ কর্তব্যের সম্মুখীন হচ্ছে তার সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক আন্তর্জাতিকীকরণেরই স্বাভাবিক পরিণতি। পুঁজি হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক শক্তি আর স্বাভাবিকভাবেই তার বিকাশও ঘটে সেইভাবে, একদিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক সামাজিকীকরণের বাস্তব প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাত মেলানোর কল্পিত অভিপ্রায়, এই উভয়বিধ ধারায়। আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ পুঁজিকে একমাত্র আন্তর্জাতিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই প্রতিহত করা সম্ভব।

তিন-চতুর্থাংশ মার্কিন পুঁজি প্রভাবিত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক একচেটিয়াসমূহের অত্যন্ত বিপজ্জনক ভূমিকা সম্পর্কে, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রুসেল্‌সে অনুষ্ঠিত ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেছে। তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে অগ্রসর শিল্পগুলি (ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটার, আণবিক-শক্তি, রাসায়নিক দ্রব্য, অটোমোবাইল) এবং কিছু কিছু হালকা শিল্পও নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীভবনের পরিমাণটি একটি ঘটনা থেকে উল্লেখ করা যায়। জেনারেল মোটরস্‌ (এর সহায়ক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম জার্মানির ওপেন ওয়ার্কস)-এর ব্যবসায়ের পরিমাণ অর্থমূল্য হিসেবে হল্যান্ড, বেলজিয়াম অথবা সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণকেও ছাপিয়ে গেছে।

একচেটিয়াদের দ্বারা সৃষ্ট শক্তিসংকট এবং একচেটিয়া মূল্যনীতির মধ্য দিয়ে একচেটিয়ার হস্তক্ষেপের পরিসর প্রভূত পরিমাণে ফুটে উঠেছে। একচেটিয়ারা বহু দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে। ব্রুসেল্‌স সম্মেলন দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক একচেটিয়ারা চাকরি, সামাজিক অবস্থা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক লগ্নিকেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে পুঁজির অংশবিশেষ স্থানান্তর করে। অর্থ প্রদানব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে বা তাতে বিলম্ব ঘটিয়ে অথবা অন্যায়রকমের "বৈধ" ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তারা আর্থিক সংকট ঘনীভূত করে তোলে। উৎপাদনের স্থানান্তর করণের ফলে স্পষ্টতই চাকরি ক্ষেত্রে আশংকার সৃষ্টি হয়।

চিলি ও অন্যান্য দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায় প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থাগুলির বিবর্তনকে প্রতিহত করা এবং ইতিহাসের গতিকে পশ্চাদ্‌মুখী করার জন্য আন্তর্জাতিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে। আমাদের দৃষ্টিতে, ব্রুসেল্‌স্‌ সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল হচ্ছে, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মানসিকতায় আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলির প্রতি এর আবেদন। বহু বছর যাবৎ কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রী, সোশ্যাল ডেমক্রাটিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে প্রস্তাবাবলী পেশ করে চলেছে।

পূর্বাপেক্ষা অনেকে বেশি পরিমাণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক দুর্গতি, সংঘাত এবং ঐতিহাসিক দেউলিয়াপনা প্রকট হয়ে উঠেছে। "সুবর্ণময় সত্তর দশক," "কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র," এবং "কনজিউমার-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ" সংক্রান্ত বুর্জোয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বেকারত্ব, জীবনধারণের মূল্যস্তর এবং নিরাপত্তার অভাব বেড়েই চলেছে। দুর্নীতি এবং সম্পদ আত্মসাতের ব্যাপার ক্ষমতার চৌহদ্দিতে বাড়ছে। বেড়ে চলেছে অপরাধ, নৈতিক ও আত্মিক মূল্যের অবনতি ঘটছে আর বুর্জোয়া মতাদর্শ এক গভীর সংকটের আবর্তে পড়েছে। বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সামরিক শিল্পগত সমাহার, সমরবাদ এবং ফ্যাসিবাদী ক্রিয়াকলাপের প্রচণ্ড বৃদ্ধি।

এ ধরনের ক্রমবিকাশ বহু দেশেই একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। আর তাই শ্রমিকশ্রেণীর কাছেও উপস্থিত হয়েছে বহু সাধারণ কর্তব্য। সেইজন্যই সমন্বিত কার্যক্রম, অভিজ্ঞতার বিনিময় ও সাধারণীকরণের গুরুত্ব রয়েছে। আমরা মনে করি, আমাদের আন্দোলনের এই সাধারণ অবস্থাগুলিকে অধিকতর বিকশিত করা যায়, কারণ

বর্তমান পরিস্থিতি যৌথভাবে বিস্তারিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা বাস্তবে বাড়িয়ে তুলছে। অন্যদিকে, গৌণ প্রভেদগুলি নিয়ে মাথা ঘামালে আদৌ কোনো কার্যকর উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হার্বার্ট সিয়েম পার্টি পর্ষৎ-এর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন : "পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট বৃদ্ধি থেকে, আমরা কমিউনিস্টরা অবশ্য এ সিদ্ধান্তে পেঁছই না যে শোষক সমাজ আপনা-আপনি ভেঙে পড়বে। একচেটিয়ার ক্ষমতা খর্ব করতে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পরাস্ত করে সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্ররা। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি সুনিশ্চিতভাবে একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে আর সেইমতো কমিউনিস্টদের দায়িত্বও সন্দেহাতীতভাবে বেড়ে গেছে।"

এই পরিস্থিতিতে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। বিষয়গুলি জরুরী আর এ জন্য প্রয়োজন, নির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিষয়ের প্রতি এক জঙ্গীশ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বাস্তব সমাধান। প্রধান অগ্রাধিকারের বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলা ; স্বদেশের জনগণের স্বার্থ আর তারই সাথে সাথে আন্তর্জাতিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পার্টিরই সুযোগের অধিকতর সদ্ব্যবহার করা ; কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এবং সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বগত কাজকর্ম আরো বাড়ানো।

একথা জানা আছে, সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সংগঠিত পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে। আমাদের পার্টি মনে করে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং তাকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি কমিউনিস্টের কাছে অতীতের মতো বর্তমানেও আন্তর্জাতিক কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে এই কর্তব্যের বহুবিধ নতুন দিক রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্য দেশগুলি শক্তিশালী শান্তি অভিযান চালিয়ে যাওয়ায় বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে অনুকূল পরিস্থিতি। এই শান্তি অভিযানের প্রতি মনোভাব এবং সমর্থনই হচ্ছে একটি পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদের নিরিখ। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি স্রোতোধারার সম্মিলনে এই প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। আমাদের যৌথ সংগ্রামে সাফল্যের এ-ই হচ্ছে পূর্বশর্ত এবং এটি আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

আমাদের শান্তি এবং সমাজপ্রগতির সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য, বুর্জোয়া মতাদর্শবিদেরা, "বাম" ও দক্ষিণ সুবিধাবাদীরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে "দূরে থাকা"র সুপারিশ করে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণনীতির একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে সোভিয়েত-বিরোধিতা। যে কোনো আকারেই তা প্রকাশিত হোক না কেন, তাকে প্রতিনিবৃত্ত করাই সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের কর্তব্য। এ নীতি থেকে কোনোক্রমে পিছু হটলে, তা হবে পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ডুসেলডর্ফ কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয়েছে : "অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান শক্তি হিসেবে থাকবে। শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমাজপ্রগতির প্রধান গ্যারান্টি হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য, অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদের মোর্চায় ফাটল ধরিয়েছে আর অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রস্তুত করেছে। ইউ এস এস আর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অবিরত সংহতি প্রদর্শন করছে আর সংগ্রামী জনগণকে প্রভূত সাহায্য করে চলেছে। যে সমাজ শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত, সমাজতন্ত্রের সেই মর্মবস্তু থেকেই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থনের উদ্ভব।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবই যথার্থ সাম্যবাদের কষ্টি-পাথর, আর্নস্ট থলম্যানের এই কথাগুলিই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালক।"

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য জোরদার করার জন্য মাওবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আজকের দিনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাওবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, সোভিয়েত-বিরোধিতা। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐক্য, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে ফাটল ধরানোর প্রয়াস। সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে ষড়যন্ত্র করার সাম্প্রতিক মাওবাদী নীতি মার্কসবাদী শ্রেণী অবস্থান থেকে পরিপূর্ণ বিচ্যুতির ফলশ্রুতি। সি পি এস ইউ-র ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তির কর্মসূচী এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সমন্বিত বৈদেশিক নীতির পরে আক্রমণ চালাচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। তাদের এই অবস্থান নাটোর আগ্রাসক শক্তি, উত্তেজনা প্রশমন বিরোধীদেরই উৎসাহিত করে এবং বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদীদেরই স্বার্থসিদ্ধি করে। আন্তর্জাতিকতাবাদীদের কোনো পার্টি কি এই নীতির প্রতি উদাসীন থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই না···।

কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ১৯৬৯ সালের মস্কো অধিবেশনের পর থেকে পাঁচ বছরে, অসুবিধা, মতবৈষম্য এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সর্বব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিযান বিশ্ব পরিস্থিতিকে প্রভূত পরিমাণে বিপ্লবী শক্তির অনুকূলে পরিবর্তিত করেছে। এই সাফল্যগুলি এবং তারই সাথে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির যৌথ সংগ্রাম সম্পর্কিত নতুন নতুন সমস্যা ও কর্তব্য, অন্যান্য বহু ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির মতো আমাদেরও নতুন করে একটি নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন এবং নতুন করে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন আহ্বানের ধারণাকে সমর্থন করতে প্রবৃত্ত করছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জোরদার করার ব্যাপারে এগুলি হবে সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিকে বিকৃত করার সর্বপ্রকার প্রয়াসের বিরোধিতা করাই আমাদের সাধারণ কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়ানুগ দিক তুলে ধরছি। আমরা সবাই জানি, আমাদের প্রতিপক্ষ, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সাথে সম্পর্কে চিড় ধরানোর জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্যের বিরোধিতা করে পার্টিগুলির স্বাতন্ত্র্যের "সমস্যা"টির উপর বারবার জোর দেয়। তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে পার্টির স্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে পার্টিশক্তির প্রধান উৎস। সম্ভবত একথা পুনর্বার বলার প্রয়োজন নেই যে, যে পার্টি নিজস্ব শক্তির পরে ভরসা করেই তার সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়, যে পার্টি আন্তর্জাতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেয়, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ঊর্ধ্বে আঞ্চলিক লক্ষ্যকে স্থাপন করে, উগ্র স্বাদেশিকতাপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই বলা চলে ঠিক যেমনটি আজ চীনের পার্টি নেতৃত্ব করে চলেছে—সেই ধরনের পার্টি নিজ দেশ ও নিখিল বিশ্বের বিপ্লবী স্বার্থের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে। যা হোক, জাতীয়তাবাদ অথবা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের অবমূল্যায়ন এই ধরনের প্রত্যক্ষ রূপ নাও নিতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, কিছু কিছু লোক কালেভদ্রেই জাতীয় পরিস্থিতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাড়িয়ে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখতে অভ্যস্ত। কেউ কেউ পুঁজিবাদী প্রচারের টোপ গিলে ফেলে অথবা "মস্কোর মুখাপেক্ষিতা"র অভিযোগকে এড়িয়ে চলে এবং এর দ্বারা তারা জোরের সাথে "স্বাতন্ত্র্য" ঘোষণা করার চেষ্টা করে···। আমাদের পার্টি, তার কর্মীমহলে এই ধরনের দুর্বলতা এবং নীতিভ্রষ্টতার প্রশ্রয় দেয় না। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্পর্কের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসার জবাব দেবার জন্য পার্টি তার সদস্যদের শিক্ষিত করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব গুরুত্বপূর্ণ : পার্টি সার্বভৌমত্ব এবং কমিউনিস্ট ঐক্যের আন্তঃসম্পর্কটি কি?

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সুদৃঢ় সংযোগের কথা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গোপন করে না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ লক্ষণীয় ভূমিকার কথা জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে। কিন্তু তা কোনোমতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। শত্রুদের ধারণামাফিক আমরা ঠিক "নির্দেশ" গ্রহণের জন্যই বিশ্বপরিসরে কমিউনিস্টদের সাথে সংযোগ রাখার প্রয়াস পাই না। আমরা, কমরেডদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অনুধাবন করি এবং স্বাভাবিকভাবেই যে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম তার জনগণকে সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করেছে, তার অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে মূল্য দিয়ে থাকি। আমরা সমপরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে সাফল্য এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি বিবেচনা করি এবং আগ্রহোদ্দীপক প্রশ্নগুলি আলোচনা করে থাকি।

প্রত্যেকটি পার্টি সম্পর্কে যা বলা হয় তা সমভাবে গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কেই প্রযোজ্য : এ হচ্ছে সম-মনোভাবাপন্ন মানুষের এক স্বেচ্ছামূলক জঙ্গী সম্মেলন—এক্ষেত্রে সার্বভৌম কমিউনিস্ট ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি-সমূহের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের মধ্যে প্রতিটি পার্টির স্বাতন্ত্র্য, সহযোগিতার মতোই, সম্পর্কের একটি আদর্শ ; সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব উভয়ই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং তা কোনোমতেই বিপরীত চরিত্রের নয়। বহু বছর পূর্বে কথিত রুশ কমিউনিস্টদের কথাই আবার বলতে পারি : বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার আওতায় কাজ এবং লড়াই করতে পেয়ে আমরা গর্বিত। আমরা স্বাধীনভাবে যে জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণ করি, আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনে তা তো ব্যাহত হয়ই না বরং সে কর্তব্য সাধনের সহায়ক হয়।

অবশ্য, কাজের বিশেষ অবস্থা, একটি পার্টির জাতীয় কর্তব্য এবং যথাযোগ্য পন্থা বেছে নেওয়ার ব্যাপারকে খাটো করে দেখা ভুল হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক-এর দ্বন্দ্ববিজ্ঞান এমনই যে প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-শ্রেণীর কাজের পরেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি ও প্রভাব নির্ভর করে।

অর্থনীতির সম্প্রসারণ, জাতীয় প্রতিরক্ষাশক্তি শক্তিশালীকরণ, নতুন সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাস, এবং ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপক বিকাশের অবস্থা সৃষ্টিতে সাফল্যের মধ্য দিয়েই মূলত সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়েছে, পুঁজিবাদী অবস্থায় সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বার্থে যেসব কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই করে চলেছে, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীদের দ্বারা ক্ষমতা অর্জন। সুতরাং নিজ দেশে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টিরই আন্তর্জাতিক কর্তব্য।

কিন্তু কোনো পার্টি জাতীয় চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকলে এ কর্তব্য পালন অসম্ভব। এর অর্থ হবে, সংগ্রামে, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন এবং দুনিয়ার

তাবৎ প্রগতিশীল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নির্ভরশীল সমর্থনের অভাব। এর অর্থ হবে, অন্যেরা ইতোমধ্যেই অপেশাদারী মনোভাবজনিত যে সমস্ত ভুলত্রুটি করেছে তারই পুনরাবৃত্তি, পরিণামে পরাজয় না হলেও শক্তিক্ষয়, সমস্ত পার্টি এই ধরনের অবস্থান গ্রহণ করলে ফলাফল সহজেই অনুমান করা যায়। স্পষ্টতই এই অবস্থান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অ আ ক খ-এর বিরোধী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সাহিত্যে সর্বহারা-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যৌথভাবে যে অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে, তা পূর্ব বক্তব্যের আলোকে, আমাদের সময়ে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদের কতকগুলি মানদণ্ডের ভিত্তি রচনা করার পক্ষে অপরিহার্য, সেগুলি হচ্ছে :

—শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে প্রধান শক্তি হিসেবে, বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার নিয়ামক উপাদান সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা শক্তিশালী করার সহায়ক একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ;

—ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি, আজকের দিনে যার অন্যতম প্রধান রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ-পরিকল্পিত কার্যক্রম, অন্যান্য পার্টির সহযোগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত সর্বপ্রকার শ্রেণীসংগ্রামের সমন্বয়সাধন ;

—সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের খাতিরে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের তিনটি ধারাপ্রবাহ—সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় মুক্তি অান্দোলনের মধ্যে সম্ভাব্য সকল রকম পারস্পরিক সহায়তার একটি নীতি ;

—সমস্ত পার্টি সদস্য, শ্রমিক এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য জনগণের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব সৃজন, জাতি ও প্রজাতিসমূহের মধ্যে সমানাধিকারের উপলব্ধি, অপর জাতির প্রতি উগ্র স্বাদেশিকতা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের যে কোনো অভিব্যক্তি সহ্য না করা ;

—শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য বিনষ্টকারী, উগ্র স্বাদেশিকতাপূর্ণ ঝোঁক এবং প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম ;

—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, রণনীতি ও রণকৌশলের যৌথ উন্নতিসাধন ও প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ ; কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার সদ্ব্যবহার : আন্তর্জাতিক সম্মেলন, দ্বিপাক্ষিক ও অঞ্চলভিত্তিক সভাসমিতি, প্রতিনিধি বিনিময়, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল সংগঠনে যৌথ ক্রিয়াকলাপ, মুদ্রণবিষয়ক সহযোগিতা, যৌথ প্রকাশনা ইত্যাদি।

আমাদের জনগণের স্বার্থে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় আমাদের অবদান হিসেবে, সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের মানদণ্ডের সাথে সংগতি রেখে সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সাথে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তার সম্পর্ক গঠন করে চলবে।

সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং শ্রমিকশ্রেণী

লুই ব্যালট
ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

সমাজের সংকট—সংস্কৃতির সংকট

পুঁজিবাদী দেশগুলি বিশেষত, ফ্রান্সের জীবনের সকল দিক এক গভীর সংকটে আচ্ছন্ন। এতে দেখা যাচ্ছে যে পুঁজিবাদ বর্তমান সমাজের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে অক্ষম। এ তার সংকটের তীব্রতাই বৃদ্ধি করে। শক্তির সংকট প্রমাণ করেছে,—বহুজাতিক কোম্পানিগুলির লুণ্ঠনের নীতি জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক বিকাশ ও প্রতিটি নাগরিকের জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক।

এটি একটি সামাজিক সংকট। এটি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিপ্লবের অন্তরায় সেকেলে পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত—এই লুণ্ঠনকারী একচেটিয়া নীতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক পরিণতির জন্য দায়ী।

এখানে কয়েকটি তথ্য দেওয়া হল যখন ফ্রান্সে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইনটি পুরোপুরি কার্যকর করা হল না, ঠিক তখনই পার্লামেন্টের অধিকসংখ্যক সদস্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্তৃপক্ষ মালিকদের স্বার্থে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করাবার নীতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বাজেট-বরাদ্দ হ্রাস করা হল এবং প্রধান প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সময়সূচী পরিবর্তন করতে বা প্রকল্পগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে বাধ্য করা হল। চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রেও দারুণভাবে সংকুচিত করা হয়েছে, যদিও স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে ফ্রান্সের স্থান ইয়োরোপের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সারিতে।

সাংস্কৃতিক পরিসংখ্যান পরিস্থিতির গভীরতাকে স্পষ্টই প্রকট করে তোলে। প্রতি দুজন ফরাসির মধ্যে একজন অনিচ্ছুক পাঠক। কারখানা শ্রমিকদের প্রতি চারজনে তিনজন ও কৃষকদের পাঁচজনে চারজন কখনো কোনো বই পড়ে না। গত পনের বৎসরে সিনেমা দর্শকের হারও দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং পৌরসভা, উদ্যোগ-বর্ধন কমিটির ও থিয়েটারে উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রয়াস সত্ত্বেও গত পাঁচ বৎসরে থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

প্রতিটি বিষয়ই সাংস্কৃতিক সংকটের পরিচয়বাহী। ফরাসিরা গর্ব অনুভব করতে পারে এমন গৃহ-প্রকল্প (যদিও তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে) যথা প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের আধুনিক শিল্পের মিউজিয়ামটি সম্পত্তির রূঢ় দর কষাকষির বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজনীতিবিদরা ক্রমশই বিজ্ঞান যাকে তারা সকল পার্থিব পাপের কারণ বলে মনে করে, তার উপর আক্রমণ হানছে, এবং আক্রমণ করছে সংস্কৃতি ও শিক্ষার উপর। কোনো প্রাণবন্ত মতাদর্শগত পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে না পেরে, পুঁজিবাদীশ্রেণী এখন আত্মরক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সন্দেহের বীজ বপন করে, ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে, অদৃষ্টবাদ ও অক্ষমতার প্রচার করে অথবা একেবারে চরম পথ হিসেবে অবিশ্বাস ও বিদ্রোহে উত্তেজিত করে, জনসাধারণ যাতে সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করতে না পারে তার জন্য তাদের বিপথে চালনার চেষ্টা এরা করে। যারা "সরকারি-সংস্কৃতি" নীতি নির্ধারক, তারা প্রভুত্বসুলভ ও দমনমূলক নীতি অবলম্বন করে ব্যয়-বরাদ্দ ছাঁটাই করছেন। মতামত প্রকাশ ও অনুসন্ধানের স্বাধীনতা যা কিনা সংস্কৃতির মূল অধিকার, তা আজ বিপন্ন।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং এফ সি পি-র দৃষ্টিভঙ্গি

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই এখন মজুরি-ভোগী; তাঁরাও অন্যান্য শ্রমজীবী জনতার মতোই শ্রম বিক্রয় করে জীবনধারণ করছেন। চাকরি, অযোগ্যতা ও পুনঃশিক্ষার সমস্যাটি অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তাদেরও পীড়িত করে।

তাঁরাও করের বোঝা, বাসস্থান-সমস্যা, দুর্বল যানবাহন ব্যবস্থা এবং জীবনধারণের অবস্থার সাধারণ অধোগতির দরুন ভুগছে। স্বাধীন পেশা অবলম্বনকারীদের সামনে একটি স্বাধীনতার পথই খোলা আছে; তা হল, ব্যাঙ্ক বা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরতাকে স্বীকার করে নেওয়া।

অন্যান্য শ্রমজীবী জনতার মতো বুদ্ধিজীবীদেরও পুঁজিবাদের প্রধান দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত ফলাফলকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। একথা সত্য, এটি বিশেষ কায়দায় ঘটে কিন্তু তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। তাঁদের পেশা, জীবিকা, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের—সমাজের সর্বস্তরে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান শ্রম-বিভাজন—বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এগুলি নতুন চাহিদা তৈরি করছে,—প্রথমত নতুন জ্ঞানের জন্য এবং কর্মীদের প্রয়োজনে, যারা বিশেষজ্ঞদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলি পেলে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারত।

মুনাফা-কেন্দ্রিক সমাজ পেশাগত প্রশিক্ষণকে টুকরো টুকরো ও সীমিত করতে চায়। তথাপি, কারিগরি শ্রমের

বিভাজনের জন্য প্রয়োজন—গবেষণায় বিশেষজ্ঞ-পরিচালক-মণ্ডলী ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

এক্ষেত্রে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান কি? আমাদের নিকট সাংস্কৃতিক নীতি অন্য যে কোনো নীতির সমান গুরুত্বপূর্ণ। আন্দ্রে মার্লো সংস্কৃতিকে যেভাবে "আত্মার আরোগ্যকর্তা", বাস্তব থেকে পলায়ন, বিস্মরণের পথ প্রভৃতি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন—আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। আমাদের নিকট সাংস্কৃতিক নীতি—সামাজিক, অর্থ-নৈতিক নীতির সঙ্গে বিজড়িত এবং সাধারণ নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য।

সংস্কৃতি শুধুমাত্র সাহিত্য বা কলা নয়। সংস্কৃতি—বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, পেশাগত কার্যকলাপ এবং কায়িক শ্রম প্রভৃতি সবই। এটি হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কের একটি অংশ। এবং একটি শ্রেণী-সমাজ, যেখানে সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে শোষণের প্রাধান্য বর্তমান, সংস্কৃতি সেখানে তারই ফলবাহী হতে বাধ্য। সুতরাং এফ সি পি মনে করে সংস্কৃতিকে আধুনিক জ্ঞানের ক্ষমতা ও স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং জনতা ও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে।

সংস্কৃতি কোনো বিলাস বা পণ্যদ্রব্য, অথবা কলাবিদ্যা-বিশারদদের সান্ত্বনামূলক জিনিস নয়; এমন কি আধ্যাত্মিক ক্ষতিপূরণমূলক কোনো মাধ্যমও নয়। এটি মূল প্রয়োজনের একটি এবং জনসাধারণ, জাতি ও সমাজের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক ও পরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের জন্য সংস্কৃতির বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক নীতি সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে এফ সি পি পার্টি যতটা পুরানো ঠিক ততটা পুরানো এক ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে। গত দুই শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জনসংগ্রাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সেই প্যারিস কমিউনের উত্তরসূরি, যে কমিউন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এবং ১৯৩৬ সালে, পপুলার ফ্রন্টের সময়ে কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক নীতি আনুষঙ্গিক বিষয়মাত্র ছিল না; সেটা ছিল এফ সি পি-র সাধারণ নীতির একটি মর্মবস্তু।

শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মৈত্রী

আমাদের পার্টির ইতিহাস পল ভ্যালে কাউতেরিয়ার, হেনরী বারবুসে, আনাতোলে ফ্রান্স, লেগার, পিকাশো, লাংগেভিন, জোলিও কুরী, ওয়ালন, পুলিৎসার প্রমুখের মতো মহান বুদ্ধিজীবীদের নামের সাথে যুক্ত। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে (পার্টি প্রতিষ্ঠা, পপুলার ফ্রন্টের সময়ে, ফ্রান্স দখল ও মুক্তির সময়ে) প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

এর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি প্রমাণিত হয় যে, প্রথমত, তাঁরা সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময় যখন সংস্কৃতিরও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে তখন পার্টির অগ্রগামীর ভূমিকা স্বীকার করেন। এবং সংস্কৃতি জাতির বৃহত্তর অংশের সেবায় নিয়োজিত হয়। দ্বিতীয়ত, তাঁরা উপলব্ধি করেন যে এই পরিবর্তন অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মৈত্রীর উপর নির্ভরশীল। ১৯৩৬ সালের এফ সি পি-র অষ্টম কংগ্রেস এই বক্তব্য রেকর্ডভুক্ত করে। মরিস থোরেজ-এর বিজ্ঞানভিত্তিক এই ধারণা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে জাতির ভবিষ্যৎ সংগঠক রূপে চিত্রিত করা দৃঢ়ভাবে কার্যক্ষেত্রে রূপলাভ করছে।

বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মৈত্রী অতীতের তুলনায় অনেক বেশি প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালের মে-র পর ওয়ালডেক্ রচেট্ আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যতের জন্য এর অপরিহার্য গুরুত্বের কথা বলেছেন।

বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁরা এখন উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবীরা উৎপাদনমূলক শ্রমে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের এই ভূমিকা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। ভবিষ্যতে বহুদিন শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা স্বীকৃতভাবে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের কিন্তু সমকেন্দ্রাভিমুখিন ভূমিকা পালন করবে।

শ্রমিকশ্রেণীর মতো কৃৎ-কুশলী ও ইঞ্জিনিয়াররাও পুঁজি-বাদী উৎপাদনের একেবারে মূলে রয়েছেন এবং তাঁরাও পুঁজিবাদী শিল্পের শোষণের মর্ম উপলব্ধি করেন। তাঁদেরও জাতীয় সম্পদের অপচয়ে ও সরকারের আমলাতান্ত্রিক ও প্রভুত্ব-মূলক রীতিনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং শক্তিশালী গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়াসে তাঁরা সমর্থন প্রসারিত করেন। বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য অংশ স্বাধীনভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম, যদি তাঁরা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলি বিবেচনার মধ্যে নিয়ে আসেন। রাষ্ট্র, পৌর বাজেট, স্বাস্থ্যনীতি ও জনশিক্ষা এবং স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে ফাটকাবাজি ফাঁস প্রভৃতি ক্ষেত্রে বুদ্ধি-জীবীরা বিশেষভাবে সক্রিয়।

উত্তরোত্তর বেশিসংখ্যক বুদ্ধিজীবী একচেটিয়ার প্রাধান্যের ফলাফল অনুভব করছেন। সুতরাং, শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের সঙ্গে তাঁদের **সমধর্মিতা** একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র পুঁজিবাদ প্রতিরোধের জন্য নয়, বরং নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক। শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক বর্তমানে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তির সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

কমিউনিস্টরা কিসের আশ্বাস দেয়

পুঁজিবাদী শ্রেণী এ সম্পর্কে সচেতন। তাই, তারা বুদ্ধিজীবীদের ওপর মতাদর্শগত কব্জা দৃঢ় করতে সচেষ্ট, যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নিজের অধিকারেই একটি সামাজিক স্তর শুধু নয় জনতার উপর মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার করারও একটি মাধ্যম বটে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক

ও মতাদর্শগত কাজ করার বিষয়টি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এফ সি পি—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সকল শ্রমজীবী জনতাকে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও বাম র‍্যাডিক্যাল পন্থীদের দ্বারা সমর্থিত একটি যুক্ত সরকারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করছে।

যুক্ত-সরকারের কর্মসূচী সংস্কৃতিরও একটি যুক্ত কর্মসূচী। কারণ, প্রধানত, এটি একটি সামাজিক কর্মসূচী যাতে জনসাধারণকে উন্নতমানের জীবনযাপনের অবকাশ ও উপকরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; কারণ এটি সামাজিক বৈষম্য বিদূরিত করবে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেবে।

এই কর্মসূচী সংস্কৃতির স্বার্থে রচিত এবং এর অর্থনৈতিক নীতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশে সহায়ক হবে ও তাদের মুনাফা-লোভ থেকে মুক্ত করবে। পরিকল্পিত জাতীয়করণের কর্মসূচীও সমূহ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সূচী।

এই কর্মসূচী সংস্কৃতির স্বার্থে; কারণ, এটি গণতান্ত্রিক। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সকলের অংশগ্রহণ এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব—তথ্য, জ্ঞান ও ভাব-বিনিময়ের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত সাংস্কৃতিক উদ্দীপনী-শক্তি। অধিকতর নাগরিক দায়িত্ব—শিল্পের স্বাধীনতা এবং ধ্যানধারণার সংঘাতের সুযোগ বৃদ্ধির গ্যারান্টি সৃষ্টি করে।

এই সম্পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রে, সাংস্কৃতিক কার্যাবলী নতুন লক্ষ্য ও নতুন মর্মবস্তু লাভ করে। সংস্কৃতির বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিল্পগত প্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি সৃষ্টি ও বুদ্ধিজীবীদের বিকাশের জন্য বাস্তব ও সামাজিক পরিবেশ রচনার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ দ্বারাও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর উন্নয়ন সূচিত ও সুনিশ্চিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি—যুক্ত কর্মসূচীর সাফল্যের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানাচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের এক শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমেই এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ণ সম্ভব। এই আন্দোলনে সকল বুদ্ধিজীবীদেরই স্থান আছে। কমিউনিস্টরা যে জনপ্রিয় মোর্চা গঠনে সচেষ্ট—তারা তারই অংশবিশেষ এবং শ্রমিকশ্রেণী এর অন্তস্তলে রয়েছে।

উন্নত জীবনযাপন ও ভিন্নভাবে জীবনযাপনের জন্য জনতার দাবি বুদ্ধিজীবীদের ভালো কাজ ও ভিন্ন ধরনের কাজের দাবির সঙ্গে যুক্ত। উন্নত বাসগৃহ, পরিবহণ, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, নগর-পরিকল্পনা, জনশিক্ষা; কাজের ব্যবস্থা ও জীবনধারণের মান—বুদ্ধিজীবীদের সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। জনতার গণ-উদ্যোগ এবং বুদ্ধিজীবীদের কাজ—নীতির মৌলিক পরিবর্তনের জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

মতাদর্শগত ক্ষেত্রে, ১৯৬৬ সালে আর্জেন্টুইল-এ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্টি লাইন নির্ধারিত হয়েছিল। সেই নীতি-নির্দেশনা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এখনও আমাদের কর্মোদ্যোগের ভিত্তি-স্বরূপ। ১৯৬৮ সালের ঘটনাবলীর পর যখন "সংস্কৃতিকে অতি-রাজনীতি আচ্ছন্ন" করার প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, আমরা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলি যে—শৈল্পিক প্রকাশ সম্পূর্ণ রাজনীতিমুখিন হলে তা কলা এবং রাজনীতি উভয়কেই দুর্বল করে তোলে। আমরা সংস্কৃতি তত্ত্বের নিরপেক্ষতা ঘোষণার বিরোধী। আধুনিকতার ছদ্মাবরণের অন্তরালে আসল রূপকে গোপন করে, কর্তৃপক্ষ সরকারী শিল্পকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াসকে উৎসাহ দান করে।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্ব্যর্থহীনভাবে শিল্পীর স্বাধীনতা, অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ-বৈচিত্র্যের সপক্ষে, বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী ও প্রবণতার দ্বন্দ্বের পক্ষে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র মানসিক সংকীর্ণতা বর্জনের জন্যও নয়। কমিউনিস্টরা সমাজের জন্য শিল্পের তাৎপর্য সম্পর্কে কখনো উদাসীন থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিনেমার কারিগরির দিক দিয়ে প্রশ্নাতীতভাবে উন্নত মানের কোনো চিত্রও যদি শ্রমিকদের সংগ্রামকে হেয় করে বা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা যথা প্রতিরোধ প্রভৃতিকে বিকৃত করে প্রদর্শন করে তাহলে আমাদের আনুকূল্য পাবে না।

১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি এ সম্পর্কে বলেছেন—"বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য আলোচনা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টি হুকুমজারী করে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা বন্ধ করা তো দূরের কথা, এই জাতীয় আলোচনার বিরোধিতা বা পূর্বশর্তও আরোপ করতে চায় না।

"শিল্পগত উদ্যোগ অনুসন্ধান ভিন্ন বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও ধারার বৈচিত্র্য বা তাঁদের মধ্যে মতামতগত সংঘর্ষ ব্যতীত কল্পনাও করা যায় না। পার্টি শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের মানব-প্রগতির ক্ষেত্রে বিচিত্র অবদান, তাঁদের স্বাধীন কল্পনার প্রকাশ, তাঁদের রুচি ও মৌলিকতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে ও সমর্থন করে। পার্টি আশা করে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক অবস্থান তাঁরা উপলব্ধি ও সমর্থন করবেন।"

কমিউনিস্টরা আক্রমণমুখী কারণ তারা সত্যিকারের স্বাধীনতায় ও সংস্কৃতির বিকাশে বিশ্বাস করে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ধারণা

গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের পার্টি লা ন্যুভেলা ক্রিটিক নামক পত্রিকাটির পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এই স্মারক উৎসবে এফ সি পি-র পলিট ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রোনাল্ড লেরয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণকার্যের প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি—ফ্রান্স ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বর্তমান দিনে একটি বড় প্রশ্নে পরিণত হওয়ায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা নিয়ে অধুনা এত আলোচনা হচ্ছে—সেই সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিপ্লবের সংমিশ্রণ নয়। তিনি বলেছেন—"বিপ্লব একটিমাত্র প্রক্রিয়া, যার বিভিন্ন উপাদান বিভিন্নহারে বিকাশলাভ করে।" কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের ভিত্তিতে উৎপাদন-সম্পর্কের বিপ্লবই নিয়ন্তা শক্তি—যা বাস্তবভাবে উৎপাদনের বৃহত্তম সম্ভাব্য সামাজিকী-করণে পৌঁছে দেবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব দিয়ে সূচনা ছাড়া বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে কিছু নেই। তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির মূল হল সমাজের জীবনে যেখানে এর ধারণা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতি ও তত্ত্বের বিপ্লবের বিকল্প উৎপাদন-সম্পর্কের বিপ্লব নয় কিন্তু তা প্রয়োজন কারণ তার অভাবে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটি অলীক স্বপ্ন বা খেলায় পরিণত হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রমজীবী জনতার সৃজনীক্ষমতাকে মুক্ত করে দেয়, বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিতে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনতার প্রবেশাধিকার দেয় এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সুযোগও প্রসারিত করে। এই প্রয়াস সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কায়িক ও মানসিক শ্রমের দ্বন্দ্ব নির্মূল করতে সাহায্য করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রয়োগ করার ফলে অনুসন্ধানের স্পৃহা বৃদ্ধি করে এবং সাহিত্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে সঞ্জীবিত করে। সমাজতন্ত্র বুদ্ধিজীবী ও সকল শ্রমজীবী মানুষের পূর্ণ সামাজিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ সুনিশ্চিত করে।

বুদ্ধিজীবীদের দাবির জন্য সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের উপকারিতা উপলব্ধির প্রচেষ্টায় সহায়তাদান এবং ইতিহাসের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করায় এর ভূমিকা পালন—এফ সি পি-র কার্যাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

আমাদের সদস্যদের মধ্যে সহস্র সহস্র বুদ্ধিজীবী রয়েছেন। অন্যান্য কমরেডদের মতো তাঁদেরও সমানাধিকার ও কর্তব্য আছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের মধ্যে দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনের **সবচেয়ে উপযুক্ত**, যে কাজ তাঁদের পেশাগত কাজেরই অংশবিশেষ। পার্টি বুদ্ধিজীবীদের উপযোগিতামূলক কাজ সম্পাদনের সাংগঠনিক রূপ ও পদ্ধতি তৈরি করেছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মৈত্রী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তর্কাতীত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু, গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক বেশিসংখ্যক ফরাসির প্রচেষ্টার আরো বেশি সংহতি ও বিস্তার প্রয়োজন। ফরাসি কমিউনিস্টরা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ করেছেন।

পোলাণ্ড ঃ সমাজতন্ত্রের দুর্গ

পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৬৪টি বৃহৎ কারখানার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ

তিও ডোসিও ভ্যারেলা,
বিকল্প কার্যনির্বাহী সদস্য, সি সি, সি পি, কলোম্বিয়া
এবং ডবলু এম আর এ তার প্রতিনিধি।

জর্জ কিয়াটোস্কি
ডবলু এম আর এ জার্মান সি পি-র প্রতিনিধি।

আলেকজাণ্ডার ভলকভ
দপ্তর প্রধান, ডবলু এম আর

"....বৃহৎ কারখানাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের মধ্যে আন্দোলনের প্রধান শক্তি নিহিত থাকে কারণ বৃহৎ কারখানাগুলি (এবং মিলগুলি) শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয় এমনকি তার চেয়েও বেশি প্রভাব, উন্নয়ন এবং সংগ্রামী ক্ষমতার দিক দিয়েও শ্রমিকশ্রেণী অগ্রগণ্য অংশ। প্রতিটি কারখানা হবে আমাদের দুর্গ"।
—লেনিন

পোলাণ্ডের বাল্টিক উপকূলে অবস্থিত তিনটি শহর গ্যানস্ক, সপট এবং গিনিয়াকে সাধারণত একটি শহর হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তারা পুরাতন এবং নতুনের এক বিশেষ ধরনের সংমিশ্রণ ঃ এখানে সুন্দর আধুনিক অট্টালিকার পাশে রয়েছে গথিক গির্জাসমূহ ; বন্দরগুলিতে সামুদ্রিক জাহাজের মধ্যে মিশে রয়েছে মাছধরার নৌকা, আর আছে দিগন্ত প্রসারিত নতুন শহরতলি। এই তিনটি শহর প্রধানত জাহাজ নির্মাণকে কেন্দ্র করে দ্রুত উন্নয়নশীল শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আমরা তিনটি দেশের কমিউনিস্ট সাংবাদিকরা পার্টির কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য আমন্ত্রিত হই। বৃহত্তর শিল্পসংস্থাগুলিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ বিশেষ করে কীভাবে তাদের যৌথ নেতৃত্ব পার্টি গঠনে ও রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে এবং সরকারের মধ্যে তাদের কী অংশ রয়েছে তা জানার জন্য আমরা সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা জাহাজ নির্মাণক্ষেত্রে এবং সমুদ্র বন্দরে, এলব্লাগে জল, বায়ু বা বাষ্পচালিত প্রকল্পে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখেছি।

ওয়ারশতে বাল্টিক উপকূলে আমাদের সফরের আগে আমরা সি সি-র সাংগঠনিক দপ্তরের সহকারী প্রধান এ গুর্নি, অর্থনৈতিক দপ্তরের সহকারী প্রধান এল বাকা এবং প্রচার ও প্রেস দপ্তরের সহকারী প্রধান এ লডারজিক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সমাজবিজ্ঞানের পার্টি উচ্চতর বিদ্যালয়ে এক দল সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সফর শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জেড জাণ্ডারোস্কি আমাদের অভ্যর্থনা জানান।

এই সকল আলোচনা থেকে এবং পোলিশ কারখানাগুলি পরিদর্শন করে আমরা কী শিক্ষা লাভ করেছি তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত দেয়া হচ্ছে।

১৬৪টি

আমাদের বলা হয়—১৯৭১ সালে ১১ জুন সি সি সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রধান শিল্পসংস্থাগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কাজ শুরু হয়। এর লক্ষ্য ছিল এদের "সমাজতন্ত্রের দুর্গ"-এ পরিণত করা। অবশ্য বৃহৎ কারখানাগুলির উপর কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবরই বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আসছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগ রাখার জন্য বর্তমানে ১৬৪টিকে পৃথক করা হয়।

কমরেড জাণ্ডারোস্কি আমাদেরকে বলেন যে এর উদ্দেশ্য শুধু বৃহৎ সংস্থাগুলির ভূমিকার উপর জোর দেওয়া নয়। পার্টি প্রাথমিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের উপর নির্ভর করে। এবং পার্টি শ্রমিকদের মধ্যে তার অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ব্যগ্র। পার্টি এবং নেতৃত্বের প্রতি শ্রমিকদের আস্থার প্রকৃত সমস্যাটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পথে একটি

মূল বিষয়। এই আস্থা স্থাপনের ভিত্তি কি? এর ভিত্তি হল শ্রমিকশ্রেণীর মূল স্বার্থের সঙ্গে পার্টি নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং পার্টি নীতি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক উপলব্ধি। সে অনুসারে দেশের ঘটনাবলী কীভাবে ঘটছে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পার্টির পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রমিকদেরকে পূর্ণ ওয়াকিবহাল রাখা এবং নীতি নির্ধারণ, প্রধান সিদ্ধান্তগুলির খসড়া প্রস্তুত করা এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের যে অংশ আছে সে সম্পর্কে অবহিত করা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সেটাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার সমগ্র ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এবং এখন যা স্বীকৃত সত্য যেমন শ্রমিকগণ কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং 'সেজম'-এ নির্বাচিত হচ্ছেন সম্ভবত তা আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গক্রমে, এ ধরনের প্রতিনিধিত্ব প্রসারিত করা হয়েছে। ১৬৪টি কারখানাতে আমরা যা দেখেছি তা' উপরোক্ত ব্যবস্থারই অংশ।

আমরা যখন এ শহর থেকে সে শহর সফর করেছি তখন এই নতুন প্রচেষ্টার উপর আমরা আলোকপাত করেছি। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংযোগের সমস্যা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে আলোচিত হচ্ছে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও ভূমিকাকে খাটো করে দেখা হয় না। যা হোক, বহু পুঁজিবাদী দেশের ঘটনাবলী দেখিয়েছে যে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দাবিগুলির সমর্থনে ধর্মঘট শুরু হতে পারে। নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য শ্রমিকদের ইচ্ছা বোধগম্য কিন্তু, কখনও কখনও, যেহেতু এই দাবিগুলি সেই মুহূর্তেই মঞ্জুর করা যায় না, তখন নয়া সরকার এক কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এই পরিস্থিতির প্রগতিমূলক পরিণতি না হয়ে তা পশ্চাদগামী ফলাফলের সূচনা করতে পারে।

এ সমস্যাটি জটিল এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজন আন্তরিকতার সঙ্গে গভীর অধ্যয়ন। এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির একটি হচ্ছে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক অংশীদারত্ব (বুর্জোয়া "অংশগ্রহণ" থেকে ভিন্ন)। অর্থাৎ, সমস্যাটি হচ্ছে কীভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন বিষয়ে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণকে অর্থপূর্ণ করা যায়, কীভাবে উৎপাদন এবং ভোগ-এর মধ্যে সংযোগ এবং নির্দিষ্ট কারখানা এবং সমগ্রভাবে দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের ওয়াকিবহাল রাখা যায়। এইভাবে, যদিও এই মুহূর্তেই নয়, কিন্তু উত্তরণ পর্যায়ের মাধ্যমে শ্রমিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি ও দায়িত্বশীল মালিকে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী কাঠামোর বাইরে এটা অর্জিত হয়, কিন্তু এই লক্ষ্যপথে পরিচালিত আন্দোলন বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও একচেটিয়া-বিরোধী স্তরে শুরু হতে পারে এবং শুরু হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন ছাড়া উৎপাদনের প্রধান উপকরণের আংশিক এবং এমন কি পূর্ণ জাতীয়করণ নয়া সরকারের কাছে ভারী বোঝা বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। এই জটিল সমস্যার পূর্ণ বিশ্লেষণ করার দাবি উপস্থিত না করেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন: বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে কমিউনিস্টরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে এ সকল প্রশ্নাবলীর উত্তর অবশ্যই দেবে। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন-সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং পার্টির কাজে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা প্রভূত মূল্যবান।

কিন্তু আমাদের বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যাক: কেন বৃহৎ কারখানার প্রশ্ন? এর জবাব যত সহজ বলে মনে হয় তত সহজ না। এর অনেক বিষয়ই এই প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে লিখিত লেনিনের কথায় সন্নিবেশিত আছে।

পি ইউ ডবলু পির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং সমাজবিজ্ঞানের উচ্চতর বিদ্যালয়ে আমাদেরকে নিম্নলিখিত তথ্য দেয়া হয়েছে: ১৬৪টি সংস্থা পোল্যান্ড-এর মোট কারখানার ০·২ শতাংশ কিন্তু এর উৎপাদনের পরিমাণ মোট শিল্প উৎপাদনের ২৬.৮ শতাংশ এবং শ্রমশক্তি মোট শিল্পশ্রমশক্তির প্রায় ২৫ শতাংশ। ও যন্ত্রকুশলী বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রীভূত করার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এগুলো পার্টি সংগঠনেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, এখানে পার্টি সদস্যদের সংখ্যা শিল্পে নিযুক্ত পার্টি সদস্যদের ২৫.৭ শতাংশ। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে এটা শুধু সংখ্যাগত প্রশ্নই নয়। গত ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে এই যৌথ সংস্থাগুলি তাদের বিশেষ অঞ্চলে এবং সমগ্রভাবে দেশের জীবনে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে।

এবং স্পষ্টত এই কারখানাগুলি নতুন প্রযুক্তিগত বিদ্যা ব্যবহারের এবং আরও উন্নত ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক প্রবর্তনের জন্য সেরা সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করে। তারা বহু পরীক্ষামূলক কাজের প্রমাণ ক্ষেত্র হিসাবে অবস্থান করছে যা এখন অর্থনৈতিক কাঠামোর অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে।

এ সমস্ত অগ্রগামী যৌথ সংস্থাগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আরও অনেক কারণ রয়েছে। এলব্লাগে ৬ জনের মধ্যে ১ জন শ্রমিক সুইয়ার জেওস্কি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত আছেন। প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে এসে সে নিজের পরিবার, বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনা, আনন্দ ও সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করে। তাই, এভাবে এই কারখানার মাধ্যমে সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে এক সামাজিক-মনস্তত্ত্বগত পরিবেশের সূচনা হয়। এই তিনটি উপকূলবর্তী শহরে লেনিন জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ১৭ হাজার এবং প্যারি কমিউন ইয়ার্ডে আরও বার হাজার কর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন, সিভনিয়া ও ডানসক বন্দর, ডালমর এবং অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পে নিযুক্ত আছেন আরও বহু সহস্র শ্রমিক। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এই সকল বৃহৎ কারখানাগুলিতে যা ঘটেছে তা সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনুরূপ ঘটনার সূচনা করেছে। এবং যেহেতু বৃহৎ প্রকল্পগুলির সামাজিক প্রভাব অতি বাস্তব ঘটনা তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে পার্টি এদের উপর আস্থা স্থাপন করবে, তাদের নির্দেশ দেবে এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের

ব্যবহার করবে। শুধু এদের ব্যবহারই করে না, তথ্য, পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে অংশগ্রহণের জন্য আরও বেশি বেশি শ্রমিকদের টেনে আনে। কীভাবে এই পদ্ধতির কাজ সম্পন্ন হয় তা আমরা আরও ব্যাখ্যা করব। ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনা চলাকালীন উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

কিয়াটোস্কি : অগ্রগামী সংস্থাগুলিতে কাজ করা আমাদের পার্টির পক্ষেও একটি সমস্যা। আপনারা কেন এই ১৬৪টি বেছে নিয়েছেন। কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাই কী এই বাছাই সম্পর্কে বিচারের মানদণ্ড?

এ গার্নির উত্তর : শুধু তা নয়, বিশেষ কারখানাটি তার এলাকায় এবং দেশে যে গুরুত্ব বহন করে তা-ও ধরে নেয়া হয়। প্রদেশগুলিতে অবস্থিত কারখানা ওয়ারশ'র কারখানার চেয়ে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু তার আছে বিপুল স্থানীয় প্রভাব। তাছাড়া, যদি আমাদের "দুর্গ" রাখতে হয় তবে তাদের সুস্পষ্টভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে স্থাপন করা উচিত।

ভারেলা : বৃহৎ কারখানার শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়ত কারখানার অনুরূপ শ্রমিকদের থেকে কী পার্থক্য রয়েছে।

এ আউজকোর (পার্টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহকারী ডাইরেক্টার), জবাব : প্রথমত তার আছে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান যা ব্যাপক দূরদৃষ্টি এবং সামাজিক আগ্রহের দিগন্ত খুলে দেয়। দ্বিতীয়ত, এই শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত সাহসী এবং তাদের বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে তারা স্পষ্টবাদী, কারণ তারা নিজেদের শক্তি এবং সমাজে তাদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।

ভলকভ : এই ১৬৪টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া কী অন্যান্য কারখানার বিরুদ্ধে যাওয়া হয় না?

এ বাকার জবাব : অগ্রগণ্য শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ গ্রামাঞ্চলে শিল্পে পার্টি কাজের প্রতিবন্ধক নয় বরং পরিপূরক। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক এবং জিলা কমিটি বৃহত্তর কারখানাগুলির উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে সি সি-র পথ অনুসরণ করে চলেছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি শিল্প এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে নতুন ধরনের যোগাযোগ সাধনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কীভাবে এ সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে তা দেখানোর জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যাক।

যোগাযোগের পদ্ধতি

প্রতিটি কারখানার হেফাজতে মজুত বিশেষ তহবিল থেকে বৈষয়িক উৎসাহদান, সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাসস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে এক নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হল। পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী প্রধান শিল্প প্রকল্পগুলিতে পার্টি এক্টিভিস্ট এবং শ্রমিকদের সঙ্গে এই খসড়া নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত করে।

পলিটিক্যাল ব্যুরো সদস্য জে জিভলাক এবং শ্রম ও মজুরি দপ্তরের মন্ত্রী ডবলু কাওয়ালেস পার্টি বক্তাদের একটি বৃহৎ গ্রুপকে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন সি সি এবং সরকারি পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা। এই নতুন আইন এবং কীভাবে তা কার্যকর করা হবে সে সম্পর্কে বক্তাদের কাছে একটি বিবরণ দেয়া হয়। চারদিন পর পুনরায় তারা একত্রিত হন, পূর্ণ বিবরণের কতিপয় অংশ সম্পর্কে অবহিত হন এবং তারা তাদের কারখানা পর্যায়ে পরামর্শের প্রস্তুতির জন্য খসড়াটি পরীক্ষা করেন।

কারখানার আয়তন অনুসারে ১৫০ থেকে ২০০ এক্টিভিস্টদের এক গ্রুপের সামনে ভাষণ দেয়া, প্রশ্নাবলীর জবাব দান এবং সমস্ত প্রস্তাব ও মতামতগুলি লিপিবদ্ধ করাই ছিল বক্তাদের প্রচলিত কার্যপ্রণালী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লেনিন ইয়ার্ডে খসড়াটি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সম্যক পরীক্ষা করে দেখা হয় : অধিকাংশ কারখানাগুলিতে এর উপকারিতা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, কিন্তু লেনিন ইয়ার্ডে সবকিছুই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়, এবং এর পর শ্রমিকেরা বহু সংশোধন সহ সম্মতি দেন।

শ্রমিকগণ যে প্রস্তাব দেন ও মতামত প্রকাশ করেন তা লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। শ্রমিকেরা এক্টিভিস্টদের প্রশ্ন করতেন : "এর উদ্দেশ্য কি?" "এর দ্বারা কী আমাদের কিছু হারাবার সম্ভাবনা আছে?" "আলোচনাকালে আপনারা কী বলেছিলেন?" এবং আরও অনেক উত্থাপিত প্রস্তাব অতিরিক্ত যুক্তি ইত্যাদি সবকিছুই উচ্চ পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

সমস্ত আলোচনাই একই ধরনে অনুসৃত হয় না। কতিপয় ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য ছিল বিকল্পের সন্ধান : খসড়া আইনের বহু বিভিন্ন দিক বৈঠকে উত্থাপিত হত অথবা প্রতিটি ধারার উপর মতামত দেবার জন্য শ্রমিকদের বলা হত। অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশি কিছু আলোচনা ছাড়াই খসড়া অনুমোদিত হতে পারত কিন্তু কোন ধারাগুলি শ্রমিকদের কাছে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এমন কি সেরূপ ক্ষেত্রে খসড়ার আরও সংশোধন বিবেচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় স্থগিত থাকত।

আবার কখনও কখনও শুধু শ্রমিকদের মতামত লিপিবদ্ধ করাই যথেষ্ট ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি বিভাগে আলোচনা করতে হত। বস্তুতঃ, প্রচুর আলোচনার পর, শ্রমিকদের রায় দেবার পরও সবকিছু হৃদয়ঙ্গম হল কি না সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য শ্রমিকদের ব্যাপক অংশের সঙ্গে প্রায়ই ব্যক্তিগত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হত। সমাজ-বিজ্ঞানগত পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সরাসরি কারখানা থেকে তথ্যাদি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পৌঁছায়। পরিশেষে, এই আলোচনাসমূহ প্রায়ই অন্যান্য কারখানাতেও হয়ে থাকে কিন্তু ১৬৪টির ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক।

জাতীয় বিষয়গুলিও এ ধরনের আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয় কি না তা জানতে আমরা স্বভাবতই আগ্রহ বোধ করি। অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয় : প্রথম জাতীয় পার্টি সম্মেলনের জন্য রাজনৈতিক থিসিস, যুব শিক্ষার উপর সিদ্ধান্ত, সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অতিরিক্ত কর্মসূচী এবং তার অর্থ বিনিয়োগ, পার্টি কার্ড বিনিময় এবং অবশ্য উপরে তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলি। এ সমস্তই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী। কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এগুলো আলোচিত হয় নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বিচার করা যেতে পারে : খসড়া আইনটি লেনিন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে ও ডিনা বন্দরে তিন বার এবং এলব্লাগে দুবার পরীক্ষা করা হয়। কেবলমাত্র এ সব সমাধা হওয়ার পরই শ্রমিকগণ বলেছিলেন যে তাদের সমস্ত প্রস্তাবই বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিয়াটোস্কি : এ সকল আলোচনার মধ্যে অবাস্তব দাবি থাকে কি ?

ভবলু উমিনস্কি (লেনিন জাহাজ নির্মাণ কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান) : হাঁ, দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রেড ইউনিয়ন এক্টিভিস্টদের এক বৈঠকে অবসর গ্রহণের বয়স সীমা কমিয়ে দেবার এবং নতুন অবকাশ কেন্দ্রের জন্য আরও বেশি ব্যয় নির্বাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই বৈঠকের অনুরোধে আমরা মেটালশ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান এবং প্রাদেশিক কমিটির চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, এবং তখন এই প্রস্তাবগুলি যে অবাস্তব ছিল তা বোঝাবার জন্য আমাদের সামনে সমস্ত ঘটনা ও তথ্য উপস্থিত করেন এবং কখন এগুলো বাস্তবে পরিণত হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা আভাষ দেন।

জাণ্ডারোস্কি : প্রস্তাবগুলি সংগ্রহের জন্য সুপরিচালিত ব্যবস্থা আছে এবং তা প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য এক নিয়মিত কার্যপ্রণালী রয়েছে। যে কর্মকর্তার কাছে এই প্রস্তাবগুলি পাঠানো হয়ে থাকে তাকেই আবার শ্রমিকদের কাছে অবশ্য রিপোর্ট করতে হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তা সেই মুহূর্তেই প্রস্তাবগুলির জবাব দেন না; প্রায়ই তিনি এ গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি মতামত-এর উপর অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—নতুবা আলোচনার কোনো মূল্য থাকবে না। প্রতিটি প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত এবং দ্রুত, লিখিত অথবা মৌখিক জবাব দিতে হবে এবং যদি এই জবাব শ্রমিকদের সন্তুষ্ট না করে তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনার জন্য পুনরায় হস্তক্ষেপ করে।

ভারেলা : আলোচনা পরিচালনাকারী বক্তা কোনো রং না চড়িয়েই শ্রমিকদের অভিমত পাঠিয়ে দেবেন তার গ্যারান্টি কি ?

বি প্রিওয়ারা (সমাজবিজ্ঞানের উচ্চতর বিদ্যালয়) অন্যতম বক্তা হিসেবে আমি বলতে পারি, প্রথমত, আমরা একই কারখানায় ফিরে আসি এবং দ্বিতীয়ত, "শ্রোতারা" কী ধরনের তথ্য জানতে চায়—বিষয়গত অথবা সাজানো ? আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সত্যি রিপোর্ট চায়।

ভলকভ : আপনার ভাষণের পর যদি শ্রমিকেরা নীরব থাকেন তবে কী হয় ?

প্রিওয়ারা : সেটা অত্যন্ত বিরক্তিকর হত কিন্তু সে ধরনের কিছু আমার কাজে কখনও ঘটে নি।

এই আলোচনাগুলি, যে সম্পর্কে আমরা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তা অনেক দিক দিয়ে নতুন কিন্তু তা প্রধান কারখানাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগের একমাত্র এমনকি প্রধান পদ্ধতি নয়। কেন্দ্রীয় তথ্য সরবরাহ দ্বারা পরিপূরিত সমন্বয়-সাধন সম্পন্ন সংবাদ ব্যবস্থার মাধ্যমে কারখানার যৌথ সংস্থাগুলি এবং তাদের পার্টি শাখা দেশের জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জিলা পার্টি কমিটিগুলির প্রথম সেক্রেটারিগণ যে সংবাদ পান কারখানার পার্টি কমিটিগুলিও ঠিক সেই সংবাদই পেয়ে থাকে। মাসিক সি সি বুলেটিন এবং অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য—এ গুলোতে শুধু তথ্যই থাকে না, শ্রমিকদের প্রশ্ন বিশেষ করে আলোচনা বৈঠকগুলিতে উত্থাপিত প্রশ্নের উপরও মন্তব্য ও জবাব থাকে। তাছাড়া, কারখানা পার্টি শাখার সেক্রেটারি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানদের জন্য বার্ষিক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে পার্টি ও সরকারি নেতারা নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রস্তাবিত আইন নিয়ে আলোচনা করেন। স্বভাবতই, প্রতিটি পার্টির কার্যনির্বাহক এই সব আলোচনাচক্রে তার বিশেষ যৌথ সংস্থার মতামত ও প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সহজভাবেই, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং নতুন চিন্তা নিয়ে ফিরে যান।

বড় কারখানাগুলিতে পার্টি এবং সরকারি নেতাদের নিয়মিত উপস্থিতি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার পদ্ধতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কারখানাগুলিতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা, বন্দর ইত্যাদিতে আমাদের সফরের সময় আমাদের প্রায়ই বলা হয়েছে : কমরেড গ্যারেক বিশেষ বিশেষ দিনে এখানে ছিলেন এবং আমরা এ সমস্যা, সে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি অথবা কমরেড জ্যারস জেউইজ আমাদের বিগত বৈঠকে আমাদের বলেছেন··· নিয়ম অনুসারে পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্যগণ কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়াও প্রতি মাসে এ ধরনের বহু সভায় ভাষণ দেন। অত্যন্ত জটিল প্রশ্নাবলীর উপর এ ধরনের খোলাখুলি মত বিনিময় একটি পদ্ধতি যেখানে শ্রমিকগণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহকগণ কারখানা পার্টি শাখার সঙ্গে যুক্ত, এবং এটাও অনবরত মত বিনিময়ের পথ খুলে দেয়।

ভারেলা : কলাম্বিয়ার পুঁজিবাদী সংবাদপত্র মনে করে যে এমন কি কারখানা পর্যায়েও দক্ষতার সঙ্গে নীতি স্থির করার উপযুক্ত জ্ঞান অথবা অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের নেই। পোল্যাণ্ডে অবস্থাটি কী দাঁড়িয়েছে ?

কিয়াটোস্কি : এফ আর জিতেও এটা একটা প্রচলিত যুক্তি। কিন্তু সেখানে সময়ের একটি সমস্যা আছে;

সারাদিনের কাজের শেষে একজন বাড়ি যেতে এবং পরিবারের সঙ্গে একত্র হতে চাইবে। জনগণের জন্য কাজ করার সময় কোথায়?

লোভারজিক ঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে, জনগণের জন্য কাজকর্ম ব্যক্তি বিশেষের কাজের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কোনো শ্রমিককে একটি পরিষদ বৈঠকে যোগ দিতে হয় এবং যে পরিষদে তিনিও একজন সদস্য অথবা তাঁকে আরও অন্যান্য জনহিতকর কাজ সম্পন্ন করতে হয় তখন বেতন না কেটেও তাঁকে এ-কাজে সময় দেয়া হয়। এখন তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে ঃ যেমন, কোনো জটিল অর্থনৈতিক প্রশ্নে অভিমত দেয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকের জ্ঞানের অথবা দক্ষতার অভাবের কথা বলা নিরেট অত্যুক্তি মাত্র। বস্তুত, আমি মনে করি এ ধরনের কোনো প্রশ্ন নেই যা শ্রমিকদের বোধগম্যের বাইরে। এটা শুধু একটা তথ্য পরিবেশন করা ও ব্যাখ্যা করার বিষয় এবং অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশের অনুরূপ পোল্যান্ডে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শিক্ষা ক্লাশের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন ও ব্যাখ্যার কাজ সমাধা করা হয়। আমরা দেখি যাতে শ্রমিক তার কারখানা ও দেশ পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করতে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটির কাঠামোটির এই ১৬৪টি কারখানার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার কাজে একটি অংশ রয়েছে। সাংগঠনিক দপ্তরে একটি বিশেষ অফিসের মাধ্যমে এই কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়। এর প্রধান জানুসজ কুবাসিয়েউইজ আমাদের সঙ্গে সফরে যান। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর অফিসে এই ১৬৪টি কারখানার প্রতিটির জন্য একটি করে ফাইল রাখা হয় এবং কোন কোন সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এবং কোন কোন প্রস্তাব এখনও কার্যকর করা হয় নি তা জানার জন্য বক্তারা এই ফাইলগুলি মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক এবং জিলা পার্টি কমিটিগুলির কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যেতে পারত। উদাহরণ-স্বরূপ, গ্যানস্কে, প্রাদেশিক কমিটির ১০০ জন শ্রমিক নিয়ে একটি উপদেষ্টা গোষ্ঠী রয়েছে। আমরা আরও অবগত হয়েছি যে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে আলোচনার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়···যাই হোক আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

শ্রমিকেরা এ সম্পর্কে কী মনে করেন

লেনিন জাহাজ কারখানায় আমরা পার্টি সদস্য স্ট্যানিস্ল জিয়েবার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম—তিনি মার্কার—তিনি জাহাজের "কাটাই সারাই"-এর কাজ করেন (তিনি আজ ২৩ বছর ধরে কাজে যুক্ত আছেন)—এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ, পার্টি সদস্য হেনরিক জারনিস্কির সঙ্গেও আমাদের কথা হল—তিনি সংযোজন কর্মী—সেই সঙ্গে তিনি জাহাজ "সারাই"-এর কাজও করেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম না যে এই সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হবে—আমরা চারটি ভিন্ন দেশ থেকে এসে দোভাষীর সাহায্যে কথা বলছিলাম এবং আমরা যে প্রশ্ন করি তা সোজা হাঁ বা না দিয়ে জবাব দেয়া যেতে পারে না। কিন্তু কাজ সুসম্পন্ন হল এবং যেভাবে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে তা এবং এই লোকগুলির মর্যাদা, আস্থা ও জ্ঞান আমাদের অভিভূত করেছে।

কিয়াটোস্কি ঃ শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ নিয়ে এফ আর জিতে তীব্র বিরোধ রয়েছে। সেখানে কারখানার বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা সহ সেখানে রয়েছে নির্বাচিত উৎপাদন পরিষদ। পরিকল্পনা, অর্থ বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন সম্পর্কে তাদের কোনো বক্তব্য থাকে না এবং স্বভাবতই জাতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেও তাদের কোনো বক্তব্য নেই। পোল্যান্ডে কী অবস্থা?

ভারেলা ঃ কলম্বিয়ায় বুর্জোয়ারা বলে যে শ্রমিকদের রাজনীতিতে যাওয়া উচিত নয়। আপনারা কী মনে করেন? আপনারা কি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন?

জারনিস্কি ঃ রাজনীতিতে "যাওয়া" বলতে কি বুঝায়? নিশ্চয়ই তা নিছক রাজনীতির জন্য আলোচনা মাত্র নয়··· শ্রমিকদের স্বয়ং পরিচালিত সম্মেলনের সম্মতি ছাড়া কি উৎপাদন কি জনকল্যাণ কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের জাহাজ নির্মাণ কারখানার পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কোনো গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এটা কেবলমাত্র স্থানীয় প্রশ্ন নয়। আমাদের জাহাজ কারখানার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে আমরা বস্তুত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ই আলোচনা করছি। আমাদের কমরেডদের একজন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা সত্ত্বেও আমরা আলোচনা করি···

জিয়েবা ঃ হ্যাঁ, আমাদের বিভাগের কমরেড পেসার। কিন্তু আমি নিজে অনেক আলোচনায়, প্রথম জাতীয় পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে, শ্রমবিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমার মতামতের উপর সর্বদাই মনোযোগ দেয়া হত। তবে, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার কি কোনো অংশ আছে? এবং এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য গণ্য করতে হয়েছে ঃ কমরেড গায়বেক তিনবার এখানে ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন কমরেড জাবগজিউইজ, জিদলাক এবং অন্যান্য নেতারা। এবং আমরা জানি যে আমরা যা বলি এবং প্রস্তাব করি তা সর্বদাই বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়...

কিয়াটোস্কি ঃ পশ্চিম জার্মানির একচেটিয়ারা শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কথা অবগত হয়েই বড় বড় কারখানাগুলিতে অফিস স্থাপন করেছে যেখানে শ্রমিকেরা তাদের অভিযোগ পেশ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণত কিছুই ঘটে না—শ্রমিকেরা কোনো পরিবর্তনই আনতে পারেন না। আমি যা জানতে চাই তা হ'চ্ছে কীভাবে আপনাদের প্রস্তাবগুলোর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জিয়েবা ঃ কর্তৃপক্ষের উপর আস্থা স্থাপন না করার কোনো কারণ আমাদের নেই। কিন্তু একই সময়ে আমরা সুনিশ্চিত বোধ করি যে আমাদের প্রস্তাব-এর উপর ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম জাতীয় পার্টি সম্মেলনে উপস্থিত করার জন্য আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে প্রস্তাবের একটি তালিকা দেই, এবং তাদের ভাষণ এবং সম্মেলনের কার্যবিবরণী রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে এ সম্পর্কে কি কাজ করা হয়েছে...

জারনিস্কি : আর একটি উদাহরণ ছিল—একজন সি সি-র বক্তা মূল্য নীতি সম্পর্কে আমাদের বলছিলেন। আমি বলেছিলাম আমি সুনিশ্চিত হতে চাই যে আমাদের মতামত সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট উপস্থিত করা হবে। তিনি বললেন—বেশ, চলুন আমরা উভয়েই টেলিপ্রিণ্টারের কাছে যাই এবং ওয়ারশতে বার্তা পাঠিয়ে দেই এবং আমরা তাই করেছিলাম।

কিয়োটোস্কি : কিন্তু নিশ্চয়ই আপনাদের কয়েকটি প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছিল ?

জিয়েবা : মতামত ও প্রস্তাবের উপর আমাদের একটি কমিশন আছে। কমিশন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং যৌথ সংস্থার কাছে পুনরায় রিপোর্ট উপস্থিত করে। যদি আমাদের বলা হয় কোনো প্রস্তাব অবাস্তব তবে তা তাঁদেরই প্রমাণ করতে হয়। প্রতিটি প্রস্তাব যাতে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয় সেদিকে আমরা পার্টি এক্টিভিস্টরা দৃষ্টি দিয়ে থাকি।

ভারেলা : দেখুন, কমরেড জারনিস্কি, যদি আপনাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় তবে আপনি কি জাহাজ নির্মাণ কারখানায় কিছু পরিবর্তন করবেন, অথবা কিছু সংযোজন করবেন ?

জারনিস্কি : আমি হয়তো নবাগতদের জন্য কিছু সংযোজন করব (উচ্চ হাস্য) কিন্তু আমি নিরপেক্ষ থাকব।

ভারেলা : এটা আপনার জবাব, যারা পার্টিতে নেই সে সকল শ্রমিকদের সম্পর্কে কি বক্তব্য ?

জারনিস্কি : তারা পার্টি সংক্রান্ত বিষয় কম জানতে পারে...অবশ্য আপনাদের মধ্যে সকল ধরনের শ্রমিকই আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন নন, কেউ কেউ শুধু নিজেদের কথাই চিন্তা করেন। সত্যি কথা, যখন আমি গ্রাম থেকে প্রথম এখানে আসি তখন আমার মনোভাবও ছিল ভিন্ন।

জিয়েবা : এটাই শ্রমিক, এক্টিভিস্ট-এর পার্থক্য সূচনা করেছে : সে নিজেকে তার প্রকল্পের সমস্ত শ্রমিকদের এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করে।

তা সঠিকভাবে বলা হয়েছিল এবং সে সময় সম্পর্কে ছিল লেনিনের আহ্বান—"রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রমিক অনুভব করবে যে সে শুধু নিজের কারখানার মালিক নয় সে দেশেরও প্রতিনিধি" (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃঃ ৪০৩)। এবং সেই কথাগুলো আমার মনে ভেসে আসে যখন এলব্লাগে এক তরুণ মিলিং যন্ত্রের চালক বগীওস্ল রাডেউইজ-এর আলোচনা হল। আমরা শিল্প আধুনিকীকরণ এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করি—এই দুটি বিষয় সম্পর্কেই তিনি দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "দক্ষ এবং অনুগত শ্রমিকদের সোজাসুজি খুঁজে বের করা যেতে পারে না।" "প্রকল্পে কর্মরত অদক্ষ তরুণদের মধ্য থেকে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে কিন্তু শুধু তার পেশায় শিক্ষিত করলে চলবে না তাকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।" গিনিয়াতে, জনৈক ট্রাক চালক ওয়াকল ড্রাবিনিস্কি মজুরি হার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই "দেশের প্রতিনিধিত্ব করার মনোভাব" প্রদর্শন করেন : "এই মজুরিহার গিনিয়া বন্দরের কাজকেই শুধু প্রভাবিত করে না, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে।"

পার্টি কাজের এবং শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির দ্বি-ধারা যোগাযোগের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা এ সব কিছু দেখতে চেষ্টা করেছি।

কীভাবে নেতৃত্ব সাহায্য পায়

এই আলোচনাগুলি হচ্ছে নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত স্থির করার ভূমিকাস্বরূপ। এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের পোলিশ কমরেডগণ আমাদের যা বলেছেন এবং আমরা নিজেরা যা প্রত্যক্ষ করেছি তার সারমর্ম হিসাবে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পেঁৗছতে পারি।

কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমিকদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য গ্রহণ করে—এই তথ্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী নয় এবং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্ধারিত হয় না (যদিও সাধারণ শ্রেণীভুক্ত তথ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ)। শ্রমিকদের পক্ষে কোন সমস্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা জানার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সুযোগ রয়েছে। সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোন সমস্যা কিভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে আলোচনাগুলি তারই আভাষ দেয়, কোন সিদ্ধান্ত সন্দেহ বা প্রতিবাদের উদ্রেক করতে পারে; এবং নীতির কোন দিকগুলি অতিরিক্ত যুক্তি ইত্যাদি উত্থাপনের প্রয়োজন হয় তা আলোচনাগুলি থেকে আভাষ পাওয়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে উপর থেকে গৃহীত নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতি কোনো আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের বলা হয়েছে যে আলোচনাগুলি অন্যদিকেও মূল্যবান—আলোচনাগুলি পার্টি ক্যাডারদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানার সাহায্য করে এবং ক্যাডার প্রশিক্ষণের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ।

আরও এই কারণগুলো বিবেচ্য : বৃহৎ কারখানাগুলির সঙ্গে সি সির সরাসরি যোগাযোগ শ্রমিকদিগকে (প্রধানত নিদৃষ্ট দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে) জাতীয় নীতির মানদণ্ডে চিন্তা করতে, একটি সিদ্ধান্তের জন্য, দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে, "দেশের প্রতিনিধিত্ব করার মনোভাব" সম্পর্কে লেনিন যা বর্ণনা করেছেন তা অনুশীলন করতে সাহায্য করে। এটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে সাহায্য করে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে অংশীদারদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া গড়ে তোলে। সেই সঙ্গে এটা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পরিচালকমণ্ডলী, কারখানায় এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগামীশ্রেণীর ভূমিকার কথা আরও গভীরভাবে অনুভব করে।

কিয়োটোস্কি ঃ এই নতুন পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনো ত্রুটি রয়েছে কি? এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

জান্ডারোস্কি ঃ আমরা মাত্র অর্ধপথে এসেছি এবং এখনও আমাদের অনেক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু আমরা বৃহৎ কারখানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার এক অচ্ছেদ্য ও বিশ্বস্ত পদ্ধতি গড়ে তুলেছি, এবং এখন সরকারি এজেন্সির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। আমরা অনুভব করি যে আমরা সঠিক ধারায় অবস্থান করছি।

বৃহৎ কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের এবং পার্টি সদস্যগণকে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হয়েছে, তারা নিজেদেরকে নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সহ-প্রবক্তা হিসাবে মনে করেন, জনগণের মধ্যে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেন এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য নিজেদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করেন। অবশ্য, আমাদের পোলিশ কমরেডরা বলেন, এখনও এ সব প্রস্তুতির স্তরে কিন্তু, একই সময়ে এটা একটি নির্দিষ্ট সাফল্য। এখনও সমস্যা রয়েছে। শুধু সমস্ত শ্রমিকেরাই নন এমন কি পার্টি এক্টিভিস্টও এ সকল আলোচনায় শুধু প্রশ্ন উত্থাপন করার শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি জবাব পাওয়ার শিক্ষাও পেয়েছেন। কিন্তু পার্টি নীতি কার্যকর করার জন্য বৃহৎ কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্বস্ত ঘাঁটি।

এবং সুতরাং পোলিশ কমিউনিস্টদের এই মনোরম অভিজ্ঞতার কথা আমরা ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করেছি এবং বিগত ত্রিশ বছর ধরে পোল্যান্ডের সাফল্য সম্পর্কে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ সম্পর্কে বলা যায়—পার্টি কাজের একটি দিক সম্পর্কে আমরা দেখেছি সামাজিক সম্পর্কের এক নতুন ধরন উদ্ভাবন করতে এবং নতুন সমাজের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এক সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের পথে কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কোস্টারিকা

যুব অগ্রগামী বাহিনী, কোস্টারিকার যুব কমিউনিস্ট সংগঠন লিমন প্রদেশে লুই করভালান সেমিনারের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর মাসিক ক্লাসগুলি বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূল বিকাশগুলিকে পর্যবেক্ষণ করবে।

কিউবা

এ্যামেরস ইউনিওস কারখানার শ্রমিকরা প্রথমবারের মতো ১৯৭৫ সালের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

এফ আর জি

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির হেসসে সংগঠন স্থির করেছে যে আগামী ল্যান্ডট্যাগ নির্বাচনে ৫৫ জন প্রার্থী দেবে। তারা হল ব্লু কলার ও হোয়াইট কলার শ্রমিকেরা, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কর্মীরা, কারখানার উৎপাদন পরিষদের সদস্যরা, গণতান্ত্রিক গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং নগর ও কমিউনাল কাউন্সিলের সদস্যরা।

গ্রেট ব্রিটেন

লন্ডনে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সংগঠিত মার্কসীয় ও লেনিনীয় তাত্ত্বিক পাঠ্যসূচীর জন্য ৭০০ জনের মতো, গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যোগদানকারীদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র।

গিয়েনা

গিয়েনার পিউপিলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টির অষ্টাদশ সম্মেলনে ৪৮০ জন প্রতিনিধি ও ১৭০ জন পর্যবেক্ষক, এর সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এবং ভেনেজুয়েলা, গুয়াডেপ, সুরিনাম এবং ফরাসী গিয়ানা থেকে গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। সম্মেলন সাধারণ পরিষদের রিপোর্ট আলোচনা করেছে, পার্টির সংবিধান পরিবর্তন করেছে, এবং নির্বাচিত করেছে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি।

ভারতবর্ষ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ বর্তমান অবস্থায় মেহনতী মানুষের অধিকার এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের ন্যূনতম কর্মসূচী স্থির করেছে। এ ছাড়া চিনি, বস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুত করবার শিল্প এবং পশ্চিমী তৈল একচেটিয়া কারবারের শাখা-প্রশাখাকে জাতীয়করণের দাবি করেছে। সি পি আই-এর ডাকে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জাতীয় প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে।

ইতালি

কমিউনিস্ট পার্টির বাজেট এই বছরের জন্য ২২,০০০ মিলিয়ন লিরার সদস্যদের কাছ থেকে আসবে (৬,০০০ মিলিয়ন), পার্টি পত্রিকা থেকে পাওয়া যাবে (চার হাজার মিলিয়ন, যা গত বছরের তুলনায় পাঁচশত মিলিয়নের বেশি),

এ পিদের দান (দেড় হাজার মিলিয়ন), এবং সম্প্রতি গৃহীত একটি আইন অনুযায়ী পার্টিগুলিতে আর্থিক সাহায্য বাবদ রাষ্ট্রের নিকট থেকে সাড়ে দশ হাজার মিলিয়ন পাওয়া যাবে। এইরকম পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচা হয় : অর্ধেকেরও বেশি অর্থ রাখা হবে কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় সংগঠন ও কমিউনিস্ট যুব ফেডারেশনের হাতে; চার হাজার মিলিয়ন লিরা নির্দিষ্টভাবে রাখা হয়েছে বিশেষভাবে সংবাদপত্র লুনিতা প্রকাশনের জন্য; তিন হাজার মিলিয়ন রাখা হয়েছে প্রধানত দক্ষিণাঞ্চলে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য এবং তিন হাজার মিলিয়ন কেন্দ্রীয় পার্টির সংগঠনের খরচের জন্য।

বার্ষিক পার্টি সংবাদপত্রের চাঁদার প্রচারাভিযানে ইতিমধ্যে তিন হাজার মিলিয়নের বেশি লিরা সংগৃহীত হয়েছে। এই বছরের প্রথম চার মাসে ১৯৭৩-এর একই সময়ের চেয়ে লা'উনিতার ১·২ মিলিয়ন বেশি সংখ্যা বিলি হয়েছে। পত্রিকাটি এখন ছাপা হবে ইতালির দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে।

মরোক্কো

মরোক্কোর প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তি, আলি ইয়াটা নতুন রাজনৈতিক দল, প্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক দল (পি এস পি) স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন মরোক্কোর কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে, পি এস পি অন্যান্য জাতীয় শক্তিগুলির সাথে একত্রে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে। পি এস পি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ও কাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এ পার্টি হল মরোক্কোর শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অগ্রবাহিনী এবং কৃষক-শ্রেণীর দরিদ্রতম অংশের পার্টি।

আলি ইয়াটা বলেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পি এস পি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পাশে থাকবে এবং যে সব শক্তি সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের পাশে দৃঢ় মিত্র হিসেবে থাকবে।

পার্টি আন্তর্জাতিক শান্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের চূড়ান্ত ভূমিকার উপর জোর দেয় এবং মরোক্কোও সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমর্থন করে।

ইউ এস এ

আমেরিকার কমিউনিস্টরা, প্রগতিশীল জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সংগঠনগুলির সাথে একত্রে নভেম্বরের কংগ্রেস ও স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী দেবার আয়োজন করছে। ওহিওতে, ইলিনইস্ এবং অন্যান্য প্রদেশে ব্যালটে কমিউনিস্ট প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংখ্যা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে।

ভেনেজুয়েলা

ভেনেজুয়েলা পূর্ণ জাতীয় মুক্তিকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও একচেটিয়াপতিদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বৃদ্ধি করার এক কর্মসূচী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষোড়শ প্লেনাম রচনা করেছে। পার্টি কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্রেরও খসড়া গ্রহণ করা হয়েছে যা নভেম্বর, ১৯৭৪-এর ৫ম পার্টি কংগ্রেসে উপস্থাপিত করা হবে।

কমিউনিস্ট বাহিনীর বৃদ্ধি

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ১৪তম কংগ্রেস ও এই বছরের ১ জুলাইয়ের মধ্যে ১৮৭,৮২১ জন পার্টির প্রার্থী সভ্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬১.১ শতাংশ শ্রমিক। এই বছরে নতুন পার্টি সভ্য সংখ্যা হবে ৬২,০০০।

এই বছরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ৮,৬০০ নতুন সদস্য **আর্জেন্টিনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে** যোগ দিয়েছেন এবং ১০,০০০-এর বেশি যুবক ও যুবতী কমিউনিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশনে যোগ দিয়েছে। আমরা জানি যে আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির ১৪তম কংগ্রেস ২ লক্ষ পার্টি সদস্যের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে এবং কমিউনিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

এই বছরের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ৬২,৭২৩ জন **ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিতে** যোগ দিয়েছে (প্রায় গত সব বছরের সংখ্যার সমান) ; সমগ্র দেশে ১,৫১৯টি নতুন পার্টি সেল সংগঠিত করা হয়েছে, কারখানায় এর মধ্যে ৯৭৪টি। এ আশা করা যায় যে বিশেষ পার্টি সম্মেলনের (এই বছরের অক্টোবরের ২৪-২৭) মধ্যে পার্টি সদস্য সংখ্যা বেড়ে হবে ৮০,০০০।

স্মরণে

এফ আর জি এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণী, প্রগতি-শীল জনসাধারণ ও কমিউনিস্টরা আর্নস্ট থালম্যানের ৩০তম মৃত্যু বার্ষিকী স্মরণ করেন। হামবুর্গে, জার্মানির শ্রমিক-শ্রেণীর নেতাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাজার হাজার লোক মিছিল ও সভাতে যোগ দেয়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান, হারবার্ট মাইস সভাতে ভাষণ দেন।

এই শরতের প্রারম্ভে রোমে স্মরণ সভার কথা ঘোষণা করে পামিরো তোগলিয়াত্তির ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী সম্পর্কে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। রোমের ভেরানোর সমাধিভূমিতে তোগলিয়াত্তির সমাধিস্থানে স্মরণ অনুষ্ঠানে আই সি পি-র নেতৃবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন পার্টির চেয়ারম্যান লুই জি লংগোও।

পেশাদার বিপ্লবী, সাংবাদিক লেনিনের ছোটভাই ও সঙ্গী ডিমিট্রি উইলিয়ানভের শতবার্ষিকী সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্‌যাপিত হয়।

বার্লিনের পৌর কর্তৃপক্ষ ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামীদের নামে অনেক নতুন রাস্তার নামকরণ করেছে। জুডিথ আউয়ার, অটো মার্গারেট ও হার্বার্ট টেসাপে প্রভৃতি যে সব কমিউনিস্টরা গোপন কাজকর্মের সময় নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে রাস্তাগুলোর নামকরণ হয়েছে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী

তাত্ত্বিক সম্মেলন

আগের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বাগ্‌দাদে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** ও ইরাকের দেশপ্রেমিক জাতীয়—প্রগতিশীল ফ্রন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী' বিষয়টির উপর একটি তাত্ত্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।* পত্রিকাটির ও ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বাঙলাদেশ, বুলগেরিয়া, চিলি, সাইপ্রাস, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, মরক্কো, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, রুম্যানিয়া, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া থেকে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণ এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বাম প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক পার্টি ও সংগঠনগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ: আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন (মিশর), আওয়ামী লীগ (বাঙলাদেশ), গিনির গণতান্ত্রিক পার্টি, জাম্বিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, জাম্বিয়া আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন, আরব বাথ্ সমাজতান্ত্রিক পার্টি (ইরাক), কুরদিশ্ গণতান্ত্রিক পার্টি (ইরাক), কুরদিশ্ প্রগতিশীল আন্দোলন (ইরাক), কুরদিশ্ বিপ্লবী পার্টি (ইরাক), কুরদিশ্ সমাজতান্ত্রিক পার্টি (ইরাক), ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন, ইয়েমেনের বাথ পার্টি, ইয়েমেনের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টি, পপুলার ডেমক্রাটিক ইউনিয়ন (ওয়াই এ আর), পিপল্‌স ভ্যানগার্ড পার্টি (ওয়াই এ আর), মাদাগাস্কারের স্বাধীন কংগ্রেস পার্টি, ওমানের মুক্তির জন্য গণ-মোর্চা, সৌদি আরবের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট, সৌদি আরবের বাথ পার্টি এবং ইরাকের প্রখ্যাত জননেতাগণ।

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ'র প্রধান সম্পাদক কনস্টানটিন জারোদভের যে রিপোর্ট আলোচনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল সেই রিপোর্ট দিয়েই আমরা সম্মেলনের বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে শুরু করছি।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে নির্জন পাঠকক্ষে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় নি, হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও নতুন সমাজের অগ্রগতির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের ময়দানে। এই সব সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী সৃষ্টি করছে। এবং সমস্ত সক্রিয় ও দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যোদ্ধারা জানেন যে এই মৈত্রীর দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে বিশ্ব-বিকাশের ভবিষ্যৎ ও অনুরূপভাবে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্য।

এটা নিশ্চিত যে আমাদের শত্রুরাও এটা জানে। যে-সমস্ত দেশ ঔপনিবেশিকতার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পথে তাদের বিকাশকে বাধা দেওয়ার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের সেবাদাসরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না, কারণ এই সংগ্রাম বিষয়গতভাবে সমস্ত প্রকার শোষণ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শবিদ ও রাজনীতিবিদরা পুঁজিবাদের বার্ধক্যজনিত দেহে 'নতুন রক্তের' উৎস হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর নির্ভর করে এবং এইভাবে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী অন্তিম-কালকে বিলম্বিত করার আশা রাখে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মধ্যে কালোত্তীর্ণ ও ক্রমবর্ধমান মৈত্রীকে বিনষ্ট করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছে।

এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীর প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রগুলিতে ও বিশ্ব-সাহিত্যে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চলছে। এই জন্য এই আলোচনার প্রচুর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা আছে।

আমি এই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

সর্বপ্রথম, 'সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীর' ধারণাটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

এই মৈত্রী ও তার বিকাশ বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা কি এই অর্থ করি যে এ হল আন্তঃসরকার চুক্তি ব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক পার্টিগুলি দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি? নিশ্চয়ই, এই সব হল সমাজতন্ত্রের ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মধ্যে মৈত্রীর অভিব্যক্তি যার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি পালন করা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। মৈত্রীর এই সব রূপগুলি লক্ষ্য করে এর অন্তর্নিহিত মর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে এই বিশ্লেষণ প্রধানত পরিচালিত হবে।

আমরা মনে করি যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মৈত্রী পরীক্ষা করে, এটা জোর দেওয়া সঠিক হবে যে একক বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার

* দেখুন ডব্লিউ এম আর জুলাই ১৯৭৪

রূপায়ণের মধ্যে এর মর্মবস্তু ও ভিত্তি বিষয়গতভাবে ও স্বাভাবিকভাবে অন্তর্নিহিত আছে।

অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী দ্বারা এটা প্রমাণিত। পর্তুগালের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি ধরা যাক। সেখানে প্রগতিশীল শক্তিগুলি একটা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সংগঠিত করেছে। পর্তুগালের শ্রমিক, সমস্ত মেহনতী মানুষ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের সমস্ত বিরোধীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে এর পথ প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে পর্তুগালের সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষ নেওয়ার ফলে ফ্যাসিবাদী রাজত্বের অবসান হয়েছিল এবং এর পিছনে ছিল আফ্রিকার জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে এই রাজত্বের নিদারুণ পরাজয়। ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দুই ফ্রন্টে যৌথ সংগ্রামের ফলে, উপনিবেশগুলিতে তার চরম পরাজয়ের আগেই, সাম্রাজ্যবাদী দেশেই এই রাজত্ব ভেঙে পড়ল। একই সঙ্গে পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অসামান্য ভূমিকার প্রতি কৃতিত্ব আরোপ করার সাথে সাথে, ঐ সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের বিষয়টিও আমাদের মনে রাখা উচিত।

এটা হল ভৌগোলিক দিক থেকে বহু দূরে অবস্থিত, শ্রেণী কাঠামোর দিক থেকে ভিন্ন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও ঔপনিবেশিক শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ লক্ষ্য ও স্বার্থ দ্বারা বিষয়গতভাবে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী শক্তিগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অতি সাম্প্রতিক স্পষ্ট উদাহরণ। অনেক আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান সাধারণ নিয়ম এটার দ্বারাই আবার প্রমাণিত হয়। এটা থেকেই সাম্প্রতিক ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির সংহতির স্তরগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯১৭র অক্টোবরে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে একটা আঘাত হানল এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণকে বিশ্ব-ইতিহাসের সক্রিয় শক্তিতে; সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভগুলির বিধ্বংসী শক্তিতে পরিণত হতে সাহায্য করল। অন্যদিক থেকে এই ঘটনা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবের বিজয় ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকে সংহত করতে সাহায্য করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানী সমরবাদের প্রচণ্ড পরাজয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের এক চূড়ান্ত অবদান ছিল। এই পরাজয়ের ফলে বহু দেশ পুঁজিবাদী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানকে দুর্বল করে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক পরিধির মধ্যে অবস্থিত বহু দেশে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সাফল্যের পথ প্রস্তুত হয়। এবং এটাও বিপরীত দিক থেকে, পুঁজিবাদের উপর সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক চাপকে দ্বিগুণ করার অতিরিক্ত উপাদান সৃষ্টি করে।

প্রধান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও সুদৃঢ় হওয়ায় বিশ্ব-পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির প্রচণ্ড আঘাতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাঙনের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। এবং বিপরীত দিকে এই ঘটনা পুঁজিবাদের সাথে সম্মুখ সংঘর্ষে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বলশালী করতে সাহায্য করেছে।

এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে বর্তমান ঘটনাবলীর মতো ইতিহাসের শিক্ষা সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এবং তাদের বিষয়গত সাধারণ স্বার্থের মধ্যেকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে প্রতিপন্ন করে।

এই সব বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার সময় আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মার্কস-এঙ্গেলসের প্রতিভাবান উত্তরাধিকারী লেনিন যে ধারণাকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং চূড়ান্তভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হই। লেনিনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরাটত্ব হল এইখানে যে শতাব্দীর প্রথমদিকে, প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যখন উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশগুলিতে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ছিল এবং বিশ্ব-জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের উপর অবিভাজ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করত, তখন তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনিবার্য বিপুল বিকাশ ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে এর একীকরণের প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণ করেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবধারাগুলিকে সম্প্রসারিত করে লেনিন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদের উত্তরণের ফলে যে ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষ্য করে বিশ্ব-বৈপ্লবিক ও সামাজিক বিকাশের ভবিষ্যতের জন্য চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। এই প্রশ্নগুলি কি কি?

উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে লেনিন এক সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন; বিশ্ববুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েতের সাথে শ্রেণী সংঘর্ষে সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে এই শক্তির উপর শেষপর্যন্ত নির্ভর করতে পারবে না।

লেনিন প্রমাণ করেছেন যে এর বিভিন্ন সামাজিক গঠন ও নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তি আছে এবং এ আন্দোলন হল বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামে একটা সক্রিয় ও স্বাধীন শক্তি। সুতরাং, এর প্রতি প্রলেতারিয়েতের, সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি হবে কেবলমাত্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি।

লেনিন দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে জনগণের মুক্তির সংগ্রাম শুধুমাত্র আধেয়র দিক থেকে জাতীয় নয়, শুধুমাত্র চরিত্রের দিক থেকে সাধারণ গণতান্ত্রিক নয়; এ সংগ্রাম যথাসময়ে "পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৮২)।

লেনিন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের স্তর এড়িয়ে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত জনগণের সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষ উত্তরণের সম্ভাবনার এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

লেনিন জোর দিয়েছেন যে জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মার্কসবাদীরা শুধুমাত্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে না। চূড়ান্তভাবে, কর্মের মধ্য দিয়ে নৈতিকভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে সমর্থন করাও প্রয়োজন (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃঃ ১৫১—১৫২ দেখুন)।

আমাদের গভীর বিশ্বাস যে জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ও বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতির প্রতি এটাই হল একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই বিপ্লবের চালিকা-শক্তির মধ্যে, লেনিনই প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

লেনিনের চিন্তা জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামী জনগণের কাছে একটা পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করে এবং প্রথমদিকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রলেতারিয়েত ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মধ্যে ও পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিক-শ্রেণী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণ, সর্বপ্রথম, মেহনতী জনতার মধ্যে মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার নির্ভরযোগ্য মতাদর্শগত, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি তুলে ধরে।

এই মৈত্রীর ধারণা হল বিশ্ববিপ্লবের অগ্রবাহিনী প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ব্যাপক শ্রেণীমৈত্রীর লেনিনীয় রণনীতির একটা অংশ —এ রণনীতি জাতীয় রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটা সমগ্র বিশ্ববৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

লেনিনের জ্ঞানগর্ভ ধারণাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জোরের সংগে বলা হয়েছে ঃ **"সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভবিষ্যতের স্বার্থে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির শক্তি-গুলির মধ্যে মৈত্রীকে সুদৃঢ় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"***

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনেক প্রখ্যাত নেতারাও সমাজতন্ত্রের সাথে মৈত্রীর আস্থাবান প্রবক্তা। তাঁদের তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রায়ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের চেয়ে ভিন্ন হয়। যাই হোক, বিষয়গতভাবে আমাদের মতের সাথে মৈত্রী সম্পর্কে তাঁদের মতের মিল আছে, কারণ তাঁরা বর্তমান ঐতিহাসিক যুগের মর্মবস্তুকে গভীরভাবে জানতে, বিশ্বপরিসরে শক্তির বিন্যাস, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং বিশ্বব্যাপী বৈশিষ্ট্যগুলির এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাঁদের দেশের জাতীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ও পদ্ধতি অন্বেষণ করতে চেষ্টা করে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে এই অবস্থান ফলপ্রসূ হয়েছে।

একই সঙ্গে (এবং এটা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না) উন্নয়নশীল দেশগুলির কয়েকটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে প্রায়ই ভিন্নভাবে চিন্তা করা ও কাজ করা—বিষয়গত প্রক্রিয়ার গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অগ্রসর না হয়ে বরং আকস্মিক ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। এবং এটা নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পক্ষে বিপদের উৎস। কিন্তু এইরকম ভ্রান্ত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহের দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় আন্দোলনগুলির পক্ষে বিপদ আরো বেশি। কারণ, আন্তর্জাতিক পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে তারা তাদের অবস্থান হারাতে বাধ্য। এই মৈত্রীকে আরো ভালোমত বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার জন্য আমরা কি কি নতুন বিকাশগুলিকে পরীক্ষা করছি যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা উচিত?

আমরা মনে করি যে, এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল বিশ্বশক্তির বিন্যাসে নতুন পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থার জায়মান পুনর্গঠন, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে ক্রমবর্ধমান সামাজিক উপাদানের সংযোজন, এবং আরো কয়েকটি পরিবর্তন যা সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ বর্তমান অবস্থার সাথে তাল রেখে তাদের রণনীতিতে গ্রহণ করেছে।

একটা নির্দিষ্ট বিশ্ব-পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মৈত্রী বর্তমান রয়েছে। এই মৈত্রী এই পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গত ১০ থেকে ১৫ বছরে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক ঐক্য আরো সংহত হয়েছে। সমাজ-তন্ত্রের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থান শক্তিশালী করেছে এবং আন্তর্জাতিক শক্তি ও প্রভাব ভীষণভাবে বৃদ্ধি করেছে।

এটা যুক্তি দেওয়া যায় যে এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্য-বাদও অর্থনৈতিকভাবে ও সামরিক দিক থেকে তার শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। এটা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্র, সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলির অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ চতুরতার সাথে তার আগ্রাসী পরিকল্পনাগুলিকে আর কার্যকরী করতে পারে না; না পারে তার সামরিক অভিযানের সাফল্যের উপর নির্ভর করতে। ভিয়েতনামের বীর জনগণের বিজয়, মধ্য-প্রাচ্যে ইস্রায়েলের সমরবাদীদের প্রতি ও সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনার প্রতি আরব জনগণের প্রচণ্ড আঘাত ও অন্যান্য বহু উদাহরণ হল এর চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

বিশ্ব-শক্তিগুলির এই পরিবর্তিত বিন্যাসের পরি-স্থিতিতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য নজিরবিহীন কূটনৈতিক অভিযান পরিচালনা করছে যা আজকে শান্তির জন্য সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম নামে ব্যাপকভাবে অভিহিত।

* কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন। মস্কো ১৯৬৯। শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রকাশন, প্রাগ, ১৯৬৯, পৃঃ ৩০।

'উত্তেজনা প্রশমন' কথাটি বলতে, এই সংগ্রামের ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সমগ্রভাবে তা বোঝায় না। এটা জোর দেওয়া হয়তো আরো সঠিক হবে যে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠনের শুরুতে দাঁড়িয়ে আছি। নিশ্চয়ই, ইয়োরোপে বা সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে সামরিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রশমনের চেয়ে আরো অনেক কিছু আছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি আরো ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে তাদের আরো দূরদৃষ্টি রয়েছে। সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিপূরক হিসাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের দিকে, অর্থাৎ সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান করার দিকে তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত। নির্ভরযোগ্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ না থাকে, এশিয়ায় ও বিশ্বের বাকী অংশে তা যাতে সম্প্রসারিত হয়, বিশ্ব-রাজনীতিতে এই নিরাপত্তাবর্ধক প্রক্রিয়া যাতে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা দ্বারা সমর্থিত হয় এবং যাতে, ফলস্বরূপ, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুল্ক ও ঋণদানে অসাম্য, ইচ্ছামতো ধার্য করা মূল্য বা বৈষম্যের কোনো উপাদান না থাকে, এসব নিশ্চিত করার পেছনেও তাদের প্রচেষ্টা রয়েছে।

এল আই ব্রেঝনেভ শান্তির শক্তিগুলির বিশ্ব-কংগ্রেসে বলেছেন, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থার বাইরে ভবিষ্যতের বিশ্বজনীন সমস্যা সমাধানের কোনো বাস্তব পথ থাকতে পারে না এবং আজকের বহু জরুরী কর্তব্যও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা যায় না।"

বলা বাহুল্য যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার নীতিকে যত বেশি সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও উন্নয়নশীল দেশগুলি সমর্থন করবে, তত দ্রুত এর সফল অগ্রগতি ঘটবে।

নির্দিষ্টভাবে একে কেন্দ্র করেই নতুন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সব সমস্যার অন্যতম সমস্যা হল নিম্নরূপ : সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ব্যাখ্যা করে এইভাবে যে এর বিকাশ জনগণের মুক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করে দেয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের যে বৈদেশিক নীতি হল শান্তির নীতি ও শ্রেণীনীতি উভয়ই, তার কাজ হল বিপজ্জনক সামরিক সংঘর্ষে যাতে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলির ক্রমবিবর্তন না ঘটে তা রোধ করাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিগুলিকে নিশ্চল করে দেওয়া, এবং মেহনতী জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম ও মুক্তি আন্দোলনগুলির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক, ন্যায্য শান্তির জন্য সংগ্রাম ও বিপ্লবী আদর্শের জন্য সংগ্রাম পরস্পর-বিরোধী নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের দুটি পরস্পর পরিপূরক দিক।

অতীতের মতোই, উত্তেজনা প্রশমনের বর্তমান আবহাওয়ায় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আফ্রিকা-এশিয়ার জনগণের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম, আমরা সবাই জানি, সশস্ত্র কার্যকলাপ সহ তীব্র রূপ নিতে পারে, তাকে সমর্থন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্তমানে, এই সমর্থনের একটা উদাহরণ হল ইস্রায়েল ও তার সাম্রাজ্যবাদী সহচরদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে আরব জনগণের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যদান। অন্যদিকে, আফ্রিকা-এশিয়ার দেশগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার সাথে সাথে, তারা বিশ্ব-রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনকে সংহত ও গভীরতর করার সংগ্রামে মহান দায়িত্বের সাথে আরো বড় ভূমিকা পালন করছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চলবে, কিন্তু এমনভাবে যাতে উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়া ব্যর্থ না হয়ে যায় বরং গভীরতর হয়, যা সমস্ত মানুষের উপকারে আসে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দিতে হবে যাতে সে তার নড়বড়ে অবস্থানকে স্থায়ী করার জন্য নতুন পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে না পারে।

বর্তমান সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে জাতীয় বিপ্লবগুলি গভীরতর হচ্ছে এবং তারা এমন একটা স্তরে প্রবেশ করছে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনেক সামাজিক আন্দোলন তাদের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবণতা না হারিয়ে আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র গ্রহণ করছে। জাতীয় বিপ্লবগুলির গভীর মর্মবস্তুর চৌহদ্দির মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একটা ক্রমবর্ধমান সামাজিক পৃথকীকরণ শুরু হয়েছে এবং সেইসব দেশের অনেকগুলিতে শ্রেণী বৈরিতা তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রমুখিন দেশগুলিতে মুক্তি-সংগ্রাম ক্রমশ সুস্পষ্টভাবে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয়বিধ শোষণসম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে। অবশ্য, যে সমস্ত দেশে অধনতান্ত্রিক পথ শুধুমাত্র ঘোষিত হয় নি, অনুসৃতও হচ্ছে সে সব দেশেই কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়াটা ঘটেছে।

যে সব প্রবণতা এই সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হচ্ছে ও সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মৈত্রীর ভাগ্যকে প্রভাবিত করছে তাদের অন্যতম প্রবণতা হল যে মৈত্রীকে দৃঢ় করার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অভিন্ন লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সামাজিক শ্রেণী স্বার্থদ্বারা সম্পূরিত হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে, যে সব দেশে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বে সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংস্কারগুলি কার্যকর হচ্ছে, এবং সমগ্র সামাজিক অগ্রগতিকে সমাজতন্ত্রমুখিন করা হচ্ছে এবং যে সব দেশে (এটা বিশেষ করে প্রয়োজনীয়) ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট রয়েছে, সেইসব দেশে অধিকতর ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হচ্ছে যার উপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক প্রসারিত করা যায়। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সাথে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে এটার অভিব্যক্তি ঘটছে।

যাই হোক, আমরা অবশ্যই বিরোধী প্রবণতাও অস্বীকার করব না, কারণ অনেক উন্নয়নশীল দেশে বুর্জোয়ারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য সংহত করছে। এর

অর্থ কি এই যে সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সাথে এইসব দেশের মৈত্রী অবশ্যম্ভাবীভাবে ক্ষয়ে যাবে ও নষ্ট হয়ে যাবে?

আমাদের মনে রাখা উচিত যে পূর্বেকার বহু ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির কাছে আরো সামাজিক বিকাশের পথ গ্রহণের প্রশ্নটা এখনও একটা খোলাখুলি প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার উপর রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম চলছে; এই প্রশ্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনগণের জীবনের মূল প্রশ্ন। যাই হোক, এটা ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন এই সব দেশকে তাদের জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে দৃঢ় করতে হবে ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি এটা সম্পাদন করার ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পদ্ধতির উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রেই তারা জাতীয় নির্ভরশীলতার অবশেষ থেকে মুক্ত হওয়াকে প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে। অন্য কথায়, সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বৈরী শ্রেণীগুলিরও অভিন্ন স্বার্থ আছে। এইজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলির বুর্জোয়াদের মধ্যেও আজকের প্রধান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি, সমাজতন্ত্রের সাথে মৈত্রীর ব্যাপারে এখনও আগ্রহ রয়েছে।

ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে বুর্জোয়া শাসনাধীন উন্নয়নশীল দেশগুলি আরো বেশি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করছে। এটার মানে কি এই যে দেশীয় বুর্জোয়া তার শ্রেণী চরিত্র হারাচ্ছে? না, এটা হল সংযত মূল্যায়নের ফল, কারণ এইসব সম্পর্ক বুর্জোয়াদের তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। অধিকন্তু, জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ-মুক্ত একটু ভিন্ন ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশের ... জন্য সমাজতন্ত্রের সাথে মৈত্রীর উপর নির্ভর করে। এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে : এইসব উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে সমাজতন্ত্রের মৈত্রী কি পুঁজিবাদী সম্পর্ক পুনর্সৃষ্টি করতে ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের ক্ষেত্র ও প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করছে না? স্পষ্টতই, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে সংগ্রাম বিশ্ব-বিকাশের সাধারণ গতিকে নির্ধারিত করছে সেই সংগ্রামের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ বিচার না করে, বা আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির কয়েকটি বুর্জোয়া দলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির কথা মনে না রেখে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না।

উন্নয়নশীল দেশগুলি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও বহির্বিশ্বে যেসব সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় তা যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বলা যায় যে **সামাজিক বিকাশের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার সংগ্রাম হল সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু।** জাতীয় বিপ্লবগুলিতে আরো গভীরতর সামাজিক উপাদান প্রবেশ করছে এই ঘটনা থেকে ও যে পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি তার রণনীতি সংশোধন করছে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে।

সে দিন আর নেই যখন সাম্রাজ্যবাদ নিজের ইচ্ছামতো পশ্চাৎপদ দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামোকে রূপ দিতে পারত এবং পুরোপুরিভাবে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশকে রুদ্ধ করতে পারত। আজ আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির নতুন বিন্যাসের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলির অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে বাধ্য হয়েছে। অধিকন্তু, উৎপাদনের বর্তমান প্রযুক্তিগত মানের দিকে লক্ষ্য রেখে আন্তর্জাতিক একচেটিয়াপতিরা যে সব দেশগুলিকে তাদের বাজার ও পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইত, এখন নিজেদের স্বার্থে একটা মাত্রা অবধি তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকীকরণ চাইছে। এছাড়াও, এটা স্পষ্ট যে বিদেশী সরকার ও ব্যক্তিগত পুঁজি এইসব দেশে একটা নির্দিষ্ট অবস্থা চায়। এইসব কারণের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঋণ দিতে ও প্রযুক্তিগত সাহায্য সম্প্রসারিত করতে উৎসাহিত বোধ করে।

কিন্তু এইসব উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শোষণের আওতায় থাকবে, এই গ্যারান্টি সাম্রাজ্যবাদীরা চায়। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি সাম্রাজ্যবাদী নীতির মৌলিক বিষয় হল যেখানে পুঁজিবাদ শিকড় গেড়েছে তা সমর্থন করা ও যেখানে পুঁজিবাদ এখনও দুর্বল তা সবল করা।

সংক্ষেপে, নয়া-উপনিবেশবাদীদের রণনীতির উদ্দেশ্য হল সামাজিক বিকাশের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থেকে উপনিবেশ মুক্ত জনগণকে বঞ্চিত করা। এখানেই সমস্যার জটিলতা, কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর উন্নয়নশীল দেশগুলি যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তা হল সামাজিক বিকাশের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করে যে পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রমের মুক্তি না হলে প্রকৃত সামাজিক মুক্তি হতে পারে না। এইজন্যই তাদের এই প্রত্যয় যে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যাইহোক, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মনে করে যে সামাজিক বিকাশের পথ বেছে নেওয়া হল একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এবং এ ব্যাপারে প্রকৃত স্বাধীনভাবে পথ বেছে নিতে হলে বাইরের প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব কমানো ও শেষ পর্যন্ত তা দূর করা সবচেয়ে প্রয়োজন। এইজন্যই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতাকে সবদিক থেকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোর ফলে এটা সম্ভব হয়। সুতরাং, সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই সব দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় যে সব শিল্প ও পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে বা তৈরি হচ্ছে, তা কার্যকরভাবে বহু শাখা-প্রশাখায় ও স্বাধীন অর্থব্যবস্থা গঠনে অবদান রাখছে। স্বাধীনতার মেরুদণ্ড

যা কিনা সেই উৎপাদিকা শক্তি যা কিনা স্বাধীনতার মেরুদণ্ড সেই শিল্পগুলি সৃষ্টি করার জন্যে তারা ঋণ ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিচ্ছে।

এই সহযোগিতা বৃদ্ধি করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বিশ্বাস করে যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তারা পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্কে যুক্ত হবে, এবং এই সাহায্য তাদের পারস্পরিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঐতিহাসিক সংঘর্ষে শক্তির ভারসাম্য শুভ ঘটনার দিকে পরিবর্তন করবে।

এই সহযোগিতাকে ছোট করে দেখিয়ে বুর্জোয়া প্রচার প্রমাণ করতে চায় যে এই সাহায্যের পরিমাণ অনেক উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক বিনিময়ের অনেক নিচে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এটা নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জীবনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিতে গুণগত দিক পরিমাণগত দিকের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নয়, যা পরিমাণগত দিক নিয়ে আলোচনা করে, বরং রাজনৈতিক অর্থনীতির মাধ্যমে এসব ভালোমতো বিশ্লেষণ করা যায়। বৈজ্ঞানিক অবস্থান থেকে সমস্যাটি আলোচনা করলে আমরা প্রতিটি পরিসংখ্যানগত হিসাবের বাইরে শ্রেণীস্বার্থগুলির বাস্তব অবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি দেখতে পাব।

এবং এই বাস্তব অবস্থা হল যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য রূপে প্রকাশিত সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মৈত্রী সাম্য, পারস্পরিক সমর্থন ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করে। এর রেকর্ড ঔপনিবেশিক লণ্ঠন ও এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কের ইতিহাসের অনপনেয় কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্কিত নয়। শোষণের যে যন্ত্র আজ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতি ও ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদানের ওপর প্রচুর মুনাফা ও সুদ আদায় করতে সক্ষম করে তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আসল কথা হল যে দীর্ঘদিনের মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণকে আন্তর্জাতিক শোষণব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দেয়; পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক নীতি হল এমন অবস্থা নিশ্চিত করা যাতে তারা সমস্ত ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি পায়।

অন্যান্য সমস্যা হল সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির মৈত্রীকে শক্তিশালী করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ও বিপত্তি। এবং আমার মনে হয় এই সব বাধা-বিপত্তি, যা সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে তার ওপর এখানে বেশি কেন্দ্রীভূত না করাই ভালো। দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে এই সবের মুখোস খুলতে হবে ও দূর করতে হবে: এসবের প্রতি অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য অসুবিধাও আছে: সমস্যা, পার্থক্য বা, সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝি যা দুই বিপ্লবী স্রোতোধারার মধ্যে সৃষ্টি হয়; সুতরাং এই সব আমাদের নিজেদের চেষ্টায় সমাধান করতে হবে। এই সব সমস্যা হল প্রকৃতির দিক থেকে প্রধানত বিষয়ীগত সমস্যা।

এই প্রসঙ্গে যে প্রথম প্রশ্নটা ওঠে, তা হল মৈত্রীর প্রতি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা। এই জন্য প্রয়োজন হল আন্তর্জাতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্যগুলি যা সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলিকে বিষয়গতভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তা পৃথক করা ও ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে বেশি আমল না দেওয়া। স্বার্থপর, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ যা উদ্দেশ্যের অভিন্নতাকে অস্বীকার করে ও মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তাকে ছোট করে দেখে, তা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমূল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কেন্দ্রগুলির ঘাঁটি দেশপ্রেমী মতাদর্শেরও বিপরীত এবং তা প্রকৃতির দিক থেকে বুর্জোয়া প্রয়োগবাদের দিকে চালিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ মুক্তি আন্দোলনের রণনীতিগত লক্ষ্যকে অবহেলা করে রাজনৈতিক কৌশলের নীতিকে চরম বলে মনে করে এবং সময়োপযোগী ঘটনার আশুফলের দিকে এর লক্ষ্য থাকে। এ যে কোনো নির্দিষ্ট ফল অর্জন করার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করে, তা দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থানুসারী হোক আর না হোক এবং এই কৌশল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতিসমূহের সাথে খাপ খাক আর না-ই খাক।

এই জাতীয়তাবাদই বিভিন্ন তত্ত্ব সৃষ্টি করে যা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। উদাহরণস্বরূপ তথাকথিত 'তিন বিশ্বের' তত্ত্ব ধরা যাক। কয়েকটি রাজনৈতিক-চক্র থেকে এই তত্ত্বকে একটা বিশ্বরণনীতির পর্যায়ে তোলা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক মূল্য এই ঘটনা থেকে বিচার করা যায় যে এই তত্ত্ব 'দ্বিতীয় বিশ্বের' কথা বলে, যার মধ্যে আগেকার ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের ধরা হয়েছে: এদেরকে 'তৃতীয় বিশ্ব' অর্থাৎ আগেকার উপনিবেশের জনগণের মিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এবং এই তত্ত্ব আরো ঘোষণা করে যে উন্নয়নশীল দেশগুলির শত্রু হল 'প্রথম বিশ্ব' যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির প্রকৃত বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক করা হয়েছে। যে সব দেশগুলি শ্রেণীগত প্রাচীরের দুই ভিন্ন দিকে রয়েছে তাদেরকে এই তত্ত্বে কার্যত একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, চিলির জান্টার প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে তাদের মুখোস খুলে দিয়েছে। এবং এর মধ্যে নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়ন পড়ে না।

অধিকন্তু, 'তিন বিশ্ব' তত্ত্বের রচয়িতারা 'তৃতীয় দুনিয়া'কে পুরোপুরি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্নতাকে তারা অস্বীকার করে: এমন দেশ আছে যারা পুঁজিবাদকে সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বর্জন করেছে; এমন বুর্জোয়া রাষ্ট্র আছে যারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি নিচ্ছে; প্রতিবেশি দেশগুলিকে গ্রাস করতে তৎপর এমন রাষ্ট্রও আছে এবং এমনকি খোলাখুলি ফ্যাসিবাদী রাজত্বও আছে।

অন্যান্য 'তত্ত্বগুলি'ও শ্রেণী দৃষ্টিকোণকে অস্বীকার করে যেমন—'দুই বৃহৎশক্তি' তত্ত্ব, 'বিশ্ব-শহরাঞ্চল ও বিশ্ব-গ্রামাঞ্চল' তত্ত্ব, 'ধনী রাষ্ট্র ও দরিদ্র রাষ্ট্র' তত্ত্ব, 'সম-দূরত্বে'র তত্ত্ব, 'কৌশলের' তত্ত্ব ইত্যাদি। এবং সাধারণভাবে, কি করে সমাজতন্ত্রের জন্য, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশ-গুলির সাথে বন্ধুত্বের জন্য সংগ্রামের প্রচারের সাথে কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারে মেলানো যায়? তথাপি এই সব ঘটনা ঘটছে।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়ন-শীল দেশগুলির পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কার্যকারিতা বিচারের বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড। এই সব সম্পর্কের মূল্য ও নতুন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বিচার করতে গিয়ে আসল জিনিসটা উপেক্ষা করা উচিত নয়; তা হল প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে স্বাধীন বিকাশ অর্জন করা। এখানে মামুলি অর্থে স্বয়ম্ভরতা নয়। দুটি বিপ্লবী স্রোতো-ধারার মৈত্রীকে নষ্ট করার জন্য এই কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা হল অবাস্তব কল্পনা। যাই হোক, অন্যদিকে বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেক অসুবিধা দূর করার জন্য বাইরের সাহায্যকে একমাত্র বলে মনে করার চরম প্রবণতা দূর করা প্রয়োজন। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির নিজেদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সাথে যখন সাহায্য মিলিত হয়, তখনই তা সত্যিকারের ফলপ্রসূ হয়।

সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির সমস্যা প্রসঙ্গে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববী সংগ্রামের কাজগুলির সাথে এই সম্পর্কগুলির কোনো সংঘাত হবে না? সমাজ-তান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পর্ক কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জনগণের অর্জিত আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট শর্তগুলি সৃষ্টি করছে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি হল উত্তেজনা প্রশমনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশ্ব বাণিজ্য হল সমাজতান্ত্রিক নীতির একটি হাতিয়ার যা ছাড়া প্রকৃত উত্তেজনা প্রশমন অসম্ভব। এই হাতিয়ারকে অবশ্য আয়ত্ত করতে হবে যাতে আমাদের স্বার্থ রক্ষা হয়, আমাদের শত্রুদের নয়। আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এক-চেটিয়া পুঁজিপতিরা সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বাণিজ্যকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। এর প্রচেষ্টার বিরোধিতার জন্য আমরা অবশ্যই প্রস্তুত থাকব।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ হল তাদের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এইভাবে তাদের নিজেদের ও তাদের মিত্রদের স্বার্থ রক্ষা করে তারা পুঁজিবাদী বাজারে একটা দৃঢ় ও স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করে। হ্যাঁ, উত্তেজনা প্রশমনের পরিস্থিতিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় কিন্তু এটা কারুর পক্ষে এবং নিশ্চিত-ভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলি যাদের সাথে সম্পর্কগুলি শক্তিশালী হচ্ছে, তাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ঐক্য হল সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির সংহতির প্রাথমিক শর্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ঐক্য তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে মূর্ত। একই সাথে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট হিসাবে আমি বলছি যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। এই নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভীষণ বাধা সৃষ্টি করছে।

মুক্তি আন্দোলনের নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর অংশগুলির বিভিন্নতা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটা ভোলা উচিত নয় যে মুক্তি আন্দোলনের সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলি যেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কায়েম করা—চিরদিনই প্রাসঙ্গিক, এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল তাদের সাধারণ শত্রু ঃ সাম্রাজ্যবাদ। নিজ নিজ দেশে ও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের সীমানার মধ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সংহতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঐক্যের বিপ্লবী শক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ মোর্চাকে শক্তিশালী করে।

উপসংহারে কে আই জারোদভ বলেছেন যে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির দৃঢ় ঐক্যই কেবলমাত্র আমাদের বিশ্ব-ঐতিহাসিক কাজকে সমাধা করতে সম্ভব করবে ঃ তা হল সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ও সমগ্র মানবজাতির সামাজিক মুক্তি।

ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথোপকথনের মতাদর্শগত দিক

তোতর স্টোয়িচেভ,
ডি ফিল (বুলগেরিয়া)

নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে কমিউনিস্টরা ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি তাদের মনোভাব স্থির করে। যাইহোক, তারা সবসময়ে একথা মনে রাখে যে একে শোষকের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার বিপ্লবীদলের মূল কাজের অধীন হতে হবে। সত্যসত্যই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি থেকে জনতার মনোযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ধর্মীয় ঘৃণা প্ররোচিত করবার প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকশ্রেণীর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এরা। "স্বর্গের নন্দনকাননের ওপরে সর্বহারার মতৈক্যের চেয়ে পৃথিবীতে নন্দনকানন সৃষ্টির নিপীড়িত-শ্রেণীর প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামে ঐক্য আরও গুরুত্বপূর্ণ।" —লেনিন লিখেছেন (সংগৃহীত রচনাবলী, সংখ্যা—১০ পৃঃ ৮৭)

শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য লড়াই-এ সাধারণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মঞ্চে যখন আরও বেশি বেশি জনতা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন আজ এটাও সুস্পষ্ট যে মতাদর্শগত পার্থক্যের চেয়ে শ্রেণীসংগ্রামে মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক ঐক্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে লেনিন ঠিক করেছিলেন।

ধর্মীয় চেতনায় সংকট

ধর্মবিশ্বাসীদের* সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি অটলভাবে অনুসরণ করে, জনতার ধর্মীয় চেতনা ও গীর্জার নিজের নীতির পরিবর্তনগুলোসহ পৃথিবীর সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সুযোগগুলি কমিউনিস্টরা ব্যবহার করে।

আজকের সামাজিক বাস্তবতা, ক্রমে ক্রমে মানুষের কার্যকলাপের ধর্মীয় ভিত্তি সংক্রান্ত আস্তিক্যবাদী ধারণা বিনষ্ট করে জনতাকে কর্মে উদ্দীপিত করে এবং তাদের রাষ্ট্রীয় চেতনায় প্রত্যয়-উৎপাদন আর করতে পারে না সেই "চিরস্থায়ী সুখ", "স্বর্গীয় জীবন"—যা আস্তিকদের জাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনাকে প্রত্যয়-উৎপাদন আর করতে পারে না সেই বিমূর্ত ও অস্পষ্ট ধারণাগুলো এবং অপরাপর অতীন্দ্রিয় ও পৌরাণিক ধারণাগুলো পৃথিবীতে মানবিক সুখের আরও বাস্তববাদী আদর্শের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে এবং মাঝে মাঝে সেগুলোর দ্বারা বাতিলও হয়ে যায়। আস্তিকদের সামাজিক চেতনার বর্ধমান বাস্তবতা নানা রূপ নেয়, জনতাকে সরকারি ধর্মীয় মতাদর্শ থেকে সরিয়ে নেয়, এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে তাদের সমন্বয় বিধান করে। গীর্জার মতাদর্শগত ভিত্তিগুলো যে সংকটের ভিতর দিয়ে চলছে পরিবর্তনগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ম ও ধর্মীয় চেতনার সংকট আমাদের যুগ, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের সৃষ্টি, এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্ধমান বিরোধিতার পরিণতি। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আস্তিকদের কার্যকলাপের মধ্যে বর্ধমান বিরোধিতার, ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত নীতিগুলির পক্ষে ভীতিজনক স্বাধীন চিন্তায়, ধর্মীয় উদারনীতিকতাবাদ ও সংস্কারবাদে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুক্তিযুক্ততার উপর জোর দেয় এমন নানামুখী বামপন্থী খ্রীষ্টিয় প্রবণতাগুলির প্রসারে, এবং আরও অনেক বহিঃপ্রকাশে এটা দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াগুলোর হিসাবের মধ্যে না নিয়ে গীর্জা পারে না। প্রক্রিয়াগুলোই সমকালীন সমাজে ধর্মের বাস্তব অবস্থান বদল করে দিয়েছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে কোনোরকম খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এ চেষ্টা করছে।

আজকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ক্যাথলিক গীর্জাতেই সবিশেষ গভীর। দ্বিতীয় যাজকীয় পরিষদ অনুষ্ঠিত হবার পর আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে সহযোগিতাকে নানা মতাদর্শ অনুসারী জনতার মধ্যে এক প্রয়োজনীয় সম্পর্কের রূপ হিসাবে ক্যাথলিক গীর্জা স্বীকার করে নিয়েছে এবং শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য সংগ্রামের সমর্থন ঘোষণা করেছে। ঘোষণা করেছে সকল জাতির জন্য স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার ও সমর্থন দিয়েছে মেহনতী মানুষের কিছু কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির প্রতি। মেহনতী মানুষ ও নিজের মধ্যের ফাটল বেড়ে যাবার ভয়ে এ আর ধনতন্ত্রকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারে না, তাই ক্যাথলিক গীর্জা আরও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছে।

ক্যাথলিক শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র শক্তিশালী

* "বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সহযোগিতায় মতপার্থক্য বিষয়ে পত্রিকা আয়োজিত মার্কসবাদী ও ক্যাথলিকদের প্রাগের সভায় এবং টি ডারোসনেউস্কি লিখিত "সমাজতন্ত্র এবং খ্রীস্টিয় মানবতার বামপন্থী ক্যাথলিক ভাষ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে (শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, সংখ্যা ৬ ও ৮, ১৯৭৪ দেখুন) সমস্যাটি আলোচিত হয়। শান্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য—মার্কসবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের বর্ধমান সহযোগিতা দাবি করে এমন কয়েকটি মতাদর্শগত প্রশ্ন যা শুধু বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

করার জন্য ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিকরা খৃষ্টানধর্মের সর্বজনীন চরিত্রের ওপর জোর দেয় এবং আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করে। সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সব আস্তিকের, সমাজের সকলের স্বার্থই খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে রূপ পায়—একথাই ক্যাথলিক শ্রমিকদের বলা হয়।

একজন ফরাসি ধর্মতাত্ত্বিক, জীন্ গুইচার্ড লিখেছেন, "সবাইকে, ধনী ও দরিদ্র উভয়কে গীর্জা তার প্রভাবে আনতে চায়, তার কথা সর্বত্র পেঁাছাক তা চায়। এটি গীর্জার বাস্তব অবস্থান নির্ণয় করে...। শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্রের ভিতর দিয়েই আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানিক অবস্থান নিশ্চিত হওয়ায় জনগণের সঙ্গে তার যোগসূত্র রক্ষায় গীর্জা সচেষ্ট হয়"।* খৃষ্টিয় ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যকে বহু ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিকরা সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসাবে মনে করে এবং বলে যে এ 'প্রেম', 'ঐক্য', 'সমন্বয়'-এর উপাদান মানব সম্প্রদায়ের ভিতরে নিয়ে আসে।

এসব ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্যের সামাজিক অর্থ সুস্পষ্ট। জনতা এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে প্রচার করা হয় "খৃষ্টের সাথে মিলন"। অন্য ভাষায় আস্তিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন পরম নীতি হিসাবে সামাজিক "ঐক্যে"র ওকালতি বস্তুগতভাবে শোষিত জনতার নয়, সংখ্যালঘু শোষকদের স্বার্থই রক্ষা করে। কারণ, শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের জোয়াল ঝেড়ে ফেলার জন্য শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের একমাত্র রাস্তা শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাই এ অস্বীকার করে। ইতালীয় ধর্মতাত্ত্বিক জুলে গিরার্ডি বলেন যে শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই মনে করে যে শ্রেণীসংগ্রামকে বাতিল করা হল "চিন্তা ও সংস্কৃতির নির্দিষ্ট ধারার প্রতিফলন, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতিফলনের" পরিণতি।* গুইচার্ডও স্বীকার করেন যে খৃষ্টীয় ধর্মের সর্বজনীনতা হচ্ছে কাল্পনিক এবং স্পষ্টতই এর রক্ষণশীল শ্রেণী চরিত্র রয়েছে। কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন যে "এটা আশা করা হয় যে বর্তমানে খৃষ্টান ধর্মের সর্বজনীনতা সামাজিক কাঠামোগুলির অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের মতাদর্শগত রক্ষাকর্তা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করে।"*

এর থেকে এটাই দাঁড়ায় যে অনেক প্রভাবশালী ভ্যাটিকান তাত্ত্বিকরা মানবসমাজের ভবিষ্যৎকে পুঁজিবাদের নতুন স্তর হিসাবে কল্পনা করেন। এবং মনে করা হয় যে ধনতন্ত্রের এই নতুন স্তর 'শ্রেণীশান্তি' ও 'শ্রেণী সহযোগিতা' এবং 'পশ্চিমী দেশগুলির কমিউনিজম বর্জনের' নীতির ভিত্তিতে 'সংশোধিত গণতন্ত্রীকৃত' ও 'নবজীবনপ্রাপ্ত' পুঁজিবাদের লক্ষ্য অভিমুখে বিকাশলাভ করছে।*

সামাজিক অবস্থানগুলোকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও তাকে রক্ষা করা বা এমনকি শক্তিশালী করার চেষ্টায় গীর্জার যাজকসম্প্রদায় ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

ভ্যাটিক্যানদের নীতি ও সামাজিক তত্ত্বের প্রতি বহু সংখ্যক আস্তিকদের অসন্তোষ হচ্ছে ক্যাথলিক জনতার মধ্যে বামপন্থী সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী স্রোতোধারার উত্থান ও দ্রুত বিস্তারের অন্যতম কারণ। কোনো কোনো বামপন্থী ক্যাথলিক আন্দোলন খৃষ্টীয় ধর্মের প্রথম যুগের ভাবধারাগুলোকে নতুন সামাজিক ভিত্তিতে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। প্রথম যুগের এইসব ভাবধারাকে এঙ্গেলস "দাস ও মৃত মানুষ, দরিদ্র ও ভোটাধিকারহীন মানুষ, রোমের শাসকদের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত মানুষের" ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। ("অন দি হিস্টরি অব আর্লি-খৃষ্টিয়ানিটি")। প্রথমযুগের খৃষ্টিয়ান ধর্মের মধ্যে কোনো কোনো ক্যাথলিক মেহনতী মানুষ কমিউনিজমের সঙ্গে 'সাদৃশ্য' খুঁজে পায়।*

কোনো কোনো বামপন্থী ক্যাথলিক নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চিলির কমিউনিস্ট ওরল্যাণ্ডো মিল্লাম লিখেছেন যে "সমকালীন ক্যাথলিকদের দুটি প্রবণতার কথা বলার এইসব হল যথেষ্ট যুক্তি : একটি ধর্মতত্ত্ব যা আজকের পৃথিবীর প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে মেহনতী মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং আর একটি ধর্মতত্ত্ব যা আস্তিকদের বিপ্লবী যুদ্ধে যোগদান করা থেকে নিবৃত্ত করে না।"* রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় তত্ত্ব ও আন্দোলনের বিরোধী "নতুন গীর্জা" নির্মাণ করা আমরা দেখছি। গীর্জার আর একশিলা অস্তিত্ব নেই বরং আমাদের সময়ের বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রতিফলন ঘটিয়ে তীব্র পরস্পরধ্বংসী বিবাদের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খৃষ্টীয় মনোভাব ও ভাবধারার বহুবিচিত্রতা ও গভীর পৃথকীকরণ হচ্ছে ধর্মীয় মতাদর্শ ও ধর্মীয় চেতনার সংকটের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল যে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য আস্তিক ও কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ কাজের ঐক্যের পথকে সহজ করে দেয় যে প্রবণতাগুলি তার ধর্মীয় মতাদর্শের কাঠামোর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে।

* জীন গুইচার্ড, **Eglise, lutles de clasies et Strategi Politiques** সার্ফ, প্যারিস, ১৯৭২, পৃঃ—৮২।
* জুলে গিরার্ডি **Christianisme Liberation humaine, lutles de clases** সার্ফ, প্যারিস, ১৯৭২, পৃঃ—১৩৪।
* জ্যাঁ গুইচার্ড: **Eglise lutles de clasies et Strategies Politiques** পৃঃ—৮২।
* ঐ, পৃষ্ঠা—৩১৮।
* ডবলিউ এম আর-এর আগেকারদিকের সংখ্যায় এই পরিস্থিতি উল্লিখিত হয়েছে—উদাহরণস্বরূপ, রফ্ ডালটনের প্রবন্ধ "ক্যাথলিকস্ এণ্ড কমিউনিস্টস্ ইন ল্যাটিন আমেরিকা" ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যা দেখুন।
* "নিউ কণ্ডিসন্স্ অব দি ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল অব কমিউনিস্টস্ এণ্ড ক্যাথলিকস্" ডবলিউ এম আর, মে ১৯৬৬।

সহযোগিতার মঞ্চ

যেহেতু অনেকগুলো দেশের জনসংখ্যার বেশ বড় একটা অংশ হচ্ছে আস্তিকরা, তাদের সঙ্গে মোর্চা গড়ার যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর ১৯৬৯ সালের সভার প্রধান দলিলে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : "কমিউনিস্ট এবং ক্যাথলিক মত অনুযায়ী বিশাল গণতান্ত্রিক জনতা ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ইতিবাচক সহযোগিতা কয়েকটি দেশে বিকাশলাভ করছে। যুদ্ধ ও শান্তি, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এবং নয়া-উপনিবেশবাদ ও উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাবলীর মতো বিষয়গুলি নিয়ে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে তাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই হচ্ছে অত্যন্ত সময়োচিত। কমিউনিস্টদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এইভাবে—বিস্তৃত যোগাযোগ ও যুক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ও দূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন কার্যকর করার কাজে ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন জনতা এক সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে।"*

কমিউনিস্ট ও আস্তিকদের মধ্যে সহযোগিতা ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের একটি জরুরী প্রয়োজন মেটায় এবং বস্তুগতভাবে উত্থিত ও অস্তিত্বশীল তীব্র সামাজিক বিরোধগুলোর সমাধান করে। দুইদিকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বাস্তব ব্যবস্থাবলী নির্ধারণ ও জরুরী সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে সহায়ক এমন সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোকে সমর্থনের ওপর এখানে জোর দেওয়া উচিত।

ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মেহনতী মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার মঞ্চ গড়ে তোলবার সময় মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা এই ঘটনা থেকেই অগ্রসর হয় যে সামাজিক সত্তাই সামাজিক চেতনা নির্ধারণ করে। "শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'বুদ্ধিগত' প্রশ্ন হিসাবে বিমূর্ত, ভাববাদী কায়দায়" ধর্মের প্রশ্নটিকে বিচার করবার তারা জোর বিরোধী। (সংগৃহীত রচনাবলী—সংখ্যা ১০, পৃঃ ৮৬) মার্কসবাদী ও খৃশ্চিয়ানদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মৈত্রীর সুস্পষ্টরূপ এবং এখানে মতাদর্শগত ঐক্য আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় না। বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ ও কর্তব্যগুলির নামে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম মেহনতী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মেটাবার মতো একটা নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী এর আছে।

এইভাবে আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যুক্ত কার্যক্রম যা মতাদর্শগত সম্মুখ সংঘর্ষের পরিবেশে সূত্রায়িত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু এর তাৎপর্য কি এই যে এই আলাপ-আলোচনা হচ্ছে প্রথমত ও প্রধানত ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন ও ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন নয় এমন মেহনতী মানুষের এক ধরনের রাজনৈতিক মোর্চা এবং সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনার মতাদর্শগত পূর্ব প্রয়োজনগুলিকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায়? আমার মনে হয় এটা হবে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করা ও মূলত ভুল সিদ্ধান্ত।

সুস্পষ্টভাবে, এক্ষেত্রে সাধারণ দার্শনিক ও মতাদর্শগত অবস্থান সহযোগিতার ভিত্তি হবে না। যাই হোক, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হল পরস্পর বিরোধী, এই সত্য ভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হলেও কিছু কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধগুলোর ক্ষেত্রে (মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বিলোপ, সামাজিক সমতা স্থাপন, জনজীবনকে গণতান্ত্রিক করা ইত্যাদি) সাদৃশ্যগুলিকে অথবা কোনো কোনো সমসাময়িক ঘটনার নিন্দা যুক্ত (যেমন জাতিবিদ্বেষবাদ, আণবিক যুদ্ধের ভীতি, গণদারিদ্র্য, আক্রমণমূলক কাজ উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ ইত্যাদি)-কে বাতিল করে না, ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে তারা যে বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তার প্রভাবে ও সমাজতন্ত্রের সাফল্যের প্রভাবে কোনো কোনো আস্তিক কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-সহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবনাগুলোকে আত্মীকরণ করতে সক্ষম। বলা নিষ্প্রয়োজন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য থেকে বেরিয়ে আসা নির্দিষ্ট সাধারণ মতাদর্শগত প্রেরণা এবং শান্তি ও সামাজিক প্রগতিকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নেওয়ার সাধারণ স্বার্থ ব্যতীত যুক্ত রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ অসম্ভব হবে।

এটা সহজেই দেখা যায় যে উপরের সাধারণ আদর্শ ও মূল্যবোধগুলোর অধিকাংশই সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরের অন্তর্গত। আস্তিকদের সামাজিক চেতনা কোন মুখে পরিবর্তিত হচ্ছে এই পরিস্থিতি—নিঃসন্দেহে সেই দিকনির্দেশ করে, যেমন, ধর্মীয় চেতনার অপরাপর উপাদনের তুলনায় ধর্মীয় খোলসের মধ্যেও রাজনৈতিক ভাবনাগুলির বর্ধমান তাৎপর্য ও চাপ। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আস্তিকদের বিশেষত মেহনতী মানুষের সামাজিক চেতনার যে **পৃথকীভবন** ঘটেছে তার সযত্ন বিচার বিবেচনা, ধর্মীয় চেতনার যে উপাদনগুলি অতিপ্রাকৃতের প্রাথমিক বিশ্বাসের সীমার বাইরে যায় এবং সামাজিক সত্তার উল্লেখযোগ্য চিন্তার রূপগুলি লক্ষ্য করা এই (পরিস্থিতিতে) প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিশেষত, সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে সমাজের পুনর্গঠনসহ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন আস্তিকদের সমাজের নবরূপদানের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত করে নানা ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে।

এর তাৎপর্য কি এই যে এই দৃষ্টান্তের সহযোগিতা মতাদর্শগত স্তর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে পারে? কমিউনিস্ট ও আস্তিকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হিসাবে রাজনৈতিক সহযোগিতার ধারণায় কোনো প্রকারে পুনর্বিচার করা কি আমাদের উচিত হবে না? আমাদের দৃষ্টিতে এই প্রশ্নগুলির একমাত্র নেতিবাচক উত্তরই হতে পারে।

কমিউনিস্ট ও আস্তিকদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে

---

* ইন্টারন্যাশনাল মিটিং অব কমিউনিস্ট এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টিস্, মস্কো, ১৯৬৯ প্রাগ্, পিস্ এন্ড সোসিয়ালিজ পাবলিসার্স, ১৯৬৯ পৃষ্ঠা—২৬-২৭।

মঞ্চের ওপর ভিত্তি করে, তা "ধর্মনিরপেক্ষ" এবং সাধারণ রাজনৈতিক মতাদর্শগত নয়। ধর্মীয় চেতনা বা সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদগুলো যে কোনো রূপই নিক না কেন, এটা বৈজ্ঞানিক, মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কখনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বামপন্থী ক্যাথলিকদের মতো গণতন্ত্রমনা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও একথা সত্য। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোনো কোনো প্রগতিশীল সামাজিক ভাবনা চিন্তার অংশীদার হলেও, আস্তিকরা সত্তাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং সেইভাবেই সত্তার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির রূপ দেয়।

কমিউনিস্টরা, অবশ্য, মানুষের সামাজিক আচরণের ধর্মীয় মতাদর্শগত প্রেষণা গ্রহণ করতে পারে না। তাদের আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন নীতিভিত্তিক এবং অতিপ্রাকৃতের কোনো অবকাশ রাখে নি। অন্য ভাষায়, আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার পর মার্কসবাদী ও খ্রীশ্চিয়ান উভয়েই এই বিশ্বাস নিয়ে চলে যে তার দৃষ্টিভঙ্গিই সমকালীন সমাজের সামাজিক প্রয়োজন যথেষ্টভাবে প্রকাশ করে। এটা একে অপরের সঙ্গে মতাদর্শগত সুবিধা বা আপস করার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। এজন্য কোনো কোনো আস্তিক ও মেহনতী মানুষের কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে কয়েকটি 'যোগসূত্র' থাকলেও, নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আস্তিক ও কমিউনিস্টদের যুক্ত আন্দোলনের একটি ধরন বলে আলাপ-আলোচনাকে সংজ্ঞায়িত করাই সঠিক। যুক্ত আন্দোলন চাওয়ার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনা মতাদর্শগত বিষয়ের ওপর জোর প্রদান রাজনৈতিক মোর্চা গঠন ও সংহতিসাধন সহজ করে না, বরং ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা রাজনৈতিক সহযোগিতার একটা আকার—এই ধারণাটিরই বিরুদ্ধে যায়।

বিপ্লবী সংগ্রাম ধর্মীয় অথবা দার্শনিক পার্থক্য নির্বিশেষে মেহনতী মানুষের মধ্যে সহযোগিতাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে—লেনিনের এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয়ে, কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতী এমন সকল আস্তিকদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করে দেয়।

জনতাকে জয় করা

আমরা দেখেছি যে যুক্ত রাজনৈতিক মোর্চার একটি ধরন হিসাবে আলাপ-আলোচনাকে গ্রহণ তখনই অর্থবহ হবে যদি নিজেদের বিশ্বাসগুলো বজায় রেখে যারা যুক্ত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এমন জনতাকে নিয়ে আসা যায়। সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য কমিউনিস্ট ও আস্তিকদের যুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ধর্মের মতাদর্শগত সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা বাদ দেয় না। এই সমালোচনা সমালোচনাতেই শেষ নয়। আস্তিকদের অসন্তুষ্ট করে ধর্মের ওপর নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ দূরের কথা, "সংকীর্ণ বুর্জোয়া আধ্যাত্মিক উন্নয়নকারীদের" কৃত্রিম কার্যকলাপেও এই সমালোচনাকে পরিণত করা যায় না। (সংগৃহীত রচনাবলী, সংখ্যা-১৫, পৃঃ ৪০৫)। শ্রেণীসংগ্রামের কর্তব্যসমূহ থেকে এটি অবিচ্ছেদ্য। শ্রেণী সংগ্রামের জন্যই এর প্রয়োজন হয় এবং এর আবশ্যকতারই অধীন। সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থাগুলো এ বিবেচনার মধ্যে নেয়।

গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা, সাধারণ সংগ্রামের মতাদর্শগত বাধা দূর করা এবং ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মেহনতী মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগানো ও বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে ধর্মের মতাদর্শগত সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সহযোগিতার পূর্বশর্তরূপে দু-পক্ষের* মধ্যে দার্শনিক ও মতাদর্শগত বোঝাপড়া চাপিয়ে দেওয়ার আভসন্ধি নিয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে মতাদর্শগত জল্পনা-কল্পনা জোরের সঙ্গে বাতিল করে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিষয়গতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দাবি জানায় যে মেহনতী মানুষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনগুলো তারা খুঁটিয়ে লক্ষ্য রাখে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গণতান্ত্রিক খ্রীশ্চিয়ান আন্দোলন যত প্রসার ও রাজনৈতিক পরিণতিলাভ করবে, ধর্মীয় রূপের মধ্য দিয়ে দৃষ্ট প্রকৃত সামাজিক মর্মবস্তুর অপ্রতুলতা বেশি বেশি করে প্রকট হয়ে উঠবে। সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বশান্তির ভারসাম্যের সাধারণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির এবং কিছু কিছু আস্তিক মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির উপাদানগুলি আত্মীকরণ করতে আগ্রহ উৎসাহিত করতে বাধ্য।

একথা বলা হচ্ছে যে বহু খ্রীশ্চিয়ান শ্রমিক—মধ্যবর্তী স্তরের সদস্যরা ও বুদ্ধিজীবীরা—ইতিমধ্যে কমিউনিস্টদের অনেকগুলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন ঘটছে এগুলি হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এই পরিবর্তন ও সমাজ বিকাশের বিষয়গত প্রবণতাগুলির দিকে নজর রেখে, একথা নিরাপদেই বলা যায় যে ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মেহনতী মানুষ ও কমিউনিস্টদের কাছাকাছি অবস্থানে নিয়ে আসার সুযোগ আছে। শেষত, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যুক্তভাবে প্রস্তুত কর্মসূচীর প্রভাবে এবং মেহনতী মানুষের কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে (এবং স্বতঃস্ফূর্ত নয়) আস্তিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগ আছে।

কমিউনিস্ট ও আস্তিকদের ঘনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম শেষোক্তদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগুলোর

* আলাপ-আলোচনার বিরোধী গীর্জার প্রতিক্রিয়াশীল মুখপত্র এবং গীর্জার বাইরের গোষ্ঠীগুলি যারা আশা করে যে আলাপ-আলোচনা মার্কসবাদীদের কাছ থেকে মতাদর্শগত সুবিধা ছিনিয়ে আনতে পারে এই দুই-এর কাছ থেকে এই ধারণাগুলো আসে।

প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে কাজ করলেও করতে পারে। আর একবার জোর দিয়ে বলা যাক যে প্রশ্নটি মার্কসবাদ ও ধর্মীয় মতাদর্শের অবস্থানগুলিকে নিকটতর করবার নয়, প্রশ্নটি হচ্ছে ধর্মীয় মতামতগুলিকে সুসংগতভাবে বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির দিকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনার।

আস্তিকদের সমাজ চেতনাকে গড়েপিটে নেওয়ার কাজটি অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল প্রক্রিয়া। এখনও অনেকদিন গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী ধারণাগুলোকে ধর্ম-বিশ্বাসীদের চেতনায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধর্মীয় প্রেষণার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে হতে পারে।

গোঁড়া কমিউনিস্ট হিসাবে সবাই সমাজ পুনর্গঠনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করতে আসে না। কেউ কেউ ধর্মবিশ্বাসী হিসাবে, কেউ কেউ করে অস্থির সমাজতান্ত্রিক হিসাবে. যাদের এখনও কিছু কিছু পাতি-বুর্জোয়া সংস্কার বর্জন করতে হবে এবং এরকম আরও। বাস্তববোধকে কখনও বর্জন না করে কমিউনিস্টরা এসব লোকের সমর্থন চাইবে এবং সামাজিক অবিচার ও নতুন সমাজ গড়ার সাধারণ সংগ্রামে তাদের টেনে আনবে। লেনিন লিখেছেন, "একজন অগ্রণী ব্যক্তি অগ্রণী হিসাবে তার কর্তব্য সমাধা তখনই করতে পারে যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এড়িয়ে তাকে পরিচালনা করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" (সংগৃহীত রচনাবলী—সংখ্যা ৩৩, পৃঃ ২২৭)।

পুঁজিবাদী সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রে আরও সুসম্পূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের লড়াই-এর বাইরে মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি তলে ধরা অসম্ভব। ভাবনাচিন্তাগুলো বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয় যখন তারা জনতাকে জয় করে। জনতাকে জয় করার জন্য মার্কসীয় ভাবনা-চিন্তাগুলোর পক্ষে কিন্তু প্রচার ও শিক্ষামূলক কাজই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রেণীসংগ্রামের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে জনতাকে টেনে নিয়ে আসা অপরিহার্য। এ জায়গাতেই মার্কসীয় ভাবনা-চিন্তাগুলো "বাস্তবতা অর্জন" করে—এবং মানুষের আচরণ ও সমাজচেতনা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিশালী নৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এবং সেজন্যই এটা প্রকৃত বাস্তব শক্তি। জনতার কাছে কমিউনিস্ট ভাবনা-চিন্তাগুলো নিয়ে আসা খুব কঠিন পরস্পর-বিরোধী এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর মতাদর্শমূলক ও শিক্ষামূলক কাজকে আবশ্যিক করে তোলে।

মেহনতী মানুষ এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য মহাসংগ্রামে লিপ্ত প্রগতিশীল মানবজাতির অগ্রবাহিনী হচ্ছে কমিউনিস্টরা। পুঁজিবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার থেকে জনতাকে মুক্ত করা এবং মেহনতী মানুষের জন্য প্রকৃত সুখ অর্জনের কাজে তাদের আত্মনিয়োজিত কার্যকলাপ হচ্ছে আমাদের এ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্দীপনার উৎস। ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মেহনতী মানুষ কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্দীপিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নিজেদের জায়গা নেয়।

সংসদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম

বেলজিয়াম, বৃটেন এবং ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা নির্বাচনের শিক্ষা আলোচনা করছেন।

বুর্জোয়া সংসদ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সংসদকে ব্যবহার করার বিষয়ে যে তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি জড়িত সে সম্পর্কে এই পত্রিকায় বারবার আলোচনা হয়েছে। বেশির ভাগ আলোচনাই প্রাধান্য দিয়েছে পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অভিজ্ঞতাকে, দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁদের সংসদে একটি স্থিতিশীল প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং যাঁরা নিয়মিত এক পঞ্চমাংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ভোট পেয়ে থাকেন (ফ্রান্স, ইতালি, ফিনল্যান্ড)।

যে সব কমিউনিস্ট পার্টির সংসদে প্রতিনিধিত্ব কম অথবা একেবারেই নেই, তাদের অভিজ্ঞতা বিচার করার একটি সুবিধাজনক সুযোগ ডেনমার্ক (ডিসেম্বর), বৃটেন (ফেব্রুয়ারির শেষ) এবং বেলজিয়ামের (মার্চ) সাধারণ নির্বাচন উপস্থিত করেছে।

যে সব সমস্যা এতে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে প্রাগে একটি সাময়িক বিনিময়-চক্রে আলোচনা করেন ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য **ইব নরলান্ড**, বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির উপ-সভাপতি **জাঁ টারডি**, এবং **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** পত্রিকার বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **ইড্রিস ককস**। লেনিন একদা যাকে বলেছিলেন "প্রতিক্রিয়াশীল সংসদকে বিপ্লবী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার শ্রমসাধ্য কাজ" (রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ৩৯, পৃঃ—৬৪) তার তাত্ত্বিক দিক নয়, ব্যবহারিক দিকগুলি সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা কেন্দ্রীভূত করেছেন।

যে সুগভীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকট সত্তরের দশকে ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপকে আঁকড়ে ধরেছে, তারই পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনটি দেশের বিগত সংসদীয় নির্বাচন। প্রচারে এবং ফলাফলে তার ছাপ পড়েছে। সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে পার্টি জোটের। ডেনমার্কে ফোলকেটিং-এ প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন পার্টির সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—পাঁচ থেকে দশ। তিনটি দেশেই স্পষ্ট হয়েছে পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার অকার্যকারিতা। উদাহরণ স্বরূপ, বৃটেনে ঐতিহ্যসম্পন্ন শাসক দলের কোনোটিই সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে এবং স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রথম বৃটেনে সংখ্যালঘু (লেবার) সরকার গঠিত হয়েছে। এই বছরের শেষে নতুন নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী।

সংকটের তীক্ষ্ণতার ক্রমবৃদ্ধি, বর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, বিপুলতর করভার, সামাজিক কাজে ব্যয়-সংকোচ, মজুরি হারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং একচেটিয়া মুনাফার প্রকৃতই অসীম প্রসার সম্মিলিতভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামকে তীব্রতর করেছে। ধর্মঘট এবং অন্যান্য গণ-আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিউনিস্টদের ভূমিকা এতে সক্রিয়—শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে তারা একতাগ্রতার সঙ্গে রক্ষা করছে। পার্টিগুলির ক্ষমতা তার ফলে বেড়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনে তাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কারখানার মধ্যে তাদের সর্বাধিক মনোযোগ নিয়োগ করা সত্ত্বেও, সংসদীয় ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্মকে শিথিল করে নি। এবং এখানে ব্যর্থতা এবং সাফল্য দুই-ই ঘটেছে। ভবিষ্যতের জন্য শেষেরটি শুভ ইঙ্গিত।

তথ্য, পরিসংখ্যান

ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি—১৯৬০ সাল থেকে যাদের ফোলকেটিং-এ প্রতিনিধিত্ব ছিল না, তারা ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ১১০ ০০০ (৩.৬ শতাংশ) ভোট পেয়েছে এবং তার ফলে ২ শতাংশের বাধা অতিক্রম করেছে। বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট পার্টি লাভ করেছে পাঁচটি আসন এবং ৩.৭৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ৪৯টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল : তাদের মধ্যে কেউ নির্বাচিত হয় নি এবং মাত্র একজন জামানত ফিরে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যূন ১২.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

বিরাট ব্যবধান

নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে ইড্রিস ককস শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং নির্বাচনে তার নগণ্য প্রতিফলনের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারখানায় এবং খনিতে, ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণসংগঠনে পার্টি প্রভাবশালী, লক্ষ লক্ষ লোককে গণ-আন্দোলনে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে তার সমর্থনের পরিমাণ মাত্র কয়েক হাজার ভোট। বৃটেনের রাজনৈতিক জীবনের এটা সবচাইতে আশ্চর্য এবং সবচাইতে পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য।

কমিউনিস্ট পার্টির যারা বিরোধী তারাও জানে যে কমিউনিস্ট পার্টির অনুকূলে প্রদত্ত ভোটের সঙ্গে তার প্রকৃত রাজনৈতিক গুরুত্বের কোনো আনুপাতিক সম্পর্ক নেই। তার একটা লক্ষণ হোলো যে টোরিরা (এবং লেবার পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ) তাদের নির্বাচনী প্রচারে কমিউনিস্ট ভীতিকে অতিরঞ্জিত করেছে ("বিছানার তলায় লাল জুজু")। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সমস্ত নির্বাচনী কেন্দ্রে পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেখানে প্রতি একশ'তে একজন ভোটদাতা কমিউনিস্টদের ভোট দিয়েছেন। বৃটেনের কমিউনিস্টদের পক্ষে এটা একটা গুরুতর সমস্যা।

এ সবের কারণ বিশ্লেষণ করে ককস প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বৃটেনে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের বিশিষ্ট পদ্ধতির দিকে, যার ফলে শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব লেবার পার্টি কার্যত একচেটিয়া করে ফেলেছে। ঐতিহ্যগতভাবে লেবার পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের রাজনৈতিক শাখা হিসাবে গণ্য করা হয় যার মাধ্যমে তারা তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। দ্বিতীয়, নির্বাচনী ব্যবস্থা এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে শাসক দল দুটি পর্যায়ক্রমিকভাবে সরকার গঠন করতে পারে। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত টোরি এবং লিবারাল ছিল এই দুটি দল, এবং তার পর থেকে টোরি এবং লেবার। তৃতীয় দলকে বাইরে রাখা হোলো তাদের প্রধান লক্ষ্য। তৃতীয় হোলো অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী আইন। "খুঁটির কাছে যে আগে পৌঁছবে সেই জিতবে"—এই নীতির ভিত্তিতে বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় এমন কি একটি ভোট বেশি পেলেই যথেষ্ট। এটা প্রথাগত দলগুলিকেই কার্যত সাহায্য করে, যাদের প্রার্থীরা প্রায়শই সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত হয়। বস্তুত, বর্তমান সংসদের অধিকাংশেরও বেশি, টোরি এবং লেবার উভয় দলেরই সদস্যরা সংসদে আছেন "সংখ্যালঘু অংশের ইচ্ছায়"।

জামানত না জরিমানা

প্রার্থী যদি অন্ততপক্ষে এক অষ্টমাংশ ভোট লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে নির্বাচনী জামানত (১৫০ পাউন্ড) নষ্ট হয়। সমস্ত অর্থেই এটা ছোট ছোট দলগুলির উপর আরোপিত একটা জরিমানা। যদি ৬৩৫টি নির্বাচনী এলাকার সবগুলিতেই কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিনিধি দাঁড় করাতে হোতো, তাহলে নির্বাচনী প্রচার পরিচালনার বিপুল ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত এক লক্ষ পাউন্ড অথবা দশ লক্ষ ডলারের এক চতুর্থাংশ তুলতে হোতো জামানতের জন্য। একটি শ্রমিকশ্রেণীর দল স্পষ্টতই এত অর্থ তুলতে পারে না।

অতীতে প্রধানত কমিউনিস্টরাই নির্বাচনী ব্যবস্থার অবিচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এখন বুর্জোয়া লিবারাল পার্টিও মর্মান্তিকভাবে এই অবিচার অনুভব করছে। গত নির্বাচনে লিবারালরা ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছে (রক্ষণশীলরা ভোট পেয়েছে ১২০ লক্ষের মতো) এবং সংসদে ১৪টি আসন লাভ করেছে (রক্ষণশীলদের আসন সংখ্যা ২৯৬টি); অর্থাৎ লিবারালদের প্রতিটি সংসদ সদস্যের জন্য ৪ লক্ষ ভোট পেতে হয়েছে, অথচ রক্ষণশীলদের প্রয়োজন হয়েছে মাত্র ৪০ হাজার।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হলে—সংসদে এখন দশ থেকে কুড়ি জন কমিউনিস্ট থাকত—পৌরসভার নির্বাচনে, বিশেষত স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসে, বহু কমিউনিস্ট নির্বাচিত হন। সুতরাং নির্বাচনী ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের মতো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য গণতন্ত্রের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

ককস জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, ওয়েস্টমিনিস্টারে কোনো কমিউনিস্ট নেই, এই ঘটনার অর্থ এটা নয় যে পার্টি সংসদ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার উপর পার্টির কোনো প্রভাব নেই। লেবার পার্টির, বিশেষত তার বামপন্থী অংশের বহু সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তাদের সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারি, জরুরী সমস্যা আলোচনা করতে পারি এবং নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব করতে পারি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিত 'মর্নিং স্টার'-এর জন্য লেখেন—লেবার পার্টির নিজস্ব কোনো দৈনিক পত্রিকা নেই।

এই ঘটনাও উপেক্ষা করা উচিত নয় যে বিগত নির্বাচনে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ছিল টোরিদের পরাজিত করা, তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা এবং লেবার দলের একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যাঁরা শ্রমিক-বিরোধী আইন বাতিল করবে এবং একটি প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করবে। সুতরাং লেবার পার্টির দ্বিধা এবং অনুৎসাহী মনোভাব যদিও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে দেয় নি, কিন্তু নির্বাচন অভিযান, ব্যাপকতর অর্থে, আমাদের প্রত্যাশাকেই সঙ্গত প্রতিপন্ন করেছে। আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হয় নি তাতে অবশ্যই সুখের কিছু নেই, কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম নিঃসংশয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, ঠিক যেমনভাবে তার প্রভাব পড়েছে বিগত বছরগুলিতে বৃটেনের রাজনৈতিক জীবনে। ওয়েস্টমিনিস্টারে প্রতিনিধিত্ব না থাকলে ও, পার্টি, আইন প্রণয়ন, সরকারি নীতি এবং ক্ষমতার চৌহদ্দীর বর্তমান পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য সংসদের বাইরে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

এই আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, অস্পষ্টভাবে হলেও, বেলজিয়াম এবং ডেনমার্কেও পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব এবং তার নির্বাচনী শক্তির মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। একথা বলায় কোনো অতিশয়োক্তি নেই, টার্ভে মন্তব্য করেছেন যে বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত প্রভাব তার সদস্য সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। বুর্জোয়া মহলেও এই অভিমত স্বীকৃত এবং তার ফলেই পার্টিকে রাজনৈতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

"অপ্রচিত ভোট"-এর মানসিকতা

ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে সঙ্গে পৌর অথবা সংসদীয় নির্বাচনে

কমিউনিস্টদের সাফল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে না—এই আপাত অসংগতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা, পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ ট্রেড ইউনিয়নের পদ-সমূহে নির্বাচিত লোকজন প্রায়শই সাধারণ নির্বাচনে যথেষ্ট ভোট পেতে ব্যর্থ হন। এর একটা কারণ হোলো যে শ্রমিকরা সহ ভোটদাতাদের একটা বড় অংশ মনে করে যে কমিউনিস্ট-দের একটি ভোট দেওয়া মানে হোলো একটি ভোট "নষ্ট" করা।

এই বিষয়টি প্রথমে লক্ষ্য করেন এঙ্গেলস। আশি বছরেরও বেশি আগে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে বুর্জোয়া নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রধান দল দুটির কোনো একটি দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দেওয়াকে অপচয় বলে গণ্য করা হয় : "ইংরেজদের মতোই মার্কিনরাও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে চায় এবং ভোট অপচয় করে না"।

নরলান্ড বলেছেন যে ডেনমার্কের কমিউনিস্টরাও এই "অপচিত ভোটের" মানসিকতা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেন। সংসদের একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্পর্কে যারা ভীত তাদের অসৎ প্রচার এবং অকপট ভ্রান্তি এই দু-এরই ফল এটা। এবং কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভোটদাতারা এই প্রচারের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। যুক্তিটা সাধারণত এইরকম : "কমিউনিস্ট প্রার্থী কোনো-ভাবেই জয়ী হবে না এবং আপনার ভোট সম্পূর্ণ নষ্ট হবে ; কয়েকজন কমিউনিস্ট প্রার্থী নির্বাচিত হলেও কিছুই তাতে পরিবর্তিত হবে না।" এই ধরনের প্রচারের মোকাবিলা আমরা কিভাবে করতে পারি? প্রথমত, জনগণের মধ্যে আমাদের কাজকে উন্নত করে, সংসদে কমিউনিস্টরা যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে শ্রমিকদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের স্বার্থকে প্রসারিত করতে এবং তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে যেখানেই সম্ভব সংসদীয় মঞ্চকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে। জনগণকে এটা নিশ্চিত করবে যে কমিউনিস্টদের ভোট দেওয়ার অর্থ ভোটের "অপচয়" নয়।

টার্ভে বলেছেন যে বেলজিয়ামেও আমাদের এই যুক্তির সম্মুখীন হতে হয় : "কমিউনিস্টদের পাঁচজন সংসদ সদস্য আছে, যদি তারা আরও দু-তিনজন বেশি পায় তাতে কিছুই পরিবর্তিত হবে না।" প্রকৃতপক্ষে পরাজিত মনোবৃত্তির এই সহজ যুক্তিটি কিছু ভোটদাতা বিশেষ করে মধ্যস্তরের ভোট-দাতাদের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার মতে, আমাদের পরিস্থিতিতে এই আবেগপ্রবণ চিন্তাকে অতিক্রম করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হোলো নির্বাচনী মৈত্রী সম্পাদন করা। বেলজিয়ামে পৌর নির্বাচনে আমরা এই বিষয়ে কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এবং নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে, মৈত্রী যদি স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, যদি তা বাস্তব বিষয়ের ভিত্তিতে রচিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি যদি তার পিছনে থাকে, তাহলে ফলাফল সবসময়ই ভালো হয়। রাজনৈতিক বিচারে এই ধরনের মৈত্রী এর উপাদানসমূহের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

ককস জোরের সঙ্গে বলেছেন যে নির্বাচনে বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অকিঞ্চিৎকর ফলাফল বৃটেনের শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাবের জন্য নয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের ভোট দিলে লেবার পার্টির প্রার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তার টোরি প্রতিদ্বন্দ্বী জিতে যেতে পারে এই ভয়ই শ্রমিকদের সচরাচর চালিত করে। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাছাড়া, আর একটা যুক্তিও আছে—নির্বাচনী প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে যা আমি প্রায়ই শুনতে পেয়েছি তা হল, অনেক শ্রমিকই বলবেন, "আপনার প্রার্থী ভালো যোদ্ধা আমরা জানি। আমরা জানি তিনি সবসময় শ্রমিকদের হয়ে লড়েন। কিন্তু সংসদে তাঁকে পাঠানোর অর্থ কি? তাঁকে আমাদের দরকার এখানে। কথাবার্তা যা বলার সেটা লেবার পার্টির লোকেরা করুক, তারা তাতে দক্ষ।" এটা অবশ্যই সংকীর্ণ সিন্ডিক্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং তা লেবার পার্টির প্রার্থীদের সাহায্য করে।

নির্বাচনী গোষ্ঠী এবং কোয়ালিশন সরকারের চেতনা বৃটেনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি লক্ষ্য করে ককস জোর দিয়ে বলেছেন যে আশু লক্ষ্য হোলো নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার। লেবার পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব অথবা রক্ষণশীলদের সমর্থনের উপর আমরা অবশ্যই ভরসা করতে পারি না, কারণ বর্তমান ব্যবস্থা থেকে উভয়েই লাভবান হয়। বিগত নির্বাচনে টোরিদের তুলনায় লেবার পার্টি ভোট পেয়েছে কম কিন্তু আসন পেয়েছে বেশি, এবং টোরিরা এখন অসন্তোষ প্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও বহুবার একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং আবার তা হতেও পারে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে লিবারাল দলের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন ; তারাও নির্বাচনী সংস্কার চায়।

আমরা কমিউনিস্টরা চাই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অগ্রাধিকারসূচক ভোট, যাতে নির্বাচকরা তাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের পছন্দ প্রয়োগ করতে পারে। এই পদ্ধতি ভালো এবং কয়েকটি দেশে এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে ; নির্বাচকরা সক্ষম হন তাদের রাজনৈতিক পছন্দ প্রয়োগ করতে। বৃটেনে যদি এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোতো তাহলে ভোট "অপচয়ের" কোনো কথা হোতো না। শ্রমিক বুঝত যে কমিউনিস্টদের ভোট দিয়ে সে লেবার পার্টির প্রার্থীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না এবং কোনোভাবেই একজন টোরি প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠাতে সাহায্য করছে না।

জনগণের মধ্যে কাজ সবসময়েই ফলপ্রসূ হয়

ডেনমার্কে কমিউনিস্ট নির্বাচনী সাফল্যের গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে নরলান্ড বলেন একে ভোট এবং সংসদীয় আসনের সংখ্যার নিরিখে দেখা উচিত নয়, যা কারো কারো কাছে খুব বিশ্বাস্য মনে না হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোলো পার্টি তার অবস্থা কাটিয়ে উঠে আরো বেশি শক্তিশালী অবস্থানের জন্য একটি ভিত স্থাপন করেছে। ডিসেম্বর ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আমরা ভোটের

শতকরা ৩.৬ ভাগ পাই, কিন্তু মার্চ ১৯৭৪-এ একটি জনমত গ্রহণে আমাদের ৫.৫ শতাংশ ভোট দেওয়া হয়, এবং মধ্য মে-তে বুর্জোয়া সংবাদপত্র **পলিটিকেন** পরিচালিত অপর একটি মত গ্রহণে দেখা যায় যে এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ১০ শতাংশ ব্যক্তি কমিউনিস্টদের ভোট দেবে। বীজ বপন ও শস্য সংগ্রহের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকলেও জনগণের মধ্যে কাজ কখোনোই অপব্যয়িত হয় না, লেনিনের এই চিন্তার এটি আর একটি দৃঢ় প্রমাণ।

১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে আমরা যখন আমাদের দলের শোধনবাদীদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করি, পার্টির কোনো সংসদীয় প্রতিনিধি ছিল না—আমাদের সব এম পি-ই ছিলেন ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া দলে। বহুদিন পর্যন্ত আমরা শতকরা ২ ভাগের বাধা অতিক্রম করতে পারি নি এবং আমাদের বিরোধীরা ঘোষণা করে যে ড্যানিশ রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির আর কোনো স্থান নেই।

কিন্তু তাদের এই উল্লাস ছিল অসময়োচিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও জনগণের মধ্যে যত্নশীল এবং অধ্যবসায়ী কাজের ফল ফলতে শুরু করে। তাছাড়া, ষাটের দশকের ড্যানিশ ধনতন্ত্রের স্থায়িত্বের জায়গায় এসেছে সত্তরের দশকের গভীর সংকট, এবং বহু সংস্কারবাদী মোহকে তা দূর করেছে। সাধারণ বাজারে ড্যানিশ সদস্যপদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল প্রচার, যদিও তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি কিন্তু তা কমিউনিস্ট পার্টির বিশাল রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করেছে এবং লোকে আজ বুঝতে পারছে ই ই সি সদস্যপদের বিরোধিতা করে আমরা কত সঠিক কাজ করেছিলাম। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে শ্রমিকদের বিশেষ করে তরুণ শ্রমিক ও সাধারণভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে। আমরা একচেটিয়া-বিরোধী মঞ্চে গত নির্বাচনে লড়াই করি এবং তাতেই আমাদের প্রাথমিক সাফল্য আসে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলো আমরা কারখানাগুলিতে কাজকে সংসদীয় ফ্রন্টে আমাদের সংগ্রামের সংগে যুক্ত করি। এটি এমন এক জিনিস যা সোশ্যাল ডেমক্রাট বা অন্যান্য দলের অজানা—তারা মনে করে এই দুই ধরনের কাজ দুটি সমান্তরাল রেখার মতো, যারা কখনই পরস্পরকে অতিক্রম করে না বা মেলে না। বিপরীত দিকে, আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের নির্বাচনী স্লোগানগুলির একটিতে ঘোষণা করি যে আমরা হব "পার্লামেন্টে শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘবাহু।"

এ ঘটনাও আমাদের দৃষ্টিচ্যুত হলে চলবে না যে ডেনমার্কের মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যদি সব নাও হয়, বেশির ভাগ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি কোনো না কোনোভাবে পার্লামেন্টে আলোচিত হয়। এটি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর মতামত উপস্থাপনের জন্য এবং তাদের দাবিগুলি তুলে ধরার জন্য এই সব বিতর্কে অংশগ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুই ধরনের সংসদীয় মতবাদ

কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্রাটিক,—এই দুই ধরনের সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে প্রাণবন্ত মতবিনিময় হয়।

ইব নরলান্ড ঃ আমার মনে হয় দুটি রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যে এসে দাঁড়াচ্ছে এটি। সোশ্যাল ডেমক্রাটরা বর্তমান অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে। কমিউনিস্টরা চায় মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন। এর ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় আলাদা। সোশ্যাল ডেমক্রাটদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার শুরু ও শেষ হোলো পার্লামেন্ট। কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রধান বিষয় হোলো জনগণের সংগে—শ্রমিকশ্রেণী ও অন্য সব শ্রমজীবী জনগণের সংগে—কাজ করা। সোশ্যাল ডেমক্রাটরা প্রধানত অন্যান্য সংসদীয় দলের সংগে আপস খুঁজে বের করে এবং নেপথ্য কৌশল প্রয়োগে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। অপরদিকে কমিউনিস্টরা সমাজের সমস্ত ঘটনা ও সমস্যাবলী প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে আলোচনা করতে চায়। ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংকটের জন্য ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি জোড়াতালি দিয়ে সারানোর স্বাভাবিক সোশ্যাল ডেমক্রাটিক প্রয়াসগুলি আর সন্তোষজনক নয়। জনগণ বিপ্লবী মেজাজ সম্পন্ন না হলেও পুরানো বিষয়বস্তুগুলি বাতিল করে দেয়।

ইদ্রিস কক্স ঃ সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শে তাদের তফাত থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয় কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিদের মধ্যে প্রাচীর তুলে দেওয়া ঠিক নয়। যেমন, একথা ভাবা ভুল যে শ্রমিক দলের সকল লোকই এক রকম। কেউ কেউ সোশ্যাল ডেমক্রাটিক গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করেছে এবং কমিউনিস্ট না হলেও কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির আরো কাছাকাছি সরে আসছে। তারা কমন্স সভায় বক্তৃতা দেয় ও কাজ করে, কিন্তু সংসদ বহির্ভূত গণ-সংগ্রামে—সভা, মিছিল, পিকেটিং ও এই ধরনের অন্যান্য কাজে—অংশগ্রহণও করে। তাদের নির্বাচকদের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এবং তারা যথেষ্ট সঠিকভাবে জনগণের মেজাজ প্রকাশ করে। এই ধরনের লোক এখনও সংখ্যালঘু। তাদের অস্তিত্ব একথা বোঝায় না যে শ্রমিক দল একটি বিপ্লবী অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু এটি একটি ক্রমবিকাশের লক্ষণ এবং আমাদের অবশ্যই একে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

নরলান্ড ঃ হ্যাঁ, সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির মধ্যে পার্থক্য তর্কাতীতভাবে অনেক বেশি। কিন্তু তাতে এ ব্যাপারটি বাতিল হয়ে যায় না যে, দুটি আলাদা **ধরনের** সংসদীয় কার্যকলাপ রয়েছে। আমি এগুলিই বলতে চেয়েছিলাম।

জীন টার্ফভ ঃ সোশ্যাল ডেমক্রাটরা স্বীকার করে যে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হোলো বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং তাকে নতুন অবস্থার সংগে মানিয়ে নেওয়া। এইটিই হলো সমগ্র সংস্কারবাদী প্রবণতার সার। অপরদিকে, কমিউনিস্টদের কাছে পার্লামেন্ট হোলো আমূল সমাজতান্ত্রিক-মূখিন উত্তরণের জন্য গণসংগ্রামের একটি উপাদান মাত্র—নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট উপায়ে সংগ্রামের প্রক্ষেপণ। যাই হোক, আমি কমরেড ককস্‌-র সংগে একমত যে সমস্ত পরিকল্পনীয় ব্যাখ্যা, যা ঘটনার কোনো কোনো দিককে অবহেলা করে তাকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে আমাদের অবশ্য যত্নবান হতে হবে।

নরলান্ড ঃ পার্লামেন্ট কী করতে পারে সে বিষয়ে কমিউনিস্টরা একটি বাস্তব মনোভাব নেয়। তবুও আমাদের

প্রতিনিধিরা তাঁদের দায়িত্ব হালকাভাবে নেননা। তাঁরা দেখান যে আমরা পার্লামেন্টে অন্যান্য রাজনীতিকদের মতোই ফলপ্রসূ উপায়ে কাজ করতে পারি, যদিও আমরা একেবারেই তাদের মতো নই। আমরা আলাদা যেহেতু আমরা সংসদীয় হট্টগোল ও একঘেয়েমি পরিহার করি, এবং যেহেতু কারখানা ও অফিসে শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

পার্লামেন্টে শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের দেওয়া অভ্যর্থনা আমরা পরিবর্তিত করার কাজে আমরা সফল হয়েছি। যেমন, ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীরা জানে যে ফলকেটিং-এ এমন প্রতিনিধি আছে যারা তাদের দাবিগুলির প্রতি মনোযোগ দেবে, সেগুলি আলোচনা করবে এবং তাদের বলে দেবে এর পর কি করতে হবে। অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদেরও আমরা তাদের নির্বাচকদের প্রতি ব্যবহার পাল্টাতে বাধ্য করেছি। এখন আর তারা সরাসরি দাবিগুলি বাতিল করতে সাহস করে না। আর এটা লক্ষ্য করে খুবই সন্তুষ্ট হতে হয় যে, অনেক ট্রেড ইউনিয়ন পার্লামেন্টে নতুন কমিউনিস্ট দলকে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি বলে মনে করে। এই মে মাসের ঘটনাবলী, যখন "অর্থনীতি স্থিতিশীল করার" শ্রম-বিরোধী কর্মসূচী নিয়ে সংসদীয় সংঘর্ষ শতসহস্র ডেনমার্কবাসীর গণসংগ্রাম ত্বরান্বিত করেছিল, তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে আমাদের রাজনৈতিক কৌশল, যার মধ্যে রয়েছে সংসদ বহির্ভূত লড়াই। কেউ কেউ একে বলেছে কমিউনিস্ট-অনুপ্রাণিত উন্মত্ততা। কিন্তু এটি দুটি কারণে মিথ্যা : প্রথমত, কারণ এটি উন্মত্ততা ছিল না, ছিল শ্রমজীবী জনগণের স্বেচ্ছাকৃত আন্দোলন এবং দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক অকমিউনিস্ট জড়িত ছিল।

মোর্চার সমস্যা

মোর্চার সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল যা শুধুমাত্র নির্বাচনী গোষ্ঠী এবং প্রার্থীদের যুক্ত তালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হোলো ব্যাপক জনপ্রিয় শক্তিগুলিকে একটি সাধারণ একচেটিয়া বিরোধী ফ্রন্টে যুক্ত করা। টার্ফভ বলেন, তিনি মনে করেন যে এমন এক সময় আসে, যা মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন, যখন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসংশোধনযোগ্য ত্রুটিগুলি এত পরিস্ফুট হবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন ও অনিবার্যতা বুঝতে পারবে। কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে বহুদূরে অবস্থিত অনেক লোক সহ বিপুল সংখ্যক জনগণ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংকটের ফলাফলগুলির মুখোমুখি হচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে আংশিক উন্নতি আর পর্যাপ্ত নয়, এবং তারা সমগ্র ব্যবস্থা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

যেমন খৃষ্টান শ্রমিক জনগণ আমূল পরিবর্তনের ভাবধারা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। ইতালি ও ফ্রান্সের মতোই বেলজিয়ামেও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এখন অনেক উন্নত। এতে সামাজিক অগ্রগতির সুযোগগুলি অনেক বাড়ে, কারণ খৃষ্টান সংস্থাগুলি খুব বেশি প্রভাবশালী। উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টান ট্রেড ইউনিয়নগুলি অন্যান্য প্রবণতার ট্রেড ইউনিয়নগুলির চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। এবং গুরুত্বপূর্ণ হোলো, বামপন্থী খৃষ্টানরা সোশ্যাল ডেমক্রাটদের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ, আর সোশ্যাল ডেমক্রাটদের তারা এখন একটি দৃঢ় ভিত্তি এবং স্পষ্ট আদর্শগত লাইনবিহীন বলে মনে করে।

বামপন্থী ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে ইব নরলান্ড জোরের সঙ্গে বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা উচিত এবং একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে নিজেদের সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, আমরা ডেনমার্কে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে মোর্চায় আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এবং আমরা মনে করি যে তাদেরও নিজেদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি রক্ষার অধিকার আছে।

নতুন পার্টিগুলি ও "প্রতিবাদের ভোট"

নতুন দলগুলির আবির্ভাব এবং প্রাণবন্ত নির্বাচনী কার্যকলাপের কারণগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তাদের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের ফলে কোনো কোনো ধনতান্ত্রিক পর্যবেক্ষকও দুই পার্টি ব্যবস্থার অবসান হোলো বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ডেনমার্কে পুরোনো পার্টিগুলির স্পষ্ট পশ্চাদপসরণ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, সোশ্যাল ডেমক্রাটরা ২৪টি আসন হারায়, এবং উদারনৈতিকরা ৮টি, যেখানে একজন কুশলী কোটিপতি আইনজীবী প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রেস পার্টি, যা বাকসর্বস্ব জনপ্রিয় বক্তার মতো সমস্ত কর বাতিল করে দেওয়ার পক্ষে দাবি করেছে তা পায় ২৮টি আসন। ব্রিটেনে লিবারাল পার্টি, যা বহুকাল ধরে একটি রাজনৈতিক বন্ধ্যা শক্তি বলে গণ্য, তারা পায় ৬০ লক্ষ ভোট। স্কটিশ ন্যাশনালিস্টরা এবং প্লেড সিমরুও (একটি ওয়েলশ জাতীয়তাবাদী দল) হাজার হাজার ভোট পেয়েছে। আর বেলজিয়ামে "নয়া দক্ষিণ"-এর সাম্প্রদায়িক দলগুলি শুধু সংসদে আসনই লাভ করেনি, "ঐতিহ্যবাহী" বুর্জোয়া শিবিরের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার দাবিও তারা জানাচ্ছে।

নতুন পার্টিগুলির আবির্ভাবের মধ্যে **রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের নীতি** ও তার প্রধান পরিচালক পুরোনো বুর্জোয়া দলগুলির প্রতি আস্থার **ঘনায়মান সংকট** প্রতিভাত হচ্ছে। নতুন নতুন পার্টির উৎপত্তির অর্থ হোলো প্রধানত নির্বাচকদের মোহভঙ্গ এবং অন্তত সামান্যতম পরিবর্তনের ইচ্ছা। কিন্তু নরলান্ড বলেন, তাদের নাটকীয় আবির্ভাব সত্ত্বেও নতুন দলগুলির একটি সংহত কর্মসূচী এবং সুসঙ্গত আদর্শের অভাব, এবং তাদের কোনো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। তারা অসন্তোষের ঢেউয়ের মাথায় চড়তে সক্ষম হয়েছে মাত্র।

ইডরিস ককসএর সঙ্গে একমত হন। তিনি বলেন যে লিবারালদের দেওয়া ভোট হোলো "প্রতিবাদের ভোট"। একটি অ-শ্রেণীক পার্টি, "স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের পার্টি", এবং সর্বোপরি একটি একচেটিয়া-বিরোধী পার্টি হওয়ার দাবিতে লিবারালরা নির্বাচকদের জয় করে। তা-সত্ত্বেও এটি একটি বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক পার্টি, যদিও স্বীকার করতে হবে যে কোনো কোনো বিষয়ে এর অবস্থান একচেটিয়া-বিরোধী। যারা যারা লিবারালদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে লেবার পার্টির নতুন সমর্থক যারা ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্ট প্রাধান্যের ও ব্যাপক জাতীয়করণের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ধনতান্ত্রিক সংবাদপত্রের রিপোর্টের দ্বারা বিভীষিকাগ্রস্ত। লিবারালদের বিবিধ অনুগামীদের মধ্যে বহু বিরোধী ধারা রয়েছে। ককস বলেন, এই ধারা লিবারাল পার্টির একটি স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠা প্রতিহত করবে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে তীক্ষ্ণতর জাতীয় চাপের ফলে আমরা জাতীয়তাবাদী দলগুলির উত্থান দেখতে পাচ্ছি, যা বেলজিয়ামে বিশেষভাবে দ্রুত ঘটছে কিন্তু ব্রিটেনেও তা দৃশ্যমান। জাতীয় অঞ্চলগুলিতে কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের, ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য অধিকতর অধিকার অর্জনের এবং নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার জন্য জনগণের বাস্তব আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাদের দাবিগুলি উদ্ভূত হচ্ছে। যেহেতু পুরাতন ধনতান্ত্রিক দলগুলি এই সমস্যাগুলির সমাধানে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই নির্বাচকমণ্ডলীর একাংশ জাতীয়তাবাদীদের দিকে ঝুঁকেছে।

টার্ফভ বলেন, তিনি এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন যে সোশ্যাল-ডেমক্রাটিক সহ পুরোনো পার্টিগুলি থেকে ভোটারদের "দলত্যাগের" সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নির্বাচনী সম্ভাবনার কমবেশি সমপরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে না। টার্ফভ বলেন, এই ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র বেলজিয়ামেই সত্য নয়, এবং এর কারণগুলির গভীরতর অনুশীলনের বিষয়। তিনি আরো বলেন, কেউ কেউ মনে করবেন যে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ফলে সোশ্যাল ডেমক্রাটদের হারানো ৯০ শতাংশ ভোট কমিউনিস্টদের দিকে যওয়া উচিত। অবশ্যই, কেন তা গেল না তার অনেক ব্যাখ্যা আছে। অবিরাম কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। গত পঞ্চাশ বছরে, এবং বিশেষ করে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় থেকেই এটি অনেক শত্রুভাবাপন্ন ধারণা সৃষ্টি করেছে। এগুলি অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদেরও এ প্রশ্ন করা উচিত যে আমাদের কর্মসূচী ও স্লোগানগুলি সত্যি সত্যিই আজকের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছে কিনা। সম্ভবত কিছু লোকের কাছে আমরা একটি "প্রথাগত" দল হয়ে দাঁড়িয়েছি, যেহেতু পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে, আমরা কি আকর্ষণীয় ও বাস্তব-সম্মতভাবে আমাদের প্রধান লক্ষগুলি উপস্থাপিত করতে শিখেছি?

কোনো চরমপন্থা নয়

মতবিনিময়ে দেখা যায় যে সংসদীয় সংগ্রামের সুবিধাগুলি বেশি বাড়িয়ে দেখা অথবা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সমান ক্ষতিকর। এক অথবা অপর চরমপন্থার উদাহরণ দেওয়া হয়।

ডেনমার্কে সোশ্যালিস্ট পীপলস পার্টির পরিণতি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মোহের বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। সংসদীয় ধরনের সংগ্রামের ওপর জোর দিয়ে এই সংস্থা, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা একটি দল রয়েছে, কার্যত একটি দ্বিতীয়, বলতে গেলে সহযোগী সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে কিছু সাফল্য সত্ত্বেও এটি শ্রমিকশ্রেণীর বৃহৎ অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং এর সংসদীয় কার্যকলাপও পর্দার আড়ালে কৌশল ও আপস-মীমাংসায় অধঃপতিত হয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনে, যেখানে দক্ষিণপন্থী শ্রমিক নেতারা তাদের পার্টিকে তার সংসদীয় দলের লেজুড় এবং ভোট প্রাপ্তির যন্ত্র বলে মনে করে, সেখানে শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে প্রধানত ট্রেড-ইউনিয়ন সঞ্জাত পার্লামেন্ট-বিরোধী অনুভূতি ব্যাপক। ককস বলেন, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টিতেও এমন লোক আছে যারা সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য লড়াই করার সুবিধাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। যদি আমরা ব্রিটেনের নির্বাচনী ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় প্রকৃতি মনে রাখি, তাহলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পার্টি নির্বাচনী প্রচারে যে প্রচণ্ড প্রয়াস করে তার সঙ্গে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনা করলে শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের মধ্যে নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপরিমেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই ধরনের কার্যকলাপের প্রয়োজন বোঝে ও তা সমর্থন করে।

উগ্র-বামপন্থীরা বেলজিয়াম ও ডেনমার্কে জনগণকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করছে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নিস্ফলতার কথা বার বার বলেও তারা তার মধ্যে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ডেনমার্কে যেমন সোশ্যালিস্ট পীপলস পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি উগ্রবামপন্থী দল নিম্নলিখিত আহ্বান প্রচার করে: "পার্লামেন্ট একটি ফাঁকা বুলি। আমাদের প্রার্থীদের ভোট দিন।" নরল্যাণ্ড বলেন, এই ভঙ্গি শুধু সঙ্গতিবিহীনই নয়, হাস্যকরও বটে। আশ্চর্য নয়, যে এর ব্যাখ্যাতারা এখন তাদের কৌশল পরিবর্তিত করছে।

উগ্র বাম মতের সমালোচনা করে টার্ফভ "সৎ বামপন্থী" অর্থাৎ যৌবন ও সংগ্রামশীলতার জন্য যেসব যুবক চরম বামপন্থী মত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, সেই সব লোকেদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা বলেন। একচেটিয়া-বিরোধী মোর্চার পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হলে রাজনৈতিক পরিপক্কতা অভিজ্ঞতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন। এটি কোনো আমূল পরিবর্তনকারী পরিপ্রেক্ষিত নয় এবং এর মধ্যে বিশেষ করে প্রথম দিকে আপসের উপাদান রয়েছে।

তবুও সবসময়েই এমন লোক আছে, বিশেষ করে তরুণ, যারা বাস্তব অবস্থা অগ্রাহ্য করে এবং একটি পরিষ্কার, সহজ, বিপ্লবী কিন্তু বিমূর্ত সমাধান চায়। এতে উগ্র-বাম মতের জন্য উর্বর ভূমি সৃষ্টি হয়। এবং কমিউনিস্টদের পক্ষে সম্ভবত বিজ্ঞতার পরিচয় হবে তাদের প্রচার সমস্যাগুলির কোনো কোনোটির স্পষ্ট রূপদান পুনর্বার পরীক্ষা করা। এটা হয়তো সম্ভব যে আমাদের কোনো কোনো পদ্ধতি উপেক্ষা করে সেই সব বামপন্থী (গোশিষ্ট)-দের সুযুক্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলি, যাদের বিপ্লবী উৎসাহ সঠিক খাতে নিয়ে যাওয়া যেত।

প্রাণবন্ত ও স্পষ্টভাষী এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা লক্ষ্য করেন যে তাঁরা কমিউনিস্ট সংসদীয় ক্রিয়াকলাপ ও শ্রেণীসংগ্রামে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবহারে কয়েকটি দিক মাত্র ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন। যেসব বিষয় বলা হয় তার কিছু কিছু ছিল বিতর্কমূলক, এবং বিষয়টিকে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে বলে ধরা উচিত হবেনা। তাঁরা দেখান যে আজকে বিশ্বে যে সব অবস্থা গড়ে উঠছে সেগুলি পশ্চিম ইয়োরোপে ও আমেরিকায়, কমিউনিস্টদের পক্ষে, যেমন লেনিন পরামর্শ দিয়েছিলেন, "একটি নতুন, প্রথাবর্জিত অ-সুবিধাবাদী ও অ-সুযোগসন্ধানী সংসদবাদের সৃষ্টি করতে" শিক্ষা লাভের অনুকূল।

সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্ব

স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পথে লাতিন আমেরিকা

জাজাইমে শ্চমিরগেল্ড
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

আমেরিকা মহাদেশে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির সংঘাতের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে আগামী বছরগুলিতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পররাষ্ট্র নীতি কি হবে। উত্তেজনা প্রশমনের পরিবেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পুনর্বিন্যস্ত করার ব্যাপারে লাতিন আমেরিকার ভূমিকা কি হবে তা নির্ভর করবে তার ফলশ্রুতির ওপর।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক জোটের অন্যান্য সদস্য দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতি প্রত্যেকটি শান্তিকামী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে দেয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেমন সম্পর্ক হতে পারে এবং আজ কি রকম হওয়া উচিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঘরোয়া ও পররাষ্ট্র নীতির সংযুক্তি জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক সংহতির নীতিসমূহের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটায়।

নিজেদের দেশে এবং বিশ্বের সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকালে লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্টরা মনে করে আজও তাদের নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া সরকারগুলিকে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করা সম্ভব। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে নতুন শক্তি বিন্যাসে, শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রামরত জাতিগুলির মুক্তির শক্তিশালী অবলম্বনস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্ব এ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ মহাদেশের ও অন্য অঞ্চলের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ও উদ্ভূত প্রবণতাগুলি বিশ্লেষণ করে লাতিন আমেরিকার বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিবিদগণ অনুধাবন করতে পারছেন যে তাঁদের নিজ নিজ জাতির জাতীয় স্বার্থগুলিকে সমুন্নত করার ব্যাপারে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক জোটভুক্ত অন্য রাষ্ট্রগুলির, নতুন এশীয় ও আফ্রিকেয় দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংহতির উপর নির্ভর করতে পারেন।

বিপ্লবী শক্তিগুলি এবং ক্রমবর্ধমান শান্তি আন্দোলন ঠাণ্ডা যুদ্ধের যোদ্ধৃবৃন্দকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান দুর্বলতর হচ্ছে যদিও সে তার আগ্রাসী চরিত্র বজায় রাখছে। তাই বিষয়গত উপাদানগুলি—সমাজতন্ত্রের অবস্থান সবলতর হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্ষীয়মাণ প্রভাব—লাতিন আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বিষয়ীগত উপাদানগুলি প্রধানত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্মধারার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। লাতিন আমেরিকা দেশগুলির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন হচ্ছে লাতিন আমেরিকার সরকারগুলি **স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি** অনুসরণে আগ্রহী ও কৃতসংকল্প কিনা। এ সমস্ত নীতি জাতীয় স্বার্থসমূহ, মহাদেশের সাধারণ স্বার্থসমূহ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিসমূহের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি **স্বাধীন সামরিক নীতি**

থেকে অচ্ছেদ্য। নিজ প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করার জন্য লাতিন আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশের সশস্ত্র সামরিক বাহিনী থাকতে হবে। ঐ সামরিক বাহিনী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে এবং সেইসঙ্গে মোড়লতন্ত্র ও বহুজাতিক একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের জাতির স্বার্থসমূহ ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। অর্থাৎ সামরিক বাহিনীকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার চাপিয়ে দেওয়া সমরবাদের নিপীড়নযন্ত্রে পরিণত হওয়া চলবে না।

প্রকৃত স্বনির্ভর আর্থনীতিক নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক সুবিধার্থে লাতিন আমেরিকান ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সম্পর্ক ভিন্ন তা অকল্পনীয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এপথে পদক্ষেপ ফেলছে, তবে তাদের এখনও দীর্ঘ পথ যেতে হবে।

প্রাথমিকভাবে সরকারগুলির পক্ষেই উপরোক্ত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু জনগণেরও একটি চূড়ান্ত ভূমিকা রয়েছে। তাই একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একনায়কতন্ত্র-বিরোধী ও মোড়লতন্ত্র-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে সাংগঠনিক কাজকে সুদৃঢ় ও প্রসারিত করা। লাতিন আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশে শান্তি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি সুদৃঢ় আন্দোলন গড়ে উঠলে গোটা মহাদেশে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করার এবং বিশ্বের জাতিগুলির সঙ্গে দৃঢ়তর সংহতি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে। সাফল্যের জন্য আমাদের একটি সুদৃঢ় আদর্শগত সংগ্রাম চালানো দরকার যার প্রথম লক্ষ্য হবে কমিউনিজম-বিরোধিতার, সোভিয়েত-বিরোধিতার এবং হরেক রকমের উগ্র স্বাদেশিকতার মুখোশ খুলে দেওয়া ও সেগুলিকে নির্মূল করা। যে সমস্ত দেশে এখনও সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতি ও তাদের অনুচরদের কর্তৃত্ব রয়েছে সে দেশগুলিতে শান্তি ও উত্তেজনার প্রশমনের সংগ্রাম সুদৃঢ় করছে সেই সমস্ত শ্রেণী ও জোটের অবস্থানকে যারা জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি চাইছে এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা জয় ও প্রসারিত করার কঠোর প্রয়াস চালাচ্ছে।

পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ পরস্পরযুক্ত। কিন্তু আমরা এও দেখছি পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে এ দুই নীতির তীব্র সংঘাত লেগেই আছে। এর পেছনে একটি শ্রেণী চরিত্রের বিভিন্ন, জটিল কারণসমূহ নিহিত আছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর দেশগুলোতেই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিসমূহের বিরোধ প্রতীয়মান এবং তা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাফল্যের ফলশ্রুতি।

লাতিন আমেরিকায় এমন অনেক দেশ আছে যারা আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের স্বনির্ভরতা ও বাস্তববোধের পরিচয় রেখেছে, যদিও তারা এখনও খুব একটা প্রগতিশীল অভ্যন্তরীণ সংস্কারসমূহ কার্যকর করেনি। বলা বাহুল্য, কমিউনিস্টরা এ বৈষম্যগুলির সমালোচনা করে, কিন্তু তারা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার গুরুত্বকে খাটো করে দেখে না।

একথাও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সার্বভৌম পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণকারী সরকারগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং অন্তর্ঘাতের লক্ষ্যে পরিণত হয়। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থায় সঠিক পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রাত্যহিক ঘটনাবলী ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সমস্ত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সমস্ত রাষ্ট্রের সমানাধিকার, অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে হস্তক্ষেপ না করার নীতিসমূহ ও মহাদেশ ও বিশ্ব-সমস্যাবলী সমাধানে সমান পদক্ষেপে অংশগ্রহণ ও যুক্ত কার্যক্রমের জন্য ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি লাতিন আমেরিকান দেশের নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্য ও কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছেন তা ক্রমশই স্বীকৃতিলাভ করছে।

বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিউবার পররাষ্ট্র নীতির ফলে, চিলির গণ-ঐক্যের সরকারের তিন বছরের কার্যধারার আলোকে এবং পেরু, মেক্সিকো, পানামা ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রের কূটনীতির ফলে ঐ নীতিসমূহ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করছে। সামগ্রিকভাবে মহাদেশের স্বার্থসমূহের কথা পুরোপুরি গণ্য করে স্বাধীন নীতি অনুসরণের সংকল্প গ্রহণ করায় ঐ দেশগুলি আন্তর্জাতিক সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। আর্জেন্টিনার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল পেরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, "প্রত্যেকটি লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে নিজের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করবে।" সেইসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের লাতিন আমেরিকান সংহতিরও প্রয়োজন। আমাদের মহাদেশের কাছে এ এমন এক বাস্তব সম্ভাবনা এবং লক্ষ্য যার জন্য নির্দ্বিধায় আমাদের সকলকে সংগ্রাম করতেই হবে।"*

সংহতি এমন একটি বিষয় যা লাতিন আমেরিকার সমস্ত মহান দেশপ্রেমিকের আকাঙ্ক্ষিত। রিও গ্রান্ডের দক্ষিণে বসবাসকারী জাতিগুলির কাছে আজ এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সংঘাত হ্রাস করা ও সাম্রাজ্যবাদের তিক্ত জের, পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করা একান্ত প্রয়োজন। কয়েকটি দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, খোলাখুলি বা লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিসমূহ প্রতিহত করতে চাইছে। ও দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর পররাষ্ট্র নীতির সাম্রাজ্যবাদমুখিনতায় অবস্থা জটিলতর হয়েছে। আমাদের জাতিগুলির ঐক্য আমাদের অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপকে বিঘ্নিত করবে এবং বিদেশী সংস্থাগুলির জাতীয়করণে রত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও রাজনৈতিক চাপের মুখে অবিচল থাকতে সাহায্য করবে।

---

* লা প্রেনসা মার্চ ৪, ১৯৭৪ দেখুন।

অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সঙ্গে আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ মত হচ্ছে, এ ঐকের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তোলা যেটি অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ও এ এস) ও তার সংস্থাগুলির স্থান গ্রহণ করবে। তবে এ ধরনের একটি সংস্থা গড়া সহজ হবে না। কিন্তু ততদিনে সাময়িক বিলম্ব এবং এমন কি পশ্চাদমুখী প্রবণতাগুলি ও প্রতিবিপ্লবের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও এক নতুন পরিস্থিতির বিকাশ ঘটছে। অনুকূল ধারাগুলির অগ্রগতি ঘটছে। উত্তেজনা প্রশমনের ধারণা দানা বাঁধছে কারণ জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী বিচ্ছিন্নতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঐ বিচ্ছিন্নতার শিকল বহু দশক ধরে তাদের বেঁধে রেখেছে।

শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্ব-শক্তিসাম্যের সাম্প্রতিক পরিবর্তন লাতিন আমেরিকাতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী ও মহাদেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সমর্থনে কিউবা কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার লাতিন আমেরিকান অনুচরদের ওপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা যায় পেরু, আর্জেন্টিনা, পানামা, গিয়েনা, বারবাডোজ, জামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সমাজতান্ত্রিক কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মনোভাব লাতিন আমেরিকান সরকারগুলির পররাষ্ট্র নীতির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখ। আজ আর একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে কিউবার প্রতি মনোভাব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় ও এ এস সাধারণ পরিষদের এপ্রিল অধিবেশনে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলবার্টো ভিগনেস কিউবাকে বয়কট করার বারো বছরের পুরোনো নীতি সংশোধনের দাবি জানান এবং একে 'অবাস্তব ও অসময়োচিত' বলে নিন্দা করেন। পেরুর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিগুয়েল দ্য লা ফ্লোর ভ্যালি বলেন, এ বয়কট "আন্ত-আমেরিকান সম্পর্ক পুনরায় শুরু করার পথে প্রতিবন্ধক এবং লাতিন আমেরিকান সংস্থাগুলির সংহতিকে বিঘ্নিত করছে।" কলম্বোর প্রেসিডেন্ট আলফোনসো লোপেজ মিচেলসেন বারংবার তীব্র ভাষায় কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন বৈষম্যের সমালোচনা করেন। আর্জেন্টিনা সরকার কিউবাকে ১২০ কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মহাদেশে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।*

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ইতিবাচক প্রবণতাগুলিকে বাধা দেয়। চিলির ফ্যাসিস্ট জুন্টার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডায়াজ ও এ এস-এর আটলান্টা অধিবেশনে সতর্ক করেন যে কিউবা "এ মহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে।" অবশ্য তিনি বা তাঁর মতো আরো কয়েকজন মুক্তি দ্বীপের বিরুদ্ধে বয়কট এবং নিষেধাজ্ঞা নীতির ক্ষয় রোধ করতে পারবেন না। বহু লাতিন আমেরিকান সরকার আগামী মার্চে বুয়েনস আয়ারসে অনুষ্ঠিতব্য মহাদেশীয় সম্মেলনে কিউবাকে আমন্ত্রণের পরামর্শ দিয়েছে।

মহাদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ সূচিত হবার ফলে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক মনোভাবসম্পন্ন জতীয়তাবাদী সদস্যদের আবির্ভাব ঘটেছে। কয়েকটি দেশে (পেরু, পানামা, ইকুয়েডর, হণ্ডুরাস ও ১৯৭১ সালের অভ্যুত্থানের আগে বলিভিয়া) তাঁরা ক্ষমতাসীন রয়েছেন এবং অন্যান্য আরো কয়েকটিতে তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠছেন। ফলে লাতিন আমেরিকায় নতুন পররাষ্ট্র নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত স্তরের অফিসার, এমনকি জেনারেলরা সহ উক্ত ব্যক্তিরা ঘনিষ্ঠভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের মতাদর্শ ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক মনোভাব প্রতিফলিত করে থাকেন। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলির সেনাধ্যক্ষ সম্মেলনে পেরু ও আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিরা পেন্টাগনের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

কয়েকটি দেশকে মহাদেশটিকে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যে ফন্দি এঁটেছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তা ব্যর্থ করা। গত মার্চে ব্রাসিলিয়ায় ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে ও বলিভিয়ার নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে এ ধরনের অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও অংশগ্রহণকারীরা বলেন, তাঁদের কোনো জোট বাঁধার পরিকল্পনা নেই, কিন্তু বুর্জোয়া সাংবাদিকরা লিখেছিলেন যে এ সভা একটি সম্ভাব্য কমিউনিস্ট-বিরোধী জোট গঠনের পূর্বস্তর হলেও হতে পারে।*

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চরম অর্থ পিশাচ মোড়লতান্ত্রিক অনুচরদের সহায়তায় ব্রাজিলে একটি শক্তিশালী সামরিক অভিযানের উপযোগী ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। ১৯৭৪ সালে ব্রাজিলের সামরিক ব্যয় ১২০ কোটি ডলারের বেশি।

ইকোয়েডরের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এল পুয়েব্লো'** লিখেছে, ব্রাজিলীয় সৈন্যবাহিনীকে সামরিক অভিযানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সৈন্যদের বলা হয়েছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে ব্রাজিলকে 'মার্কসবাদের বীজক্ষেত্র' নিশ্চিহ্ন করতে হবে।* এ নীতি ব্রাজিলের ইটাইপু বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করছে। এ বাঁধ পারা-

---

* ওয়াশিংটনের সরকারী কর্তৃপক্ষ চুক্তির অংশবিশেষ অর্থাৎ ফোর্ড, ক্রিশলার ও জেনারেল মোটর্স-এর আর্জেন্টিনার অঙ্গসংস্থাগুলি কর্তৃক নির্মিত ৪০ সহস্রাধিক মোটরগাড়ি বিক্রয় বন্ধ করতে চেষ্টা করে। অবশ্য, আর্জেন্টিনা সরকার ঘোষণা করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে তারা অঙ্গসংস্থাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন এবং মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর মুখ বাঁচাবার জন্য এ 'কনসেসন' একটি 'ব্যতিক্রম' বলে সরে আসতে বাধ্য হয়।

* নিউইয়র্ক টাইমস, ১৭ মার্চ, ১৯৭৪ দেখুন

** এল পুয়েব্লো, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৪

* এল পুয়েব্লো ব্রাজিল সৈন্যবাহিনী কর্তৃক 'আমাদের ছেলেদের জন্য সম্মুখসারির সমরশিক্ষা' নামে একটি ইস্তাহার বিলির সংবাদ প্রকাশ করে। 'নীল দেশের গণতন্ত্র বিপন্নকারী একটি লাল দেশকে আক্রমণে' উদ্যত সৈন্যবাহিনীর সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষণসংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ ঐ ইস্তাহারে দেওয়া আছে।

গুয়ের সার্বভৌমত্ব এবং আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিঘ্নিত করবে এবং অতঃপর সংঘাতের আশঙ্কা-বিজড়িত এক অবস্থা ঘনিয়ে তুলছে।

চিলিতে প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধের প্রচার চলছে। ও দেশের সৈন্যসংখ্যা ৪ লক্ষ (জনসংখ্যা ১ কোটি)। চিলির ফ্যাসিস্ট জুন্টা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের জন্য ৬০ কোটি ডলার ঋণ সংগ্রহ করে তা ব্যয় করে চলছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিলিকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র-বাহী ডেস্ট্রয়ার, দুটি সাবমেরিন এবং ফ্যান্টম ফাইটার বোম্বার দিয়েছে এবং বৃটেন দিয়েছে দুটি যুদ্ধজাহাজ ও দুটি সাবমেরিন। ব্রাজিল চিলিকে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের জন্য ৫ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং জাপান ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ। জুন্টা একই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (৯ কোটি ডলার) এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার)-এর কাছ থেকে প্রচুর ঋণ লাভ করেছে। পিনোচেট প্যারিস ক্লাবের কাছ থেকেও ঋণ পাচ্ছে। তারা পিনোচেটকে ৭৬ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আলেন্দে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পেরু ও আর্জেন্টিনার দ্বারা চিলি 'আশঙ্কিত'—চিলির সমরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারকার্য চলছে। জুন্টা ক্ষমতা দখলের জন্য ঐ দু-দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের খোঁচা দিচ্ছে।

বলিভিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার চাপে একনায়কতন্ত্রী শাসক 'সমুদ্রের নির্গমপথে'র জন্য প্ররোচনা-মূলক প্রচার শুরু করেছে। তিনি বলিভিয়ার জনগণের বহুযুগের স্বপ্নকে ব্যবহার করছেন; ঐ আওয়াজকে তিনি সামরিক প্ররোচনাকার্যে, 'গেসেল মীমাংসা'র (ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের নাম অনুসারে তথা-কথিত) স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি যা চান তা হচ্ছে 'টারাপাকা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে একটি করিডর' অর্থাৎ বলিভিয়াকে সমুদ্রের নির্গমপথ দেবার জন্য এমন একটা ভূমিখণ্ড চান যা সর্বদাই পেরুর। জেনারেল ভেলাসকো আলভারাডো সরকারের সঙ্গে বিরোধ বাধাবার প্রয়াস চলছে কারণ চিলি ও পেরুর মধ্যে প্রচলিত ১৯২৯ সালের চুক্তিবলে কোনো দেশ তার সার্বভৌম সীমানার কোনো অংশই পূর্বচুক্তি ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কাছে ছেড়ে দিতে পারে না। আক্রমণ প্রস্তুতি আর গোপন নেই। এমনও ভাবা হয়েছে যে চিলির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আর্জেন্টিনার সৈন্যবাহিনী সম্ভবত পেরুকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে।

মধ্য আমেরিকায় এল সালভাডোর ও হণ্ডুরাসের মধ্যে ছ-বছরের পুরানো বিরোধ আবার জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। আশা করা গিয়েছিল এবছর মিটমাট হয়ে যাবে, কিন্তু গুয়াতেমালা-এল সালভাডোর-নিকারাগুয়ার সামরিক অক্ষশক্তি এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অক্ষশক্তি হণ্ডুরাস এবং কোস্টারিকার বিরুদ্ধে চালিত কারণ ও দেশ-দুটিতে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্য-আমেরিকার প্রতিক্রিয়া-শীলরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। পানামাও অক্ষ দেশগুলির কাছ থেকে আক্রমণ আশংকা করছে।

মহাদেশীয় জলমগ্ন চড়া ও ভেনেজুয়েলার উপসাগরের জল এবং তৎসহ আনুমানিক প্রায় ১৪,০০ কোটি ব্যারেল সঞ্চিত তৈলসম্পদ নিয়ে কলোম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ তীব্র হচ্ছে। উভয় দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরাই এই বিরোধকে বাড়িয়ে দিয়ে কলোম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার সরকারের গঠনমূলক বৈদেশিক নীতিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে ও জনগণের দৃষ্টিকে তাঁদের প্রধান সমস্যা থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে।

লাতিন আমেরিকায় এই উত্তেজনাকে বজায় রাখা ও উস্কে দেওয়ার প্রচেষ্টার পিছনে নিশ্চিতভাবেই স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গঠনকে বাধা দেওয়া এবং শান্তি ও জাতীয় সার্বভৌম নীতির প্রতি আস্থাশীল সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্য রয়েছে। গোষ্ঠীতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পৃষ্ঠ-পোষিত সাম্রাজ্যবাদ 'কু' ঘটায় এবং ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করে। স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণকারী সরকারসমূহ এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামরত সামাজিক শক্তিসমূহের এর থেকে সচেতন হওয়া উচিত।

কমিউনিস্টরা সব সময় যার গুরুত্বের ওপর জোর দিচ্ছে লাতিন আমেরিকায় সেই স্বাধীন বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি সামাজিক প্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টির সহায়ক হাতিয়ার হতে পারে ও তা হওয়া উচিত এবং তা'ই মহাদেশের জনজীবনে বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত পুনরুজ্জীবন ঘটানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের কঠিন কর্ম সমাধা করবে, যে বল্গাহীন বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজি শ্রমজীবী মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট যোগ করে তা'ই তার সমাপ্তি ঘটাতে পারে। শতাব্দীর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় যেখানে লাতিন আমেরিকার দ্বিগুণ ছিল ১৯৭০ সালে সেই পার্থক্যই ১৮ গুণ* হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে লাতিন আমেরিকার ঘাটতি হয় বছরে ৭৫ কোটি ডলার। লাতিন আমেরিকায় রাষ্ট্রস্তরে যুক্তরাষ্ট্রের দাম্ভিক ঘোষণার 'সাহায্য' বছরে ত্রিশ কোটি ডলারের বেশি হয় না।**

'সু-অংশীদারত্ব', 'এই গোলার্ধে', 'নতুন কথাবার্তা', 'আদান প্রদান' ইত্যাদি ওয়াশিংটনের বক্তৃতা সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী অব স্টেট কেনেথ রাশ গত ডিসেম্বরে ঘোষণা করেন যে, 'লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ঐতিহ্যগত ভাবেই কৌশলগত ও রাজনীতিগত ভাবে নির্ণীত হয়ে আসছে। লাতিন আমেরিকার কাঁচা মাল, খাদ্য ও শক্তি সম্পদ এদেশের প্রয়োজন। তা রপ্তানীর জন্য এদেশের ক্রমঃপ্রসারিত বাজারও দরকার।'(৩)

যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইয়োরোপ ও জাপানে সদর দপ্তরওয়ালা বহু জাতিক কোম্পানিগুলি লাতিন আমেরিকার জাতীয়

* ফরেন এ্যাফেয়ার্স, অক্টোবর ১৯৭৩, ৮১ পৃঃ।

** এই অর্থের আশি শতাংশ মার্কিনী কর্তাব্যক্তিদের ভরণপোষণে, আমেরিকায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ও সেগুলিকে মার্কিনী জাহাজে বহন করতেই ব্যয় করা হয়। অবশ্যই এই 'সাহায্য' মূলত মার্কিনী ব্যবসা।

৩ ভাইটাল সিপচেন, ১ জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮৪—১৮৫।

কোম্পানির তুলনায় সম পরিমাণ এমন কি অধিক ক্ষমতাও দাবি করে বা ভোগ করে। যখন তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয় তখনই তাদের সরকার তাদের সমর্থন করে।

সস্তা শ্রম ব্যবহার করে এবং কাঁচা মালের জন্য ন্যূনতম মূল্য দিয়ে তারা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও মহাদেশীয় বাণিজ্য চালু রাখে। লাতিন আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র কুড়ি শতাংশ মহাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। বেশির ভাগ রপ্তানী দ্রব্যই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যায়।

এই অবস্থায় এ্যান্ডিয়ান চুক্তির দেশসমূহ ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোস্টারিকা, পানামা ও অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আর্জেন্টিনার স্বাক্ষরিত চুক্তি রাষ্ট্রগুলির নতুন প্রবণতার প্রতি ঝোঁককে সূচিত করে, যা শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আমাদের জনগণের সংগ্রামের ঐক্যকে রূপ দেবে।

এই প্রবণতাকে সংহত করার জন্য বহু জাতিক কোম্পানিগুলির প্রাধান্যের ইতি ঘটানো উচিত।* বিদেশী পুঁজিপতিদের বহিষ্কার বা তাদের কার্যকলাপকে খর্ব করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকে সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে।

অবশ্য অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অনুকূলে বর্ধমান মনোভাবের কোনো খর্বতা ঘটেনি।

এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক। কিউবা ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক উৎসাহোদ্দীপক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফিদেল কাস্ত্রো বলেন : 'সমাজতান্ত্রিক ও পূর্ণত আন্তর্জাতিকতাবাদী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের দেশের কোনো একটি খনি, বা এক হেক্টর জমি কিম্বা কোনো একটি কারখানারও মালিকানা নেয়নি...তারা কিউবায় লাভের ভিত্তিতে এক কোপেকও বিনিয়োগ করেনি।...'

সিসি সিপি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ-এর সফরকালে হাভানায় এক জনসভায় একথা বলা হয়েছিল। এই সভায় ভাষণদানকালে কমরেড ব্রেঝনেভ লাতিন আমেরিকার দেশসমূহে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেন : 'লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ সমগ্র মানবজাতির প্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই ভবিষ্যৎ হোল স্বাধীনতা, মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির ভবিষ্যৎ। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে চায় যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে, তারা চায় এসব দেশের স্বাধীন কণ্ঠস্বর বিশ্বে আরো আস্থার সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি এর দ্বারা শান্তি ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য লাভবান হবে।'

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা বাস্তবেই সমমর্যাদায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত। আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে এ ব্যাপার উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গেছে। আমাদের দেশে নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রাক্তন জেনারেল পেরোন বলেছিলেন যে তিনি ইয়োরোপের কমন মার্কেট থেকে ঋণ আনার চেষ্টা করবেন। তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, পেরোন সরকার ও তার আগের ক্যাম্পোরা সরকার আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক চালু করতে চায়। এবং এ ক্ষেত্রে উত্তর ছিল বিপরীত। আর্জেন্টিনার পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি হয় স্বাক্ষরিত হয়েছে নয়ত তার কথাবার্তা চলছে। আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আরনেদো আলভারেজ্ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আর্জেন্টিনা ও মহাদেশীয় অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক চুক্তির আত্যন্তিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আর্জেন্টিনার চারপাশে তোলা প্রতিবন্ধককে ভেঙ্গে দেওয়াকে সম্ভব করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা প্রসৃত করার পক্ষে লাতিন আমেরিকায় এক আন্দোলন চলছে। সরকার ও প্রভাবশালী দলগুলি এ আন্দোলনকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।*

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ১৯৬৯ সালের সমাবেশের সিদ্ধান্তকে জনজীবন প্রচুরভাবে সমর্থন জানিয়েছে : "জনগণের জাতীয় চেতনা ও অর্থনৈতিক

---

* সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার জনগণ ভেনেজুয়েলার সরকারের এক ডিক্রিকে স্বাগত জানিয়েছে, এতে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিদেশী কোম্পানিগুলির ৮০ শতাংশ শেয়ার ভেনেজুয়েলার কোম্পানিকে বিক্রি করে দেবার কথা বলা হয়েছে। ডিক্রিতে ব্যবহার্য দ্রব্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, গণ-মাধ্যম, যানবাহন ও অভ্যন্তরীণ-বাণিজ্যে বিদেশী লগ্নি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও বিদেশী তৈল ব্যবসার সুবিধা ১৯৮৩-র আগে শেষ হতে শুরু করবে না, তবু রাষ্ট্রপতি পেরেজ তৈল কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনবেন এবং শীঘ্রই কিছু পরে তিনি এঁদের সম্পত্তি জাতীয়করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বুঝতে হলে একথা মনে রাখতে হবে যে পুঁজিবাদী জগতে তৈল রপ্তানির ক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ ভেনেজুয়েলার ৯৫ শতাংশ তৈল ২০টি বিদেশী কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্টীল ও বেথেলহেম স্টীল-এর কাজে ৫০ বছরের জন্য লীজ দেওয়া লৌহ খনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেনেজুয়েলা মেনে নিয়েছে।

* নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাষ্ট্রপতি পেরেজ ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ও বিদেশী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধতায় ভেনেজুয়েলা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবে।

অসুবিধা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো সরকারকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি গ্রহণে বাধ্য করবে; কিউবা সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও তা প্রসারের প্রবণতাকে তা নির্ধারণ করবে।" আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা নতুন পথের সন্ধান করছে। জনগণের চাপে ও তাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তারা এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান দুর্বলকারী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানতে বাধ্য হচ্ছে।*

শান্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী আরও অধিক সহযোগী পেয়েছে। জোট বদ্ধতার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এ ব্যাপারকে হিসেবে রাখছে।

এই জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা সরকারের ইতিবাচক কাজকে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিত সমর্থন জানিয়েছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের যে দোদুল্যমানতা ও নমনীয়তা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতি ও মোড়লতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের বিরোধী তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করছে। এর পরিণতি হিসাবে তাঁরা সরকারকে উৎখাত করতে পারবে এবং তার ধারাকে থামিয়ে দিয়ে এমন এক সরকার গঠনে সক্ষম হবে যা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের ভিত্তিতে গঠিত হবে ও সামাজিক মুক্তির কর্মসূচী পালন করবে।

গণতন্ত্র-বিরোধী শাসন-ব্যবস্থার জনগণের সংহতির সংগ্রাম, যারা প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে বাধা দিচ্ছে এবং ঘৃণ্য একনায়কতন্ত্রের উৎখাতের জন্য শক্তি সমন্বয় ঘটাচ্ছে তাদের সংগ্রাম এবং শান্তির জন্য আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও লাতিন আমেরিকায় উত্তেজনা প্রশমনের এলাকা সম্প্রসারণ নীতির প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য।

সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের কর্তব্য হোল তাদের সংগ্রামকে স্থায়ী, সঠিক ও গণতান্ত্রিক শান্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। এ ব্যাপারে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, শান্তির সমর্থক বৈধ, আধা-আইনী ও বে-আইনী সংগঠনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাদের কার্যাবলীকে আরো বেশি কার্যকরভাবে সমন্বিত করা উচিত এবং এতদঞ্চলের মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় জনগণকে টেনে আনা উচিত।

চিলির জনগণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য অভিযান এখনও আমাদের প্রধান বিষয়। সামরিক জুন্টার হাতকে স্তব্ধ করে দেওয়া এবং সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিককে বন্দীশিবির থেকে মুক্ত করে আনা প্রকৃতই গণতান্ত্রিক, ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কাজ। এ কাজের সাফল্য শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান অবদান হবে। চিলির বীর জনগণের প্রতি সমর্থন ও ব্রাজিল, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, পারাগুয়ে, গুয়াতেমালা, হাইতি, এল সালভাদর ও নিকারাগুয়ের প্রতিক্রিয়াশীল, অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক, সর্বোপরি লাতিন আমেরিকান সংহতি আর্জেন্টিনা, পানামা, পেরু ও অন্য যেসব লাতিন আমেরিকান দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের আঘাত হেনেছে তাদের জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তা শক্তিশালী শক্তি হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

* আর্জেন্টিনার অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী যোস গেলবার্ড ২৪ এপ্রিল ১৯৭৪, সংবাদপত্রে এক উল্লেখ্য বিবৃতি দিয়েছেন : 'আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পুনর্মিলনে আগ্রহী, এবং তা' শুধু কথার কথা নয়।' তিনি বলেন, 'আমাদের কাঁচা মালের মূল্য সংরক্ষণের দাবির ব্যাপারে ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা তাদের সঙ্গে একমত।'

লাতিন আমেরিকার শান্তি-সংগ্রামীদের লক্ষ্য হোল, পুলিশী ব্যবস্থাকে সেনাবাহিনীতে রূপান্তরের আইনকে রদ করা, আমাদের দেশগুলি থেকে 'পীস কোর' ইউনিট-গুলির প্রত্যাহার, বিদেশী সামরিক কেন্দ্র ও গুপ্তচর কেন্দ্রের অবলুপ্তি এবং গুয়ানতানামো (কিউবা), পুয়ের্তো রিকো ও পানামা থেকে মার্কিনী হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার।

সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকরা লাতিন আমেরিকায় উত্তেজনা প্রশমনের নীতিকে থামাতে এবং লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত করতে চাইছে। মাওবাদীরা ও অন্যান্য ছদ্ম-বিপ্লবীরা তাদের 'দুই বৃহৎ শক্তি' ও 'দুই সাম্রাজ্যবাদ' অতি কথা দিয়ে এদের সাহায্য করছে। এই বিভেদপন্থীরা আর্জেন্টিনার বাম পেরোনপন্থী কর্মীদের উপর তাদের পরাজয়ের মনোবৃত্তি চাপাবার চেষ্টা করছে। 'বৃহৎ শক্তি' সম্বন্ধে বাক্যাবলীর মধ্যেই তাদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা ও সোভিয়েত বিরোধিতা নিহিত। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন তারা লাতিন আমেরিকার প্রতি সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে ঢাকা দিতে পারছে না। 'দুই বৃহৎ শক্তি' অতি কথা-র স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমরা সর্বদা মনে রাখব যে, "আমাদের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই হবে যে নিপীড়ক ও নিপীড়িতদের মধ্যে জাতিগুলিকে বিভক্তি করণই হোল সাম্রাজ্যবাদের মর্মবস্তু!" (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী খণ্ড ২১, পৃঃ ৪০৯)।

ও এ এস কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রযুক্ত ওয়াল স্ট্রীটের প্যান আমেরিকান নীতি অনেক বিপর্যয় সয়েছে। মনরো ডকট্রিন ও 'ইডিওলজিকাল ফ্রন্টিয়ার্স'* মতবাদ অনুযায়ী লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী কৌশল প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। তৎসত্ত্বেও, পশ্চাৎ অপসরণকালেও সাম্রাজ্যবাদ তার সম্প্রসারণ চালিয়ে যাওয়ার নতুন পথ খুঁজছে।

আমাদের দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংগ্রামের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গঠনমূলক প্রয়োগ শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে বিজয়লাভের সঠিক পথ বাৎলে দেয়। মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো; ভেনেজুয়েলা ও কলোম্বিয়ার ভ্রাতৃ পার্টির আলোচনামূলক সভা হয়েছে; আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, পারাগুয়ে ও উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে একটি সভা হয়েছে; তার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক যোগাযোগও ঘটেছে—এ সবই ঘনিষ্ঠতর ঐক্যের জন্য করা হয়েছে। এই সব সভায় যে সব দলিল গৃহীত হয়েছে তাতে এই মহাদেশে যুদ্ধের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি লোপের জন্য সমস্ত শক্তিকে সমবেত করার কথা বলা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য লড়াই যত বিকশিত হবে ততই সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের উপরে নতুনভাবে বিজয় সংঘটিত হবে। লাতিন আমেরিকায় জাতীয় স্বাধীনতার নীতির বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

* আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার সামরিক প্রতিক্রিয়া-শীলদের এই মতবাদ এই মহাদেশে 'কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ' ঠেকানোর অজুহাতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে সমর্থন জানায়। এর প্রবক্তারা দাবি করে যে সংগ্রামের বিষয় হোল 'মতাদর্শগত' এবং তা জাতীয় সীমানা সংক্রান্ত নয়।

প্রকৃত সাম্যের প্রকৃত পথ

১৯৭৫—আন্তর্জাতিক নারী বৎসর

ক্যাটারিনা মেণ্ডেজ
ডব্লু এম আর-এ পর্তুগিজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

দুবছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ প্রস্তাবে আগামী ১৯৭৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক নারী বৎসররূপে চিহ্নিত করা হয়। এতে যে আশা করা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক নারী বৎসর নারীদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে প্রেরণা যোগাতে পারবে, তা ব্যাপকভাবে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাবকে বহু দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিসমূহ সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা এটিকে গ্রহণ করেছেন নারী সংক্রান্ত প্রশ্নের মতো জরুরী বিষয়ের স্বীকৃতি হিসেবে। কারণ গণ-বিবেক এই তথ্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না যে নারীসমাজ, যাঁরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক এবং এক-তৃতীয়াংশ বস্তুগত উৎপাদনের অধিকারী (তা ছাড়া মাতৃত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা তো রয়েছেই), এখনো তাঁরা বেশ কয়েকটি দেশে বৈষম্যের শিকার হয়ে আছেন।

নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামী কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক নারী বৎসরকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অংশগ্রহণ করছেন, কারণ তাঁরা এর মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করেছেন—শুধু আইনগত স্বীকৃতিকেই নয়, নর ও নারীর সাম্যের নীতির প্রকৃত রূপায়ণ সাফল্যমণ্ডিত করা।

বলা বাহুল্য, পূর্ণ নারীমুক্তি রাতারাতি, এমন কি বারো মাসের মধ্যেই অর্জিত হতে পারে না। পঞ্চাশ বছর আগে, লেনিন লিখেছেন যে, "সেই কুখ্যাত আইনসমূহ যা নারী-সমাজকে বৈষম্যের অবস্থানে নিক্ষেপ করেছে...টেনে এনেছে বুর্জোয়া এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের লজ্জার ভেতরে, সমস্ত সুসভ্য দেশেও তা বহাল দেখতে পাওয়া যায়" (খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯)—লেনিন সেদিন যা বলেছিলেন, তা আজও সত্য। ধনতন্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত নারী সমাজের সামাজিক পরিস্থিতি [এই সংখ্যার অন্যত্র এ বিষয়ে এর কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে] কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুনত্বের ছাবি তুলে ধরলেও, সাধারণভাবে একই ধরনের শোচনীয় ও বাস্তব অসাম্যের প্রতিকৃতি রূপেই বিরাজ করছে।

এ কথা স্বীকার্য যে গণতন্ত্রী, বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল নারী আন্দোলনসমূহের শত শত বছরের লড়াইয়ের সুফল ফলেছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের পটভূমিতে ঐ সব লড়াইয়ের দ্বারা নারীর সাম্যের মানবিক আদর্শকে পরিপূর্ণ-ভাবে অর্জন করা যায় না, করা সম্ভব নয়। পুরুষের চেয়ে নারীরা এখনো অনেক বেশি পরিমাণে শোষণ, গৃহকর্মের এবং গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দম বন্ধকরা চাপ এবং শিক্ষা, রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অনৈক্যের দ্বারা পীড়িত।

অতীতে, যেমন যন্ত্রপাতির ধনবাদী ব্যবহারের প্রাথমিক ফল ছিল শিশু ও নারী-শ্রমিক (মার্কস), তেমনি আজকের বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লব নারী-শ্রমের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে এবং প্রথাগতভাবে পুরুষদের কাজের ক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে আসছে। বস্তুগতভাবে একে প্রগতিশীল ব্যাপার বলা যায় কারণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ফলে নারীর ভূমিকার উত্তরণ ঘটছে। কিন্তু অন্যদিকে, ধনতান্ত্রিক সমাজগুলির বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের নেতিবাদী ফলাফলের আরও বেশি করে শিকার হতে হচ্ছে নারীসমাজকে। তাঁদেরই প্রথম ভোগ করতে হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকারির অসুখ, কারণ সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের দরুন তাঁদের পেশাদারি যোগ্যতা সাধারণ-ভাবেই অপেক্ষাকৃত কম। তার পাশাপাশি, উৎপাদনের ধারাবাহিক ঘনীভবন ও একচেটিয়া পুঁজির বর্ধমান ক্ষমতা ছোট ও মাঝারি শিল্প ও খামার—যেগুলি শত-শতাব্দী ধরে নারী-শ্রমকে কাজে লাগিয়েছে—সেগুলিকে ধ্বংস করছে। নারী শ্রমিকরা তাঁদের কাজের প্রচণ্ড চাপ ও একঘেয়েমিতে ভুগছেন। ভুগছেন নার্ভের ওপর চাপে, যা গর্ভবতী নারী ও প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

মাতৃত্বের নিরাপত্তা এখনো এক তীব্র সমস্যা। সংস্থাগতভাবে যেটুকু সুযোগ-সুবিধাই থাক না কেন, কৃষক রমণী, গৃহিণী এবং বাড়ির পরিচারিকারা বহু দেশেই তার আওতার বাইরে রয়ে গেছেন। এঁদের অবস্থা খুবই করুণ, কারণ এঁদের নিয়মিত আয়, ট্রেড ইউনিয়ন নিরাপত্তা বা পেনশনের অধিকার নেই। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে পর্তুগালের অস্থায়ী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক করণীয়গুলির মধ্যে জরুরী স্থান দেয়া হয়েছে সবচেয়ে ঘৃণ্য শোষণ-ব্যবস্থা অর্থাৎ নারীজাতির ওপর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো। গৃহ-পরিচারিকাদের স্থায়ী বেতন প্রবর্তিত করা হয়েছে। এবং সেই বেতন তাঁদের প্রাক্তন সামান্য ও অনিয়মিত বেতনের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁদের অধিকার রক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গণ এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারার প্রকৃত গ্যারাণ্টি না থাকায় শ্রমজীবী-নারীদের ওপর ধনতান্ত্রিক

নিপীড়ন বেড়ে চলে। এই ক্ষেত্রেও নারীদের অবস্থা "বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈপরীত্য একান্ত তীব্রভাবে স্পষ্ট করে তোলে।" (লেনিন, খণ্ড ৩০, পৃঃ ১২০)। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক নারী বৎসর উদযাপনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাবে ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহের অষ্টম বিশ্ব-কংগ্রেস (ভার্না, ১৫—২২ অক্টোবর, ১৯৭৩) থেকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী-নারীসমাজ যেমন সাম্য অর্জন করেছেন, ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমনকি সংবিধানে তাঁদের অধিকারসমূহ স্বীকৃত হলেও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁদের এখনও লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে।"

কমিউনিস্টরা জানেন নারীদের ওপর সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়ন মুছে ফেলতে সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। তবুও তাঁরা এই লক্ষ্যে পেঁছিনোর একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী বৎসরকে বিবেচনা করছেন। তাঁরা হয়-সব না হয় কিছুই নয়—এই অন্ধ সংকীর্ণতাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

যেহেতু তাঁরা নারী-শ্রমিকদের স্বার্থের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান, তাই তাঁরা "নারীদের দাবিসমূহের গোলাপ-বাগিচায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা" করতে প্রস্তুত নন। ক্লারা জেটকিন তাঁর স্মৃতিকথায় লেনিনের এই কথাকে প্রাসঙ্গিক-ভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁর নিজের ব্যাখ্যাও রেখে-ছিলেন,"না, চলতি পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা একটি অথবা আর একটি দাবি আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব—**কিন্তু সর্বহারাদের সাধারণ স্বার্থের সংগে সবসময়েই তাকে অবশ্য অন্বিত করতে হবে।** নিশ্চিতভাবে প্রতিটি সংঘাত আমাদের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-চক্র ও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়িষ্ণু তাদের সংশোধনবাদী দালালদের সংগে সংঘর্ষের ভেতর টেনে আনে। শেষোক্ত শ্রেণীকে হয় আমাদের নেতৃত্বে আমাদের পক্ষে লড়তে হবে, যা তাদের অভিপ্রেত নয় অথবা মুখোস খুলে ফেলতে হবে। এই ভাবে সংগ্রামের পটভূমি **আমাদের কমিউনিস্ট-অস্তিত্বকে তুলে ধরে।**

এই কথাগুলি বিশেষত যেগুলিকে আমি চিহ্নিত করেছি, কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির খাঁটি সংজ্ঞাদানের পক্ষে সেগুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের সংগে নারীসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তির প্রশ্নে দাঁড়িয়ে লেনিন মার্কসবাদী নীতিসমূহের পবিত্রতাকে রক্ষণ করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে যা ধনতান্ত্রিক সমাজের সবরকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ঐক্যের ক্ষতিসাধন করে। তাঁর বক্তব্য আজ কতখানি সত্য, তা আর বলার প্রয়োজন আছে কি? সেগুলো শুধু কৌশলগতভাবে সঠিক নয়, বিষয় সম্পর্কে গভীর ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং নারীসমাজের প্রকৃত সাম্যের খাঁটি পথের পথ প্রদর্শক।

বর্তমানে নারীসমাজ গণজীবনে যত বেশি অংশগ্রহণ করছেন এবং রাজনৈতিকভাবে যত বেশি সচেতন হচ্ছেন নারী-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বগুলি ততই বৃহত্তর তাৎপর্য অর্জন করছে। পর্তুগালে বহু নারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ২৫ এপ্রিলে ফ্যাসিবাদী প্রশাসনের উচ্ছেদের পর তাঁরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তবুও খুব কমলোকেই অনুমান করতে পেরে-ছিলেন যে এত বিশাল সংখ্যক রমণী গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল পার্টিগুলির দ্বারা সংগঠিত সভা-সমিতিতে বা অস্থায়ী সরকারের সমর্থনে বিক্ষোভে যোগদান করবেন। ফ্যাসিবাদী আমলে অধিকাংশ রমণীই দাসীরও অধম ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ ছিল নিরক্ষর, এবং এদের অধিকাংশই নারী। এদের দারিদ্র্য ছিল অবর্ণনীয়। সামান্য আয়ের এক-তৃতীয়াংশই যেত ঘর-ভাড়া দিতে। সারা পরিবার একটি ছোট্ট ঘরে মেঝের ওপর শুয়ে থাকত। সারা দিনের হাড়-বেরকরা কাজের পর আরও প্রাণ-ওষ্ঠাগত খাটুনি যেত রান্নাঘরের কাজে, রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-ধুয়ির ভেতরে। সেই নারীসমাজ এখন জাতীয় গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে এক প্রকৃত এবং বর্ধমান শক্তি হয়ে উঠছেন। এখন শ্রমজীবী নারীরা তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য ন্যায়-পরায়ণতার আশা করতে পারেন। কিন্তু এই আশাকে জিইয়ে রাখার জন্য স্বচ্ছ পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন। এ কথা খেয়াল রেখেই আমাদের পার্টি শ্রমজীবী নারী ও মধ্যবিত্ত নারীদের অবস্থার মৌলিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি কর্মসূচী পেশ করেছেন। নারী-বিষয়ক প্রশ্নে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে গণতন্ত্রীকরণের সাধারণ পদক্ষেপের সংগে একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে অস্থায়ী সরকার তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যাইহোক, সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু কমিউনিস্টদেরও বিকৃত ধারণা আছে। এই একটি বিশেষ কারণের জন্য আমাদের দৈনন্দিন আচরণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বসমূহকে অনুধাবন করতে হবে, সেগুলির প্রচার ও সেগুলির জন্য সংগ্রাম চালাতেই হবে। ক্লারা জেটকিন দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা "নারী-অধিকারের প্রবক্তার ছদ্মবেশে" কেবল "ধনতন্ত্রেরই পক্ষে নৃত্য করেন" এবং গণ-বিবেককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই হল নারী-বিষয়ক প্রশ্নের শ্রেণীগত চরিত্রকে হয় লুকোনো না হয় ঝাপসা করে রাখা এবং শ্রমজীবী নারী জনতার রাজনৈতিক সচেতনভাবে খর্ব করা। আমাদের মনে রাখতে হবে, বহু বছর ধরে বে-আইনী বা প্রায়-আইনী পর্বের গোপনতার ভেতর দিয়ে কমিউনিস্টদের কাজ করে যেতে হয়েছে। তাই, শোষক ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে নারী জাতিরপ্রবল উন্নতি ঘটা সম্ভব এসব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা থেকে উপজাত সংশয়কে আমাদের খাটো করে দেখা মোটেই উচিত হবে না। নিম্নোক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল তত্ত্বগুলিকে যতক্ষণ না সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন ততদিন এক বিরাট কর্মভারকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে:

—যেমন, "প্রতিটি সমাজে নারী-মুক্তির পর্যায়ই সেই সমাজের সাধারণ মানুষের মুক্তির মাপকাঠি" (এঙ্গেলস) ;

—যেমন,"যতক্ষণ না নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর ধনতান্ত্রিক শোষণকে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে, ততক্ষণ উভয়ের বাস্তব সাম্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়" (এঙ্গেলস) ;

—নারীদের যদি রাজনৈতিক জীবনে না আনা যায়,

তাঁদের যদি "হতবুদ্ধিকর গৃহ ও পাকশালার পরিবেশ থেকে ছিঁড়ে আনা না যায়, তবে প্রকৃত স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দেয়া অসম্ভব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, গণতন্ত্রও গঠন করা অসম্ভব।" (লেনিন, খণ্ড ৩০, পৃঃ ৩২৯)।

এই এবং এ-জাতীয় কমিউনিস্ট বক্তব্যগুলিকে আমি শুধু আমার দেশের শ্রমজীবী নরনারী, যাঁরা সম্প্রতি ফ্যাসিবাদী বন্ধন ভেঙে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের জন্যই প্রাসঙ্গিক মনে করি না। লেনিন লিখেছিলেন, "পশ্চিম ইয়োরোপের সমস্ত মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা শুধু সম্প্রতিকালে নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দাবিকে উপস্থাপিত করেছেন··· নারী ও পুরুষকে আইনের চোখে সমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র, তা যতই অগ্রসর প্রজাতন্ত্র হোক না কেন, কেউই তার কার্যকর রূপদান করে নি। কারণ যেখানেই ধনতন্ত্র আছে···যেখানেই পুঁজির ক্ষমতা রক্ষিত হয়, পুরুষ তার সুবিধা ভোগ করে" (খণ্ড ৩০, পৃঃ ৪০-৪১)।

এখনকার ঘটনাবলী এই বক্তব্যের সজীব সাক্ষ্যকে উপস্থিত করে। একটি সাম্প্রতিক সংবাদ-সূত্রে জানা যায় যে একই জাতীয় কাজের জন্য বৃটেনের অধিকাংশ নারী পুরুষের অর্ধেক মাত্র আয় করেন। মাত্র কদিন আগে এই "বনেদী" গণতন্ত্রের দেশে আইন পাস করা হয়েছে যে ১৯৭৫-এর শেষ থেকে নারী ও পুরুষেরা সমান বেতন পাবেন। এ জাতীয় আইনকে কার্যকর করতে গেলে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হবে কারণ; সস্তায় নারী শ্রমিককে ব্যবহার করতে মালিককুল অভ্যস্ত। আমাদের পরিসংখ্যানের আরও অনেক তথ্য লেনিনের বক্তব্যগুলির অভ্রান্ততা প্রমাণ করে। ১৯১৩ সালে লেনিন বলেছিলেন যে নারীদের "পুঁজিপতিরা খুবই আগ্রহের সঙ্গে বাড়ির কাজে লাগাতে চায়, কারণ এক টুকরো রুটির জন্য তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের 'সামান্য কিছু বাড়তি' আয়ের জন্য তাঁরা অকল্পনেয় কম মজুরি গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত" (খণ্ড ৩৬, পৃঃ ২৩০)। ষাট বছর পরেও ইতালির খবরের কাগজে ট্রেড ইউনিয়নের নিরাপত্তা-বিহীন গৃহপরিচারিকাদের ওপর এহেন পাশবিক শোষণের সংবাদ জানানো হয়।

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী বৎসর উদ্‌যাপনের প্রসঙ্গে এ কথাটাও তুলে ধরা দরকার যে পুঁজিবাদী লেখকরা প্রায়ই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন এমনভাবে নারীজাতির ওপর বৈষম্যের প্রসঙ্গ তোলেন। এঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট: তাঁরা প্রশাসন জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে এমন খাতে বইয়ে দিতে চান যা শাসকশ্রেণীসমূহ অনুমোদন করে। সুতরাং তাঁদের নারীদের ভোটাধিকারের কথাবার্তা এবং "অরাজনৈতিক" দাবি-দাওয়ার প্রচারের উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সেই উজ্জ্বল সাফল্যগুলিকে ঢেকে রাখা, যা শুধু নিছক আইনগত নয়, শ্রম, রাজনীতি, গণজীবন, শিক্ষা, এবং পারিবারিক জীবনে নারীসমাজের সাম্যকে বাস্তবিক অর্থে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক সম্পদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের সঙ্গে একটি প্রধান সামাজিক কাজ অর্থাৎ মাতৃত্বকে সমভাবে মর্যাদা দান করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা নারী-সাম্য বিষয়ক এই একান্ত গূঢ় বিষয়ে শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। অথচ এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা মতাদর্শগত-ভাবে প্রমাণ করে গেছেন: "জীবন সৃষ্টি, তা কাজের মাধ্যমেই হোক বা সন্তানের জন্মদানের মাধ্যমেই হোক—দ্বৈত সম্পর্কের উদ্ভব ঘটায়: একদিকে তা প্রকৃতিগত অপরদিকে সামাজিক সম্পর্কগত" (মার্কস)। আধুনিক জগতে সন্তানকে মানুষ করার সঙ্গে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমকে মেশানোর ক্ষেত্রে নারীজাতির পারঙ্গমতার বাস্তব প্রশ্ন উত্তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজতাত্ত্বিকেরা "হঠকারী" সিদ্ধান্ত খাড়া করেন—যে সব মায়েরা চাকরি করেন না তাঁদের জন্য সুপারিশ করেন 'গণ মজুরি'-র অথবা পিতা-মাতার দেয়া নির্দিষ্ট করে 'পেশাদার পরিবারের' চাষ অর্থাৎ ছেলেমেয়ে মানুষ করার। এ সবের কোনোটির সঙ্গেই সামাজিক কর্ম হিসেবে মাতৃত্বের প্রকৃত স্বীকৃতির যোগ নেই, কারণ সামাজিক উৎপাদন ও গণজীবন থেকে মাতৃত্বকে এহেন যান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বাগ্রে ব্যক্তি হিসেবে এবং মাতা হিসেবে নারীর সুষম বিকাশের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টির এবং এরই মাধ্যমে তাঁদের সমাজের সম-অধিকার দানের পথ খুঁজে বের করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমস্যাটিকে এভাবেই মোকাবিলা করা হয়, যদিও সেখানেও, পথ সব সময় কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের সময়ের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মতো নারী-বিষয়ক প্রশ্নটিও দুই দুনিয়ার, দুই সামাজিক পদ্ধতির—পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সংঘাতের প্রতিফলনের চিহ্নবাহী। এই প্রশ্নে স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগই একমাত্র সঠিক পথ। প্রকৃত মুক্তির একমাত্র সঠিক পথের গ্যারাণ্টি হিসেবে শ্রমজীবী-নারীরা এই কারণেই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন।

তথ্য ও পরিসংখ্যান

ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদেমির আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত।

নারীশ্রমিক। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক-বাহিনীর মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ হল নারী (তালিকায় দেখুন)।

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে নারীরা তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্যকল্পে স্বাধীন আয়ের পথ গ্রহণ করছে। বিশেষ করে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে কাজের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ৬৫ শতাংশই নারীদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে দেশের শ্রমিক

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যা

	মোট নারী জনসংখ্যা (000)	মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যা (000)	কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যা (000)	নারী জনসংখ্যায় নারী শ্রমিকের অনুপাত (শতাংশ)	কর্মক্ষম জনসংখ্যায় নারীর অনুপাত (শতাংশ)*
বৃটেন	২৮,৫৮৭	২৫,৪২১	৯,১৬১	৩২·০	৩৬·০
বেলজিয়াম	৪,৯৪০	৩,৯৫৬	১,২৯৪	২৬·২	৩২·৭
নেদারল্যান্ডস	৬,৫০৭	৪,৭৬২	১,২৩৮	১৯·০	২৬·০
ইতালি	২৭,৪৪৬	১৯,০২৮	৫,১১০	১৮·৬	২৬·৮
ইউ. এস. এ	১০৪,৩২২	৮২,৮৯৭	৩০,৮২১	২৯·৫	৩৭·১
ফ্রান্স	২৬,৫১৩	২১,৮৬১	৭,৯৭৩	৩০·১	৩৬·৪
এফ্. আর. জি	৩১,৯৮৪	২৬,৮০২	৯,৬৫৪	৩০·২	৩৬·০
জাপান	৫৩,৯৭০	৫১,৮২০	১৯,৮১০	৩৬·৭	৩৮·২

সূত্র : আন্নুএ্যায়ার ডেস্ স্ট্যাটিসটিকস্ ভু ট্র্যাভেইল। বি আই টি জেনেভা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৪-৩৮।

* আই এল ও-র তথ্য অনুযায়ী হিসাব। ফ্রান্সে কর্মক্ষম জনসংখ্যার নারীর আনুপাতিক সংখ্যা হল ৪৬·৬ শতাংশ; এফ আর জি-তে ৪০·৩ শতাংশ, বেলজিয়ামে ৩৩.৬ শতাংশ, ইতালিতে ২৯.৯ শতাংশ এবং নেদারল্যান্ডস্-এ ২৬.৩ শতাংশ। ১৯৭৩ সালের ২ মার্চের আভান্তি দেখুন, পৃঃ-৩।

বাহিনীর(১) ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশই হচ্ছে নারী। সুইডেনে ১৯৬০ সালে নারী জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ এবং ১৯৭৩ সালে ৫৩ শতাংশ ছিল নারী শ্রমিক। ১৯৮০ সাল নাগাদ তাদের সংখ্যা ৬০ শতাংশে(২) বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ফ্রান্সে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ১০ শতাংশ এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৮ এবং ১৯৭২ সালে যথাক্রমে(৩) তিন শতাংশ এবং ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি চাকরিতেই নারী কর্মচারীদের সংখ্যা খুব বেশি এবং তারা শিল্পে দ্বিতীয় স্থান এবং কৃষিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

নারীদের বেকারি। ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালের মধ্যে জাপানে বস্ত্রশিল্পে নারীদের(৪) ১ লক্ষ কাজের অবসান ঘটানো হয়েছে। ফ্রান্সে অটোমেশন চালু করার ফলে ১৯৮৫ সাল নাগাদ পোশাক-পরিচ্ছদ শিল্পে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং বস্ত্রশিল্পে(৫) আরও ১ লক্ষ ৭০ হাজার কাজের অবলুপ্তি ঘটবে।

১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ২·৬ শতাংশ এবং নারী(৬) বেকারের সংখ্যা ৩·৭ শতাংশ ছিল। ১৯৭৩সালে ফ্রান্সে নারী বেকারের সংখ্যা পুরুষ(৭) অপেক্ষা ৬০ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ইতালিতে প্রধানত খামার ও শিল্পে(৮) নারীদের ১২ লক্ষ ২৫ হাজার কাজ হ্রাস পেয়েছে।

মজুরি এবং শিল্প নিরাপত্তা। বুর্জোয়া দেশগুলির সংবিধানে সমপরিমাণ কাজের জন্য সমপরিমাণ বেতনের নীতি অবলম্বনের কথা ঘোষিত হলেও এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা তা স্বীকৃত হলেও মালিকরা নারীদের বিরুদ্ধে প্রভেদমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে।

এফ আর জি-তে সমপরিমাণ কাজের জন্য পুরুষদের(৯) প্রদত্ত গড় বেতনের ৬৯ শতাংশ মাত্র নারী শ্রমিকদের দেওয়া হয়ে থাকে। ফ্রান্সে পুরুষদের(১০) অপেক্ষা নারীদের বেতন ১৪·২ থেকে ৩৫·৭ শতাংশ কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭১ সালে নারীদের বেতন পুরুষদের(১১) ৫৮ শতাংশের সমান করা হয়েছে।

গৃহের কাজ প্রধানত নারীদের দ্বারা সম্পন্ন করার ব্যবস্থাটি সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ১৭ লক্ষাধিক ইতালীয় গৃহে(১২) কাজ করে থাকে।

১ পলিটিক্যাল এ্যাফায়ার্স, ১৯৭৩ সালের ১০ ও ১১ সংখ্যা : পৃঃ ৩১ দেখুন।
২ ১৯৭৩ সালের ২৪ মার্চের আভান্তির পৃঃ ৩ দেখুন।
৩ ৫ কনফারেন্স ন্যাশনেল দ্যা লা সি জি টি মে-১৭-১৮, ১৯৭৩, প্যারিস, পৃঃ ৭ দেখুন।
৪ ওয়ার্ল্ড ট্রেডইউনিয়ন মুভমেণ্ট সংখ্যা ৩, ১৯৭৩ দেখুন।
৫ লানৌভেলাক্রিট্রিক; সংখ্যা ৫২, এপ্রিল, ১৯৭২।
৬ হ্যাণ্ডবুক অন্ উইমেন ওয়ার্কার্স; ওয়াশিংটন, ১৯৬৯, পৃঃ ৭২।
৭ লা নৌভেলাক্রিটিক; সংখ্যা ৫২, এপ্রিল ১৯৭২।
৮ আভান্তি, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ ৩।
৯ আর লামপ্রেশট, ইভাস টশটার ওয়ার্ডেন মুনডিগ (ডাই রোল্লে ডার ফ্রাউ ইন্ আনসেয়ার গেসেলশ্যাফ্ট্) ডিউস ভারলাগস্—আনসটালট, স্টাটগার্ট, ১৯৭২, পৃঃ ৭।
১০ ৫ কনফারেন্স পৃঃ ১১।
১১ ডেইলি ওয়ার্ল্ড, ২৭ জুন, ১৯৭২।
১২ ইল পোপোলো, ২০ অক্টোবর ১৯৭৩ পৃ ঃ৩।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি বৈচিত্র্য, এ ধরনের কাজ শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য পুনর্জীবিত করা হচ্ছে। এর দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফা আহরণের জন্য গৃহ-কর্মীদের ওপর গভীর শোষণ চালিয়ে মালিকরা কম বিনিয়োগ করতে এবং শ্রমের ব্যয়ভার হ্রাস করতে সক্ষম হচ্ছে। কারণ শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিরোধের জন্য শিল্পে এটা সম্ভব নয়। মালিকরা কোনো চুক্তি না করেই গৃহ-কর্মীদের কাজে নিযুক্ত করে এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত বহু করণীয় কাজ এড়িয়ে যায়।

ফরাসী সি জি টি নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার অতিশয় অপ্রচুর ব্যবস্থার বহু দৃষ্টান্ত রেকর্ড করেছে। একটি খাদ্য উৎপাদন কারখানায় নারীদের হিমাঙ্কের নিম্ন তাপে কাজ করতে হয় এবং ধাতব শিল্পে নারীরা স্নায়বিক চাপের এবং কাজ(১৩) করতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার অভিযোগ করে। ১৯৬৭ সালে ইতালীয় নারীদের ইউনিয়নের উদ্যোগে "শ্রমজীবী নারীদের স্বাস্থ্য" সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক জাতীয় সম্মেলনে শিল্পে নারীদের অক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থিত করা হয়। উক্ত তথ্যে দেখানো হয়েছে, সাধারণ রোগের জন্য পুরুষের প্রায় দেড়গুণ নারী কাজ পাচ্ছে না এবং স্নায়বিক রোগের জন্য পুরুষের প্রায় তিনগুণ(১৪) নারী কাজ পাচ্ছে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভেদমূলক আচরণ। শিক্ষা সম্পর্কে বৈধ কোনো বাধানিষেধ না থাকলেও, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে নারী ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই কম। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কাজে নিযুক্ত নারীদের ৬৪ শতাংশেরই বিশেষ ট্রেনিং-এর অভাব রয়েছে। অধিকাংশ যুবতী নারী যাদের পেশাগত ট্রেনিং রয়েছে তারাও সাধারণ "নারীসুলভ" কাজই করে থাকে।

১৯৬৮ সালে স্পেনে একজন নারীও সরকারি উকীল বা আদালতের কর্মচারী ছিল না এবং তিনজন মাত্র নারী শিশু চিকিৎসক(১৫) ছিল। গ্রেট বৃটেনে মাত্র ৫ শত নারী এঞ্জিনিয়ার রয়েছে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্-এর দু-তৃতীয়াংশ আদালতেই নারী আইনজীবীদের(১৬) প্রবেশাধিকার নেই।

অধিকাংশ নারীরাই হচ্ছে অদক্ষ শ্রমিক, মধ্য ও নিম্ন মানের কারিগর, দোকান কর্মচারী, কেশবিন্যাসকারী এবং এ ধরনেরই কর্মী। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে "পুরুষ" এবং "নারীর" পেশার পার্থক্য ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত ও এ্যালুমিনিয়াম কারখানায় শ্রমিক বাহিনীর ২০ থেকে ৬০ শতাংশই হচ্ছে নারী এবং কয়েকটি মোটর গাড়ি প্রকল্পের বহু দোকানে তাদেরই প্রাধান্য বেশি। অতি ধীর গতিতে হলেও নারী প্রযুক্তিবিদ, এঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রাম নিরূপণকারী এবং অপারেটারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রসূতিদের প্রতি যত্ন। শ্রমজীবী নারী যাদের পারিবারিক কর্তব্যের সঙ্গে কাজকে যুক্ত করতে হয়, তাদের সাহায্যদানের ব্যাপারে বুর্জোয়া দেশগুলিতে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। সরকারি নার্সারি এবং কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা অপ্রচুর, অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানাধীন কাজেই বহু শ্রমজীবী মানুষেরই সামর্থ্যের বাইরে। ফ্রান্সে নার্সারি এবং কিণ্ডারগার্টেনগুলি শুধুমাত্র ৩২ হাজার ৮ শত ২৮টি শিশুকে ভর্তি করতে পারে অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে ৪ কোটিরও অধিক জনসংখ্যার একটি দেশে (ফ্রান্স তাদের অন্যতম) নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে ২ লক্ষ(১৭) শিশুর সংস্থান থাকা উচিত। ইতালিতে সরকারি কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার এবং বে-সরকারি কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার শিশুর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়সের ১০ লক্ষ শিশুদের কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে(১৮) প্রবেশাধিকার নেই। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে সরকারি নার্সারিগুলিতে(১৯) প্রায় ২০ লক্ষ ইতালীয় শিশুদের স্থান হয় নি। বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, স্পেন এবং অন্যান্য দেশগুলিতে একই ধরনের পরিস্থিতি।

জনজীবনে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। সাম্প্রতিক-কালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, সরকারি সংস্থাগুলিতে নারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ফরাসী জাতীয় পরিষদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ১৯৪৬ সালে ৩৯, ১৯৫১ সালে ২৩, ১৯৫৬ সালে ১৯, ১৯৫৮ সালে ৯, ১৯৬২ সালে ৮, ১৯৬৭ সালে ১১ এবং ১৯৭৩(২০) সালে ৮ জন ছিল।

ইতালীয় সংসদে ১৯৪৮ সালে ৪৮, ১৯৫৩ সালে ৩৫, ১৯৫৮ সালে ২৮, ১৯৬৩ সালে ৩২, ১৯৬৮ এবং ১৯৭২(২১)সালে ২৯ জন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল।

পশ্চিম জার্মানির বুন্দেস্টাগে ১৯৬৯ সালে ৩৪ জন বা ৬·৬ শতাংশ নারী প্রতিনিধি এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনের(২২) পর ৩০ জন বা ৫·৪ শতাংশ নারী প্রতিনিধি

১৩ ৫ কনফারেন্স দেখুন।

১৪ ইউনিয়ন্ ডন্ ইটালিয়েন। লা স্যালুয়েট ডেল্লা ডন্না চে লাভোরা, তুরিন, পৃঃ ৪৬১।

১৫ মারিয়া এ্যাঞ্জেলেস দুরান। এল ট্রাবাজো দ্যা লা মুজের এন্ এসপানা। আন এসটুডিও সোসিওলজেকো। এডিটোরিয়েল টেকনস্, এস এ মাদ্রিদ, ১৯৭২।

১৬ কমেণ্ট, নং ১১, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১, পৃঃ ১৬৭।

১৭ ক্যাহায়ার্স ডু কমিউনিজম সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পৃঃ ৬২ দেখুন।

১৮ লুনিতা ৩১ মার্চ, ১৯৭৩।

১৯ গিয়র্নি—ভাই, নুয়োভে সংখ্যা ৩, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৪ পৃঃ ৩৭।

২০ এ মিচেল, জি টেক্সিয়ার লা কনডিশন দ্যা লা ফ্রানকেইস ডি অজোর্ড হুই, প্যারিস, ১৯৬৪, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮১; লুমানিতে, ১১মার্চ ১৯৬৭ এবং ২৮ মার্চ, ১৯৭৩।

২১ নোটিজিয়ারিও ট্রিমেসট্রেল সংখ্যা ২, ১৯৭৪, পৃঃ ৩।

২২ ফ্রাউ জু ফ্রাউ, সংখ্যা ১০, ১৯৭২ দেখুন।

ছিল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর থেকে (পূর্বের ১৭ জন প্রতিনিধির স্থলে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় ১৫ জন নারী প্রতিনিধি রয়েছে।

সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে অধিক সংখ্যায় নারীরা যোগ দিয়েছে একথা সত্য হলেও, নারীরা এখনও সংগঠিত শ্রমিকদের একটা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিয়নের নারী সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১৮·৬ শতাংশ এবং ১৯৬৮ সালের ১৯·৫ শতাংশ ছিল।(২৩) শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নগুলি একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে নারী শ্রমিকদের ভূমিকার প্রশংসা করছে এবং তাদের আরও অনেককে ইউনিয়নের সদস্য করার চেষ্টা করছে।

বুর্জোয়া পার্টিগুলিতে নারীদের আনুপাতিক হার ৫ থেকে ১০ শতাংশ। সম্প্রতি পার্টিগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় নারীদের আনার চেষ্টা চলছে। সোশ্যালিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলিতে নারীদের আনুপাতিক হার সর্বাধিক, এবং ২০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে, নারীদের সংখ্যা হল গড় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ।

পারিবারিক অবস্থা। ধনতন্ত্রের অধীনে পরিবারগুলি বুর্জোয়া জীবন ধারার ফলস্বরূপ, সেখানে অর্থই অনেক সময় পারিবারিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। ফরাসী নাগরিক আইনে এটাকে কঠোরভাবে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশ উক্ত নাগরিক আইনকে আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করত। উক্ত আইনে নারীদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং তাদের স্বামীদের শাসনাধীন করা হয়েছিল। বিবাহের পূর্বে পত্নীরা যে সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল উক্ত আইনে এমন কি সেগুলি নিয়ন্ত্রণের বা শিশুসন্তানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণেরও তাদের অধিকার ছিল না এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও তাদের সমান অধিকার ছিল না।

এই শতাব্দীতে উৎপাদন এবং জনজীবনে নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংগ্রামের ফলে বহু দেশে নারীদের পারিবারিক বন্ধনের জঘন্য রূপগুলির বিলোপসাধনের জন্য আইন পাস হয়েছে। তবে, কোনো ধনতান্ত্রিক দেশেই নারীদের প্রকৃত সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে পরিবারগত আইন পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে নি।

উত্তেজনা প্রশমন—সংগ্রামের প্রধান ঝুঁকি

জন পিটম্যান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির,
রাজনৈতিক কমিটির সদস্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে শান্তি ও গণতন্ত্র সংক্রান্ত কিছু সমস্যার গুরুত্ব এবং পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর নতুন করে জোর দিয়েছে।

ইমপীচমেণ্ট আর গুরুতর অপরাধ ও বে-আইনী কাজের অভিযোগে দোষী প্রতিপন্ন করাকে ব্যর্থ করতে গত ৮ অগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ঘটনা এই দেশের ২০০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। এই ঘটনা রিচার্ড মিলহাউস নিক্সনের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক নীতিগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিশ্বের একেবারে সামনে এনে স্থাপন করেছে। এই নীতিগুলি প্রতিফলিত হয়েছে নিক্সনের সোভিয়েত সফরের মধ্যে এবং তাঁর মার্কিন-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে—যে চুক্তি মার্কিন সরকারকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল। এই সফরগুলি ও তাদের ফলশ্রুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রশাসনের ইতিবাচক কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলি শুধুমাত্র উত্তেজনা প্রশমন এবং জনগণের স্বাধীনতা ও জীবনযাত্রার মানের আংশিক আন্তঃসম্পর্কের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে নি, এগুলি উত্তেজনা প্রশমনের সংগ্রামকে জনগণের স্বাধীনতা ও জীবিকা রক্ষার সংগ্রাম-গুলির একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হল তাঁর রিপোর্টে যেমন বলেছিলেন, যে রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় কমিটি ২৯ জুনের সভাতে গ্রহণ করেছিল—"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উত্তেজনা প্রশমনের প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল মোড় পরিবর্তনকারী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে জড়িত।···আসল ঘটনা হল, উত্তেজনা প্রশমন ছাড়া শান্তির জন্য কোনো প্রকৃত প্রতিশ্রুতি অথবা আণবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে না।···আসল ঘটনা হল, উত্তেজনা প্রশমন ছাড়া মুদ্রাস্ফীতিকে হ্রাস করার জন্য কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রাম হতে পারে না; কারণ উত্তেজনা প্রশমনই যুদ্ধের বিপুল ব্যয় বরাদ্দের বিরুদ্ধে

২৩ ড্যানিয়েল বেল, দি কামিং অব্ পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক ১৯৭৩, পৃঃ ১৪৬ দেখুন।

সংগ্রাম সম্ভব করতে পারে। আসল ব্যাপার হল যে উত্তেজনা প্রশমন ছাড়া করভার হ্রাসের জন্য কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রাম হতে পারে না।"

৯ অগস্ট হল নিক্সনের প্রস্থানকে "আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য" বলে বর্ণনা করে এক সতর্কবাণীতে বলেছিলেন যে "আমাদের দেশের জনগণকে অবশ্যই ঠাণ্ডা-লড়াই-এর চক্রগুলি যে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করছে সেই সম্পর্কে সজাগ করে দিতে হবে. যে চক্রগুলি নিক্সনের প্রস্থানের ঘটনাকে উপলক্ষ করে দেশকে আবার ঠাণ্ডা-লড়াই-এর খাতে, তার উত্তেজনা ও আণবিক যুদ্ধের কিনারে অবস্থানের নীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উত্তেজনা প্রশমনের দিকে অগ্রসর হবে এইটি কেবলমাত্র সংগ্রামী জনগণের আন্দোলনই সুনিশ্চিত করতে পারে। কেবলমাত্র জনগণের একটি আন্দোলনই ১০০ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধের ব্যয় বরাদ্দকে নাকচ করার লড়াই করতে পারে।"

[illegible] এই সতর্কবাণী যে কত সময়োচিত তা দাঁড়াবার পরিপক্ষ হয়েছিল যেহেতু নিক্সনের প্রস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সংগ্রামী বিরোধী শক্তিগুলিকে একেবারে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হল এই আন্তর্জাতিক সংগ্রামের প্রধান জাতীয় রক্ষণ। ডেমোক্রাটিক পার্টিতে জ্যাকসন ওয়ালেস সিটিজেনসন, সোসাইটি প্রমাখেরা আর এ এফ এল-সি আই ও-এর উচ্চপদস্থ নেতৃবর্গ নেতৃত্বাধীন লিবারাল সোশাল ডেমোক্রাট টাইপ ইউনিয়ন ক্যানেডিয়ানপন্থী ট্রটস্কীপন্থী মাওবাদী এবং গণ-প্রচার মাধ্যমের কিছু কিছু অংশ তাদের সহযোগীরা নিজেদের উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষপাতী "আন্তর্জাতিকতাবাদী" বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে কিন্তু একটি শর্তে যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দেশগুলি পুঁজিবাদী জীবনধারা গ্রহণ করবে। এই হল তাদের "তথ্য প্রচারের স্বাধীনতা" ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে "দেশ ত্যাগের স্বাধীনতা"র জন্য দাবির আসল মর্মবস্তু আর এটিকে তারা বর্তমান সমাজতন্ত্র ও তার সাফল্যগুলিকে অবিরত খর্ব করার সংগ্রাম করে থাকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান পার্টি যা এখনও কার্যনির্বাহী শাখার উচ্চ পদগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তার প্রারম্ভিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ইংগিত দিয়েছে যে তারা নিক্সন প্রশাসনের নীতিগুলিকেই মেনে চলবে। এরা সোভিয়েত রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের সংগে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করার জন্য নিক্সন প্রশাসনের নীতিগুলিকেই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রপতিপদে আসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই এক বিশেষ বার্তায় প্রেসিডেন্ট ফোর্ড সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনেদ ব্রেঝনেভকে এই আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরেই ঘটেছে বাণিজ্য বিলের, যা কোনোরকম পক্ষপাতমূলক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রসারিত করার মার্কিন-সোভিয়েত চুক্তিকে রূপায়িত করবে, কংগ্রেসের দ্বারা সেটির অনুমোদন ত্বরান্বিত করার জন্য ফোর্ডের প্রচেষ্টা। অপরদিকে ফোর্ড-কিসিংগার-শ্লেসিংগার প্রশাসন, বর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি নেলসন রকফেলারকে অন্তর্ভুক্ত করতে যেটিকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে সেই প্রশাসন, সামরিক খাতে বিপুল ব্যয় চালিয়ে যাচ্ছে। এই নীতিগুলিকেই গাস হল সঠিকভাবে বর্ণনা করে বলেছেন "বিপরীতমুখী দুই ঘোড়ার পিঠে চড়বার প্রচেষ্টা।"

ফোর্ড প্রশাসনের প্রাথমিক কার্যকলাপের এই বিপরীতধর্মিতা ঠাণ্ডা লড়াই-এর শক্তিগুলিকে যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা সত্ত্বেও এই শক্তিগুলি যথেষ্টভাবে দুর্বল হয়েছে। ওয়াটারগেট ষড়যন্ত্রের দুর্নীতি ও অপরাধে নিক্সনের জড়িত থাকার যে ঘটনাকে তারা তার প্রশাসনের উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক নীতিগুলিকে আক্রমণ করার কাজে ব্যবহার করত, এখন তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তা ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সারা বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক নীতিগুলিকে বিকশিত ও চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শিল্প সহযোগিতাকে প্রসারিত করার জন্য অর্থনৈতিক জীবনের আন্তর্জাতিকীকরণের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া ও তার গতি যা বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের দ্বারা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নীতিগুলিকে ক্রমবর্ধিতভাবে প্রভাবিত করবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধিত শক্তি এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও শান্তি নীতিগুলির ক্রমবর্ধিত প্রভাব একদিকে যেমন উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধীদের প্রতিহত করবে তেমন আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতায় সুস্থিত ভারসাম্যের হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলবে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির নবর্ধিত প্রভাব উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঠাণ্ডা লড়াই কৌশলের বিরোধী এক পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। এই চাপগুলি ছাড়াও যে বাস্তবমূলক কারণগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নেতৃ সমানা-সমানি আগ্রাসনের নীতি থেকে সরে আসতে এবং উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল, সেগুলি কোনো কমে পায় নি বিপরীতভাবে তাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়া যতই বিশ্বের শক্তিগুলির ভারসাম্যকে সমাজতন্ত্র ও শান্তির অনুকূলে ফেরাচ্ছে ততই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের অবক্ষয় ঘটে চলেছে।

মার্কিন একচেটিয়াপতিদের, জনগণের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলিকে বিসর্জন দিয়ে সামরিক খাতে বিপুল ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতি-মুনাফা ভোগ করার প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধিতভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। বিপুলভাবে বর্ধিত সামরিক ব্যয়বরাদ্দের প্রতি বিরোধিতা সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়াপতিদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রচেষ্টার, শ্রমের মানুষ মারা তীব্রতা বৃদ্ধির এবং রাষ্ট্রের যোগসাজশ ও শ্রেণী সমন্বয়বাদী ট্রেড ইউনিয়ন আমলাদের সহযোগিতায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ও স্বাধীনতাগুলির ওপর তাদের আঘাতের প্রতি

জনগণের অসন্তোষ প্রকাশেই সহায়তা করে। তাদের জীবিকা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলি রক্ষার জন্য জনগণের সংগ্রাম উত্তেজনা প্রশমনের জন্য জনসাধারণের এই চাপ সৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে ও তাকে শক্তিশালী করেছে।

মার্কিন প্রশাসনের পরিবর্তন এই চাপগুলিকে দূরও করে নি, এমন কি হ্রাসও করে নি। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের গভীরতা বৃদ্ধির এবং যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিকেই আঘাত করছে, তারই পরিণামস্বরূপ সংকটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির লক্ষণগুলি এখনও স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান। এই বছরের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ মাসে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল আর প্রথম তিন মাসে এই হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৭ শতাংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্রুত বৃদ্ধিপাওয়া মুদ্রাস্ফীতি, যা ঘটে চলেছিল এবং যা ১২ শতাংশ বার্ষিক হারে গিয়ে ঠেকেছিল। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক নিউ ইয়র্কের ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের ২২ জুলাই-এ প্রকাশিত ইকনমিক উইক সংখ্যায় বলা হয়েছিল যে "অর্থনীতি এক ব্যাপক মন্দার কবলে পড়েছে" যা ১৯৫৭-৫৮ সালের হ্রাসের পর অভূতপূর্ব এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে এই মন্দা ১৯৭৪ সাল জুড়ে চলবে। উপরন্তু নিউ ইয়র্কের অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় ব্যুরোর এক বিশ্লেষকের মতানুসারে, যা ৯ অগস্টের ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে "১৯৭০ সালের শেষ দিকে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক লক্ষণীয় মন্থরতা ঘটবে এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত যা ভালোভাবেই চলবে।"

জনগণের জীবিকা ও স্বাধীনতাগুলির বিরুদ্ধে এক-চেটিয়া পুঁজির আক্রমণ যত ক্রমবর্ধিতভাবে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থগুলিকে বিপন্ন করে তুলেছে, শ্রেণী সংগ্রামের পরিধি ও তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণ-অসন্তোষ ফুটে উঠেছে। মার্কিন শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত, বৃহত্তম ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ক্রেতাসাধারণের সংখ্যালঘুরা, শান্তি আন্দোলনকারীরা, নারী, পিতামাতা ও শিশুদের, ভাড়াটিয়াদের, এবং কর ব্যবস্থা ও সরকারের সংস্কারে আগ্রহীদের নানাস্তর বিশিষ্ট সংগঠনগুলি তাদের দাবিসমূহের সমর্থনে গণ-কার্যক্রম গড়ে তুলেছে। অভিযান, বিক্ষোভ প্রদর্শন, পিকেটিং আবেদন -অভিযান, অসংখ্য সমাবেশ ও জনসভা এবং একচেটিয়া ও সরকারের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধরনের বিরোধিতা দেশের সর্বত্র আরও ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের দাবিগুলি সংগ্রামের প্রসারতা প্রতিফলিত করেছে : দ্রব্যমূল্য হ্রাস, একচেটিয়া তৈল শিল্পের জাতীয়করণ, দরিদ্রদের ঘাড় থেকে বোঝা ধনীদের ওপর চাপাবার জন্য কর ব্যবস্থার সংস্কার কর্মরত মায়েদের ও শিশুদের দৈনন্দিন দেখাশোনার সুযোগ-সুবিধা দান, ভাড়া হ্রাস ও কম ভাড়ায় বাসগৃহের ব্যবস্থা, নারীদের পূর্ণ সমতা, বর্ণগত ও রাজনৈতিক নিপীড়নের অবসান, সামরিক ব্যয় হ্রাস স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে সংহতি।

ফোর্ড প্রশাসন কি মার্কিন অর্থনীতিতে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আনতে সমর্থ হবে? মুদ্রাস্ফীতিকে খর্ব করার জন্য, যাকে তিনি তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর সরকারের প্রারম্ভিক ব্যবস্থাগুলি তাঁর পূর্বসূরির অনুসৃত নীতিরই প্রায় অনুরূপ। সরকারি ব্যয় হ্রাস করার তাঁর যে অভিপ্রায় তা সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না এবং এর অর্থ শুধু হতে পারে সেই সব সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের বরাদ্দ অর্থ হ্রাস করা যেগুলো থেকে জনগণ দীর্ঘদিন বঞ্চিত রয়েছে যেমন শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যে জর্জরিত ৪ কোটি মানুষকে সাহায্যের জন্য যে অর্থ। মজুরি কমিয়ে রাখার তার যে পরিকল্পনা, যাকে তিনি বাগাড়ম্বর করে, মজুরি-মূল্য নিয়ন্ত্রণ বলে দেখিয়ে থাকেন, তা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের আরও অবনতি ঘটাবে, শ্রমিকদের মজুরির ক্রয়ক্ষমতাকে আরও হ্রাস করবে, যা এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে এপ্রিল ১৯৭৪ সালের মধ্যে ৭.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এবং জুন মাসে আবার হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে পর পর আট মাস ধরে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেল।

উপরন্তু ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দ্বিশততম বার্ষিকীর ঠিক আগে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যেমন বলা হয়েছিল, "শাসিত জনগণের সম্মতিক্রমে সরকার", মার্কিন সরকারের শীর্ষে থাকবেন একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপরাষ্ট্রপতি যাঁদের কেউই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন নি। উপ-রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও তার কাজকর্মের রেকর্ড এই পরিস্থিতিকে আরও অশুভ করে তুলেছে। এই উচ্চপদে যাঁরা আসীন হয়েছেন, তার মধ্যে রকফেলার হচ্ছেন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, তাঁর বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষ ডলারেরও বেশি বলে নিরূপণ করা হয়েছে এবং তিনি হলেন একচেটিয়া পিরামিডের একেবারে শীর্ষে অবস্থিত এক পরিবারের সদস্য, যে পরিবারের ফেডারেল সরকারে, বেশির ভাগ রাষ্ট্রের ও শহরের সরকারগুলিতে এবং ডেমক্রাটিক ও রিপাবলিকান এই উভয় পার্টিতেই নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রভাব রয়েছে।

ওয়াটারগেট ষড়যন্ত্রের অনুসন্ধানপর্ব যত প্রকাশিত হচ্ছিল, সাংবিধানিক সরকার ও জনগণের স্বাধীনতাগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আরও জোরদার হচ্ছিল। গোপন তথ্যাদি প্রকাশিত হওয়ায় দেখা গেল যে তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি নিক্সন কার্যনির্বাহী বিভাগে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার এবং নিপীড়নকে আইনসঙ্গত করার জন্য আদালতগুলিকে পুনর্গঠন করার প্রক্রিয়াকে তাঁর পূর্বসূরিদের তুলনায় অনেক বেশিদূর নিয়ে গিয়েছেন। যদিও এই প্রক্রিয়াটি রুজভেল্টের প্রশাসনে শুরু হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সময় যত্ন-সহকারে একে আরও বিকশিত করা হয়, রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার, কেনেডি ও জনসনের সময় এই-প্রক্রিয়াটি আরও বিকাশলাভ করে, কিন্তু নিক্সন এটিকে একটি বিশেষ চরিত্র দান করেছেন।

১৯৭০ সালের জুন ও জুলাই মাসে নিক্সন সি আই এ, এফ বি আই, ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সী এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর প্রধানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁর তথাকথিত "হাসটন পরিকল্পনা" রূপায়িত করার জন্য যার উদ্দেশ্য হল একটি ব্যক্তিগত অতি-গোপন পুলিস বাহিনী গঠন করা যা রাজনৈতিক গোয়েন্দা-

গিরি, টেলিফোনে আড়িপাতা, সিন্ডিকেটে চুরি, আড়িপাতা, চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ, বেসামরিক জনগণের ওপর সামরিক গোয়েন্দাগিরি, প্ররোচনা-সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠনগুলিতে ঢুকে পড়া প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হবে এবং তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও অন্যান্য কার্যকলাপ সংঘটিত করেছিল। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় এই পরিকল্পনাটি পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচন কমিটিতে (CREEP) বিভিন্ন কর্পোরেশন ও এককভাবে কোটিপতিরা যে লক্ষ লক্ষ ডলার সাহায্যদান করেছিল তার দ্বারা এই পরিকল্পনা রূপায়ণে একচেটিয়া পুঁজির যোগসাজশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই পুনর্নির্বাচন কমিটির (CREEP) অপরাধ-মূলক কার্যকলাপ পরবর্তীকালে উদ্ঘাটিত হওয়ায় ১৯৭২ সালে নিক্সনের তথাকথিত "বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভে"র সত্যতার ওপর সন্দেহের ছায়াপাত ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজি, ওয়াটারগেট পর্বে, নিক্সনের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে আরও সাংঘাতিক অপরাধ সংঘটিত করেছিল। গাস হল তাঁর সর্বশেষ বই দি এনার্জি রিপ-অফ্-কজ এন্ড কিওর (ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৪)-তে বলেছেন যে রাজনৈতিক শিল্প-সামরিক জোটের ক্ষেত্রে···বৃহত্তম ওয়াটারগেট অপরাধ হল—কাম্বোডিয়া বে-আইনীভাবে আক্রমণ ও সেখানে গোপন বোমাবর্ষণ, জঘন্য গণ-হত্যা সংঘটনের জন্য হ্যানয় ও হইফং-এ বোমাবর্ষণ, চিলিতে রক্তাক্ত ফ্যাসিবাদী ক্ষমতা দখলের আয়োজনের জন্য আই টি টি ও কেনেকটের সঙ্গে সহযোগিতা। আরও ভয়ানক অপরাধ হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে—যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন শ্রমিকদের মজুরি হচ্ছে স্থিতিশীল ; সামাজিক প্রয়োজনের জন্য নির্ধারিত লক্ষ লক্ষ ডলারের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা ; কাজের ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায় জনগণের ওপর অসাংবিধানিক, বে-আইনী আক্রমণ এবং উণ্ডেড্ নী-র দ্বিতীয় নৃশংসতায় ইণ্ডিয়ানদের ওপর জল্লাদের মতো আক্রমণ। তেলের ঘাটতি এবং সেই সম্পর্কে নিক্সন প্রশাসনের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত আমেরিকার জনগণের প্রতি কৃত বৃহত্তম অর্থনৈতিক অপরাধের মধ্যে একটি।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানের কিছু কিছু দিক প্রকাশ পেয়েছে। যাই হোক একচেটিয়া পুঁজি যে এই প্রক্রিয়াটির আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল এবং তাদেরই চিন্তা-ভাবনা এর পেছনে এই সত্যটি যাতে প্রকাশ না পায়, সমস্ত সরকারি অনুসন্ধানে সেই চেষ্টা করা হয়েছে। নিক্সনের ক্ষেত্রে, প্রতারণার প্রতি আসক্তিই তাঁর সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাঁর সমস্ত সহযোগীদের অগোচরে ও সম্মতি ছাড়াই তাদের সঙ্গে কথোপকথন যে সব গোপন টেপে তিনি রেকর্ড করেছেন সেইগুলিই ওয়াটারগেট ষড়যন্ত্রে ও তাকে ঢাকা-দেবার প্রচেষ্টায় নিক্সনের নেতৃত্বের ও পরিচালনার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে। তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব উদ্ঘাটিত হওয়ায় তাঁকে অভিযুক্ত ও শাস্তি দানের জন্য দেশের মধ্যে যে দুর্বার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার দ্বারা তাঁর সুনিশ্চিত বহিস্কার অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

এই দাবি দেশব্যাপী শত শত সংগঠনের গণ-কার্যক্রমের ফেডারেল, রাষ্ট্রীয় ও পৌর মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলিতে রিপাবলিকান প্রার্থীদের পরাজয়ের এবং হোয়াইট হাউসে ও প্রেসে টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্রের প্লাবনের রূপ গ্রহণ করেছিল। সংবিধানসম্মত সরকারের রক্ষার প্রশ্নটিকে ইমপীচমেণ্টের জন্য প্রচারাভিযানের কেন্দ্রে রেখে এককভাবে ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। পশ্চিম উপকূলের নাবিকরা, যুক্ত খনি শ্রমিকরা, পরিবহণ কর্মীরা, যুক্ত মোটরগাড়ী শ্রমিকরা, যুক্ত বিদ্যুৎ শ্রমিকরা, কষাইখানার শ্রমিকরা, ফার শ্রমিকরা এবং অন্যান্য ইউনিয়নের সাধারণ কর্মীরা ইমপীচমেণ্টের জন্য আন্দোলনে তাদের সংখ্যা ও প্রভাব যোগ করেছিল। ১৯৭২ সালে এ এফ এল-সি আই ও সম্মেলনে ইমপীচমেণ্টের পক্ষে মনোভাব এত অদম্য হয়েছিল যে শ্রেণী-সমন্বয়বাদী নেতাদের মিনি ফিটসিমনস্-অ্যাবেল-চক্রটি এ এফ এল-সি আই ও কর্তৃক সরকারিভাবে সমর্থিত ইমপীচমেণ্টের দাবিকে অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের অশুভ তাৎপর্য ও গুরুত্বটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অথবা তার বাইরে খুব তাড়াতাড়ি জনসাধারণের গোচরীভূত হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল যে নিক্সনের এ গোপন যন্ত্র নয়া-ফ্যাসিবাদী বিপদকেই বর্ধিত করেছে। কিন্তু যাই হোক সরকারি অনুসন্ধান সংস্থাগুলি এবং গণ-সংবাদ প্রচার মাধ্যমগুলি ওয়াটারগেটের শ্রেণীগত উৎস, রাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে এর উৎসকে, এর দ্বারা বর্ণ-বিদ্বেষ, আরব-বিদ্বেষ এবং উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের ব্যবহারকে, শ্রেণী-সমন্বয়বাদী এ এফ এল-সি আই ও উচ্চপদস্থ আমলাদের সহযোগিতাকে, একচেটিয়াদের দুই রাজনৈতিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে এর যোগাযোগকে এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীদের যেমন জন বার্চ সোসাইটি, লিবার্টি লবি, ন্যাশনাল স্টেট্স্ রাইট্স্ পার্টি, ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ক্রুসেড্, ন্যাশনাল ইউথ অ্যালায়েন্স, আমেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি, হোয়াইট সিটিজেনস্ কাউন্সিল, কু ক্লুক্স ক্লান্ এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট হোয়াইট পিপল্স পার্টিকে সক্রিয় করে তোলার ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য বিপুল আয়োজন করেছিল।

এই প্রচার মাধ্যম এই ষড়যন্ত্রকে শুধুমাত্র একটি প্রতারণার ঘটনা, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে বারবার সংঘটিত দুর্নীতির লজ্জাকর ঘটনার একটিমাত্র বলে অথবা রিপাবলিকান ও ডেমক্রাটদের মধ্যে একটি দলীয় কলহ বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল। এই "ব্যাখ্যাগুলি" অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সরকারি কর্মচারীরা ও প্রচার মাধ্যম বেছে নিয়েছিল এবং জনগণের কাছে হাজির করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী তার নিজস্ব স্বতন্ত্র লাইন অনুসরণ করেছিল। সব সময়ে তারা যা করে থাকে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিটিকেই তারা মেনে চলেছিল যারই মধ্যে রয়েছে অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ ঘটনাবলীর শ্রেণীগত তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন থেকে তাদের মনোযোগ নিক্সন প্রশাসনের বৈদেশিক নীতিসমূহের, বিশেষ করে উত্তেজনা-প্রশমনের

সহায়ক নীতিগুলির উপরই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক শান্তি কর্মসূচীর সংগতিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে, সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তির ফলে যা আরও অগ্রসর হয়েছে, সেগুলিকে সংহত করা। কমিউনিস্টরা জানে যে এইটি যুদ্ধের বিপদকে অপসারিত করতে সাহায্য করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ সুবিধাকে আরও বর্ধিত করে, ফলে প্রায় সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ সাধিত হয়।

কি করে একই প্রশাসক দেশের মধ্যে আনুষঙ্গিক নিপীড়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত থেকে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে চালিত নীতি অনুসরণ করতে পারে, এই আপাত-বিরোধিতাটি রাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থগুলির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলির ও জীবনযাত্রার মানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাবার জন্য ও বিশ্বব্যাপী তাদের কাজ চালাবার জন্য মার্কিন একচেটিয়াপতিদের প্রশাসনের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিক অবস্থানের ক্রমাগত অবমূল্যায়নের জন্য বিশ্বব্যাপী কার্যকলাপে সমর্থন তাদের বিশেষ করে প্রয়োজন। বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান ক্রমাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে যখন সামরিকীকরণ ও মুদ্রাস্ফীতির **শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির** মাধ্যমে একচেটিয়াদের অতি মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অভ্যন্তরীণ নীতিতে দক্ষিণ দিকে ঘুরেছিল। আবার এই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উত্তেজনা প্রশমনের নীতির দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তিত ভারসাম্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল যেখানে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রভাবশালী একচেটিয়া মহলের নির্দিষ্ট স্বার্থ জড়িত ছিল। পূর্ববর্তী প্রশাসন এই পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্যগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে নিক্সন অভিযুক্ত হওয়া ও শাস্তি পাওয়ার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন—যে প্রক্রিয়া ওয়াটারগেট ষড়যন্ত্রের প্রকৃত অপরাধীদের উদ্ঘাটন করার দিকে যাচ্ছিল এবং আর একটি ওয়াটারগেট প্রতিরোধ করার জন্য দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেছিল। একচেটিয়া পুঁজি আশা করে যে "সৎ" ব্যক্তি হিসাবে ফোর্ড সম্পর্কে ধারণা আছে যদিও কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীল আইনসভা সদস্য হিসাবে তার রেকর্ড রয়েছে, এবং তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে "দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকা ও অভিজ্ঞ প্রশাসক" হিসাবে ধারণা, এই ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা আবার ফিরিয়ে আনবে। মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টি সাবধান করে দিয়েছে যে জনগণের স্বাধীনতাগুলিকে রক্ষা করার জন্য ফোর্ডের "সততা" অথবা রকফেলারের "দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থাকবার ক্ষমতা"—কোনোটির ওপরই নির্ভর করা ভুল হবে। গাস হল বলেছেন যে "শুধুমাত্র জনগণের একটি জঙ্গী গণতান্ত্রিক আন্দোলনই আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে পারে।"

এই পরিস্থিতিতে, রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনকে দৃঢ় করার এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের দ্বারা তাকে সংহত করার জন্য মার্কিন জাতীয় ক্ষেত্রে সংগ্রামের পরিণাম সদ্য-জাগ্রত জনগণের কার্যকলাপের এবং শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপের বৃদ্ধির দ্বারা ক্রমবর্ধিতভাবে প্রভাবিত হবে। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সংগ্রাম জনগণের জীবিকা ও স্বাধীনতাগুলি রক্ষার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে ততই গণ-কার্যক্রমের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে। এই সংগ্রাম, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রবল শত্রু হিসাবে এবং গণতন্ত্র আর উত্তেজনা প্রশমনের ঘোর বিরোধী হিসাবে ঠাণ্ডা লড়াই-এর শক্তিগুলির স্বরূপকে ক্রমবর্ধিতভাবে উদ্ঘাটন করবে।

সোশ্যাল ডেমক্রেসি এবং সামাজিক অংশীদারীত্ব

আর্নস্ট উইম্মার
পলিটবুরোর সদস্য, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

অস্ট্রিয়ার ৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ৭ লক্ষ, যে-পার্টি গত চার বছর ধরে ক্ষমতায় আসীন রয়েছে। অস্ট্রিয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টি (এস পি এ), যা ধনতান্ত্রিক জগতের বৃহত্তম সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টি, তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কেমন ?

১৯৭০-এর এপ্রিল মাসে ব্রুনো ক্রেইস্কি প্রথম এস পি এ সরকার যখন গঠন করেন তখন তা ছিল একটি সংখ্যালঘু সরকার। কিন্তু ১৯৭১-এ জাতীয় আইনসভাতে এস পি এ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে "সৌভাগ্যের সীমা" অতিক্রম করে, যা-ঘটলে সোশ্যালিস্টরা (বিশেষত "অস্ট্রো-মার্কসবাদী" উপদলটি) সমাজের রূপান্তর সাধন করে এবং "বর্তমান ব্যবস্থাকে ডিঙিগয়ে গিয়ে" অলৌকিক ব্যাপারাদি ঘটাতে আরম্ভ করবে বলে বহু বছর ধরে দাবি করে আসছিল।

মধ্যবর্তী বছরগুলিতে এস পি এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-গুলিতে গভীরভাবে শিকড় গাড়তে পেরেছে। চ্যান্সেলার তাদেরই একজন এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি,* তাদেরই লোক। দেশের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গেউ এর্কস শাফট-সবন্ড-এর নিয়ন্তাও তারাই। এস পি এ সরকার জাতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেরও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আছে—যে ক্ষেত্রটি দেশের প্রায় সমস্ত ভারি শিল্পসংস্থা এবং দুটি বৃহত্তম ব্যাংককে নিয়ন্ত্রিত করে। সমান আয়তনের আরও দুটি আর্থিক সংস্থা—যার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন পরি-চালিত ব্যাংক অন্যতম, সেগুলিও সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এস পি এ-এর আরেকটি শক্ত ঘাঁটি বৃহৎ পুঁজি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে "সামাজিক অংশীদারিত্বের যে ব্যবস্থাটি প্রায় কুড়ি বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল, সেটি। এই অংশীদারিত্ব এক তথাকথিত মজুরি-দরের সমতাসাধক কমিটির মাধ্যমে কাজ করে, যাতে শিল্পমালিক সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের স্বার্থে কার্যত রুদ্ধদ্বারকক্ষে মজুরি, দর এবং কর্মসংস্থানের নীতি রচনা করে।

ইতালি এবং পশ্চিম জার্মানির তুলনায় অস্ট্রিয়াতে কোনো উল্লেখ্য অর্থনৈতিক মন্দা ঘটে নি। বছরের পর বছর ধরে এদেশে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অর্থ-নৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে সর্বাধিক হারে, আর মজুরি ও ধর্মঘটের দিক থেকে এদেশ রয়েছে সর্বনিম্ন স্থানে। তাছাড়া জন-গণকে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় ট্যাক্স দিতে হয় অনেক বেশি আর মূল্যবৃদ্ধির হার হচ্ছে বার্ষিক দশ শতাংশ।

"সামাজিক অংশীদারিত্বের" প্রতি সবকিছু সমর্পণ করতে গিয়ে এস পি এ নেতারা তাদের আইসেনস্টাট বিবৃতিতে দলের সদস্যদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের এই কুখ্যাত "সর্বগ্রাসীবাদ" এর ধারণা আঁকড়ে থেকে আবার কিনা তারাই কমিউনিজমকে ফ্যাসিজমের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখছেন। এস পি এ সভাপতি চ্যান্সেলার ক্রেইস্কি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও সোশ্যাল ডেমক্রাসিকে "কমিউনিজমের বিকল্প" রূপে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আমাদের একালের "প্রধান বিরোধ" কমিউনিজম ও সোশ্যাল ডেমক্রাসির বিরোধ এবং তিনি দাবি করেন, "সামাজিক পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়াতে" সোশ্যাল ডেমক্রাটিক বিকল্প "কমিউনিস্ট ক্ষমতার পরিমণ্ডলের গভীরে প্রভাব বিস্তার করবে।"*

প্রধানত ধনতন্ত্রকে এবং বিশেষত বৃহৎ পুঁজিকে স্থিতি-শীল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এস পি এ শাসনের ফল বৃহৎ পুঁজির মুনাফা, যা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় গত চার বছরে আরও দ্রুতগতিতে বেড়েছে, তার দ্বারাই সবচেয়ে ভালোভাবে চিত্রিত হয়। মোট কথা, "সামাজিক শরিকানা" ধনতান্ত্রিক সরকারের সেই "ভিন্ন প্রণালীর" একটি চিরায়ত রূপ যাকে লেনিন "প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, গালভরা বুলি, অগণিত প্রতিশ্রুতি, ছোটখাট ঘুষ এবং মৌল স্বার্থ বজায় রেখে অকিঞ্চিৎকর সুবিধাদানের পদ্ধতি" বলে বর্ণনা করেছেন। (গ্রন্থাবলী ২৪তম খণ্ড, ৬৩-৬৪ পৃঃ।) রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কাঠামোতে তা উন্নততর সংগঠন অথবা ক্রেইস্কি যেমন বলেছেন, "আধুনিকীকরণের মূল্য" আদায় করে ছাড়ে।

যে এস পি এ এখনও পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল সংখ্যাধিক অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, তার সদস্যরা তার মূলনীতি সম্পর্কে কি মনে করে ?

* সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রপতি ফ্রানৎস জোনাস-এর মৃত্যুর পর যিনি অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সেই রুডলফ কির্চশ্লাগার যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এস পি এ সদস্য নন, তবু বহু বছর ধরে তাদের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন এবং তাদের দ্বারাই মনোনীতও হয়েছেন।

* ব্রুনো ক্রেইস্কির "আসপেকটে ডেস ডেমক্রেটিশচেন সোৎসিয়ালিসমুস," লিস্ট-ভেরলাগ, ১৭৬ পৃঃ পড়ুন।

গত বেশ কয়েকমাস ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহত্তম কারখানা সমেত ফ্যাক্টরিসমূহের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর উদ্যমশীল তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তারা রাষ্ট্রের করনীতি ও মুদ্রাস্ফীতি, যা তাদের উপার্জনকে নীচের দিকে নামাচ্ছে এবং বৃহৎ পুঁজির পক্ষে জাতীয় আয়ের অধিকতর বণ্টনের বিরুদ্ধে বেরিয়ে এসেছে। লাণ্ডটাগ এবং কমিউনগুলির পরিষদ, নির্বাচনে এস পি এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। উৎপাদন পরিষদগুলির সাম্প্রতিক নির্বাচনে কমিউনিস্ট, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট ও নির্দল প্রার্থীরা আগেকার নির্বাচনের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন।

সোশ্যালিস্ট সরকারের রাজনৈতিক লাইন এবং বিপুল সংখ্যাধিক এস পি এ সদস্য ও সমর্থকদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাদির সংঘাত স্বাভাবিকভাবেই পার্টির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে। এই ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ২২তম এস পি এ কংগ্রেস এবং তাতে সংশ্লিষ্ট আলোচনাদি তা প্রমাণিত করেছে। নেতৃত্বের মতোই বহু সাধারণ সদস্য এবং "ট্যাসিট"* এস পি এ দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে অসন্তুষ্ট, যদিও ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী কারণে। কংগ্রেসের আগেই এস পি এ এবং সরকারের মধ্যে "একটি ব্যবধান স্থাপনের" প্রয়াসের বিরোধিতা করে ক্রেইস্কি ঐমত বজায় রেখেছেন যে পার্টির প্রধান কাজ হল "সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা।"** পার্টির ভিয়েনা শাখার সম্পাদক নিটেল তো আরও কঠখোট্টা ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন "এস পি এ-কে সোশ্যালিস্ট সরকারের প্রচারক হওয়া উচিত।" কতিপয় "ট্যাসিট" এ ধরনের কাজ করতে অস্বীকার করায় (কারণ, বর্তমান মন্ত্রিসভার নীতিকে সমাজতান্ত্রিক ছাড়া অন্য যা কিছুই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে) তা পার্টি নেতৃত্বকে বিব্রত করে তোলে।

এস পি এ দলের প্রচারবিভাগের প্রধান রাশটল অভিযোগ করেছেন, "এস পি এ এবং প্রথমত তার অনুগামীরা এখনও পার্টির পরিবর্তিত ভূমিকা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে না।" তিনি যে বোঝাতে চেয়েছেন তার অর্থ হল, সোশ্যালিস্টরা মন্ত্রিসভা গদি দখলের জন্যই বিরোধীপক্ষের আসনের বিনিময় করেছেন। এস পি এ সরকার যে বৃহৎ পুঁজির জন্য কাজ করছে একথা স্বীকার করা তার চিন্তায় ঠাঁই পেতেই পারে না। রাশটল সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যদের তীব্র অসন্তোষকেই "উপলব্ধির এই অভাবের" হেতু নির্ণয় করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী সিনোয়াৎস রেখে ঢেকে কথা বলেন নি। তিনি অনুযোগ করেছেন, যদিও তার "সেনানীমণ্ডলী" অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভালো তবু পার্টির "পদাতিক-বাহিনী" ভালো কাজ করছে না। আর ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি এবং পার্লামেন্টের প্রথম চেয়ারম্যান আর্নস্ট বেনজাপাতি লিখেছেন, সাহসের সঙ্গে জনগণের অপ্রিয় বিধানাদিকেও সমর্থন করতে পারে পার্টির তেমন কর্মকর্তা বাড়ানো উচিত। বেনজা বলেছেন, অনীহা, বিচ্ছিন্নতা এবং মোহ-মুক্তি থেকেই আসে "সাহসের" অভাব। কিন্তু যে-পার্টি "কমিউনিজমের এক বিকল্প"-এর প্রবক্তা তার যা হাল হয়েছে সে দশা থেকেও সক্রিয় অসন্তোষ আকার নিচ্ছে। সদস্য ও সমর্থকরা প্রশ্ন করছে, কোথায় গেল প্রতিশ্রুত সামাজিক সংস্কার, আর এস পি এ আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ পোষণ করছে।

সালৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লেসার এ বছরের গোড়ার দিকে লিখেছেন : "জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের গণতান্ত্রিকরণের" যে-অতিরঞ্জিত কথাগুলি চ্যান্সেলার ক্রেইস্কি বলেন, এস পি এ দলের অভ্যন্তরীণ বিকাশ তার বিপরীতধর্মী। অধ্যাপক বলেছেন, পার্টির মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশই যথেষ্ট নয়, এই অসন্তোষ অনেককাল ধরেই এস পি এ দলের "ঠিক প্রধান খুঁটিগুলির সংকটের লক্ষণ" হয়ে আছে। লেসার বলেছেন, পার্টি সদস্যদের সমাজতন্ত্রী না হয়ে সুবিধাবাদী হবার জন্যই আহ্বান জানানো হচ্ছে।

যুদ্ধকালের প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক জোসেফ হিণ্ডেলস আরও সোচ্চার সমালোচক। "পার্টিতে আভ্যন্তরিক গণতন্ত্রের অভাব" লক্ষ্য করে তিনি এক প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় বলেছেন যাদের বেশ কিছু সংখ্যক "সবেতন কর্মীর দরকার" তারা পায়শ সম্মেলনের প্রতিনিধি, যারা "বিভিন্ন পদের ভাগবাটোয়ারা করার অধিকারসম্পন্ন" তাদের উপর প্রভাব প্রয়োগ করেন। অস্টিয়ার সোশ্যাল ডেমক্রাটিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভিক্টর আডলারের সেই উক্তি, কেবল ভোট জয় করাই যথেষ্ট নয়, সোশ্যাল ডেমক্রাটদের লালিত করাও অত্যাবশ্যক, তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে হিণ্ডেলস বলেছেন : "এখন ব্যালটের জন্য হন্যে হওয়াটাই একমাত্র মানদণ্ড...। সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে এস পি এ সদস্যদের পরিশিক্ষিত করা এই কাঠামোয় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।" তিনি আরও লিখেছেন "ইয়োরোপের সমস্ত বড় বড় সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টিতেই সমাজতান্ত্রিক সার-বস্তুর ক্ষয় এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যেকোনো সমঝোর তুলনায় আরও বেশি সংহতিসাধনের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন মাত্রার তীব্রতা সহকারে চালু হয়েছে।"*

এস পি এ দলের সমাজতন্ত্র-বিরোধী মতাদর্শ এবং তার অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অবনতি কেবল মতাদর্শ পর্যায়ের বিষয় নয়। সেসবের শিকড় আরও গভীরে নিহিত, যার সন্ধান সেই অবস্থাদিতেই পাওয়া যাবে যেগুলি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট। ত্রিশের দশকের অস্ট্রীয় ফ্যাশিজম এবং নাৎসী যুগের অভিজ্ঞতাদি অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনকে ছদ্মবেশ পরানোর অন্যতম কারণ। অন্য কারণগুলি হল, বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় চুক্তি এবং জাতীয় পুঁজির

---

* শপভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপের দ্বারা নির্বাচিত।

* ১৯৭৪-এর জানুয়ারি মাসের ডিএ জুকুনফ্‌ট, ১–২ সংখ্যা, ২ পৃষ্ঠা দেখুন।

* ডিএ জুকুনফ্‌ট, ১৯৭৪'এর জানুয়ারি ১–২ সংখ্যা, ৪৬ ও ৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

কাঠামোগত দুর্বলতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধিত স্পষ্টতা। একচেটিয়া ধনতন্ত্র সর্বস্তরেই আগাগোড়া রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রবক্তা এবং এক "সংস্কারবাদী" সরকারের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র সম্পর্কেও তা সমান সত্য।

তা অস্ট্রিয়াতে "সামাজিক অংশীদারিত্বের" নির্দিষ্ট তত্ত্বটির জন্ম দিয়েছে, যাকে প্রতিক্রিয়াশীলরা খুব প্রশংসা করে—দুর্বল অথচ অভিজ্ঞ অস্ট্রীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শক্তিশালী সোশ্যাল ডেমক্রাটিক আন্দোলনের মহত্তম যৌথ সৃষ্টিরূপে। পার্টির ২২তম কংগ্রেসে গৃহীত "অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মূল নীতিসমূহ" শীর্ষক দলিলে বলা হয়েছে: "অর্থনীতিতে এবং রাষ্ট্রে যে-পদস্থ এস পি এ নেতারা উচ্চ পদাধিকারী তাদের অধিকাংশই বাস্তবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ম্যানেজারের কাজ করছেন। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সোশ্যালিস্ট নেতৃত্বের সংহতি বহুদূর অবধি প্রসারিত। কারণগুলি হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বৃহৎ আয়তন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রণালী বাওয়াগ-এর মধ্যে অখণ্ডতাসাধন, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, এস পি এ নিয়ন্ত্রিত আর্থিক সংস্থাগুলি, ক্রেতা সমবায়সমূহ ও অন্যান্য সংস্থা এবং 'সামাজিক অংশীদারিত্বের' সংস্থাসমূহ। সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতি ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরম্পরাগত বশ্যতা, ব্যাপকমাত্রার শ্রেণীসংগ্রাম যা সোশ্যাল ডেমক্রাসির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি খুলে দিতে পারত তা থেকে জনগণকে নিবৃত্ত রাখা এস পি এ নেতৃত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের পক্ষে সহজ করে তুলেছে।"

১৯৫০ সালের অক্টোবরে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কয়েক লক্ষ মজুরি ও বেতনভোগীদের বিরাট ধর্মঘটের পর "সামাজিক অংশীদারিত্বের"* সংস্থাগুলি গড়া হয়েছিল। সংবিধানকে লঙ্ঘন করেই ঐগুলি গড়া হয়েছিল, আইনত কখনও বিধিবদ্ধ করা হয় নি এবং "সংকট প্রশমনের" জন্য এবং "সামাজিক উত্থান" এড়ানোর উদ্দেশ্যে "সামাজিক শরিকদের" মধ্যে চুক্তিবলে ঐগুলি কাজ করে।

নিজেদেরই "সংবিধানসম্মত রাষ্ট্র" এসব অনির্বাচিত সংস্থা "আইনের ঊর্ধ্বের পরিমণ্ডলে" থেকে এগুলির কর্মতৎপরতাকে এবং জনসাধারণ ও পার্লামেণ্টের অগোচরে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারাদিকে সোশ্যালিস্টরা কি চক্ষে দেখে?

সুদীর্ঘকালের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্কের সভাপতি এফ ক্লেনার এ সম্পর্কে বলেছেন: "যতদিন এই প্রতিষেধকটি সংকটের মুখে পড়বে না ততদিন পর্যন্ত সংবিধানগতভাবে তাকে বিধিবদ্ধ করা হবে না···। এসব ছোট্ট এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে অনন্য সংস্থাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্বশীল...। আপসের সন্ধান করতে গিয়ে কখনও কখনও সর্বজনীন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু তা বৃহৎ সামাজিক সংগ্রামগুলির ফলে যে আরও বড় রকমের ক্ষতি হয় তার চেয়ে ভালো।"

কিন্তু বাস্তবে তা বিপরীত। গণসংগ্রাম নিরোধ করার ফলে "সামাজিক অংশীদাররা" এস পি এ দলের উচ্চস্তর এবং বৃহৎ পুঁজিপতিরা "সাধারণ" স্বার্থের গালভরা কথায় বর্ণনা দিয়ে শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থদিকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়।

নীচের এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মজুরির স্বশাসনকে প্রথানুসারেই "ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা" বলে মনে করা হয়। অস্ট্রিয়াতে "সামাজিক শরিকানার" "খেলার নিয়মাবলী" এবং আচরণাদি কিন্তু তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। শিল্প-শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাদের সদস্যদের মজুরি সংক্রান্ত দাবি পাঠায় গেউএর্কশাফটসবুণ্ডের পরিচালক সংস্থার কাছে। অনুমোদিত হলে সেগুলি যাবে সমতাসাধক কমিটির অন্যতম সাবকমিটিতে। তার সম্মতি পেলে তবেই শুরু দর কষাকষি আরম্ভ করা যাবে, এই শর্তে যে, তার ফলাফলও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে সমতাসাধক কমিটির কাছে।

অন্যান্য দেশে তাদের দাবির প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং কিভাবে সেজন্য কাজকর্ম করতে হবে সে সম্পর্কে ইউনিয়নগুলির তাদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করাটাই রেওয়াজ। কখনও কখনও তারা গণভোট গ্রহণ করে। অস্ট্রিয়াতে এটাকে অসঙ্গত এমনকি অসহ্য বলেও মনে করা হয়, কারণ একথা বলা হয় যে, এটা "অনন্য প্রকৃতির সংস্থাগুলির" কাজকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এই ইউনিয়ন নেতারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ধারণা বর্জন করেছেন। তারা তার পরিবর্তে উৎপাদন পরিষদগুলির নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এমন হাতচালাকি করেন যাতে গেউএর্কশাফটসবুণ্ডের পরিচালক সংস্থাগুলিতে তারা পেটোয়া সদস্যদের বাছাই করে নিতে পারেন। তারা 'ট্রাস্টিদের' প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন যা অবজ্ঞার সমগোত্রীয়। এমনকি ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা আদায়ের দায়িত্বও কারখানার পে-ক্লার্কদেরই দেওয়া হয়। আর বহু শিল্প সংস্থাতেই নিয়মাবলীর পরিপন্থী ধরনে বহু বছর ধরে সাধারণ সভাও করা হয় না।

ধর্মঘটের অধিকার আইনানুসারে বিধিবদ্ধ করা হয় নি। গেউএর্কশাফটসবুণ্ডের সভাপতিমণ্ডলীই স্থির করবেন কোনো ধর্মঘট "বৈধ" কিনা, যার ফলে যেসব ধর্মঘট "সামাজিক অংশীদারিত্বকে" বিপর্যস্ত করতে পারে এমন প্রায় সমস্ত ধর্মঘটকেই "নিয়ম-বিরুদ্ধ" বলে নাকচ করা হয়।

এস পি এ দলের ২২তম কংগ্রেসের প্রায় প্রাক্কালে লেখা এক প্রবন্ধে ক্রেইস্কি হাইনফেল্ড প্রোগ্রামের সেই বক্তব্যকে সেকেলে বলে বর্ণনা করেছেন যাতে "প্রলেতারিয়েতকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা, যাতে তার পরিস্থিতি ও

* সমতাসাধক কমিটিগুলির মতই এসব সংস্থাও দর, মজুরি, বাণিজ্যশুল্ক, ঋণ বিনিয়োগ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রশ্নে পার্লামেণ্টের প্রস্তাবাদির খসড়া রচনা করে। এ সংস্থাগুলি বণিক সমিতি (শিল্প পুঁজি) কৃষিচেম্বার (জমিদারবৃন্দ), শ্রমিক চেম্বার এবং গেউএর্কশাফটসবুণ্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়।

লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য তাকে সাহায্য করা, তাকে সংগ্রামের জন্য আত্মিক ও দৈহিকভাবে তৈরি করার"* কথা বলা হয়েছিল। "সামাজিক অংশীদারিত্ব"তেমন লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রাণ্টল অভিযোগ করেছেন, অত্যন্ত বেশি সংখ্যক পার্টিসদস্য সোশ্যালিস্ট-বিরোধী ঝোঁকের সংবাদপত্রাদি পড়ে। যা তিনি বলেন নি তা হল সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র ক্রনেনৎসাইটুং ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অর্থাৎ শ্রমিকদের অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি সোশ্যালিস্ট পার্টির সরকারি সংবাদপত্রগুলিকেও টেক্কা দিয়ে তা এস পি এ দলের বিবৃতিসমূহ প্রায়শ সবার আগেই প্রকাশও করে থাকে। কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলিতে এটা এস পি এ নেতৃত্বের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম।

একজন বিশিষ্ট সোশাল ডেমক্রাট নেত্রিঙ্গ (যিনি নিশ্চিতভাবেই বৃহৎ পুঁজি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্বের সহযোগিতাকে সমালোচনা করতে চান নি বরং তার পক্ষেই ওকালতি করছেন) "সামাজিক অংশীদারিত্বকে" দুটি পক্ষের জীবনমরণের স্বার্থের মধ্যে—একটা সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টিরূপে সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার অস্তিত্ব এবং মুনাফাজনক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারূপে ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব—এ দুয়ের পারস্পরিক সংরক্ষণ এবং সমাজে যে ভূমিকা পালন করে তাতে একের প্রতি অপরের সমর্থন রূপে"...বর্ণনা করেছেন। "গ্রাণ্ড কোয়ালিশন (অস্ট্রিয়ান পিপলস্ পার্টি এবং এস পি এ দলের —ই ডব্লিউ) এর ঐতিহাসিক ভিত্তি এ ধরনেরই এবং কেইস্কি-যুগে* "সামাজিক অংশীদারিত্বের" বনিয়াদও এ রকমেরই।"

"সামাজিক অংশীদারিত্বের মূলনীতি" অবশ্যম্ভাবী রূপেই এই নীতির অনুগামী পার্টি ও সংগঠনসমেত জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রকে খর্ব করে।

অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ এমন শ্বাসরোধকারী কেন?

ফ্যাক্টরিসমূহ, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কমিউনসমূহ, সংবাদ মাধ্যমাদি, স্কুলগুলি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অস্ট্রিয়ার শাসকশ্রেণী পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ যার অধিকাংশ পুঁজির কেন্দ্রীকরণ আরও নিবিড়, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য কদাচিত অপেক্ষাকৃত মজবুত এবং শ্রমিক আন্দোলনে শক্তি সম্পর্ক প্রায় সমান সেগুলির চেয়ে, "দম ফেলার অবকাশ" এত কম দিচ্ছে কেন? এর জবাব হল, "সামাজিক অংশীদারেরা"—বৃহৎ পুঁজি এবং এস পি এ নেতৃত্বের জোট বন্ধনের তাগিদে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে তাদের প্রভুত্বের আওতায় এনে ফেলেছে।

এজন্যই অস্ট্রিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক অধিকারাদির জন্য সংগ্রাম করতে, তার আশু ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষার জন্য সমর্থ হতে হলে তার আগেই "সামাজিক অংশীদারিত্বের" ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতেই হবে, গেউএর্কস-শাফটসবুণ্ডকে বৃহৎ পুঁজির প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করতেই হবে আর তাহলেই একচেটিয়া-নিগৃহীতা মধ্যস্তরের জনগণ বর্তমান নিষ্পেষণ-যন্ত্রকে ভাঙতে পারবে। ইউনিয়নগুলি যেমন হওয়া উচিত তেমন হতে সর্বহারার একটি অস্ত্র হয়ে উঠতে তা সাহায্য করবে। শ্রমিকশ্রেণীর দিকে পাল্লা ভারি করার অভিযানে এটাই হল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কমিউনিস্ট পার্টি জানে, এজন্য সম্মিলিত সংগ্রাম গড়ে তুলতে যথেষ্ট সময়, প্রভূত কাজ, যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায় এবং সুসঙ্গত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে।

দেখে আনন্দ হয়, যান্ত্রিনিষ্ঠ যুব সোশ্যালিস্টরা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র "সামাজিক অংশীদারিত্বের" মূল নীতি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি মেনে নিচ্ছে। সোশ্যালিস্ট পার্টির বিগত কংগ্রেসের পর সরকারের সমালোচনা করে দলের ১৫০ জন সক্রিয় সদস্য ও সমর্থক "একটি সমাজতান্ত্রিক এস পি এ নীতির জন্য" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

তাঁর রচয়িতারা দেখিয়েছেন, চার বছরের এস পি এ শাসনের পর সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র আগেকার মতোই ধনতান্ত্রিক স্বার্থগুলির হুকুমের বশীভূত রয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ও কমিউন পরিচালিত সংস্থাগুলি ইউনিয়নসমূহ এবং রাষ্ট্র বিশ্বস্তভাবে সেগুলিরই স্বার্থ রক্ষা করে। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন "যখনই মুনাফা-সর্বস্ব বাজারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায় না রাষ্ট্র তখনই হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।" তাঁরা দেখিয়েছেন, যথেষ্ট অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক উৎপাদনে শ্রমিকদের অংশ হ্রাস পেয়েছে এবং পুঁজিপতিদের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। "১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৪৭ শতাংশ অথচ স্বাধীন উৎপাদকের মুনাফা বেড়েছে ১০৭ শতাংশ। আর যেখানে ১৯৬৯ সালে মজুরি ও বেতনভোগীদের আয়ের তুলনায় মুনাফা ছিল তিনগুণ বেশি ১৯৭৩ সালে তা সম্ভবত চতুর্গুণ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (যেহেতু স্বাধীন উৎপাদকের **সবারই** মুনাফাকে মুনাফারূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কারিগররাও রয়েছে, কাজেই এটা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে বৃহৎ পুঁজি তার চেয়েও অনেক বেশি হারে মুনাফা লুটেছে—**ই ডব্লিউ**। পুস্তিকাটি এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সংস্কারের জন্য লব্ধ সুযোগ-সুবিধাদিকেও সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়েছে। পুস্তিকার লেখকরা উপসংহারে বলেছেন "যতদিন পর্যন্ত এস পি এ ধনতন্ত্রের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে এমন একটি ব্যবস্থা বলে স্বীকার করবে এবং তাকে পরাস্ত করার কোনো রণনীতি উপস্থিত করবে না, ততদিন সেটা ধনতান্ত্রিক প্রভাবের অনুকূল একটি নমনীয় শক্তি হয়েই থাকবে।"

সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে পৃথকীভবন প্রক্রিয়ার একটি

---

* ১৮৮৯-এর হাইনফেল্ড প্রোগ্রাম ছিল অস্ট্রিয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি।

* গুস্থার নেমিংগ, রোট উণ্ড রেয়ালিস্টিশ, ইউরোপ-ভেরলাগ, ৩৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

লক্ষণ এই পুস্তিকা। তবু মনোভাবের দিক থেকে এটাও সংকীর্ণতাপূর্ণ। যেমন কমিউনিস্ট-বিরোধিতার কাছে নতি স্বীকার করে তার লেখকরা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমীকরণও করেছেন। আর, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে "সংস্কারের রণনীতির" যে-রূপ-রেখা এঁকেছেন তাতে "প্রগতিশীল ধনতন্ত্রী উপদলগুলির" সঙ্গে "লক্ষ্য সম্পর্কিত মৈত্রীর" সম্ভাব্য দৃশ্যপটও উপস্থিত করেছেন।

অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নিজের সদস্যদের মধ্যেও অনুরূপ মতামতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা দাবি করে যে অস্ট্রিয়াতে ধনতন্ত্রের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং বহু ছোট ও মাঝারি ব্যক্তিগত শিল্পসংস্থার অকিঞ্চিৎকরতার দরুন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এর কাঠামোকে আধুনিক করা। এই উদ্দেশ্যে তারা চেয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে কাজে লাগাতে এবং বর্তমান পর্যায়ে তা "অবাস্তব" আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টার অবসান ঘটাবার দাবিও করেছিল। ঘটনাটিকে উপেক্ষা করেই তারা এই মতে আঁকড়ে থাকে যে অস্ট্রিয়াতে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তাদি পরিপক্ব হয় নি এবং সেজন্য সংগ্রাম বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্রেইস্কির দৃষ্টিভঙ্গি যা "সামাজিক অংশীদারিত্বের" ভিত্তিতে বর্তমান ধনতন্ত্রকে "আধুনিক করতে" এবং তাকে আরও "প্রতিযোগিতামূলক" করতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণকে বাড়াতে, আর তার মাধ্যমে এক "কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের" গোড়াপত্তন করতে চায়, এ'দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কিছুই নেই। যদি বামপন্থী সোশ্যালিস্টরা "প্রগতিশীল পুঁজির" সঙ্গে মৈত্রী রচনার তত্ত্বে গা ভাসান, তাহলে ক্রেইস্কির সেই পলিসিতেই যথাসময়ে তাদেরও পৌঁছতে হবে, যার কতকগুলির বিরোধিতা এখন তারা করে থাকেন।

যুক্ত তৎপরতায় যারাই রাজি অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সঙ্গেই তা করতে চায়। তবে তা সর্বদাই শোধনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানবে। যুক্ত তৎপরতা বলতে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি—যুক্ত তৎপরতা কিন্তু অভিন্ন মনোভাব নয়—ঠিক এতটুকুই বোঝে, তার বেশি নয়।

অস্ট্রিয়াতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূর করার জন্য রচিত রণনীতিকে (তাদের পুস্তিকায় যুক্তিপ্রবণ সোশ্যালিস্টরা ঠিক এজন্যই আহ্বান জানিয়েছে) একচেটিয়া-বিরোধী একটি মৈত্রীর সৃষ্টি করার দিকে নির্দেশিত করতেই হবে। মধ্যবর্তীকালীন পর্যায়ে যদি তা একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন না-করে তবু পরিষ্কার সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতপূর্ণ একটি বিপ্লব সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত একটি ব্যাপক একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলন না হয় ততদিন তা হওয়া অসম্ভব।

আর যেহেতু বর্তমান এস পি এ নেতৃত্ব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ও "প্রগতিশীল" বলে বর্ণিত একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে আবদ্ধ, তাই এস পি এ পলিসির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া শ্রমিশ্রেণীর সংখ্যাধিক অংশের কোনো স্থিতিশীল ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা এবং একচেটিয়া-বিরোধী শক্তিগুলির কোনো ব্যাপক মৈত্রী সম্ভব নয়। আমরা এখানে কেবল সোশ্যালিস্ট শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ততৎপরতার কথার উল্লেখ করছি না—যদিও এস পি এ দলের বিপুল সংখ্যার বিবেচনায় তা গুরুত্বপূর্ণ—পরন্তু সেসব শ্রমকারী জনগণ যারা সম্প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অস্ট্রিয়ার পিপলস পার্টিকেই ভোট দিয়ে যাচ্ছে তাদের কথাও বলছি।

এস পি এ নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট ছাত্ররা যুক্ত তৎপরতা করতে রাজি হয়েছে। "সামাজিক অংশীদারিত্ব" মনোভাবের স্টাইলে টেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের নির্দেশ সত্ত্বেও বহুতর শিল্পসংস্থাগুলির সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট এবং অ-দলভুক্ত শ্রমিকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার ও উন্নততর মজুরি নীতির যুক্ত দাবি পেশ করেছে। আর চিলির সঙ্গে সংহতিপ্রকাশের কর্মকাণ্ডে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা নিষিদ্ধ করে ক্রেইস্কি বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও ভিয়েনাতে একটি চমৎকার শোভাযাত্রা হয়ে গিয়েছে, যাতে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং প্রগতিশীল ক্যাথলিকরাও যোগদান করেছে। এসবই "অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মূলনীতিসমূহ" শীর্ষক সি পি এ দলিলের যথার্থতা প্রমাণ করেছে যাতে গুরুত্ব দিয়েই বলা হয়েছে যে, অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমক্রাটদের পুরোভাগে যে কর্মকর্তা ও ম্যানেজাররা আছে তারা মতাদর্শ, আয় এবং সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ বৈষয়িক মর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উচ্চতর অভিজাততান্ত্রিক স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এস পি এ দলের লক্ষ লক্ষ সদস্যরা তেমন নয়, তারা শ্রমিকশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এজন্যই শেষপর্যন্ত যুক্ত তৎপরতা নিশ্চয়ই আসবে।

ফরাসী-কানাডীয় জাতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে

সাম ওয়ালশ
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি

কানাডায় দুটি জাতির বাস : ফরাসী-কানাডীয় যাদের বাসভূমি হল কুইবেকে* এবং অন্যটি হল ইংরেজীভাষী জাতি। ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত এই দুই জাতিরই নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং চেতনাবোধ আছে। এদের উভয়ের গঠনে, বিশেষ করে ইংরেজীভাষী কানাডীয় জাতির ক্ষেত্রে অ-ফরাসী এবং অ-ইংরেজ যারা এই দেশে বসবাসের জন্য এসেছিল তারা সেই জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং ক্রমশ দুটি জাতির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু ফরাসী-কানাডীয়রা সেই ২০০ বছর পূর্বে কানাডার ওপর বৃটিশদের বিজয়ের পর থেকে নিপীড়িত হচ্ছে।

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে কুইবেকের ফরাসী-কানাডীয় জাতিকে একটি নিপীড়িত জাতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কুইবেককে ইংরেজ-কানাডার উপনিবেশের তত্ত্বকে নাকচ করা হয়েছে। বর্তমান কুইবেক কোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অংশ নয়। একটি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্যের সব কিছুই এর আছে। তাহলে ফরাসী-কানাডীয় জনগণের ওপর জাতীয় নিপীড়নের কিভাবে প্রকাশ ঘটে?

প্রশ্নটির রাজনৈতিক দিক বিচার করে দেখা যাক। বৃটিশ উত্তর আমেরিকা আইন (এর নামটাই আমাদের কানাডার ঔপনিবেশিক অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়) যা কানাডার সংবিধানরূপে পরিচিত তা ফরাসী-কানাডীয় জাতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলা ত দূরস্থান। কুইবেক, ফরাসী-কানাডীয় জাতির জাতীয় ভূখণ্ড, ইংরেজীভাষী নটি প্রদেশের প্রত্যেকটির সমান বলে বিবেচিত হয়। এর সমান স্বায়ত্ত শাসনাধিকার আছে, কিন্তু দ্বি-জাতি সংঘ রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার নেই।

বস্তুত, শক্তিশালী ইংগ-কানাডীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি বুর্জোয়ারা, কুইবেকের তীব্র সংকটের মুহূর্তে, পিয়েরি এলিয়ট ট্রুডুকে প্রধানমন্ত্রীরূপে মনোনীত করল, কারণ তার ফরাসী-কানাডীয় পটভূমি সত্ত্বেও, তিনি "এক কানাডা, এক জাতি" এর ওপর জোর দিলেন এবং এখনও দিচ্ছেন। ১৯৭০-এর অক্টোবরে, তিনি যে একচেটিয়া পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের কত বিশ্বস্ত এমন কি কত আগ্রহশীল ভৃত্য তার প্রমাণ দিলেন, যখন তিনি কুইবেকে একটি দখলদার কানাডীয় সৈন্যবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দিলেন এবং কানাডীয় যুদ্ধ ব্যবস্থাকালীন আইন জারী করে কোনোরূপ হুঁশিয়ারি ছাড়াই ৩ হাজারের বেশি স্থানে তল্লাসী এবং ৫০০ গ্রেপ্তার করলেন এবং দাবি করলেন যে "অভ্যুত্থানের আশংকা" আছে। এই সব ঘটনা ঘটল বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীরা দুজন বিশিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তিকে অপহরণের পর। ট্রুডুর পরবর্তী মন্তব্য প্রকাশ করল যে তিনি যুদ্ধ-ব্যবস্থাকালীন আইন অথবা ঐ ধরনের সমান কোনো দমনমূলক আইন জারী করার জন্য ঠিক ঐ ধরনের একটা অজুহাত খুঁজছিলেন যাতে তাঁর "এক কানাডা, এক জাতির" নীতি গায়ের জোরে বলবৎ করা যায়। এভাবে জাতীয় প্রশ্নের তীব্রতাকে অস্বীকার করার অর্থ হবে ইংগ-কানাডীয় জাত্যভিমানকে সমর্থন দান করা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা অতি তীক্ষ্ণভাবে উদ্ভূত হয় তাহল কুইবেকের বার্ষিক মাথাপিছু আয় সর্বসময়েই সমগ্র কানাডীয় গড়ের বেশ নিচেই ছিল, এবং এমন কি বর্তমানেও এই গড়েরও ন্যূনপক্ষে শতকরা ১০ ভাগেরও নিচে, এবং কুইবেকের বেকারত্ব সমগ্র কানাডার গড়ের দ্বিগুণ।

বৃহত্তর মন্ট্রিলের জনসংখ্যা হল কুড়ি লক্ষ (কুইবেকের ষাট লক্ষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ)। একটি বিশেষ দল, যে, জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত আয়ের পর্যালোচনা করছিল তাতে দেখানো হয়েছে যে, পরীক্ষিত ১৪টি জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ফরাসী-কানাডীয়দের আয়ের দিক থেকে স্থান ছিল দ্বাদশতম, এর পরে যারা তারা হল ইতালীয়-কানাডীয় এবং উত্তর আমেরিকান ভারতীয়। ইংগ-স্যাক্সনরা কেবল যে তালিকার শীর্ষেই তাই নয়, তারা সমস্ত কানাডীয়দের গড় আয়ের তুলনায় যথেষ্ট বেশি রোজগার করে। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে কুইবেকে প্রায়ই টরোন্টোতে যে মজুরি আছে তার সমহারে মজুরি পাওয়ার জন্য ধর্মঘট হয় এবং এই দাবি সবসময় টরোন্টোর শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে ইংলিশ-কানাডার শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করেছে।

অসাম্য এবং নিপীড়নের মূল, ঐতিহাসিকভাবে এবং প্রধানত নিহিত আছে কুইবেক আইন নামে পরিচিত চুক্তির মধ্যে। এই চুক্তিটি ১৭৭৪ সালে বিজয়ী বৃটিশদের সংগে রোমান ক্যাথলিক গির্জার উচ্চকোটির যাজকদের মধ্যে

---

* কুইবেক—কানাডার দশটি প্রদেশের একটি।
আয়তন—১৫ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা—৬০ লক্ষ (১৯৭১) যার অধিকাংশই ফরাসী-কানাডী। ১৭৫৬-৬৩ সাল ব্যাপী সাত বছরের যুদ্ধে বৃটিশরা দখল না করা পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশ ছিল।

সম্পাদিত হয়। যে সময়ে রোমান ক্যাথলিকবাদ ইংল্যান্ডে গুরুতর বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল সেই সময়ে তেরটি প্রদেশের (প্রধানত দক্ষিণের প্রটেস্টান্ট এবং পিউরিটান উপনিবেশগুলি, যা শেষ পর্যন্ত ১৭৭৫-৭৬ আমেরিকান বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে) ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহাত্মক জোয়ারের বিরুদ্ধে গির্জার যাজকদের উচ্চকোটির সমর্থনের প্রতিদানে কুইবেকে এদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হয়।

এটা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যাতে কুইবেকের ফরাসী-ভাষী ক্যাথলিক জনসংখ্যার শিক্ষাগত মান হল ইংরেজী-ভাষী প্রটেস্টান্ট ব্যবস্থার অনেক নিম্ন মানের।

অতিমাত্রায় দারিদ্র্য এবং নিম্নস্তরের সামাজিক সেবা-ব্যবস্থা ইংলিশ-কানাডার তুলনায় কুইবেকে অধিকতর মৃত্যু-হারের অবস্থা সৃষ্টি করল, সৃষ্টি করল নানান ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সদ্যগঠিত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ১৯৫০-এর শেষে এবং ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে অনেকগুলি নিপীড়িত জাতির এবং উপনিবেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জন এমন কি অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিপীড়িত জাতি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া জাগাল এবং একটি জাতীয় জাগরণ আনয়নে এবং সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণে সাহায্য করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৯০ মাইল দূরের কিউবার উদাহরণ, যা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তার মুখব্যাদানকে অপসারিত করতে বাধ্য করা, হাজার হাজার ব্যক্তিকে বিশেষ করে তরুণ ফরাসী-কানাডীয় দেশপ্রেমিকদের রোমাঞ্চিত এবং অনুপ্রাণিত করল। ১৯৬০ সালের সময় কুইবেকের জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে লিপ্ত করল।

কুইবেকে গত চোদ্দ বছরে সমাজের তিনটি বিভিন্ন অংশ একের পর এক সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছে।

তথাকথিত "নীরব বিপ্লব", যা ১৯৬০ সালে ইউনিয়ন ন্যাশনাল-এর পরাজয় এবং লেসেজ-এর উদারপন্থী সরকারের নির্বাচনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল তা মূলত ফরাসী-কানাডীয় বুর্জোয়াদের সৃষ্ট ছিল।

ডুপ্লেসিস-ইউনিয়ন ন্যাশনাল-এর দীর্ঘস্থায়ী শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুইবেকের আধুনিক এক-চেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বাত্মক বিকাশের ক্ষতি সাধনের বিনিময়ে কতিপয় একচেটিয়া পুঁজির (প্রধানত আমেরিকান) প্রতি অতিমাত্রায় দলীয় আনুকূল্য প্রদর্শনের। এটা তীক্ষ্ণ-ভাবে নজরে এল বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের জল সম্পদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অন্যান্য এক-চেটিয়া শিল্পপতিদের কাছ থেকে চড়াদর আদায়ের কাজে ব্যবহার করত—সেগুলিকে জাতীয়করণের ব্যর্থতার মধ্যে। তাছাড়াও গ্রামাঞ্চলে এর রাজনৈতিক ঘাঁটি হওয়ার ফলে, ইউনিয়ন ন্যাশনাল কৃষির আধুনিকীকরণকে বাধাদানের কাজে যা কিছু সম্ভব সবই করেছিল।

সেইসঙ্গে ইউনিয়ন ন্যাশনাল, রোমান ক্যাথলিক গির্জার যাজকদের উচ্চকোটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা স্থাপন করে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত, ফরাসী-কানাডীয় বালিকাদের উচ্চতর শিক্ষাকে সফলভাবেই নিশ্চিহ্ন করে, ফরাসী-কানাডীয় যুবকদের কলাবিভাগের দিকে চালিত করে এবং ইংরেজী-ভাষী বুর্জোয়া যুবকদের কুইবেকের অর্থনীতি এবং আর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে।

ফরাসী-কানাডীয় বুর্জোয়াদের দুটি প্রধান লক্ষ্য—কুইবেকের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের "অবাধ" বিকাশের পথে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত বাধার অপসারণ—ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি "নীরব বিপ্লবের" মাধ্যমে এবং একদিকে জল-বিদ্যুৎ শক্তির জাতীয়করণ এবং অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃসংগঠন এবং আংশিক গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

কিন্তু ফরাসী-কানাডীয় বুর্জোয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের বাধ্যতামূলক দ্রুত শহরে আগমনের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশের জন্য যাদের ক্ষুধা তীব্র হচ্ছিল তারা "নীরব বিপ্লবকে" স্তব্ধ করার জন্য কন্টিনেন্টালিস্ট বৃহৎ বুর্জোয়াদের নির্দেশ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। (কানাডার "কন্টিনেন্টালিস্ট"-রা হল এর প্রতিবেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধীনতার সমর্থক—সম্পাদক)। এরা কুইবেকের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ইঙ্গ-কানাডীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অপসারিত করে ঐ বাজারে ফরাসী-কানাডীয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ খুঁজছিল।

ফরাসী-কানাডীয় পেটি বুর্জোয়াদের অতীব গতিচঞ্চল অংশ এক স্বাধীন, পৃথক (অথবা আলগাভাবে সংযুক্ত) কুইবেকের দাবির পেছনে সমবেত হল। এটা আবার ফরাসী-কানাডীয় বুর্জোয়া সমেত একচেটিয়া বুর্জোয়াদের স্বার্থ এবং লক্ষ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করল এবং তাদের কাছ থেকে তীব্র ধিক্কার লাভ করল। লিবারেল পার্টি থেকে পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শক্তির বহিষ্কার এবং ইউনিয়ন ন্যাশনাল থেকে তাদের বিতাড়নের চেষ্টার ফলে পার্তি কুইবেকইস-এর গঠনের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদী পেটি-বুর্জোয়াদের প্রথম প্রকৃত গণ-পার্টি।

১৯৭০ থেকে অর্থাৎ যে সময়ে পার্তি কুইবেকইস প্রথম সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব অর্জন করল সমস্ত তীব্র জাতীয় গণ-তান্ত্রিক এবং শ্রেণীসংগ্রাম যা ঐ সময়ের মধ্যে ঘটেছে, এই পার্টি তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খাঁটি পেটি-বুর্জোয়ার দোদুল্যমান চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে—কখনই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এর "সহানুভূতি" প্রকাশে গাফিলতি করে নি, আবার শ্রমিকশ্রেণীর ঐ আকাঙ্ক্ষাগুলির বিরুদ্ধে বৃহৎ বুর্জোয়াদের দমনমূলক কার্যকলাপের সমর্থন জানাতেও দ্বিধা করে নি।

শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন লাভের আশায়, পার্তি কুইবেকইস একটি সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করে যার ওপর সামাজিক-গণতান্ত্রিক রঙ চড়ানো আছে এবং যা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ-

নৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত। এই কর্মসূচীর অতি সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি দেখা গেল ১৯৭৩-এর বার্ষিক কনভেনশনে, ঐ কনভেনশনে "সামাজিক স্থায়িত্ব" বজায় রাখার যুক্তিতে নির্বাচিত সংসদের ওপরেও প্রেসিডেন্টের স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাসম্পন্ন কুইবেক প্রজাতন্ত্র গঠনের দাবি করা হল। এই নিষ্ক্রনীয় "স্থায়িত্ব"(!)এর মুখ্য প্রবক্তা হলেন জ্যাকুইস-ইভান মরিন, এবং একে পরবর্তীকালে জাতীয় এসেমব্লি পার্টি কুইবেকইস দলের সংসদীয় নেতা নির্বাচিত করা হয় (জাতীয় এসেমব্লি নামটি কুইবেকের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে)।

যাই হোক, একটি গণ কমিউনিস্ট পার্টি অথবা একটি সোশ্যাল-ডেমক্রাটিক পার্টির অভাবে পার্টি কুইবেকইস শ্রমিক আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বিশেষ করে এর সংস্কারবাদী অংশে জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়াচ্ছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রতি ইংলিশ-কানাডার শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া এবং বিশেষ করে এর বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার এবং এমনকি এর নৈরাজ্যবাদী প্রবণতার জন্য (বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে যার প্রকাশ ঘটেছে) প্রয়োজন হল কানাডার কমিউনিস্ট পার্টিকে ইংগ-কানাডা এবং কুইবেকের শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য গভীর তাত্ত্বিক আবেদনেই সজ্জিত করাই যথেষ্ট নয় এর ভিত্তিতে নিজস্ব সাহসিক সংগ্রামী পতাকা তুলে ধরা। কমিউনিস্টরা এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারে না যেখানে জাতীয় প্রশ্নে একটা সুস্পষ্ট কর্মসূচীর অভাবে ফরাসী-কানাডীয় শ্রমিকরা, ফরাসী-কানাডীয় পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাঁধা হয়ে যাবে ; এবং যেখানে ইংগ-কানাডার শ্রমিকরা এই প্রশ্নে নিউ ডেমক্রাটিক পার্টি নেতৃত্বের অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের মতো, সুবিধাবাদী স্বার্থ-বোধকতার কারণে "এক কানাডা, এক জাতির" মারাত্মক জাত্যভিমানী শ্লোগানটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ইংগ-কানাডা এবং কুইবেকের শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী সংহতি এবং ঐক্য যা শতাব্দীব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, তা ভেঙ্গে যাওয়ার গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

১৯৭০ এর অক্টোবরে এই পরিস্থিতির মধ্যে, ফেডারেল সরকার যুদ্ধ ব্যবস্থাকালীন আইন গ্রহণের ঠিক পর দিনই কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি অটোয়াতে পার্লামেন্ট হিলের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে এবং ১৯৭১ এর ২১তম কনভেনশনে "কানাডার সমাজতান্ত্রিক পথ" এই কর্মসূচীর নতুন সংস্করণ গ্রহণ করে, যেখানে কানাডার জাতীয় প্রশ্ন-গুলি পূর্বতন সংস্করণের তুলনায় অনেক সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়।

১৯৩৫ সাল থেকে কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে আসছে যে কুইবেকের ফরাসী-কানাডীয়দের একটি জাতি হিসেবে সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেকারণেই এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার থাকবে।

কোনো সময়ই আমাদের পার্টি বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে কথা বলে নি। যাই হোক্, এখনও পর্যন্ত এমন অনেক লোক আছে যারা কমিউনিস্ট পার্টিই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবক্তা এই অভিযোগ করে যেহেতু পার্টি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার **অধিকারের** কথা তুলে ধরে। তাঁর সময়ে লেনিন এই ধরনের সমালোচকদের তীক্ষ্ণ জবাব দিয়েছিলেন ঃ

"আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতাকে যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহ দিচ্ছেন এই মর্মে তাঁদের অভিযুক্ত করা, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংসারের বন্ধন ভেঙ্গে দেওয়ার সামিল বলে যে প্রচার হয় সেই ধরনের মূর্খামি ও ভণ্ডামি। ঠিক যেমন বুর্জোয়া সমাজে, যার ভিত্তিতে বুর্জোয়া বিবাহ নির্ভর করে সেই সুবিধা এবং দুর্নীতির সমর্থকরা বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেন, সেইরকম পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিন্দা করার, অর্থাৎ, জাতি-গুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, অর্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ক্ষতিসাধনের বিনিময়ে প্রভুত্বকারী জাতির বিশেষ সুবিধা এবং প্রশাসনের পুলিস পদ্ধতিকে সমর্থন দান ছাড়া অন্য কিছু নয়।" **(লেনিন রচনা সংগ্রহ,** ভলিউম ২০, পৃঃ ৪২২-৪২৩)

একটা জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যে কোনো তিনটি পদ্ধতির মধ্যে একটির স্বাধীন নির্বাচনে অভিব্যক্তি হতে পারে ঃ একটি পৃথক রাষ্ট্র; সমঅধিকারসম্পন্ন জাতি অথবা রাষ্ট্রগুলির কনফেডারেশন বা জাতিসংঘ; স্বায়ত্তশাসন। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হল প্রকৃত সার্বভৌমত্বের কেবল একটি প্রকাশ, এবং কোনো কারণেই এটা সব সময়ের জন্য শ্রমজীবী জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত অভিব্যক্তি নয়।

স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব (সংশোধিত বি এন এ আইনের অধীনে "বিশেষ মর্যাদা") কানাডার পরিস্থিতিতে ফরাসী-কানাডীয় জাতিকে স্বীকৃতি দান না করার বিষয়টিকেই বজায় রাখবে। ফরাসী-কানাডীয় বুর্জোয়াদের এই পছন্দ-মাফিক সমাধানটি যা কুইবেক লিবারেল পার্টি এবং ইউনিয়ন ন্যাশনালের বিভিন্ন কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে তা জাতীয় বৈষম্যকে বজায় রাখবে। এরা অন্যান্য দশটি প্রদেশের সার্ব-ভৌম অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কুইবেকের সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে চায় এই আশায় যে কেবল কুইবেক তার নতুন ক্ষমতা ব্যবহার করবে এবং এভাবেই "বিশেষ মর্যাদা" অর্জন করবে। এটা অকার্যকরী এবং ইংগ-কানাডার খণ্ডীকরণকে বাড়িয়ে দেবে।

ফরাসী-কানাডীয় পেটি-বুর্জোয়াদের একাংশের পছন্দ-মাফিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাধান উভয় জাতির শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে গুরুতর অর্থনৈতিক কষ্ট সৃষ্টি করবে এবং তাদের অভিন্ন শত্রু কানাডীয় একচেটিয়া পুঁজি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐক্যকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে ফরাসী-কানাডীয় শ্রমিকশ্রেণী ইংগ-কানাডীয় শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, অভ্যন্তরীণ বাজারের তীব্র অবনতি এবং তার সঙ্গে ক্রম-বর্ধমান বেকারত্ব এবং জীবনধারণের মানের অবনতির দরুন কুইবেকের শিল্প বিকাশকে স্তব্ধ করে দেবে।

অপরদিকে ঐক্য, স্বাধীন এবং সমাজতান্ত্রিক কানাডা

গঠনের সংগ্রাম উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ফরাসী-কানাডার গণতান্ত্রিক জাতীয় শক্তিগুলি কানাডীয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভিন্ন সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের এক শক্তিশালী মিত্র।

ইউ এস এস আর-এর ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উৎসবে কমরেড ব্রেঝনেভ তাঁর রিপোর্টে বলেন : "কমিউনিস্টরা সব সময়ে জাতীয় প্রশ্নকে শ্রেণীসংগ্রামের বর্ণালোকে এই বিশ্বাস থেকে দেখে থাকে যে এর সমাধান হবে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদের স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই কমিউনিস্টরা এবং সমাজতন্ত্রবাদের সব সংগ্রামী বিশ্বাস করে যে জাতীয় উৎস নির্বিশেষে, প্রত্যেক ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে এবং শ্রমজীবী জনগণের শোষণের সামাজিক ব্যবস্থা নাকচ করার জন্য জাতীয় প্রশ্নের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হল শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যবদ্ধতা।" কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর মর্মকেন্দ্রে রয়েছে এই লেনিনবাদী নীতি।

আমাদের কর্মসূচীতে "এক রাষ্ট্রে দুই জাতি" এই অংশে বলা হয়েছে : "কুইবেকের ফরাসী-কানাডীয়রা একটি জাতি এই ঘটনা একচেটিয়া পুঁজি এবং তার রাষ্ট্র অস্বীকার করার ফলে কনফেডারেশনের সংকট গভীরতর হচ্ছে। ফরাসী-কানাডায় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্য এই কারণের জন্য স্থায়িত্বলাভ করেছে এবং তীব্র হয়েছে।" এ কারণে অনেক বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি দুই জাতির মধ্যে অবাধ আলোচনার মাধ্যমে নতুন কনফেডারেশনের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, যার ভিত্তি হবে একটি দ্বি-জাতীয়, সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই জাতির স্বেচ্ছাভিত্তিক সম-অংশীদারিত্ব এবং এটাই হবে উভয় জাতির শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সর্বোত্তম সার্বভৌম সমাধান।

এ ধরনের সংবিধান কেবল এভাবেই ঐক্য অর্জন করতে পারে যদি এ স্বীকার করে যে কানাডা মূলগতভাবে দুই জাতির দ্বারা গঠিত, যেখানে প্রত্যেকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আছে যদি কোনো একটি বা অন্য জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা করতে পারে। দুই জাতির প্রতিনিধিদের স্বেচ্ছায় একথা স্বীকার করতে হবে যে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের, প্রতিরক্ষার, শুল্কের, স্থানান্তরিত হওয়ার এবং অর্থ ও ডাক বিভাগের কোন বিষয়গুলি এবং সেগুলি করার জন্য কোন কর সম্পদগুলি একটি বা যুক্ত রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি দুই কক্ষ বিশিষ্ট সরকারের একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব করছে : একটি হল বর্তমানের হাউস অব কমন্স যা হবে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা গঠিত; অন্যটি, বর্তমান সেনেটের পরিবর্তে একটি কক্ষ হবে যা দুই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি থেকে সমসংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। দুইটি কক্ষের আইন প্রণয়নে সমান অধিকার থাকবে, কিন্তু এটি আইন হওয়ার পূর্বে উভয় সভাতেই প্রস্তাবটি পাস করাতে হবে। এই কাঠামো দুই গণতান্ত্রিক নীতিই রক্ষা করবে : জাতিগুলির আকার যা-ই হোক তাদের সমান অধিকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন।

ইংলিশ-কানাডার জন্য একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজন যা অণ্টারিওকে কেন্দ্র করে যে-বৃহৎ করপোরেশনগুলি আটলান্টিক এবং প্রেয়ারি প্রদেশে কাজ করে এবং সারা দেশ লুণ্ঠন করে মুনাফা অর্জন করে তাদের ওপর কর আরোপের অক্ষমতার আঞ্চলিক অসাম্যকে দূর করবে। এটা সমগ্র ইংলিশ-কানাডায় কুইবেকের সার্বভৌমত্বের ওপর এবং ফরাসী-কানাডীয় জনগণের জাতীয় আবেগ ক্ষুণ্ন না করে সামাজিক বিধানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ এবং কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব করবে। ঐ সংবিধান সমস্ত প্রদেশকে আশ্বাস দেবে যে বৃহৎ করপোরেশনগুলি সমগ্র ইংলিশ-কানাডায় শিক্ষা, জীবনধারণের মান, সমাজকল্যানের আইনের ক্ষেত্রে সমান সুবিধা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে না। সমগ্র ইংলিশ-কানাডায় প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে উচ্চ এবং সম মানের শিক্ষার ব্যবস্থাকে সম্ভব করবে। সর্বোপরি, এটা উভয় জাতির শ্রমজীবী জনগণের সংহতির বন্ধনকে শক্তিশালী করবে।

ইংলিশ এবং ফরাসী কানাডার মধ্যে বর্ধমান অনৈক্য কেবল এভাবেই পরিবর্তন করা যায় যদি তার কারণগুলি—অসাম্য এবং জাতীয় নিপীড়ন—অপসারিত হয়।

ফরাসী-কানাডার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি ইংরেজী-ভাষী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন এবং অভিন্ন শত্রু—কানাডীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের—বিরুদ্ধে ফরাসী-কানাডীয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উভয় জাতির জনগণের ঐক্যের প্রতি সমর্থন হল দীর্ঘকালের অবিশ্বাস, সংঘর্ষ এবং মতভেদ যা দুই জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছে তা অতিক্রম করার পথ। এই নীতির মর্মকথা হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ; এর মধ্যে নিয়ামক উপাদান হল ফরাসী এবং ইংরেজী-ভাষী কানাডীয় শ্রমিকশ্রেণীর কর্মগত ঐক্য।

"যেহেতু এদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন বিপদগ্রস্ত" এই কথা উল্লেখ করে আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে* বলা হয়েছে, "প্রধানত শ্রমিকশ্রেণী এবং বিশেষ করে উভয় জাতির কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থাগুলিকে, এক নতুন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে যাতে অধিকারগুলির এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্যকে অতিক্রম করার এবং দূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের ক্ষমতা থাকবে। এই সংগ্রামের গতিপথে দুই জাতির শ্রমিকদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধন অসীম শক্তি অর্জন করবে।"

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সরকারি সমর্থন নিয়ে, কুইবেকের কমিউনিস্ট পার্টি** ১৯৬৪ থেকে শ্রমজীবী

---

* দি রোড টু সোশ্যালিজম ইন কানাডা। টরোন্টো ১৯৭২, পৃঃ ২৩।

** "কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান ঘোষণা করে যে কুইবেকের কমিউনিস্ট পার্টি, কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সত্তা, এবং কুইবেকে এর নিজস্ব নীতি এবং কাঠামোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে।"

জনগণের একটি গণ মৈত্রীবদ্ধ পার্টি গঠনের জন্য প্রচেষ্টা করছে। জনগণের ফ্রন্ট গঠনের এই বিশেষ প্রদ্ধতি কুইবেকের পরিস্থিতির পক্ষেই খাপ খায়। এ ধরনের মৈত্রীবদ্ধতার ভিত্তিতে যেমন কমিউনিস্ট পার্টিকে এর মধ্যে স্থান দেবে তেমনি অন্যান্য যে সব পার্টি এবং সংগঠন যারা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে একটা ন্যূনতম অভিন্নভাবে স্বীকৃত কর্মসূচীর ভিত্তিতে রক্ষা করে তাদেরও গ্রহণ করবে, অবশ্য ঐ ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে তাদের নিজস্ব, স্বাধীন সর্বোচ্চ কর্মসূচী প্রচারের অনুমতিও দেবে। এই আদর্শ কুইবেকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করছে। এটা প্রশ্নাতীত যে কুইবেকের শ্রমিকশ্রেণী পরবর্তী বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা একে কেবল ফরাসী-কানাডীয় জাতির জাতীয় অধিকারের জন্য সংগ্রামের নেতৃত্বকেই সুনিশ্চিত করবে তাই নয়, পরন্তু কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি এবং গুরুত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিপতি-বিরোধী যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করছে সেখানেও এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

ফরাসী-কানাডীয় জনগণের জাতীয় অধিকারের জন্য সমকালীন আন্দোলনকে নির্ভুলভাবে মূল্যায়ন এবং ব্যাপক করতে কনাডার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের গুরুত্বকে কমিউনিস্ট পার্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করে; এর সামগ্রিক ইতিবাচক চরিত্রকে সমর্থন এবং বিকশিত করতে এবং সেই সঙ্গে এর একলা চলার, বুর্জোয়া গোঁড়ামির বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিহত করে। এটা আরও, ফরাসী-কানাডীয় শ্রমিক এবং তাদের ইংরেজ-কানাডীয় ভ্রাতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য কানাডার বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীকে ইঙ্গ-কানাডীয় জাত্যভিমানের সমস্ত প্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে সবল এবং সাহসিক সংগ্রাম পরিচালনা হল এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কানাডার বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে সংগ্রামের এই দিককে উপেক্ষা করার অর্থ হল কানাডার সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্য গঠনের আহ্বানকে বিদ্রূপ করা।

ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীন জীবনে পরিবর্তন

সাতিয়াদজাজ সুদিম্যান
ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্বের সদস্য

অগস্ট ১৯৪৫-এর বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর সাথে ঐক্য গড়ার মধ্য দিয়ে কৃষকশ্রেণী যা কিছু জয় করেছিল "নয়া প্রশাসন"* তা সবকিছুই হরণ করে নিয়েছে। কৃষি-সংস্কার আইন অনুযায়ী গরিব চাষীদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা আবার জমিদারদের হাতে ফিরে গেল এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক পীড়ন—যা একসময় বন্ধ করা গিয়েছিল—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রভৃতি পুরনো শোষকদের সঙ্গে একটি নয়া-শোষকগোষ্ঠী পুঁজিবাদী আমলার দল যোগ হল—যাদের মধ্যে অনেক সামরিক ব্যক্তিও রয়েছে।

গ্রাম-ইন্দোনেশিয়া স্পষ্টত পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল : শোষক ও তাদের সহযোগী এবং শোষিত। দুটি শিবিরে বিভক্ত হওয়ার প্রধান সামাজিক শক্তির দিকে এখন লক্ষ্য করা যাক।

জমিদার : অত্যন্ত উর্বরা জমির তিন অথবা চার থেকে অনেক অনেক হাজার হেক্টর জমির মালিক এরা এবং জমি লীজ দিয়ে বেশ মোটা রকমের লাভ করা এদের কাজ। তেজারতি, ফসল কাটার আগেই কিনে নেয়া এবং জমির ফাটকাবাজিতেও এরা যুক্ত থাকে। জমিদারদের এই রূপ এক আপেক্ষিক নতুন পরিণতি। শহরে এরা কৃষি খামার ক্রয় প্রভৃতি পুঁজিবাদী কার্যকলাপেও জড়িত থাকে।

ব্যবসায়ী : এদের অনেকে কৃষকদের ভবিষ্যৎ ফসল অত্যন্ত কম দরে খরিদ করে নেয়, অন্যেরা ফসল কাটার পর কেনা পছন্দ করে। শেষোক্তরা বিভিন্ন প্রস্তুত-দ্রব্যাদি অত্যধিক চড়া দামে সরবরাহ করে থাকে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা কার্যত একচেটিয়া হয়ে পড়ে।

'কবির'কুল (পুঁজিবাদী আমলা) : এদের বেশির ভাগই শহরে বাস করে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে গ্রামে যায়। প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের সমর্থনে তারা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সামরিক অথবা বেসামরিক হঠাৎ-ধনীদের প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করে। জমিদারদের মতো কবিরদেরও সশস্ত্র গুন্ডাদল আছে (যাদের মধ্যে সৈন্যও রয়েছে)। বিত্তশালীদের বিরোধিতা করার সাহস কেউ দেখালে তাঁদের শায়েস্তা করাই এই গুন্ডাদের কাজ।

মহাজন : এরা অত্যধিক সুদে কৃষকদের ঋণ দেয় এবং অনিবার্যভাবেই একসময় ঋণগ্রহীতা খত দেওয়া দাসে পরিণত হয়। বড় মহাজন ও ফসল-ফাটকাবাজদের কতক হচ্ছে চীনা পুঁজিপতি ও সামরিক অফিসার।

ধনী কৃষক : এরা কৃষিশ্রমিক ও তাদের কতকের জমি

* ষাটের দশকের মধ্যভাগে প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান যে শাসন চাপিয়ে দেয় তার সরকারী নাম।

ভাড়া করে কাজে লাগায়, মহাজনী কারবার, ফসল ও জমির ফাটকায় নিযুক্ত থাকে। জমিদারদের মতো কৃষিকাজের সংগে অন্য ব্যবসায়ও এরা করে।

মধ্য কৃষক : মধ্য কৃষকরা সাধারণভাবে ছোট একখণ্ড জমির মালিক, এরা মজুর কাজে লাগায় না, কিন্তু ছোটখাট ব্যবসা করে থাকে। কয়েক বছর আগেও মধ্যকৃষকরা নিজ নিজ সংসারের সংবৎসরের চাহিদা পূরণ করতে পারত, কিন্তু আজ তাদের অনেকেই ধ্বংসের মুখে।

গরিব চাষী : একখানি ছোট জমিখণ্ডের মালিক তার সেই জমির ফসলে সংসার চালাতে পারে না। ফলে সে ধনী কৃষকের কাছে কাজের জন্য দরবার হয় অথবা ঐ ছোট জমি-খণ্ডটি বন্ধক রাখে এবং এভাবে দুই অথবা তিনবার বন্ধক দেবার পর সে দেখে ঐ জমিটির মালিকানা তার আর নেই। ধ্বংস হয়ে যাওয়া গরিব ও মধ্য চাষীরা গ্রামীণ সর্বহারার দল বর্ধিত করে।

গ্রামীণ সর্বহারা : জমি নেই ফলে খামারে কাজ করেই এরা বাঁচে বা বাঁচার চেষ্টা করে, তবে অনাটনের বছরে এরা অন্য কাজও করে থাকে। এরা শহর অথবা অন্য কোনো দ্বীপে কাজের সন্ধানে যায়। এদের অনেকে শেষপর্যন্ত ভবঘুরে সর্বহারায় পরিণত হয়।

কুটীর শিল্পী : বাড়ি ছাড়া সস্তা কাপড়-চোপড়, বাস্তার নারিকেল জন্য পাতলা কাঠের নানা কাজ এবং এধরনের অন্যান্য কাজে এরা ব্যাপৃত থাকে। ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুররাও মাঝে মাঝে এধরনের কাজ করে থাকে। উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক কম দামে কিনে নেয়।

গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ও কারিগর : গ্রামের ছোট্ট বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। পরিপূরক হিসেবে এরা নানারকম দৈহিক শ্রমের কাজ করে, দোকান দেয় এবং মাঝেমধ্যে শহরেও কাজ করতে যায়।* পথ-নাটিকার অভিনেতারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

গ্রামীণ সর্বহারা, গরিব ও মধ্যচাষী, কুটিরশিল্পী, শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণই গ্রামীণ জনতার বৃহদংশ হলেও ক্ষুদ্র শোষকগোষ্ঠীর হাতের মুঠোয়, কারণ তাদের হাতেই জমি, ক্ষমতা এবং সম্পদ সব।

ক্রমবর্ধমান আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ বাস্তবত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠার কারণ।

গ্রামীণ ইন্দোনেশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি জমির খাজনা। প্রায়শই জিনিস দিয়ে অথবা কাজ করে খাজনা মেটানো হয়। টাকায় শোধ দেওয়ার ঘটনা খুবই কম এবং এর ফলে জমির দখল গ্রামের শোষকদের হাতেই যায়।

কৃষকদের শোষণ করে মহাজন, পুঁজিবাদী আমলা, সামরিক অফিসার, অসংখ্য ব্যবসায়ী এবং চীনা ব্যবসায়ীর দল প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়। সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি খাজনা* দেয়ার পরও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষদের নামমাত্র দরে তাঁর ফসলের একটা অংশ বাধ্যতা-মূলক মজুতে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনের সর্বশেষ আবিষ্কৃত কায়দা হল গ্রাম সম্পর্কিত তথাকথিত কমিটিগুলি।** এই কমিটিগুলিতে সামরিক প্রশাসক, গ্রামের প্রবীণ এবং ধনী কৃষকদের প্রাধান্য। মোট উৎপাদিত ফসলের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ এই আঞ্চলিক কমিটিগুলির কাছে বিক্রি করতে কৃষকরা বাধ্য। কমিটিগুলি কৃষকের কাছ থেকে আয়কর আদায়ে বেশ তৎপর থাকলেও "ক্রীত" শস্যের জন্য কৃষকদের প্রাপ্য দাম দেওয়ার ব্যাপারে সময় নেয়, কোনো কোনো এলাকায় তারা দাম দেয়ই না।

সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রায়ই কৃষকদের জমি থেকে তাড়িয়ে দেয় প্রায় ক্ষেত্রেই এজন্যে কোনো ক্ষতিপূরণ তারা দেয় না, অথবা দিলেও তা অতি সামান্যই। এই দখলের অজুহাত হিসেবে তারা "বনভূমি বৃদ্ধি" "উন্নয়ন" প্রভৃতি দেখায়। আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐ জমি বিদেশী কোম্পানি অথবা আমলাদের খপ্পরে যেত। বড় শহরগুলির কাছাকাছি গ্রামগুলিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—ঐ গ্রামগুলিই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রথম লক্ষ্য।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি সত্ত্বে মাঝে দরমালা এবং মাদাসফীতি সত্ত্বে বাড়ছে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান ততই দ্রুত নিম্নমুখীন হচ্ছে। সাতের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে একজন ক্ষেতমজুর শস্য কাটার পর যা আয় করত তাতে পরবর্তী তিনমাস সে টিকে থাকতে পারত এখন তার একমাস চলার মতো আয় হয়। একজন গরিব চাষী ঐ সময় তার উৎপাদন বিক্রি করে তিনমাস সংসার নির্বাহ করতে সক্ষম হত, তারপর তাকে মাঝেমধ্যে ভাতা, আমের উপর নির্ভর করতে হত। অনেক কৃষক ও কারিগর দিনে মাত্র একবার ভাত কিংবা ঐ ধরনের খাদ্য খেতে পারে। দুর্ভিক্ষবর্গগুলিতে জমিতে উৎপাদিত অন্যান্য ধরনের সাধারণ খাদ্যের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে সেন্ট্রাল জাভায়* দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে।

কৃষি সমস্যা সম্পর্কে নিজেরা ওয়াকিবহাল বলে বর্তমান শাসকরা জোরের সংগে বলে থাকে, এমন কি তথাকথিত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও একে প্রধান সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা একটা নির্লজ্জ ভাঁওতা। কারণ, উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে যারা জিইয়ে রাখে এবং গ্রামদেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কায়েম করে তাদের পক্ষে কৃষির আধুনিকীকরণ করা কিভাবে সম্ভব?

কৃষকদের উপর রাজনৈতিক পীড়ন বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সামরিক আমলারা সর্বাধিক স্বৈরাচারী উপনিবেশবাদীদেরও হার মানিয়েছে। গত দু-বছরেরও অধিক সময় ধরে গ্রামাঞ্চলে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা

* কর্তৃপক্ষ প্রায়ই গ্রামের শিক্ষকদের পাওনা টাকা আটকে দেয়।

* স্থানীয় প্রশাসন প্রায়ই বে-আইনীভাবে কর ধার্য করে এবং সংগৃহীত সমস্ত অর্থই পকেটস্থ করে।

** এই কমিটিগুলিই শস্যক্রয়, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি এবং বীজ ও সার ক্রয়ের অধিকারী।

* ১৯৭৩-এ লম্বক দ্বীপের আড়াই লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়ে। চাল ছিল না, ফলে দ্বীপবাসীদের পাপায়া গাছের পাতার উপরই নির্ভর করতে হয়।

হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের যুক্তি হল, আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির সাবলীল পথ নিশ্চিত করতেই তারা ঐ বাধানিষেধ আরোপ করেছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম প্রশাসনের হাতের পুতুল **'সেকবের গোলকার'**** ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না।

যা হোক, নিষিদ্ধকরণের আসল কারণ অন্য। আসল ঘটনা হল, জমিদার ও সামরিক প্রশাসকরা ভালো করেই স্মরণ করতে পারে জনগণের ক্রোধ কী। ১৯৬৫ সালের পূর্বে যখন কৃষি সংস্কারের আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল, সংগঠিত কৃষক আন্দোলন তখন অনেক ভূস্বামীকেই আঘাত করেছিল, এদের কেউ কেউ তাদের জমি হারিয়েছিল। কমিউনিস্ট-বিরোধী সন্ত্রাসের (১৯৬৫-৬৬) পাশবিক উল্লাসের সময় এই সব মালিকরা গ্রামাঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর মদতে সন্ত্রাস চালায়। আজও প্রশাসন লক্ষ লক্ষ কৃষককে ভয়ানক ভীতিগ্রস্ত করে রেখেছে।

কৃষকশ্রেণীকে অশিক্ষিত ও নিষ্পেষিত রাখতে পারলে, সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার আলোর অভাবে সমিতি গড়ার অধিকার দাবি করতে পারবে না—এটাই প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সুবিধে।*

কিন্তু কোনো সন্ত্রাস এবং দমনমূলক পদ্ধতি, যত মার্জিতভাবেই প্রয়োগ করা যাক কোনোক্রমেই তা ইন্দোনেশীয় কৃষকশ্রেণীর বিপ্লবী ঐতিহ্য ধ্বংস করতে পারবে না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্থান থেকেই কৃষকশ্রেণী এদেশে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ সর্বহারা ও গরিব চাষীর সমন্বয়ে কৃষকশ্রেণী ডাচ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে প্রথমে লড়েছে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর জমিদার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়েছে। ১৯৪৫ সালের বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে গ্রামীণ জনতাই রক্ষা করেছে।

কৃষকদের বিপ্লবী সংগঠন **বি টি আই**** নিজেদের অধিকার রক্ষায় মেহনতী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং কৃষি সংস্কারের জন্য প্রচার চালিয়েছে।

১৯৬৫ সালের ঘটনাবলী গ্রামীণ জীবনযাত্রায় বিপর্যয় ঘটিয়েছে। সন্ত্রাসের রাজত্ব কৃষকদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে। তাঁরা হতাশ এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। হাজার হাজার গ্রামীণ সর্বহারা এবং গরিব ও মধ্যচাষী নিহত হয়েছেন এবং অনেকে এখনও কারান্তরালে। এঁদের অনেকেই বি-টি আই-র সক্রিয় সদস্য।

যাহোক, জনগণ তাদের উপর দিয়ে যাওয়া সেই বীভৎস দিনগুলির ভয়াবহতা থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছে। কিছু কিছু গ্রামে কৃষকরা যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। পাশব প্রশাসকদের অপসারণ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের বদলে অসামরিক প্রশাসন স্থাপনের দাবি তাঁরা করছেন। দেশীয় অথবা বিদেশী কোম্পানির কাছে তাঁদের জমি বিক্রি করতে অথবা বাধ্যতামূলক দান হিসেবে তাঁদের উৎপাদিত শস্যের একাংশ দিতে তাঁরা অস্বীকার করছেন। তাঁরা চাইছেন, উৎপাদিত শস্যের আরও বেশি অংশ রায়ত চাষীদের দেওয়া হোক এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদির দাম কমানো হোক। অবশ্য এসব আন্দোলনগুলি এখনও স্বতঃস্ফূর্ত এবং খুবই অসংগঠিত। এর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে যাহোক কৃষকদের মধ্যে একটা জাগরণ শুরু হয়েছে। অবশ্য এটা সূচনা মাত্র। গ্রামীণ জনতার ক্রমবর্ধমান সরকার-বিরোধী কার্যকলাপ শহরাঞ্চলের আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে সঞ্জীবতর হয়ে উঠছে। শহর এলাকায় শ্রমিকশ্রেণী ও যুব সমাজ বীরত্বের সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনকে মোকাবিলা করছেন, যা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বলিষ্ঠ উদাহরণ। ফলে কৃষক সংগ্রামের বিপ্লবী অগ্রগমন হতে বাধ্য।

এই সম্ভাবনা মূহূর্তের জন্যেও ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নজর এড়িয়ে যায় নি। পার্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এখন এর একটি অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য হচ্ছে, সর্বহারার অন্যতম পরম বন্ধু গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে পার্টির খুব দুর্বল হয়ে পড়া যোগাযোগ পুনরায় স্থাপন করে ফেলা। তাঁদের সংগ্রামকে দৃঢ়তর করা এবং সময়োচিত সমর্থন দেওয়ার জন্য আমাদের সাধ্যে কুলোয় এমন সব কিছু আমরা অবশ্যই করব।

বর্তমান শাসকদের এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে সঙ্গে নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের মোর্চা গঠন করার জন্যে এখন ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্যই এই ফ্রন্টের মূল ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। এই ঐক্য সাধনের জন্য শুধুমাত্র আন্দোলন চালিয়ে গেলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতাকে দৃঢ় সমর্থনও দিতে হবে।

শস্য বণ্টনে আইন মেনে চলা, জমির মালিকানার নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে দেয়া, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান এবং যে কোনো কারণেই জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করা বন্ধ করা সহ গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক প্রশাসন কায়েম করার জন্য তাঁরা দাবি করছেন।

এই ন্যায্য দাবিসমূহ সমর্থনের মধ্য দিয়েই আমাদের পার্টি গ্রামাঞ্চলে তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পুনরায় অর্জন করবে। সি পি আই দলিল "ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের জরুরী কর্তব্য" (১৯৬৯)-তে বলা হয়েছে যে পার্টি ভিত্তি পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হলে কমিউনিজম-বিরোধিতার বিষ দূর করার কাজ শুরু করতে পার্টি সক্ষম হবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্ভুলতা জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হবে। কৃষকরা তখন আন্তরিকভাবেই বুঝতে পারবে যে কমিউনিস্টরাই তাঁদের দাবি সর্বদাই সমর্থন ও মদত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মাওবাদ যে কৌশল চাপিয়ে দিতে চায় তার অসারতা এবং মিথ্যাচার আমরা জনসাধারণকে দেখিয়ে দিতে পারব। পিকিং ও

* আইনী সরকার-সমর্থক সংস্থা।

* ইন্দোনেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৬৫ সালের আগের তুলনায় নতুন শাসনে নিরক্ষরতা দ্রুতলয়ে বাড়ছে।

** বারিসান তানি ইন্দোনেশিয়া অথবা কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন ইন্দোনেশীয় কৃষক ফ্রন্ট।

ইন্দোনেশীয় মাওবাদীদের প্রচার মাধ্যমগুলি অবিলম্বে "গেরিলা ঘাঁটি" স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের সময়ের মধ্যে মৌলিক তফাত তারা অস্বীকার করছে। এই কৌশলকে ভিত্তি হিসেবে ধরলে-এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, বিপ্লব গ্রাম থেকে শুরু হবে এবং কৃষকশ্রেণী অবশ্যই এর নেতৃত্ব দেবে।

এই মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব কমিউনিস্টরা অস্বীকার করে। শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সব থেকে অগ্রগামী শ্রেণী এবং কৃষক তার সাচ্চা বন্ধু। "শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়া গ্রামের গরিব মানুষরা সব রকমের দাসত্ব, অভাব ও দারিদ্র্য থেকে কখনোই নিজেদের মুক্ত করতে পারে না; শহরের শ্রমিক ছাড়া গ্রামের গরিবদের সাহায্য করার কেউ নেই..." (ভি আই লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪১০ পৃঃ।)

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের এই পথ-নির্দেশ অনুযায়ী চালিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী শক্তিসমূহকে সমর্থন করে। গ্রামীণ সর্বহারা, গরিব ও মধ্য চাষী, কারিগর এবং গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী মিলিত হয়ে ইন্দোনেশিয়ার গ্রামে-গঞ্জে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলবে। ধনী কৃষকদের ক্ষেত্রে পুরনো অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, জমিদার ও পুঁজিবাদী আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াইকালে এদের নিরপেক্ষ করে রাখা সম্ভব। এ ছাড়াও, কিছু "সচ্ছল" কৃষকেরও "নয়া-প্রশাসন"-এর বিরুদ্ধে স্ব স্ব বিক্ষোভ রয়েছে।

শ্রমজীবী কৃষকের মৌলিক স্বার্থকে সর্বদা সমর্থন দিয়ে এবং তাঁদের দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষভুক্ত করে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা ঘৃণিত "নয়া-প্রশাসন"-এর পতন দ্রুততর করবে এবং পরবর্তীকালে জাতীয় ঐক্যের মোর্চার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করবে।

কমিউনিস্ট বিশ্বাসের অনুশীলন

ভ্লাদিমির সুখোদিয়েভ
প্রাভদা সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য

কমিউনিজ্‌ম্‌ নির্মাণে পার্টির অন্যতম কর্তব্য কমিউনিস্ট শিক্ষা ও ব্যক্তিমানুষের সুষমমণ্ডিত বিকাশ সম্পর্কে ১৯৬৪ থেকে১৯৭৪ সাল পর্যন্ত লিওনিদ ব্রেঝনেভের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী "শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষা"* শিরোনামে, সমগ্র অথবা অংশে পৃথক আবরণে পলিটিজ্‌দাত (রাজনৈতিক প্রকাশক) কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রথম তার কিছু ছেপে প্রকাশিত হল।

সবচেয়ে অগ্রগামী মতাদর্শ ও নীতিশাস্ত্রের বাহক হিসেবে মহান কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের প্রাধান্য দিয়ে বহুবিধ আদর্শগত ও শিক্ষাগত পার্টিকাজের ফলে সোভিয়েত জনগণের মধ্যে কেমনভাবে নির্দিষ্ট নৈতিক ও রাজনৈতিক গুণগুলো প্রতিভাত হয়েছে, তা বইটিতে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে এই বইটিতে নীতির সংকট, নৈতিক অবক্ষয় ও পুঁজিবাদী সমাজের আদর্শগত দৈন্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান পর্যায়ে কমিউনিস্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য এই রচনা সংগ্রহে দেখানো হয়েছে। সি পি এস ইউ-র ২৪তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছেন, "ব্যক্তি মানুষের সুসমঞ্জস বিকাশ ছাড়া কমিউনিজ্‌ম্‌ নির্মাণের মহৎ কাজ অচিন্তনীয়।"

বইটিতে লালন-পালন ও শিক্ষাদান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, বিজ্ঞান, ও শিক্ষার দিক থেকে নতুন সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে, এজিটেশন ও প্রোপাগাণ্ডা সম্পর্কে এবং প্রচারমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যকে কিভাবে আরও কার্যকর করা যায়, সে সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিবারে শিক্ষার ভূমিকা যৌথ শ্রম সম্পর্কেও বইটিতে উল্লেখ আছে।

সমাজের লক্ষ্য যতই জটিল হবে, ততই জনগণের পক্ষে বিশ্বাসের শক্তি, ঐক্য, উদ্দেশ্য ও অংশগ্রহণের উপলব্ধি, এবং শিক্ষার প্রয়োজন বাড়বে। যে-কোনো সমস্যাই পার্টি ধরুক না কেন সেটা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক গড়ন সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা অনুযায়ী গঠিত হয়। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজের দ্বারা— অর্থাৎ পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, ওয়াই সি এল, শ্রম সমবায় এবং পরিবারের দ্বারা ব্যক্তিমানুষ তৈরি হয়। নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে উন্নত চেতনাসম্পন্ন সহকর্মীদের বিবেচনাপ্রসূত ও কমরেডসুলভ আচরণের মিলিত দৃষ্টি-ভঙ্গিই সমাজসম্পর্কিত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও নীতিশাস্ত্রের প্রবল নৈতিক শক্তি ব্রেঝনেভের নতুন বইয়ে দেখানো হয়েছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল প্রয়োগই হল কমিউনিস্ট শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও প্রানবন্ত উৎস— লেখক জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন।

* এল আই ব্রেজনেভ, ও **কমিউনিস্টি চেসকম্‌ ভস্‌পিটানিত্র্‌দিয়াশ্চি খ্‌সিয়া**। মস্কো, পলিটিজ্‌দাত, ১৯৭৪, ৯ পৃষ্ঠা।

১৯৬৯ সালের অগস্ট মাসে **ডবলিউ এম আর**-এর এক প্রবন্ধে ব্রেঝনেভ লিখেছেন, "জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যার প্রতি সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সুবিধাবাদের ওপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও জয়ের গ্যারান্টি। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, **আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মতো এত শক্তিশালী রূপান্তরকারী ভূমিকা মানবেতিহাসে আর কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ও আদর্শগত প্রবণতা পালন করে নি।** অবিশ্বাস্য রকম জটিলতার মুখে এটা বহু দেশের জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের মহান পথে নিয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ জনগণের দ্বারা গৃহীত নতুন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি ও আচরণবিধি তৈরি করেছে।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের কমিউনিস্ট শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পার্টি কোন দিকে তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে, তা এই বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথমত, জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। এটাই পার্টি শিক্ষার সারবস্তু বলে বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সোভিয়েত জনগণের দৃঢ় কমিউনিস্ট বিশ্বাস এবং সমাজের সমস্ত ঘটনায় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর সঠিক পর্যালোচনা করা এবং কমিউনিস্ট ভাবধারায় জীবনযাপন করা উচিত। সকলের ব্যবহার এবং প্রত্যেকটি যৌথ ও সংগঠনের কাজকর্মে কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে কমিউনিস্ট কাজের মিল থাকা উচিত। এটাই লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং এটাই সি পি এস ইউ-র দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়ত, হাতে-কলমে শিক্ষা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্থান তার সম্পদ বা কোন বংশোদ্ভূত সেটার ওপর নির্ভর করে না, করে তার শ্রম, দক্ষতা, বুদ্ধি, উদ্যোগ এবং কমিউনিজম্ নির্মাণে অবদানের ওপর। যেখানেই ব্রেঝনেভ বলেছেন—তা শ্রমিক বা যৌথ খামারীদের কাছেই হোক, ছাত্র বা বিজ্ঞানী, পার্টি, ওয়াই সি এল, বা ট্রেড ইউনিয়নের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেই হোক বা ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেই হোক, তিনি কখনই লেনিনের এই ধারণার ওপর জোর দিতে ভোলেন নি যে, কাজ এবং সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিজমের কেতাবী শিক্ষা অসার এবং অকেজো। কমিউনিস্ট কার্যরীতির পথিকৃৎ এবং নিজ পেশায় সুযোগ্য ব্যক্তিদের তিনি প্রশংসা করেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে অনুধাবন ও ব্যবহার করে এবং তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, কমিউনিজমের দিকে দেশের অগ্রগতিকে পার্টি জোরদার করছে।

এই বইটিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসনে জনগণকে টেনে আনার জন্য পার্টির প্রচেষ্টা এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কমিউনিস্ট নীতিকে উদ্দীপিত করা। বইটিতে বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট নীতি-বিধানে মনুষ্য-সৃষ্ট নৈতিক ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। পরিশ্রম, সততা, বিনয়, মর্যাদাবোধ, কমরেডসুলভ মনোভাব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা—এ সবই সোভিয়েত জনগণের নৈতিক মানসিকতার অঙ্গ। এই ধরনের আচরণবিধির প্রাত্যহিক অভ্যাস কমিউনিজমের দিকে সমাজের অগ্রগতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সোভিয়েত জনগণের নতুন গঠন, তাঁদের কমিউনিস্ট নৈতিকতা এবং বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে অবিরাম ও আপসহীন সংগ্রামের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। অর্থগৃধ্নুতা, আলস্য, অত্যধিক মদপান, কাজ ও সাধারণের সম্পত্তির প্রতি অবহেলাসূচক মনোভাব এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবহারবিধি লঙ্ঘনের মতো বিরুদ্ধবাদিতার সঙ্গে দৃঢ়সংগ্রাম ব্যতীত কমিউনিস্ট নৈতিকতা জয়লাভ করতে পারে না। এই সব জিনিসের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা পার্টির কর্তব্য।

চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং দেশপ্রেমের বিকাশ, পুঁজিবাদ যা পারে নি সেই ধরনের একটি জটিল ও কঠিন প্রশ্ন, জাতীয় প্রশ্নের সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন খ্যাতির সঙ্গে সাফল্যলাভ করেছে। আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা একদা মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টের আদর্শ ছিল, তাই আজ বহুজাতির সমন্বয়ে গঠিত লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণের মজ্জাগত প্রবণতা ও আচারের মান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বইটিতে বলা হয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে।

পার্টি শিক্ষার প্রয়োগ ও লক্ষ্যের বিশ্লেষণ করলে কমিউনিস্ট শিক্ষার নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক দিকগুলির আরও গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়—সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মাধ্যমের নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক; সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কার্যাবলীর ঐক্য; সোভিয়েত সমাজের আরও ঘনিষ্ঠ ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ ও শ্রমিকশ্রেণীর কমিউনিস্ট মতাদর্শের পারস্পরিক যোগাযোগ; সমাজতান্ত্রিক শ্রম-প্রণোদনার বিকাশ; ব্যক্তি-মানুষের গঠনের পদ্ধতি হিসেবে যৌথ শ্রম এবং পরিশেষে হলেও কম নয়, জাতীয় সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার আরও বিকাশ।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কমিউনিস্ট শিক্ষার বিষয় এই রচনা-সংগ্রহের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অক্টোবর বিপ্লবের আরব্ধ কার্যাবলী সোভিয়েত যুব সম্প্রদায় সম্পাদন করে চলেছেন। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রামের দৃঢ়তার ও যথেষ্ট রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার স্বল্পতা রয়েছে। সুতরাং তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধের এবং সৃজনশীলভাবে বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রয়োগের দক্ষতার অনুশীলনই হচ্ছে পার্টির কর্তব্য।

বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং দক্ষিণ ও "বাম" সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয় এই বইয়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট শিক্ষার নীতিগুলোর বিরোধী মতাদর্শ প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সুযোগ গ্রহণের শত্রুতামূলক অপচেষ্টার মুখোশ এতে খুলে দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিস্টরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত, যেহেতু এটা শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজনীয় স্বার্থের অনুকূল। ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সভায় ব্রেঝনেভ বলেন, "কমরেডগণ, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তিশালী হাতিয়ার আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শই হল সেই হাতিয়ার। আমরা জানি এটা কত শক্তিশালী। আমরা এই ঘটনার সাক্ষী যে, আরও বেশি বেশি মানুষের মধ্যে এই ভাবধারা প্রচারিত হচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আজকে অগ্রগতির পথে এবং আমরা যথাসম্ভব সেই অগ্রগতিকে বিকশিত করব।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয় ও কমিউনিস্ট মতাদর্শের আকর্ষণের ক্ষমতা ব্রেঝনেভের নতুন বই "শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষা"য় প্রদর্শিত হয়েছে। কমিউনিস্ট শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগের এটা একটা উল্লেখযোগ্য অবদান।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে

ইউরোপীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পত্রপত্রিকা

শান্তি ও সহযোগিতাকে সংহত করার নতুন উৎস সন্ধানে কেন্দ্রীভূত ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পত্র-পত্রিকাতে ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাময়িকীগুলোর প্রবন্ধগুলোতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, একালের লক্ষ লক্ষ মানুষ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এই মূল বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। ইতালীয় পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র **ক্রিটিকা মার্কসিস্তাতে** বলা হয়েছে, "ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়টা অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যাগুলোর মধ্যে এখন সর্বপ্রধান।"*

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করে আই সি পি-র পত্রিকাগুলোতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানানো হয়েছে। আই সি পি-র সাধারণ সম্পাদক এনারিকো বার্লিঙ্গ্যার পার্টির বর্ষপঞ্জীতে লিখেছেন, একশ' বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম ইয়োরোপে পুরোপুরি একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া পুরোদমে চলেছে এবং বহু দেশের সামরিক বোঝা কমানোর একটা সুন্দর সম্ভাবনা রয়েছে।"** আই সি পি-র পত্র-পত্রিকাতে বলা হয়েছে যে, আরও বেশি সংখ্যায় রাষ্ট্র ও জনগণকে টেনে এনে দ্যতাঁর ভৌগোলিক সীমারেখা বাড়াতে ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা সাহায্য করছে।

নতুন পরিস্থিতি রাতারাতি আসেনি। বার্লিঙ্গ্যার লিখেছেন, "যা করা গেছে, তার জন্য বহু বছরের কঠিন ও অবিরাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে। এর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ধৈর্যসহকারে কাজ, তাদের সংহতি ও অভ্যন্তরীণ বিকাশের প্রয়োজন হয়েছে। এর জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর এবং সমস্ত শান্তিকামী শক্তিগুলোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে। এর জন্য বহু দেশে, যেমন পশ্চিম জার্মানিতে, গভীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে, যেখানে পুরোনো অ্যাডেনউর নীতির বদলে নতুন পূর্বাঞ্চলীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।"*

ক্রিটিকা মার্কসিস্তায় বলা হয়েছে, "সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এবং অনেক দেশের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের দ্বারা গৃহীত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতির অসারতা প্রমাণ করার যুক্তিসমূহের মধ্যে প্রধান বলে বিবেচিত হয়েছে। আমরা যা পেয়েছি, তা লক্ষ লক্ষ মানুষের লড়াই ও প্রচেষ্টার ফল।"* যা ইয়োরোপীয় শান্তির জন্য সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ কাজের সংক্ষিপ্ত রূপ।

পুঁজিবাদী দুনিয়াকে তার আগ্রাসনমূলক অভিসন্ধি ত্যাগ করতে ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তিতে রাজী হতে ঐক্যবদ্ধ কাজকর্ম বাধ্য করছে। আই সি পি-র পত্রিকায় সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ আলোচনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জুন মাসের সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনার পর সাপ্তাহিক **রিনাসিতা** লিখেছে, "মস্কো সভার সাফল্য নিরস্ত্রীকরণ, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার সমস্যার সমাধানে ও পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের প্রচেষ্টায় আরও গতিবেগ সঞ্চার করতে পারে।*

---

* ক্রিটিকা মার্কসিস্তা, ৬ নং, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃঃ ৩৮

** আলমানাকো পি সি আই—১৯৭৪, পৃষ্ঠা—১৮৯

* ঐ

* ক্রিটিকা মার্কসিস্তা, ১ নং, জানুঃ—ফেব্রুঃ, পৃষ্ঠা—৩৩

* রিনাসিতা, ১৪ জুন, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা—১৮

রিনাসিতায় আই সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অগস্তিনো নোভেলা লিখেছেন যে, "আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অখণ্ডনীয় বাস্তবতা এই যে সহাবস্থান ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে সোভিয়েত-মার্কিন মতৈক্যের দ্বারা বিশ্বশান্তির পথ **নিশ্চিতভাবেই** সুগম হয়ে উঠছে।"*

রিনাসিতায় আর একটি প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতির পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোড় ঘোরা এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান অপ্রতিরোধ্যরূপে গণ্য হবে।"*

ইয়োরোপে স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চরিত্তর ভিত্তি হিসেবে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে ব্যাখ্যা করে, ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক বন্ধনকে আই সি পি-র পত্রিকায় স্বাগত জানানো হয়েছে। এতে আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই বন্ধন প্রভেদ দূর করবে এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে। পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকট দূর করা যেতে পারে "সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় গভীর পরিবর্তনের দ্বারা···এবং সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে নতুন ও ইতিবাচক সহযোগিতার সম্পর্কের দ্বারা।"*

কিছু প্রবন্ধে লক্ষ্য করা গেছে যে, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তাকে সংহত করার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে কমন মার্কেট অবজ্ঞা করছে। আই সি পি-র পলিটিক্যাল ব্যুরোর এবং নেতৃত্বের সদস্য জর্জিয়ো অ্যামেন্ডোলা লিখেছেন, "ই ই সি ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের ব্যাপারে উদাসীন। এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের প্রতি কমন মার্কেটের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও একই কথা বলা যেতে পারে। এখানেও ই ই সি-র কোনো উদ্যোগ নেই।"*

ঠাণ্ডাযুদ্ধের আবহাওয়াকে পরাজিত করার জন্য যা আরম্ভ করা হয়েছিল, দ্যতাঁ ও ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার শত্রুদের দ্বারা তা ভীষণভাবে প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে। বহু ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী দেশে, যাদের "অত্যুগ্র আটলান্টিক বাদের বিষণ্ণ বিধবা" বলে ইতালীয়রা আখ্যা দেন, তারা এখনও যুদ্ধ বাধাবার তালে আছে।* বিশেষত নাটোর নেতারা দ্যতাঁর বিরুদ্ধে খুব সক্রিয়। এ ব্যাপারে রিনাসিতা লিখেছে, "আটলান্টিক জোট" আর যুদ্ধের মেজাজের এবং নতুন আন্তর্জাতিক বাস্তবতার উপযোগী নয়।"* নাটো এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলো ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং ইতালীয় কমিউনিস্টরা এর অবসান দাবি করে।

আই সি পি-র পত্র-পত্রিকায় পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর অনুপ্রবেশ আটকানোর দাবি করা হয়। আই সি পি-র লেখকগণ প্রস্তাব করেন যে, ইয়োরোপীয় ঐক্য রক্ষা করাই প্রতিরক্ষার একটি উপায়।*

ইয়োরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম ছাড়া ঐক্যের কথা ভাবা যায় না। পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলো শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির জন্য লড়াইয়ে এক মহান দায়িত্ব বহন করে এবং আই সি পি এ-ব্যাপারে খুবই সক্রিয়।

অন্যান্য জনগণের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাস করার জন্য জাতির যে অভিপ্রায় তা দেখিয়ে আই সি পি সংবাদপত্র ইতালীয় শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করার জন্য গণপ্রচার এবং সভা-সমিতিগুলোতে প্রচার করা শুরু করেছে। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে, যা ইয়োরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য লড়াইয়ের মঞ্চ বলে পরিচিত। এর কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেছেন অন্যান্য দেশের, যথা—বেলজিয়াম, ব্রিটেন, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। আই সি পি বেশ কয়েকটি তাত্ত্বিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে একটি, "ইতালীয় কমিউনিস্টরা এবং ইয়োরোপ" ব্যাপক আন্তর্জাতিক সাড়া ফেলতে পেরেছে।*

নতুন, শান্তিকামী ইয়োরোপের জন্য সংগ্রাম ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মৌলিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত "আরও বেশি সংখ্যক মানুষ বুঝতে পারছে যে, ইয়োরোপের সমস্ত দেশে তাদের প্রত্যেকের পক্ষে উপযোগী পথে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন।"* এবং "বামপন্থীদের" সমালোচনার জবাবে আই সি পি-র সংবাদপত্রে বলা হয় যে, দ্যতাঁ ও নিরাপত্তার জন্য লড়াই সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং, দ্যতাঁ ও নিরাপত্তা বিপ্লবী কাজকর্মের নতুন সুযোগ এনে দেয়।

আই সি পি-র ১৯৭৪ সালের বর্ষপঞ্জীতে বলা হয়েছে, "আমরা কখনও জোর দিতে ব্যর্থ হই না (যা তোগলিয়াত্তি এবং লঙ্গো করেছিলেন) যে, ইয়োরোপে দ্যতাঁ, শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে, সারা ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা সৃষ্টির মধ্যে, এবং প্রত্যেক দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ও সামাজিক প্রগতির জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।"* এবং ক্রিটিকা মার্কসিস্তায় বলা হয়েছে, এটা হল বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এমন

* রিনাসিতা, ৬ জুলাই, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা—২
* রিনাসিতা, ২৯ জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা—৯
* রিনাসিতা, ২৮ জুন, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা—৮
* ঐ
* রিনাসিতা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃষ্ঠা—৬
* রিনাসিতা, ৪ মে, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা—১
* ক্রিটিকা মার্কসিস্তার ৬নং, নভেঃ-ডিসেঃ, ১৯৭২, পৃঃ—৩৬—৪৪ দেখুন কোয়াডার্নি ডি ক্রিটিকা মার্কসিস্টা, ৫ নং, ১৯৭২, পৃঃ—৩৩১—৩৫৪
* রিনাসিতা, ২৮ জুন, ১৯৭৪, পৃঃ—৮
* আলমানাকো পি সি আই—১৯৭৪, পৃঃ—১৯২

প্রক্রিয়া ও প্রবণতাগুলিকে দ্রুততর করার সমস্যা, যা কিনা ইয়োরোপে ও বিশ্বের বাদবাকী এলাকায় সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য নতুন, সত্যিকারের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত খুলে দিতে পারে।"*

বর্তমানে পশ্চিম ইয়োরোপ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দুটো সম্ভাব্য পথ :—"হয় তার সমস্ত ফলাফল সমেত গণতন্ত্র-বিরোধী এবং জন-বিরোধী নীতি··· আর না হয় মৌলিক সংস্কার এবং ঐক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।"* ইয়োরোপকে প্রতিক্রিয়া ও সমরবাদের এলাকায় পরিণত হওয়া থেকে বাধা দেওয়ার জন্য ইতালীয় কমিউনিস্টরা ও তাঁদের সংবাদপত্র বদ্ধপরিকর। তাঁরা আরও সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করছেন। "ইয়োরোপীয় নীতি, যা একদা পূর্ব ও পশ্চিমের, বিভিন্ন পশ্চিমী রাজনৈতিক শক্তির বিভাজনের একটা মূল কারণ ছিল; যা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঠাণ্ডাযুদ্ধের মারাত্মক উপাদান ছিল, তা এখন যোগাযোগ ও ঐক্যের ভিত্তি হয়ে উঠছে।"*

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমজীবী জনগণ পুরো মদত দিচ্ছে। **রিনাসিতা** লিখেছে, "বিশেষ করে যেহেতু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংগ্রামের এক নতুন ও আরও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সে কারণে এটা জনগণ ও তাদের বামপন্থী সংগঠনগুলির একটি প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"*

শান্তিপূর্ণ ইয়োরোপের জন্য সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য এবং বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে সাহায্য করবে। এই লড়াইয়ে তাঁদের স্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইতালীয় কমিউনিস্টরা ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার জন্য কাজ করছেন যাতে "নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা গঠনে ইয়োরোপ সক্রিয় হয়।"*

ই. ইয়ারোশেভ

---

* **ক্রিটিকা মার্কসিস্তা**, ৬নং, নভেঃ-ডিসেঃ, ১৯৭২, পৃঃ—৩৫

* **রিনাসিতা**, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, পৃঃ—৫

* **ক্রিটিকা মার্কসিস্তা**, ৬নং, নভেঃ-ডিসেঃ, ১৯৭২, পৃঃ—৩৭—৩৮

* **রিনাসিতা**, ৫ জুলাই, ১৯৭৪, পৃঃ—৪০

* **রিনাসিতা**, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭৩, পৃঃ—২

পুস্তক পরিচয়

জনসাধারণের সেবায় একটি নীতি

যে সব রিপোর্ট, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ নিয়ে জানোস কাদার-এর এক খণ্ড বিশিষ্ট নির্বাচিত রচনাবলীটি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির সময়কাল ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস। হাঙ্গেরির ইতিহাসের এই সময়টি সমাজতন্ত্রের অজেয়তা প্রতিপন্ন করেছে এবং দেখিয়েছে কিভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সঠিক নীতি—সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রী ও সহযোগিতার নীতি প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ, নিজস্ব ভুলভ্রান্তি, বিকাশের দ্বন্দ্ব, প্রভৃতি বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং জনসাধারণকে তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজতন্ত্র নির্মাণে একটি জাতির অভিজ্ঞতা, যা এই বইতে প্রতিফলিত হয়েছে, আজকের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা হল জনসাধারণের প্রধান লাভ। "যদি শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে", জানোস কাদার লিখেছেন, "তারা তাদের নিজেদের নির্ধারিত যে কোনো লক্ষ্যই পূরণ করতে পারে। ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত তারা পুঁজিবাদী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সুতরাং ক্ষমতা বজায় রাখাটা হল জনজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং তাকে উন্নত করার জন্য সর্বপ্রধান পূর্বশর্ত।" (৪০ পৃষ্ঠা) যখন শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা বিপন্ন হয়, কমিউনিস্টদের সবচেয়ে জরুরী দায়িত্ব হল প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ব্যবহার করে এবং শ্রেণীভাইদের আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে তাকে রক্ষা করা। এটা অবশ্য পরিষ্কার যে জনসাধারণের সমর্থন এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মৈত্রীই হল শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার ভিত্তি। এই মৈত্রীই শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাকে অজেয় করে তোলে। সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কমিউনিস্ট কৌশল হল জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে, এমনকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ের পরেও এই কৌশলের উন্নতিসাধন করতে হবে।

ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট স্তরে শ্রেণীশত্রু দেশের সামনে থেকে দূরে সরে যায়। এটা হয় যখন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থার গঠনমূলক ক্রিয়াকর্মগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে ব্যাপক জনসমাবেশ সামনে এসে দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। একটি সমস্যার সমাধান আর একটি সমস্যার সমাধান দাবি করে এবং রাস্তাও পরিষ্কার করে দেয়। যে সব সমস্যার সমাধান না করেই ফেলে রাখা হয় সেগুলি আবার যে সব সমস্যার সমাধান আগেই হয়ে গেছে সেগুলিকে খুঁটিয়ে তোলে। সমাজ পরিবর্তনে মধ্যপথে থেমে যাওয়ার বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবের পরাজয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কৃষির যৌথভবন,... সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন এবং উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কগুলির পরিণত বিকাশসাধন প্রভৃতির পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। পার্টি নতুন পথে যাবার জন্য কৃষকদের অনুপ্রাণিত করতে এবং তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে পথ নির্ধারণে ভালো সময়জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। (পৃষ্ঠা ২৩০ এবং ২৪১)। ফলে লেনিনের সমবায় পরিকল্পনাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যে যৌথকরণের প্রচেষ্টা চলাকালীনই কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল।

যৌথকরণ ব্যাপারটা ছিল প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাবের অভ্যন্তরীণ সামাজিক-গুলোকে নষ্ট করে দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে নতুন শ্রেণীকাঠামো তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেছিল এবং সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ—শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তিশালী করেছিল। পাশবিক প্রতিবিপ্লব দমনের ছ-বছর পরে অনুষ্ঠিত অষ্টম পার্টি সম্মেলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানস কাদার একথা বলতে পেরেছেন যে, "আমাদের দেশে সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে" এবং "হাঙ্গেরীয় জনসাধারণ পূর্ণ সমাজতন্ত্র গঠনের স্তরে প্রবেশ করেছে।" (পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭)

নবম এবং দশম সম্মেলনে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট এবং বইটিতে সন্নিবেশিত কাদার-এর অন্যান্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পূর্ণ-সমাজতন্ত্র গঠনের বিস্তৃত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যকর্মগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। "প্রত্যেক পরিণত এবং চিন্তাশীল হাঙ্গেরিয়ান জানে এবং মোটামুটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সুখের পথ হল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ। সে এটাও জানে যে এটা মধুচন্দ্রিমা নয়, পরন্তু কঠিন শ্রম এবং সংগ্রাম ও আনন্দের সংমিশ্রণ।" (পৃষ্ঠা ৩২৫) "আমাদের ব্যবস্থাতেও বিকাশের দীর্ঘকালীন স্বার্থের সঙ্গে জনসাধারণের প্রতিদিনকার স্বার্থের, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের, সমাজের স্বার্থের সঙ্গে গোষ্ঠীবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত আছে। এগিয়ে

চলার পথেই এগুলির নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব···এমন কায়দায় যে জনগণের ক্ষমতা দৃঢ়তর হয় এবং আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি নিয়ে আসে।"

সব কিছুই নির্ভর করে এইসব দ্বন্দ্বগুলির সমাধানে পার্টির সময় ও পথনির্বাচনের ওপর। প্রধান নিরূপক হল সমাজতন্ত্রের স্বার্থ যাদের সবচেয়ে বেশি সেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ—যারা নিজেদের ক্ষমতাকে বজায় রাখে এবং সমাজ গঠনে নিজেদের নেতৃত্বের ভূমিকাকে ক্রমাগত সংহত করে। কোনো ব্যাপক শ্রেণী মৈত্রী গঠনে এটা কোনো বাধা নয় বা মিত্রদের মৌলিক স্বার্থগুলির প্রতিবন্ধকও এটা নয় কারণ অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর একটি সাধারণ লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র গঠন করা এবং যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এই সমাজতন্ত্রের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া। এ ব্যাপারে সি সি. এইচ এস ডবিউ পি-র ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসের "আন্দোলনের কর্মসূচী" নামক প্রস্তাবটি ছিল খুবই জরুরী। (পৃঃ ৪৩১)

বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নীতি-রূপায়ণে বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ—ক্রমাগত জরুরী হয়ে উঠছে। তার মানে হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং জনতার প্রতি আনুগত্য—নতুন নতুন সমস্যাবলীকে ব্যাখ্যা করা এবং নতুন নতুন প্রকরণ ও সমাধান বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তৎপরতা ও নমনীয়তার অধিকারী হওয়া। এই নীতির কেন্দ্রস্থলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অবস্থান। "সমাজতন্ত্র নির্মাণকার্য চলাকালে শ্রমজীবী জনসাধারণ এবং বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন হয় পার্টি এবং বিশেষত পার্টির নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাজকর্ম। (যেসব চিন্তাভাবনা পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে খর্ব করার চেষ্টা করে তা আসলে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে তার প্রধান চালিকাশক্তি থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। (পৃঃ ২১৫) স্থিতিশীল নীতি একটি শান্ত ও সৃজনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে। "আমাদের নীতি হল স্থায়ী এবং সংগতিপূর্ণ" বলেছেন জানস কাদার। "আমাদের জন-সাধারণ এটাকে স্বাভাবিক এবং সঠিক মনে করে।... সর্বোপরি আমাদের নীতির ক্ষমতা, নির্ভুলতা এবং প্রভাব প্রমাণিত হয় এই ঘটনার দ্বারা যে যে-কোনো উত্তেজনাময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং অভ্যন্তরীণ সংকট-মুহূর্তে আদর্শের প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং নীতির সামঞ্জস্য জনসাধারণকে নতুন করে আশ্বস্ত করে।

দুটি পরস্পর-বিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব আজকের যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব এটা মেনে নিয়েও যদি এমন কোনো নীতি অনুসরণ করা হয় যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবস্থান এবং বিশ্বের অগ্রগতির গতিপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করে তাহলে সেই নীতি সম্পূর্ণ অর্থহীন। আন্তর্জাতিকী-করণের দিকে যে আন্তর্জাতিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ বলতে কি বোঝায়। "সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ-এর সঙ্গে একাত্মতার অর্থ ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিটি পার্টিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধ্যানধারণার প্রতি দ্বিধাহীন অনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে, জাতীয় স্বার্থপরতা এবং উদাসীনতা ও জাতীয়তাবাদের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং ত্যাগস্বীকার করেও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে।" (পৃঃ ৩৬৭)

পার্টির লাভ এবং একটি প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার কাজ করতে পারার সামর্থ্য প্রমাণিত হয় এই ঘটনায় যে এমন কি সাংঘাতিক প্রতিবিপ্লবী, সোভিয়েত-বিরোধী হিস্টিরিয়ার সময়েও সে সকলকে একথা বলেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী তার নীতির একটি মূল লক্ষ্য।

পার্টি সম্মেলনগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টসমূহ, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম, সংসদের অধিবেশন ও শ্রমিকসভাগুলিতে কাদার-এর বক্তৃতাসমূহ এবং "ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ" সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজনৈতিক ব্যুরোর সম্মিলিত জ্ঞানেরই প্রতিফলন। তাছাড়া বইটির প্রতিটি পাতায় কাদার-এর মূল্যবান গুণাবলী—শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য, জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সাধারণ এবং সহজ ভঙ্গি আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং বর্তমান যুগের বহু বিচিত্র ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রত্যেকটি সমস্যাকে তুলে ধরা এবং ব্যাখ্যা করার এবং কমিউনিস্ট অগ্রগামী শ্রমিক এবং সাধারণভাবে সমস্ত সৎ মানুষের কাছে সেগুলো বোধগম্য করে তোলার ক্ষমতা প্রভৃতির বহু উদাহরণ মিলবে।

হাঙ্গেরিতে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে লেখকের অবদানের সাক্ষ্য হল এই বইটি।

লাজলো নাজি

একটি শ্রেণীগত বিশ্লেষণ

আর্জেন্টিনার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার-এর (সি জি টি) সদস্য সংখ্যা তিন মিলিয়ন-এর ওপর এবং এটি পেরোনিস্ট আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি। শ্রমিকশ্রেণীর একটি বড় অংশ পেরোনিজম-এর প্রতি সহানুভূতিশীল কারণ জাতীয় বুর্জোয়াদের কিছু কিছু অংশ সহ সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী।

সম্প্রতিকালে শ্রমিকশ্রেণী সি জি টি-র পেরোনিস্ট নেতাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন—যাঁরা আপসের দক্ষিণপন্থী নীতিকে চাপিয়ে দেবার এবং ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার জন্য সচেষ্ট। তারা যত বেশি শ্রেণীসচেতন হচ্ছে—কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের উৎসাহ ততই বাড়ছে। পেরোনিজম সম্পর্কে এবং সামাজিক প্রগতিতে ট্রেড

ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বক্তব্য—তারা জানতে চায়। আর্জেন্টিনার শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান নেতা, সি পি. এ-র কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুবেনস ইসকারোর "ট্রেড ইউনিয়নে পেরোনিস্ট কমিউনিস্ট ডায়ালগ" নামক বইতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে।* তিনি বলেছেন কমিউনিস্টরা বর্তমান সরকারের প্রতিটি গঠনমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করে যাবে; এবং বিপরীতপক্ষে তারা এই সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী পদক্ষেপগুলির সমালোচনাও করতে থাকবে।

পেরোনিজম হল সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন—যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য শ্রমজীবী মানুষকে শ্রেণীসংগ্রাম এবং বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে আনা। এই আন্দোলনকে শ্রমজীবী মানুষের পার্টি হিসাবে উপস্থাপিত করার সমস্ত প্রচেষ্টার মুখোশ বইটি খুলে দিয়েছে। যাই হোক, একটি দলের চরিত্র কেবলমাত্র তার সামাজিক গঠন দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নেতাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাও নির্ধারিত হয়। সাধারণত পেরোনিস্ট নেতারা শ্রেণীসমঝোতা এবং উৎপাদন-যন্ত্রের সামাজিক মালিকানায় বিশ্বাস করে এবং এটা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্পূর্ণ বিপরীত। লেখক পেরোনিস্টদের মূল বক্তব্য—একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত বুর্জোয়াজি এবং শ্রমিকশ্রেণীর "সামাজিক অংশীদারী"-কে বাতিল করে দিয়েছেন।

যে সমাজে শ্রম কেনা যায় এবং একজন মানুষের কাজ থেকে আর একজন মানুষ লাভ করতে পারে সেখানে শ্রমিক এবং বুর্জোয়াজির স্বার্থের বোঝাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না। "সামাজিক ন্যায়বিচার"কে তারা একটি বিযাক্ত শ্লোগান হিসেবে গণ্য করে, যেহেতু এই শ্লোগান বিদেশী একচেটিয়াপতি সহ সমস্ত মালিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জাতীয় আয়কে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দক্ষিণপন্থী সি জি টি নেতাদের বিজ্ঞাপিত "ন্যায় বিচার" আসলে কিন্তু একটা দারুণ অবিচার কারণ মালিক-শিল্পপতি-ব্যাঙ্কব্যবসায়ী এবং ভূস্বামীরা সকলে মিলেও একটি সূক্ষ্ম সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। ট্রেডইউনিয়নগুলির উচিত শ্রেণী-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়া, "সামাজিক অংশীদারী"র পথে নয়। শ্রমজীবী মানুষের গণসংগঠন সম্পর্কে এটাই হল কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি।

পেরোনিজম একটি অভিন্ন চরিত্রের আন্দোলন নয়। এটা আবার যুদ্ধমান দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—এই দুটি ধারায় বিভক্ত। সি জি টি নেতৃত্ব এবং পার্টি সদস্যপদ বা আদর্শ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য চায় এমন শাখাসংগঠনগুলির মধ্যে বিরোধ বাড়ছে। কমিউনিস্টরা—যারা সাতাশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর এখন খোলাখুলি তাদের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারছেন—জনসাধারণকে সংস্কারবাদী মোহ থেকে উদ্ধার করার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে গঠনমূলক কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। এই কাজে বইটির একটি বিরাট অবদান আছে।

ডি ডোকো

* রুবেনস ইসকারো—ডায়ালগোস সিনডিক্যালেস এন প্রে পেরোনিসভাজ, ওয়াই কমিউনিস্টস, বুয়েনস আয়ার্স, এডিটোরিয়াল ফানডামেন্টোজ, ১৯৭৪।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

সোভিয়েত পিপলস-এর লেখক ফ্রান্সিস কোহেন যুদ্ধ-পরবর্তী প্রথমদিকে **লু-মানিতে** পত্রিকার মস্কোর সংবাদদাতা এবং তিনি বহু বছর ধরে দেশের রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করেন। দশ বছর আগে লেখা তাঁর একটি বই-এর নামকরণ সঠিক-ভাবেই **সোভিয়েত ইউনিয়ন অন দি মুভ** করা হয়েছিল।

লেখকের উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র একটি সুদৃঢ় উন্নয়নশীল ব্যবস্থা, এটা দেখানো। তিনি প্রতিটি ঘটনা ও দৃশ্যকে তাদের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, সাধারণ পরি-স্থিতির সঙ্গে তাদের সংযোগ এবং তাদের আন্তঃক্রিয়ার পট-ভূমিকায় বিবেচনা করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এত বেশি সংখ্যক বিষয়ে এত বিরাট এবং জটিল বিষয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয় একটি বই-এ সংযুক্ত করা সম্ভব নয়। লেখক তাঁর বই-এর উদ্দেশ্য, "সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণী ও সমাজ" উপশিরোনামে নির্দিষ্ট করেন এবং ভূমিকায় বলেন—"সামাজিক শ্রেণীগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি প্রতিষ্ঠা করতে চান। এইসব ঘটনাবলী সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে।" (পৃষ্ঠা ৮) লেখক তাঁর অভিমত ও উপসংহারের সমর্থনে সামাজিক, পরিসংখ্যানগত ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংখ্যাতথ্য উপস্থিত করেছেন।

এত প্রবল ও প্রতিকূল জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটি দেশের জনগণ কিভাবে একটি পশ্চাৎপদ দেশকে মহান সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করল? লেখক এর একটি যৌগিক উত্তর দিয়েছেন। পার্টি ও শ্রমজীবী জন-গণের সুদৃঢ় ঐক্য তিনি দেখালেন, সম্ভব করেছে সোভিয়েত জনগণকে এগিয়ে যেতে ও সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করতে। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বিজ্ঞানসম্মত লেনিনবাদী নীতি জনগণের অবস্থার উন্নয়নে ও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণী বা স্তর, প্রতিটি জাতি ও জাতিগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করে মূলগত-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি গঠন করল যা একটি নতুন ঐতি-হাসিক সমাজ—সোভিয়েত জনগণ সৃষ্টি করল।

—জি টুডর

ফ্রান্সিস কোহেন, **লে সোভিয়েটিক**। ক্লাশেস এট সোসিয়েট এন ইউ এস এস আর। প্যারিস, এডিশসন সোসিয়েটস্। ১৯৭৪।

আসন্ন প্রকাশনা

রাজনীতিক সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ

স্ববোদা প্রকাশনার ডিরেক্টর ইভান প্যালনক্‌জির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

চেকোস্লোভাকিয়ায় রাজনীতিক সাহিত্য প্রকাশ করে স্ববোদা (প্রাগ) ও প্রাভদা (ব্রাতিস্লাভা)। আমাদের স্লোভাক সহকর্মীদের মতো আমরাও চাই উভয় প্রকাশনা সংস্থার নামের অর্থ—**স্বাধীনতা ও সত্য**-এর প্রতিফলন আমাদের প্রকাশনায় প্রতিফলিত হোক। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা চাই বিশ্ব ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হোক এবং সমসাময়িক সামাজিক প্রক্রিয়ার গভীর বিশ্লেষণ হোক।

কয়েক বছর আগে পাঠকদের আগ্রহ অনুশীলনের জন্য আমরা একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছি। কেন্দ্রটি স্ববোদার প্রতিটি নতুন লেখা গ্রহণ করে এবং সম্পাদকগণ পাঠকদের প্রাথমিক মতামত শোনার জন্য বই-এর দোকানগুলিতে যান। কেন্দ্রটি আমাদের কাছে পাঠকদের এবং তাঁদের চাহিদা সম্পর্কে একটি অধিকতর ভালো চিত্র পাবার ব্যবস্থা করে দেয়। চেকোস্লোভাক পাঠকরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমরা বছরের পর বছর উৎপাদন বাড়াচ্ছি ও সংস্করণ বড় করছি, তা সত্ত্বেও চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে কমই।

চাহিদার সযত্ন বিশ্লেষণ আমাদের প্রকাশনা নীতি গ্রহণ করতে সাহায্য করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্রষ্টাদের সংগৃহীত রচনাবলী ও নির্বাচিত লেখা সম্পর্কিত বই-এর চাহিদা বেশি। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলীর ৩৯ খণ্ড এবছর প্রকাশিত হবে। তাঁদের নির্বাচিত লেখার পাঁচ-খণ্ড সংকলন আমরা তৈরি করছি। লেনিনের একটি পাঁচ খণ্ড সংস্করণের কাজ শীঘ্রই শেষ হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য পাঠ্য বই রচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনীতিক পাঠের জন্য অনুমোদিত একটি পাঠ্য বই—**পলিটিক্যাল ইকনমি** শীঘ্রই বাজারে বিক্রির জন্য যাচ্ছে। প্রাগ ও ব্রাতিস্লাভা ইনস্টিটিউট অব মার্কসইজম-লেনিনিজম রচিত **চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা** এই বছরের শেষেই প্রকাশিত হবে।

খুব বেশি দিন হয় নি আমরা **শ্রম রেশনালাইজেশন** নামে একটি সিরিজ শুরু করেছি। এর উদ্দেশ্য হল প্রধান প্রধান চেকোস্লোভাক সংস্থাগুলির অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ও উচ্চতর উৎপাদনে সাহায্য করা। এই সিরিজের প্রথম দিককার কয়েকটি লেখা হল—**কস্ট এ্যাকাউন্টিং এ্যাট এ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ**, লেখক-মিলোস সেরস্যাক, ফ্র্যান্টিসেক ইগারমেয়ার লিখিত—**ইকনমিকস্ এণ্ড কোয়ালিটি**, এবং মিরোস্লভা ওরাভা লিখিত—**এন অপটিমাল ডেভেলপমেণ্ট মডেল ফর এণ্টারপ্রাইজেস**।

বুর্জোয়া মতাদর্শ ও সংশোধনবাদ প্রতিহত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে রয়েছে এবং এখনও আছে। এই ক্ষেত্রে বইগুলির মধ্যে আছে **দি ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল ইনদি ইভল্যুশন অব চেক ফিলসফি**। এই বিস্তৃত বিবরণটি রচনা করেছেন ল্যাডিস্লাভ হর্‌জাল ও জ্যাকব নেটোপিলিক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রকাশনালয়গুলির সঙ্গে সহযোগিতায় সুফল প্রমাণিত হয়েছে। কিছুকাল আগে প্রাগে পার্টি গঠনের আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্ববোদা ও পলিটিজদাত (ইউ এস এস আর) একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থিত করে। সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিগুলি **ম্যান-সায়েন্স-টেকনোলজী** নামে একটি বই প্রস্তুত করে। একটি বিস্তৃত বিবরণ **সমাজতন্ত্র ও প্রকৃতি** সম্পর্কে মিস্‌লে পাবলিসার্স (ইউ এস এস আর)-এর সঙ্গে আমরা যুক্তভাবে কাজ করছি এবং দুটি সংগ্রহমালা **দি সায়েন্টিফিক এণ্ড টেকনোলজিক্যাল রিভল্যুশন এণ্ড দি ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল ও ম্যানেজম্যাণ্ট অব সোশ্যালিস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যামালগেমেশনস্ এণ্ড এণ্টারপ্রাইজেস্** সম্পর্কে আমরা প্রোগ্রেস পাবলিশার্স (ইউ এস এস আর)-এর সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করছি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জি ডি আর-এর প্রকাশনালয়ের মধ্যে আর একটি যুক্ত প্রকল্প হল **দি লিডিং রোল অব দি ওয়ার্কিং ক্লাশ ইন দি সোশ্যালিস্ট কাণ্ট্রিজ**।

আমরা শীঘ্রই একটি **প্রোব্লেমস্ অব এক্সিস্টিং সোশ্যালিজম** সিরিজের বইসমূহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করব।

ডবলু এম আর প্রশ্নাবলী

উত্তর দিয়েছেন পশ্চিম জার্মানির জোসেফ সক্লেইফস্টেইন

১। এই মুহূর্তে আপনি কি কাজ করছেন?

২। আপনার বর্তমান কাজে কেন্দ্রীয় সমস্যা কি?

৩। এর মাধ্যমে আপনি কোন্ নতুন বিষয়বস্তু উপস্থিত করতে চান?

১। আমি বুর্জোয়াদের, সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা, বিশেষভাবে, যারা সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস তত্ত্বকে বাতিল করছে এবং যারা ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণকে বাতিল করছে, তাদের সম্পর্কে এক সমালোচনা লিখছি। আমি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের রণনীতি সম্পর্কে একটি বই-এর পরিকল্পনা করেছি।

আমাদের ইনস্টিটিউটের শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ, পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধারণা

অধ্যাপক জোসেফ সক্লেইফস্টেইন, ডি পি এইচ বার্লেন—জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকরী কমিটির সদস্য ও ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এম মেইন- এ ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট স্টাডিজ-এর প্রধান। তিনি ফ্রাঞ্জ মেরিং : মার্কসিস্ট ওয়ার্কস, ১৮৯১—১৯১৯ প্রবন্ধ সংকলনের লেখক ও মেরিং-এর রচনাবলী প্রকাশনায় প্রস্তুতিতে অংশ নেন। তিনি মার্কস, এ্যাঙ্গেলস ও লেনিন সম্পর্কে বই লিখেছেন এবং ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর ধর্মঘট সম্পর্কে লিখিত বিবরণ গ্রন্থ ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ গ্রন্থের যুগ্ম লেখক।

শ্রমশক্তির সৃজনশীলতা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কিত গবেষণায়ও আমার অংশ আছে।

২ ও ৩। আমাদের গবেষণা, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষের জন্য, সর্বাধিক গুরুত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। এটা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামে দাবিগুলি নির্দিষ্ট করতে ও রাজনীতিক লক্ষ্য নিরূপণে সাহায্য করে। আমরা মনে করি, আমাদের প্রকল্প ফেডারেল জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে এবং বর্তমান সমস্যা-নীতিক লক্ষ্য নিরূপণে সাহায্য করে। আমরা মনে গুলি সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা করতে পারবে।

পার্টি সংবাদপত্র
এখন বৈধভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে

পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনাভবন এডিকোস **এ্যাভান্তে** পার্টির সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও সম্পাদকদের একত্রিত করেছে। এটা এখন বৈধ, আগে একাধিকবার বে-আইনীভাবে প্রকাশিত পি সি পি-র কর্মসূচী ও চিঠি প্রকাশ করেছে। এ নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য পার্টি দলিল প্রকাশ করে।

অপর্টোতে এডিটরিয়াল ইনোভা বই প্রকাশ করছে, যা আগে সাধারণ পাঠকদের কাছে পেঁছিত না। তাদের মধ্যে একটি হল—**ইট মাস্ট বি টোল্ড** ১৮৭২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পর্তুগালের রাজনীতিক সংগ্রাম নিয়ে লেখা। এই বই-এর লেখক পি সি পি-র সাধারণ সম্পাদক বেন্টো গনকালভেস্‌কে টারাফল বন্দী শিবিরে ফ্যাসিস্টরা অত্যাচার করে হত্যা করে। অন্যটি—**রেজিস্টেন্স ইন পর্তুগাল** লেখা হয়েছিল ১৯৬১ সালে। এর লেখক জোস্‌ ডায়াস কেয়েলহো, একজন প্রতিভাবান স্থপতি ; তাঁকে পি আই ডি ই এজেন্টরা রাস্তায় গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পি সি পি-র সংবাদপত্র **এ্যাভান্তেকে** চিত্রিত করেছিলেন।

এ্যাভান্তে, শ্রমজীবী যুব আন্দোলনের মুখপত্র ও **বোভেন ট্রাবাল্‌হাডোর**-এর প্রথম সংখ্যার আবির্ভাবের খবর প্রকাশ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল তাদের নিজেদের স্বার্থে সংগ্রামে যুবজনকে ঐক্যবদ্ধ করা। এতে সাধারণ সংবাদ, সংস্কৃতি ও খেলা-ধুলার ঘটনা থাকবে।

"কেবল একটি বিষয়ই আপনাদের বলছি—আজকের দিনে কারা বেঁচে থাকছে, ভুলবেন না। ভালো অথবা মন্দটাও ভুলবেন না। ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করুন, যাঁরা আপনার জন্য এবং নিজেদের জন্য লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি চাই প্রত্যেকেই এটা জানুন যে, নামহীন কোনো বীর নেই কারণ মানুষের নিজের নাম আছে, আছে চরিত্র, আশা আর আকাঙ্ক্ষা এবং সেইজন্যই তাঁদের মধ্যে যাঁর দুঃখ-দুর্দশা সবচেয়ে কম দৃশ্যমান, তাঁর দুঃখভোগ ও যাঁদের নাম ইতিহাসে উল্লেখ থাকবে তাঁদের সমান।" এই কথাগুলি গেস্টাপো প্যাসক্র্যাক জেলে জুলিয়াস ফুচিকের লেখা। আজকাল **এ্যাভান্তে** যা প্রকাশ করছে এটা তার একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ। পত্রিকাটি বৈধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, এ গোপনকালের সেইসব বীরদের কাহিনী বলতে শুরু করেছে, যাঁরা সংগ্রামের ময়দানে মৃত্যু বরণ করেছেন।

প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছে ক্যাটারিনা ইউফেমিয়ার কাহিনী। বেলেইজাও-এর একজন তরুণ কমিউনিস্ট। ক্লান্ডেস্টাইন পার্টি কমিটির একজন সদস্য, তিনি মহিলাদের মধ্যে কাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ফ্যাসিস্টদের গুলিতে নিহত হবার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর।

আলফ্রেডো ডিনিস (এ্যালেক্স, ১৯৪৫ সালের ৪ জুলাই মাত্র ২৮ বছর বয়সে ছোট শহর আলটো ডে যেয়োও-এ পুলিসের হাতে নিহত হন। ১৯৭৪ সালের ৪ জুলাই সেখানে একটি স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হয়েছে। "তিনি ছিলেন একজন শ্রমিক, যিনি তাঁর শ্রেণীর মুক্তির জন্য সমস্ত উদ্যোগ নিয়োজিত করেছিলেন।" একটি স্মৃতিসভায় এ্যালভারো কুনহাল একথা বলেছিলেন। আমরা তাঁর মৃত্যুর জন্য অবশ্যই গৌরবান্বিত হব। এ্যালেক্স আমাদের সংগ্রামে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ফেরেইরা সোয়ারেস একজন ডাক্তার, ওপর্টোর গোপন পার্টি সংগঠনের একজন সদস্য। নৃশংসভাবে নিহত হবার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩২ বছর। **এ্যাভান্তে** মন্তব্য করেছিল—"হতভাগারা একজন ডাক্তারকে কেড়ে নিল, যিনি ছিলেন যোদ্ধাদের সহযোদ্ধা।"

সোয়েইরো পেরেইরা গোমেশ, একজন লেখক, গোপন পি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর লেখাগুলি রেখে দিয়েছিলেন এবং ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল পার্টির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই লেখাগুলি এডিকোয়েস **এ্যাভান্তে**-তে প্রকাশিত হবে।

এ্যাভান্তে ভিরেইরাটোম, ফেরেইরা মার্কুয়েস, গেরম্যানো ভিডিগ্যাল এবং জনগণের মুক্তির জন্য অন্য অনেক সংগ্রামী সম্পর্কে লিখেছে।

ম্যানুয়েল অলিভেইরা
লিনা আর্গেন্টি
একটি নতুন মার্কসবাদী প্রকাশনা

প্যাল—রুজেনস্টেইন পাবলিশার্স, ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মানি, আত্মশিক্ষার জন্য "হেফটে জুম গেসেলশ্চিক্‌ট্‌স আণ্ড সোজিয়াল কুন্ডেণ্টারিকট" নামে একটি পুস্তিকা ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছে। উদ্যোক্তা ও লেখকরা বিশিষ্ট মার্কসবাদী পণ্ডিত। এ পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি হল—হর্স্ট আরমেল লিখিত **দি ট্রানজিশন ফ্রম ফ্রি কম্পিটিশন ক্যাপিটালিজম টু ইমপেরিয়ালিজম ইন** জার্মানি, জর্জ ফুল বার্থ লিখিত **হাউ জার্মান সোশ্যাল-ডেমক্রাসি চেঞ্জড ফ্রম দি এরফুট কংগ্রেস অব ১৮৯১ টু**

ওয়ার্লড ওয়ার ১ এবং উলরিক্ এ্যালব্রেখট লিখিত **দি রিমিলিটারাইজেশন অব দি এফ আর জি।**

আনসেরে জেইট লিখল যে, "হেফটে" সরকারি প্রচার বিরোধিতাকে সাহায্য করে।

ও·বি

সংবাদপত্র জয়ন্তী

সুইস পার্টি অব লেবার-এর সংবাদপত্র ভইক্স আওফ্রিয়েরে তার তিরিশতম বার্ষিকীতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এক পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৪৪ সালের ১৮ অগস্ট) থেকে পত্রিকাটির সম্পাদিত সংগ্রামের বিবরণে রয়েছে, শান্তি ও পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রচারাভিযান, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রামে সমর্থনকারী কার্যাবলী, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচার এবং শ্রমিক, কৃষক ও ছোট উৎপাদকদের দাবির সমর্থন।

পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবন সম্পর্কিত বিবরণ প্রকাশ করে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের মুখোস খুলে দেয়।

"প্রেস কনসেনট্রেশন" নামে একটি প্রবন্ধে ভয়ংকর প্রতিযোগিতার কি পরিবেশে সুইজ শ্রমজীবী মানুষের পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৭৪ঃ ডব্লু এম আর প্রচার বর্ষ

বুলগেরিয়া ঃ নতুন পাঠকমণ্ডলী

যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি সেই দেশের কমিউনিস্ট প্রকাশনার প্রচারের সমস্যা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কার্যরত পার্টিগুলির ঐ সমস্যার চেয়ে প্রকৃত অর্থেই ভিন্নতর। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সরকারি যন্ত্র, প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গণপ্রচার মাধ্যম, সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত কাজকর্মের মাধ্যমে কমিউনিস্ট প্রকাশনার প্রচার বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং বই-পত্রাদি নিয়মিতভাবেই প্রচুর পরিমাণে ছাপা হয়।

বুলগেরিয়ায় **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র পাঠকমণ্ডলীর পরিধি অনবরত বেড়ে চলেছে। ১৯৭৪ সালে, যে বছরকে **ডব্লু এম আর**-এর প্রচারবর্ষ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, আমাদের প্রধান করণীয় হল—এই সাময়িক পত্রিকাটিতে যে সমস্ত তথ্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির সর্বাধিক ব্যবহার এবং যাদের প্রয়োজন সর্বাধিক তাদের হাতে এটি যাতে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা।

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্ব সহকারে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র মূল্যায়ন করেছে এবং একে কমিউনিস্ট সুলভ কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিবার্য ও মতাদর্শগত ফ্রন্টে কার্যরত সকলের এটি স্থায়ী পাঠ্য বিষয় বলে বিবেচনা করেছে।

রাবোতনিচেস্কো ডেলো, নারোদনা স্লাডেঝ, ওটেচেস্টভেন ফ্রন্ট প্রভৃতি সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য প্রকাশনায় **ডব্লু এম আর**-এর প্রতি সংখ্যার নির্বাচিত নিবন্ধ, এর বিষয়াশ্রয়ী রচনা পুনঃপ্রকাশ করা এখন রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। এইভাবে আমরা **ডব্লু এম আর**-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি এবং হাজার হাজার পাঠকদের মধ্যে এর প্রতি শত শত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রাবোতনিচেস্কো ডেলো এই সাময়িক পত্রিকাটির প্রতিটি নতুন সংখ্যার প্রকাশনার খবর দেয় এবং এর বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রকাশ করে।

গত মে মাসে **ডব্লু এম আর**-এর প্রধান সম্পাদক কে ঝারোডোভের সঙ্গে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়, এবং বুলগেরীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বি সি পি কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণে এখানে সফররত সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্যদের সঙ্গেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকার বহু সংবাদপত্রে এবং বেতারযোগে প্রচারিত হয়।

আমরা তরুণ পাঠকদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে থাকি। মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাংবাদিকতা এবং আইনের ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা সভা সংগঠিত করা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। এই সভাগুলিতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি অথবা কলেজের শিক্ষকগণ সাময়িক পত্রিকাটির অবদান এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ছাত্রদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধাদি পড়ার জন্য সুপারিশ করা হবে।

আমরা আশা করছি যে, এর ফলে এই সাময়িক পত্রিকাটি আগামী দিনের তরুণ বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে বহু নতুন পাঠক পাবে, এবং পার্টির স্বার্থে তাদের উদ্যোগী সংগ্রামী তৈরি করতে এই সাময়িক পত্রিকাটি তাদের মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

বি সি পি ডব্লু এম আর-এর বুলগেরীয় সংস্করণের নিরন্তর উন্নতির প্রতিও লক্ষ্য রাখছে। এই বছর সাময়িক পত্রিকাটি ভালো কাগজে ছাপা হচ্ছে, এর প্রচ্ছদও জীবন্ত এবং আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

ব্যাপক সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে প্রচারবর্ষ হচ্ছে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। আমরা এইভাবে নিরন্তর অগ্রগতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

—বিসত্রা এভ্রামোভা

এফ আর জি : জি সি পি সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর উন্নতি এবং প্রচারের জন্য জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলী (প্রেসিডিয়াম) একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সমস্ত প্রাদেশিক, জেলা এবং আঞ্চলিক পার্টিকে গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত পরিকল্পনাই এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয় নি বটে, কিন্তু সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত কতগুলি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

আমাদের কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র **আনসরে জেইতা**-তে নিয়মিতভাবে **ডব্লু এম আর**-এর সর্বশেষ সংখ্যার বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করা হয় এবং নিবন্ধাদি পুনর্মুদ্রিত হয়। ফলে সাময়িক পত্রিকাটি সম্পর্কে পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে একটি ধারণা সৃষ্টি সম্ভব হয়।

আমাদের সংবাদপত্রে **ডব্লু এম আর**-এর গ্রাহক হওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কারখানার সংবাদপত্রগুলিতে এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বসতির সংবাদপত্রগুলিতেও এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পত্র-পত্রিকা প্রচারকেন্দ্রগুলিতেও গ্রাহক হওয়ার 'ফর্ম' পাওয়া যায়। **আনসেরা জেইত** খেলার সময় এই সাময়িক পত্রিকাটির ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।

মার্কসবাদী ছাত্র ইউনিয়ন **আনসেরা জেইত**-এর কর্মীদের ধন্যবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে **ডব্লু এম আর** নিয়মিত বেশ ভালো বিক্রয় হয়।

এইভাবে সাময়িক পত্রিকাটি নতুন পাঠক এবং নতুন অবস্থান অর্জন করছে, এবং এখন, যখন আমরা পার্টি সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি "কমরেড, আপনি কি **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** পড়েন?" তখন ক্রমাগত বেশি বেশি করে জবাব পাওয়া যায় "হ্যাঁ"।

—জি,কওয়াইতোওয়াস্কি

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ভেনেজুয়েলা—"কি পড়তে হবে" কলমে কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক **ট্রিবুনা পোপুলার ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। সাময়িক পত্রিকাটির ভেনেজুয়েলা সংস্করণ দ্বিমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভারত—**ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর প্রথম হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই ইংরেজী এবং বাঙলা সংস্করণের প্রকাশ শুরু হয়ে গেছে।

মঙ্গোলিয়া—দারখান শহরে এবং বুলগান জেলায় **ডব্লু এম আর** পাঠক সম্মেলনে ভাষণ দেন সম্পাদকীয়মণ্ডলীর সদস্য টি উরেবিএক (পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি) এবং সম্পাদকীয় পরিষদ সদস্য ও স্যানচেঝ (গুয়াতেমালান পার্টি অব লেবার)।

পানামা—**ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** এখানে স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটা সাময়িক পত্রিকাটির ৪২তম জাতীয় সংস্করণ।

ফিনিশীয় রাজনৈতিক পোষ্টার

ফিনিশীয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পোস্টার সব সময়ই বিশ্বস্ত প্রচার মাধ্যমরূপে প্রতিভাত এবং বিভিন্ন ধরনের গণপ্রচার মাধ্যম ঝড়ের বেগে বৃদ্ধি পেতে থাকা সত্ত্বেও এর তাৎপর্য চিরকালীনভাবেই মহান। পার্টির মূল দাবি ও উদ্দেশ্যের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণমূলক, প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানে আঘাত করে, তাদের জন-বিরোধী ও উদ্দেশ্যের স্ববিরোধিতা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণের চরিত্র উদ্ঘাটন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যরই পোস্টার সৃষ্টির জন্য বহু প্রগতিশীল শিল্পী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করছে।

শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য, একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা শোষিত সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পোস্টার অঙ্কিত হয়। পোস্টারগুলি মূলত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু পোস্টারের উদ্দেশ্য হল ফিনল্যান্ড-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রসারসাধন।

পোস্টারগুলি আমাদের কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতি প্রচার করে। প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক লীলাক্ষেত্রগুলি চরিত্র উদ্ঘাটন করে। নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে পোস্টার দেওয়া হয়। তাৎপর্যমণ্ডিত কোনো প্রচারকাজই পোস্টার ব্যতিরেকে হয় না।

পোস্টারের বিষয়বস্তু শিল্প সুষমামণ্ডিত থাকে। সাধারণত পোস্টারে রেখাচিত্রের সঙ্গে শ্লোগান বা হৃদয়-গ্রাহী নির্বাচিত শব্দগুচ্ছ লেখা থাকে। কখনো কখনো রেখাচিত্রের পরিবর্তে শুধুমাত্র বক্তব্য বিষয় লেখা হয়।

ফিনল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ কাজকর্ম শুরু হওয়ার ৩০তম বার্ষিকী উদ্যাপন উৎসবের প্রস্তুতিপর্বে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পোস্টারের প্রয়োজনীয়তা কত অপরিসীম। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে পার্টির কাজকর্মকে পোস্টার নিরন্তর জনপ্রিয় করে তুলছে।

গত বছর বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব এবং ছাত্র উৎসবে **ডব্লু এম আর** আয়োজিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পোস্টার প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী এই পোস্টার অঙ্কন-শিল্পীদের সাম্মানিক ডিপ্লোমা প্রদান করেন।

ডায়রি

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য অরল্যাণ্ডো মিলাস প্রাগে স্বল্প অবস্থানকালে **ডব্লু এম আর** দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং প্রধান সম্পাদক কনস্টানটিন ঝারোডোভের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অভিযান এবং ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, গভীরভাবে আত্মগোপন করেও কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ফ্যাসিবাদী একনায়কদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। তিনি জানান যে, সর্বস্তরেই পার্টির নেতৃত্ব কাজ করছে।

কমরেড মিলাস চিলির সংগ্রামী জনতার প্রতি আমাদের সাময়িক পত্রিকাসহ বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের সমর্থন এবং সংহতির অপরিসীম তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। **ডব্লু এম আর**-এর সঙ্গে আরও ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়।

* * *

আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য কমরেড অলচিরা দ্য ল্য পেনা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড লুইস হেলের আমাদের দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্টদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সাময়িক পত্রিকাটির সঙ্গে আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হয়।

* * *

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড রুলা কুকুলু সম্প্রতি আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন। শ্রীমতী কুকুলু তাঁর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রীসে **ডব্লু এম আর**-এর জাতীয় সংস্করণের প্রসারসাধন সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মাসিক পত্রিকাটি ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হয় গ্রাহক হবার চাঁদা জাতীয় সংস্করণ ক্ষেত্রে নিচের ঠিকনায় পাঠাতে হবে।

ইংরেজী

সেনট্রাল বুকস্ লিমিটেড
৩৭, গ্রেস ইন রোড।
লণ্ডন, ডবলিউ সি আই একস্ এণ্ড পি, এস
ইংল্যাণ্ড।
প্রোগ্রেস বুকস্,
৪৮৭, এডেলাইডে স্ট্রীট, ওয়েস্ট,
টরন্টো, অন্টারিও,
এম ৫ ভি আই টি ৪, ক্যানাডা
প্রোবলেমস্ অব পীস এণ্ড সোশ্যালিজম্,
৫, রানী ঝান্সী রোড,
নতুন দিল্লী—৫৫, ভারত

আরবীতে

আল-ওয়াকট্ পি, ও, বি, ৬২৪৭
বেইরুট, লেবানন
দার হিলাল
১৬, মোহাম্মদ ইজ্ সাল-আরব স্ট্রীট
কাইরো, আরব রিপাবলিক অব ইজিপট্
এথ জাগাফা এল-জাদিণ্গা
(লো পোভেললে কালচার)

রেভুই

মেনসুললে ডে কালচাররে জেনারেলে
আল-তারিরে, স্কোয়ার, বাগদাদ, ইরাক

বাঙলায়

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, ভারত

হিন্দী

সি পি আই, বিহার রাজ্য পরিষদ
অজয়-ভবন
পাটনা—৪, ভারত

বুলগারিয়ান

"রুস্স্কি" ৬
"হেমাস" সোফিয়া, বুলগেরিয়া

চেক

আরটিয়া,
প্রাহা ২, নোভে মেসটো,
ভে স্মেককাচ ৩০, সি, এস, এস, আর

ডানিশ

ফোর লা গেট টিডেন,
ডাঃ টিভাইয়ারগাডে ৩
১৩০২ কোবেন হাভান্ কে,
ডেনমার্ক

ফিনিস

আই কাকাউসলেহটি কমিউনিস্টি,
কটকানকাটু ১১,
০০৫১০ হেলসিনকি ৫১, ফিনল্যাণ্ড

ফ্রেন্চ্

সোসাইটি, ডি' এডিসন্ এট ডি' ইনএরমেসন্
৯, রৌলেভারড্ ডেস্ ইটালিয়েনস্
প্যারিস্ (২)
লাইব্রেইরিই নৌভেল এস ফ্রণ্টিয়ারস্।
৯৬, আউয়েস্ট, রুয়ে শেরব্রুকে,
মন্ট্রাল, কুইবেক, ক্যানাডা।
লাইব্রেইরিই রুশো ৩৬
রুএ জে-জে, রুশো
জেনেভে, সুইস্সে
লাইব্রেইরিই ডু মনডে,
এনটি ইয়ার ১৬২
রুয়ে ডু মিডি ব্রুকসেলেস্, বেলজিক্

জারমান

ডিইটস্চার বুচ-এক্সপোরট আন্ড-ইমপোরট্
জি, এম, বি, এইচ,
৭০১ লাইপজিগ্, লেনিনস্টেসে-১৬, জি ডি আর
"গ্লোবাস"
ভাট্রিয়েব ওসল্যাণ্ডিসচার জিইটস্ ক্রীট টেন,
১২০০ উয়েন, হোচস্টাডাপলাটজ্ ৩, অস্ট্রিয়া

জেনোসেন চাফট্ লিটেরেচার ট্রিয়েভ জর্রিখ
জর্রিখ ৪ ফেলডট স্ট্রীসে ৪৬, সর্ইজারল্যান্ড।
ব্রর্কেন—ভার ল্যাজ জি, এম, বি, এইচ
লিটারেচার—ভারটিয়েব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট,
৪০০০ ডাসেল ডরফ্
আকার স্ট্রাসে ৩, এফ আর জি

গ্রীক

থাকুরোভা ৩,১৬৬১৬
প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া

হাঙ্গারিয়ান

কুলটর্রা,
কোনিভ-এস হিরল্যাপ কুলকারে সকেডেলমি
ভ্যালালাট
বর্দাপেস্ট ১, এফ, ও ইউ, ৩২, হাঙ্গেরি

ইতালিয়ান

লাইব্রেরিয়া রিনাসিটা,
ভায়া ডেলে চোটেখে,
ওসকিউরে ৪, রোমা, ইতালি

জাপানী

নাউকা লিমিটেড ২
কানাডা—জিনবোচো ২—বোমে
বিওডা—কু
টোকয়ো, জাপান

মঙ্গোলিয়ান

উলান-বাটর, সর্খেবাটারিন টলবয় ২
মঙ্গল আরডাইন খর্সগলট্ ন্যামম্যান টভ
ন্যামম্যান খরো
"এনখ টাজভান, সোসিয়ালিজমিন্ এ্যাসর্ডাল"
সেটগর্লিম্যান মঙ্গল খেভলেলিজন্ গাজার

নরওয়েজিয়ান

বকস্ ৩৭১৫
ওসল ১, নরওয়ে

পারসিয়ান

পি বি ৪৯০৩৪
১০০২৮ স্টকহলম্ ৪৯, সর্ইডেন

পোলিশ

আর এস ডব্লিউ
"প্রাসা-কিস-আজকা—রর্চ" বি, কে, ডব্লিউ, জেড,
ওয়ারশজায়া উল, ওরোনিয়া ২৩, পোল্যান্ড

রর্মানিয়া

আই, সি, ই, "লিবরি",
ক্যালিএ ভিক্টোরিএই—১২৬
বর্কোরেস্টি, রর্মানিয়া

রাশিয়ান

মেজডর্নারোডনাআ নিনা
মস্কো জি-২০০, ইউ এস এস আর

স্প্যানিস

এ্যাডিসিওনেস প্যাজি সোসিয়ালিসমো, এ পি টি
ন্যাসিওনাল ১২৫৩, বগতা, কলমবিয়া,
এ্যাডিসিওনেস ডে কালটর্রা পপর্লার
সান জর্য়ান ডে লেট্রান, ৩৭-৪ পিসো
মেক্সিকো-১, ডি, এফ ঃ

ইডিওলজিয়া ওয়াই পলিটিকা, জে আর মক্যুইগর্য়
৭১৮—২০৩, লিমা, পের্

ইডিফিসিও ক্যানটাকলারো
এসক্যুইনা সান পেডরো,
প্যারোকুইয়া সান জর্য়ান, ক্যারাকাস,
ভেনেজর্য়েলা

লাইব্রেরিয়া ইন্টারন্যাশনাল, এ্যাপডো ৭৫৮
স্যান জোস্, কোসটারিকা

এ্যাডিটোরিয়াল "এ্যানটিও"
ব্যর্এনস্ এয়ারেস, আরজেনটিনা
রেভিসটা ইন্টারন্যাসিওনাল
কলনে ৪৬ এসটে, নং ১৬
পানামা, রেপ ডে পানামা
এজেনসিয়া ডে ডিস্ট্রিবিউসন্ ডে প্রেনসা,
১৬৬১৬ প্রাহা ৬, থাকুরোভা ৩, সি এস এস আর

সর্ইডিস

ফরল্যাগস্যাকটিয়ে বোলাগেট
ইন্টারন্যাশনাল রেভি,
ফ্যাক, ১২২০৬ এ্যানক্যাডে ৬, স্টকহলম্
সর্ইডেন

ভিয়েটনামিস্

এস "ও" জর্য়াট ন্যাপ খাউ স্যাচ বাও ৩২
হাউ বা ট্রর্নগ্, হ্যা-নয়, ভিয়েত-নাম

পত্রিকাটির বিষয় সমস্ত অনর্সন্ধান পাঠাইতে হইবে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকাশকের কাছে, ১৬৬১৬, থাকুরোভা ৩, প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের তথ্য ও তত্ত্বগত পত্রিকা

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে সেপ্টেম্বর '৭৪ থেকে জানুয়ারি '৭৫ পর্যন্ত প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করুন !

এক বছরের জন্য গ্রাহক চাঁদা ১০·০০ টাকা মাত্র

মূল্য প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সাধারণ সময়ে গ্রাহক চাঁদা—

বার্ষিক সডাক ১৫·০০ টাকা

ষাণ্মাষিক সডাক ৮.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিঃ

৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

সম্পাদকীয় অফিস

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো,

কলিকাতা-১৭

পত্রিকার বিষয়বস্তু ও অনুবাদ উন্নত করার জন্য পাঠকবর্গের সমালোচনা ও পরামর্শকে সাদর আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো

কলকাতা-১৭

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | সকল দেশের শ্রমিক এক হও

বর্ষ ২ | নভেম্বর, ১৯৭৪ | সংখ্যা ১১

সূচীপত্র

ডমজামিন ৎসেনেবল	ঃ	মঙ্গোলিয়ার উন্নতির শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা	৩
ভ্লাদিমির শচের বিটস্কি	ঃ	সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাতি-সম্পর্কের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	৬
জি রোনিমো আর্মেডো আলভারেজ	ঃ	অক্টোবর বিপ্লব এবং আজকের বৈপ্লবিক পদ্ধতি	১৩
মাইজিস্লাভ জাগিয়েলস্কি	ঃ	সহযোগিতার রণনীতি	১৯

পার্টি

আর্ন সারিনেন	ঃ	গণতান্ত্রিক উন্নয়নের নেতৃস্থানীয় শক্তি	২৪
লুই সানগেজ	ঃ	ঘটনার প্রভাব এবং কমিউনিস্ট মনোবল আমাদের সমকালীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি	২৮
নিকোলাস চাউই	ঃ	জন স্বার্থের রক্ষক	৩১
মিওড্রাগ বোগিসেভিক	ঃ	বিপ্লবী কার্যক্রমের মহাসম্মেলন	৩৫
স্টোইয়ান মিখাইলভ	ঃ	আমাদের সহযোগকারীদের যা বলা হয়েছে	৩৭

তত্ত্ব

	ঃ	বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী	৪১
ভিক্তর আফানাসিয়েভ	ঃ	সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরিচালনব্যবস্থা	৫৪

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

	ঃ	প্রাচীন দেশের নবরূপ	৬০
ওনিদা আলভারেজ	ঃ	বিপ্লবী কিউবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি	৬৬
মাইথাল স্ট্যানসেল	ঃ	পার্টি নীতির সামাজিক দিকগুলি	৭০
জাইমে পেরেজ	ঃ	একনায়কতন্ত্র থেকে স্থায়ী সরকার	৭৪
	ঃ	ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জিতব	৭৯
	ঃ	রাজতন্ত্রকে হঠতে বাধ্য করেছি	৮০

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি

ঃ	সমাজতান্ত্রিক নাগরিকত্বের অনুশীলন	৮৫
ঃ	কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উৎসব	৯০
ঃ	কমিউনিস্ট দর্শনের প্রচারাভিযান	৯৩
ঃ	ডায়েরী	৯৪

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

মঙ্গোলিয়ার উন্নতির শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা

ডুমজামিন্ ৎসেনেবল্
এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং
মঙ্গোলিয়ান গণ-প্রজাতন্ত্রের মহান গণ-খুরালের
সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি

মঙ্গোলিয়া বর্তমান বৎসরের নভেম্বর মাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করবে। তার একটি হল—পিপ্‌লস রেভলিউশনারী পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস—যা আমাদের দেশকে অধনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করেছে; অপরটি হল,—মঙ্গোলিয়ার গণ-প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা যা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জনসাধারণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন করেছিল। এই বার্ষিক উৎসবগুলির প্রাক্কালে **ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভ্যুর** একটি প্রতিনিধি দল আমাদের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সাফল্য এবং যে দেশ এককালে পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলির অন্যতম ছিল সেখানে সমাজতন্ত্রের নির্মাণকার্যে মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করার জন্য—আমাদের দেশ পরিদর্শন করেন।

ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলির অংশীদার হয়ে আমরা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এবং এইজন্যেই আমরা কোনো অসুবিধা গোপন করার কথা ভাবতেও পারি না অথবা পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এম পি আর পি-র কর্মসূচী রূপায়ণের পথে সমস্যাগুলি খাটো করেও দেখতে পারি না।

যে মঙ্গোলিয়ান জনসাধারণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অধনতান্ত্রিক পথে যাত্রা শুরু করেছিল তাদের সাফল্য পর্যালোচনা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ জড়িত করে আমরা বারবার এম পি আর পি-র তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ফিরে যাই, যে সিদ্ধান্তগুলি গোড়ার যুগে বিপ্লবোত্তর জটিল পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে মঙ্গোলিয়ার সম্ভাব্য বিকাশ একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় ছিল। আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশে (আমাদের জনসাধারণের ৯৯ শতাংশ ছিল নিরক্ষর, আমাদের কোনো শিল্প ছিল না এবং আমাদের কৃষি ছিল আদিম যুগের যাযাবরী পশুপালনের অনুরূপ) অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের কর্মসূচীর সাফল্য সম্ভব কিনা—এ বিষয়ে পার্টিতেও অনেকে সন্দেহ পোষণ করতেন। কেউ কেউ মঙ্গোলিয়াকে ধনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু, পশ্চাৎপদ জনতার বিকাশের জন্য মার্কসবাদী শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং মহান লেনিনের উপদেশ অনুসরণ করে—ঐ কংগ্রেস সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি ও সুবিধাবাদীদের জবাব দিয়েছিল এবং যে পথ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির বিজয় সুনিশ্চিত করে তার সাধারণ লাইন গ্রহণ করেছিল।

মঙ্গোলিয়ান জনসাধারণের নিকট তৃতীয় এম পি আর পি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কয়েক যুগ ধরে কর্ম-নির্দেশকরূপে কাজ করেছে। আমাদের বিশাল সাফল্যের জন্য তাঁদের নিকট ঋণী, অনেক সংখ্যাতথ্য ও তুলনামূলক চিত্রে যার প্রমাণ মিলবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২১ সালের কয়েকটি কারিগরি কারখানা ১ লক্ষ তুগ্রিক মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী মাত্র উৎপাদন করত অথচ ১৯৭৪ সালে শিল্পোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০ মিলিয়ন তুগ্রিক।

আমাদের অগ্রগতি একটি প্রজন্মের কম সময়ের মধ্যে ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই অধিকতর সার্থকভাবে চিত্রিত করা যায় না। মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্যে মঙ্গোলিয়ান জনসাধারণ একটি আধুনিক শিল্প গড়ে তুলেছে, সমাজতান্ত্রিক ধারায় কৃষিকে পুনর্গঠিত করেছে এবং লামাবাদ ও রহস্যবাদী যুগের অবসান সূচিত করেছে এবং শোচনীয় সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ও সার্বিক নিরক্ষরতাকে জয় করেছে; লেনিনের কথায় যাকে নতুন ব্যবস্থার একটি বৃহৎ ও বিপজ্জনক শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের সাফল্য অনেক। কিন্তু এম পি আর পি-র কর্মসূচীতে ও পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে (১৯৭১) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বর্তমান স্তরের লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে আরো অনেক কিছু করতে হবে। আমরা অবশ্যই সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি রচনা শেষ করব, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করব, সামাজিক সম্পর্কের অগ্রগতি ঘটাব এবং জনসাধারণের জন্য কমিউনিস্ট শিক্ষা সুনিশ্চিত করব। প্রাক-বিপ্লবের সময় থেকে এখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো বৈষয়িক বা প্রযুক্তিগত কাজ করা বাকী নেই। আমাদের একেবারে শূন্য থেকে গড়তে হয়েছিল। এবং এইজন্যেই অন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক

উৎপাদনের ভিত্তিভূমি রচনার জন্য আমাদের অধিক সময় প্রয়োজন হয়েছিল। তাছাড়া, "পূর্ণ সমাজতন্ত্র" বলতে "উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ" বুঝাই না, শুধু বুঝাতে চাই—সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি রচনার কাজ শেষ হয়েছে। এটা উন্নত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত নয় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমাদের তুলনায় উন্নততর কৃৎকৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া চলছে।

লেনিন একদা বলেছিলেন অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন বার্ষিক উৎসব উদযাপনের আর কোনো ভাল পথ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। শিল্পের কথাই ধরা যাক। এক্ষেত্রে, আমরা প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করতে সচেষ্ট, কারণ এই ব্যয়মাত্রা বহুল-উন্নত রাষ্ট্রগুলির তুলনায় বেশি। যে মঙ্গোলিয়ান পণ্যদ্রব্য প্রায়শই যথেষ্ট উন্নত মানের নয়—আমরা তা উন্নত করতে যত্নবান এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট যা সর্বদা বর্তমান মানের উপযোগী নয়। একথা মনে রাখতে হবে যে বংশানুক্রমিক শ্রমিক সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে এবং আমাদের দেশে দক্ষতার প্রশ্নটি অন্যান্য সি এম ই এ রাষ্ট্রের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। আমি কয়েকটি কৃষি বিষয়ক সমস্যাও উত্থাপন করতে পারি। শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা ভূমি-ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এবং চাষের পদ্ধতি ও সেচব্যবস্থা উন্নত করতে চেষ্টা করছি। পশুপালনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান কাজ হল পশু খাদ্যের প্রসার ঘটানো, পশুচারণভূমিতে সেচব্যবস্থার প্রসার এবং পশুদের জন্য শস্যভাণ্ডার তৈরি করা।

এদিকে জনসাধারণের প্রয়াস যথেষ্ট ফলপ্রসূ হচ্ছে। সমস্ত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটছে। তৃতীয় এম পি আর পি কংগ্রেসের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী এবং মঙ্গোলিয়ার গণ-প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা নতুন নতুন শ্রম-সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে।

এম পি আর পি এবং গত পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা জন-শক্তির সজীবতা ও রূপান্তরসাধনের বিরাট ক্ষমতা প্রমাণিত করেছে। শিল্পে দ্রুত অগ্রগতি ও ঊর্ধ্বহারে অর্থনৈতিক বিকাশই শুধু এর মোট ফল নয়। যখন সবকিছু বলা ও করা হয় তখন এগুলি এককভাবে নতুন ব্যবস্থার ফলমাত্র নয়। কোনো কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কখনো কখনো এই সমস্ত সাফল্য অর্জন করা গেছে। যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তা হল—শ্রমজীবী জনতার সচেতনতা ও মনস্তত্ত্ব অ-পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সুস্থ প্রভাবের ফলে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

খুব বেশিদিন পূর্বে নয় যখন মঙ্গোলিয়ার জনসাধারণ অজ্ঞ এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং বিনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল—বিপ্লব তাদের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত করল। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং যে-সরকারে অংশগ্রহণ থেকে তারা বহু শতাব্দী বঞ্চিত ছিল তাতে তারা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হল। ১৯২৪ সালে প্রথম মহান "পিপলস খুরাল" কর্তৃক গণ-প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা এবং জনসাধারণের বিপ্লবী সাফল্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম যথার্থ একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে রূপদানের পূর্বের তিনটি বৎসরে তাৎপর্যপূর্ণ অনেক অগ্রগতি ঘটেছিল। নতুন ক্ষমতার কাঠামো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিল।

এ প্রসঙ্গে, দেশের প্রথম আইন প্রণয়ন সংস্থা অর্থাৎ প্রথম মহান 'পিপলস খুরাল'-এর সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য। কারণ, মোট ৭৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৭১ জন আরাত (মেষপালক) অর্থাৎ যাদের অধিকাংশই সম্পত্তিবিহীন ও দরিদ্র ছিলেন। যাঁরা সামন্তপ্রভুদের নিকট থেকে ক্ষমতালাভ করলেন তাঁরা সরকার ও অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার কৌশল শিখতে শুরু করলেন। নতুন ব্যবস্থা, যার জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক চরিত্র গভীরতা অর্জন করল এবং সমাজের উপর যার প্রভাব বৃদ্ধি পেল, তার সংহতিকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের রাজনীতিক রূপেও গড়ে তুললেন। ইতিমধ্যে, হাজার হাজার মানুষ এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের অভিজ্ঞতাও অর্জন করে ফেললেন। এখন, আমরা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই গর্ব করে বলতে পারি—সমস্ত ক্ষেত্রেই জনতার মধ্য থেকে যোগ্য ও অভিজ্ঞ সংগঠক—পুরুষ ও মহিলা, তৈরি হয়েছে—জনতার সঙ্গে যাঁদের সংযোগ গভীর এবং যাঁরা জনসাধারণের স্বার্থে যে কোনো মহৎ কাজ করতে সক্ষম।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোও রূপান্তরিত করে ফেলেছে। একটি নতুন সামাজিক শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী, শিল্প, গৃহনির্মাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তারাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যমণি হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অবস্থানের সংহতিসাধন। আমরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তা হল—এই বিকাশ শ্রমিকশ্রেণী ও সকল শ্রমজীবী জনতার শ্রম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার আরো প্রসার ঘটাবে। পার্টি শিল্প ও কৃষিতে জনসাধারণের উদ্যোগকে স্বাগত জানায় ও উৎসাহিত করে এবং যৌথ কর্মোদ্যোগ, যার শিক্ষণমূলক কাজকে পার্টি সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচনা করে তাকেও প্রেরণা যোগায়।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা শুধুমাত্র সরকার ও উৎপাদনক্ষেত্রে অধিকতর অংশগ্রহণের অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বান্দ্বিকভাবে, উন্নত স্তরের গণ-সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ, কঠোরভাবে নাগরিক কর্তব্য পালন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি উত্তরোত্তর বেশি দায়িত্ববোধ প্রভৃতি ব্যতীত ব্যাপকতর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। আমরা সেইজন্যেই, সমাজতান্ত্রিক আইনগত দিক, রাষ্ট্র ও শ্রমিক শৃঙ্খলাকে কঠোর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছি এবং পার্টি, সরকার ও জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলির আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করছি।

গত পঞ্চাশ বছরব্যাপী দেশের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের মৌলিক পরিবর্তন—জনসাধারণের জীবনধারণের মান ও সাংস্কৃতিক স্তর বিস্ময়করভাবে উন্নত করেছে। জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র ১৯৭১-৭৩ সালেই প্রকৃত আয় শতকরা ১৮.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গড় মজুরি ও বেতন এবং সমবায়ী কৃষকদের নগদ আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এম পি আর পি-র অন্যতম লক্ষ্য হল মঙ্গোলিয়ার অর্থ-নীতিকে অন্যান্য সি এম ই এ দেশগুলির স্তরে উন্নীত করা। এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে বর্তমান স্তর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার ফলে বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে সহায়কও বটে।

সি এম ই এ-র সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক সংহতিসাধক কর্মসূচী কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছে যাতে আমরা ভ্রাতৃত্বমূলক দেশগুলিকে কয়েকটি প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধরে ফেলতে পারি। এর অর্থ হল—একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। একদিকে সময়সূচী অনুযায়ী আমাদের সংহতিসাধক অংশীদাররা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবেন এবং অন্যদিকে আমরা আমাদের কৃতকর্তব্য করব। আমরা এগুলি হিসাবের মধ্যে নিই এবং শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদাই বিবেচনা করি না; বরং সমগ্র গোষ্ঠীর অপরিহার্য উন্নয়ন-ধারার কথা ভাবি।

"সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রথমত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা একটি নিয়ামক উপাদান—যাকে বাদ দিয়ে অতীতের দিকে তাকালে আধুনিক মঙ্গোলিয়ার অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বললেও বলা যায়, উপরোক্ত সহযোগিতা ভিন্ন সমাজতন্ত্রের নির্মাণের কর্মসূচী রূপায়ণ অবাস্তব প্রতিপন্ন হবে। দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য আমাদের পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের খনিজসম্পদের উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের পক্ষে তাদের শিল্পগত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। আমাদের উপকরণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও জনশক্তির অভাব রয়েছে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্টি এবং সরকার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রসার ঘটাচ্ছে এবং তার ঐক্য বৃদ্ধি করছে ও তার অধিকতর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নিশ্চিত করছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই আমরা চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের কর্তৃত্বসুলভ ও জাত্যভিমানী আকাঙ্ক্ষা, যা মঙ্গোলিয়ার গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতি আগ্রাসী নীতিতে পরিস্ফুট—তার বিরোধী এবং বিরোধীতা করে যাব। চীনের বর্তমান নীতির স্রষ্টারা সীমান্তে (প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটারের বেশি) উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, নানা ঘটনার সূত্রপাত করছে, প্ররোচনা সৃষ্টি করছে এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আমাদের সকল প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছে।

প্রথমে, পিকিং-এর বিভেদপন্থীরা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার কথা, সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সঙ্গে আমাদের কলহ সৃষ্টি করার ভরসা করেছিল এবং ঘোরতর সোভিয়েত-বিদ্বেষীদের সঙ্গে মঙ্গোলিয়াকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। যখন তাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হল তখন তারা স্যাবার জেট দিয়ে আমাদের জনতাকে ভীতি প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু এটাও ব্যর্থ হল। আমাদের দেশে শান্তি বিরাজমান এবং আমাদের পিপলস রেভলিউশনারী পার্টির স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতিতে জন-সাধারণ গভীর আস্থাবান। আমাদের জনসাধারণ জানেন—চীনা জনসাধারণের তুলনায় আমরা অনেক বেশি উন্নত জীবন-যাত্রার অধিকারী। তারা এ-ও জানেন আমাদের দেশে শান্তি ও শ্রমের আবহাওয়া—অসুস্থ ও বিপথগামী "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" ধাঁচের প্রচার যাতে কোনো মানুষই নিরাপদ বোধ করতে পারেন না, তার সঙ্গে বৈপরীত্য কতটা।

এই প্রশান্তি, কমিউনিস্টদের সঙ্গে জনসাধারণের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পার্টির নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রী ও সার্বিক সহ-যোগিতার নীতিরই ফল। এই অচ্ছেদ্য মৈত্রীই আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য সমাপ্তির কর্মসূচীর গ্যারান্টী দান করে ও বিশ্বে আমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে।

এই সংখ্যারই অন্যত্র ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির প্রতি-নিধিদলের মঙ্গোলিয়ার উপর যৌথ রিপোর্টাজ দেখুন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জাতি-সম্পর্কের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

ভ্লাদিমির শচের্বিটস্কি

সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য ও
ইউক্রাইনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদস

দুবছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম অর্ধ-শতাব্দীর পর্যালোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টি খুব সঠিক-ভাবেই ঘোষণা করেছিল যে, অতীতের জের হিসেবে চলে আসা জাতি সমস্যার সমাধান আমরা করেছি এবং এই সমাধান সোভিয়েত জনগণের অন্যতম বৃহৎ কীর্তি।

জাতি সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব, কর্ম-সূচী ও নীতি রচনার গৌরব অবশ্যই লেনিনের প্রাপ্য। পৃথিবীর প্রথম বহুজাতি সমন্বিত শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের লেনিন ছিলেন স্থপতি। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর ঐতিহ্যকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনকল্পে তার প্রয়োগ করছে। সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেস-এর প্রস্তাবাবলী এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সংঘের যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এল আই ব্রেঝনেভের রিপোর্ট বৈজ্ঞানিক কমিউ-নিজম-এর গুরুত্বপূর্ণ দলিল; এগুলো জাতি সমস্যা-সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে উন্নত সমাজতন্ত্রের পরিবেশে জাতি সম্পর্ক বিকাশের গভীর বিশ্লেষণ এবং নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী হিসেবে সোভিয়েত জনগণের অভ্যুদয়ের তত্ত্বগত নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক জাতি ও জাতিসত্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বিকাশের দ্বান্দ্বিক আন্তঃসম্পর্কের পর্যালোচনা। জাতি-সমস্যার সমাধানে আমাদের অভিজ্ঞতা, জাতিসত্তা-গুলির মধ্যে এক মৌল নতুন সম্পর্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সি পি এস ইউ-এর এইসব সংক্রান্ত কাজ দুনিয়াজুড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহুজাতি অধ্যুষিত সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে সমস্ত মানুষের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নতুন জাতি সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপযোগী ভাবাদর্শ, রূপ ও পদ্ধতির অফুরন্ত উৎস।

মূল সমস্যা

আজকের দুনিয়ায় জাতি সম্পক জটিল ও বহুরূপে বিভক্ত। লেনিনের ভাষায় এগুলি "একটুও না বাড়িয়ে বলা যায়—একটা বিশ্ব-সমস্যা।" বিগত কয়েক দশক ধরে জাতিগুলি ও জাতি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীসমেত বিশ্বের বিশাল অংশে জাতিসমূহ ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক মৌল নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সর্বো-ত্তম সম্পর্কের অগ্রদূত। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়েছে। বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আবি-র্ভাব ঘটেছে। পর্তুগালের ফ্যাসিস্ট রাজত্বের পতনের মধ্যে দিয়ে বেজে উঠেছে দুনিয়ার শেষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি।

কিন্তু জাতি সমস্যার সমাধান এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ, রাষ্ট্রগুলির ভিতরের সংঘর্ষ এবং জাতি ও অধিজাতিগুলির মধ্যের সংঘর্ষ থেকে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ঔপনিবেশিক দখলে যা রয়েছে সেগুলি বজায় রাখার জন্যে উদ্বিগ্ন। তারা সদ্য স্বাধীন দেশগুলির উপরে নতুন ধরনের শোষণ চাপিয়ে দিচ্ছে ও নয়া ঔপনিবেশিক লুণ্ঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের যন্ত্রণা বিশেষ করে অনুভূত হয় এশিয়া ও আফ্রিকাতে। রোডেসিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শাসন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং সারা জগতের প্রগতিশীল জনমতের নিকট একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের আক্রমণ এবং প্যালেস্টাইন আরবদের জাতীয় অধিকার অস্বীকাররের ইহুদীবাদী নীতির ফলে মধ্যপ্রাচ্যেও সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনার বিপদজনক কেন্দ্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যা কিনা পুঁজিবাদের পীঠস্থান—সেখানেও বর্ণগত ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা কিছুমাত্র তীব্রতা হারায় নি। কানাডাতে ফরাসী-কানাডীয়দের পুরনো সমস্যা মাঝে মাঝেই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমন কি পশ্চিম ইয়োরোপ, যেখানে এক শতাব্দীরও পূর্বে জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন মূলত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সেখানেও জাতীয় সংঘর্ষ অতীতের বিষয় নয়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি, বেলজিয়ামে ফ্লেমিং-ওয়ালুন উত্তেজনা, বাস্ক প্রদেশ, ক্যাটালোনিয়া ও গ্যালাসিয়াতে জাতীয় অধিকারের উপর ফ্রাংকো-শাসনের নিষ্পেষণ এগুলি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

এগুলির কারণ বর্ণগত বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব অথবা

কোনো হীনমন্যতার অনুভূতির মধ্যে অন্তর্নিহিত নেই—যেটা বুর্জোয়া তত্ত্ববিদরা আমাদের বোঝাতে চান—এর কারণ রয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যে। অনেকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে জাতিগত সমানাধিকার ঘোষিত থাকলেও সেগুলির কোনো দৃঢ় নিশ্চয়তা নেই এবং প্রায়ই সেগুলি লঙ্ঘিত হয়। লেনিন যেমন বলেছিলেন, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলে বুর্জোয়া দেশগুলিতে জাতি সমস্যা নেপথ্যে চলে গেলেও, এটা আবার "রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারে।"

জাতিগত বিদ্বেষ ও উত্তেজনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক-চেটিয়া বুর্জোয়ার নীতির সঙ্গে জড়িত। এবং এরা মাঝে মাঝেই এদের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগত লক্ষ্যকে আড়াল করবার জন্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই বিদ্বেষকে উসকে দেয়। আমরা যেমন জানি, নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি সাইপ্রাসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালানো ও একে নাটোর আজ্ঞাবহদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বহু বছর ধরে দ্বীপটির গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা জীইয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যখন গ্রীক সামরিক চক্র সাইপ্রাসের সাংবিধানিক সরকার ও তার আইনসংগত অধিকারকে পদদলিত করে যন্ত্রণা ও রক্তপাত ঘটাল, তখন সেই একই সাম্রাজ্যবাদী চক্র সমস্যার মূল কারণকে ঢাকবার জন্যে জাতি-সম্পর্কের সমস্যাগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করল এবং এমন একটা সমাধান চাপিয়ে দিল যা তাদের স্বার্থানুসারী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন এবং ইতিহাসের অগ্রগতির ধারায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হল পুঁজিবাদে জাতি সমস্যার কোনো সমাধান নেই। কিন্তু আজকের এই যুগে জটিল জাতি সমস্যা ও সংঘর্ষ অনিবার্য বিধিলিপি নয়। মানবজাতি এগুলির সমাধান করতে পারে এবং অবশ্যই তা করবে। কিন্তু তা করতে হলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে অবশ্যই লোপ করতে হবে এবং জাতিগত বৈরিতার সামাজিক কারণগুলিকে দূর করতে হবে।

আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মধ্যে দিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে এই বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরেছে যে, জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃত সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বাস্তবায়ন সম্ভব। আগামী দিনে জনগণ যে জাতি সমস্যা সমাধানকল্পে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার গবেষণাগার

আমাদের দেশটি বহুজাতি অধ্যুষিত। সেজন্যে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সামগ্রিক রণনীতির মধ্যে জাতি সমস্যাটি ছিল একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে পূর্বেকার জারের রাশিয়ার জনগণের পরিচালিত রাজনৈতিক সংগ্রামের এটা একটা ওতপ্রোত অংশ। শ্রমিকশ্রেণী ও তার আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ জনগণ জাতীয় বুর্জোয়ার বহু উপদলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

ইউক্রাইনের জাতীয় বুর্জোয়ারা হল এই রকম একটি উপদল। এরা তাদের জাতীয়তা-বিরোধী নীতি, মিত্রশক্তি ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদ অথবা অন্যান্য বাইরের শক্তির উপর নির্ভরতা আড়াল করবার জন্যে 'স্বাধীন', 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রের আওয়াজ তুলেছিল। এবং এদের সকলেই নতুন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সুগভীর ঘৃণাকে কাজে লাগিয়েছিল। মেহনতী জনগণ কেন বলশেভিকদের অনুসরণ করেছিল এবং কেনই বা তাদের ঐক্যবদ্ধ বহুজাতিক রাষ্ট্রের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল?

তার প্রথম কারণ হচ্ছে, লেনিনের পার্টি জাতি সমস্যার সমাধানকে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই বিশ্বাসে পরিচালিত হচ্ছিল যে, রাশিয়ার নিপীড়িত মানুষের জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে হলে তা সামাজিক মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া অসম্ভব। ইউক্রাইনের জনগণ তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝেছিল যে, তারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলোর নিকট থেকে ভালো কিছুই আশা করতে পারে না। তারা এটাও ভালো করে বুঝেছিল যে, রাশিয়ার সকল জাতির মেহনতী জনগণের ঐক্যের মধ্যে দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভ সম্ভব।

দ্বিতীয় কারণ হল, বলশেভিকরা অর্থাৎ লেনিনের পার্টি সকল জাতির স্বার্থানুযায়ী জাতি সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার পৃথক হওয়া এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের সমর্থক ছিল বলশেভিকরা। বলশেভিকরা প্রকৃত পূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত জাতিগুলির স্বেচ্ছামূলক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, লেনিনের পার্টি তার নীতি ও কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এটা প্রতিপন্ন করেছিল যে, তারা বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার অঙ্গস্বরূপ সাম্রাজবাদী নিপীড়ন এবং বহুজাতি অধ্যুষিত এই দেশের শ্রমিকদের বিভক্ত করবার জন্যে 'গণতন্ত্র' এমনকি 'সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানকে যে শক্তিগুলি কাজে লাগাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে উৎসর্গীকৃত দৃঢ় চিত্ত সংগ্রামী। ইউক্রাইনের প্রতি অস্থায়ী সরকারের 'গণতন্ত্রী'দের জাতিদম্ভের নীতিকে উদ্‌ঘাটন করে লেনিন বলশেভিকদের পক্ষে ঘোষণা করেছিলেন, "নাগরিক কেরেনস্কি মশাই, এটা অ-গণতান্ত্রিক!" তিনি মেহনতী জনগণকে বলেছিলেন, "কখনই কোনো বিষয়ে" রুশ বা ইউক্রাইনের বুর্জোয়াদের বিশ্বাস না করতে এবং তিনি বলেছিলেন বিপ্লবী বাহিনীর আন্তর্জাতিকতাবাদী মৈত্রীকে সযত্নে পুষ্ট করে শক্তিশালী করে তুলতে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ধারা। ইতিহাসে এই প্রথম কয়েকটি জাতি একটি রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হল কোনো

চাপের মধ্যে দিয়ে নয়, তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংকল্পের দ্বারা। জনগণের যুদ্ধযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ করল। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসান হলে জাতিগত বিদ্বেষও দূর হবে বলে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন উপযুক্ত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

স্বভাবতই নতুন ধরনের জাতীয় সম্পর্ক ক্রমশ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে এবং সেটা একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করেছে। প্রথমে ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র-গুলির সামরিক মৈত্রী ; তারপরে হল যৌথ বৈদেশিক নীতি, তারপর যৌথ অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থা এবং একেবারে শেষে গড়ে উঠল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র। এখানেই কিন্তু শেষ হল না, জাতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সূচনা হল মাত্র। ১৯২২সালে যখন ইউ এস এস আর ঘোষিত হল, তখন তার অঙ্গ রাজ্যের সংখ্যা ছিল চার, বর্তমানে তার সংখ্যা হল পনের এবং তার অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসিত প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা কুড়ি, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা আট এবং জাতীয় এলাকার সংখ্যা দশ।

অক্টোবর বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষা-জাত আমাদের সকল জাতি ও জাতিসত্তার ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব ইস্পাত দৃঢ় হয়েছে লেনিনের সমাজতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণের অভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। প্রথম দিকের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-গুলির অন্তর্ভুক্ত বড় বড় প্রকল্পগুলিতে এবং দেশের অর্থ-নৈতিক ও প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সকলেই অংশ নিয়ে-ছিল। প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র সারা দেশের জন্যে কাজ করেছিল এবং সারা দেশ কাজ করেছিল প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের জন্যে। এই সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছিল শিল্পায়ন, যৌথ খামার ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ ছিল একটা বিরাট অগ্নি-পরীক্ষা—আমাদের বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে তো বটেই। আমাদের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং জনগণের লেনিনবাদী বন্ধুত্বের শক্তি সুপ্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর সাহায্যে তাদের বিপ্লবী সাফল্য, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জাতিগুলির সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হল রাজনৈতিক সাম্য। কিন্তু সমাজতন্ত্র সেখানেই থেমে যেতে পারে না, রাজনৈতিক সাম্যকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ করতে হয়। এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার কতকগুলি উপাদানের রূপায়ণের উপর—যেমন জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ ঐক্য এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি, ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্যে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে মৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্য। জাতি সমস্যার সমাজ-তান্ত্রিক সমাধানসমেত অগ্রবাহিনীর সকল যুদ্ধোত্তরকারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীই প্রধান শক্তি। এর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল মহান আন্তর্জাতিকতা এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্যে সামাজিক ন্যায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অনুভূতিবোধ।

শ্রেণীগত ও জাতিগত অত্যাচারের অবসান, নতুন সমাজ গড়ে তোলা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের আন্ত-র্জাতিক ঐক্যের বিকাশ অর্জিত হয়েছিল সকল ধাঁচের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও বৃহৎ শক্তির দম্ভের বিরুদ্ধে কমিউ-নিস্ট পার্টির সুগভীর সংগ্রামের মাধ্যমে। বিংশ দশকে ইউক্রাইনের কমিউনিস্ট পার্টি এ শুমস্কি, এন ঘিভিলিভয় ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির অন্যান্য প্রতিনিধি যারা ইউক্রাইন ও রুশ জনগণের বন্ধুত্বকে নষ্ট করতে চেয়েছিল এবং সমাজ-তন্ত্র গঠনের কাজ বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে মতাদর্শগতভাবে পরাজিত করেছিল।

জাতীয় অনুভূতির উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত ও মিথ্যা ভাষ্যের সুবিধাবাদী তত্ত্বকে প্রতিহত করা হয়েছিল জাতি সমস্যা সম্পর্কিত লেনিনের তত্ত্বের দ্বারা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বচ্ছ আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান ও জনগণের সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতাকামী শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা।

পূর্বের পেছিয়ে-পড়া জাতিসত্তাগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়ে ছিল শুধুমাত্র উন্নততর জাতিগুলির, বিশেষত রুশ জনগণ ও তার বীর শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার ফলে। একটা সমগ্র শ্রেণী, একটা সমগ্র জনগণ সমাজতন্ত্র ও সর্ব-হারার আন্তর্জাতিকতার নামে একটা দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিল।

এই ঐক্য ও পারস্পরিক সাহায্যকে বৈষয়িক উৎপাদনের মাপকাঠিতে হিসাব করা যায়। পারস্পরিক সাহায্য ও সকল জাতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে সকল সোভিয়েত প্রজা-তন্ত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল উল্লম্ফনের বেগে। একদা যা ছিল পেছিয়ে-পড়া দূরবর্তী জাতিসত্তা—তারা দ্রুত এগিয়ে গেল এবং শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে ধরে ফেলল। ইউ এস এস আর-এর সূচনাকাল থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে তার শিল্প-উৎপাদন বেড়েছে ৩২০ গুণ—অন্যদিকে কাজাক প্রজাতন্ত্রে এটা বেড়েছে ৬০০ গুণ, তাজিক ও আর্মেনিয়ান প্রজাতন্ত্র-গুলিতে বেড়েছে ৫০০ গুণ এবং কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রে বেড়েছে ৪০০ গুণেরও বেশি।

অবশ্যই এর দ্বারা এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, যৌথ-ভাবে পরিচালিত অর্থনীতি শুধুমাত্র পূর্বের অনগ্রসর অঞ্চল-গুলিকে উপকৃত করেছে। শিল্পাঞ্চলগুলিও বিপুল সম্পদ এবং প্রশস্ত বাজার সমন্বিত একটি বিশাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধিতে সমান আগ্রহী। উদাহরণ হিসেবে আমরা যেমন জানি, অপেক্ষা-কৃত শিল্পসমৃদ্ধ বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি এই ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে ১৯১৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ অনেকখানি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এর বিপরীতে ইউক্রাইনের জনগণ একটি গোষ্ঠীর অংশ

হিসেবে অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং তাদের সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে নিজেদের প্রতিভা ও সামর্থ্যের সাহায্যে সৃজনশীল ক্ষমতা ব্যবহারের প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল।

বর্তমান ইউক্রাইনে যুদ্ধপূর্ব ১৯৪০ সালের ইউ এস এস আর-এর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি শিল্পোৎপাদন হয়। এই দেশটির শিল্পোৎপাদনের শক্তির ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান গুণগতভাবে উন্নত হয়েছে। বিপ্লবের পূর্বে শতকরা ৭০ জন মানুষ নিরক্ষর ছিল; এখন নিরক্ষরতা সুদূর অতীতের বিষয়। লাভজনকভাবে নিয়োজিত জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক অথবা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রায় চল্লিশ লক্ষ কলেজে শিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন। উচ্চ ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা সমন্বিত মাধ্যমিক স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা হল ১৬ লক্ষ। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউক্রাইনের সাফল্য বহির্জগতেও পরিচিত ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইউক্রাইনের জনগণ এখন তাদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা থেকে তারা কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী জাতীয় নীতির সৃষ্টিশীল ক্ষমতা এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার উপকারিতা উপলব্ধি করে। এর বিপরীত হিসেবে ইউক্রাইনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিকভাবে দেউলে হয়ে গেছে। তাদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী মতবাদ এখন পরিত্যক্ত এবং তারা নীতিভ্রষ্ট দেশান্তরীদের একটা হতভাগ্য গোষ্ঠী। এছাড়াও তারা সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্ঘাতী চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আমাদের দেশে জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার একটি জীবন্ত বিষয়। প্রত্যেক জাতির এখানে নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসত্তা রয়েছে। অর্থনৈতিক মান মূলত এখানে সমান। জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব সাম্য বিরাজ করছে। এক কথায়, এই সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির মধ্যে কোনো সামাজিক ও জাতিগত বিরোধ নেই, তারা সকলেই এক ধরনের সামাজিক কাঠামোর অংশীদার। সোভিয়েত জনগণ বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে জাতিগুলি মিলিত হয়েছে এক অভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায়। তাদের রয়েছে এক অভিন্ন লক্ষ্য, এক মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সকল সোভিয়েত নাগরিক, তারা যে প্রজাতন্ত্রেরই অধিবাসী হোক না কেন, সকলেই সাধারণ সমাজতান্ত্রিক বাসভূমির সন্তানসন্ততি, সকলেই একান্ত সোভিয়েত দেশপ্রেমিক। মহান সোভিয়েত জনগণের অংশ হিসেবে ইউক্রাইন গর্বিত। ইউক্রাইনের অধিবাসীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জনগণের বন্ধুত্বকে সবার উপরে স্থান দেয়। এই বন্ধুত্ব তাদের জীবনে সকল গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বহন করে এনেছে।

জাতি-সম্পর্কের মহত্তম রূপ

অভিজ্ঞতাতে দেখা গেছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়বার প্রতিটি নতুন স্তরে জাতি সম্পর্কের কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত জনগণ একটা প্রাণবন্ত, গতিশীল ও নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী। জাতীয় সম্পর্ক এমন একটি বাস্তব বিষয় যার অনবরত বিকাশ ঘটছে এবং নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে ও নতুন সমাধানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।

সোভিয়েত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল জাতি ও জাতিসত্তাগুলির ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়া ক্রমশ জাতিগত পার্থক্যকে দূর করবে এবং সকল সোভিয়েত মানুষের জাতীয় চরিত্রের সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলবে।

যেহেতু এটা সমাজ বিকাশের একটি বাস্তব ধারা, তাই পার্টি একে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরোধী। তবে কমিউনিস্টরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির স্বার্থ ও অগ্রগতি সম্পর্কে সর্বাধিক মনোযোগ দেবার লেনিনীয় নীতিকে অনুসরণ করবে। কিন্তু পার্টি এই ধারাকে যেমন আটকাতে চায় না, তেমনি আবার জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকেও পার্টি শক্তিশালী করতে চায় না। এটা করা হলে তা হবে আমাদের দেশ ও প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ-বিরোধী কাজ, এবং সেকাজ কমিউনিজম গঠন ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মতাদর্শের পরিপন্থী।

ঘনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্ক এবং যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর এই সম্পর্ক নির্ভর করে তাকে সুসংগতভাবে শক্তিশালী করে তোলা উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্যে পরিপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে এবং তার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা ও তার অখণ্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতির লেনিনীয় নীতিকে অবিচলিতভাবে অনুসরণ করার পার্টি ও জনগণের ইচ্ছাকে সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেস ঘোষণা করেছে। প্রজাতন্ত্রগুলির অর্থনীতির সামগ্রিক যোগফলরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি একক পরিকল্পনা হিসেবে বিকশিত হয়। প্রতিটি প্রজাতন্ত্রকে তার স্বার্থে অন্যদের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনে অংশ নিতে হয়। প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের সামর্থ্য ও চাহিদা অনুযায়ী আরও বিস্তৃত শ্রমবিভাগ, সামগ্রিকভাবে দক্ষতা অর্জন এবং উৎপাদনে সহযোগিতা, ব্যাপকভাবে একযোগে কাজ করা এবং পারস্পরিক সাহায্য—এগুলি সবই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বাস্তব প্রক্রিয়াজাত।

সোভিয়েত জনগণ এখন প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যকে সমাজতন্ত্রের সুযোগসুবিধার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি গড়ে তুলছে এবং এইভাবে তাদের জীবনযাত্রার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করে তুলছে। এগুলির জন্যে প্রয়োজন হল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আরও আন্তর্জাতিকতামুখিন করে তোলা। পার্টি সেই লক্ষ্য সাধনে

নিয়োজিত রয়েছে, যাতে উৎপাদনী শক্তির আরও সুষম বণ্টন সম্ভব হয়, দেশের নানাবিধ সম্পদের সদ্ব্যবহার হয় এবং সর্বাধিক সমন্বয় সাধিত হয়।

অর্থনৈতিক মানের সমতাবিধান এখনও পার্টির নীতি ও কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সমতাবিধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউক্রাইনের পশ্চিম অংশে, যেখানে আধুনিক শিল্প-কাঠামো গড়ে উঠেছে, সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিক-শ্রেণীর এবং প্রশিক্ষণ লাভ করেছে অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী। পশ্চিমী এলাকাগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রজাতন্ত্রটির গড় অগ্রগতির চাইতে বেশি। এখানে কতকগুলি সংখ্যাগত তথ্য দিচ্ছি ঃ গত তিন বছরে ইউক্রাইনের শিল্পোৎপাদন বেড়েছে ২২.২ শতাংশ, কিন্তু টার্নোপোল অঞ্চলে এই বৃদ্ধির মাত্রা হচ্ছে ৪৩.৩ শতাংশ, রোভনো অঞ্চলে ৩৫.৩ শতাংশ, ইভানো-ফ্রাংকোভস্ক অঞ্চলে ৩০.৯ শতাংশ এবং লভভ অঞ্চলে ২৫.৫ শতাংশ। এই পশ্চিমী অঞ্চলগুলি বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ করেছে।

এখন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা বিকশিত হচ্ছে। সমগ্র সোভিয়েত জনগণের লক্ষণযুক্ত নতুন এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্য জাতীয় সংস্কৃতিতে রূপলাভ করছে। আমাদের প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে যে-সকল সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি সকল প্রজাতন্ত্রেরই সম্পদ। সকল জাতিসত্তাই রুশ ভাষাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

বিশেষ করে শিল্পে বহুজাতিক যৌথ শ্রম আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার একটা উপাদান। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সোভিয়েত চরিত্র গড়ে ওঠে; আন্তর্জাতিকতাবাদ এই চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

আসলে সকল প্রজাতন্ত্রই বহুজাতিক। আমাদের প্রজাতন্ত্রের জন সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হল ইউক্রাইনের লোক, কিন্তু এখানে ১০০টিরও বেশি জাতি ও জাতিসত্তা আছে। ট্রান্সকারপেথিয়ান অঞ্চলে বহু জাতিসত্তা রয়েছে কিন্তু সর্বত্রই তাদের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা; তারা সকলেই সকল স্তরের সরকারি প্রশাসনে প্রতিনিধিত্ব করছে। ইউক্রাইনিয়ান, রাশিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, মোলডোভিয়ান, রুমানিয়ান, জার্মান, শ্লোভাক, ইহুদী, বুলগেরিয়ান, পোল এবং আরও অন্যান্য জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের ট্রান্সকার্পেথিয়ার জেলা, নগর ও অঞ্চল সোভিয়েতে দেখতে পাওয়া যাবে। সকল সোভিয়েত জনগণের অভিন্ন স্বভাব ও প্রথা এই সব জাতিসত্তার জীবনের সঙ্গে ক্রমশই ওতপ্রোতভাবে মিশে যাচ্ছে। ইউক্রাইনের অন্যান্য অঞ্চলেও যৌথ শ্রমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। স্কুলে ইউক্রাইনিয়ান, রাশিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান ও মোলডোভিয়ান ভাষায় টেলিভিসন, বেতার ও সংবাদপত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা একটা নতুন, মতাদর্শগত, তত্ত্বগত ও সামাজিক রাজনৈতিক উপাদানে সমৃদ্ধ হল এবং ব্যাপক সুযোগলাভ করল। এটা এখন অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশে মুখ্য উপাদান এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জনগণের সাধারণ জীবন-ধারা।

এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি গড়ে তুলছে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি গড়ে তুলছে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীর কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করছে। চলতি ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার সমন্বয়, অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী সংযোগ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক এজেন্সীগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে।

স্বভাবতই এগুলি প্রতিটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাংগঠনিক কাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছাপ ফেলছে। আগে যেমন ইউক্রাইনের একটা কারখানা শুধু নিজের প্রজাতন্ত্রটির স্বার্থেই চলত না, সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থে চলত। এখন তাকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর স্বার্থ চিন্তা করে কাজ করতে হয়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে সমাজতান্ত্রিক সংহতিতে সোভিয়েতের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্যে ইউক্রাইনের জনগণ যথাসাধ্য করে চলেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণীনীতির লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ঐক্যকে শক্তিশালী করা। ২৪তম কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে এল আই ব্রেঝনেভ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "আমরা দেখতে চাই সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ পরিবারের মতন যৌথভাবে তাদের নতুন সমাজকে গড়ে তুলছে ও তাকে রক্ষা করছে, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করছে। এটা এমন একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ শক্তিশালী পরিবার যার মধ্যে সারা দুনিয়ার মানুষ মুক্ত জাতিগুলির ভাবী বিশ্বগোষ্ঠীর প্রতীক খুঁজে পাবে।"

জাতীয় সমস্যা ও মতাদর্শগত সংগ্রাম

জাতীয় সমস্যাটি সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সকল তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার লেনিনীয় নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করে। এই পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অনমনীয়ভাবে সুসংগত সংগ্রাম পরিচালনা করে। কারণ সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ ও নীতি।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের সেই কথা মনে করা যেতে পারে, যেখানে লেনিন বলেছেন, নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণতান্ত্রিক উপাদান থাকে। আমাদের পার্টি সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক।

একথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও তার ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। যেসব শ্রেণী ও পার্টিগুলি ইতিহাস পরিত্যক্ত জীর্ণ জগৎকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী, তারাই বেশি করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শ্লোগান ব্যবহার করে। কার্যত এরা সাম্রাজ্যবাদের সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল ও সামরিক শক্তির খপ্পরে গিয়ে পড়ে। চিলির সামরিকচক্রের যেমনটি ঘটেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অনুচররা জাতীয় সমস্যাকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে বলে ঘোষণা করে একে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা ও শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এর উদ্দেশ্য হল, শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্পষ্ট করে আড়াল করা, শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে তার আন্তর্জাতিক ঐক্যকে প্রতিহত করা, সাম্রাজ্যবাদী নীতিগুলিকে ছদ্মবেশ পরিয়ে সেগুলির যৌক্তিকতা দেখানো এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করা।

এটা কোনো গোপন কথা নয় যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তত্ত্ববিদরা আমাদের সমাজকে ধ্বংসিয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সোভিয়েত বাস্তবতা ও সি পি এস ইউ-এর লেনিনবাদী জাতীয় নীতিকে বিকৃতরূপে তুলে ধরছে এবং বিরোধের বিষাক্ত বীজ ছড়াচ্ছে। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সকল কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তি সোভিয়েত-বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদের এক অভিন্ন মঞ্চে সমবেত হচ্ছে। আসলে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্র যতই নতুন নতুন তত্ত্ব আঁকড়ে ধরুক না কেন, সেগুলি তাদের মতাদর্শ ও রাজনীতিকে আড়াল করবার কসরত মাত্র।

কমিউনিজম-বিরোধিতা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যে উগ্র জাতীয়তাবাদকেও কাজে লাগাচ্ছে ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আমদানী করছে। এদের সর্বাধুনিক কৌটকৌশল হল 'জাতীয় কমিউনিজমের' প্রবক্তা হওয়া। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে জাতীয় বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়া যায় না। এরকম যে-কোনো প্রয়াস প্রথমেই অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে কারণ এতে সামাজিক শ্রমের অপচয় হয়, অগ্রগতির হার হ্রাস পায় এবং শেষে দেশটি পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিকভাবেও এটি প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপদজনক। কারণ এটা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ঝোঁককে শক্তিশালী করে এবং দেশের সমাজতান্ত্রিক সাফল্যকে বিপন্ন করে তোলে।

কমিউনিস্ট-বিরোধীরা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে দুর্বল করা ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভক্ত করার জন্যে জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগায়। মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও সংশোধনবাদ এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। মাওবাদের বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদী শ্লোগান একটা দেশকে তার প্রকৃত জাতীয় স্বার্থ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে পারে। মাওবাদ সংশোধনবাদ, জাতীয়তাবাদ ও বৃহৎ জাতিদম্ভবাদের একটা মিশ্রণ। এর ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে শ্রেণীগত বিশ্লেষণের বদলে তত্ত্বগতভাবে বিভ্রান্তিকর ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর ভূ-রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে চীন ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের মধ্যে পার্থক্য টানা প্রকৃতপক্ষে কঠিন। মাওবাদী নেতৃবৃন্দ চীনা জনগণের বিপ্লবী সাফল্যকে বিপর্যস্ত করার পন্থা অনুসরণ করছে—তারা সোভিয়েত-বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে নীতিহীন জোট গড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জাতীয় প্রশ্নে আন্তর্জাতিকতাবাদ সর্বহারা ও সমাজতান্ত্রিক অবস্থানের এক সুসংগত রূপ। বুর্জোয়া তত্ত্ববিদরা যেমন মনে করে, কমিউনিস্টরা কিন্তু কখনই জাতির স্বার্থ ও জাতীয় সমস্যাকে অগ্রাহ্য করে না। কমিউনিস্টরা সর্বপ্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবচাইতে অনমনীয় সংগ্রামী এবং সবচাইতে সুসংগত ও দৃঢ়পণ দেশপ্রেমিক। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সভা এই সম্পর্কে জোর দিয়ে ঘোষণা করেছে, "মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী। তারা জাতীয় সংকীর্ণতা এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাহ্য করা বা তাকে খাটো করে দেখার বিরুদ্ধে। তারা নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আবার শ্রমিকশ্রেণী ও সকল মেহনতী মানুষের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের বাহক। যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মতো নয়।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিকতাবাদী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বড় হচ্ছে ও বিকাশ লাভ করছে। এই পার্টি শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ কৃষক, বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও সোভিয়েত দেশের সকল জাতিসত্তার ছেলেমেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। সি পি এস ইউ সব সময়েই নিজেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ বলেই মনে করে। আমাদের পার্টি দৃঢ় চিত্তে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার নীতির প্রতি আনুগত্য নিয়ে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তার মতাদর্শ, গঠন, কাজকর্ম ও সাংগঠনিক নীতির দিক থেকে একটা আন্তর্জাতিকতাবাদী পার্টি। যদিও এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রগুলির পার্টিগুলিও রয়েছে। তবুও এটা কিন্তু জাতীয় পার্টিগুলির সমন্বয় নয়; এটা একটি কর্মসূচী ও নিয়মাবলীর ভিত্তিতে গঠিত সমগ্র ইউ এস এস আর-এর একটি অখণ্ড পার্টি। সি পি এস ইউ সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুজাতিক জনগণকে একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী পরিবারে ঐক্যবদ্ধ রাখার উপযোগী পরিচালক রাজনৈতিক শক্তি।

লক্ষ লক্ষ মানুষের আচরণ-বিধি

যে-আন্তর্জাতিকতাবাদ একদা কমিউনিস্টদের একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর আদর্শ ছিল, আজ তা সোভিয়েতের সকল

জাতিসত্তার লক্ষ লক্ষ মানুষের সুগভীর বিশ্বাস ও আচরণ-বিধিতে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বৃহৎ সাফল্য হল জনগণের চিন্তায় বিপ্লব সাধন।

পার্টি তার প্রজাতন্ত্র এবং আঞ্চলিক সংগঠনগুলি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত করা এবং বন্ধুত্ব ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার নীতিতে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উপর এখনও গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিকতার শিক্ষাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। আমরা সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই কাজ করছি এবং জয়ন্তী পালনের সময়ে যে-কাজ শুরু হয়েছিল তাকে আমরা এখনও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ও তাকে উন্নত করে তুলছি। এইভাবে আমরা সমৃদ্ধ করে তুলছি আমাদের সমাজ-জীবনের সকল দিককে। এর সঙ্গে জড়িত সমস্যা নিয়ে ইউক্রাইনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত মে মাসের সভায় আলোচনা হয়েছিল। এখান থেকে ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের আলোকে মতাদর্শগত কাজকে আরও উন্নত করার জন্যে সকল পার্টি সংগঠনের কাজ নির্ধারিত হয়েছে।

আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি আন্তর্জাতিকতার শিক্ষাকে আরও গভীরতর করার জন্যে সচেতনভাবে সামঞ্জস্যের সঙ্গে অনেকগুলি সুসংহত পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। এ কাজে পার্টি সব রকম ধরন ও পদ্ধতি ব্যবহার করছে—যেমন পার্টি শিক্ষা ক্লাস, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিসন এবং সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা। সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্তু সম্পন্ন আন্তর্জাতিক চরিত্রের শিল্প-সাহিত্যও বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এই আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক স্বাদেশিকতার অনুশীলন এবং আমাদের মতাদর্শগত কাজের অন্যান্য সকল দিকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আগামী বৎসর আমরা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধজয়কারী বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করব। তার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিপর্ব হল সোভিয়েত ইউক্রাইনের মুক্তির ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অসামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসকে জনপ্রিয় করা সোভিয়েত দেশপ্রেম ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার অনুশীলনের একটি প্রধান উপাদান।

সোভিয়েত বাস্তবতার প্রভাবে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আমাদের পার্টি মনে করে আমাদের সকল মতাদর্শগত কাজকে কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে যৌথ শ্রমের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এর একটা উদাহরণ হল, ইউক্রাইনের ডনেটস বেসিনের খনি শ্রমিক ও রুশ ফেডারেশনের কুজনেটস্ক বেসিনের খনি শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা; আর একটা উদাহরণ হল, ক্রিমিয়া ও কুবানের কৃষকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা। অন্যান্য সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে ইউক্রাইনের জনগণও পরস্পরকে অতিক্রম করার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছে; এখন তারা আরও উৎকর্ষ ও দক্ষতার মানোন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে। চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু থেকে ইউক্রাইন তার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ৫ লক্ষ কোটি রুবলেরও বেশি শিল্পোৎপাদন করেছে। কৃষিও পাঁচ বছরের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এগিয়ে চলেছে। আমরা দানাশস্য ও শিল্পজাত ফসলের উৎপাদন ভালোই করেছি। আমাদের প্রজাতন্ত্রটি বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে চতুর্থ বছরের জন্যে ধার্য লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলেছে।

সকল মতাদর্শগত কাজের মতো আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোনো আনুষ্ঠানিকতা ও হঠাৎ প্রচারের স্থান নেই। এরজন্যে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ প্রয়োজন, বিশেষত সমাজ-জীবনের নতুন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তো বটেই। এজন্যে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে রূপ ও পদ্ধতিকে ক্রমাগত নিখুঁত করে তুলতে হয়। এগুলি একসঙ্গে প্রযুক্ত হলে একটা বিরাট আন্তর্জাতিকতাবাদী পরিবারে থাকার অনুভূতি গড়ে ওঠে এবং এমন আন্তর্জাতিকতাবাদী ধ্যান-ধারণা পুষ্ট হয়ে ওঠে যাকে মার্কসের কথায় বলা যায়, 'এমন বন্ধন যাকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে হৃদয়কেই বিচ্ছিন্ন করতে হয়।'

জন-জীবনের সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাকে গভীরতর করার কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত লেনিনবাদী নীতির পূর্বশর্ত হল, সকল রকমের বিরোধী মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব গড়ে তোলা। জাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার বিরোধ ও শত্রুতার বাস্তব কারণগুলি বহু পূর্বেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী অবশেষ সহজে যেতে চায় না। সেগুলি রাজনৈতিকভাবে অপরিণত ব্যক্তিদের চিন্তায় রয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে জাতীয় অনুভূতি অতিরঞ্জিত বা বিকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করে অথবা দেখা দেয় জাতীয় সংকীর্ণতা বা ঔদ্ধত্য অথবা পিতৃতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক প্রথা ও অভ্যাস। পার্টি সংগঠনগুলি তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। পরিত্যক্ত অতীতের এই অবশেষ সমাজতান্ত্রিক জীবন-ধারার আশাবাদ, মানবতাবাদ ও যৌথ প্রকৃতির সম্পর্কের বিরোধী।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সঙ্গে মতাদর্শগত সহযোগিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কারণ আন্তর্জাতিকতাবাদ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মর্মবন্ধন। 'স্বাতন্ত্র্যের' মতবাদ বা জাতীয় 'ধাঁচের' সমাজতন্ত্রবাদ, যেগুলি নতুন সমাজ গড়ার অভিন্ন নিয়মগুলিকে অস্বীকার করে তা একান্তই মূল্যহীন। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মতাদর্শগত সহযোগিতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার সংগ্রাম এবং সর্বরকম সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে।

ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের সঙ্গে

সংযোগ ও বন্ধুত্ব সোভিয়েত জীবনধারার অচ্ছেদ্য অংগ। ইউক্রাইনের অনেক অঞ্চল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনেক অঞ্চলের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে। কিছুকাল ধরে আমরা মতাদর্শগত কর্মসূচীতে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি, বিশেষ করে পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার সীমান্ত এলাকার সংগে সহযোগিতা করছি। এবং এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় সমস্যা সমাধানের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার জ্ঞানের পারস্পরিক বিনিময় মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের স্থায়িত্বের প্রমাণ।

জাতীয় সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপরিমেয় অভিজ্ঞতার দ্বারা সি পি এস ইউ-এর তত্ত্ব ও নীতির সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে। সাফল্যের সংগে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ার জন্যে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এবং মানবজাতির সামাজিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা আমাদের যুগের একটি প্রধান মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক উপাদান।

অক্টোবর বিপ্লব এবং আজকের বৈপ্লবিক পদ্ধতি

জেরোনিমো আর্নেডো আলভারেজ
সাধারণ সম্পাদক আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি

আমরা যারা কমিউনিস্ট তাদের কাছে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বার্ষিকী পালন করা একটি সময়োপযোগী পবিত্র ঐতিহ্য এবং আমাদের পার্টি জীবনের সংগে অংগাংগিভাবে যুক্ত। এটা উদ্যাপন করা শুধু রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অবিস্মরণীয়, অসাধারণ কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই নয়, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের প্রতি কেবল প্রশংসা জ্ঞাপন করা নয়। অথবা অক্টোবর বিপ্লবের ভাবধারা এবং তার অর্জিত ফললাভের উপর আমাদের জোর দেওয়ার কারণ ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্পর্কে নেহাৎ ইতিবাচক উক্তি মাত্র নয়। আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বাস্তব স্বার্থের জন্যও প্রথম বিজয়ী প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

১

যে-কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে এবং আরও দ্বিগুনভাবে ব্যাপক সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে আকাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক রূপায়ণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের লাতিন আমেরিকা অগ্নিগর্ভ। বিপুল জনতা সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম দৃঢ়তার সংগে প্রসারিত হচ্ছে।

বর্তমান নীতি রূপায়ণ করতে হলে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ঝোঁক, সামাজিক শক্তিসমূহের প্রচলিত সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিরোধ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। বৈপ্লবিক নীতির ক্ষেত্রে এটাই পর্যাপ্ত নয়। যে দৈনন্দিন কার্যাবলীর লক্ষণ এবং কার্যকারিতা বৈপ্লবিক সংগ্রাম সংগঠিত করে তোলে তাকে অবশ্যই আরও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ডের নিরিখে পরীক্ষা করে নিতে হবে যা বিশ্ব ইতিহাসের যাত্রাপথ ও অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা প্রভূত রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি যা বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত করেছে। নতুন নতুন উপাদান সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যা বৈপ্লবিক সংগ্রামের লক্ষ্য এবং অবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং আমরা এ অবস্থাকে আধুনিক ইতিহাসের এক সন্ধিকাল বলে উল্লেখ করতে পারি। লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে কিউবার বিপ্লব এবং জনগণের এবং সমাজের ব্যাপক অংশের সংগ্রাম রাজনৈতিক মঞ্চের একটি মোড় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। অবশ্য, আমাদের সমসাময়িক কালে সমস্ত প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহে এবং তত্ত্বগত ঝোঁকের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিসমূহের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতনের মতো এমন বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনাবলী আরও বৃহত্তর প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের ঘটনাসমূহ যা বিশ্বের চেহারা বদলে দেয় তাদেরকে আমাদের ঐতিহাসিক রূপায়ণ সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

সে ধরনের ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন নয়। তারা কিছুটা পরস্পর

ক্রিয়াশীল এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেগুলিকে এ যুগের মর্ম-বস্তু হিসেবে আখ্যাত করার সুযোগ দেয়। একজন মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী জানে যে তাকে অবশ্যই সমসাময়িককালের সার্বিক দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে কারণ এটাই একমাত্র তাকে সামাজিক প্রগতির প্রধান এবং বিষয়গতভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকৃতি এবং অগ্রগতির নিয়মসমূহ প্রদর্শন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আমাদের কালকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী উত্তরণের যুগ হিসাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছে। এবং এই মূল্যায়ন যে আমাদের রণনীতির ভিত্তি-প্রস্তর তা কি উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে ?

রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আমাদের সমকালীন যুগে এই সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির সূচনা করে এবং বিগত প্রায় ষাট বছর ধরে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনুভূত হয়ে এসেছে। এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের অবসান ঘটায় এবং এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দুনিয়া দুইটি পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থায় বিভক্ত হয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রাম হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের মেরুরেখা এবং তা সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বশক্তির ভারসাম্য দৃঢ়ভাবে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূলে রয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পুঁজির ক্ষমতা উৎখাত করেছে। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আজ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর এবং এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের প্রচণ্ড আক্রমণের যুগে তার দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে। আজ আর সাম্রাজ্যবাদ নয় সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের যাত্রাপথ নির্ধারণ করছে।

আমরা কখনও ভুলি না যে সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং বিশাল শক্তি আমাদের এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের মহাদেশের জনগণের উপর সমাজতন্ত্রের যে বিপুল প্রভাব রয়েছে তা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা আমরা কখনও ভুলি নি। ঘটনাবলী আমাদের সঠিকতা প্রমাণ করেছে। তথাপি এই প্রক্রিয়াকে তার পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিমাপ সহ উপলব্ধি করা যাবে না যদি না আমরা সেই সঙ্গে স্মরণ করি যে এর সূচনা হয়েছে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবরে। পূর্ব থেকেই অবস্থিত বিভিন্ন ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির আর্থিক শক্তির পরিবর্তনশীল সম্পর্ক, সামাজিক শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি উল্লেখ করা এক কথা। আর এটা উল্লেখ করা ভিন্ন বিষয় যে গোড়ায় এদের অন্যতম পক্ষ একটি শক্তি হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু তখনও তার রাষ্ট্র কাঠামোগুলি এবং অর্থনৈতিক ছাঁচ গড়ে তোলার কাজ বাকী পড়েছিল। এখানে আমরা বস্তুতই তর্কাতীত প্রমাণ পাই যে একটি সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্র অপরাজেয় এবং এর জন্য সংগ্রাম যতই দীর্ঘ এবং দুরূহ হোক না কেন এ সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে বাধ্য।

অক্টোবর বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব যা মেহনতী জনতার উপর অপরিবর্তনীয়রূপে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে। অবশ্য, এখন আরও অন্যান্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। বহু ইয়োরোপীয়, এশীয় এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের বৈপ্লবিক সাফল্য প্রমাণ করেছে যে সরকার শোষকশ্রেণীগুলির একক সুবিধার বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অক্টোবর বিপ্লবই প্রলেতারিয়েত এবং সাধারণ জনতাকে ইতিহাসের মুখ্য নির্মাতা হিসাবে এক নতুন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে। কেবলমাত্র একটি দেশ রাশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষকেরা সমাজের কর্ণধার হয় নি ও বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনও এক নতুন উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সংস্কারের পথে নয় অথবা পুঁজিবাদকে "সংশোধন" করেও নয় এবং এর সমূহ পতনের অপেক্ষায় থেকেও নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয় বৈপ্লবিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ও রাজনৈতিক সচেতন অংশের মধ্যে সমাজ পুনর্গঠনের এবং শোষণ অবসানের ভাবধারার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছে। শ্রমিকদের এই শ্রেণী ইচ্ছা অক্টোবর বিপ্লবের ফলে নতুন আলোকে উদ্দীপিত হয়ে ডজনখানেক দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আবির্ভাবের কাজকে অগ্রসর করে দেয় এবং সমস্ত সুবিধাবাদী ঝোঁক থেকে পার্টিকে মুক্ত রাখে। আমাদের আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর সমাজের বৈপ্লবিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত করার সর্বোচ্চ রূপ। এই আন্দোলন প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণীগত আদর্শ এবং স্বার্থের সত্যিকারের বাহক। এবং পুনরায় বলতে গেলে, এই রাজনৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যা কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেছে তার প্রথম ও প্রধানতম উৎস হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লব। এর শিক্ষার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় আজকের দিনের চেয়ে আর কখনও এত বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল না। প্রথমত, বর্তমান সময়ের বৈপ্লবিক আন্দোলন এ যুগের কেন্দ্রে অবস্থিত শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর দিক্-নির্দেশ এবং সমর্থন ব্যতিরেকে কার্যকর এবং জয়যুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণী জঙ্গী রাজনৈতিক অগ্রগামী বাহিনী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পরিচালনা ছাড়া তার বৈপ্লবিক কর্মশক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারে না।

২

আমরা কমিউনিস্টরা একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক মতবাদ অনুসরণ করি যা রাজনৈতিক বিকাশের সাধারণ এবং নির্দিষ্ট নিয়মকে তুলে ধরে। সুতরাং এটাই বলা যথেষ্ট নয় যে আমরা অক্টোবর থেকে যা লাভ করেছি তা বিপ্লবের সর্বজনীন নিয়ম। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এবং জাতীয় পরিস্থিতিতে বিশেষ অবস্থাগুলির সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা আরও একটি শিক্ষা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত প্রলেতারীয় পার্টির অস্তিত্ব থেকেই অক্টোবর বিপ্লবের বিপুল সাফল্য সূচিত হয়েছে। কিন্তু এর বিজয়লাভের পশ্চাতে আর একটি উপাদান ছিল : বিজ্ঞতার সঙ্গে লেনিন পরিচালিত, বলশেভিকরা

রাশিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও বিভিন্ন পর্যায়ে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার নানা বিকল্প সম্পর্কে উপযুক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং দেশে শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন। একই সময়ে তারা অপরাপর দেশে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তা কাজে লাগাতেন।

বাহ্যত, এটা মনে হতে পারে যে বিষয়টি **বৈদেশিক** অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনার উপর নির্ভর করছে। এভাবে প্রায়ই কথাটি উপস্থিত করা হয়। অবশ্য আমরা যদি চলতি ধারণার চৌহদ্দির মধ্যে থাকি তবে অন্য দেশে যা কিছু ঘটছে তাই বিদেশী। কিন্তু চিন্তার বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বস্তু সম্পর্কে আরও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন এবং তদনুসারে, প্রয়োজন আরও সচেতনভাবে শব্দ চয়ন। এক্ষেত্রে আমরা যেভাবে দেখি, তাতে **বৈদেশিক** অভিজ্ঞতার কথাটি বলা ভুল। যেহেতু আমরা নিজেদেরকে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অঙ্গীভূত অংশ হিসাবে গণ্য করি; তাই অক্টোবর বিপ্লব **আমাদের** অভিজ্ঞতা কিংবা আরও যথা-যথভাবে বলতে গেলে, তা হচ্ছে ইতিহাসে **আমাদের** অভিজ্ঞ-যথভাবে বলতে গেলে, তা হচ্ছে ইতিহাসে **আমাদের** অভিজ্ঞতার ভিত্তি যা পরবর্তী সময়ে সামাজিক মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম-এর জন্য সংগ্রামীদের অপরাপর অনেক বাহিনীর কাজের দ্বারা সমৃদ্ধ।

এটা আমাদের আন্দোলনের আন্তর্জাতিক উপাদান এবং তার রণনীতি একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে তার সঠিক কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে ব্যবহার করার যে সমস্যা উপস্থিত করেছে তা অক্টোবর বিপ্লব দ্বারা প্রমাণিত এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পরবর্তী বহু সাফল্যের দ্বারা সমর্থিত।

এটা একটা রণনীতি যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব থেকে সরাসরি গৃহীত হয় এবং এই বিপ্লবের মধ্যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর হল প্রথম মহান বিজয়। কোনো কোনো তত্ত্ববাগীশেরা মনে করেন যে এর প্রয়োগের ক্ষেত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানোন্মুখ পরিস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের মতানুসারে ক্ষমতা দখলের কাজের মধ্যেই বিপ্লবের পূর্ণতা সূচিত হয়। তথাপি, লেনিন যা প্রমাণ করেছেন এবং বলশেভিক, শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের বাস্তব কাজের মধ্যে দিয়ে সমর্থিত হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কম-বেশি একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে যুক্ত সামাজিক শক্তি-গুলির সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ এবং এর বিভিন্নতা সম্পর্কিত বিষয় "অবিমিশ্র" প্রক্রিয়ার ধারে-কাছে নয়।

লাতিন আমেরিকার বাইরে মহান মুক্তি আন্দোলন মাত্রা ও গভীরতার ক্ষেত্রে যে রূপ পরিগ্রহ করছে আর্জেন্টিনার মুক্তি সংগ্রাম সে আন্দোলনের অংশ। নানাভাবে জনগণ, বিভিন্ন দেশ এবং সরকার একচেটিয়ার বিরুদ্ধে, এবং জাতীয় মুক্তির জন্য এই মহান সংগ্রামে শামিল হয়েছে। অ-প্রলেতারীয় শক্তিসমূহও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসছে: এদের মধ্যে রয়েছে পেশাদার সম্প্রদায় এবং সৈন্যদল, যাজক সম্প্রদায়, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক পাতি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া।

আর্জেন্টিনা সহ এই মহাদেশে এরূপ জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের সাধারণ নীতি অবশ্যই আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এবং মুক্তি আন্দোলনের প্রসারতার জন্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের বৈপ্লবিক শক্তির অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে হবে, দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং আমাদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির পথে প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, মোড়লতন্ত্র এবং বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের আগেই লেনিন গুরুত্বসহকারে বলেন যে "বহু বছরের সংগ্রামের মধ্যে, মাঝে মাঝে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সংগঠিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান সহ নানা পর্যায়ের প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে" (**সংগৃহীত রচনাবলী**, খণ্ড ২১ পৃঃ ৮৯৯) বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটতে থাকবে। **"সমস্ত সংস্কার সহ** পাতিবুর্জোয়াদের একটি অংশের বৈপ্লবিক স্ফূরণ ছাড়া, জমির মালিক, চার্চ এবং রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় উৎপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অ-সচেতন প্রলেতারীয় এবং আধা-প্রলেতারীয় জনগণের আন্দোলন ব্যতিরেকে" সমাজ বিপ্লব ঘটতে পারে লেনিন এরূপ ধারণার বিরোধিতা করেন। (খণ্ড ২২, পৃঃ ৩৫৫)। সে কারণেই অক্টোবর বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা আজকের দিনে আমাদের কাছে এত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত বৈপ্লবিক সংগ্রামের তরঙ্গ প্রবাহে বিভিন্ন শ্রেণী গণতান্ত্রিক এবং মুক্তি আন্দোলনের পূর্ণ মিলনের একটি মডেল।

আমার দেশে এর মূল্য চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টি মুক্তি আন্দোলনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে আর্জেন্টিনাতে যার শুরু ১৯৭৩ সালে। বর্তমান কাজ হচ্ছে একে ব্যর্থ করার কাজ থেকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতি-ক্রিয়াকে প্রতিহত করা। মুক্তি আন্দোলনের শক্তিসমূহ যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল তা বন্ধ করার জন্য প্রতিক্রিয়া প্রয়াস চালিয়েছে এবং বর্তমান সরকারের পক্ষে সর্বপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করছে—এই সরকার (এর দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও) সে ধরনের সরকার নয় যাকে একচেটিয়া মোড়লতন্ত্র ও একচেটি-য়ারা গদিনসিন করতে চায়। সরকারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনের বাইরেও দক্ষিণপন্থী বিপদ অত্যন্ত মারাত্মক। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি গভীরভাবে বিব্রত। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উচ্চপর্যায়ে এখনও একচেটিয়া মোড়ল-তন্ত্র ও একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকবে এবং তারা এখনও যে ক্ষমতার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে তা যে পর্যন্ত না তাদের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া হবে সে পর্যন্ত তারা বর্তমান সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন করে তুলবে।

আমাদের চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে বর্তমান সরকার জাতীয়-সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের সরকার কিন্তু কমিউনিস্টদের এতে কোনো স্বার্থ নেই এবং একে পাল্টে দেওয়ারও কোনো ইচ্ছা নেই। তারা এর কর্মসূচীর ইতিবাচক বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করার জন্য অভিযান

চালিয়ে যাবে, নেতিবাচক দিকগুলি সমালোচনা করবে এবং তারা সমস্ত বিষয়ের উপর সুস্পষ্টভাবে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করবে যা জনগণের লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক চিন্তা প্রভাবিত করে।

বর্তমান সরকার যে আইন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা যদিও মৌলিক সমাধানের ব্যবস্থা করবে না কিন্তু এক-চেটিয়া মোড়লতন্ত্র ও একচেটিয়াদের স্বার্থে তা গুরুতরভাবে আঘাত করবে।

আমরা জানি যে একমাত্র গণ-আন্দোলনের শক্তিশালী জোয়ার এই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং আমাদের দেশে এখন যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে পারে। একচেটিয়া এবং তার মোড়লতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণ এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সংগ্রামের ফলেই ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা সংস্কারগুলি এখন কার্যকর করছে। জনগণের সাহায্যে জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তির প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর এটাকে একটি উপায় ও যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো উচিত এবং এমনিভাবে শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। লেনিনের সেই অভিমত সম্পর্কে আমরা সচেতন যেখানে তিনি বলেছিলেন সুদূরপ্রসারী সংস্কারের একমাত্র পথই হচ্ছে কষ্টসাধ্য শ্রেণীসংগ্রাম।

বেপরোয়া সন্ত্রাস এবং সেই সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর তাদের আঘাতই হচ্ছে একচেটিয়া, বৃহৎ পুঁজি, ভূসম্পত্তির অধিকারী মোড়লতন্ত্র প্রভৃতির নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য পরিকল্পিত এবং সংগঠিত সর্বাত্মক আক্রমণের অপরিহার্য অংশ। এটা সম্পন্ন করার জন্য তারা কতিপয় শক্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কাজ করে চলেছে। এই শক্তিগুলি প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবণতাগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবং মুক্তির প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করতে উন্মুখ, অথবা তারা··· পিনোচেটের কায়দায় ক্যু ঘটাতে ইচ্ছুক যা নিয়মতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটাবে সেই সকল অভ্যুত্থানকারীদের জন্য এক মিথ্যা অজুহাতের স্থান করে দেয়।

সরকারের সঙ্গে যুক্ত মহল সহ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে এই অবস্থা প্রভূত উদ্বেগের সূচনা করেছে।

ব্যাপক জনগণের মধ্যে এই উদ্বেগের কথা প্রচার ছাড়াও আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে প্রস্তুত রাখা এবং সংগঠিত করা যাতে করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহ কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো এলাকাতেই শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে আচমকা পড়ে না যায়।

চিলিতে পিনোচেট দস্যুদল যা করেছে তা থেকে আমাদের মহাদেশের দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমানে যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত সংগঠিত করা হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার জন্য আর্জেন্টিনাতে উপযুক্ত সংখ্যক গণতান্ত্রিক শক্তি এবং বিরাট অতিরিক্ত বাহিনী রয়েছে। কিন্তু এই বিপুল সুযোগকে ব্যাপক, সংগঠিত যৌথ কাজে পরিণত করার জন্য আমাদিগকে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে পেরনবাদের নেতার মৃত্যুর পর, কমিউনিস্ট পার্টি, অনেক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গোষ্ঠী এর মুখপাত্রগণ নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা এবং ক্রম-অগ্রসরমান জাতীয় মুক্তির প্রক্রিয়া যা বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত তাদের রক্ষার জন্য পারস্পরিক চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় পৌঁছতে নিজেদের আগ্রহের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

কমিউনিস্টগণ সহ আটটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গের কাছে সম স্বার্থ সম্পর্কিত সমস্যাবলী আলোচনার জন্য জেনারেল পেরন এবং তার সরকারের সদস্যগণের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করা একটি নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। এই রীতি অনুসারে এবং প্রেসিডেন্ট মেরিয়া এস্টেলা মার্টিনেজ ডি পেরন-এর নির্দেশের ভিত্তিতে পেরনিস্ট পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যান গত আগস্টের প্রথমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গণসংগঠন এবং গণ-আন্দোলনের প্রতিনিধিদের এক সভার ব্যবস্থা করেন। প্রভূত গুরুত্বসম্পন্ন এই সভায় উপরে উল্লেখিত নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় এবং এ সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গ, দ্য জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার, দ্য জেনারেল কনফেডারেশন অব এমপ্লয়ার্স, দ্য ন্যাশনাল এনকাউন্টার অব আর্জেন্টিনিয়ানস আন্দোলন এবং অন্যান্য সংগঠন।

দক্ষিণপন্থী পেরেনবাদীরা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে এবং এইভাবে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ কাজের সাফল্য ব্যাহত করছে এবং বর্তমানে এই প্রতিক্রিয়াশীলেরা একটি অভ্যুত্থানের এবং নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বিলুপ্তি সাধনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে সুবিবেচিত যুক্তি রয়েছে কারণ সেখানে একটি ব্যাপক দেশপ্রেমিক জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্ট-এর অবস্থা বর্তমান।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এখন যে-ঐক্য নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে তার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং মতাদর্শগত পার্থক্য থাকছে। আমাদের পার্টি তার অবস্থান ও মতামতের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে যদি অন্যান্য দল ও জনসাধারণের শক্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের সফল আলোচনা চালাতে হয় এবং যদি আলোচনা এবং চুক্তির ভিত্তিতে সম্পাদিত তাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতাকে কার্যকর করতে হয়, তবে এ ধরনের স্বাধীনতার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।

এটা বলা কি ঠিক হবে যে যা আমরা এখন করছি তা বিপ্লবের প্রত্যাশায় একটি সাময়িক জরুরী প্রয়োজন মেটানো ছাড়া কিছু নয়? না, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি কারণ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রলেতারীয় জনগণকে

রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়করণ, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিস্তৃতি। এবং অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এ কাজ ছাড়া গণ-প্রাধান্য গড়ে তোলার সম্ভাবনা আমাদের থাকবে না এবং এই গণ-প্রাধান্যই একমাত্র দৃঢ় ভিত্তিক সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে সক্ষম।

৩

ক্ষমতা ও সুবিধা হারানোর সত্যিকার বিপদের সম্মুখীন হয়ে শোষকশ্রেণী দ্বিগুণ শক্তিতে তাদের প্রতিরোধ বাড়িয়ে তোলে। সমাজবিকাশের এই নিয়ম অক্টোবর বিপ্লবে চূড়ান্ত-ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিপ্লবী রাশিয়াকে ব্যর্থ কর্নিলভ অভ্যুত্থান, শ্বেত সেনা-বাহিনী, প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। প্রতিক্রিয়ার এই ক্ষিপ্ত প্রতিরোধ অনুসৃত হয়েছে হিটলার রেইচে, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের এবং চিলির জুন্টা বাহিনীর বর্বরতার মধ্যে। এবং সর্বদাই কমিউনিস্টরাই এই নীতির প্রথম বলি; এই নীতি গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার সমস্ত সংস্থা সম্পর্কে, সমস্ত গণ-তন্ত্রী ও দেশপ্রেমিকদের প্রতি নির্মম। চিলি, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং অন্যান্য দেশে আমাদের কমরেডদের ভাগ্যের বেদনাদায়ক স্মৃতি এটাই মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিক্রিয়া শোষকশ্রেণীকে ক্ষমতাসীন করে রাখার জন্য সর্ব-প্রকার বর্বরতার পথ অনুসরণ করবে।

আমরা এক বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছি যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্রভূত সম্পদ। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার জন্য সে কোনো অপরাধ থেকেই বিরত হবে না। আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে অনেক বাধা রয়েছে এবং তেমনি রয়েছে অনেক অসুবিধা, জটিলতা এবং বিরোধ। আমাদের সাফল্য ও শক্তির ঐকান্তিকতা নির্ভর করছে জনগণ এবং সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সমাবেশ ও সংগঠিত করার দক্ষতার উপর এবং এই জনগণ ও গোষ্ঠীগুলি বিচিত্র আকারে এবং বিভিন্ন স্তরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শামিল হয়।

অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংসার পথ গ্রহণ বৈপ্লবিক সংগ্রামকে জটিল করে তোলে। কিন্তু তা আমাদের হতাশার পথে ঠেলে দিতে পারে না। সি আই এ-প্ররোচিত প্রতিক্রিয়া-শীল কার্যকলাপ জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। আমা-দের দায়িত্ব হওয়া উচিত এই ক্ষোভকে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সচেতন কাজের দিকে পরিচালিত করা এবং উগ্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জাতীয় ঐক্য এবং শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার উপাদানে পরিণত করা।

আমাদের আশু লক্ষ্য হচ্ছে গণ-অভিযানের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে ব্যর্থ করা, সরকারের ভিতর এবং বাহির এবং জাতীয় মুক্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শক্তিগুলির অবস্থান শক্তিশালী করা, এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক আদর্শের পাশে সমস্ত দেশপ্রেমিক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু আমরা জানি যে এই সংগ্রামে জয়লাভ করলেই আমাদের সমস্ত জাতীয় এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে না। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতোই পুঁজিবাদী বিকাশের মাঝারি পর্যায়ভুক্ত আর্জেন্টিনাতেও তীব্র শ্রেণীসংঘাত অবশ্য-ম্ভাবী। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বাস্তব অবস্থাটি আমাদের বিবেচনা করতে হবে যা আমাদের এবং সমস্ত সংস্কারবাদী, সুবিধাবাদী ঝোঁকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

এটা জোর দেয়া উচিত যে অক্টোবর বিপ্লবের দিন থেকে সংস্কারবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অধিকতর মূল্যবান বলে গণ্য হয়ে আসছে। তাদের প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ও রাজ-নীতিবিদরা এই মত পোষণ করেন রাশিয়ায় বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার প্রধান এবং একমাত্র কারণ ছিল সেখানে অপেক্ষাকৃত আর্থিক অনগ্রসরতা এবং ব্যাপক জনসংখ্যার দারিদ্র্য। এবং এর থেকে তারা সিদ্ধান্ত করে যে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে বিপ্লব "ক্রয় করা" যেতে পারে।

বস্তুত, এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সহজাতভাবেই প্রতারণামূলক। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা অথবা জনগণের দারিদ্র্যের মধ্যে বিপ্লবের জন্ম হয় না। তীব্র সামাজিক সংঘাত থেকেই এর জন্মলাভ ঘটে এবং এই সংঘাত নমনীয় হয় না, অপরপক্ষে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে এই সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে, অনগ্রসরতার প্রতীক হিসাবে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম দেশ হিসাবে পরিণত হয় নি—দ্রুত পুঁজিবাদী বিকাশ শ্রেণী এবং অন্যান্য বিরোধগুলিকে চূড়ান্ত বিস্ফোরণের মুখে নিয়ে যায়।

যদিও বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতির ধ্বংস অনিবার্য কিন্তু তথাপিও এ নীতি বিপজ্জনক। এটা শ্রমজীবী জনতার একাংশ সহ সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং করেও। "সামাজিক অংশীদারিত্বের" ভুয়া শ্লোগান উত্থাপন করে এটা তাদেরকে স্বমতে টানতে পারে। এটা এই মুহূর্তের অথচ সাময়িক অর্থনৈতিক ফললাভকে চিরায়ত হিসাবে উল্লেখ করে তাদের সত্যিকার স্বার্থের প্রশ্নটি ঢাকা দিয়ে রাখতে পারে। এটা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায় যা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুকূল নয়। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি কালে বলশেভিকদের কাছে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বুর্জোয়া সংস্কারবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সমজাতীয় সুবিধাবাদী ঝোঁকের তীব্র সমালোচনা করা আমাদের কাছে অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে ফাটল সৃষ্টি করার অপচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণনীতির এবং বিভিন্ন দেশে তার দুষ্কর্মের সাহায্যকারীদের প্রধান অঙ্গ হিসাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এবং সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা জাতীয়তাবাদের উপর বিপুলভাবে নির্ভর করে। তাদের কৌশল হল অ-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের জনজীবনে যে ব্যাপক শ্রেণীবিরোধ রয়েছে তাকে আড়াল করে রাখা। কিন্তু সমাজ-তন্ত্রের বিরাট আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকার ফলে

সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকার্যে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বক্তব্য প্রস্তুত রাখা হয়—কিন্তু এই বিপ্লবের পথ হচ্ছে "দেশীয়" পথ এবং সমাজতন্ত্রের রূপ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের "জাতীয় মডেল"।

বাস্তব কাজকর্ম থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়া পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ প্রভাবিত গোষ্ঠীগুলির দুঃসাহসিক ভাবপ্রবণতা ও কার্যকলাপকে কাজে লাগাতে শিখেছে; যে গোষ্ঠীগুলি হঠকারী ও বিপজ্জনক কাজের ফলাফল এবং ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক সন্ত্রাসের উপর নির্ভরশীল। এই উগ্র-বাম গোষ্ঠীগুলি নিজেদেরকে কলঙ্কিত করছে এবং শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং ব্যাপক জনগণের বিরাট সংগ্রাম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। সমস্ত মৌখিক বিপ্লবীপনা সম্পর্কে তাদের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈপরীত্যে উপস্থিত করা।

এ কারণেই ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের গুরুত্বের কথা নতুন করে জোর দিয়ে বলতে হয় যে "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাফল্যের জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের মধ্যে মৈত্রী শক্তিশালী করা এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ।" এবং আমাদের শুধু মাত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভুল ধারণার বিপরীত মতবাদ গত সঠিক থিসিস উপস্থিত করাই যথেষ্ট নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আমাদের অবশ্যই প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশ তথা সমস্ত লাতিন আমেরিকাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সদস্য ও ভ্রাতৃপ্রতিম কিউবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে বাধার প্রাচীর তৈরি করেছে আর্জেন্টিনার কমিউনিস্টরা তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য কাজ করে চলেছে। এ ব্যাপারে আমাদের সাফল্যের এক অকাট্য প্রমাণ হল, আর্জেন্টিনার জাতীয় স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তার যোগাযোগের বিস্তৃতি একই অনুরূপ প্রক্রিয়ার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দিক।

সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যেই আমাদের পার্টি যে উপলব্ধির আলোকে পরিচালিত তা হচ্ছে এই যে আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে আমাদের উপর যা কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পিত হোক না কেন এবং আমাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের পার্টি বিশ্ব কমিউনিস্ট বাহিনীর একটি অংশ হিসাবে ছিল এবং থাকছে। আমাদের সংগ্রাম অন্যান্য লাতিন আমেরিকার জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত।

আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি সম্পর্কে বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান এবং দৃঢ় উপলব্ধি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সংযুক্তি প্রভৃতি মহান অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে আমাদের সফল অগ্রগতির অত্যাবশ্যক শর্ত।

সহযোগিতার রণনীতি

মাইজিস্লাভ জাগিয়েলস্কি

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদের সহ সভাপতি

জনগণ এবং রাষ্ট্রসমূহের একটি সম্পূর্ণ নতুন গোষ্ঠী, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব, যে সব রাষ্ট্রে জনগণ এবং তার অগ্রগামী বাহিনী, শ্রমিকশ্রেণী তাদের দলের নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে, সেই সব রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একটা পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে।

একেবারে প্রথম থেকেই এই সব সম্পর্ক মৌলিক লক্ষ্য ও স্বার্থের, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শের অভিন্নতার ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার রূপ নেয়।

আমাদের সব দেশের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সাধারণ আদর্শগত ভিত্তি হোলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্ব কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংহতি এবং ঐক্য, সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের জন্য সংগ্রামের সাধারণ লক্ষ্য যার মতাদর্শ। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে লেনিন লিখেছেন, "পুঁজি একটা আন্তর্জাতিক শক্তি। তাকে পরাজিত করার জন্য শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী তাদের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রয়োজন" (**রচনা সংগ্রহ**, খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৯৩)।

সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পর এবং আমাদের কালে, ধনতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও সংগ্রামে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শান্তি ও প্রগতির সংগ্রামে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সময়ও এটা সমান সত্য।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মৈত্রী, সমাজতন্ত্র গঠন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বছরগুলিতে একটি নতুন অর্থ অর্জন করে। লেনিন অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যে সামাজিক শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এবং এই ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক করার জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্যগুলির পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে এবং সমাজতন্ত্রের সুবিধা ও নতুন সমাজব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং বিজ্ঞানসম্মত শ্রমবিভাগ সম্পর্কে এতে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে, তার পরিকল্পিত চরিত্র এবং বাস্তব অর্থনৈতিক সূত্রগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর একেবারে প্রথম থেকেই আমাদের পার্টি এবং সরকারগুলি এই সমস্ত সমস্যার প্রতি এত বেশি নজর দিয়েছে। ১৯৪৯ সালে তারা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ সংগঠিত করে।

সেটা ছিল এমন একটা সময়ে যখন ইয়োরোপের নবীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শিল্পবিকাশ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং অন্য দিকে পশ্চিমী শক্তিগুলি তীব্রতর করেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে। এই পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্য জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন হিসাবে সি এম ই এ-কে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে বিকশিত করার বেশিরভাগ কৃতিত্ব সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলিকে শুধু তার বিপুল রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতারই অংশ দেয় নি, তার বস্তুগত সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত সাফল্যেরও ভাগ দিয়েছে।

প্রতিটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মতোই সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগও বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। অভিজ্ঞতাই দেখিয়েছে যে তার মাত্রা এবং তীব্রতা নির্ভর করে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন এবং উৎপাদিকা শক্তির স্তরের উপর। ফলে, সি এম ই এ দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের স্তরসমূহ নির্ধারিত করেছে তাদের অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার পরিধি এবং রূপকে। কিন্তু, একথা জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে রূপ এবং পরিধির পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিটি সি এম ই এ দেশের অগ্রগতিতে এই সহযোগিতা সবসময়ই ছিল একটি মৌলিক বিষয়।

তাদের সহযোগিতার ইতিহাসকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটা হোলো সেই পর্ব যখন সমাজতান্ত্রিক শিল্পের

ভিত্তি স্থাপন করা হয়।(১)। তখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান বিষয় ছিল পরিমাণগত প্রসার। দ্বিতীয় পর্বে পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত বা প্রসারিত হয়েছে বেশির ভাগ সি এম ই এ দেশে। এখন ঝোঁক হোলো প্রগাঢ়, গুণগত প্রসারের বিষয়গুলির উপর। এই দুটোর মধ্যে অবশ্য কোনো চিরস্থায়ী ভাগ নেই; কোনো কোনো দেশে এগুলির আংশিক সংযোগ ঘটে। এবং, শিল্প বিকাশের প্রারম্ভিক স্তর, সমাজের লভ্যতা, উন্নয়ন সম্ভাবনার ব্যবহার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কাঠামোগত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাত্রা বা অগ্রগতির হারও বিভিন্ন দেশে পৃথক হয়। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে এই প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক স্তরের সমতা সৃষ্টি করে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতা যা করে না।

ষাটের দশকে ইয়োরোপের সি এম ই এ সদস্যদের অর্থনীতি এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যাতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের ক্ষেত্রে তীব্র-অগ্রগতির উপাদানগুলিরও ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিমাণ এবং রূপের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। উৎপাদন, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের জটিলতর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, উন্নততর সহযোগিতার প্রক্রিয়াও এর ফলে প্রয়োজন হয়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই সব পরিবর্তন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিপুল বৃদ্ধি এবং শিল্পের কেন্দ্রীভবন থেকে অনুসৃত হয়। উৎপাদনের এককগুলি অনেক বড়, অনেক বেশি শক্তিশালী যন্ত্রপাতি তারা ব্যবহার করে এবং অনেক বেশি বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী তারা উৎপাদন করে: বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তারা নতুন উৎপাদন ধারায় সরে যায়। এবং এ সবই এত দ্রুত বিকশিত হয় যে নমনীয় কারিগরি নীতি সম্বলিত সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সংগঠনগুলিও প্রস্তুত হতে পারে না। মূলধনী এবং ভোগ্য উভয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন প্রসারিত হয়। সর্বার্থসাধক যন্ত্রের স্থান পরিগ্রহ করছে উচ্চ উৎপাদনশীল বিশিষ্ট যন্ত্র। ভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও তাই—বাজারে যোগান যতই পর্যাপ্ত হয় ততই বিচিত্রতর দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজন হয়।

অনেক ছোট এবং মাঝারি দেশে যান্ত্রিক অগ্রগতি জাতীয় চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি হারে বিপুল উৎপাদনের সৃষ্টি করে। আর একটি বিষয়ও আছে : উৎপাদন ব্যয়ের পক্ষে বিপুল উৎপাদন লাভজনক, কিন্তু তার জন্য প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্প অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলিতে তা সব সময় সম্ভব নয়। সুবিধা এবং সম্পদগুলিকে একত্রিত করে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তাদের পক্ষে একমাত্র সমাধান। সি এম ই এ বাজারে ৩৬০০ লক্ষেরও বেশি সম্ভাব্য ক্রেতা এখনই আছে এবং তা বিপুল উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

যন্ত্রশিল্পে উচ্চ অগ্রগতির হারের সঙ্গে বিচিত্রতর দ্রব্যসম্ভার যুক্ত হবার অর্থ কাঁচামালের জন্য বৃহত্তর চাহিদা। কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য এখনও পর্যন্ত সমস্যার মাত্র আংশিক সমাধান করেছে। বিগত কয়েক বৎসরে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশেই ইস্পাত উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অসম ভৌগোলিক বণ্টন কাঁচামাল এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করেছে এবং তার জন্যও সি এম ই এ দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক সংযোজনের ক্ষেত্রে কারিগরি অগ্রগতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এবং সহযোগিতার মাধ্যমে, বিশেষত মৌলিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণার সংযুক্তির মাধ্যমে তাকে ত্বরান্বিত করা গুরুত্বপূর্ণ। বহু দেশীয় প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করা একটা বাস্তব প্রয়োজন। কারণ, ছোট বা মাঝারি অর্থনৈতিক সংগঠন বিদ্যুৎ পরমাণু বা পারমাণবিক শক্তির মতো ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। কোনো দেশেই বিজ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে ঠিকমতো অগ্রসর হতে পারে না, একথা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট নজীর রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে সব সমস্যার উত্থাপন করে তার দ্রুত বিকাশ এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতা (গবেষণার প্রকৃতির মধ্যেই যা নিহিত) অসংখ্য বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগরদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। এবং এই কেন্দ্রীভবন থেকে প্রার্থিত ফল পেতে হলে একটি দেশের চৌহদ্দির বাইরে তাকে প্রসারিত হতে হবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অবশ্যই গবেষণা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ অর্জন করতে হবে একটি সর্বসম্মত নীতির ভিত্তিতে—যে নীতি বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রধান গতিধারাকে নির্ধারিত করবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোলো গবেষণা এবং নক্সা তৈরি এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্পে সহযোগিতা। সি এম ই এ দেশগুলির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীণ সংযোগ তাদের অর্থনৈতিক সংযোজনের মেরুদণ্ড, একথা বলায় খুব অতিশয়োক্তি নেই। এবং এই ক্ষেত্রের অগ্রগতিই আমাদের সব দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রধানত নির্ধারিত করবে।

আমাদের উৎপাদন সংযোগের সর্বাপেক্ষা ভালো ভিত্তি হোলো সংযোজনের নীতির ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। কারণ, গবেষণা এবং নক্সা তৈরির যৌথ কর্মসূচী উৎপাদনের একটি নতুন দিককে উন্মুক্ত করে, অর্থনৈতিক যোগাযোগের প্রকৃতি এবং কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং অধিকতর স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। প্রযুক্তি এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরনের

---

১ সঠিকভাবেই একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে কম-বেশি অগ্রসর শিল্প সমন্বিত দেশগুলিকেও (জি ডি আর, চেকোস্লোভাকিয়া) সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের উপযোগী করার জন্য তাদের বস্তুগত এবং কারিগরিভিত্তিকে পুনর্গঠিত করতে হয়েছে।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার মতো সহজে পরিবর্তিত করা যায় না।

উৎপাদনের প্রগাঢ় উন্নতি আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগে সক্রিয় এবং ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে শুধু জরুরী নয়, বস্তুগতভাবে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন এইভাবেই শক্তিশালী অর্থনৈতিক এবং কারিগরি অগ্রগতির সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পূর্বশর্তে পরিণত হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, যার অর্থ হোলো বিনিয়োগকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা এবং তার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতাকে উন্নীত করা।

যুক্তভাবে এই সব বিষয়গুলি অর্থনৈতিক সংযোজনকে আমাদের গোষ্ঠীর মৌলিক উন্নতিস্থ নিয়মে পরিণত করে। এবং অর্থনৈতিক সংযোজন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে উপলব্ধ হয় যেখানে সাধারণ অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক কারিগরি সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে দ্রুত ও কার্যকর অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য লভ্য সুযোগ এবং উপকরণকে একত্রিত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের সহযোগিতা, যা সম্পন্ন হোতো প্রধানত বাণিজ্যের মাধ্যমে, তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থনৈতিক সংযোগ এখন নির্ধারিত হয় উৎপাদন, সেবামূলক কাজ এবং গবেষণার দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাবলীর দ্বারা। এই প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে ষাটের দশকে, যখন অনেকগুলি শিল্পে সহযোগিতার জন্য গঠন করা হয় প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি : ইণ্টারমেটাল, বলবেয়ারিং এজেন্সী, ফ্রেট কার পুল, সি এম ই এ পাওয়ার গ্রিড, ফ্রেণ্ডশিপ অয়েল পাইপ লাইন এবং যন্ত্রশিল্পে বিশেষায়ণ এবং সহযোগিতার জন্য ব্যবস্থাবলী।

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগে অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সব সমস্যার সমাধান করা যায় তাদের দ্রুত বর্ধমান তাৎপর্যের জবাব হোলো ১৯৭১ সালের সি এম ই এ-র পঁচিশতম অধিবেশনে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহযোগিতার সমস্ত ক্ষেত্রেই তা অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে তা স্থির করে এবং সংযোজনের প্রক্রিয়াকে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। সংক্ষেপে, এটা একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা করে, উদ্ভাসিত করে নতুন নতুন পথ এবং সহযোগিতাকে দান করে একটি রণনীতির চরিত্র।

সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীতে যে দীর্ঘকালীন ঝোঁকটি সন্নিবিষ্ট তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলনীতি, পরিকল্পনাকে কর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করে। এমন কি সি এম ই এ-র প্রাথমিক পর্যায়েও, সি এম ই এ-র সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমন্বয়ের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে পরিকল্পনা সম্প্রসারিত এবং বিশদীকৃত হয়েছে। সংযোজনের জটিল চরিত্র, পূর্ববর্তীকালের তুলনায় তার ব্যাপকতর মাত্রা, অবশ্যই, পরিকল্পনার ঘনিষ্ঠতর সমন্বয়, সংগঠনের স্পষ্টতর কাঠামো এবং অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি দাবি করে। একটি নতুন সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে—পরিকল্পনায় সহযোগিতার জন্য সি এম ই এ কমিটি। সংযোজনের ব্যবস্থাগুলির পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কার্যকলাপের তা তত্ত্বাবধান করে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায়ও দীর্ঘকালীন সময়ে মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে (সর্বাগ্রে কাঁচামালের ক্ষেত্রে) সহযোগিতাকে সমন্বিত করে, বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের যুক্ত পরিকল্পনা সংগঠিত করে এবং অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি সঠিকভাবে স্থির করার জন্য ব্যাপকভাবে যুক্ত পূর্বানুমান প্রকল্প পরিচালনা করে। পরিকল্পনার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংযোগ সৃষ্টির জন্য শেষোক্ত বিষয়টি অত্যন্ত উপযোগী। উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এবং উৎপাদন সহযোগিতা সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীতে সহযোগিতার অত্যাবশ্যক রূপের অন্যতম হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। কারিগরি অগ্রগতির পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক উৎপাদনের উপকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সমান জোর দেওয়া হয়েছে ভোগ্য পণ্যের উপর যার অধিকতর উৎপাদন বাজারকে প্রসারিত করবে। কাঁচামালের ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা কর্মসূচীতে নির্ধারিত করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হোলো সি এম ই এ-র অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক একটি দেশে যৌথ বিনিয়োগ। সমাজতান্ত্রিক সংযোজন যে প্রতিটি দেশের স্বার্থে এবং সকলের সামগ্রিক স্বার্থে প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমশক্তির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ নিশ্চিত করে এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কৃষির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাও কর্মসূচীতে বিবেচিত হয়েছে, যেখানে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত যুক্ত উদ্যোগ কয়েক বছর আগেই শুরু হয়েছে। সাধারণ বাজারের কৃষি-নীতিতে যে বর্তমান বিশৃঙ্খলা চলছে এই সহযোগিতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সংযোজনের বর্তমান অগ্রগতি প্রমাণ করে যে সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীর নীতি এবং উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সবাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এটা কার্যকর করার পর থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহযোগিতা ইতিমধ্যেই অনেক বেশি সজীব হয়েছে। সি এম ই এ দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার বৃদ্ধির হার বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে যে পরিমাণ স্থির করা হয়েছিল তা-ও বেশ অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছে।

কর্মসূচী রচনায় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ এবং উৎপাদন সহযোগিতার প্রসারে সুস্পষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। অনেকগুলি দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে যা উৎপাদনের দায়িত্বকে ভাগ করে দিয়েছে এবং ১৯৭১ থেকে '৭৫ সাল ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৯৭৬ থেকে '৮০ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট যন্ত্রাংশ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক সরবরাহ স্থির করে দিয়েছে। পোল্যাণ্ড এই ধরনের ১৫০টিরও বেশি চুক্তির অংশীদার। কিছু কিছু চুক্তি দেশের যন্ত্রশিল্প, বিশেষত মোটরগাড়ি, বিমান, জাহাজ নির্মাণ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ এবং সহযোগিতার সুবিধাগুলিকে এখন আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারি এবং অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ করে উৎপাদনকে একটি অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর মাত্রায় প্রসারিত করতে পারি। মেশিন টুলের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ক্লাচ সরবরাহের জন্য চুক্তি এই দ্রব্যটির উৎপাদনকে আমাদের এমন মাত্রায় সংগঠিত করতে সক্ষম করেছে যা একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন মাত্রার তুলনায় কিছু কম। আর একটি উদাহরণ হোলো সোভিয়েত এবং পোল্যাণ্ডের যুক্তভাবে একটি সর্বার্থসাধক পরিবহণ বিমানের উদ্ভাবন, অল্প দিনের মধ্যেই যার উৎপাদন শুরু হবে; এবং নির্মাণ শিল্প ও সড়ক তৈরির যন্ত্রপাতির উৎপাদন যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করছে। আধুনিক যন্ত্র-গণনার প্রযুক্তিবিদ্যা এবং আমরা উৎপাদন করি না এরকম নানা ধরনের মেশিনটুল ও ধাতব শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আমাদের প্রয়োজন বিশেষীকরণের চুক্তিতে পোল্যাণ্ডের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৃপ্ত হয়। বিমান শিল্পে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষীকরণ, যার ভিত্তি হোলো সেই দেশের বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং উৎপাদন সম্ভাবনা, সি এম ই এ দেশগুলির বিমানের চাহিদাকে মেটায়। উদাহরণের এই তালিকাকে আরও অনেকটাই বাড়ানো যেতে পারে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সি এম ই এ দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমন্বয় থেকে আরও গভীরতর বিশেষীকরণ এবং সহযোগিতার সৃষ্টি হবে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পদ্ধতিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে সি এম ই এ-র সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এই প্রবণতাকে শক্তিশালী করবে। গত বৎসরের সি এম ই এ-র অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংযোজনের যে যৌথ সমন্বিত পরিকল্পনা এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে তা মৌলিক দিক নির্দেশ করবে। প্রতিটি দেশের পরিকল্পনার সঙ্গে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাবলীর তা আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় সাধন করবে এবং আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ এবং শিল্পগত সহযোগিতাকে তা সর্বসম্মত বিনিয়োগের কর্মসূচীর সঙ্গে লগ্ন করবে।

আমরা নিশ্চিত যে, অনেক বেশি স্থায়ী এবং কার্যকর সংযোগ সম্বলিত নতুন ধরনের উৎপাদন শুরু করতে এটা আমাদের সাহায্য করবে। আন্তর্জাতিক শিল্প সংস্থাগুলি গভীরতর সংযোগ গড়ে তুলছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির নির্বাচিত ক্ষেত্রে, যেমন শক্তি, কাপড়কলের যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক শক্তিতত্ত্ব, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তু। উদ্দেশ্য হোলো, যৌথ কারিগরি ব্যবস্থাবলী এবং ঘনিষ্ঠ শিল্প সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদনকে সংগঠিত করা।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সংযোজনের প্রাথমিক ফলাফল প্রমাণ করে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতেই ক্রমশ গড়ে উঠছে। যৌথ গবেষণার সমন্বয় সাধনকারী আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাণী পদার্থবিদ্যা, প্রজননতত্ত্ব, বিশ্ব সমুদ্রের মতো সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা প্রকল্পের শুরু হয়েছে এবং কারিগরি অগ্রগতির পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ফলিত গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। আবহাওয়া সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গবেষণার একটি অখণ্ড কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে ফলাফল অর্জিত হয়েছে তা প্রমাণ করে যে প্রতিটি সি এম ই এ দেশে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির চালিকা-শক্তি হিসাবে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি সহযোগিতা যে ভূমিকা পালন করে তা অবিচলভাবে বৃদ্ধি পাবে—ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার এই ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জ্বালানি এবং কাঁচামালের ক্ষেত্রে ফলাফল বিশেষ উপকারী হয়েছে। সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচীতে নির্ধারিত এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার সময়োপযোগিতা এবং প্রভাব অবশিষ্ট পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত ভূখণ্ডে স্থলিউলোজ, এ্যাসবেসটাস এবং ঘনীভূত আকরিক লোহার উৎপাদনে যৌথ বিনিয়োগের চুক্তি এবং সোভিয়েতের প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যান্য দেশে সরবরাহের জন্য যৌথ পাইপলাইন নির্মাণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধাগুলির বাস্তব প্রমাণ। এগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের আন্তর্জাতিকতার নীতিরও সাক্ষ্য—যার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রয়োজনকে তৃপ্ত করা।

গোষ্ঠীর শক্তি সম্পদকে বিকশিত করা এবং ইয়োরোপীয় সি এম ই এ দেশগুলির জন্য ধীরে ধীরে একটি বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি করার উদ্দেশ্যে সি এম ই এ-র সর্বশেষ ২৮তম অধিবেশনে নতুন নতুন ব্যবস্থা রচিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা জ্বালানি ও শক্তির প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মেটানোর ব্যবস্থা করবে।

সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী রূপায়িত করতে গিয়ে আমরা যতটা অগ্রসর হয়েছি তার সবটাই তালিকাভুক্ত অগ্রগতির অন্তর্গত নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে আমরা আরও অনেক উদাহরণের উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের সম্ভবত এখনও সময় হয় নি, কারণ সি এম ই এ দেশগুলি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির মাত্র সূচনার স্তরে এসে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত অর্জিত ফলাফলই অবশ্য পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করে যে আমাদের পথ নির্ভুল এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের নীতি, আকার এবং গতির অন্তর্নিহিত মানদণ্ড এবং পারস্পরিক বাস্তব।

আমাদের সিদ্ধান্তগুলি এবং সিদ্ধান্তজাত অগ্রগতি, আমাদের কাছে উৎপাদনের উপকরণের সরকারি মালিকানার সুবিধা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের শ্রেষ্ঠত্বের নিশ্চিত প্রমাণ। ধনতান্ত্রিক সম্পদের স্বার্থপর নিয়ম এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার নির্দেশের অধীন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের সঙ্গে তুলনা করলে এই শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীতভাবে

প্রমাণিত হয়। ধনতান্ত্রিক ধরনের সংযোজনের লক্ষ্য হোলো অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আধিপত্যকে শক্তিশালী করা ; তা ছাড়া, অর্থনৈতিক আলোড়ন এবং সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রতিরোধ করতেও তা অক্ষম। সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক সংযোজনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই তুলনা থেকে লাভ করা যায়।

সি এম ই এ-র নীতি এবং পদ্ধতি তার সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি মর্যাদা দান নিশ্চিত করে, তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সম্প্রসারিত করে এবং অন্যান্য অঞ্চল ও দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের উপর কোনো বাধানিষেধ আরোপ করে না। সি এম ই এ দেশগুলির অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহযোগিতার উদ্ভূত প্রকৃতি উত্তেজনা প্রশমন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে অনুকূল। ইয়োরোপে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পর্যাপ্ত প্রসারের জন্য এবং আমাদের মহাদেশের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক সংগঠন, সি এম ই এ এবং ই ই সি-র মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্যোগই তার প্রমাণ। আরও বলা যায় যে, অ-সমাজতন্ত্রী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান উৎসাহ সি এম ই এ-র সঙ্গে সহযোগিতার সুবিধাগুলির নিদর্শন।

শক্তি বিন্যাস বা প্রবণতার ক্ষেত্রে এই বিবর্তন স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক সংযোজনের দৃশ্যমান সাফল্য, সমস্ত সি এম ই এ দেশগুলির সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সহ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে তার অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক শক্তিকেও তা সংজ্ঞাক্রমেই নির্ধারিত করে।

পোল্যাণ্ডের পক্ষে অন্যান্য সি এম ই এ দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণের অকাট্য এবং প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের সাফল্য আমাদের দেশের জনমানসে প্রমাণ করেছে। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমাজতান্ত্রিক সংযোজনের গঠনমূলক প্রভাব সম্বন্ধে সপ্রশংস উপলব্ধি লক্ষ লক্ষ পোল্যাণ্ড-বাসীর চিন্তা ও কর্মের অঙ্গীভূত হয়েছে। পোলিশ জনগণের প্রজাতন্ত্রের ৩০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পি ইউ ডবল্যু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে বলা হয়েছে যে, "আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বিশেষীকরণ ও সি এম ই এ দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার অধিকতর প্রসার এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত"।

এই কারণেই পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পোলিশ জনগণের প্রজাতন্ত্রের সরকার পোল্যাণ্ডের দিক থেকে গৃহীত সমস্ত আন্তর্জাতিক দায়িত্ব যাতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয় তার ব্যবস্থা করছেন। এগুলি আমাদের বর্তমান এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় পরিণত হয়েছে, যার সম্পাদনের উপর আমাদের দেশের আরও সফল অগ্রগতি এবং আমাদের জনগণের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

এগুলি আন্তর্জাতিকতার একটা দায়িত্বও বটে, কারণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন বর্তমান বিশ্বে আমাদের গোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করছে, আমাদের চিন্তাধারার প্রভাবকে বর্ধিত করছে এবং বিশ্বে শান্তি ও প্রগতির প্রধান শক্তিটির সাফল্যগুলিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করছে।

গণতান্ত্রিক উন্নয়নের নেতৃস্থানীয় শক্তি

আর্ন সারিনেন
সভাপতি, ফিনল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি

ফিনল্যাণ্ড সম্প্রতি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে সরে আসার ত্রিশতম বার্ষিকী উদযাপন করে। এই দেশের ইতিহাসে ১৯৪৪-এর পরিবর্তন তাকে একটি নতুন পথ নিতে সক্ষম করে। অন্যতম গ্যারাণ্টি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হবার জন্য যুদ্ধ বিরতি শর্ত। গণতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং ফিনল্যাণ্ডের শান্তিপ্রিয় নীতির পেছনে নেতৃস্থানীয় শক্তি হয়ে দাঁড়ায় ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি।

* * *

ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত সরকারের সদিচ্ছার ফলেই ফিনল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর আসে অত্যন্ত তীব্র এক শ্রেণী সংগ্রাম। তা কেন্দ্রীভূত হয় এই প্রশ্নে যে ধনিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কে স্বাধীন ফিনিশ রাষ্ট্রের শাসক ও নেতৃস্থানীয় শক্তি হবে। প্রশ্নটির সমাধান হয় ১৯১৮-র শীতে এক গৃহযুদ্ধে, যে সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। শ্রমিক-শ্রেণী পরাজিত হয়, কারণ আদর্শগত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক দিক থেকে পার্টি প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া, বুর্জোয়াশ্রেণী জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন পেয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের পর ফিনিশ শাসকেরা দল বাঁধলো সেইসব শক্তির সঙ্গে, যারা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী। আদর্শবাক্য ছিল, "সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু হল ফিনল্যাণ্ডের বন্ধু।" ২৬ বছর ধরে ফিনল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র নীতি ছিল কমিউনিস্টদের ও তাদের মিত্রদের নিপীড়ন করা। কমিউনিজম-বিরোধিতার ফলে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে; আর এইভাবেই প্রমাণিত হয় সেই সুপরিচিত প্রবচন, যে যুদ্ধ হল অন্য উপায়ে রাজনীতির অনুবর্তন। এটি ছিল ১৯৩৯-এর শরৎকালে, এবং এক স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ বিরতির পর ১৯৪১-এর গ্রীষ্মে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আর একটি লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে; এবার ছিল সে হিটলার জার্মানির মিত্র।

এই দুই যুদ্ধে জাতির অবর্ণনীয় কষ্ট এবং যন্ত্রণা-ভোগ ঘটে। হিটলারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের শাসকেরা আশাহীন পরিস্থিতির থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে শুরু করেন নি। বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে শান্তি-বিরোধিতার আবির্ভাব হল। কয়েক সপ্তাহের বাজিয়ে দেখা ও আলোচনার পর মস্কোতে ১৯৪৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে (২০ ধারা) বলা হয়েছে, যে সব লোক "জাতিসংঘের পক্ষাবলম্বী কার্যকলাপের জন্য অথবা জাতিসংঘের আদর্শের প্রতি সহানুভূতির জন্য অথবা তাদের জাতিগত উৎপত্তির জন্য বন্দী রয়েছে" তাদের এখনই মুক্তি দিতে হবে। ২০নং ধারায় সমস্ত বিভেদমূলক আইন এবং তার থেকে উদ্ভূত সব রকম বাধা নিষেধও বাতিল করা হয়েছে। ২১ ধারায় বলা হয় "সমস্ত হিটলার-পক্ষ-পাতী (ফ্যাশিস্ত ধরনের) রাজনৈতিক, সামরিক, আধা-সামরিক এবং অন্যান্য সংস্থা যারা জাতি-সংঘের প্রতি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন প্রচার চালাচ্ছে তাদের এখনই ভেঙে দিতে হবে, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হবে।"

যুদ্ধের ফলাফল তিক্ত আশাভঙ্গ ঘটিয়েছিল প্রতিক্রিয়া-শীল দক্ষিণপন্থী লোকজনের, যারা সম্পূর্ণ অন্যরকম ফল আশা করেছিল। সে সময় সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির যে নেতৃত্ব যুদ্ধ পূর্ব সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং যুদ্ধ নীতি রূপায়ণে নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়, তাদের ভাগ্যেও আশাভঙ্গ ঘটেছিল।

যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ফলে ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি বৈধভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়, সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে এ অধিকার তাকে ২৬ বছর দেওয়া হয় নি। পরিবর্তন যে কি প্রচণ্ড তা এই ঘটনার উদাহরণে বোঝা যাবে, যে অবৈধ অবস্থা অথবা বন্দী শিবির থেকে বেরিয়ে এসেই কমিউনিস্টরা তৎক্ষণাৎ সরকারে প্রবেশ করে। প্রথম পার্টি সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর অক্টোবরে, যখন অনেক কমিউনিস্ট তখনও পর্যন্ত আটক ছিল। এই ভাবেই পার্টির বৈধতার শুরু হয়। সর্ব স্তরে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, একটি পার্টি পত্রিকা প্রকাশ করা, এবং আশু উদ্দেশ্যগুলি সজ্জায়িত করার লক্ষ্য স্থির করে এই সম্মেলন।

সবচেয়ে জরুরী কাজ ছিল জরুরী আইন বাতিল করা, ফ্যাশিস্ত ও আধা-ফ্যাশিস্ত সংগঠনগুলো ভেঙে দেওয়া, রাষ্ট্র, সমাজ, সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের ক্ষমতার পদগুলি থেকে ফ্যাশিস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকজনকে সরানো, এবং কলঙ্কিত গুপ্ত রাজনৈতিক পুলিশ ও যুদ্ধবাজ লীগ অব কমরেড্স্-ইন-আর্মস-এর সমস্ত সংগঠন ধ্বংস করা।

যুদ্ধের জন্য দণ্ডাদেশ এবং যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দাবি করে কমিউনিস্টরা। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রুততম সম্ভাব্য স্থাপনের কাজে কেন্দ্রীভূত ছিল আমাদের কার্যকলাপ।

আমাদের পার্টির সহযোগিতায় গঠিত ফিনল্যাণ্ডের জনগণের গণতান্ত্রিক মৈত্রী নামক পার্টি (ডি এ পি এফ) এইসব দাবিগুলির জন্য লড়াই শুরু করে, আর দক্ষিণপন্থী লোককজন তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে চলতে থাকে, এবং আমাদের দাবির কয়েকটি কার্যকরী হয় না। একথা সত্যি যে শুৎজ্‌কর্পস্‌, (১) মহিলাদের আধা-সামরিক লটা স্‌ভারড্‌ সংগঠন, এবং লীগ অব দা কমরেড-ইন-আর্মস্‌ ভেঙে দেওয়া হয়, প্রধান যুদ্ধাপরাধের বিচার হয় এবং তাদের কারাগারে পাঠানো হয়, রাজনৈতিক পুলিশের প্রধানদের স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার চরিত্র পরিবর্তন করা হয়, এবং গুপ্ত অস্ত্রের গোপন স্থানগুলির সংগঠকদের গ্রেফতার ও বিচার হয়।

ফিনিশ কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক দাবি ছিল সমাজের সমস্ত বিষয়ের উপর। এখানে তার কয়েকটি মাত্র বলা হল যা পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত ও আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে; এক কাজের জন্য এক বেতন; অবৈতনিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক সরকার; দরিদ্রের জন্য অবৈতনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সর্বাত্মক উন্নয়ন; বৃহৎ একচেটিয়া উদ্যোগের জাতীয়করণ; বৃহৎ জমিদারিগুলি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদের জমি ভূমিহীন ও গরিব চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা; সুইডিশ ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্য।

গণতান্ত্রিক উন্নয়ন সাধনে আমাদের পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমস্ত পরিবর্তন ও সাফল্যের কথা ভাবাই যেত না যদি জনগণের দ্বারা অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থিত সি পি এফ দৃঢ়ভাবে না দাঁড়াত। বস্তুত, গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ছিল এতই বৃহৎ যে প্রাথমিক বিভ্রান্তি থেকে সবেমাত্র মুক্ত হয়েই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একটি শক্তিশালী প্রতি-আক্রমণ ত্বরান্বিত করে। তাদের সাহায্য করেছিল ঠাণ্ডা লড়াই, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে, এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট ও পীপল্‌স্‌ ডেমোক্রাটরা ফিনিশ সরকার থেকে অপসৃত হয়। গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে যেতে লাগল।

গণতন্ত্রীকরণ নতুন করে শুরু হোলো ষাটের দশকের মাঝামাঝির আগে নয়। শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তিত হোলো, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধিকারগুলি প্রসারিত হোলো। উচ্চতর শিক্ষার পরিচালনার কাঠামো পুনর্বার গঠন করার তীব্র সংগ্রাম শুরু হোলো। গণতান্ত্রিকতা অধিকতর স্পষ্ট হোলো সংবাদের, বিশেষ করে প্রচার, নাট্য ও সাহিত্য, এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শ্রম ও সামাজিক আইনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটল।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় সেই সময়ে যখন কমিউনিস্ট পার্টি সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও কেন্দ্রীয় পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারের অন্তর্ভুক্ত হল (১৯৪৪—১৯৪৮ এবং ১৯৬৬—১৯৭১), অথবা যখন সে বিরোধী দলে একত্রে কাজ করতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের রাজি করিয়েছিল, যা ছিল ১৯৬৬-তে স্থাপিত ব্যাপক-ভিত্তিক সরকারের আগে অনেক বছরের ঘটনা।

মৌলিক আইনগুলির সংস্কারের প্রস্তুতি কয়েক বছর ধরে চলছে।(১) এই কাজ শুরু হবে সেই সময়ে, যখন কমিউনিস্ট পার্টি সরকারে ছিল, এবং সি পি এফ-এর প্রতিনিধিরা ফলাফলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। আগামী কয়েক বছরে মৌলিক আইনগুলির গণতান্ত্রিক সংশোধনের সংগ্রাম রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াবে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কাজ করে: কারখানায়, অন্যান্য শিল্পে এবং ট্রেড ইউনিয়নে। এই ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন ছিল বিস্ময়কর। মালিকেরা বাধ্য হোলো দোকান তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রম চুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, যা শ্রমিকদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। চূড়ান্তভাবে আমাদের পার্টির দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ শ্রম আইন পাস করা হয় শ্রমিকদের সংরক্ষণের জন্য। ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র রক্ষার জন্যও সি পি এফ সক্রিয়। এখানে আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সর্বময় নেতৃত্বের দাবি এবং বিভেদমূলক অভ্যাস দমন করতে হয়। আর ষাটের দশকের শেষ দিকে বহু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতারা ইউনিয়নগুলি থেকে কমিউনিস্টদের একঘরে করতে এগিয়ে আসে এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলি ভেঙে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে নি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হবার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি পাল্টা ইউনিয়ন গঠন করে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট শ্রমিকদের তাতে যোগ দেবার জন্য দাবি করা

১ ১৯১৭-র বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার জন্য ফিনিশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারা গঠিত একটি আধা-সামরিক সংগঠন। এটি সোভিয়েত-বিরোধী লড়াইয়ে সক্রিয় অংশ নেয়।

১ ১৯১৯ সংবিধান, সংসদীয় সনদ এবং অন্যান্য আইন সংশোধনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করার জন্য ১৯৭০-এর অক্টোবরে একটি বহুদলীয় সাংবিধানিক কমিটি গঠিত হয়, যাতে গণতন্ত্র শক্তিশালী করা হয় এবং নাগরিক অধিকারের আরো ভালো সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়। ১৯৭৪-এর ৫ এপ্রিল কমিটি তার অনুসন্ধানের প্রাথমিক বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করে।

হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়, কারণ এক সংখ্যালঘু অংশ মাত্র এতে সাড়া দিয়েছিল। পরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ইউনিয়ন নেতাদের একটি বড় অংশ ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকাশ্যে এগিয়ে আসে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা আলোচনা করে, এবং এই মর্মে ১৯৬৭-এর শরৎকালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারপর থেকে সেন্ট্রাল লীগ অব ট্রেড ইউনিয়নস্ (সি এল টি ইউ) দ্বারা অনুমোদিত ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে নয় লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে পেঁাছেছে। চুক্তিটির ফলে কেন্দ্রীয় সি এল টি ইউ-এর নেতৃত্বে এবং শিল্প ইউনিয়নগুলিতে কমিউনিস্টদের অবস্থান উল্লেখযোগ্য রকম শক্তিশালী হয়। যদিও এখনও অনেক কিছুই চাওয়ার আছে, ইউনিয়ন কাজের ধরনগুলি অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়েছে।

কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় সাম্প্রতিকতম সি এল টি ইউ কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতে বলা হয়েছে যে "ট্রেড ইউনিয়নগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংগ", এবং তারা "এমন পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে না যেখানে শ্রমজীবী জনগণের অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরিচালকদের সিদ্ধান্তের উপর, যাদের সদস্যরা তাদের পদগুলি পেয়েছে উত্তরাধিকার, সম্পত্তির-অবস্থা, পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে।" কর্মসূচীতে আরো বলা হয়েছে যে "ট্রেড ইউনিয়নগুলির লক্ষ্য হোলো এক সমাজ তৈরি করা যা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত হবে, যে সমাজ উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রত্যেকের শ্রম ও প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদিত মূল্য বণ্টন করবে।"

সি এল টি ইউ কর্মসূচীতে নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি আমাদের পার্টির সাধারণ লাইনের, একচেটিয়া শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য একটি একচেটিয়া-বিরোধী ফ্রন্টের উদ্দেশ্য, এবং গণতন্ত্র প্রসারিত করার লক্ষ্য—এর সংগে সংগতিপূর্ণ। এটি আজ এক প্রাসংগিক সমস্যা কারণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সরকার একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে কাজ করছে। এর নীতি শ্রমজীবী জনগণের এবং জাতির সমস্ত অধিকারচ্যুত অংশের পক্ষে ক্ষতিকর। এর প্রধান ফল হোলো ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং ঊর্ধ্বগামী মূল্য, যা মজুরি, অবসরকালীন ভাতা ও অন্যান্য সামাজিক ভাতার নামমাত্র বৃদ্ধি দ্রুত নাকচ হয়ে যায়।

সি পি এফ দাবি করছে নীতির মূলগত পরিবর্তন, সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক নীতির। আর জনগণের ব্যাপকতর অংশ তা চায়। পরিবর্তন সাধনের একমাত্র পথ হোলো আমাদের পার্টির অধিকতর গণসমর্থন সহ জনগণের সহায়তা।

যুদ্ধের শেষে ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত একটি গণদলে পরিণত হয়। পার্লামেণ্টে ডি এ পি এফ দল এই সমস্ত বছরে সর্বাধিক সংখ্যাবিশিষ্টগুলির অন্যতম ছিল। এখন এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে এবং এতে আছে প্রধানত কমিউনিস্টরা : এর ৩৭ জন প্রতিনিধির ৩৩ জনই কমিউনিস্ট। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টি দৃঢ়মূল আছে। তার বিরোধীরা বার বার এই শিকড় ছিঁড়তে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কখনই সফল হয় নি। আর এখন সি পি এফ-এর প্রভাব আবার বাড়ছে।

যুদ্ধোত্তর ত্রিশ বছর ধরে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হোলো শান্তি নিশ্চিত করা, যার প্রধান উপাদান হোলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা। চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে আমাদের পার্টি ফিনল্যাণ্ড-ইউ এস এস আর সোসাইটি স্থাপন ও বৃদ্ধি, সি পি এফ ও সি পি এস ইউ-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন অধিকতর অগ্রগতি, ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার সংগঠন ও বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উন্নয়ন, এবং আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, এ সবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। স্পষ্টতই, ফিনিশ-সোভিয়েত সম্পর্ক আজ যা উন্নতি করেছে বলে আমরা দেখছি তা সি পি এফ-এর উদ্যোগ ও উদ্যম ছাড়া হোতো না। আমাদের জনগণের উচ্চতর জীবনধারণের মান এবং নিরাপত্তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে সম্পর্কের উন্নতি। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের যে লেনিনের নীতি, আমাদের ব্যবস্থা তার বৈধতা প্রমাণ করেছে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে একটি বড় ও একটি ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে সহাবস্থান থাকতে পারে। মোটকথা, "ফিনল্যাণ্ডীকরণ", যা পশ্চিম জার্মানিতে দক্ষিণপন্থীরা জুজু হিসেবে উদ্ভাবন করেছে, তা এক ইতিবাচক আধেয় অর্জন করেছে এবং ন্যায়নিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্টি প্রতিষ্ঠার দিন থেকে উন্নীত পার্টির শান্তি নীতি পরবর্তীকালে পাসিকিভি-কেকোনেন লাইন নামে পরিচিত হয়। আমাদের তা অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই, বরং আমরা কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত যে জনগণ আমাদের কালজয়ী নীতি গ্রহণ করেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি নীতি সরকারী রাষ্ট্র নীতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা আরো দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ, কারণ এই ফল অর্জন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত অধ্যবসায়পূর্ণ, কখনো কখনো প্রচণ্ড তিক্ত সংগ্রামের ফল।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ফিনল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই একমাত্র জিনিস নয় যার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি কাজ করেছে। যখন ঠাণ্ডা লড়াই উত্তপ্ত যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল এবং তৃতীয় বিশ্ব সংঘর্ষের বিভীষিকা সমাসন্ন হয়ে উঠছিল, সেই সময়ে পার্টি বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পঁচিশ বছর আগে কমিউনিস্টরা ছিল আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনের কেন্দ্র ও চূড়ান্ত শক্তি। অন্যান্য সব দল তাদের বিরুদ্ধে কাজ করত। অন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি মাত্র শান্তির জন্য সংগ্রামে যোগ দিয়ে-

ছিল। কমিউনিস্ট প্রচেষ্টার জন্যই জনগণ শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে আরম্ভ করে, এবং ফলে তার অনুগামীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের পার্টি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে আছে। ইয়োরোপীয় ও বিশ্ব পর্যায়ে কমিউনিস্টদের সমস্ত বড় সম্মেলন ও সভায় সে এক সক্রিয় অংশ নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান দুর্বল করতে, যুদ্ধের বিভীষিকা প্রতিহত করতে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, এবং বিশ্ব পরিস্থিতি উন্নত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশ, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এক চূড়ান্ত ও অপরিমেয় ভূমিকা পালন করেছে। ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার সমস্যা একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অটল আবেদনে মনোযোগ দিতে এবং মহাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইয়োরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অনেক বছর লেগেছে। বহু বছর ধরে এই আবেদনের প্রতি তারা পেছন ফিরে থেকেছে এবং সব প্রস্তাব বর্জন করেছে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও তারা শুনতে চাইতো না। এখন, আমরা জানি, মনোভাবের এক তীক্ষ্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের শান্তিপ্রিয় প্রস্তাবগুলি সি পি এফ নিয়তই সমর্থন করেছে। আমাদের পার্টির অপেক্ষাকৃত প্রবল প্রভাবের জন্য এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফিনিশ-সোভিয়েত সহযোগিতার জন্য, আমাদের সরকার ইয়োরোপে সহযোগিতা ও স্থায়ী শান্তির জন্য তার করণীয়টুকু করেছে। আর এসব কারণের জন্যই ফিনল্যান্ডই ইয়োরোপের প্রথম ধনতান্ত্রিক দেশ যে সমাজতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন নেতৃস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সরকারীভাবে জি ডি আর-কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ফিনল্যান্ডের অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিদের ভূমিকা ছোট করে দেখানোর কথা আমরা কখনো ভাবি না। কিন্তু একথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পক্ষে, একটি শান্তির নীতির পক্ষে সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি সব সময়েই এক নেতৃস্থানীয় শক্তি হয়ে থেকেছে। গণতান্ত্রিক স্বার্থ এখনও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। শান্তি ও বিশ্বে, অথবা আমাদের নিজেদের মহাদেশে, যথেষ্ট নিরাপদ নয়। ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। জাতীয়তাবাদ, জঙ্গীবাদ, কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতার চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় নি। আর প্রতিক্রিয়াশীল চরমপন্থীরা সর্বাধিক চেষ্টা করছে এই সব প্রবণতাগুলি অনুপ্রাণিত করতে। অতএব আমাদের কর্তব্য হোলো এইসব বিপজ্জনক ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

ঘটনার প্রভাব এবং কমিউনিস্ট মনোবল আমাদের সমকালীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি

লুই সানগেজ
নিকারাগুয়া সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক

নিকারাগুয়া সোশ্যালিস্ট পার্টি কমিউনিস্টদের একটি পার্টি। এই পার্টির দশম কংগ্রেসের নীতিগত প্রস্তাবে বলা হয় যে দায়িত্ব হচ্ছে "বিভিন্ন অধ্যায়ে ও নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে যে শ্রমিকশ্রেণী মহান বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমস্ত স্তরে জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে থাকে সেই শ্রেণীকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা। সুতরাং পার্টির নিরবচ্ছিন্ন কাজ হচ্ছে শ্রমজীবী জনতার শ্রেষ্ঠ পুত্র-কন্যা, বৈজ্ঞানিক আদর্শকামী বুদ্ধিজীবীদের এবং যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ী পতাকাতলে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক এরূপ সবাইকে পার্টিতে এনে সংগঠনকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করা।"

আমাদের সমসাময়িক কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ডবলু এম আর আলোচনায় আমাদের কমরেডগণ যে সমস্যা উপস্থিত করেন তা আমাদের পার্টির পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। জনগণের সঙ্গে সংযোগ এবং কাজের প্রশ্নটি নিকারাগুয়া সোশ্যালিস্ট পার্টির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ধৃত প্রস্তাবে বলা হয়েছে "বিপ্লব একটি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গ্রুপের জন্য নয়—জনগণের বিপুল অংশের জন্যই বিপ্লব।" এবং দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রভাব থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে আনা, তাদের নিশ্চেষ্ট অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক চেতনায় উৎসাহিত করা।

আশু লক্ষ্য ও দাবির জন্য গণসংগ্রামের সংগঠনকে মৌলিক সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলির আমূল বৈপ্লবিক সমাধানের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত করে এটা অর্জন করা যেতে পারে।

দেশের গণতন্ত্র-বিরোধী, স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক শাসন এই কাজের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক। পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা, কমিউনিস্টদের উপর সীমাহীন উৎপীড়ন, সন্ত্রাসের এক সাধারণ পরিবেশ শ্রমজীবী জনগণের সংগঠন ও সমাবেশের কাজকে কঠিন করে তোলে। পার্টির বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য বিরাট প্রচেষ্টা এবং কাজের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই বিচ্ছিন্নতা জিইয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য একনায়কতন্ত্র প্রাণপণে প্রয়াস চালিয়ে যায়। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এই জটিল, দুরূহ কাজের ফলাফল ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় এবং আমাদের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কর্মতৎপর একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রয়োজন হচ্ছে সাহস এবং সতর্কতা, পরিণামদর্শিতা ও উদ্ভাবন শক্তি, এবং কমিউনিস্ট ঐকান্তিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে বিপদ অতিক্রম করার মতো ক্ষমতা।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক কাজ হচ্ছে পার্টির প্রধান দায়িত্ব। আমাদের তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক শক্তি বহুলাংশে নির্ভর করে পার্টির সামাজিক গঠনের উপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই। নিকারাগুয়ার শিল্পভিত্তিক শ্রমিকশ্রেণীর এখনও প্রারম্ভিক পর্ব চলছে ঃ দেশে ৫০০ কারখানা আছে, কারখানার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের বৃহত্তম সংখ্যা প্রায় ৭০০ এবং তাদের মোট শ্রমশক্তি প্রায় ষোল হাজার। প্রধান উন্নয়নশীল শিল্প হচ্ছে খাদ্য এবং আধা-সম্পন্ন দ্রব্যসম্ভার—এ পদ্ধতিটি কেন্দ্রীয় আমেরিকান অর্থনৈতিক সংহতি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

শিল্প-শ্রমিকদের অধিকাংশই হল প্রাক্তন কারিগর নতুবা অধিকারচ্যুত কৃষক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঐতিহ্য ও পাতিবুর্জোয়া সুলভ মনোবৃত্তি প্রবল এবং তাদের কোনো সাংগঠনিক চরিত্র অথবা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নেই। এ ধরনের জনগণের মনোভাবকে নতুন ধাঁচে রূপায়ণ করা এবং তাদের শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সহজ নয় কিন্তু এর দায়িত্বভার জরুরী এবং এটা সম্পন্ন করতে পার্টি ও শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তাদের যথাসাধ্য কাজ করে যায়।

যদিও আইনত অনুমোদিত কিন্তু কার্যত স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন নেই। মালিক এবং রাষ্ট্র স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে হয়রানি করে এবং তারা উত্তর আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের অধীন পিতৃসুলভ সংগঠন ও পীত ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহিত করে। বেকারির বিপুল হারকে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর চাপ সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পার্টি শিল্প-শ্রমিকদের বিভিন্ন পথে সংগঠিত করতে

আমাদের বর্ধিত আন্তর্জাতিক আলোচনা দেখুন। ডবলু এম আর, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর, ১৯৭৪।

চেষ্টা করে। দুই পথে কাজ পরিচালিত হচ্ছে ঃ যেখানে সম্ভব, বৈধ ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে, আর যেখানে দমন-নীতি বিশেষভাবে কঠোর সেখানে গোপনে পার্টি গ্রুপ সংগঠনের মাধ্যমে। এই কৌশল যা কুফল প্রদান করছে তা নিকট অতীতের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ থেকে অনুসৃত হয়েছে যখন পার্টি সাংগঠনিক স্তরের নকশা-ভিত্তিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছে। ফলে, ভ্রূণ অবস্থাতেই সংগঠনকে ধ্বংস করা হয়; তারা নেতৃহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের সদস্যদের ভয় দেখানো হয়।

পার্টি হস্তশিল্পীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে, এই হস্তশিল্পীরাই শহরাঞ্চলে শ্রমশক্তির সংখ্যাধিক্য অংশ এবং তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐতিহ্যগত বুনিয়াদ। তাদের রয়েছে উচ্চপর্যায়ের সংগঠন এবং তারা অপেক্ষাকৃত কম দমন-পীড়নের শিকার হয়। তারা সংগ্রাম ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অধিকতর অভিজ্ঞ। নির্মাণকার্যে নিযুক্ত এবং নিম্ন-কাঠামো ভিত্তিক (প্রধানত পরিবহণ) শ্রমিকদের ট্রেড ইউ-নিয়নগুলির ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা বিদ্যমান। এবং বর্তমানে এগুলি হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলন ও পার্টির শক্ত ঘাঁটি। তথাপি উপরে যা উল্লেখিত হয়েছে, সে অনুসারে আমরা এখন কারখানা শ্রমিকদের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক চেতনা উন্নত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছি। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত উৎপাদন-ক্ষম শক্তিগুলির উন্নত ঝোঁকের সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

জনগণের অধিকাংশই কৃষিতে কাজ করে। এক লাখেরও বেশি মানুষ তুলা, কফি, এবং আখের বাগিচায় কাজে নিযুক্ত আছে। সেখানেও আমরা ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজ-নৈতিক সংগঠনের কাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। যা হোক, এখানে দমন-পীড়ন এবং মালিক ও সরকারের সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিষয়গত এবং প্রায়শই প্রধান অসুবিধাগুলি। বাগিচার কাজ হচ্ছে ঋতু অনুযায়ী কাজ, বছরে মাত্র দুই অথবা তিন মাস স্থায়ী থাকে, শ্রম-শক্তি যাযাবর ধরনের এবং এই অবস্থায় সংগঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপরন্তু, অধিকাংশ কৃষি-মজুরেরা তাদের ক্ষুদ্র পরিসর ভূসম্পত্তির সঙ্গে বাঁধা থাকে এবং তাদের সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নীচু। নিকারাগুয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এই শক্তিশালী অংশের মধ্যে পেঁাছানোর জন্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বিস্তারের উদ্দেশ্যে পার্টি দুইটি মূল বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করছে ঃ প্রথমত, বাগিচায় ঋতু অনুযায়ী কাজের সময় চাপরাসীদের সঙ্গে একত্রে থাকা ও কাজ করার জন্য দক্ষ প্রচারকদের পাঠানো, দ্বিতীয়ত, যে সকল ক্ষুদে মালিক পুঁজিবাদী ধরনের বাগিচার জন্য শ্রমিক সরবরাহ করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নেয়া। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে শ্রমিকদের অধিকাংশই যখন পড়তে ও লিখতে জানে না এবং রাজনীতিগতভাবে অজ্ঞ তখন তাদের মানের উপযোগী প্রচারের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা। আমরা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করি যে শ্রমিকগোষ্ঠীর এই অংশকে জয় করার কৃতিত্ব অবশ্য থাকবে বড় নয় এবং সে কাজ করা যেতে পারে এবং অবশ্যই করতে হবে।

শ্রমজীবী জনসংখ্যার অন্যান্য অংশের মধ্যে আমাদের কাজ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। সম্প্রতি, পার্টি কৃষক সংগঠনের সমস্যার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছে এবং অতীতের ভুল সত্ত্বেও আমাদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভও হয়েছে যদিও এ ভুল দুঃখজনকভাবে গুরুতর ক্ষতি সাধন করেছে। প্রধানত, কৃষক আন্দোলনে একটি পার্টির প্রয়োজনীয়তাকে আমরা খাটো করে দেখেছি। গ্রামাঞ্চলে যে সংগ্রাম ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং যখন কৃষক এবং কৃষিমজুরদের কনফেডারেশন গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবমুখিন সংগঠন হিসাবে গঠিত হয়েছিল তখন পর্যন্ত আমরা এ সংগ্রাম সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেই নি।

যদিও কৃষক আন্দোলনে ১৯৬৭ সালে ১৩০টিরও বেশি সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সক্রিয় ছিল তথাপি এই আন্দো-লনে শক্ত সাংগঠনিক ঘাটির অভাব হিংস্র দমনপীড়নের মুখে কৃষক আন্দোলনের দুর্বলতার এবং চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কারণ হয় এবং অনেক নেতার প্রাণ হানি ঘটে। সাধারণ-ভাবে এ পরিস্থিতি অপরিবর্তনীয়ই আছে। সম্প্রতি আমরা গ্রামাঞ্চলে পার্টি গঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছি সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমিতি পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়াস চালিয়েছি ; আমরা উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায় গড়ে তোলার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছি।

পার্টি এবং গ্রামের গরিবদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হচ্ছে প্রগ্রেসিভ এ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট এলায়েন্স যা প্রধান প্রধান শহরগুলির আবাসিক অঞ্চলে সক্রিয়। এগুলোর মধ্যে যে জনগণকে তাদের দাবি পূরণের জন্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও জমি এবং বাড়ির কর হ্রাসের জন্য সক্রিয় সংগ্রামে টেনে আনা হয়। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক সংগঠন গণসংগ্রামের পেছনে পড়ে আছে। পার্টি সদস্যদের মধ্যে সংস্কারবাদী ধ্যানধারণার ফলাফল এখনও বর্তমান রয়েছে। আমরা এখন এটা দূর করার জন্য কাজ চালিয়েছি যাতে দরিদ্র প্রতিবেশী অঞ্চলে পার্টিকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে পারি।

পার্টি কার্যক্রমের মধ্যে একটি ত্রুটি হচ্ছে শহরাঞ্চলের মধ্যবর্গ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে পার্টির দুর্বল সংযোগ। ১৯৬৭ সালের আগে সংস্কারবাদে প্রভাবিত পার্টি নেতৃত্বের এই অভিমত ছিল যে আমাদের শুধু ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কাজ করা উচিত এবং তারা মধ্যবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব অর্জনের এবং তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কিছু করেন নি। প্রধানত এ থেকেই বোঝা যায় কেন ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় বুদ্ধিজীবীরা অবশ্যম্ভাবীরূপে খ্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট অথবা উগ্র বাম-পন্থীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

গত কয়েক বছরের ব্যাপক কার্যকলাপ সত্ত্বেও কাজে অগ্রসর হওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজনৈতিক

প্রভাব বিস্তারের এবং নিরবচ্ছিন্ন সংকীর্ণতাবাদ জয় করার পূর্বশর্ত হিসাবে আমরা এখন ছাত্রদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ বৃদ্ধি করে চলেছি। এই সংকীর্ণতাবাদই তার সমস্ত বাকসর্বস্বতা নিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। ১৯৭১ সালে ছাত্র আন্দোলনে যে ঐতিহ্যগত উগ্র বামপন্থা (নয়া-নৈরাজ্যবাদী) এবং মাওবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের সঙ্গে কঠিন তত্ত্বগত সংগ্রামের মোকাবিলা করে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু যুব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা ছাত্রদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছি এবং আমরা এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শক্তি যেখানে গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ব্যাপক গণ কার্যকলাপের দ্বারা পার্টি এবং যুব শাখাগুলির সংগঠন সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

প্রগতিশীল যাজকসম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত কমিউনিটি সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত স্বাধীন খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যেও আমাদের পার্টি সক্রিয়। এই সংস্থাগুলি পুরোপুরি ধর্মীয় সংগঠন নয় ঃ তারা নাগরিক চেতনা বাড়িয়ে তোলে, কতিপয় সামাজিক দাবির জন্য সংগ্রাম করে, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা পৌর পরিবহণের ভাড়া এবং সাধারণভাবে জীবনধারণের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করেছে। আমরা কেবলমাত্র খ্রিষ্টিয়ান সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল এবং ইমপ্রুভমেণ্ট এলায়েন্সের মধ্যে ঐক্য গঠনের কাজকে উৎসাহিত করি না। পার্টির সক্রিয় কর্মীরা খ্রিষ্টিয়ানদের পাশাপাশি কাজ করে, তাদের সভা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এবং এইভাবে আমাদের প্রভাব ও রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এটা একটা নতুন কিন্তু আশাপ্রদ ক্ষেত্র এবং এর মধ্যে কাজের প্রসারতা বাড়ছে। গির্জা এবং ক্যাথলিক কর্মীদের মধ্যে প্রগতিশীল ঝোঁক শক্তিশালী করার জন্য মার্কসবাদী ও খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে যৌথ কাজের উপযোগী পরিবেশের আত্মপ্রকাশ ঘটছে—এই অগ্রগতি আমাদের দেশে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রসার লাভ করছে।

পার্টির দুর্বল দিকটি হচ্ছে শহরাঞ্চলের পাতিবুর্জোয়া-ব্যবসাদার, পরিবহণ মালিক, ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে কাজ। শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার এবং পেশাদারদের মধ্যে কাজ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই অংশগুলির সামাজিক মনোবৃত্তির জটিলতাই ত্রুটির একমাত্র কারণ নয়—অর্থ এবং লোকের স্বল্পতাও এর কারণ। সৃজনশীল তত্ত্বগত এবং মতাদর্শগত কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ত্রুটি রয়েছে। এ সকল বিষয়ের সাথে রয়েছে গোপন কাজ এবং ক্রমাগত পুলিসী নির্যাতনের পরিস্থিতি।

সামাজিক দাবিপূরণের সংগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিরাট গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মহিলাদের মধ্যে আমাদের কাজের গুরুতর ত্রুটি অতিক্রম করার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যাতীত কাজ করে যাচ্ছি। মহিলারা জনসংখ্যায় অর্ধেকের শুধু বেশিই নয় (নিকারাগুয়ায় মহিলা ও পুরুষের হার হচ্ছে ১০০ ঃ ৯৬) কিন্তু তারা ক্রমবর্ধমান গতিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শামিল হচ্ছে। মহিলাদিগকে জনপ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির মধ্যে নিয়ে আসা এবং বিশেষ করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠন বৃদ্ধি সম্পর্কে পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

যদিও আমাদের পার্টি বহুদিক দিয়ে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে চলছে তাই আমরা মনে করি যে **ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউতে** প্রকাশিত কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্বলিত তথ্যাদি এবং যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই তারা কাজ পরিচালনা করুক না কেন জনগণের মধ্যে এবং জনগণের সঙ্গে তাদের কার্যাবলীর কথা আমাদের কাজের পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণতা আনার জন্য, ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার এবং নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতা বিনিময়কে সাফল্য বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলি জানা এবং কী করা হচ্ছে শুধু তা নয় যা করা যায় নি এবং কেন করা গেল না তা জানাও প্রয়োজন। এটাই কেবল আমাদের সংগ্রামের হাতিয়ারের সাধারণ অস্ত্রাগারকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং তা জনগণকে স্বমতে আনার যে প্রধান সংগ্রাম তার সাফল্য সুনিশ্চিত করার কাজকে ফলপ্রসূ করতে পারে।

জনস্বার্থের রক্ষক

লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির ৫০তম বার্ষিকী

নিকোলাস চাউই
লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টি তার দ্বিতীয় অর্ধশতকে প্রবেশ করার সাথে সাথে, কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সাংগঠনিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। পার্টির উন্নয়ন, লেবাননের পরিবর্তিত অবস্থা, আরব দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের অঞ্চলের মুক্তি আন্দোলনে যে গভীর প্রক্রিয়াগুলি কাজ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্যাগুলিকে দেখতে হবে।

অতীত ও বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনে পার্টির ভূমিকার আরও সঠিক মূল্যায়নের জন্য বিগত ৫০ বছরের দিকে ফিরে তাকানো দরকার।

১৯২৪ সালের ২৪ অক্টোবর লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি চলছিল বহু বছরের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, এমন একটি দেশে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবের ১৫ বছর আগে। পার্টি কর্মীদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, কুটির শিল্পী, এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে পার্টি প্রথম থেকেই জাতীয় চরিত্র অর্জন করেছিল এবং জনসাধারণ ও প্রগতিশীল চক্রগুলির মধ্যে এর প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পার্টিকে অগণিত বাধা অতিক্রম করতে এবং প্রচণ্ড অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন, পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফারাদ-জাল্লাহ্ আল-হেলাউ।

এই ৫০ বছর ধরে পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরা এবং প্রকৃত স্বাধীনতা ও বলিষ্ঠ সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম করাকে এর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বারা পরিচালিত আমাদের পার্টি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিষয়ে সর্বদা খুব বেশি সতর্ক থেকেছে। সমগ্র আরব জাতির মুক্তির জন্য পার্টি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আরব ঐক্যে পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। লেবানন ও অন্যান্য আরব দেশগুলির প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পার্টি যথেষ্ট চেষ্টা করেছে।

আমাদের জনগণের জাতীয় স্বার্থকে সুসমঞ্জসভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সাথে সাথে এই বছরগুলিতে পার্টি, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি একনিষ্ঠ রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্য রেখে এই লক্ষ্যের জন্য সমস্ত সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এ আমাদের সময়ের, দুনিয়ার কমিউনিস্ট এবং সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলির নেতা মহান লেনিনের পার্টির সঙ্গে এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে শক্তিশালী করছে।

আমাদের পার্টি নিজ পার্টি সভ্যদের এবং লেবানন ও অন্যান্য আরব দেশগুলির দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যের দক্ষিণ এবং "বাম" সুবিধাবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত রকমের সোভিয়েত-বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশকে—যাকে এ চূড়ান্ত ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা বলে গণ্য করে—প্রতিহত করে থাকে।

আমাদের পার্টি ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকে নি। এক সময় ছিল যখন পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী পদ্ধতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির রজত জয়ন্তী বিবৃতিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটা পার্টিকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং এর আদর্শগত কাজে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। পার্টি বাস্তব ঘটনাবলীর বৈপ্লবিক বিকাশকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং লেবানন ও আরব দুনিয়ার সংগ্রামের প্রধান উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এর ফলে পার্টি সভ্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং পার্টির বিভিন্ন সংগঠনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়মগুলি লঙ্ঘিত হয়েছিল।

সাংগঠনিক ও আদর্শগতক্ষেত্রে একে অতিক্রম করার দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রথম পার্টি কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯৪৩—জানুয়ারি ১৯৪৪) থেকে পার্টির কাজকর্মের রিপোর্টে কেন্দ্রীয় কমিটি কতকগুলি অতীত নীতি এবং ভুলের নীতিগত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সমালোচনা ছিল।

দ্বিতীয় কংগ্রেস পার্টি কাজের লেনিনীয় নীতিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তৃতীয় কংগ্রেস (১৯৭২) পার্টির ভেতরের সুস্থ প্রবণতাগুলিকে সংহত করে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই দুটি কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কাজের একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে চিহ্নিত। হাজার হাজার কমিউনিস্ট নিজেদের পূর্ণাঙ্গ

সভ্যরূপে, পার্টির নির্মাতা এবং এর ইতিহাসের স্রষ্টা বলে মনে করছে। সাহসের সঙ্গে ভুলগুলি প্রকাশ করে ও সমালোচনা করে, এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করে এবং এগুলি সংশোধন করার উপায় বের করে পার্টি জনগণের আস্থা অর্জন করেছে, এর সভ্যসংখ্যা বাড়িয়েছে এবং এর রাজনৈতিক শ্লোগানের পক্ষে জনসমর্থন অর্জন করেছে।

জনসমর্থনের জন্যে ১৯৭০ সালে পার্টি আইনী মর্যাদা লাভ করে। শুধুমাত্র আমাদের কমিউনিস্টদের পক্ষে নয় বরং সামগ্রিকভাবে গণআন্দোলনের পক্ষে এ ছিল বিরাট বিষয় কারণ এটা লেবাননে গণতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছে। এই প্রথম আমাদের পক্ষে আইনীভাবে কংগ্রেস করা সম্ভব হল। এই কংগ্রেস পার্টিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী জনতা, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, যুব ও ছাত্রদের একত্রে জড়ো করতে সক্ষম একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

কি রকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছি ?

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে বিশ্ব-শক্তিসমূহের সম্পর্ক শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের অনুকূল এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। কেন্দ্রীয় কমিটি আরব প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিকদের, এই অবস্থার সবচেয়ে বেশি সুযোগ নিতে আহ্বান করেছে যাতে করে প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকে আরও চরিতার্থ করার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে কাজে লাগানো থেকে বিরত করা যায়।

বহু বিষয়ে রাজনৈতিক মত পার্থক্য রয়েছে কারণ আরব দুনিয়াকে ইতিহাস পরস্পরবিরোধী এই পছন্দগুলির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে ঃ—

—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে যাও অথবা সাম্রাজ্যবাদকে "পুনর্বাসন" দাও এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা কর ;

—সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রীকে শক্তিশালী কর অথবা এই মৈত্রীকে দুর্বল করে অপর সমস্ত মৈত্রী দ্বারা একে পাল্টে দাও ;

—প্রগতিশীল, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ···রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতার জয়গুলি এবং সমাজতান্ত্রিকমুখিনতাকে তুলে ধর···অথবা এই পরিবর্তনগুলি সংকুচিত কর এবং পরবর্তী পর্যায়ে একে পালটে দাও ;

—গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও গভীরতর কর অথবা একে সংকুচিত এবং দমন কর ;

—প্যালেস্টাইন বিপ্লবের গুরুত্ব অনুযায়ী এর মর্যাদা দাও অথবা একে পেছনে ঠেলে দিয়ে এর ভূমিকাকে ছোট করে দেখাও ;

—প্যালেস্টাইন বিপ্লবের বর্তমান প্রতিনিধিদের পূর্ণ এবং স্বাধীন অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়ে জেনেভা শান্তি সম্মেলন আবার আহ্বান কর অথবা মার্কিন ও ইজরাইলের সঙ্গে সম্মেলনের বাইরে একটা আপোষের পথ বের কর এবং আংশিক এবং পৃথক চুক্তির সম্মতি দাও।

এ ঘটনার মধ্যে কোনো ধাঁধা নেই যে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রমিকশ্রেণী থেকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার কাজে, সোভিয়েত-আরব বন্ধুত্ব রক্ষার কাজে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র রক্ষার কাজে, গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার বিষয়ে নিজেদের একই শিবিরে দেখতে পায় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে ইজরাইলের লাগাতর আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলীর সামাধান খুঁজে পায়।

এ ছাড়া আর একটি শিবির, আরব প্রতিক্রিয়াশীল ও আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীদের শিবির রয়েছে। এই জন্যই অক্টোবর যুদ্ধের সময় থেকেই এর ইতিবাচক ফল সত্ত্বেও এই আন্দোলনের ভেতরে গুরুতর এবং বিশেষ করে সম্প্রতিকালের মাসগুলিতে তীব্র সংঘর্ষ চলে আসছে। এটা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করে, আরব সংহতি, যা অক্টোবর যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাকে গুরুতরভাবে দুর্বল করে এবং ইজরাইলকে তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি (কতকটা আংশিকভাবে) দূর করতে সাহায্য করে।

ইজরাইলী শাসকরা একটা বড় রকমের নতুন সামরিক জুয়াখেলার প্রস্তুতিতে আরব দুনিয়ার ভেতরের বিরোধগুলি কাজে লাগাচ্ছে, এই আশায় যাতে তারা অক্টোবর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারে। দক্ষিণ লেবাননের প্যালেস্টাইন বাস্তুহারা শিবিরগুলিতে লাগাতর আক্রমণ, সিনাই এবং গোলানহাইটে সেনাবাহিনীর মহড়া এবং খোদ ইজরাইলে যুদ্ধের মানসিকতা চাগিয়ে তোলার মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। ইহুদী জাতীয়তাবাদী ইজরাইলী নেতৃত্বের হিস্টিরিয়ার প্রতিটি মূর্ছা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে মানসিক এবং তার চেয়ে বিপদজনক বৈষয়িক সাহায্য পায় যার ফলে এরা আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিয়ে যেতে থাকে।

যা হোক কোনো কোনো আরব চক্রের, গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদনের পরিকল্পনা ক্রমশ বেশি করে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়া-বিরোধী আরব শিবির এক শক্তিশালী শিবির। সমস্ত রকমের কুৎসামূলক অতিশয়োক্তি ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে আরব-সোভিয়েত মৈত্রীকে খাটো করার লাগাতর প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আরব জনতার কাছে ইজরাইলী অধিকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মিত্ররূপে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তির যে মরীচিকা তৈরি করা হয়েছিল তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

প্যালেস্টাইন বিপ্লব বদনাম দেওয়া এবং কোণঠাসা করার জন্য চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন আগের যে-কোনো সময়ের থেকে শক্তিশালী হয়েছে এবং আজ অধিকাংশ দেশের দ্বারা প্যালেস্টাইনের জনগণের একমাত্র আইনী প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের দ্বারা প্যালেস্টাইন সমস্যার আলোচনা প্যালেস্টাইনের জনগণকে বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অধিকারসমূহের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে সক্ষম করেছে। পি এল ও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে, বিশেষ করে চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাৎ-এর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সফরের পর থেকে, আরও ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছে।

শ্রমিকশ্রেণী আরব দেশগুলিতে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি বেশি প্রভাব ফেলছে। এই শ্রেণী রাজনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মাধ্যমে অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে মৈত্রীকে শক্তিশালী করছে এবং বৈপ্লবিক নীতিকে রক্ষা করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করা বা একে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এলাকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই লেবাননেরও বৈশিষ্ট্য। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। লেবানন একটা আরব দেশ। আরব দুনিয়ার সমস্যাগুলি আমাদেরও সমস্যা। লেবাননের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের স্বার্থ সমগ্র আরব আন্দোলনের স্বার্থের সঙ্গে এক। লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে "লেবাননের ইতিহাসকে এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা হবে একপেশে ও সীমাবদ্ধ দেখা এবং তাতে আমাদের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না। প্রাচীনকাল থেকে লেবাননের ইতিহাস, এলাকার ইতিহাসের একটি অংশ হয়ে আছে।"

বাকী আরব দুনিয়ার সঙ্গে লেবাননের অনস্বীকার্য অভেদত্ব-কে আমরা এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি যাতে করে যারা এই বাস্তব সত্যকে অবজ্ঞা করে, এমন কি অস্বীকার করে তাদের প্রতিহত করা যায়। প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদের কৃত্রিমভাবে ফোলানো ফাঁপানো "লেবানন সমস্যা" আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এর পরিচয় অর্থাৎ এ পশ্চিমী দুনিয়া না আরব দুনিয়ায় রয়েছে তা একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীগত লক্ষ্য সাধন করে থাকে। এরা লেবাননকে নিখিল আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে এবং এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অর্জিত-সুযোগগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। তাদের মতে এই দেশটির জাতীয় স্বার্থ আরব দুনিয়া থেকে বেশি করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আপাত যুক্তিপূর্ণ নীতির প্রবক্তাদের অনেকে বুঝতে শুরু করেছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া এই যুক্তিকে লেবাননের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

এক সময় কিছু কিছু রাজনৈতিক লেবাননের অবস্থানের অস্পষ্টতাকে হয় খৃষ্টান না হয় মুসলমান জগতের সঙ্গে এক করে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক আন্দোলনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি আরও তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় উপাদানের প্রভাব কমে গেছে। মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি জোরদার হয়েছে এবং তাদের মধ্যেকার ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙগতে শুরু করেছে।

জল সম্পদসহ আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে অধিকার করার ইজরাইলের আগ্রাসনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গে লেবাননের বন্ধন শক্তিশালী হচ্ছে। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম নিখিল আরব মুক্তি সংগ্রামের অংশে পরিণত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনী বাস্তুহারাকে লেবাননের ভূখণ্ডে অবস্থিত শিবিরগুলিতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠনের হেডকোয়ার্টার রয়েছে আমাদেরই দেশে। আমাদের সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র প্যালেস্টানিয়ান ইউনিটের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে আমাদের জনগণকে প্যালেস্টানিয়ানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করার প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আরব জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র-ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি প্রাধান্য লাভ করছে।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে আরব বাহিনীর সাফল্যের ফলে এই অনুভূতিগুলি একটা নতুন প্রেরণা পেয়েছে। অপরপক্ষে প্রতিক্রিয়া ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। আরবের বিজয়ে ও ইজরাইলের পরাজয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে বলীয়ান করে সুদূরপ্রসারী পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে ভেবে তারা ভয় পেয়েছিল।

প্রতিক্রিয়াশীলরা খুব বেশি ভুল করে নি। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের সংগ্রাম বাস্তবিকই লেবাননের রাজনৈতিক দৃশ্যপট-এ ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রয়োগ করছে। শ্রেণী সম্পর্কিত বিচার্য বিষয়গুলি লেবাননের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বা অপর যে-কোনো পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতি বিতর্ককে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও ছাত্রদের বহু সংগ্রাম এ প্রমাণ করছে।

লেবাননের শাসকশ্রেণীর ভেতর দুটি স্পষ্ট ঝোঁক রয়েছে। একটি হল প্রতিক্রিয়াশীল এবং এর যোগাযোগ রয়েছে বহুজাতিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এর প্রবক্তারা সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। এদের কোনো কিছুতে এমন কি সোজাসুজি বলপ্রয়োগেও আপত্তি নেই। তাদের নীতির পরিণতিতে যে গৃহযুদ্ধ হতে পারে সে ব্যাপারেও তারা বিচলিত নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রে এদের জোর প্রভাব রয়েছে, আমাদের পার্লামেন্টের ভাবমূর্তিকে মলিন করার জন্য তারা যা খুশি তা-ই করছে এবং বর্তমানে যা কিছু —নামমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যতটুকু আছে তাকে হেয় করতে শুরু করেছে। তাদের হাত শক্তিশালী করার জন্য তারা বিদেশীদের সমর্থিত কড়া শাসনের দিকে ঝুঁকছে।

তাদের নেতারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং প্যালেস্টাইন প্রতিরোধকে ধ্বংস করতে চায়। তারা অর্থনৈতিক সঙ্কটের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকে।

অপর ঝোঁকটির নাম দেওয়া চলে উদারপন্থী। কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে এবং এমন কি লেবাননের রাজনীতিতে আরও গণতন্ত্রীকরণের বিনিময়ে এরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চায়। এরা দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহজাত দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থাকে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকে সারিয়ে তুলতে চায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিস্ফোরণের ভয়ে ভীত এর নেতারা অর্থনৈতিক সংকটের আরও অবনতিকে এড়িয়ে যেতে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্বের রাজকে বাধা দিতে চায়। ভ্রাতৃত্বমূলক আরব দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এরা পক্ষপাতী যদিও এদের কাছে এগুলি হল প্রধানত পুঁজি বিনিয়োগের এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের একটা ক্ষেত্র বিশেষ। উদারপন্থী ঝোঁক প্যালেস্টাইনীয়দের অস্তিত্বের বিষয়ে বাস্তববাদী।

বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁক বেশি প্রভাবশালী। এ এক বিরাট বিপদ সৃষ্টি করছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি সেই ধরনের কাজ করতে চায় যে কাজগুলির অনুরূপ কাজ সাইপ্রাসকে দুঃখজনক পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে, গৃহযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, দক্ষিণের সবটা অথবা অংশ বিশেষের ইজরাইলের অন্তর্ভুক্তি এবং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ। এটা হবে রাষ্ট্র হিসাবে লেবাননের বিলুপ্তি। প্যালেস্টাইনের অস্তিত্বের ব্যাপারে এই ধরনের ঘটনাবলী সমগ্র এলাকায় এক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবে যার পরিণতি মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যাবে।

প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহ যাদের মর্যাদা ও প্রভাব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটা বিরাট উপাদান তাদের দায়িত্ব হল সবচেয়ে বেশি। এদের বাদ দিয়ে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সমাধান করা বাস্তবিকই অসম্ভব। বড় বড় রাজনীতিবিদরা যারা এক সময় গোপন জটলা পাকিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেছে এখন তারা এই শক্তিগুলির অস্তিত্ব, বর্ধমান প্রভাব ও তাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। এর একটা উদাহরণ হল এদের দ্বারা প্যালেস্টাইনীয় ইউনিটগুলির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া।

দেশের সমস্ত অংশে এবং সমস্ত ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা বেশ জোরদার। এ দেশপ্রেমিক-আন্দোলনের নেতা এবং প্রায় সব বসতি এবং গ্রামে এর প্রাথমিক সংগঠন রয়েছে।

একথা ঠিক যে এখনও পার্টির কাজকর্মে দোষত্রুটি রয়েছে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা এই সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কাজের কী কায়দা নিলে তৃতীয় কংগ্রেসের স্থিরীকৃত লক্ষ্য, সত্যিকারের গণ-পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব হবে তা ঠিক করেছে। এই সভা আরও বেশি করে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়তে জনগণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে এবং ব্যাপকভাবে সভ্য সংগ্রহ করার কাজে জোর দিতে বলেছে। এই সভা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এল সি পি (লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টি)-র কাজ পুনরুজ্জীবিত করার প্রধান গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছে এবং কমিউনিস্টদের আহ্বান জানিয়েছে পার্টির সমস্ত রকমের আইনী সুযোগ এজন্য ব্যবহার করতে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা এখন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করার কাজে ব্যাপৃত আছি এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনী আইন, রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে প্রচারাভিযান সংগঠিত করছি। অর্থনৈতিক মোড়লতন্ত্রের ক্ষমতা অপব্যবহার ও একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণে ক্রমশ জীবনধারণের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা আক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। খামখেয়ালি ছাঁটাইকে নিষিদ্ধ করে জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য এবং কৃষি মজুর ও কৃষকদের অধিকারগুলি স্বীকার করে আইন প্রণয়নের জন্য আমরা দাবি করছি।

আগের মতোই এল সি পি প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষের প্ররোচনার দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের চেষ্টা প্রতিহত করবে এবং লেবাননের দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্গে প্যালেস্টাইনীয়দের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তুলবে।

আমাদের সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করা, জাতীয় প্রতিরক্ষাকে সুরক্ষিত করা, ইজরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দক্ষিণকে রক্ষা করা এবং প্যালেস্টাইনীয়দের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পার্টি লেবানন ও সমস্ত আরব জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সুসমঞ্জস এক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ, মার্কিন ও ইজরাইলী চাপ ও সৌদিরাজের সুচতুর গতিবিধিকে প্রতিরোধ করার নীতির প্রবক্তা। পার্টি প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলি ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে।

এল সি পি দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে (বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রেসিভ পার্টির সঙ্গে), আরব দেশগুলির সমস্ত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও ঐক্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র-ইহুদীবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।

লেবাননের কমিউনিস্টরা আমাদের পার্টির পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের অর্পিত দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবার জন্য ও এই উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য ধৈর্যসহকারে এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিপ্লবী কার্যক্রমের মহাসম্মেলন

মিওড্রাগ বোগিসেভিক
যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের কমিউনিস্ট, শ্রমজীবী মানুষ, জনগণ ও জাতিগুলি ১৯৭৪-এর ২৭—৩০ মে মাসে অনুষ্ঠিত এল ওয়াই সি-র ১০ম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি এখন কার্যকর করতে আত্মনিয়োগ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়ার অগ্রগতি ও বিশ্বে তার সক্রিয় নীতির ক্ষেত্রে এই কংগ্রেস ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এল সি ওয়াই-এর সভাপতি যোসেফ ব্রোজ টিটো আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আত্ম-ব্যবস্থাপনার আরও অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম এবং যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট লীগের ভূমিকা শীর্ষক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে এল সি ওয়াই-এর আগেকার সম্মেলনের পরবর্তী সময়ের মূল্যায়ন ও আগামী দিনের পথনির্দেশ করা হয়েছে। রিপোর্টে নিচের প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে : বিশ্বে এবং যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন ; যুগোশ্লাভিয়ার বৈষয়িক ও সামাজিক অগ্রগতি ; সমাজতান্ত্রিক আত্মব্যবস্থাপনার নীতিগুলির উপর সামাজিক-আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার আরো নির্মাণকার্য, সমাজতান্ত্রিক আত্ম-ব্যবস্থাপনার অধিকতর বিকাশে কমিউনিস্ট লীগের নেতৃত্বের ভূমিকা।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে যুগোশ্লাভিয়া মৌলিক সামাজিক ও বৈষয়িক পরিবর্তনের এক ঐতিহাসিক কালপর্ব সমাপ্ত করেছে। এই কালপর্বে অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশ থেকে যার মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১০০ ডলারের মতো, মধ্যস্তর পর্যন্ত শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির অন্যতম রাষ্ট্রে সে পরিণত হয়েছে ; এই মধ্যমানের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মাথাপিছু জাতীয় আয় হল ৮০০ ডলারের মতো। গত বছরে গ্রামীণ জনসংখ্যার হার শতকরা ৮০ থেকে ৩০-এ নেমে এসেছে।

এই দুটি তুলনা হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট লীগের বৈপ্লবিক নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার বিকাশ ও রূপান্তরের গতিশীলতার সর্বোত্তম উদাহরণ। কিন্তু এই রকম দ্রুত ও গতিশীল পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক ও নৈতিক সমস্যার জন্ম দেয় সমাজ ও উৎপাদিকা শক্তি যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই স্তর ও তাদের বিকাশের গতিশীলতা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে। এইজন্যই দি লীগ অব কমিউনিস্টস সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সুদৃঢ় অভিযান শুরু করেছে।

১০ম সম্মেলনে এই বিষয়েও জোর দেওয়া হয় যে, লীগ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরামহীন রাজনীতিক প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত সমাজতন্ত্রবিরোধী ; আত্ম-ব্যবস্থাপনার বিরোধী শক্তি পরাজিত হয়েছে। যোশেফ ব্রোজ টিটো উল্লেখ করলেন—গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত দৃঢ় রাজনীতিক সংগ্রামে বিরোধী উপদলীয় শক্তিগুলিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিভ্রান্ত করার ও লীগের অগ্রণী ভূমিকাকে ধ্বংস করার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করল। তিনি এটার উপরেও জোর দিলেন যে, অর্জিত ফল খুবই সন্তোষজনক।

১০ম সম্মেলন বিপ্লবী কার্যক্রমের জন্য আমাদের পার্টির অধিকতর সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্তব্যের নির্দেশ দেয়। এইসব কর্তব্যের লক্ষ্য হল এল সি ওয়াইকে মতাদর্শগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে এবং তার কর্মীদের বিষয়ে শক্তিশালী করা।

এ সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য ছিল যে লীগ সমাজতান্ত্রিক আত্মব্যবস্থাপনার বিকাশকে পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ অধ্যবসায়ের সাথে চালিয়ে যাবে। শ্রমিকশ্রেণী ও লীগের ঐক্যের গুরুত্বের উপরে সম্মেলন জোর দিয়েছিল। এই ঐক্য লীগের সামাজিক গঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকাশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী এবং এর বিপ্লবীয়ানার মূল নিহিত রয়েছে এর সামাজিক আধেয়র মধ্যে। সমাজে এবং লীগের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর প্রভাব আমলাতান্ত্রিক ও যন্ত্রবিদতান্ত্রিক মনোবৃত্তির সর্বোত্তম প্রতিষেধক।

সম্মেলন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও কর্মের সাফল্যের ভিত্তিতে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত রাজ্যের ও স্বয়ং-শাসিত অঞ্চলের সম্পূর্ণ সাম্যের পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক, আত্ম-ব্যবস্থাপনাধীন যুগোশ্লাভিয়ার ঐক্য ও আমাদের বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সমস্ত জনগণ ও জাতি-সমূহের ঐক্যকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ সম্মেলন অবদান রেখেছে। সবচেয়ে ব্যাপক ও মর্যাদাসম্পন্ন এই সম্মেলনে লীগ বিপ্লবী সাফল্যগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লীগের মধ্যে এবং সমগ্রভাবে সমাজে কর্মী-সংগঠকদের মধ্যে ঐক্য শক্তিশালী করা এবং সংগঠন ও কার্যকরতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আত্মব্যবস্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত যুগো-

শ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে।

লীগ তার দশম সম্মেলনে এসেছে আগের থেকে বেশি ঐক্য ও শক্তি নিয়ে। লীগের ঐক্য ও নীতি নির্ধারণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সমাজে বর্তমান বিভিন্ন বাস্তব স্বার্থগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একত্রিত করে ও যুক্ত রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে একে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

সম্মেলনে এটা বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে যে এ সব কিছুই অর্জিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। আত্ম-ব্যবস্থাপনা জনজীবনের সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে ব্যাপকভাবে ও ভীষণ পরিমাণে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং শ্রমিকদের উদ্যোগ ও সৃজনশীলতা বাড়াবার ক্ষেত্রে একটি উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লীগের আশু কর্তব্য স্থির করে সম্মেলনে দুটি সাধারণ ও ১৮টি কার্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে—লীগকে মতাদর্শগত, সাংগঠনিক ও কর্মী-সংগঠক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করার দায়িত্ব এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান, শ্রম ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে এর কর্তব্য।

সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের নীতি(১) প্রবর্তনের মানে হল-সমাজতান্ত্রিক সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারী পরিবর্তন। এই জন্যই নতুন ফেডারেল সংবিধানের(২)—পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য অভিযান লীগ ও অন্যান্য সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রাথমিক কর্তব্য বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন সংবিধান ও এল সি ওয়াই-এর ১০ম সম্মেলন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য, জনজীবন ও সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে তার নির্দ্ধারক ভূমিকার জন্য, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ ও জাতিসমূহের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আরও অগ্রগতি ও সংহতির জন্য, সংগ্রামের ক্ষেত্রে গুণগতভাবে নতুন একটি ফ্রন্ট খুলে দিয়েছে। প্রতিটি কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবী মানুষের উপর এটা অবশ্য করণীয় যে, সংবিধানকে এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রাথমিক সেল হিসাবে শ্রম-সমবায় শাখাগুলিকে এবং আত্ম-ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে সামাজিক সংহতির মুখ্য উপাদানকে ও উৎপাদন সম্পর্কের আত্ম-ব্যবস্থাপনাকে প্রসারিত করার বাস্তব উপাদান হিসাবে আরও এগিয়ে নিতে হবে।

সম্মেলনে এটার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় সংখ্যালঘুরা, যে দেশে তাঁরা জাতিগতভাবে বাস করেন এবং যেখানে তাঁদের মাতৃভূমি সেই দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সেতুবন্ধের কাজ করবে। লীগ সর্বদাই প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং তার অস্তিত্বের সর্বব্যাপক উন্নয়নের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র নীতি ও শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য পার্টি এবং প্রগতিশীল ও বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে লীগের সহযোগিতা সম্পর্কে কংগ্রেসে উপস্থাপিত তার রিপোর্টে টিটো বলেন : "সক্রিয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া, সমস্ত দেশ, বিশেষভাবে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক, দেশগুলির শান্তি, সমতা ও সামগ্রিক বিশ্ব প্রগতির জন্য সংগ্রামরত সমস্ত শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে। এই সব নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যে সত্যনিষ্ঠ থেকে দি লীগ অব কমিউনিস্টস্ কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি এবং অন্য সমস্ত প্রগতিশীল ও মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতার উন্নতি করবে।"

এল সি ওয়াই-এর দশম সম্মেলনে ৭০টি দেশের ৯৫টি পার্টি ও আন্দোলনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা, শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণ সন্তোষের সঙ্গে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাঁদের সংগ্রাম ও সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সম-সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টার প্রতিফলন হিসাবে এ ঘটনাকে দেখেছেন। সমাজতান্ত্রিক আত্মব্যবস্থাপনাধীন, নিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়ার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও নীতিসমূহের স্বীকৃতি হিসাবেও এই ঘটনাকে গণ্য করা হয়।

দশম সম্মেলন শান্তি, সম-আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লীগের কর্তব্য ও নির্ধারক নীতি অনুমোদন করে। এই প্রসঙ্গে যোশেফ ব্রোজ টিটো—আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া ও জোট নিরপেক্ষ নীতির ভূমিকার গভীর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন। জোট নিরপেক্ষ সম্পর্কে তার বক্তব্যের অংশ হল : সাম্রাজ্যবাদ ও বৈদেশিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে, স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্ত উন্নয়নের জন্য জনগণ ও দেশগুলির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জোট নিরপেক্ষ নীতি জন্ম নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে। কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবী মানুষ, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ ও জাতিসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দিয়ে দশম সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে যোশেফ ব্রোজ টিটোকে লীগের আজীবন সভাপতি নির্বাচিত করেছে।

---

১ "১০ম এল সি ওয়াই সম্মেলনের 'অবস্থা ও সিদ্ধান্তের মঞ্চ' ("**সোশ্যালিস্ট** থট এন্ড প্রাকটিস," ৪১নং, ১৯৭৩) সংযুক্ত 'অভিব্যক্তি ও ধারণার অর্থ'" অনুসারে, প্রতিনিধিত্বের নীতির অর্থ হল—পেশাদার রাজনীতিক প্রতিনিধি না হয়েও প্রতিনিধিদের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে বক্তব্য উত্থাপন করা তাঁদের কাজ।

২ ১৯৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সোশ্যালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোশ্লাভিয়ার নতুন সংবিধান চালু হয়।

আমাদের যোগাযোগকারীদের যা বলা হয়েছে

পার্টির কাজে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা

স্টোইয়ান মিখাইলভ
বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার বিভাগের প্রধান,
বুলগেরীয় অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সের সমাজতাত্ত্বিক ইন্স্টিটিউটের
ডাইরেক্টর

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত লাইন অনুযায়ী বুলগেরিয়াতে ব্যাপক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়, যখন আমাদের পার্টি বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে পরিচালনা ও প্রশাসনকে উন্নত করার জন্য তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সমাজে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার সঙ্গে এই দুই কাজের জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন।

মূর্ত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পার্টি ও সরকারকে জনজীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সামগ্রিক তথ্যাদি পরিবেশন করে, যা কেবল দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করে না, পরন্তু যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজবিজ্ঞানেও অবদান রাখে।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে পলিটব্যুরো নিয়মিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে একটি সমাজতাত্ত্বিক গ্রুপ গঠিত হয়, পরবর্তীকালে গঠিত নতুন সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ সংস্থার যেটা কেন্দ্র, অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র খোলে, সকল আঞ্চলিক পার্টি কমিটিতে সমাজবিজ্ঞানীরা কর্মী হিসেবে যোগ দেন এবং পরে সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হয়। শাসন বিভাগের অনেকগুলি বিভাগে অনুরূপ কেন্দ্র, গোষ্ঠী ও উপকেন্দ্র আছে। সমাজবিজ্ঞানীদের ট্রেনিং-এর জন্য বিশেষ কোর্স এবং কিছু কলেজ চালু হয় এবং সমাজতত্ত্বের ওপর একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে একটি প্লেনারী সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সামাজিক প্রশাসনব্যবস্থার উন্নয়নের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঐতিহাসিক দশম কংগ্রেসে গৃহীত উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মসূচী সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হাজির করে। প্রত্যেক বছর ১৫০ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় গ্রহণ করা হয় এবং এটা আমাদের কাজের নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্টি কমিটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাগুলিকে প্রাধান্য দেয়। কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামগুলো, জেলা পার্টি কমিটিগুলো সামাজিক সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করায়, সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করায় এবং তার যাথার্থ্য প্রতিপাদনে সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা করে। উদাহরণস্বরূপ, জনতার মধ্যে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নাস্তিকতা সম্পর্কে প্রচারকাজকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্টারা জাগোরা জেলায় পাঁচ দিনের কাজের সপ্তাহ চালু করার জন্য উদ্যোগগুলির একটি তীক্ষ্ণ গবেষণার পর, পার্টি কর্মী ও অর্থনৈতিক এক্সিকিউটিভদের একটি তাত্ত্বিক সম্মেলন শ্রম সমবায়গুলির অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে। অন্যতম একটি ফল হল এই যে স্থানীয় সরকারী বাড়িগুলো কিছুসংখ্যক অফিসে ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজের তালিকা উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পার্টির প্রচারের কার্যকারিতা আমরা লক্ষ্য করি এবং এটা পার্টি কমিটিগুলোকে আলোচনা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু উন্নত করতে এবং প্রচারকদের বাছাই করতে সাহায্য করে এবং আরও উন্নত ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষায় নিযুক্ত করতে সাহায্য করে। সমাজের কতকগুলি নেতিবাচক দিক সম্পর্কে গবেষণা তার কারণগুলো খুঁজে বের করতে এবং সেগুলোকে আরও মূর্তভাবে নিষ্পত্তি করতে সম্ভব করেছে। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা জনতার চিন্তায় এবং তাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনকে ধরতে আমাদের সাহায্য করে। তারা সমাজের কাঠামোর গতিশীলতা, নতুন ব্যক্তিত্বের গঠন, এর সার্বিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রকাশ করে।

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে পার্টির একটি নতুন অবদান হচ্ছে, গবেষক ও সরকারী প্রকাশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহজে প্রবেশযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য একটি জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকৃতই প্রয়োজনীয় হতে পারে কেবল যদি এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতির ভিত্তিতে হয় এবং পার্টি নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়।

প্রস্তাব ও বিবৃতি

পর্তুগাল

সংগঠিত ও সংগঠন করার শক্তি

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলভারো কুনহাল ডিয়ারিও ডি লিসবোয়াকে বলেন, যে সময়ে এটা ফ্যাশিবাদী নিপীড়নের মূল লক্ষ্য ছিল, সেই ৪৮ বৎসর আত্মগোপন করে থাকার পর পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি আজ দৃঢ় এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে।

তিনি বলেন, পর্তুগালের জনগণ কমিউনিস্টদের মধ্যে তাঁদের প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষকদের খুঁজে পেয়েছেন। শ্রমজীবী জনগণ জানেন যে কমিউনিস্টরা ফাঁকা কথা বলেন না এবং তাঁদের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা। তাঁরা তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, আজকের মতো সর্বদাই, কমিউনিস্টরা দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আলভারো কুনহাল জোরের সঙ্গে বলেছেন, স্বাধীনতাকে সংহত ও গণতন্ত্র এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধিতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এটা উপলব্ধি করে পর্তুগীজ জনতার এক বৃহৎ অংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্বাস করে। তাঁরা জানেন যে, সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্টরা এতে না থাকলে এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে।

কুনহাল বলেছেন, প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অনুপ্রাণিত কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ দিয়েই শুরু হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া-বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণগুলি পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারটা মারাত্মক আকার নিয়েছিল।

ভবিষ্যৎ নির্বাচন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুনহাল পর্তুগালের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন, যা একটি শক্তিশালী গণভিত্তিক ফ্যাশিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে, শুধু নির্বাচনের সময়েই নয়, এমন কি তার পরেও গণতান্ত্রিক ঐক্য রক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়। পি সি পি মনে করে যে, গণপরিষদ কর্তৃক যতক্ষণ না সংবিধান গৃহীত হচ্ছে, ততক্ষণ কোয়ালিশন সরকার এবং ভবিষ্যতে সেই কোয়ালিশনকে রক্ষা করাই হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

এর পর কুনহাল পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন, পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের তারিখ এখনও ঠিক হয় নি ; এই কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচী সংশোধন করতে হবে। ফ্যাশিবাদী একনায়কতন্ত্রের উৎখাত, সাময়িক সরকারের গঠন ও গণপরিষদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতির অংশটি পুরোপুরি কার্যে পরিণত হয়েছে। এই অংশের মূল ব্যাপারটা কার্যে পরিণত করতে এখনও অনেক এক-চেটিয়া-বিরোধী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পর্তুগালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব এটা আলভারো কুনহাল মনে করেন কি না এই প্রশ্নের ভেতর দিয়েই সাক্ষাৎকারটি শেষ হয়। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলো সংস্কার করা যেতে পারে এবং করা উচিত। কিন্তু পর্তুগীজ সমাজের মূল বিষয়—পুঁজিবাদী শোষণের অবসান—একমাত্র সমাজতন্ত্রেই তা সম্ভব।

কোস্টারিকা

নীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ

কোস্টারিকার পিপল্‌স ভ্যানগার্ড পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অষ্টম বর্ধিত প্লেনাম (১৯৭৪ সালের এপ্রিল-মে) নির্বাচনী প্রচারের সময়ে ভুল-ভ্রান্তিগুলোর আত্মসমালোচনামূলক ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্লেনাম এটাকে নির্দিষ্ট করে বলা প্রয়োজন বলে মনে করে যে, নির্বাচনে পার্টির নীতি ছিল সংকীর্ণ। ত্রুটিগুলো গুরুতর হয় এই ঘটনায় যে প্রচারের সময়ে "জনগণের ক্ষমতার জন্য"—এই সঠিক অথচ নিকট পরিপ্রেক্ষিত না দেখিয়ে, এই ধরনের দীর্ঘকালীন স্লোগানগুলো এখনই জনগণের ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ের অর্থে পরিবর্তিত হয়। যারা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখল না, সেই সব প্রগতিশীল অংশকে জয় করতে সাহায্য করতে পারত এমন স্লোগান বাদ দিয়ে পার্টি উপরোক্ত আবেদনের ওপরই জোর দিয়েছিল।

প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্টির কর্মসূচীতে এই চৌহদ্দির মধ্যে ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে যে রূপরেখা আছে তা বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে পার্টির আত্মসমালোচনা যেন পর্যবসিত না হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে সংকীর্ণতা দোষ থেকে মুক্ত হওয়া, যা বিষয়গত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং হঠকারিতার জন্ম দেয়। সঠিক সময়ে নতুন ধরনের সরকার গঠনের সংগ্রামে জনগণকে সঠিক সময়ে পরিচালিত করার জন্য ভবিষ্যতে কোনো মতাদর্শগত বা কোনো রাজনৈতিক কাজ করা হবে না, এই ধরনের মারাত্মক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনে অন্যতম নেতিবাচক ঘটনা এই যে, চিলিতে ফ্যাশিবাদী ক্যু ও মারাত্মক দমনপীড়নের ঢেউ কোস্টারিকার জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ এনে দিয়েছে। নির্বাচনে পার্টির বিজয়ের সময়ে বাইরের সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় ভোটাররা ভীত। এর অন্যান্য কারণ হল পার্টির বিরুদ্ধে উচ্চ ক্যাথলিক চক্রের কুৎসা প্রচার এবং বামপন্থী শক্তিগুলোর মধ্যে ভাঙন। এই ভাঙন পার্টির দুর্বলতার ভাব সৃষ্টি করেছে এবং তার তাড়াতাড়ি বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ঝোঁক (বিশেষ করে বামপন্থীদের ওপর) এবং গণ-আন্দোলন সম্পর্কে সযত্নে অনুধাবন করতে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করার কর্তব্য প্লেনাম রেখেছে যাতে করে পরবর্তী কয়েক বছরে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, যা জনগণের লড়াইয়ে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক উপাদান হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্র ও জার্নাল খুঁজে

নেপ্‌সাবাদ্‌সাগ্‌, হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির দৈনিক সংবাদপত্র

পার্টি সভ্যপদের জন্য কঠোরতর শর্তাদি

এইচ এস ডব্লু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসের প্লেনাম সভ্যপদের জন্য আবেদনকারী জনগণের ওপর আরও কঠোর শর্তাদি আরোপ করতে পার্টি সংগঠনগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। প্লেনামের সিদ্ধান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে যে, পার্টির কর্মীবাহিনীকে শক্তিশালী করা হবে প্রথমত আরও বেশি শ্রমিক, যৌথ খামারি, প্রযুক্তিবিদ্‌ ও যুবকদের সংগ্রহ করে। এ ছাড়া নতুন সভ্যদের আদর্শগত ভিত্তি পাকা হবে এবং প্রয়োজনীয় নৈতিকগুণ থাকবে।

সেই সিদ্ধান্তের পর এটাকে যথাযথ কার্যকর করার উপায় সম্পর্কে পার্টি সংগঠনে আলোচনার বহু রিপোর্ট হাঙ্গেরির সংবাদপত্রগুলি ছেপেছে। নেপ্‌সাবাদ্‌সাগের ১৫ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় লেখা হয়েছে যে, বুডাপেস্টের পার্টি সংগঠনগুলো এই সমস্যার প্রতি গুরুতর মনোযোগ দিয়েছে। সম্ভাবনাপূর্ণ সভ্যদের রাজনৈতিক শিক্ষাকে উন্নত করা হয়েছে, বিশেষ করে শ্রমিকদের মধ্যে, যাঁরা হলেন এই বছরের প্রথম ছয় মাসে নতুন সভ্যদের শতকরা ৮১.৫ ভাগ।

একই সময়ে সামান্য কিছু প্রযুক্তিবিদ, মহিলা ও যুবক পার্টিতে যোগ দেন। পত্রিকাতে বলা হয় যে, এর কারণ পার্টির কাজের পদ্ধতি ও মান আজকের দিনের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এতে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কিছু পার্টি সংগঠনের দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের ভুল ব্যাখ্যার ফলে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে পার্টির সভ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হয় নি। পার্টির গঠনটা পরিসংখ্যানের বিষয় নয়, নীতির প্রশ্ন।

পত্রিকায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, একাদশ পার্টি কংগ্রেসের (১৯৭৫ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত হবে) আগের মাসগুলিতে সভ্য সংগ্রহ উন্নত করা প্রয়োজন যাতে পার্টি সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে কংগ্রেসে আসে এবং জরুরী কর্তব্য সমাধানে প্রস্তুত হয়।

ফ্রান্স নুভেলি, ফরাসী সি পি-র জার্নাল

ক্যাডারনীতি

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মার্সেল জাইদ্‌নারের সঙ্গে জার্নালটির একটি সাক্ষাৎকার হয়, যিনি পার্টির যুব কর্মকর্তাদের উন্নত করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যুব কর্মীদের প্রমোশন পার্টির একটি প্রাথমিক কাজ। জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আরও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করানোর জন্য পার্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সুযোগ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন যুবদের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেশানোর আহ্বান জানায়।

জাইদ্‌নার বলেন, পার্টিটা একটা পরিণত অবস্থায় নেতৃত্বে অভিজ্ঞ কমরেডদের সাথে আরও বেশি বেশি কমিউনিস্টদের সামনে আনা প্রয়োজন।"

তিনি আরও বলেছেন, আমরা সংগ্রামের পার্টি, এবং পরিবর্তিত অবস্থা আমাদের এটাকে পরিবর্তন করতে অপরিহার্য করে তুলছে। সাহস এবং উদ্যম সর্বদাই প্রয়োজন, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে সাহস, আনুগত্য ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা হচ্ছে বিশেষ মূল্যবান। আজকে, যখন বামপন্থীদের দ্বারা ক্ষমতা জয় করা মোটেই স্বপ্ন নয়, যখন জয়ের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে, তখন কমিউনিস্টরা অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে সক্ষম হবে। তারা অবশ্যই আক্রমণের ভঙ্গি আয়ত্ত করবে ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবে।

পার্টিটা কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী, এর সভ্যপদের ভার-সাম্য আছে। পার্টি মহিলা ও যুবকদের আকৃষ্ট করছে কিন্তু প্রৌঢ়েরাও বাদ পড়ছে না। বর্তমান অবস্থার একটি নতুন ও অভূতপূর্ব দিক হচ্ছে, বিগত নির্বাচনের আগের চেয়ে আরও বেশিসংখ্যক মানুষ পার্টিতে যোগ দিচ্ছে।

যখন একজন কারখানা শ্রমিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হচ্ছে, তখন সে তার শাখায় শ্রেষ্ঠ লোক হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে এবং তার শীর্ষে অবস্থান করছে, এটা অভিনন্দনযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকরা যাতে সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ করতে পারে সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পার্টি সাধ্যমত করছে। যিনি নেতা হবেন, তাঁকে তত্ত্ব জানতে হয়, যাতে করে রাজনৈতিক অবস্থাটা ধরতে পারেন; তিনি অবশ্যই বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে এবং তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

জাইদ্‌নার বলেন, পার্টির প্রায় ৫০০ কর্মকর্তা আছেন, যাঁদের সে সমর্থন করতে পারে, যাতে তাঁরা রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজে পুরোপুরি নিজেদের নিয়োগ করেন। কাজ হল তাদের সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতাকে প্রকৃষ্ট উপায়ে ব্যবহার করা।

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের কাছে দাবি আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে, এবং তেমনই তাঁদের ক্ষমতাও বেড়েছে। কমিউনিস্টদের স্বার্থ তাঁদের পেশায় বা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; প্রত্যেকেই সামগ্রিকভাবে পার্টি নীতির জন্য দায়ী। কিন্তু বিশেষ প্রশ্নে উপযুক্ততার

জন্য প্রয়োজন বিশেষীকরণের, যা প্রতিটি সভ্যের জ্ঞান, দক্ষতা ও ইচ্ছার দ্বারা উন্নত হয়।

জ্রাইদ্‌নার বলেন, পার্টিটা একটা পরিণত অবস্থায় পেঁাছেছে। সে তার কাজের রূপ ও পদ্ধতিকে উন্নত করছে এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে। সবচেয়ে ভালো সমাধান খুঁজে বার করা হল কমিউনিস্টদেরই কর্তব্য।

সংক্ষেপে

গ্রীস

১৯৪৭-এর আইন কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ প্রচার বা ছড়ানোকে নিষিদ্ধ করেছিল, এই আইনকে গ্রীস সরকার বাতিল করে দিয়েছে।

ঘোষণাটি কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী করে এবং তাকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবেই পার্টির প্রায় তিরিশ বছর ধরে আত্মগোপন থাকার অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিবৃতিতে বৈধকরণকে বহু বছরের সংগ্রামের ফল বলে বর্ণনা করা হয়। এখন গ্রীক কমিউনিস্টরা নতুন অবস্থায় শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে।

পেরু

কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গিয়ে ইউনিদাদ পত্রিকা লিখেছে, শত শত ভালো শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্ররা পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

রুমানিয়া

কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসের মূল দলিল প্রকাশিত হয়েছে—"উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য এবং কমিউনিজ্‌ম্‌ অভিমুখে রুমানিয়ার অগ্রগতির জন্য রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর" খসড়া, ১৯৭৬—১৯৮০ পরিকল্পনার খসড়া নির্দেশ এবং ১৯৮১—১৯৯০ সালে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পথনির্দেশ, এবং কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিস। দলিলগুলো সর্বসাধারণের আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছে, যার পর সেগুলো পার্টি কংগ্রেসে বিবেচিত হবে।

সান মেরিনো

ইয়োরোপের অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পার্লামেন্টে নির্বাচনে বামপন্থী শক্তিগুলো ভালো সাফল্য অর্জন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ভোট বেড়েছে এবং ৬০ জন সদস্যের সাধারণ পরিষদে ১৫টি আসন আছে, একটি আসন বেড়েছে।

জাপান

কমিউনিস্ট এম-পি-দের গ্রুপের ট্রটস্কীপন্থী গ্রুপের সন্ত্রাসবাদী কাজের ব্যাপারে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা অনুসন্ধানের রিপোর্ট আখাতা সংবাদপত্র ছাপে। রিপোর্টে বলা হয় যে, এই গোষ্ঠীর হিংসাত্মক কাজ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালানোয় বাধা দিচ্ছে। তাঁরা এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি করে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী

তাত্ত্বিক সম্মেলন

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হল একটা বিষয়গত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈপ্লবিক রূপান্তরের কার্যক্রম জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির সাথে একত্রিত হয় এবং তাদের সহযোগিতার রূপগুলি সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হয়। মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে বিশ্ব বিপ্লবের এই দুই স্রোতোধারার মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মৈত্রীর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাতি উপনিবেশবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদীদের প্রতি চরম আঘাত হানছে, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করছে এবং সামাজিক প্রগতির পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। কমিউনিস্টরা ও সমস্ত বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, প্রতিক্রিয়াশীল অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম এবং দক্ষিণপন্থী ও সুবিধাবাদী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে এই মৈত্রীকে রক্ষা করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। ১৯৭৩-এ বাথ সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা গঠিত প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক মোর্চার সাথে একত্রে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু** বাগদাদে আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন সংগঠিত করেছে; এই সম্মেলনে ঐ বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। আমরা **ডব্লিউ এম আর**-এর গত সংখ্যা থেকে এই সম্মেলনের রিপোর্ট দিতে শুরু করেছি।

এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইরাকী বিপ্লবী নিয়ন্ত্রণ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাথ সমাজতান্ত্রিক পার্টির ডেপুটি সাধারণ সম্পাদক **সাদাম হুসেন**। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সমস্যাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হল ঐ সংগ্রামের সাফল্যের মৌলিক শর্ত। এটাই আমাদের সম্মেলনের প্রাসঙ্গিকতাকে নির্ধারিত করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ কার্যত বিশ্বের ভাগ্য ও বিভিন্ন দেশের ভাগ্য এই সব সমস্যার সাথে জড়িত। এদের অন্যতম হল ইরাক। ইরাকের বিপ্লব হল আরব মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান। এর সাফল্য ও প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক মোর্চার অভিজ্ঞতা সমস্ত আরব দেশগুলির পক্ষে প্রাসঙ্গিক। আমাদের বিপ্লবের রণনীতিগত লক্ষ্য অর্থাৎ ঐক্য, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র অর্জন করার দায়িত্ব বাথ পার্টি ও ইরাকের জনগণ দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির উপর এসে পড়ছে।

শক্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র-ইহুদীবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। এইখানেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে মৈত্রীর বিরাট গুরুত্ব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের নীতি, লক্ষ্য ও স্বার্থের দিক থেকে আমাদের সবার কাছে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং তাদের প্রয়োজনীয় শক্তিও রয়েছে। এই মৈত্রীর উদ্ভব অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ স্বাধীনতা ও প্রগতি অর্জনের জন্য গণ-আন্দোলনগুলি হল তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও, বিশ্ব-প্রগতিশীল আন্দোলনের অংশ। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে ও বাস্তব স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে মৈত্রী বন্ধন অত্যন্ত সঠিক; কারণ এই মৈত্রী বাথ পার্টির লক্ষ্যসমূহ ও আরব জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা দুই তরফ থেকে সম্পাদিত শুধুমাত্র কতকগুলি চুক্তির ব্যাপারই নয়। কারণ আমরা জানি যে কয়েকটি সরকার যারা এক সময় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তারা এই চুক্তিগুলি বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বা লঙ্ঘন করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে ইরাকের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। ঐ দেশগুলি একটি উদাহরণ তুলে ধরে এবং সেগুলি এই অর্থে নজিরবিহীন যে, যে-সব নীতি ও স্বার্থ তাদের স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের গ্যারান্টি তাদের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র-ইহুদীবাদ, ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, মুক্তি, সামাজিক প্রগতি, ও ন্যায্য শান্তির জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।

ইরাকী নেতৃত্ব সম্পূর্ণ মন খুলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সব সময় চেষ্টা করেছে; এবং কতকগুলি সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য কখনো গোপন করে নি। যে বিষয়গুলি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তার উপর তারা সব সময় জোর দিয়েছে। আমাদের সাধারণ লক্ষ্য ও কর্তব্যের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে এমন তুচ্ছ পার্থক্যগুলিকে আমরা কখনোই অনুমোদন করব না। এখন এটা বিশেষ করে জরুরী, কারণ আরব জাতিগুলিকে তাদের প্রধান মিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন আঘাতের লক্ষ্যস্থল হয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশগুলির সম্পর্ক।

কিন্তু আমাদের অঞ্চলে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াগুলি গতি অর্জন করছে এবং আরব মুক্তি আন্দোলনের বিজয় আর দূরে

নয়। আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন এর প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করার জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র-ইহুদীবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আরবদের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাহায্য করছে। এই সব দেশগুলি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের সম্পর্কগুলি হল আমাদের বৈদেশিক নীতির কেন্দ্রস্থল। বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সাথে সংগ্রামে আরবদের যে সাহায্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দিচ্ছে সাদাম হুসেন তার প্রশংসা করেছেন।

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অংশসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীর উপাদান ও ভিত্তি। এদের একটি অংশের সাফল্য অন্যের সাফল্যকে পরিপূরণ ও সমৃদ্ধ করে। এই সম্মেলনে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও সামাজিক প্রগতির জন্য বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের লক্ষ্যের ঐক্য হল সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বাড়াবার ক্ষেত্রে এক মৌলিক উপাদান।

ঐতিহাসিক লক্ষ্যের ঐক্য

কাজাখাস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক **এস ইমাশেভ** বলেন যে, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রধান স্রোতোধারাগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাধারণ সংগ্রামের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে যদি তরুণ রাষ্ট্রগুলি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংহত করতে চায়, পশ্চাৎপদতা দূর করতে ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়, তাহলে পুরোনো ও নতুন রূপে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান তাদের ঘটাতে হবে। তাদের জাতীয় সম্পদ ব্যয় করার অধিকার অর্জন করতে হবে এবং শত্রুদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। বিশ্ব পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হল এমন একটি সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর করা যা সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈর শক্তি এবং যা পুঁজিবাদী নিয়মের অধীন নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তরুণ রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিকে সমর্থন করে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা শোষিত জাতিগুলির প্রতি এই সমর্থনদানকে তারা **আন্তর্জাতিক** কর্তব্য বলে মনে করে। মুক্তি বিপ্লবের সাথে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সংহতি শ্রেণী স্বার্থের উপরেও প্রতিষ্ঠিত। কারণ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী তার সাধারণ মিত্রকে সমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণকে প্রবলভাবে সক্রিয় করে ও প্রগতির শক্তিগুলির বিজয়কে নিকটতর করে।

বক্তাগণ অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দুই ধারার ঐক্য তরুণ রাষ্ট্রগুলির বিবর্তনকে প্রভাবিত করায় সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতাকে দারুণভাবে কমিয়ে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক বিকাশের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার অধিকার থেকে তাদের আর বঞ্চিত করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লক্ষ্যগুলি সামাজিক প্রগতির সংগ্রামের সাথে মিশে গেছে। এবং জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সামাজিক বিপ্লবে উত্তরণের ফলে, বেশ কয়েকটি তরুণ রাষ্ট্র অধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করার ফলে, ঐ সংগ্রামের সাফল্য সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্কের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইরাকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাগুলিকে শক্তিশালী করছে, এ কথা বলেছেন ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক **আজিজ মহম্মদ**। এই সব আমাদের মেহনতী জনগণকে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারায় শিক্ষিত করতে সাহায্য করছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দ্বারা প্রতিক্রিয়া জাতীয়তাবাদ ও জাত্যভিমানের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে এটা তাদের সাহায্য করছে। অন্যান্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দক্ষিণ ইয়েমেনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থনের যে ইতিবাচক প্রভাব আছে, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক জোটের রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য **আলি বাবিব** তার উল্লেখ করেছেন। আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেইম্ স্মিরগেল্ড বলেছেন যে, আমেরিকা মহাদেশে কিউবায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনে একটা নতুন স্তরের সূচনা করল এবং যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি প্রক্রিয়া সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে তাকে দারুণভাবে ত্বরান্বিত করল।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আরেকটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইরাকী আঞ্চলিক বাথ পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম সদস্য **নেইম হাদাদ** জোর দিয়ে বলেছেন বৈপ্লবিক সংগ্রামে সাফল্যের প্রধান শর্ত হল তরুণ রাষ্ট্রগুলির জনগণের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করা। এটাই হল বিপ্লবের অ আ ক খ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সংগ্রামকে সমর্থন করে, এই ঘটনার অর্থ এই নয় যে তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যগুলি অর্জন করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বহু বক্তা জোর দিয়ে বলেছেন যে ঐ আন্দোলন হল বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে একটি সক্রিয় উপাদান। রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের উপপ্রধান **কনস্টান্টিন ভ্যাসিলিউ** বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চায় মুক্তি আন্দোলন হল একটা স্বাধীন শক্তি এবং একে অন্যান্য বৈপ্লবিক বাহিনীর 'সংরক্ষিত বাহিনী' হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **নেইম আসহাব** জোর দিয়ে বলেছেন যে মোর্চার সদস্যদের প্রচেষ্টাকে একত্রিত করাটা একপক্ষীয় প্রক্রিয়া নয়, এটা হল পারস্পরিক প্রক্রিয়া। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং বিশ্ব-ব্যাপী শক্তিবিন্যাসকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করছে। এই আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে সাম্রাজ্যবাদকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করছে। বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সমর্থনপুষ্ট মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্যের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিরাট জনশক্তি, বৈষয়িক ও আঞ্চলিক সংরক্ষিত সম্পদ হারিয়েছে।

গিনির গণতান্ত্রিক পার্টির ইনসপেক্টার জেনারেল ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **লানসানা ডায়ানে** সম্মেলনে বলেছেন যে পর্তুগালে গণতান্ত্রিক ক্যু পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলনের শক্তি ও পর্তুগালের পরিস্থিতির উপর এর প্রভাব ফেলেছে। জাম্বিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়নের শিমুরেংগা জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য **রিচার্ড হোবে** তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে রোডেশিয়ায় বর্ণ-বিদ্বেষী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, জাম্বিয়ার জন-গণের সমৃদ্ধি প্রগতির ও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আমাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করছে। এই সংগ্রাম পুঁজি-বাদের ভিতকেও নড়িয়ে দিচ্ছে এবং সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে মানবজাতিকে নতুন নতুন সাফল্য এনে দিচ্ছে।

বর্তমান স্তরে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তির শক্তি-গুলির ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের কার্যক্রম হল একটা মৌলিক উপাদান। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত ও গণ-তন্ত্রীকরণ করা এবং ঔপনিবেশিকতার শেষ অবস্থানগুলিকে দূরীভূত করা, একথা জোর দিয়ে বলেছেন **ভ্রিউ এম আর**-এ হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রতিনিধি **লাসজ্লো নাগি**। আমদের মহাদেশের জনগণ, মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের মরক্কো পার্টির সাধারণ সম্পাদক **আলি ইয়াতা**(১) বলেন, ঔপনিবেশিকতার অবশিষ্টাংশের অস্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে না। উপনিবেশবাদীরা এখনও মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলকে অধিকার করে আছে। উপনিবেশের শেষ দুর্গকে ধ্বংস করতে হলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করে ও স্বাধীনতার অধিকারকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে আমাদের মহাদেশের খাঁটি দেশপ্রেমিকরা উপনিবেশবাদের উপর বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে।

সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টাগুলিকে ঐক্য-বদ্ধ করা পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অ-সম অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে। উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে বাড়িয়ে তুলছে। জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উপপ্রধান **ফ্রিডেল ট্রাপ্পেন** বলেন যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সদস্যরা সমস্ত ধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের অবসান ঘটাবার জন্য আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার জনগণের দাবীগুলিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায় একইসঙ্গে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলির যে দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে তাকে উচ্চ প্রশংসা করে।

ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **ফ্লোলিপি মালয়ার প্রশ্ন** : উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক তার আন্তর্জাতিক অবস্থানকে দৃঢ় করতে কতদূর সাহায্য করেছে ?

ফ্রিডেল ট্রাপ্পেনের উত্তর : এমনকি সরকারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও সরকারী সংগঠন-গুলির সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করত। এই সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক বাধা ভেঙ্গে ফেলতে, সর্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করতে আমাদের সাহায্য করেছে এবং বর্তমানে আমরা বিশ্বঘটনাবলীতে একটা সক্রিয় উপাদান।

কেবলমাত্র স্থায়ী শান্তির আবহাওয়ায় সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় পুনর্জীবনের দিকে সদ্যস্বাধীন দেশগুলির অগ্র-গতি সাফল্যজনকভাবে ঘটতে পারে ; এই স্থায়ী শান্তি ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এস ইমাশেভ বলেন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, শান্তির জন্য সংগ্রামকে শ্রেণী ও আন্ত-র্জাতিক নীতি বলে মনে করে। এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে সবরকমের সমর্থন দান হল ঐ নীতির একটি অংশ। **প্রাভদার** (ইউ এস এস আর) রাজনৈতিক ভাষ্যকার **ভাইটালি কোরিয়নভ** বলেন যে আমাদের পার্টির দলিলে, তার কর্মসূচীতে জোর দেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি হল শ্রেণী সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ। এর লক্ষ্য হল অধিকতর আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে দমন করে মুক্তি আন্দো-লনের বিকাশের জন্য অধিকতর অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির মধ্যে এর যুক্তিসম্মত পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় এবং এ নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও সমর্থন পাচ্ছে।

আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও মুক্তি আন্দোলনে সমস্ত খাঁটি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আমাদের গ্রহের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলি শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য **এম ফারুকি** তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যা সমাজতান্ত্রিক

১ এক নতুন রাজনৈতিক পার্টি, সমাজতন্ত্র ও প্রগতির পার্টি ১৯৭৪-এর আগস্টে মরক্কোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাধারণ সম্পাদক হলেন আলি ইয়াতা।

দেশগুলির সাথে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তা হল এশিয়ায় শান্তি বিপন্ন করার আশঙ্কা দূর করা ও এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের সাধারণ সংকল্প। ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা আমাদের উপ-মহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনে ও ভারত, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বাড়াতে অনেক কিছু করেছে। মাদাগাস্কার স্বাধীনতা কংগ্রেস পার্টির সহ-সাধারণ সম্পাদক **আর্সেনরত্সিফেহেরা** বলেন যে ভারত মহাসাগরকে সামরিকীকরণ করার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরোধী আফ্রো-এশিয়ার প্রগতিশীল শক্তিগুলি এই ভূখণ্ডে শান্তির অঞ্চল সৃষ্টি করার জন্য যে অবস্থান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিয়েছে তাকে স্বাগত জানায়। জে স্মিরগেণ্ড ঘোষণা করেন যে লাতিন আমেরিকার জনগণও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য তাদের সংগ্রামকে দ্বিগুণতর ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কার্যক্রমের সাথে তাদের কার্যক্রমকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে।

এফ্ ট্রাপেন বলেন যে শান্তির আদর্শ তুলে ধরে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে কাজ করছে যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও তাপ-পারমাণবিক বিপর্যয়কে রোধ করা হল সমস্ত জাতির অত্যাবশ্যক স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। যেসব উন্নয়নশীল দেশগুলি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভীতির সাথে লড়াই করতে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান, যুদ্ধোপকরণ হ্রাস ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে সমস্ত সামরিক ব্যয়কে ব্যবহার করার জন্য কাজ করতে প্রতিজ্ঞ সেই সব দেশের প্রতিনিধিরা এটা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করছে।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সহযোগিতাকে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে দেখতে হবে, এই প্রক্রিয়া দুই বৈপ্লবিক বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য সৃষ্টি করে ও তাদের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবস্থা তৈরি করে। কিন্তু সম্মেলনে বলা হয়েছে যে মাঝে মাঝে পার্থক্য বা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। যা-ই হোক, তাদের যে একই ঐতিহাসিক লক্ষ্য আছে, এটাই হল গ্যারাণ্টি যে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এই সব পার্থক্যের মীমাংসা হবে।

লক্ষ্যের অভিন্নতা—পার্থক্য মীমাংসার ভিত্তি

চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু**-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক **পাভেল আউয়েরস্পার্গ** তাঁর ভাষণে বলেন যে যে-সব বাহিনী ও প্রবণতা বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীকে গড়ে তোলে তা সব ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বাস্তব সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিসংক্রান্ত বিবৃতি ও বৈপ্লবিক কাজকর্মের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্যসমূহ বৈরিতামূলক নয়, নেইম হাদাদ এই মন্তব্য করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও তরুণ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে এবং এটাই হল পার্থক্যের প্রধান কারণ। যে সমস্ত সমস্যা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অনেক বছর আগে সমাধান করেছে সেই সব সমস্যা এখন আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণ সমাধান করছে। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যত প্রগতিশীল জাতীয়-দেশপ্রেমিক প্রবণতাগুলি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে তত এই সমস্ত দেশের সামাজিক বিকাশের স্তরের ক্ষেত্রে বিষয়গত অসমতা ক্রমশ দূরীভূত হবে।

সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মরিস স্যালিবাই বলেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা মুক্তি আন্দোলনের দ্বিধাচিত্ত শক্তিগুলির উপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ উস্কে দেয়। আমাদের মৈত্রীর জন্য অসুবিধা তখনও দেখা দেয় যখন তরুণ রাষ্ট্রগুলির দক্ষিণপন্থী শক্তিরা যুক্তি দেয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ও এইভাবে সমাজতন্ত্রমুখিনতার বিরোধিতা করে।

ইরাকের বাথ পার্টির প্রতিনিধি দলের সদস্য **বাসেম অল্-বাজ্জাজ** বলেন যে আমরা যখন দ্বন্দ্বের কথা তুলবে, তখন আমাদের উচিত সেই সব জটিলতার উল্লেখ করা যা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া রাজত্বগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। এই সব সম্পর্কের মাত্রা ও রূপ নির্বিশেষে, এই সব দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক হতে পারে এবং যে সব রাজত্বের কথা বলা হচ্ছে সে সব রাজত্ব ভালোভাবে সাম্রাজ্যবাদের 'খপ্পরে' পড়তে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি যারা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে মৈত্রীকে তাদের সামগ্রিক রণনীতিগত দিক থেকে গুরুত্ব দেয় তাদের মধ্যের দ্বন্দ্বকে বৈর বলা যায় না।

মরিস স্যালিবাই জোর দিয়ে বলেন যে বাস্তবিকপক্ষে, যদিও 'দ্বন্দ্বগুলি' বৈর নয়, তবুও 'দ্বন্দ্ব' কথাটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের পার্থক্যগুলো দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য হল ভুল বোঝাবুঝি বা পরস্পর সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞানের ফল। এগুলোকে কোনোভাবেই দ্বন্দ্বের পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও মুক্তি আন্দোলনের মৌলিক লক্ষ্য ও স্বার্থসমূহ হল অভিন্ন। এটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে ইরাকের সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে।

মাঝে মাঝে যে বাস্তব প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয় সেই সব প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়, ভাইটালি করিয়নভ এ মন্তব্য করেন। কমিউনিস্টরা

বিশ্বসমাজতন্ত্র ও জাতীয় বিপ্লবের মৌলিক ও চূড়ান্ত ঐতিহাসিক লক্ষ্যগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। যা দুই ধারাকে একত্রিত করে তার উপর তারা জোর দেয়। ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে যে-কোনো বিষয় বা ঘটনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাময়িক পার্থক্যগুলি আমাদের যৌথ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়। আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও তার সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করা। এবং বাসেম অল-বাজ্জাজ জোর দিয়ে বলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ ও আরবের বৈপ্লবিক আন্দোলনের মৈত্রীকে ধ্বংস করার জন্য যে পার্থক্যগুলিকে ব্যবহার করতে পারে তা সময়মতো খুঁজে বার করে দূর করার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করতে হবে।

অনেক বক্তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির আদর্শ তুলে ধরার ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তাঁরা সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ও তাদের মৈত্রীর উদ্ভব ও তার বিকাশ বিশ্লেষণ করেন।

আন্তর্জাতিক সমর্থনের কার্যকারিতা

এই মৈত্রীর উদ্ভব অর্ধশতাব্দীর আগে থেকে শুরু হয়েছে। বক্তাগণ উল্লেখ করেছেন যে মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরে এই মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই মৈত্রী হল এর বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটা কার্যকর হাতিয়ার।

অতিক্রান্ত পথ

অক্টোবর বিপ্লবের আগে নির্বাচিত জাতিগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সাহায্য ছিল প্রধানত নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন, কারণ ঐ সময়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রতিনিধি (ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র) **সৈয়দ মজিদ** বলেন, দুনিয়া শাসন করত সাম্রাজ্যবাদ যে মুক্তি আন্দোলনকে পাশবিকভাবে দমন করত। সামাজিক ও শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে, নেইম আসহাব মন্তব্য করেন, এটা ছিল সীমাবদ্ধ আন্দোলন এবং এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা।

মরিস স্যালিবাই বলেন যে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের সময় থেকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী শুরু হয়। ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিপ্লবগুলিকে সমর্থন করাই হল সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। সেনেগালের ইনডিপেণ্ডেন্স পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য **আমাত ডানসোকো** সম্মেলনে বলেন, রাশিয়া হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির মুক্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত শক্তিশালী ঐতিহাসিক আন্দোলনের কেন্দ্র। ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের পিপলস ভ্যানগার্ড পার্টির প্রতিনিধি **জাহিয়া মহম্মদ** বলেন যে এই মহান বিপ্লবই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দুরন্ত গতি সৃষ্টি করেছে।

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব বহুভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রথমত, এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি চরম আঘাত হেনেছে। মরিস স্যালিবাই বলেন যে বড় ও ছোট জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সম্পর্ক জারের রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বক্তাগণ বলেন, সোভিয়েত সরকার তার নিজের দেশে জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করেও আরো অনেক কিছু করেছে—সরকার সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য বিশ্বব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে। এইভাবে রাষ্ট্র ও জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্কগুলির নতুন প্রগতিশীল নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অক্টোবর বিপ্লব প্রাচ্যের নির্যাতিত জাতিসমূহকে সর্বরকমের সহায়তাদানকে সম্ভব করে তোলে। সোভিয়েত সরকার জারতন্ত্র এশিয়ার দেশগুলির উপর যে চুক্তিগুলি চাপিয়ে দিয়েছিল তা সব বাতিল করে দেয় এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত যে গোপন চুক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সাথে করা হয়েছিল তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। সরকার এই সব দেশের সাথে সম্পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। সৈয়দ মজিদ ঘোষণা করেন যে ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে প্রথম চুক্তি সম্পাদন করে ইয়েমেন তার স্বাধীনতা রক্ষা করার ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ইতালীয় ফ্যাসীবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার শক্তি অর্জন করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন এডেনকে নিয়ন্ত্রিত করত ও ইতালীয় ফ্যাসীবাদ আমাদের রাজ্যের একাংশ অধিকার করতে চেষ্টা করেছিল। লেনিন প্রাচ্যের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজিজ মহম্মদ বলেন যে ১৯২০ সালে ইরাকের প্রথম জাতীয় বিপ্লবের নেতারা তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। আজও, নেইম আসহাব মন্তব্য করেন, আরব দেশগুলিতে এমন সব ব্যক্তি আছেন যাঁরা মেহনতী মানুষের মহান নেতার সাথে তাদের সাক্ষাৎকারের কথা গর্বের সাথে স্মরণ করেন।

তৃতীয়ত, মহান অক্টোবর বিপ্লব সমস্ত নির্যাতিতদের কাছে প্রেরণাদায়ক উদাহরণ তুলে ধরেছে এবং ঔপনিবেশিক জনগণের চিন্তাধারার উপর এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছে। ঘানার শান্তি ও সংহতি পরিষদের প্রতিনিধি **জন এম দ্বোয়াদজো** লেনিনগ্রাদে ইলেকট্রোশিলা কারখানার শ্রমিকদের নিকট তাঁর ভাষণে নেক্রুমার এই কথাগুলি উদ্ধৃত করেন : "তোমরা বিদেশী পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ, তোমরা দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ। আমরা আফ্রিকাতে ঠিক এইটাই করার চেষ্টা করছি।" অন্যান্য বক্তা, আলি বাদিক ও ইয়েমেনের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহমেদ হারবি বলেন প্রথম সমাজ-

তান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণের অবসান করে এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে প্রমাণ করেছে যে উচ্চ মাত্রার সচেতনতা, সংগঠন ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব থাকলে কি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী বিকাশের এক নতুন স্তর সৃষ্টি হয়েছে। ফ্যাসীবাদের উপর বিজয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক চূড়ান্ত অবদান রেখেছে। এই বিজয় ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব বিশ্ব-শক্তি-বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন করেছে এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত করেছে, এ কথা বলেছেন এ কে ই এল কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান **জর্জিয়স স্যাভভিডেস**। এই নতুন পরিস্থিতি আজিজ মহম্মদ মন্তব্য করেন, উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও নির্যাতিত জাতিগুলির স্বাধীনতা অর্জনকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। বিশ্বব্যাপী শক্তির ভারসাম্যের অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন বহু জাতিকে অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করেছে। যুদ্ধের দুই বছর পরে এম ফারুকী বলেন, ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যুদ্ধের ক্ষতগুলিকে সারিয়ে নেওয়ার পর ও যে জাতিগুলি সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে তাদের নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত করার পর সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে তখন থেকে এই সম্পর্কগুলি অধিকতর অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিকাশলাভ করছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল : সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির স্থায়ী বৃদ্ধি; সমাজতন্ত্রের বিকাশমান খ্যাতি ও প্রভাব; সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচালিত মুক্তি আন্দোলনগুলির অধিকতর সুস্পষ্ট সামাজিক উপাদান; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য ; সাম্রাজ্যবাদের ক্রমশ দুর্বল হওয়া ; বিশ্ব পরিস্থিতিতে প্রধানত উত্তেজনা প্রশমনের দিকে মৌলিক পরিবর্তন। নেইম আসহাব বলেন, বিশ্ব-সমাজতন্ত্র ও মুক্তি আন্দোলনগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি হল সমাজতান্ত্রিক ও আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা ও তাদের সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যাপক সাহায্য।

যুক্তফ্রন্ট

ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনে আফ্রো-এশিয়ার জাতিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাহায্যের অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি বক্তারা মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সোশ্যালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টির প্রতিনিধি **আবদেল মদজিদ বেন্নাসার** সম্মেলনে বলেন আলজেরিয়াতে মুক্তি আন্দোলনের সময় আমরা এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। এবং আজও ইস্রায়েল-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে আরব দেশপ্রেমিকরা এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন ও আরব উপসাগর অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনেও এটা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি হল দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের বৈষয়িক সমর্থনের প্রধান ভিত্তি, একথা বলেন জাম্বিয়া আফ্রিকান গণ-ঐক্যের সংবাদ ও সংবাদপত্রের সম্পাদক **জর্জ সিলুঙ্কা**। মুক্তিসংগ্রামের অঞ্চলগুলির সীমানায় অবস্থিত আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে তাদের সাহায্যদান আমাদের সবার সাফল্যের ক্ষেত্রে পরোক্ষ অবদান রাখছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **মাইকেল হারমেল** বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা সব সময় বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আফ্রিকার জনগণের প্রতি অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস। সোভিয়েত রাষ্ট্র তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্ণবিদ্বেষী তত্ত্ব ও প্রয়োগের ভিত্তির বিরুদ্ধে একের পর এক আঘাত হেনে আসছে। আমিল কাবাল, এডুয়ার্ডো মণ্ডলেন ও আগোস্টিনহো নেটো-র মতো প্রখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামীরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পর্তুগীজ উপনিবেশিকতা ও ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যেভাবে সাহায্য দিচ্ছে তার প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানান। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির যৌথ আক্রমণের ফলে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য অনেক বেশি গুরুত্ব পায় যখন উন্নয়নশীল দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করে ও তাকে শক্তিশালী করে। এবং ঔপনিবেশিকতার পুনরাবির্ভাবকে প্রতিহত করার ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য এই সাহায্য হল রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন কাজকর্মের সমষ্টি। ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য **সাতিয়াদাজাজা সুদিমান** তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা পাবার পর তার প্রতি সোভিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি হল নৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্যের এক উত্তম উদাহরণ। ঐ সব কঠিন বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে ও তার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ডাচ-এর ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের অবসান ঘটাবার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচারাভিযান চালায়। আওয়ামী লীগের (বাঙলাদেশ) উপ-সভাপতি আসহাব-উল হাক আরেকটি উদাহরণ দেন : ইউ এস এস আর ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলি যদি আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে তাদের কূটনৈতিক কার্যকলাপ না চালাতো, তাহলে মার্কিন সপ্তম নৌবহর উপমহাদেশে যে নাটকীয় পরিবর্তনগুলি ঘটেছে তা শুধু পর্যবেক্ষণ করত না। বাঙলাদেশের অন্য একজন বক্তা, কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের **সৈয়দুর রহমান** বলেন, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী জাতিসংঘে বাঙলাদেশকে তার ন্যায্য আসন দেওয়াকে সমর্থন করেছে এবং আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদ ও মাওবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করছে। এবং আমাদের প্রজাতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে প্রগতিশীল পথ অনুসরণ করে চলেছে।

অনেক বক্তা সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণকে যে সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দিচ্ছে, তার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নেইম আসহাব জোর দিয়ে বলেন যে বীর ভিয়েতনামী জনগণের বিজয়ের ক্ষেত্রে এই সাহায্য হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিহত করার শক্তিই ১৯৭৩-এর অক্টোবরের যুদ্ধকে তাদের অনুকূলে পরিবর্তিত করা থেকে ইস্রায়েলী আগ্রাসীদের ও তাদের ওয়াশিংটনের পৃষ্ঠপোষকদের বিরত করেছিল।

সাতিয়াদজাজা সুদিমান মন্তব্য করেন যে পশ্চিম ইরানের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এর জন্য আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্যকে ধন্যবাদ। যখন থেকে আমরা সোভিয়েত অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখলাম, মরিস স্যালিবাই বলেন, তখন থেকে মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে আরব দুনিয়ায় শক্তি সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের জনগণ শ্রদ্ধার সাথে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বলে যা অক্টোবর যুদ্ধের সময় সিরিয়ার আকাশকে ইস্রায়েলী বিমানের হাত থেকে মুক্ত রেখেছিল।

অনেক বক্তাই উল্লেখ করেছেন যে মুক্তি আন্দোলনগুলির প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের সংহতির ক্ষেত্রে এক অবদান রেখেছে।

আর্থনীতিক সাহায্য

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে আর্থনীতিক বন্ধনের গুরুত্ব ও মূল্যের ওপর জোর দিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, স্বাধীন অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনে এবং মূল শিল্পসমূহের বিকাশে আফ্রো-শীয় দেশগুলিকে সাহায্য করছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের কারিগরী সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বড় বড় আর্থনীতিক প্রকল্প হাতে নিতে সক্ষম করেছে। ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিক বিজ্ঞান ইনসটিটিউটের ডিরেক্টার **বগুস্‌লে মোজেক** এবং ইরানের পিপলস্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী ব্যুরোর বিকল্প সদস্য হামিদ সাফারি জোরের সঙ্গে একথা বলেছেন।

এম ফারুকী বলেছেন, সোভিয়েত সাহায্যে ভারত তার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭১ সালের চুক্তি আমাদের সম্পর্কে একটি নতুন স্তরের সূত্রপাত করেছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নেও সাহায্য করছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ৭০টি বড় বড় শিল্পসংস্থা—কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণে সাহায্য করেছে এবং এখনও সাহায্য করছে। বস্তুতপক্ষে, সোভিয়েত কারিগরী সাহায্যে যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে সে সমস্ত শিল্পে এখন আমাদের উৎপন্ন ইস্পাতের ত্রিশ শতাংশ, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রায় ৯০ শতাংশ, ভারী শিল্পের জন্য ৬০ শতাংশেরও অধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ২০ শতাংশ বৈদ্যুতিক শক্তি, তেলজাত দ্রব্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং ৮০ শতাংশ অপরিশ্রুত তেল উৎপন্ন হচ্ছে। আমাদের তেল শিল্প গঠন ও উন্নয়নে সোভিয়েত সাহায্য বৃটিশ ও মার্কিন তেল একচেটিয়াপতিদের নাগপাশ ছিন্ন করতে বহুলাংশে সাহায্য করেছে।

শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক ব্যুরোর সদস্য **অম্বলভনর বৈদ্যলিঙ্গম** বলেছেন, শ্রীলংকাকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যদান সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ একটি ইস্পাত কারখানা, টায়ার ও টিউব কারখানাসমূহ, একটি বৃহৎ সূতিবস্ত্র প্রকল্প, ময়দার কারখানাসমূহ এবং কয়েকটি অন্যান্য প্রকল্পের জন্য সহজ কিস্তিতে আমাদের ঋণ মঞ্জুর করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কারিগরী সাহায্যে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে তাতে মোট শিল্পজাত দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশের অধিক উৎপাদন হচ্ছে। আর্থনীতিক স্বাধীনতার অগ্রগতির পথে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমর্থনের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি এবং আমাদের জনগণ দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক আর্থনীতিক সাহায্য পরিষদের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে প্রস্তুত।

জেইম স্মিরজেল্ড বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। লাতিন আমেরিকার বহু লোকই একথা বুঝতে শুরু করেছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশসমূহের কারুর ওপরই প্রভুত্ব করার কোনো ইচ্ছা নেই। এটা তাদের শ্রেণী চরিত্রেরই বিরুদ্ধে। পশ্চাদবর্তী দেশগুলির অগ্রগতিই তাদের কাম্য। হামিদ সাফারি বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণ তাদের নিজস্ব অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ করে জাতীয় অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত শোষণব্যবস্থা থেকে তারা যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্যাসমূহ ভালোভাবেই অবগত আছে। পাভেল আয়ার্সপার্গ বলেছেন, মাত্র ৫৭ বৎসর পূর্বে জারের রাশিয়া আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বহু পশ্চাতে ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরও কয়েক বৎসরের জন্য দেশে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা ছিল। আজ সেই দেশ অতি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং নিম্ন সামাজিক এবং আর্থনীতিক মানের দেশগুলি পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সংগ্রামে বহু প্রয়োজনীয় দিকচিহ্নের সন্ধান পাবে। জাতীয় আওয়ামি পার্টির (বাঙলাদেশ) চেয়ারম্যান মুজফ্‌ফর আহমেদ বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ব্যতীত,

শিল্পায়ন, কৃষি বা জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের মোর্চা যাই হোক না কেন, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

জাতীয় সমস্যাই হচ্ছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়। এস. ইমাশেভ বলেছেন, কোনো কোনো বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বিশ্বের অবশিষ্ট দেশগুলির নাগাল পেতে মধ্য এশিয়ার চার হাজার বৎসর সময় লাগবে। কিন্তু ঠিক একটি প্রজন্মকালের মধ্যেই কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিয়া, তাজিকস্তান এবং তুর্কমেনিয়া শিল্প ও কৃষিতে অতি উন্নত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কাজাকস্তানের কথাই ধরুন। কাজাকস্তানে ৭০টি দেশে দ্রব্যসম্ভার রপ্তানিকারী বাইশ হাজারেরও অধিক শিল্প সংস্থা রয়েছে। বিপ্লবের পর শিল্পোৎপাদন কয়েক শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিগত অঞ্চলসমূহে প্রকৃত জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষরতা, বেকারি, দারিদ্র্য, ব্যাধি, জীবনধারণের নিম্ন মান এবং নারীদের বৈষম্যমূলক অধিকার এখন অতীতের বিষয়। সাংস্কৃতিক রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা এবং মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম রুশ জাতি সমাজতন্ত্র নির্মাণে সমস্ত জাতীয় প্রজাতন্ত্রসমূহকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছে। জাতীয় সমস্যার প্রশ্নে, শুধুমাত্র জাতীয় সমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য নিশ্চিহ্ন করাই হচ্ছে প্রধান বিষয়, লেনিনের এই উপদেশ দ্বারাই আমাদের পার্টি পরিচালিত হয়েছে।

নৈইম হাদ্দাদ বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অভিজ্ঞতা এবং পরিকল্পনা, নির্মাণকাণ্ড, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য যা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট এবং প্রগতিশীল পার্টিগুলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে তা ইরাকের পক্ষে এবং আমাদের পার্টির পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাত ডানসোকো জোর দিয়ে বলেছেন, কোনো না কোনো জাতীয়তাবাদী অজুহাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করলে হতাশার সৃষ্টি হতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদের উপর অতিরিক্ত আস্থা মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক গহ্বরস্বরূপ।

এন হাদ্দারের প্রতি এন আশহার : জাতীয় প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কুর্দদের সমস্যা সমাধানে ইরাক সরকারকে কী পরিমাণ প্রভাবিত করেছিল ?

হাদ্দাদ : বাথ পার্টির সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলো মৌলিক সমাধানের পথ রচনা করেছে। ইরাকের কুর্দ জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং জাত্যভিমান ও জাতীয়তাবাদী প্রবণতা এবং বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সমস্যাকে দেখতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাই-এর বিপ্লবের পূর্বে কুর্দদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত। আমরা আরব-কুর্দ মৈত্রীর প্রকৃত ও বৈধ ভিত্তি স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জাতীয় প্রশ্ন সমাধানের প্রগতিশীল পদক্ষেপগুলির প্রতি অবিচল সমর্থন জানাচ্ছে। কুরদিস্তান (ইরাক) ডেমক্রাটিক পার্টির রাজনীতিক ব্যুরোর সদস্য আজিজ আক্‌রোভি বলেছেন, ইরাকের কুর্দ জনগণ ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কুরদিস্তানের ডেমক্রাটিক পার্টি, বাথ পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে সংহতি গড়ে ওঠে এবং যা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অবসানের চুক্তির চূড়ান্ত রূপ নেয় তা স্মরণ করছে। অপরদিকে বহু বৎসর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ যে নৈতিক এবং বৈষয়িক সাহায্যদান করছে তা আমরা ভুলতে পারি না। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দৌলতেই কুর্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে সর্বপ্রকার সমর্থনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রশংসা করেছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, ইতিহাসে যখনই অকস্মাৎ কোনো পরিবর্তন ঘটছে, তখনই তাদের অসুবিধাগুলির মোকাবিলা করতে এবং তাদের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করতে তাদের সাহায্যদান করেছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীর বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কার্যকলাপ আরও উগ্র হওয়ায় এখন এর গুরুত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিকূল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া এবং সর্বপ্রকারের সুবিধাবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং মুক্তি বিপ্লবের মৈত্রীর প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছে। উক্ত মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে এ সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীরা একমত হয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ঘাতমূলক রণ-নীতি

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **ফেলিপ সুয়ারেজ** বলেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের ঘোর শত্রু।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকার জন-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। হাদ্দাদ বলেছেন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ অধিকতর আক্রমণাত্মক আচরণ করছে এবং জাতীয় দেশপ্রেমিক মুক্তি আন্দোলন দমনে নয়া-ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করতে দ্বিধা করছে না। চিলিই হল এর দৃষ্টান্ত। লাজলো নাগি বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বিশ্ব-আধিপত্য হারালেও, তারা কোনো কোনো অঞ্চলে অধিকতর শক্তি গড়ে তোলার এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মৈত্রীকে অন্তর্ঘাত করার চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদের **রাজনীতিক** সম্প্রসারণ বিশ্বের কোনো কোনো অংশে অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পশ্চিম

এশিয়ার বক্তারা বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে আরব জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে এবং এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত এবং ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল করার চেষ্টা করছে। ইয়েমেন-এর বাথ পার্টির প্রতিনিধি **রাদমান** বলেন, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আরব বিপ্লবের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

লেবানন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক ব্যুরোর সদস্য **গাসান রিফাই** বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যাক্রমণ এখন ব্যাপক আকারে চলছে এবং পদ্ধতির দিক দিয়ে অধিকতর মার্জিত হয়েছে। প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের স্থলে অনেক সময় তথাকথিত মধ্যস্থতা এবং আলাপ-আলোচনার পথ গ্রহণ করছে। কিন্তু আরব-সোভিয়েত বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলছে এবং উক্ত অঞ্চলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের সমাধানে সোভিয়েতের অংশ গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। নাগি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণনীতিসংক্রান্ত উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয় নি। পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত ভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেছে এবং ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে বলে যারা মনে করে, হয় তারা নিজেদের প্রতারিত করছে না হয় স্বেচ্ছাকৃতভাবেই তারা সাম্রাজ্যবাদী নীতির পক্ষ অবলম্বন করছে। অক্টোবর যুদ্ধে আরব সাফল্য এবং তেলের অস্ত্র প্রয়োগের জন্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চরিত্রে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব দেশগুলিকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে বজায় রাখাই হচ্ছে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের রণ-নৈতিক উদ্দেশ্য। অন্যান্য তরুণ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এই একই কথা প্রযোজ্য। সৈয়দুর রহমান বলেন, বাঙলাদেশের আর্থনীতিক অসুবিধাগুলির সুযোগ গ্রহণ করে, সাম্রাজ্যবাদ সরকারের প্রগতিশীল নীতি পরিহার করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিন্ন করতে সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং আরব উপদ্বীপের স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার মুখোস খুলে দিয়েছেন। সৈয়দ মজিস বলেন, উত্তর ইয়েমেনের সামন্ত প্রভু এবং সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বণিকদের জোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে এবং বিদেশী একচেটিয়াপতিদের জন্য দ্বার খুলে দিচ্ছে। ওমানের মুক্তির জন্য গঠিত পপুলার ফ্রন্টের প্রতিনিধি **আলি-আল ওয়াহিবি** বলেন, আরব উপসাগরীয় কোনো কোনো রাষ্ট্রের শেখ ও আমিররা বৃটিশ উপনিবেশবাদী এবং মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদীদের সমর্থন করছে। ইঙ্গো-মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি প্রধানত ওমানের সশস্ত্র বিপ্লব এবং অন্যান্য মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত। অবশ্য এগুলি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধেও পরিচালিত।

রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় শান্তি ও সংহতি পরিষদের (ইরাক) সাধারণ সম্পাদক আজিজ শরিফ বলেন, সাম্রাজ্যবাদ নতুন রাষ্ট্রগুলিতে অস্থিরতা এবং আর্থনীতিক সংকট সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ হস্তক্ষেপই পছন্দ করে। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বাভাবিক মিত্র, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং চক্রান্তের প্ররোচনা দিচ্ছে। কুরদিস্তান প্রগতিশীল আন্দোলনের (ইরাক) প্রতিনিধি **আবদুল্লা ইসমাইল** সাম্রাজ্যবাদী চরদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদী অনুচরবর্গ ইরাকের বিপ্লবী শাসনকালের বিরোধিতা করার জন্য কুর্দ আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীদের প্ররোচিত করছে এবং ঐতিহাসিক স্বায়ত্তশাসন আইন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে।

ইরাকের গভীর সামাজিক পরিবর্তন এবং ভূমি সংস্কারকে দক্ষিণপন্থীরা ভয়ের চোখে দেখছে। এ মহম্মদ বলেন, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিরও বিরোধিতা করছে। তবে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তই ইরাক-সোভিয়েত মৈত্রীতে ভাঙন ধরাতে পারবে না। আরব জনগণ এবং নির্ভীক ফেলিস্তিন প্রতিরোধ আন্দোলন কর্তৃক সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের উপকারিতা স্বীকৃত হয়েছে। **পাভেল অয়ার্সপার্গ** উল্লেখ করেছেন, মুক্তি বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মৈত্রীর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও যে জনবিরোধী এবং চক্রান্তকারী সুবিধাবাদী শক্তিসমূহের অবশিষ্ট রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা তার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ১৯৬৮ সালের ঘটনাবলীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে কীলক প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রয়াস চালিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে উৎসাহিত করছে।

এন আশহাব চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এবং জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রতিনিধিগণকে জিজ্ঞাসা করেন: আমাদের মৈত্রীর বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে সুবিধাবাদী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলছে আপনারা কি স্পষ্ট ভাষায় তা বলতে পারেন? দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইহুদীদের জি ডি আর এবং এফ্ আর জি-র ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, ইস্রাইলি ইহুদী শাসকবর্গের এই দাবি সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

পি অয়ার্সপার্গ: চেকোশ্লোভাকিয়া আরব জনগণকে যাতে সমর্থন না করে পশ্চিম ইয়োরোপে ইহুদী মহলের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণপন্থীরা তাই চায়। আরবের সঙ্গে মৈত্রী অপেক্ষা এটা আরও বেশি লাভজনক এই যুক্তি দেখিয়ে তারা চায় আমার দেশ ইস্রাইলের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করুক। ১৯৬৮ সালে, কূটনীতিক সম্পর্কের সমর্থনে এমন কি তারা সমগ্র প্রাগে স্বাক্ষরও সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদীরা এই সমস্ত চক্রান্তকে পরাস্ত করেছে।

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভাগের **উলফগ্যান বেটর**: জি ডি আর ইস্রাইলি রাষ্ট্রকে কখনই কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় নি বা দেওয়ার ইচ্ছাও রাখে ন। পট্সডাম চুক্তির কাঠামোর

মধ্যে উক্ত বিষয়টির যে একটা মীমাংসা হয়েছিল ইস্রাইলি শাসকবর্গ স্বেচ্ছাকৃতভাবেই সে কথা গোপন রাখছে। উক্ত চুক্তিতে নাৎসিদের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলিকে জার্মানির ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। একথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এফ আর জি ইস্রাইলের দাবি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইস্রাইলি শাসকবর্গ অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের জন্য উক্ত টাকা ব্যয় করেছিল।

কোনো কোনো বক্তা উল্লেখ করেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের মধ্যে **আর্থনীতিক** রণনীতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। বালগেরিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের **জি গিউরভ** বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধনতান্ত্রিক কক্ষের মধ্যে রাখাই উক্ত নীতির উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদ যাতে উপকৃত হয় তেমন উন্নয়ন ঝোঁকগুলিকেই বিদেশী মূলধন উৎসাহিত করে। আলি ইয়াতো বলেন, ধনতন্ত্র সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে আর্থিক ও আর্থনীতিক নীতির বিধান দেবার চেষ্টা করছে। ডানসোকো বলেন, নয়া-উপনিবেশবাদী রণনীতি উক্ত দেশসমূহের অর্থনীতিকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিহত করতে চায়।

তবে এশিয়া এবং আফ্রিকায় ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়, সাম্রাজ্যবাদ তার আর্থনীতিক রণ-নীতিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে বাধ্য হচ্ছে। অম্বলাভনর বৈদ্যালিঙ্গম বলেন, ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে তাদের বৈরিতা গোপন করছে না। বর্তমানে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রকল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে পক্ষান্তরে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পগুলিকে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। ফেলিপ মালয় বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন এবং জাপানী একচেটিয়াপতিরা মোটরগাড়ী গার্হস্থ্য যন্ত্রপাতি, কৃষি-যন্ত্রপাতি, পেট্রো-কেমিক্যাল এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্পে অর্থবিনিয়োগ করছে।

সাম্রাজ্যবাদী রণ-নীতিতে এ সমস্ত নতুন উপাদান যুক্ত হলেও, রণ-নীতির কোনোই পরিবর্তন হয় নি। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া ব্যবস্থাসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার দেশগুলিতে ভিত্তিমূলক কাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে। এবং এরূপে বিদেশী মূলধন অনুপ্রবেশের পথ রচনা করছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যে যে সমস্ত উৎপাদন শিল্প নির্মিত হয়েছে সেগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত শিল্প বলেই ধরা হয়। সাম্রাজ্যবাদ তার আর্থনীতিক রথচক্রে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে যুক্ত করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সর্বপ্রকার আর্থনীতিক সহযোগিতার সুযোগসমূহকে সীমিত করতে চায়। অধিকন্তু, সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলির এক গ্রুপের সঙ্গে আর এক গ্রুপের বিরোধ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদ প্রস্তাব করছে, "তৃতীয় দুনিয়ায়" সুবিধাভোগীর অবস্থানের সুযোগে তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলি একটি "চতুর্থ দুনিয়া" গঠন করতে পারে। তেরটি তৈল উৎপাদনকারী দেশের ওয়াশিংটন সম্মেলন এসমস্ত ধারণার চটকদারি প্রকৃতির মুখোস উদঘাটন করেছে। এ বেনেসার বলেন, এতেই প্রমাণিত হয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ তৈল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

জি সাব্বিডেস বলেন, কমিউনিজম-বিরোধিতা এবং সোভিয়েত বিরোধিতাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রিয় **মতাদর্শগত** হাতিয়ার। মঙ্গোলিয়ার পিপলস্ রেভলুশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **ভ্সগুতিন নামসরাই** সবিস্তারে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা যুক্তি দেখায় যে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির মৈত্রী জাতীয় স্বাধীনতা 'হারাবারই' শামিল। হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির উচ্চ রাজনীতিক স্কুলের অধ্যাপক **ইলোনা বাবিরাক** বলেন, যুক্তিটা হল সোভিয়েত সাহায্য "অনুপ্রবেশেরই" একটি পথ। সাম্রাজ্যবাদী আচরণের প্রশংসাই করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ এফ এল—সি আই ও-এর সভাপতি জর্জ মিনি বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে। তিনি হয়তো কিছু লোককে প্রতারিত করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই আরবদের নয়। কারণ তারা জানেন ইস্রাইলের পশ্চাতে কারা রয়েছে।

এ রাতসিফেহেরা : সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে ভারত মহাসাগরে "সোভিয়েত বিপদের আশঙ্কার" কাহিনী ছড়ানো হচ্ছে। জনমত বিভ্রান্ত করার জন্য এবং উক্ত অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক ও সামরিক চালের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্যই এটা করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা হল সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার দেশের নিকটে ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ঘাঁটিসমূহ এবং সামরিক সংস্থা রয়েছে। ইথিওপিয়া, আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ঘাঁটিসমূহ রয়েছে। এতেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হচ্ছে ভারত-মহাসাগরকে সামরিকীকরণের দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদের, সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়।

সম্মেলনে দেখানো হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতের দৈবত উদ্দেশ্য রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক প্রভাব খর্ব করা ছাড়াও, মুক্তি আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। স্মিরগেল্ড "ক্রমবর্ধমান আশার বিপ্লব", "আধুনিকীকরণ" প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার সমালোচনা করেন।

এই ভাবধারা অবৈজ্ঞানিক, কারণ এতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়গত প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের শক্তিকে মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কারিগরি উপাদানের মধ্যেই চিহ্নিত করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলি সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামোগুলির উপর উপর পুনর্নবীকরণ করে, সমাজতান্ত্রিক সমর্থনেই শুধু সম্ভব একটি গভীর সামাজিক বিপ্লব এড়াতে পারে, একটি "বৈজ্ঞানিক সাইনবোর্ডের" আড়ালে এই মোহ

সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। অয়ার্সপার্গ বলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি পরিহার করা এবং তার স্থলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে তথাকথিত "ভারসাম্য" রক্ষার নীতি গ্রহণ করার অর্থ হল সামাজিক এবং আর্থনীতিক পুনর্গঠন খর্ব করা এবং পরিশেষে স্বাধীনতার ক্ষতিসাধন করা।

অতীত এবং বর্তমানের ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে যে, সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিকদেশসমূহ এবং মুক্তি আন্দোলনের ঐক্যে ভাঙন ধরাতে এবং তাদের পারস্পরিক কার্যকলাপ ব্যাহত করতে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করছে এবং সমস্ত সমাজ-বিরোধী শক্তি ও কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

পুঁজিপতিদের দ্বৈতভাব

এন আসাহাব বলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির জন্য সাধারণত স্থানীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে মুক্তি আন্দোলনের যে সমস্ত অংশের যোগাযোগ রয়েছে তারাই দোষী।

মৈত্রী সম্পর্কে জাতীয় বুর্জোয়াদের চিন্তাধারায় দ্বৈত-ভাব এ বৈদালিংগম-ও উল্লেখ করেছেন। জাতীয় বুর্জোয়ারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্টসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়, সীমার বাইরে গেলেই তাদের অবস্থা বিপন্ন হবে বলে তারা মনে করে। তবুও বিষয়গত-ভাবে এরূপ সহযোগিতায় তাদের স্বার্থ রয়েছে। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করতে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষে স্মিরগেলড সবিস্তারে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন তার কয়েকটি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর্জেন্টিনার অর্থনীতি দপ্তরের মন্ত্রী জোসে লাটার গেলবার্ড বলেন, জোলানি সঙ্কট, অবশিষ্ট ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আর্থনীতিক মন্দার পরিণতির বিরুদ্ধে এবং "জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক অন্যান্য লক্ষণের" বিরুদ্ধে উক্ত সম্পর্ক-সমূহ একটি রক্ষাকবচ। লাতিন আমেরিকার বিপুল অধি-কাংশ দেশেরই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এস সুদিমান উল্লেখ করেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা উচিত, সম্প্রতিকালের ইন্দোনেশিয়ায়ও জাতীয় বুর্জোয়ারা অভিজ্ঞতায় তা উপলব্ধি করছে। বিদেশী একচেটিয়া মূল-ধনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকালের মৈত্রী-সম্পর্কের ফলে হতাশা ছাড়া আর কিছুই ফললাভ হয় নি। স্থানীয় শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বহু জাতীয় উদ্যোগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অতীতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে।

কিন্তু একটা বিপরীত ঝোঁকও বড় হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৌদি আরবের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য **আবদুল্লা মহম্মদ** বলেন, কোনো কোনো আরব দেশ সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, সাম্রাজ্যবাদের মন যোগাবার চেষ্টা করছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র খর্ব করছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করছে। জি রিফাই বলেন, আরব মুক্তি আন্দোলনের দক্ষিণ-পন্থীদের এরূপ আচরণ আরব দেশসমূহ এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঐক্যের ক্ষতিসাধন করছে। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইস্রাইলকে সমর্থন করছে তারা সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছে। বহু বৎসর বিচ্ছিন্ন থাকার পর সৌদিসহ আরব প্রতিক্রিয়াকে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিক দৃশ্যপটে এই দক্ষিণপন্থীরাই ফিরে আসার পথ সুগম করে দিয়েছে।

এন হাদ্দাদ বলেন, আরব দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল এবং পুঁজিপতি শক্তিসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সকল প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে "মুক্তদ্বার নীতিতে" ফিরে আসার উদ্দেশ্যেই তারা তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে। এ বাদিব বলেন, নিজেদের ভলের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে এবং কঠিন জাতীয় সমস্যাগুলির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কোনো কোনো দক্ষিণপন্থী নেতবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর দোষ চাপাতে শুরু করেছে এবং সহযোগিতা বন্ধ করার একটা অজুহাত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কোনো কোনো আরব দেশ-গুলিতে দক্ষিণপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা মুক্তি বিপ্লব বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছে। এ হারবি বলেন, এই একই ব্যক্তিরা যারা একদিন সামন্ত প্রভুদের এবং বড় বড় পুঁজি-পতিদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার রূপায়ণ শুরু করেছিল তারাই আজ রক্ষণশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে।

জি রিফাই জোরের সঙ্গে বলেন দক্ষিণপন্থী প্রবণতা কোনো নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হয় না। কয়েকটি আরব দেশে অর্থনীতির যে সমস্ত ক্ষেত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পুনর্গঠনের অধীন এমনকি সে সমস্ত ক্ষেত্রেও নতন নতন বিত্তশালী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের ওপর, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর অনাস্থা আরেকটি নেতিবাচক উপা-দান। অধিকন্তু আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন-সাধন হয় নি। এমন কি আন্তরিকতাহীন সংস্কারের পক্ষে এটাও বাধাস্বরূপ। সুদিমান বলেন, ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে, এমন কি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শাসনের অধীনেও আমলাতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশ-গুলির সঙ্গে আর্থনীতিক সহযোগিতা ব্যাহত করে। সময় সময় আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিরা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত দেশের সাহায্য ব্যবহার করে থাকে। বক্তারা উল্লেখ করেন, স্বরাষ্ট্রনীতিতে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক যথাসময়ে পররাষ্ট্র নীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিভেদপন্থীদের প্ররোচনা

যে সমস্ত বিভিন্ন চিন্তাধারা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের উদ্দেশ্যসমূহের বিষয়গত সাদৃশ্য অস্বীকার করছে এবং এ সমস্ত বিপ্লবী স্রোতোধারার মধ্যে বৈসাদৃশ্য টানছে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

"ধনী ও গরিবদেশসমূহ", "উত্তর ও দক্ষিণ"-এর যে তত্ত্বসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং মাও-বাদীরা সক্রিয়ভাবে যা কাজে লাগাচ্ছে কয়েকজন বক্তা সেসমস্ত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সমস্ত তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যতদিন না "ধনী" হয়েছে ততদিনই শুধু তারা মুক্তি আন্দোলনের মিত্র রয়েছে এবং বর্তমানে তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে যোগদান করেছে।

এইচ সাফারি এবং আলি ইয়াতা বলেন, "গরিব" এবং "ধনী" হিসাবে দেশসমূহের শ্রেণী বিভাগ করা, ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে মৌল পার্থক্য রয়েছে তাকে ঘোলাটে করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুক্তি আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য টেনে, সাংস্কৃতিক এবং বর্ণ-স্বাতন্ত্র্যের ওপরই প্রধান জোর দেওয়া হচ্ছে। জন এম দোয়াদুজো তাঁর ভাষণে বলেন, প্রগতিশীল সমাজে বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে যদি অনিষ্টকর বলা হয় তবে এ সমস্ত ব্যক্তিরা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি করে গ্রহণ করতে পারে?

টি নামাসরাই বলেন, মাওবাদী "অতি বৃহৎ শক্তি-সমূহের" চিন্তাধারা যথার্থই অচল। এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আগ্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের দুর্গ সোভিয়েত ইউ-নিয়নকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়। এটা একেবারে অযৌক্তিক। সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো সাম্রাজ্যবাদী শোষণে অংশগ্রহণ করেনা, পররাজ্য হরণের কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয় না এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোনো মূলধন রপ্তানি করে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প-র্কের উন্নতি করায় এবং পর পর কতকগুলি চুক্তি সম্পাদন করায় মাওবাদীরা ক্রুদ্ধ মনোভাব দেখাচ্ছে। সোভিয়েত ইউ-নিয়ন প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং তার বৈপ্লবিক কর্তব্যে বিশ্বস্ত থাকায়, এর যে একটা শ্রেণী ভিত্তি আছে সে কথা তারা বলছেনা। নাগি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর প্রভুত্ব করার গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকার ফলেই সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির প্রতি চীনা নেতৃবৃন্দের এই আক্রমণ। গিউরভ বলেন, মাওবাদীরা উন্নয়নশীল দেশ গুলির নিকট "দুই অতিবৃহৎ শক্তির" তুলনা করার সুযোগ কখনই যে ছাড়ছে না সেটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। তবু, মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তাদের নিজস্ব সম্পর্কের পশ্চাতে কী নীতিসমূহ রয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা তারা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পিকিং-এর বিপ্লবী বুলি ও তার কাজে যে গভীর পার্থক্য, চিলির জুন্টার সঙ্গে পিকিং-এর সম্পর্কই তার প্রমাণ। সর্বশেষ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের সময় চীনা নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত-আরব মৈত্রীর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অভিযান চালিয়েছে। মাইকেল হার্মেল বলেন, যারা "দুটি অতিবৃহৎ শক্তির" কথা বলে বা আধা-সমাজতান্ত্রিক অতি-বাম শ্লোগানের আড়ালে মুক্তি আন্দোলনে যারা সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং কমিউনিজম-বিরোধিতা প্রচার করে তারা বিপ্লবী আদর্শ থেকে মুক্তি আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে এবং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তারা সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করছে। বহু বক্তা বলেন, এ সমস্ত চিন্তাধারা, বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অগ্রগামী ভূমিকাকেই ছোট করছে না (পক্ষান্তরে আমাদের যুগে প্রধান শক্তি হিসাবে গণ্য করে মুক্তি আন্দো-লনের ভূমিকাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত করছে) পরন্তু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দক্ষিণপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির আচ-রণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাকে পবিত্র বলেই গণ্য করছে। এটা বিশেষরূপে বিপজ্জনক। আসহাব-উল-হক জোরের সঙ্গে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় উগ্র-বামপন্থীরা উগ্র-দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে। আধা-মার্কসবাদী শ্লোগানের আড়ালে তারা যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হঠকারী কাজ করছে তাতে প্রতি-ক্রিয়ার হাতই শক্ত হচ্ছে। এতে তারা প্রতিক্রিয়ারই সহায়ক হচ্ছে। এম আহমেদ বলেন, বাঙলাদেশের মানুষ জানে, বাঙলা-দেশে যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, চক্রান্ত এবং অনুরূপ কার্য-কলাপ চলছে তার জন্য বিভিন্ন মাওবাদীরাই দায়ী এবং এ সমস্ত কার্যকলাপ তারা সাম্রাজ্যবাদী অনুচরদের সঙ্গে ঐক্য-বদ্ধভাবেই করছে। এ বৈদ্যালিঙ্গম বলেন, মাওবাদীরা শ্রীলংকার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দেশকে বাধ্য করতে তারা তাদের আর্থনীতিক সম্পর্ককে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

মালয় বলেন, চীনের গণ-প্রজাতন্ত্রের মাওবাদী নেতৃবৃন্দ বিশ্ব বিপ্লবের জন্য চিৎকার করছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের নিন্দা করছে। তবে এগুলি শুধু কথার কথা। বস্তুত-পক্ষে তারা এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানিয়েছে। তারা এশীয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সোভিয়েত প্রস্তাবে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এশীয় জনগণের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী বিপর্যস্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তারা এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে স্বপক্ষে টানতে চায়। এবং ফিলিপিনস-এ যখন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন আমাদের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত মাওবাদীরা সোভি-য়েত ইউনিয়ন এবং ফিলিপিনস-এর কমিউনিস্ট পার্টির ওপর অপবাদ দিয়ে নিজেদের একটি সংগঠন গড়ে তুলল।

সুদিমান বলেন, ইন্দোনেশিয়ার ১৯৬৫ সালের ঘটনা-বলীর পূর্বে পিকিং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার এবং রাজ-নীতিক পার্টিগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব চাগিয়ে তুলতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। এ কাজ করে

পিকিং দক্ষিণ-পন্থী এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিসমূহের স্বার্থসিদ্ধি করছে।

বহু বক্তা উল্লেখ করেন, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং উগ্র-বামপন্থ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে বিরোধ উস্কিয়ে দিতে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে। সুতরাং বিশ্ব সমাজতন্ত্র এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম—শক্তির উৎস

বক্তারা বলেন, কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিসমূহের চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য একত্রে কাজ করা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদ্দাদ বলেন, সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে একই পর্যায়ে ফেলে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে বাথ পার্টি তার মুখোস খুলে দিচ্ছে। আমাদের পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মৈত্রীর এবং সংহতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার নিন্দা করছে। আমাদের মৈত্রী মূলত একটি রণনীতিমূলক মৈত্রী। দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া এবং পাতিবুর্জোয়া শাসন যা একটি অস্থায়ী স্বার্থপর ভোক্তার সম্পর্ক বজায় রাখার এবং বর্জিত পশ্চিম ও পূবের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে বাথ পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।

সাবিবডেস বলেন, সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যোদ্ধাদের এ বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে গঠনমূলক ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা স্থাপিত না হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্যাসমূহের সমাধান হবে না। আই বাবিরাক সবিস্তারে বলেন, কাজেই আমাদের মৈত্রীর বিরোধীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রত্যাক্রমণ বজায় রাখা এবং সাম্রাজ্যবাদী বাগাড়ম্বরকারীদের বিবৃতি ও কার্যকলাপের পশ্চাতে কি নির্দিষ্ট স্বার্থ লুক্কায়িত রয়েছে তা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ।

বি য়োজেক বলেন, এই প্রত্যাক্রমণ যুক্ত আক্রমণ হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত অন্তর্ঘাত মুক্তি বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারকে দুর্বল করার জন্যই পরিকল্পিত। এবং মাওবাদী অভিযানের ঐ একই উদ্দেশ্য। কাজেই মতাদর্শগত সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রয়োজন। রাদমান বলেন, এই মতাদর্শগত সংগ্রাম হচ্ছে, শোষণকারীর মতাদর্শ, উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ, এবং আগ্রাসী উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে।

স্মিরগেন্ড বলেন, সোভিয়েত-বিরোধী এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কার দূর করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিজম-বিরোধিতা, শ্রমিকশ্রেণী এবং গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের একটি হাতিয়ার। তবে কমিউনিজমের প্রতি ভিন্ন প্রকারের একটি নেতিবাচক মনোভাবও রয়েছে। সুয়ারেজ বলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ লাতিন আমেরিকায় কোনো কোনো সরকার ও পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রূপায়ণে অবিচল থাকলেও, কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমিক বিপ্লবী ভূমিকা উপেক্ষা করে।

এরূপ ব্যাপারের অবসান করতেই হবে। প্রকৃত বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদানের প্রশংসা করে। তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। গণ-ঐক্যের কালে চিলির অভিজ্ঞতায় এবং পর্তুগালের ঘটনাবলীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে। এফ্ ত্রাপেন বলেন, ইরাকের ইতিহাসও প্রমাণ করছে যে, কমিউনিস্ট, বাথপন্থী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের মধ্যে কমরেডসুলভ সহযোগিতা স্থায়ী এবং প্রগতিশীল উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে। বক্তারা জোরের সঙ্গে বলেন, মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী বাহিনীর ঐক্যই হচ্ছে সাফল্যের সুনিশ্চিত পথ।

কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা, সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে। সম্মেলনে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিবর্গ বহুকাল ধরে পরীক্ষিত সহযোগিতার পদ্ধতিগুলির উন্নতিবিধানের ওপর জোর দেন। তারা নতুন নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করারও আহ্বান জানান। গিউরভ, শাসক কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যকার মৈত্রীর বন্ধনকে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে বিশেষ কার্যকর বলে বর্ণনা করেন। সি ভ্যাসিলিউ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবসমূহ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক [illegible] লাভের রূপের প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মৈত্রীর স্বার্থে অর্থবহ প্রচেষ্টার তাৎপর্য, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের মধ্যে মৈত্রীর ভাবধারা প্রচার এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্র এবং মুক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক কার্যাবলীর প্রগতিশীল সারবত্তা সম্পর্কে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

আজকাল, বহু বিপ্লবী পার্টি ও সংগঠন এবং কমিউনিস্টরা উক্ত কাজ করে যাচ্ছে। এ মহম্মদ বলেন, বিপ্লবী বাহিনীর আন্তর্জাতিক ঐক্যের ওপর শুধুমাত্র কমিউনিস্টরাই জোর দিচ্ছে না পরন্তু আন্তর্জাতিক সংহতির নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মৈত্রী সমর্থন করে এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহও ঐক্যের ওপর জোর দিচ্ছে।

গিউরভ বলেন, মুক্তি আন্দোলনের আন্তর্জাতিক মর্মবস্তু সুস্পষ্ট। এই মর্মবস্তুই মুক্তি আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তিনটি বিপ্লবী স্রোতোধারার মৈত্রীর রূপকে সমৃদ্ধ করে।

কুরদিস্তানের (ইরাক) বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এ টি শেরিফ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত জনগণের বিশ্ববিপ্লবের বাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত পথ নেই।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে সমাজতন্ত্র এবং জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের মৈত্রী শক্তিশালী করার জন্য সচেতন প্রচেষ্টার অসীম গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রগাঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার

প্রত্যেকটি স্রোতোধারার শক্তি বৃদ্ধি করে, সমাজতান্ত্রিক পরিসরের অধিকতর সংগতি ত্বরান্বিত করে, জাতীয় মুক্তির অঞ্চলে প্রগতিশীল এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের ঐক্য সুদৃঢ় করে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে। এটা ভূমণ্ডলে এবং প্রতিটি দেশে, উভয় ক্ষেত্রেই ইতিহাসের গতিপথে বিশ্ববিপ্লবী শক্তিসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি করে।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং মুক্তি বিপ্লবের সহযোগিতা সর্বপ্রকার জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধেই সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। তাদের যুক্ত ফ্রন্ট সামাজিক নিপীড়ন এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতি আঘাতও হানে।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এখন সচেতন যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমর্থন ব্যতীত দেশপ্রেম, গণতন্ত্র এবং প্রগতির মহান আদর্শগুলির বাস্তবায়ন অকল্পনীয়। সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া এবং সুবিধাবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক প্রগতির জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের সকল বাহিনীর কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী শক্তিশালী করে।

সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরিচালনব্যবস্থা

ভিক্তর আফানাসিয়েভ
করেসপনডিং মেম্বার, ইউ এস্ এস্আর বিজ্ঞান আকাদেমী

সামাজিক পরিচালনব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে দুনিয়াজুড়ে সর্বত্র জনসাধারণের আগ্রহ বেড়ে চলেছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় জনজীবনের বিভিন্ন দিকে পারস্পরিক ক্রিয়ার হিসেব-নিকেশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার গতিধারা কি রূপ গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তার পূর্বাভাস দেওয়া যাতে এক সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিতের উপর প্রত্যেকটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুনিশ্চিত হয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবংবিধ কর্তব্যের ক্রমবর্ধমান জটিলতার কারণেই এটা বেড়েছে।

তীব্র রাজনৈতিক সংকট, ব্যাপক পরিসরের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সরকারী অক্ষমতা এবং জীবনধারা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ যা বিভিন্ন ধরনের গণ-প্রতিবাদের আকারে ফেটে পড়ে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, এ সমস্ত কারণেই এই আগ্রহ বেড়ে ওঠে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতই বিস্ফোরক হয়ে পড়ে, যে তা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রশাসনকে উন্নত ও যুক্তিসম্মত করার বিভিন্ন পথ নির্দেশ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রশাসনব্যবস্থার মৌলিক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতিসাধন করে লেখা বুর্জোয়া লেখকদের বইয়ের ঘাটতি নেই। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে গোপন করার জন্য এবং কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রকে পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়াসের কোনো অন্ত নেই।

পুঁজিবাদী প্রশাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের পার্থক্যটা কোথায়? এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কি, কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অভিব্যক্তিগুলি কি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী প্রশাসনক্ষেত্রে নব নব প্রক্রিয়া এবং বিকাশধারাই বা কি? তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টি বহুমুখিন ও কার্যত নিঃশেষিত হয় না। তাই বিষয়টির কয়েকটি প্রধান দিক নিয়েই আলোচনা করা যাক।

সরকারী প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কতকগুলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব দিয়েই বিষয়টি শুরু করতে চাই। স্পষ্টত সংগঠন, নিয়মশৃংখলা, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থান, ভূমিকা, কার্যক্রম, অধিকার এবং কর্তব্যনির্দেশ ব্যতীত কোনো যৌথ কর্মপ্রয়াসই কার্যকর হতে পারে না। সুতরাং প্রশাসন ও পরিচালন সমস্ত সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য ও অন্তর্নিহিত গুণ। সমাজের সুসমৃদ্ধ প্রকৃতি, মানুষের প্রচেষ্টার সর্বজনীন চরিত্র, কর্মধারা ও দৈনন্দিন জীবনে সহযোগিতা করার প্রয়োজনীয়তা, মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক প্রয়াস উদ্ভূত ফসল বিনিময়ের প্রয়োজনের মধ্যেই এগুলি নিহিত।

ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গের মধ্যে সরকারী প্রশাসনের সমস্যাবলীকে কোনোক্রমেই পর্যবসিত করা চলে না। সেটা হবে বিষয়টির অতি-সরলীকরণ। যে নিয়ামন ও আত্মনিয়ামন প্রক্রিয়ার ফলে সমাজ একটা অখণ্ড ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে, ভারসাম্য ও অগ্রগতি বজায় রাখতে পারে সেই প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতার সাথে সমস্যাগুলি জড়িত। অন্য কথায় এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে সমাজকে প্রভাবিত করার প্রশ্নই নয়ঃ জীবনের অর্থনৈতিক, সার্বজনিক ও

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলি নিরসনের প্রশ্নও এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা জানি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের সংঘাতে সাধারণ প্রবণতা হিসেবে উদ্ভূত হয়ে নিয়ামনের প্রভাব স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। কিন্তু এটা প্রশাসন সংস্থা, প্রথমত রাষ্ট্রের **সচেতন** ক্রিয়াকলাপের ফলশ্রুতিও বটে।

জটিল আধুনিক প্রশাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্য প্রশাসনের সাংগঠনিক-প্রায়োগিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে যে প্রভেদ তা গুরুত্বসহকারে নির্ণয় করতে হবে। তাৎক্ষণিক শ্রম প্রক্রিয়া, তার বিভাগ এবং প্রয়োগগত সাজসরঞ্জাম, তথা সংক্ষেপে, উৎপাদিকা শক্তির মানের দ্বারা **সাংগঠনিক-প্রায়োগিক** কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। নির্দিষ্ট প্রয়োগকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মের বণ্টন, সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের বিভিন্ন উপ-বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার নির্দিষ্ট বহিরঙ্গ, উপকরণ ও প্রয়োগবিষয়ক সরবরাহের সংগঠন, সাথে সাথে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং পরিচালনগত উপাদানের পরস্পর অধীনতা ও সমন্বয়।

কিন্তু প্রশাসন সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে ঃ এর **সামাজিক-অর্থনৈতিক** দিক ঠিক যে পরিমাণে সদাসর্বদা শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, সেই সম্পর্কে। অন্যভাবে বলা চলে, শাসকশ্রেণীর (অথবা শ্রেণীসমূহের) স্বার্থে প্রশাসন রূপ পায় কার্যত সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রমে। স্বভাবতই প্রশাসনের এই দিকটি নির্ভর করে সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রধান রূপ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের উপর। উৎপাদিকাশক্তির মানের উপর নয়।

প্রশাসনের এই দুই কার্যক্রম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অনুসিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত হলে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসমন্বিত দেশসমূহের মধ্যেও সাংগঠনিক ও কলাকৌশলগত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকতে পারে। তার অর্থ এই যে, প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুধাবন ও অনুসরণ করা যেতে পারে। লেনিন বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা তা-ই করবো। **সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য** শীর্ষক নিবন্ধে লেনিন লিখেছেন, "পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক কৃতিত্বের সাথে সোভিয়েত শক্তি এবং সোভিয়েত প্রশাসন সংগঠনের সমন্বয় সাধনে আমাদের সাফল্যের উপরই সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনা যথার্থরূপে নির্ভর করে" (**সংগৃহীত রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯)। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে তোলার ক্ষেত্রে সদর্থক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুধাবন ও তার প্রয়োগ হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

একথা বোঝাই যায়, প্রশাসনের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে কোনো সাদৃশ্য নেই, আর তা থাকতেও পারে না। বুর্জোয়ারা, তাদের স্বার্থে সমাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। এই সব প্রতিষ্ঠান যত প্রতিনিধিত্বমূলকই হোক না কেন, বুর্জোয়া প্রশাসন শ্রমজীবী জনতার বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং তারই ফলস্বরূপে তার চরিত্রটাই হয় অ-গণতান্ত্রিক। বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সর্বপ্রকারেই, সংখ্যালঘুর গণতন্ত্র ; ব্যক্তিগত বিষয়-আশয়, শোষণ এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে এই গণতন্ত্র, সুদৃঢ় করে ও রক্ষা করে।

মার্কসবাদী মনীষীদের এক আগ্রোহোদ্দীপক আলোচনায় পুঁজিবাদী প্রশাসনের শ্রেণী নির্যাস বিশ্লেষণ করা হয়। এ আলোচনার একটি বিবরণ, ওয়ার্ল্ড-মার্কসিস্ট-রিভিয়ু-এর ১৯৭৩ সালের জুন সংখ্যায় এবং অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমি তাই একটি বিষয়েরই উল্লেখ করতে চাই। বর্তমানে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হচ্ছে। ব্যাপকভাবে দাবি করা হচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে এক্ষেত্রে তাদের নীতিগত মৌলিক পার্থক্য আর নেই।

নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, পুঁজিবাদী সমাজের শাসকশ্রেণী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধুনিকীকরণের জন্য সব কিছুই করে থাকে এবং উন্নততর মাত্রায় উৎপাদনের সামাজিকীকরণ, পুঁজির ঘনীভবন এবং সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে এক-চেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন প্রয়োজনের সাথে তাকে খাপ খাইয়ে নেয়। সেই কারণেই, এমন কি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতাকে ধার করেও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও অনুক্রম তৈরি করার পরিকল্পনা প্রবর্তন ও প্রশাসন কেন্দ্রীকরণ প্রয়াসে রাষ্ট্র-একচেটিয়ার বহিরঙ্গগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

স্পষ্টতই, অর্থনীতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বর্তমান পুঁজিবাদের কিছু সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, প্রথমত, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্রই এমন যে তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘতা এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রাধান্য অর্থনৈতিক জীবনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে দেখা দেয় বলে সম্ভাবনাগুলি সীমিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজির প্রশাসনের আংশিক কেন্দ্রীকরণ মৌল শ্রেণী লক্ষ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। বিপরীতক্রমে, বৃহৎ ব্যবসায়ের স্বার্থে আরো ভালোভাবে কাজ করার জন্যই তা চিহ্নিত হয়ে থকে।

বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া যন্ত্রের হাতে প্রশাসনিক কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ অধিকতর পরিমাণে শ্রমিক-শ্রেণীর সাথে তার বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সীমিত-করণ। পরিচালনার সর্বাধুনিক কলাকৌশল এবং "সামাজিক নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত একদল উৎকৃষ্ট পেশাদারী পরিচালক ও সোশাল ইঞ্জিনীয়ার-এর প্রভাব বাড়ছে। ফল হচ্ছে প্রশাসনে প্রযুক্তিবিদদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে সাধারণ শ্রমিকরা পরিচালন ব্যবস্থার কর্তা নয় ; তারা পরিচালন ব্যবস্থার অধীন। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া যন্ত্রের হাতে প্রশাসনিক কাজ-কর্মের কেন্দ্রীকরণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক-শিল্প সমাহারের সীমাহীন ক্ষমতা উৎসাহিত হচ্ছে।(১)

---

১ সেনর নেলম্যান, মার্কিন রাজনীতিবিজ্ঞানী ও সাংবাদিক পেণ্টাগনকে "রাষ্ট্র পরিচালন"-এর সংহত রূপ এবং রাষ্ট্র প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংযোগসূত্র হিসেবে দেখে থাকেন। তিনি লিখেছেন,

অবশ্যম্ভাবীভাবে জনবিরোধী পুঁজিবাদী প্রশাসন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইতিহাসে, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন উপস্থিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি থেকে তার বিকাশপর্বের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বর্তমানে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে, অন্যান্য বহু দেশ উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ শুরু করেছে অথবা করতে চলেছে, তখন সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলি জোরালোভাবে সমুপস্থিত।

নিয়ন্ত্রিত এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হিসেবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজকে, প্রশাসনের বিষয়রূপে বিচার করলে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজের থেকে গুণগতভাবে অনেক বেশি উন্নতস্তরের একাত্মতা রয়েছে এই সমাজের। এ হচ্ছে সেই **অর্থনৈতিক** একাত্মতা যার উদ্ভব, উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য থেকে, প্রযুক্তিবিদ্যায়, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সাফল্য এবং সর্ববিধ প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে। এ হচ্ছে এক সামাজিক একত্ব, যার উদ্ভব পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী, শোষণ ও প্রতিযোগিতার সম্পর্কের অস্তিত্বহীনতা থেকে, ব্যক্তি ও সমাজ এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মৌল স্বার্থের ঐক্য থেকে। শেষত, এ হচ্ছে এক **মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক** একত্ব, কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী লক্ষ্য অনুসরণকারী পার্টির অস্তিত্ব নেই, সর্ববিধ মানবশক্তি ও উপকরণ সম্পদ সাধারণ সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত, বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিতে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার কারণেই এই একত্ব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য স্বাভাবিকভাবেই এক নতুন ধরনের প্রশাসন প্রয়োজন। ইতিহাস এই সর্বপ্রথম সমরূপবিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত প্রশাসন এবং **গোটা সমাজ** পরিকল্পনাকে অখণ্ড এক সামাজিক অঙ্গরূপে, জীবনের অর্থনৈতিক, সার্বজনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি বাস্তব সত্তা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে।(১) এইটেই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য (আর, সেই হেতু অন্যতম প্রধান সুবিধাও বটে)।

তাছাড়া, মূলত সার্বজনিক স্বার্থের সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বার্থ বেশ কিছুটা সমধর্মী হলেও, সার্বজনিক স্বার্থ, জনসাধারণের ওপর অন্ধ, বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে না; বরং একে দেখতে হবে এক সচেতন ও পরিকল্পিত ফলশ্রুতি, একটি অর্জিত লক্ষ্য হিসেবে। সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ঐক্য, সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণে ও সে লক্ষ্য অর্জনে সকলের প্রয়াস সংহত করতে, জনগণকে সক্ষম করে তোলে। পরিণামে, সমাজের সমস্ত সদস্যের সচেতন যৌথ ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সাধারণ নিয়মনিষ্ঠা প্রতিভাত হয়। তাদের সম্পর্ক হয়ে ওঠে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের।

তাই, **সমাজ প্রগতির নিয়ন্ত্রণে বিষয়ীগত উপাদানের অভাবনীয় ভূমিকা বৃদ্ধি,** বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ভূমিকা বৃদ্ধি। সুতরাং, ফলস্বরূপে, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন হচ্ছে সচেতন, পূর্বে বিস্তারিত লক্ষ্য, অনুক্রম, পরিকল্পনা এবং পূর্বাভাসের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ের বৈজ্ঞানিক নিয়ামক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির উপর তা—শুধুমাত্র পৃথক পৃথক উপাদানের সচেতন প্রভাবই নয়।

সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের আর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এতে প্রশাসক ও প্রশাসিত, শাসক এবং শাসিতের মধ্যেকার দূরত্ব বিলীন হয়, যা নাকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় **অটুট** থাকে। জনগণের নিজস্ব সৃজনশীল প্রয়াস এবং জনগণের কর্মশক্তি ও উদ্যোগের সংহতি হিসেবেই প্রশাসন বিকশিত হয়।

এবং অবশ্যই, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন মূলগতভাবে পুঁজিবাদী প্রশাসন থেকে ভিন্নতর **লক্ষ্য** অনুসরণ করে। স্বাধীন, উজ্জ্বল, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের যাতে বিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্বের সমস্ত সৃজনশীল সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা যায়, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারই উপকরণ ও নৈতিক অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা।

সংক্ষেপে বলা চলে, সমাজের সমস্ত সদস্যের স্বার্থে **সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বাস্তব নীতি ও প্রগতিশীল প্রবণতার জ্ঞান ও প্রয়োগের ভিত্তিতে গোটা সমাজব্যবস্থা কিংবা তার অঙ্গীভূত অংশের উপর জনসাধারণের রীতিবদ্ধ, সচেতন, উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রভাব (উৎপাদন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, শিল্প, উদ্যোগ ইত্যাদি)** হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈজ্ঞানিক প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অতীতে আর কখনো একটি সংস্থার হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এতটা পরিমাণে সংহত হয় নি। পেণ্টাগনের ৮০ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক বাজেট বরাদ্দ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা, উপকরণ ও মনুষ্যশক্তি সম্পদের ওপর পেণ্টাগনকে অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী করেছে (এস নেলম্যান পেণ্টাগন ক্যাপিট্যালিজম—**দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব ওয়ার** এন ওয়াই, ১৯৭১, পৃঃ ৬)। পেণ্টাগন এই বিরাট শক্তি, সামরিক, সাম্রাজ্যবাদী, মানবিকতা-বিরোধী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

১ সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশাসন বিষয়ে রীতিনির্দেশিকায় সমস্যাবলী সংক্রান্ত বহু গবেষণামূলক রচনা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাম্প্রতিক সোভিয়েত রচনাবলীর মধ্যে ও এস্ আরবাসোভা লিখিত "সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসন বিষয়ে অখণ্ড রীতিনির্দেশিকার প্রশ্নে" রচনাটি (**সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশাসন,** মস্কো, ১৯৭৪) এবং এল্ কে নৌসেংকো লিখিত "সামাজিক প্রপঞ্চ সংক্রান্ত রীতিনির্দেশিকার পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে" (**বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের সমস্যাবলী,** ৮ম সংখ্যা, মস্কো, ১৯৭৪) রচনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

পারে। প্রশাসন-এর অর্থ, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী গঠন-কর্মের জন্য মানবিক, উপকরণগত ও অর্থকরী সম্পদের সংহতিকরণ।

সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব প্রকৃত গণতন্ত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিভাত। আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্য উন্নতমানের প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের পথ প্রশস্ত করে। সাথে সাথে, যা হোক, পুঁজিবাদে যা স্বাভাবিক, প্রশাসনের সেই উন্মার্গচারী বিরোধী চরিত্র দূরীভূত করে এটাই হয়ে ওঠে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের অনুষঙ্গ ও ভিত্তি। এতে, প্রশাসনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শ্রমের পরিপূর্ণ স্ফুরণ ও জনগণের সার্বজনিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রশাসনের কাজে জনগণের অংশগ্রহণে সম্ভবপর হয়।

স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির ঐক্য এবং গণ-উদ্যোগের উপর আস্থা স্থাপন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পর্কের ঐক্য ও অখণ্ডতার পূর্বশর্ত হিসেবে অনুমিত।

উদাহরণস্বরূপ, সি পি এস ইউ তার নেতৃত্বের ভূমিকা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, স্থানীয় শাসনসংস্থা, অর্থনৈতিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠান (ট্রেড ইউনিয়ন, ওয়াই সি এল)-এর মাধ্যমে কার্যকর করে থাকে।

রাষ্ট্রশক্তি এবং প্রশাসনের সংস্থা, সোভিয়েতগুলির কথাই ধরা যাক। এতে বিশ লাখেরও বেশি নির্বাচিত সদস্য রয়েছে (অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষই কলকারখানা, ক্ষেতখামার, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী), আর আরও অনেক সংখ্যক ব্যক্তিকে এর কাজে টেনে আনা হয়। প্রতিটি নির্বাচনেই অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে নতুন করে নির্বাচিত হতে হয়, যাতে প্রশাসনের কলাকৌশলের সাথে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় ব্যক্তি পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। ১৯৩৬ সাল থেকে, সর্বস্তরের সোভিয়েতসমূহে ২২ মিলিয়নেরও বেশি নারী পুরুষ ব্যবহারিক প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এর সাথে বিরাটসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী যোগ করতে হবে যারা সোভিয়েতগুলির ডেপুটিদের সাথে সোভিয়েতের স্থায়ী কমিশন (শিল্প, কৃষি, যানবাহন ও যোগাযোগ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত)-এর কাজে অংশগ্রহণ করেছে। তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের কর্মাবস্থা অনুধাবন করে আর সোভিয়েতগুলি যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সম্পর্কে সুপারিশ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় শাসনসংস্থার কাজে এ ধরনের ২৫ মিলিয়নেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী ব্যাপৃত।

পরিচালনব্যবস্থায় শ্রমিকদের কার্যকর অংশগ্রহণের একটি রূপ হচ্ছে কারখানায় কারখানায় উৎপাদন সংক্রান্ত স্থায়ী পরামর্শসভা। গোটা দেশজুড়ে এর সংখ্যা ১৬৭,০০০-রও বেশি। নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ৬০ লাখেরও বেশি। শুধুমাত্র, ১৯৭২ সালেই এই সভাগুলি, ১,৭৮৬,০০০টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আর তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি প্রস্তাব কার্যকর করা হয়েছে।

একটা বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার যে, শ্রমজীবী জনসাধারণ শুধুমাত্র কারখানা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি ও সামাজিকনীতি নির্ধারণে সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেই সক্রিয় অংশ নেয় না, এমন কি প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সরকারী সংগঠনগুলির কার্যক্রমে ফলপ্রসূ দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণ কার্যকরও করে। জনগণের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় প্রায় ৯ মিলিয়ন লোকের অংশগ্রহণের ঘটনা থেকে এ কাজের ব্যাপকতা বোঝানো যায়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। সমাজজীবনে এবং সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজতান্ত্রিক নিয়মবিধি ও শৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণে এবং আইন প্রণয়নে উৎকর্ষসাধনে সরকারী সংগঠনগুলির বিশেষভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা বেড়ে চলেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের মৌল সুবিধা এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে সোভিয়েত কমিউনিস্টদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সজাগ যে সমস্ত সুবিধাসুযোগই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে পরিণত হয় নি। এটা মনে করা মূর্খামি হবে যে, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনে কোনো ভুলভ্রান্তি এবং অযোগ্যতা ঘটতে পারে না এবং এই প্রশাসন অনুমোদনের অযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। সমাজতন্ত্রে এগুলি বিশেষভাবে বিপজ্জনক, কারণ এ থেকে গুরুতর বিচ্যুতি ও ভারসাম্যহীনতার উদ্ভব ঘটে। আমাদের সিদ্ধান্তকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রয়োগকৌশল ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত বহু সমস্যার সমাধান করা যায় নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রত্যক্ষ প্রশাসনে জনগণের ব্যাপকতর অংশকে (আর পরিণামে ব্যক্তিনির্বিশেষে সমাজের সবাইকে) টেনে এবং পরিণামে সার্বজনিক স্বায়ত্ত-শাসনে যে রূপ বিকাশলাভ করে প্রাধান্য অর্জন করবে, তার জন্য এখনো অনেক কিছু করা দরকার।

এভাবেই, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজের থেকে অনেক উন্নততর স্তরের কেন্দ্রীভূত সার্বজনিক প্রশাসন এবং শিল্প-পরিচালন সম্ভব করে তোলে। সমাজতন্ত্রের এটা হচ্ছে একটা বিরাট সম্পদ ও সুবিধা। সহযোগী উৎপাদক হিসেবে সমাজবদ্ধ মানুষ, যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রকৃতির সাথে তার বিনিময়ের নিয়মকে, অন্ধ শক্তি হিসেবে প্রকৃতির দ্বারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতিকে তাদের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে এনে এবং সর্বাপেক্ষা কম শক্তি ক্ষয় করে ও সর্বাধিক অনুকূল এবং মানব চরিত্রোপযোগী পরিস্থিতিতে এটা অর্জন (কার্ল মার্কস, ক্যাপিট্যাল বুক—৩, পরিচ্ছেদ—৪৮) এর উদ্দেশ্যে, সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজজীবনের পরিকল্পিত নিয়ামকের পথ প্রশস্ত করে।

আশ্চর্যজনক নয়, সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের এই দিকটার উপরই সাম্যবাদ-বিরোধীরা সবচেয়ে জোরালোভাবে আক্রমণ করে, তারা আমাদের ব্যবস্থার নিরেট ঐক্যকে এই কথা বলে দুর্বল করার অভিপ্রায় পোষণ করে যে, সমাজতন্ত্রের আওতায় কেন্দ্রীকরণ ব্যক্তিকে অবদমিত করে নেতৃত্বের

পদ্ধতিতে 'একদলীয় শাসন'-এর পথ প্রশস্ত করে। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ, যে কেন্দ্রীকরণের সম্মুখীন হয় এবং যার জন-বিরোধী সারমর্ম তারা নিজেরাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তার সাথে সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের যে মূলগত প্রভেদ রয়েছে, একথা সাম্যবাদ-বিরোধীরা মানে না। এ ঘটনাও অগ্রাহ্য করা হয় যে, বুর্জোয়া প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ, যেখানে শ্রমজীবী জনগণের উপর ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক কিংবা অর্থনীতি-বহির্ভূত কাজকর্মে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ প্রয়োগ করে, জনগণের অন্যান্য সমস্ত গোষ্ঠীর দমনপীড়ন তাদের উপর চালায়, সেক্ষেত্রে, সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূভাবে জাতীয় পরিসরে সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্র, প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ, **শ্রমজীবী জনতার ক্ষমতার** সাংগঠনিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রয়োগ করে থাকে। সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে পূর্বেই ধরে নেওয়া হয় যে, কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রের মধ্যে ঐক্য থাকবে। আর এ শুধু দুটি প্রস্তাবের পাশাপাশি অবস্থান নয়, এ হচ্ছে এক এবং অভিন্ন নীতির দুটি দিক; কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যতীত যেমন সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তেমনি যথার্থ গণতন্ত্র ব্যতীত কোনো সমাজতন্ত্রেরও অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ যত বেশি পরিমাণেই থাকুক না কেন, একমাত্র সেটাই সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনকে একমাত্র তখনই সমাজতান্ত্রিক বলা চলে যদি তা **গণতান্ত্রিক** কেন্দ্রীভূত প্রশাসন হয়।(১) এটা বহুল পরিমাণে দেখানো হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র তখনই সাফল্যের সাথে বিকাশলাভ করে যখন কেন্দ্রীকরণ ব্যাপক গণতন্ত্রের ভিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্ম-প্রয়াসের উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সুতরাং, "পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ না থাকলে সফল সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।"(১)

সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ উৎকর্ষসাধনই কেন্দ্রীকরণ পরিহারের ইঙ্গিত দেয় না। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বিপ্লবের সাফল্য এবং অখণ্ড শিল্পীয় যান্ত্রিকীকরণ যার পশ্চাৎপট হচ্ছে, উৎপাদনের উন্নতস্তরের সামাজিকীকরণ ও ক্রিয়াকলাপের সর্ববিষয় এবং জীবনের পরিকল্পিত বিকাশ; তারই ভিতে প্রতিষ্ঠিত উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য আবশ্যিক-ভাবেই কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের প্রয়োজন। অন্যথায়, যথার্থই তা কাজ চালাতে অক্ষম হয়ে উঠবে।

যাই হোক, সমাজতন্ত্র বিকাশের সর্বস্তরে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল জুড়ে অপরিবর্তিত থাকবে। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের নীতি ও পদ্ধতির কোনো বিবর্তন ঘটবে না, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের রূপ উন্নত ও নমনীয় হয়ে ওঠে। উন্নত সমাজ-তন্ত্রের পরিবেশে **ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্রিয়া-কলাপ পুনর্বণ্টনের** এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা চালু থাকে, যা নিম্নতন বিভাগগুলির উপর কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সামান্য তদারকি থেকে শুরু করে, গণ-উদ্যোগ ও জনগণের সৃজন-শীলতার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণের জন্য, স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান ও যৌথ কর্ম প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও কর্তৃত্বসহ অধস্তন বিভাগগুলিকে নীতি-গত পথনির্দেশ বিশদীকরণের কর্তব্য ন্যস্ত করে।

এ ব্যাপারে, সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, যৌথ কর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির ও উৎপাদন পরিচালকদের অধিকারের লক্ষ্য-ণীয় সম্প্রসারণসহ সোভিয়েত ইউনিয়নে যা চালু হয়েছে সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিচালনের পুনর্গঠন বিষয়টি। উৎপাদন উদ্যোগগুলির মুনাফা, উৎপাদনবৃদ্ধি, পুরস্কার, বোনাস ইত্যাদির আকারে উৎসাহ প্রদান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয় (রাষ্ট্র-পুঁজির সহযোগে)। এই ফাণ্ডগুলির পরিচালনা পুরোপুরিভাবে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-উদ্যোগের শ্রমিকরাই করে থাকে। ফলে, তাদের নতুন অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

উৎপাদন-উদ্যোগগুলির অধিকার সম্প্রসারিত করে অর্থ-নৈতিক সংস্কার উৎপাদন দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। যাই হোক, সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের সভায় যেভাবে বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়েছে, তা এই, এই সংস্কার এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনের **গুণগত** মাননির্দেশক গড়ে তুলতে সাহায্য করে নি। **যা কিছু রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলসাধন করে তা-ই প্রতিটি শ্রমিক ও যৌথ কর্মপ্রতিষ্ঠানের মঙ্গলসাধন করে।** যে পরিস্থিতি এই নিশ্চিতি দেবে তা সৃষ্টি করার কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে এই সভায়। এই অবস্থা, জোরালো পরি-কল্পনা গ্রহণ, শ্রম উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন দক্ষতার উন্নতি, উপকরণ ও শ্রম সঞ্চিতি বিনিয়োগের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবহার নতুন নতুন প্রয়োগকৌশল ও ডিজাইনের দ্রুত প্রবর্তন, এবং উৎপাদনের গুণ ও কলাকৌশল মানের উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবে।

অতীতে আমাদের কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার অন্যতম একটি ত্রুটি ছিল। তার গতিধারা ছিল প্রধানত একপেশে, "উৎপাদক-সম্ভোগকারী দৃষ্টিভঙ্গি, এর বিপরীত সম্ভোগ-কারী-উৎপাদক" সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিটা ছিল ক্ষীণ। এটা, উৎপাদকদের প্রাধান্যই সম্ভব করে তুলেছিল, এবং পণ্যের গুণাগুণ ও শ্রেণীবিন্যাস অথবা পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নি। ফলস্বরূপ, কিছু কিছু পণ্যের বাড়তি মজুত ও অন্যান্য জিনিসের ঘাটতি দেখা গেছে।

সম্ভোগকারী-উৎপাদক সম্পর্কের জন্য পরিচালন-

---

১ এটা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয় হবে যে কেন্দ্রীকরণের সপক্ষে বলতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক **কেন্দ্রীকরণের** পক্ষেই বলি। (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬)

১ লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলী**, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কারুকৌশল কাঠামোর পুনর্গঠন এবং প্রশাসন কাঠামোর সমস্ত ইউনিটের পারস্পরিক অধীনতা ও সহযোগিতার সমন্বয়সাধনের নতুন নতুন রূপের প্রয়োজন। এই পদ্ধতির যে গুণটি সপ্রমাণিত, তা হচ্ছে, সরবরাহকারী ও সম্ভোগকারীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, যা অবশ্যই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সুযোগ রাখে। সম্ভোগকারীদের পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রতি শিল্পের দ্রুত, নিরবচ্ছিন্ন, "স্বতঃস্ফূর্ত" প্রতিক্রিয়ার জন্য অন্যান্য পন্থারও প্রয়োজন।

সম্ভোগকারীদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য মিশ্র উৎপাদন সংস্থা ও উদ্যোগের কার্যকলাপ হিসাব-নিকাশ ও পরিমাপ করার জন্য পুরোপুরি এক নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন, কাজের ফলাফলের চূড়ান্ত হিসাব করণে, ফাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্ধারণে, শুধুমাত্র প্রধান প্রধান পণ্যের সর্বমোট বিক্রয় ও উৎপাদনের দ্বারা নির্দিষ্ট কাজ এবং অঙ্গীকার পূরণের হিসাবই নেওয়া হবে না, চুক্তি, অর্ডার এবং কোটা-শীটে নির্দিষ্ট গোটা উৎপাদন সম্ভারের হিসাব নেওয়া হবে।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অর্থনৈতিক গঠনকর্মের দুটি কেন্দ্রীয় বিষয় লক্ষ্য করা হয়েছে : যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিতের উপর রেখে পরিচালনের উন্নয়ন করা এবং সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান করে জনগণের সমাবেশ ঘটানো। তদনুসারে, সি পি এস ইউ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ আর পরিচালনব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত, পরিকল্পিত ভিত্তি শক্তিশালী করার দিকে সদাসর্বদা লক্ষ্য রাখে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্তগুলিতে এ অবস্থান সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিরাট সাফল্য লক্ষ্য করার সাথে সাথে পরিকল্পনার বেহিসাব এবং পরিকল্পনা লঙ্ঘনের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে বৈষম্য এবং সময়ের অপচয় আর কাজে তাড়াহুড়ো করার ভাব দেখা দিতে পারে। উৎপাদন পরিকল্পনার অর্থ-বিনিয়োগের সাথে কাঁচামাল ও মৌলিক যন্ত্রাংশের সমর্পণ পরিকল্পনা দৃঢ়সংবদ্ধ করার জন্য এখনো পর্যন্ত অনেক কিছুই করতে হবে। যার জন্য উপকরণ ও কারুকৌশলের সরবরাহে প্রভূত পরিমাণ উন্নতি প্রয়োজন। সঙ্কীর্ণ বিভাগীয় এবং সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান জানিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি সর্বপ্রথম ও সর্বোপরি গোটা সমাজের স্বার্থেই পরিচালিত হবে। অবশ্য তেমনিভাবে তাকে স্থানীয় ও বিভাগীয় স্বার্থের প্রতিও নজর রাখতে হবে; পরিকল্পনা লঙ্ঘনকারীদের দায়াবদ্ধ করার দাবিও তাকে জানাতে হবে।

অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে পাওয়া প্রতিটি রুবেলের জন্য অধিকতর দায়িত্ববোধ এবং অর্থবিনিয়োগ থেকে সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিদান।

রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি ও কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক প্রশাসনকে, উৎপাদন-উদ্যোগ এবং মিশ্র-উৎপাদন সংস্থার চলতি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ না করতে এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, শিল্পের নীতিসম্মত বিকাশের সমস্যাবলী এবং সমগ্রভাবে গোটা অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদ্যাবিষয়ক প্রগতির উন্নত হার সুনিশ্চিত করার জন্য দৃষ্টি সংহত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন ও পরিচালনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার উপাদান অবিরত উন্নয়নের কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর সম্প্রসারণ এবং তার মধ্যে শ্রমজীবী জনগণকে টেনে আনা সাম্যবাদ গঠনের এক অপরিহার্য শর্ত। ১৯৭৪ সালের ১৫ মার্চ, আলমা-আতাতে একটি বক্তৃতায় লিওনিদ ব্রেঝনেভ নতুন করে এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। কৃষি সম্বন্ধীয় পরিচালনব্যবস্থার রূপরেখা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, এর লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পরিচালন এবং চলতি উৎপাদন ও পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা বিবেচনার ব্যাপারে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ সুসংবদ্ধভাবে জড়িত হয়।

অর্থনীতির পরিচালনব্যবস্থা ও গোটা সমাজ প্রশাসনের যুগপৎ কেন্দ্রীভূত ও গণতান্ত্রিক চরিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস্তব হয়ে উঠেছে। আর শ্রমজীবী জনগণ নিজেদের স্বার্থে সমাজ পরিচালনা করার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। আজকের অভিজ্ঞতা বিরাট এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কের অধিকতর উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে; এ অভিজ্ঞতা অ-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবী জনতার কাছে তাদের পুঁজি-বিরোধী সংগ্রামে এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রশাসন ও পরিচালনব্যবস্থা বিরোধী সংগ্রামে উৎসাহব্যঞ্জক নিদর্শন হিসেবেও কাজ করতে পারে।

একটি প্রাচীন দেশের নবরূপ

মঙ্গোলিয়ার লোকায়ত প্রজাতন্ত্র সফরের একটি বিবরণ—ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল কর্তৃক লিখিত। দলে ছিলেন—লারবি বুহালি (আলজিরিয়া), তাদ্যুৎস রেবিয়াক (পি ইউ ডব্লিউ পি), ইদ্রিস কক্স (সি পি গ্রেট বৃটেন) এবং অটো সানচেজ (গুয়াতেমালার পার্টি অব্ লেবার)

আমরা মঙ্গোলিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশটিতে সফরের জন্য এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম। অবশ্যই আমরা তার মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সমাজতন্ত্রবাদে অতুলনীয় উল্লম্ফনের কথা এবং মঙ্গোলিয়ার পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি যে ঐ সুপ্রাচীন দেশের চেহারা নতুন ধাঁচে গড়ে তুলেছে তার দুঃসাধ্য কর্তব্য পালনের কাহিনী শুনেছিলাম ও পড়েছিলাম। কিন্তু তবুও, সম্ভবত স্কুলজীবন থেকে আমাদের স্মৃতিতে একটা ছবি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল যাতে ভেসে ওঠে উচ্চ পর্বতশ্রেণীর এবং অনুর্বর শুষ্ক তৃণবিহীন নিষ্পাদপ প্রান্তরের ছবি যার মাঝে মাঝে পশুপালক যাযাবরদের তাঁবু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এখন, ফ্রান্স, বৃটেন, আয়ার্ল্যান্ড, স্পেন এবং পর্তুগালের সমগ্র আয়তনের তুলনায় বৃহত্তর এই দেশ দেখার পর আমরা কেবল উপলব্ধি করেছি তা-ই নয়, স্বচক্ষে দেখেছি যে ৫০ বছরে কী বিপুল কর্মকাণ্ড সাধিত হয়েছে।

মঙ্গোলিয়ার রেড হিরো উলানবাটর। স্থায়ী জমাট বরফের সীমান্ত রেখার উত্তরে অবস্থিত এই নগরী অতি সম্প্রতি যাকে পশমী তাঁবুর রাজধানী বলা হত তা এখনও তার নামের মহিমা বহন করছে। মঙ্গোলিয়ার লোকায়ত প্রজাতন্ত্রের যখন উদ্বোধন হয়, উলানবাটর (তখন বলা হত উরগা) সম্পূর্ণতই ছিল ইয়ুরতের শহর, এগুলি ভাঁজ করা এক ধরনের পশমী তাঁবু যা জাফরী কাটা কাঠামোর ওপর টাঙ্গানো হত। তাছাড়া ছিল রোদে পোড়ানো ইটের কুটির ও লামাদের মঠের শহর। আমাদের বলা হয়েছিল যে দীর্ঘদিন ধরে এমন কি সরকারী দপ্তরগুলিও ছিল ইয়ুরতে। আর সেই জায়গায় আমরা দেখলাম, এক আধুনিক শহরকে যেখানে বিস্ময়কর বৃহৎ অট্টালিকা, মনোরম সরকারী বিল্ডিং এবং উঁচু গৃহশ্রেণী, স্কোয়ার, বৃক্ষরাজি শোভিত রাজপথ ও পার্ক-এর সু-পরিকল্পিত রাস্তা।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়ার রাজধানীতে, এগুলি আমাদের মনে রেখাপাত করলেও এর থেকে বড় অনেক কিছু ছিল। আধুনিক নির্মাণ শিল্পের সাক্ষ্য স্বরূপ রেড হিরোর চতুর্দিকে বিশাল বিল্ডিং মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এগুলি হল সে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যথা, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ছাপাখানা, খাদ্য এবং অন্যান্য ভোগপণ্য সামগ্রী। আমরা দেখলাম উলান বাটরের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান পশম তৈরির একটি প্ল্যান্ট, সেই সঙ্গে দেখলাম নবতম একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মদ চোলাই এবং ঠাণ্ডা পানীয়ের কারখানা। উলান বাটরের প্রাচীন এবং নতুন কারখানাগুলিতে আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তিত হয়েছে।

মঙ্গোলিয়াতে উলান বাটরই একমাত্র শিল্পনগরী নয়। উৎপাদিকাশক্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনের জন্যে নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। আমরা দুটি নতুন অঞ্চল পরিদর্শন করলাম: একটি হল বুলগান আইমাকের তামা এবং মলিবডেনামে সমৃদ্ধ অঞ্চলের আর্ডেনেটের পিণ্ড পরিশোধন কারখানা এবং অন্যটি নতুন শিল্প বিকাশের কেন্দ্র দারখান নগরী।

দারখান হল আধুনিক মঙ্গোলিয়ার প্রতীক, আগামী দশ বা পনের বছরে সমগ্র দেশের চেহারা কী হবে এখানে তার পূর্ব লক্ষণ দেখা যাবে। ১৯৬১ সালে একটি ক্ষুদ্র বসতি থেকে এটি ৪২০০০ জনসংখ্যার নগরে পরিণত হয়েছে, যাদের শতকরা ৮০ ভাগই ৩৫ বছরের নিচে। শিল্পের গুরুত্বের দিক থেকে এটি দ্বিতীয়, দেশের বৃহত্তম জ্বালানি এবং বাস্তু নির্মাণের কারখানার কেন্দ্র। বর্তমানে দারখানের উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ যদিও ভারী শিল্পজাত, তবে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা হচ্ছে যে খাদ্য এবং অন্যান্য ভোগপণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে এ প্রথম স্থান অধিকার করবে।

এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির শিল্প দপ্তরের প্রধান টি এস গুরবাদাম, জ্বালানি এবং ভূতত্ত্ব দপ্তরের মন্ত্রী এম পেলঝে এবং আলো এবং খাদ্য শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী পি দামদিন তথ্যের সাহায্যে শিল্পের বিকাশের বর্ণনা দিলেন। বর্তমানে, শিল্পের উৎপাদন হল মোট সামাজিক উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ। কারখানাজাত মালের পরিমাণ হল রপ্তানির অর্ধেক এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের খুচরো বিক্রয়ের অর্ধেক। ১৯৭১-৭৫ সালে শিল্পজাত উৎপাদন শতকরা ৫৬ ভাগ বাড়ার কথা, যাতে ১৯৭৫ সালে এটা মোট সামাজিক উৎপাদনের শতকরা ৪১ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ২৮·৫ ভাগ হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পিত শতকরা ৯·৩ ভাগের পরিবর্তে ১৯৭১-৭৩ সালে বার্ষিক শিল্প বিকাশের গড় হার ছিল শতকরা ১০·৫ ভাগ।

পার্টির শিল্প নীতির মধ্যে প্রধান ঝোঁকগুলির কথা আমাদের বলা হয়েছে। কমরেড গুরবাদান বললেন, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ করার জন্যে এবং দেশের কাঠামোকে কৃষি-শিল্প থেকে শিল্প-কৃষিতে রূপান্তরিত করার জন্যে কারখানাজাত পণ্যের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে শিল্প বিকাশের উচ্চ হার বজায় রাখা প্রয়োজন। ১৯৬০ সালে শিল্পের ভাগ ছিল কৃষির একটা ভগ্নাংশ মাত্র, কিন্তু ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে এই সম্পর্ককে পরিবর্তিত করতে হবে।

পার্টির ষোড়শ কংগ্রেস যে মূল কর্তব্যগুলি উপস্থিত করেছে তার একটি হল উৎপাদনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি। এই দায়িত্ব পালনের জন্যে, মঙ্গোলিয়াকে অবশ্যই অর্থনীতিতে সাংগঠনিক ত্রুটি দূর করতে হবে, আরও দক্ষতার সঙ্গে তার বৈষয়িক, আর্থিক এবং শ্রম সম্পদের ব্যবহার করতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় কমাতে হবে, অযোগ্যতার অবসান ঘটাতে হবে, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিক সাফল্যগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। ব্যয় সংকোচ এবং অব্যবহৃত সুপ্ত শক্তিগুলিকে ব্যবহরের জন্যে দেশব্যাপী প্রয়াস চালাতে হবে।

তাদ্যুৎস রেবিয়াক, ডব্লিউ এম আর-এ পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধি।

মঙ্গোলিয়াতে আমি যা দেখে এসেছি সে কথা চিন্তা করার সময় আমি আমার দেশের ইতিহাসের দিকে এবং পোল্যাণ্ডের শিল্পের অভ্যুদয়ের দিকে তাকিয়েছি। সেটা ছিল পুঁজিবাদী অবস্থার সময়কার ঘটনা এবং এ ছিল একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। এর জোয়ার-ভাঁটার ফলে মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল আর হাজার হাজার ব্যক্তির জন্য দিয়েছিল দুঃখ ও দুর্দশা। শিল্পায়নের ঐ বেদনাদায়ক ধরন (যা প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডে সবে আরম্ভ হয়েছিল) অনিবার্য ছিল না। মঙ্গোলিয়ার শিল্পের উদাহরণ হল আরও দ্রুত এবং সুসঙ্গত বিকাশের নজির যার সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক অবস্থায় শিল্পায়নের নেতিবাচক ফলাফলগুলি জড়িত নেই।

মঙ্গোলিয়ার উদাহরণ এটাও প্রমাণ করে যে স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের পদ্ধতি ও রূপ কত নির্দিষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মঙ্গোলিয়াতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ঠিক প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য দীর্ঘকালের প্রস্তুতি রয়েছে। যেহেতু বিপ্লবের পূর্বে কার্যত তার কোনো শিল্প ছিল না। এটা ছিল বণ্টনের ক্ষেত্র অধিগ্রহণের, আর্থ এবং ঋণ ব্যবস্থা গঠনের এবং জাতীয় শিল্পের প্রাণ সৃষ্টির কাল। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের আগে দেশটি পুরোমাত্রায় সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কাজ শুরু করে নি। শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয়েরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, আর সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য ত ছিলই।

মঙ্গোলিয়ার এই বিশিষ্ট পথ সত্ত্বেও তার ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সাধারণ নিয়মগুলিও প্রযুক্ত হয়েছে—শোষকশ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সংহত করা হয়েছে, উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং রাষ্ট্র অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মঙ্গোলীয় অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন কেবল জনগণের ক্ষমতার অধীনেই চিন্তা করা যায়।

ইদ্রিস কক্স, ডব্লিউ এম আর-এ বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি বলেন,

নিজের শ্রমিকদের শোষণ করে, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে, সমুদ্র পারের লগ্নী থেকে বিপুল মুনাফা শোষণ করে, বৃটেন অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে, প্রাক্-বিপ্লবী মঙ্গোলিয়া ছিল অতি বেপরোয়া ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের লক্ষ্য বস্তু। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি, বিদেশী বাণিজ্যিক পুঁজি এবং মহাজনী পুঁজি দেশটির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে এবং জাতীয় অর্থনীতির পত্তন আটকে রেখেছিল। এমন কি বিপ্লবের তিন বছর পরেও, অর্থাৎ ১৯২৪ সালে, বিদেশী পুঁজির (বৃটিশ, জার্মান, চীন প্রভৃতি) পরিমাণ ছিল ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। অর্থনীতি ছিল পশ্চাৎপদ এবং ক্ষুদ্র জনসংখ্যা বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শিল্পায়নের পক্ষে এর থেকে প্রতিকূল পরিবেশের চিন্তা করা কারুর পক্ষে মুশকিল। তবুও মঙ্গোলিয়ার শিল্পায়ন হয়েছে, আর তা হয়েছে ৫০ বছরের মধ্যে।

উদাহরণ হিসেবে কয়লা শিল্পের কথাই ধরা যাক। দারখান অঞ্চলে শারিন গোল এ ওপেন-কাস্ট কয়লাখনিগুলি যার বার্ষিক উৎপাদন ১১ লক্ষ টন, দ্রুত বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। খনি এবং যানবাহন ব্যবস্থা অতি উচ্চাঙ্গের যন্ত্র নির্ভর। নতুন পরিকল্পনায় ২৫ লক্ষ টন উৎপাদনের এবং ঐ সঙ্গে প্রতি জন-সিফ্‌টে উৎপাদন ৫·৫ টনের জায়গায় ৮ টনের ব্যবস্থা আছে যা বৃটেনের তুলনায় অনেক বেশি।

এটা ঠিকই যে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদনের দিক থেকে বৃটেন অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্র ২৫০ বছরের প্রাচীন। তাছাড়া আরও, যেমন মার্কস লিখেছিলেন, বৃটেন হল একটি আদর্শ পুঁজিতান্ত্রিক দেশ যার দ্রুত শিল্প বিকাশের অস্বাভাবিক অনুকূল অবস্থা ছিল। একথা মনে রেখে, মঙ্গোলিয়ার জনগণের সাফল্যকে প্রশংসা না করে পারা যায় না, যার কৃতিত্ব তর্কাতীতভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট রূপান্তরণের ক্ষমতার ওপর আরোপ করতে হবে।

অটো সানচেজ, ডব্লিউ এম আর-এ গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবর-এর প্রতিনিধি।

মঙ্গোলিয়ার তুলনায় কয়েকটি পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কারিগরি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নিরূপণের উচ্চতর মানদণ্ড আছে, কিন্তু সম্ভবত পৃথিবীতে শতকরা ১০ ভাগের বেশি এরকম দেশ নেই। পশ্চিম গোলার্ধের ৫০টি রাষ্ট্র এবং ভূখণ্ডের মধ্যে মঙ্গোলিয়ার মতো জাতীয় অর্থনৈতিক কমপ্লেক্সের অনুরূপ খুব কম দেশেরই আছে এবং

খুব কম দেশের উচ্চতর শিল্প এবং সামাজিক সূচক আছে। আমার নিজ দেশ সমেত আমেরিকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশই অনুন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তাদের অর্থনীতি হল এক ফসলী অর্থনীতি এবং তাদের জনগণ জাতীয় এবং উত্তর আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হন। জনগণ চরম দারিদ্র্য এবং সাংস্কৃতিক বন্ধদশার মধ্যে বাস করেন। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার "সুবিধাগুলি" তুলনামূলকভাবে তার জৌলুস হারায়, অথচ মঙ্গোলিয়ার শিল্প অগ্রগতি যা পুঁজিতন্ত্রকে এড়িয়ে গেছে অনেক বেশি রেখাপাত করে।

আলজিরিয়ার **লারবি বুহালি** বলেন,

অনুন্নত দেশগুলির মঙ্গোলিয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষ করে অপুঁজিতান্ত্রিক পথ অনুসরণকারী অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে মূল্যবান। এ প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই যথেষ্ট নয়, তাদের অবশ্যই একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে এবং তা পরিচালনার জন্য জনগণকে টেনে আনতে হবে।

মঙ্গোলিয়ার উদাহরণ একটি বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বিপুল গুরুত্বের কথা প্রমাণ করে। দেশের শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গোলিয়ান পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি নিজেকে জনগণের মুক্তি আন্দোলনের শীর্ষে স্থান করে নেয় এবং নতুন সমাজ গঠনের জন্যে জাতিকে সমবেত করার কাজেও কৃতকার্য হয়। এই গঠনমূলক প্রক্রিয়ার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এম পি আর পি-র শতকরা ত্রিশ ভাগ সদস্যই শ্রমিক। এবং দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনের ওপর নির্ভর করে, যাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য হল সমাজতন্ত্র এবং তার পরে সাম্যবাদী সমাজ গঠন করা।

যৌথ শ্রম—সাফল্যের উৎস

হাজার হাজার বছর ধরে যাযাবর জীবনযাত্রা শুধু একটা ঐতিহ্য ছিল না পরন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজনও ছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে এটা কৃষি উৎপাদন, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্য একটা স্থায়ী জীবনযাত্রার প্রয়োজন ছিল এবং এর ভিত্তি গড়ে উঠছিল—এক শক্তিশালী বৈষয়িক, কারিগরি বনিয়াদ এবং জমি, গৃহপালিত পশু এবং সমবায়ী শ্রমের উপর।

দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও (জনগণের জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন করতে হয়েছে, শতাব্দীকালের রীতিনীতি ভাঙগতে হয়েছে এবং বহু শতাব্দীর মানসিকতার পরিবর্তন করতে হয়েছে), পার্টি এবং জনগণের রাষ্ট্র ঐ প্রতিষ্ঠিত জীবনে রূপান্তরণের জন্যে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

বিপুল অর্থ এবং সম্পদগুলি, যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দেয়, তা শীতকালীন আবাস, পশুখাদ্যের ভাণ্ডার, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র, খামার নির্মাণ, কমিউনিটি কেন্দ্র এবং ঐরকম কিছু নির্মাণের কাজে ব্যয়িত হয়। কেবল নগর এবং শহরই নয়, খামার কেন্দ্রগুলিও পশু চিকিৎসা, দোকান, বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন, নার্সারি, ক্লাব এবং লাইব্রেরির সুবিধা সমেত বসবাসের কেন্দ্র হয়ে পড়ছে। মঙ্গোলিয়ার তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত প্রান্তর সফরের সময় এবং একটি রাষ্ট্রীয় খামার ও বুলগান আইমাকে একটি কৃষি সমিতি সফরের সময় এগুলি দেখেছি।

ঐ সব জায়গায় যাওয়ার পূর্বে কৃষিমন্ত্রী এম, ডাসের সঙ্গে আমাদের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

তিনি জানালেন, মঙ্গোলিয়ার কৃষি বিপ্লবের পরে এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে তাকে আর চেনাই যায় না। যেমন পশু-প্রজনন এখন কৃষি উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ। ১৯২৪ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে গবাদি পশুর সংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বর্তমানে আমাদের দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ গবাদি পশু আছে। এবং মঙ্গোলিয়া পশু প্রজননের বিকাশ দ্রুততর করা এবং তার বৈষয়িক কারিগরি ভিত শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে ১৯০ কোটি তুগরিক অথবা সমস্ত লগ্নীর শতকরা ৩৫ ভাগ যাবে কৃষিতে এবং ঐ টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা পশু প্রজননে ব্যয় হবে।

প্রাক-বিপ্লব মঙ্গোলিয়া ছিল নিছক পশু পালনের দেশ। কিন্তু জনগণের ক্ষমতা দখলের পর, আমাদের পার্টি শস্য খামার গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ সুরু করল। যাই হোক, প্রথম ২০ বছরে, যখন জমিগুলির বেশিরভাগই তাদের নিজস্ব ছিল, আমরা পরিকল্পনা নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারি নি। যে পর্যন্ত দেশ বৈষয়িক এবং প্রযুক্তির দিক থেকে শক্তিশালী না হয়েছে সে পর্যন্ত বৃহদায়তন খামার নির্মাণ করা যায় নি এবং কো-অপারেটিভ আন্দোলনও প্রেরণা লাভ করে নি। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক জয়লাভ করল, এবং আমরাও আমাদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হতে পারলাম। বিগতদিনের যাযাবরেরা সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন লাভ করেছে, এবং বিপুলায়তন অহল্যা ভূমিকে ফলনশীল জমিতে রূপান্তরিত করেছে এবং খাদ্যশস্যে জাতির চাহিদা মিটিয়েছে। এটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড শক্তিকেই প্রমাণ করে। ষাট-এর দশকের পূর্বে সমস্ত শস্য এবং ময়দা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমদানি হত। এখন আমরা আমাদের শস্যের কিছু অংশের রপ্তানি করতে সক্ষম।

লারবি বুহালি

বুলগান আইমাকে মন্ত্রী আমাদের সমবায়গুলি সম্পর্কে যে সব সংখ্যা ও তথ্যের উদাহরণ দেন তা আমি লিখে নিয়েছিলাম। ১৯৩৭-এ প্রতিষ্ঠিত ইনগেটোলগো রাষ্ট্রীয় খামার গম এবং মাংসের জন্য পশুর ব্যাপারে বিশিষ্ট, উল্লেখযোগ্য লাভ করে। বিশেষ করে গম থেকে।

চোইবোলসান কো-অপারেটিভ খামার ২৩টি পরিবার

এবং এক হাজারেরও কম পশু নিয়ে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এদের আছে ৯৬ হাজার যার মধ্যে ৮৬ হাজার হল খামারের এবং ১০ হাজার হল তার সদস্যদের। এ বছরের অর্থকরী আয় সদস্যদের আয় সমেত হবে ৫০ লক্ষ তুগরিক। এই উল্লেখযোগ্য অর্থের মধ্যে, পশু প্রজনন থেকে আসবে শতকরা ৭৬ ভাগ, শস্য খামার থেকে আসবে শতকরা ২২ ভাগ এবং বিবিধ সূত্র থেকে দুই ভাগ। নীট আয় হল ৬ লক্ষ ৮২ হাজার তুগরিক।

সংখ্যাগুলির তাৎপর্য পরিষ্কার

জোত-জমি (আরাত)-কে কো-অপারেটিভ খামারে আনার সমস্যা যে মঙ্গোলিয়া সমাধান করতে পেরেছে ঐগুলি তার স্পষ্ট প্রমাণ, উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিজয়ের ঐগুলি হল সাক্ষী।

স্বভাবতই, আমরা খামারের কর্মীদের অবস্থা জানার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলাম। আমাদের বলা হল যে চোইবোলসান খামারের সদস্যরা মোট আয়ের শতকরা ৭৭ ভাগ কোনো-না-কোনোভাবে পেয়ে থাকে। এবং আমরা দেখলাম যে অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। উদারহণস্বরূপ, আধুনিক কুটির ঐখানে এবং ইনগোটোলাগো রাষ্ট্রীয় খামারে নির্মাণ করা হয়েছে এবং শতকরা ৮০ জনকে ঐ কুটিরগুলিতে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমরা বুলগান আইমাকের মধ্য দিয়ে আইমাক পার্টি কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড সোদনোমঝামতস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে সফর শেষ করলাম। তিনি যে তথ্যগুলি দিয়েছেন এখানে তার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করলাম : প্রতি হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৭০ জনের মোটর সাইকেল আছে, ৬০০ জনের রেডিও সেট এবং ৫০০ জনের সেলাই কল আছে। বেতন বেশ উঁচুদরের এবং পরিবারগুলি রেফ্রিজারেটর, কাপড় কাচার মেশিন এবং অবশ্যই অন্য সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা রাখে। প্রত্যেকের এগুলি নেই কারণ এই নয় যে তাদের অর্থাভাব কারণ হল বিদ্যুতের অভাব। প্রত্যেকটি জেলা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে তবে ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় এবং পশুপালকদের মাঠের তাঁবুর জন্য সে ব্যবস্থা নেই। লক্ষ্য হল দেশের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ করা এবং তাঁবু (ইয়ুর্ত-এ) বসবাসকারীদের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম কোনো (ইয়ুর্ত-এ) বসবাসকারীদের জন্য আধুনিক ঘরের ব্যবস্থা করা, কারণ ঐ তাঁবুগুলিতে আধুনিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কোনো কাজেই লাগে না।

অটো সানচেজ

মঙ্গোলিয়ার উদাহরণ এ প্রমাণ করে সমাজতন্ত্রবাদ অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে যা পুঁজিতন্ত্রে সমাধান অসম্ভব। আমাদের দেশও পশ্চাৎপদ কৃষি প্রধান দেশ। এমন কি শাসক সামরিক-ফাসিস্ত চক্র বিকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং বিদেশী পুঁজি পাওয়ার জন্য সবকিছু করছে। কিন্তু সমস্ত বিদেশী ইনজেকসন সত্ত্বেও গুয়াতেমালার কৃষি একটা স্থায়ী সংকটের আবর্তে পড়ে রয়েছে। এই দেশ ঘরোয়া চাহিদা পূরণের জন্যও এমন কি বেশি উৎপাদন করতে পারে না। অধিকাংশ কৃষকই অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের এবং তার ফলশ্রুতি ক্ষুধা ও রোগের মধ্যে বেঁচে আছেন। বেকারত্ব চরম। অথচ মুষ্টিমেয় একদল শোষক বিলাসে এবং বিদেশী লগ্নীকারকদের সঙ্গে একত্রে জনগণের সৃষ্ট সম্পদ থেকে সিংহভাগটাই আত্মসাৎ করে। কেবল সমাজতন্ত্রবাদই, যেমন একদিনের পিছিয়ে পড়া মঙ্গোলিয়া দেখিয়েছে, কৃষিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা যায় এবং জনগণের অবস্থার আমূল পরবর্তন করা যায়।

তাদেইউলজ রেবিয়াক

শিল্পে এবং কৃষিতে মঙ্গোলিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির অনেক উদাহরণ দেখানো যাবে। আমরা অনেক উৎসাহব্যঞ্জক ধারণা নিয়ে ফিরেছি, কিন্তু আমি অনুভব করি যে আমাদের প্রতিনিধি দলের কোনো সদস্যই পাঠকদের মনে এরকম একটা ধারণার উদয় হতে দেবেন না যে মঙ্গোলিয়ার কোনো গুরুতর সমস্যা নেই।

আমাদের কাছে কৃষিমন্ত্রী ডাশ বলেছিলেন যে, উদাহরণ স্বরূপ গত বছর আবাদী জমির মধ্যে কেবল শতকরা ১২.৩ ভাগ জমিতে সার ব্যবহার করা হয়েছিল এবং শতকরা ৩ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের মঙ্গোলিয়ার কমরেডরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই হিসাবগুলি প্রমাণ করে যে আমাদের অনেক কাজ বাকী আছে।

পশুখাদ্য হল আর একটা সমস্যা। পশু খামার এখনও প্রাচীন চারণভূমি ধাঁচের এবং প্রকৃতির খেয়ালের ওপর বিপজ্জনকভাবে নির্ভরশীল। পশুখাদ্যের মজুত করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, কিন্তু এ পর্যন্ত এ হল প্রয়োজনের এক পঞ্চমাংশ মাত্র।

যদিও অনেক সমস্যা আছে, কৃষিতে মঙ্গোলিয়ার অগ্রগতি এভাবেও যাচাই করা যায় যে শহর এবং গ্রামের জীবনের মধ্যে এতাবৎকালের দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান নিশ্চিতগতিতে অপসারিত হচ্ছে। তবে কৃষিতে দ্রুত বিকাশের জন্য পুঁজি লগ্নীর প্রয়োজন। এবং যদি মঙ্গোলিয়াকে কৃষি-শিল্পের দেশ থেকে শিল্প-কৃষির দেশে রূপান্তরিত করতে হয় তবে শিল্পেও অনেক বেশি লগ্নীর ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান কমরেড রেনটসেন পেলঝে-কে প্রশ্ন করেছিলাম কিভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অর্থ যোগান দেওয়া হয়।

চলতি পঞ্চম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনায়, তিনি বলেন, মঙ্গোলিয়া শিল্প-কৃষির দেশে পরিণত হওয়ার জন্য বিরাট পদক্ষেপ ফেলবে, তবে আমাদের চরম লক্ষ্যে পেঁছুতে অনেক দীর্ঘ সময় নেবে এবং আমাদের উৎপাদনের ক্ষমতা গঠনের জন্য দ্রুততর পদক্ষেপ করতে হবে। আমাদের হিসেব হল

'৮০ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা বার্ষিক ১২-১৩ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ থেকে ৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটবে, অন্যথায় সমাজতন্ত্রবাদ গঠনের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থের সংস্থানে অসুবিধা ঘটবে। এ পর্যন্ত এ ধরনের উচ্চতর বিকাশের হারের জন্য অর্থ সংস্থান আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা থেকে হয় নি। এটা কোনো গোপন কথা নয় যে মঙ্গোলিয়া অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত জাতিসংঘ থেকে মোটা সাহায্য পেয়ে থাকে। কিন্তু যেমন তৃতীয় (১৯৬১-৬৫) এবং চতুর্থ (১৯৬৫-৭০) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লগ্নী পুঁজির চূড়ান্ত অংশটা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঋণ হিসেবে এসেছিল, এখন এর অধিকাংশই আসে আমাদের জাতীয় আয়ের থেকে এবং আগামী বছরগুলিতে এটা আরও বাড়বে।

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

আমরা যখন আমাদের প্রথম গ্রাম্য স্কুল খুলি, আরাতরা যারা তখনও ধর্মীয় প্রচার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিল তারা তাদের পুত্রকন্যাদের স্কুলে পাঠাতে দিত না। তারা বলত, তাদের স্কুলের প্রয়োজন নেই, তারা চায় সরকার যেন তাদের জন্য মঠ গড়ে দেয় যাতে তাদের ছেলেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে তদনুযায়ী লামা হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রথম দিকে ঐ পিতা-মাতারা এমনভাবে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাত যেন বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে নাম লেখাতে হচ্ছে, তবে শেষ পর্যন্ত আমরা ছেলেদের স্কুলে আনতে পারিলাম।

স্কুলগুলির সাজ-সরঞ্জাম খুবই খারাপ ছিল—এমন কি পেনসিল, কাগজ, পাঠ্যপুস্তকের কথা ত বাদ সব কিছুরই সরবরাহ কম ছিল। ছেলে-মেয়েরা "এ্যাশবোর্ডের" ওপর লিখত ঃ তেল মাখানো একটি কাঠের বোর্ড-এর ওপর এক-প্রস্থ ছাই দেওয়া যার ওপর ছড়ি দিয়ে ছাত্ররা লিখত।

বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিল্প এবং প্রাক্-বিপ্লব মঙ্গোলিয়ায় সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। সেইরকম ছিল হাসপাতাল এবং আধুনিক ঔষধ, আর ঐ সঙ্গে প্রতি বছরই কমছিল জন্মহার। বিপ্লব এ সবই পরিবর্তন করে দিল। যাত্রারম্ভ থেকে পিপল্‌স রেভলিউশনারি পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনগণের জন্য সমৃদ্ধি, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উন্নতি, ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মক বিকাশকে তাদের প্রধান কর্তব্যরূপে স্থির করল।

সমাজতন্ত্রবাদের বনিয়াদ গঠনের সবরকম বৈষয়িক এবং প্রকৌশলী কর্মকাণ্ড সেই লক্ষ্যের অধীন। মন্ত্রিপরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান **ডি সেভেগমিড**, বিজ্ঞান আকাদেমীর সভাপতি **বি শি শিরেনদিব**, শিক্ষামন্ত্রী **ডি ইশত্ সেরেন**, সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **এস সুভসানভানদান** এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **এস লুভসানভানদান** এবং স্বাস্থ্য বলেন।

বিপ্লবের পূর্বে, জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগেরও কম লিখতে এবং পড়তে পারতেন। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে নিরক্ষরতা নিশ্চিহ্ন হল। ১৯৫৫ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হল এবং বর্তমানে অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সার্বজনীনতায় রূপান্তরণের চেষ্টা হচ্ছে।

মঙ্গোলিয়ার একটি বিজ্ঞান আকাদেমী আছে ১৪টি গবেষণা সংস্থা নিয়ে; ছয়টি উচ্চ-মাধ্যমিক এবং ১৯টি স্পেশালাইজড্ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা হল প্রতি দশ হাজার-এ ৬৮ জন।

মনুষ্যত্বের বিকাশে ১২টি পেশাদার এবং ১৪টি অ-পেশাদার, প্রায় দুই হাজার অ-পেশাদার শিল্পচক্র, প্রায় আটশত পাবলিক লাইব্রেরি এবং ৭৫টি সংবাদপত্র এবং পত্রিকা সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, পুরানো মঙ্গোলিয়ায় সাতজন কর্মী নিয়ে কেবল একটি ছাপাখানা ছিল, বর্তমানে এখানে কুড়িটি মুদ্রণ সংস্থা আছে।

অটো সানচেজ

মঙ্গোলিয়াতে সমাজতন্ত্রবাদ কেবল জনগণের জন্য সংস্কৃতি এবং জ্ঞান আনে নি পরন্তু বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এনেছে। আরাতদের ভাগ্য এখন আর প্রকৃতি অথবা শোষকদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়। যখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে, আমাকে বলা হয়েছিল যে চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভোগ্য অর্থের পরিমাণ হবে বছরে মাথাপিছু ২৭৬০ তুগরিক এবং পাঁচ বছরের শেষে সম্ভবত আরও বেশি হবে। গড় মজুরি মাসে ৪০০ তুগরিক; জীবনধারণের মাথা পিছু মাসিক ব্যয় হবে ন্যূনপক্ষে ২০০ তুগরিক।

মঙ্গোলিয়ার উদাহরণ, যা খুব বেশি দিনের কথা নয় আমার দেশের থেকে পশ্চাৎপদ ছিল—সূচিত করে যে সমাজতন্ত্রবাদের আমলে গুয়াতেমালা কি অর্জন করতে পারে।

লারবি বুহালি

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সব দেশ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অবশ্য অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনায়, মঙ্গোলিয়াকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেকদূর যেতে হবে। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায়, যেগুলি মঙ্গোলিয়ার অনেক আগেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, এর অগ্রগতি প্রকৃতই আশ্চর্যজনক। দারখানে আমাদের একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখানো হয়েছিল, একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লিনিক এবং ২৬৫ জন রোগীর উপযুক্ত একটি হাসপাতাল। এগুলি নগরের প্রতিটি ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। দারখান কোনো ব্যতিক্রম নয় ঃ ১৯৭৩ সালে মঙ্গোলিয়ায় দশ হাজার জনসংখ্যা প্রতি একশতটি হাসপাতাল শয্যা, কুড়ি জন ডাক্তার, এবং ৬৮ জন অন্যান্য মেডিক্যাল কর্মী ছিল।

ইদ্রিস কক্স

মঙ্গোলিয়ার জীবনধারণের মান এখনও বৃটেনের স্তরের নিচে, কিন্তু বৃটেনে তারা যখন অনবরত খারাপ

অবস্থায় পড়ছে তখন মঙ্গোলিয়ার অবস্থা দ্রুত উন্নত হচ্ছে। মঙ্গোলিয়ার জনসংখ্যা বৃটেনের তুলনায় শতকরা তিন ভাগ কম এবং এমন কি এর বড় শহর এবং নগরের তুলনায় কম। অতএব প্রকৃত তুলনা সমগ্রভাবে বৃটেনের সঙ্গে নয় পরন্তু তুলনা হবে গ্লাসগো, বার্মিংহাম এবং ম্যাঞ্চেস্টারের মতো নগরের সঙ্গে যার জনসংখ্যা সমগ্র মঙ্গোলিয়ার জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি, এবং তবুও মঙ্গোলিয়ায় তাদের যে কোনো একটির তুলনায় অনেক বেশি স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, থিয়েটার আছে। সমাজ সেবা ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বৃহত্তর লণ্ডনের তুলনায় কেবল এক সপ্তমাংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত মঙ্গোলিয়ায় ৫২৯টি কিণ্ডারগার্টেন এবং ৬০৬টি মাধ্যমিক স্কুল আছে।

মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের পুঁজিতন্ত্র অথবা বেকারত্বের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতি পুঁজিতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা বিষাক্ত হয় নি। তাঁদের হৃদয়গুলি আন্তরিকতায় ভরা, মানুষগুলি তাজা এবং জীবন্ত আর তাঁদের সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে দারুণ গর্বিত। তাঁদের গান ও কবিতাগুলি প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিতে এবং তাঁদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের প্রতি আস্থায় পরিপূর্ণ। তাঁদের সংস্কৃতি আশাবাদ এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব ব্যক্ত করে।

এই রিপোর্ট অবশ্যই আমরা মঙ্গোলিয়ায় যা কিছু দেখেছি তার সবটা প্রকাশ করতে পারে না। মঙ্গোলিয়ার পিপল্‌স রেভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক কমরেড **সেডেনবল**-এর সঙ্গে আলোচনায় আমরা গভীর অভিভূত হয়েছি (এই সংখ্যার কোনো এক জায়গায় তাঁর প্রবন্ধ আছে)। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক **চিমিডোরঝ**-এর সঙ্গেও আমাদের এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়। জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্য পার্টি এবং সরকারের অবিরাম উদ্বেগের যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের আছে। এ কোনো আশ্চর্যের কথা নয় যে ইতোমধ্যেই মঙ্গোলিয়া প্রায় সমস্ত এশিয়ান দেশগুলির জীবনযাত্রার মান অতিক্রম করেছে। এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সুরু হয়েছিল "এ্যাশ বোর্ড" দিয়ে। বর্তমানে এর পরিমাপ হল, সার্বিক সাক্ষরতায়, উচ্চ দক্ষতায় এবং বিজ্ঞান আকাদেমির কার্যকলাপে। অন্ধকার থেকে আধুনিক সংস্কৃতির শীর্ষে এক অভূতপূর্ব ঝাঁপ দেওয়ার কথা বলতে পারি। এটা এরকম এক দেশে সম্ভব হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনের সর্বপ্রকার সুবিধা উপভোগ করছে।

পশ্চাৎপদ দেশগুলির অ-পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে, এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে "এই দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সংগঠন অর্জনের পূর্বে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে" সে সম্পর্কে, "কেবল কাল্পনিক প্রকল্পই সম্ভব।" বর্তমানে, মঙ্গোলিয়ার অভিজ্ঞতায়, আমরা জানি এই স্তরগুলি কি, এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে পুঁজিতন্ত্রের "প্রচণ্ড উত্থান-পতন"-কে অতিক্রম করার এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি কি। এটাই হল মঙ্গোলিয়া, তার জনগণ এবং তাদের রেভলিউশনারি পার্টি, সমাজতন্ত্রবাদ এবং মানবজাতির প্রতি দান।

বিপ্লবী কিউবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ওনিদা আল্‌ভারেজ
বিভাগীয় প্রধান, হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক-অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্র

দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিউবার অর্থনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে : সেই ঘটনা দুটোর মধ্যে একটি হল ১৯৭২ সালের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষদের মধ্যে আমাদের অন্তর্ভুক্তি এবং অপরটি মুখ্যত ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন সাধন। প্রথমটি আমাদের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত, অন্যটি দ্বিতীয়টি আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী সম্পর্কে। কিন্তু দুটো বিষয়ই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত এবং উভয়েই (একত্রে) আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতির ইতিহাসে একটা পুরোনো পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ও নতুন পরিচ্ছেদের প্রারম্ভকে সূচিত করছে।

সাম্রাজ্যবাদী উত্তর-আমেরিকার অর্ধশতাব্দীব্যাপী নয়া-ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই একমাত্র সঠিকভাবে বিপ্লবোত্তর অর্থনৈতিক বিকাশটির মূল্যায়ন সম্ভব। ঐ বছরগুলোর উত্তরাধিকারকে (নির্মমভাবে) মুছে ফেলা এবং একটি স্বনির্ভর স্বাধীন অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী সরকারকে কাজ শুরু করতে হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কিউবাকে রাজনৈতিক নির্ভরশীলতায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৮ সাল নাগাদ আমাদের আমদানি ও রপ্তানির যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৭০ ভাগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত। উচ্চ উৎপাদনশীল শিল্পগুলির উৎপাদিত আমেরিকার জিনিসের অবাধ সরবরাহের ফলে আমাদের দেশের নিজস্ব শিল্পগুলোর বিকাশের কোনো পথই আর খোলা ছিল না। আমদানিকৃত কাঁচামাল (প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র থেকে), অর্ধ-নির্মিত শিল্পজাত দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল আমাদের শিল্পগুলির খুব বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পসংস্থাগুলোর অধীন শিল্পের ভূমিকাই পালন করত। এমন কি উচ্চ উৎপাদনশীল কৃষির সুখ্যাতি কিউবার থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ২৫ ভাগের বেশি সরবরাহ করত।

এই সঙ্গে আরো কতকগুলো সংখ্যাতত্ত্ব লক্ষণীয় : ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ বিলিয়ন ডলারের সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এই বিনিয়োগ ছিল (যা প্রায় ব্রাজিলে বিনিয়োগকৃত অর্থের সমপরিমাণ) লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বিনিয়োগের শতকরা এগার ভাগ। একদিন যা বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক ছিল তাই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের কাছে আমাদের অর্থনৈতিক অধীনতার প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়াল। ফলত অর্থনৈতিক কাঠামোটি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল : ১৯৫৮ সালে কৃষিতে—প্রধানত আখ-চাষে—যুক্তরাষ্ট্র তার মোট বিনিয়োগের শতকরা ত্রিশ ভাগ বিনিয়োগ করে, সেবামূলক শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ত্রিশ ভাগের সামান্য কিছু বেশি, তৈল শোধনে বিনিয়োগ করা হয় শতকরা ষোল ভাগ আর শতকরা বার ভাগ বিনিয়োগ হয়েছিল খনি ও নির্মাণকার্যে। আমাদের অর্থনৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সমস্তরকমের সঙ্গতি ও সম্পর্কহীন এমন একটা চিত্রই বিরাজ করছিল আমাদের দেশে। তৎকালীন অবস্থায় আমাদের শিল্প ছিল পশ্চাৎপদ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাক্টরিগুলোর জন্য যন্ত্রাংশ নির্মাণের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শিল্পের পরিস্থিতিটি এইরকম হওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে যেমন কর্ম সংস্থানের কোনো সুযোগ ছিল না, তেমনি ছিল না বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কোনো সম্ভাবনা।

দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের শিকড় গেড়ে বসার একটি ফলশ্রুতি ছিল এটা। আর একটি ফলাফল হল—একচেটিয়া পুঁজিবাদী যুগ-লক্ষণাক্রান্ত একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরন। ১৯৫৮ সালে ০·৫ শতাংশ ভূম্যধিকারী, বৃহৎ ভূস্বামী যখন কর্ষণযোগ্য জমির একতৃতীয়াংশের বেশির ওপর নিজেদের কব্জা বজায় রেখেছিল তখন তারই পাশাপাশি শতকরা ৭৯ ভাগের হাতে ছিল কর্ষণযোগ্য জমির মাত্র ১৫ শতাংশ।

১৯৫৯ সালে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিপ্লবী সরকার ঐ সমস্ত সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল কৃষি সংস্কারের দিকে যা ১৯৫৯ এবং ১৯৬৩ সালের আইনসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হয়। ঐ সংস্কারের ফলে ৭০ শতাংশ জমি এবং ৮০ শতাংশ কৃষি উৎপাদনের ওপর বিপ্লবী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হয়ে কৃষির উন্নতি ঘটল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয়ভাবে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকল।

১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র কিউবা থেকে চিনি আমদানি বন্ধ করে দিল এবং আমরা একচেটিয়াপতিদের দরের চেয়ে কম দামে সোভিয়েতের কাছ থেকে যে অপরিশোধিত তেল

কিনছিলাম, বিদেশী তৈল শোধনাগারগুলো সেই তেল পরিশোধনে অস্বীকৃতি জানাল। এর পরই শুরু হল যুক্তরাষ্ট্র এবং তার শাগরেদদের অর্থনৈতিক অবরোধ। কিন্তু আমরা অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমাদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আন্তর্জাতিক সংহতি আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তকে পরাস্ত করতে সক্ষম করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমরা তেল পাচ্ছিলাম, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যদ্রব্য এসেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে এবং কিউবার চিনি একটা নতুন ও সুবিধাজনক বাজারের সন্ধান পেয়েছিল।

অর্থনৈতিক আক্রমণটি পরাস্ত হল। আমরা ঐ অবরোধের উত্তর দিলাম ১৯৬০ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সম্পত্তিগুলি জাতীয়করণের মাধ্যমে এবং তারই একমাস পরে জাতীয়করণ করা হয় কিউবার সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের সংস্থাগুলোকে যারা ঐ সাম্রাজ্যবাদী বয়কটের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। এই ভাবে সমগ্র শিল্পক্ষমতার ৮০ শতাংশের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। কিউবার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার মৌল কারণ ছিল যে-সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব এবং বৃহৎ ভূস্বামীতন্ত্র আমরা তার অবসান ঘটিয়েছিলাম ১৯৬৩ সাল নাগাদ।

কিন্তু তখন পর্যন্ত অর্থনীতির বৈষয়িক ভিত্তিটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নি। একপেশে এবং বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা (জনসমষ্টির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল নিরক্ষর) এবং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের নির্ভরশীলতা ও দুর্বলতা কিভাবে দূর করা যায় তাই ছিল আমাদের পরবর্তী কাজ। অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে অর্জিত এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলির সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছিল আরো অনেক সমস্যা। যেমন আমাদের অবর-কাঠামোটি ছিল একটা শোচনীয় অপর্যাপ্ততার নিদর্শন—বিগত ১৫ বছরে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী সমগ্র ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি রাস্তা তৈরি করেছি। এ ছাড়া ছিল জ্বালানি ও জল-বিদ্যুতের বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের জনসমষ্টির অধিকাংশের অবস্থার দ্রুত উন্নতিবিধান করতে হয়েছিল যাতে তাঁরা উৎপাদনে এবং জন-জীবনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। এবং তা করার জন্য জন-স্বাস্থ্যের কাজকর্মের বিস্তৃতি সাধন, নতুন নতুন শিশু রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যক্রমে হাত দিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নৈকট্যের জন্যে আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষায় অনেক বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে বিপ্লবকে সুরক্ষিত করবার তাগিদে আমরা আমাদের (সমগ্র শক্তিকে) সংহত করেছিলাম এবং ফলত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনার দিকে নজর দেওয়ার মতো সুযোগ আমাদের খুবই কম ছিল। কিন্তু তথাপি "অস্তিত্ব বজায় রাখার" এই সময় সীমার মধ্যেও আমাদের জনগণ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার উপরে আস্থা রেখে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রটির ব্যবহার করে একটা সুসংগত অগ্রগতির পথ অনুসরণে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কিউবার অর্থনৈতিক বিকাশে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার ভূমিকাটিকে বুঝতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আমাদের ঋণ দিয়েছে, গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনায় সহায়তা করেছে, সাহায্য করেছে যন্ত্রপাতি, মালমশলা এবং বিশেষজ্ঞ দিয়ে। বিভিন্ন ঋণদান চুক্তিবলে নির্মিত প্রকল্পগুলো এখন কিউবার নিজের সম্পত্তি এবং তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ রপ্তানীর কোনো প্রশ্নই নেই। অতি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের চুক্তিটি—এই চুক্তি বলে ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত ৩০০ মিলিয়ন রুবল ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২৫ বৎসরে কিউবায় উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করে পরিশোধ করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা অন্যান্য সমস্ত কিছু ছাড়াও, আমাদের বৈদেশিক ঋণের উদ্বেগজনক সমস্যাটি সমাধানে সাহায্য করছে—যে সমস্যা আজকে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের কাছেই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে আমরা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা লাভ করেছি। ইউ এস এস আর, জি ডি আর, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং বুলগেরিয়া থেকে হাজার হাজার বিশেষজ্ঞকে ১৯৬৭—৭১ সালের মধ্যে কিউবায় পাঠানো হয়েছে এবং কিউবা থেকে প্রেরিত শত শত বিশেষজ্ঞ ঐ সমস্ত দেশে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অন্যান্য দেশ সাধারণত যা পায় না এমন প্রযুক্তিগত মান, গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের ৩৮১টি সেট আমাদের দেশে পাঠানো হয়েছে।

এবং এইভাবেই কিউবার অর্থনীতি সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে : ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে গড় জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ৮ শতাংশেরও বেশি।

অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই উপলব্ধি ঘটেছে যে আমাদের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে চিনির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যশালী শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে ভারী শিল্পের ভিত্তি স্থাপনা এবং বহুমুখী কৃষি উৎপাদনের কাজটিকে যুক্ত করতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, কিউবা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

কৃষির ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে : কৃষিই একাধারে শিল্পক্ষেত্রের কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রার উৎস এবং জনসাধারণের ভোগের স্তরটিকে উন্নত করবার উপায়। এবং এই বিষয়েও প্রযুক্তিগত সাহায্য আসছে ইউ এস এস আর, বুলগেরিয়া, জি ডি আর, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরি থেকে।

সফরা-র (আখ কাটা ও খামারে তোলা) যান্ত্রিকীকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারেও আমরা ইউ এস এস আর থেকে মূল্যবান সহায়তা পেয়েছি। কিউবার যন্ত্র-কুশলীদের সঙ্গে কর্মরত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ফসল কেটে খামারে তোলার জন্য কম্বাইন ও লোডারের নকশা

প্রস্তুত করেছেন, সেগুলো নির্মিত হয়েছে এবং ১৯৭০ সাল নাগাদ আখ বোঝাই করার কাজটির শতকরা ৮৯ ভাগ যান্ত্রিকীকরণ হয়। এখন সার, আগাছা নাশক ওষুধপত্র এবং উন্নতমানের বীজও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ; পশু-প্রজননের শাখাটিরও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

চিনি পরিশোধন আমাদের প্রধান শিল্প এবং আমরা এর সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতির জন্যে বিনিয়োগ করছি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অধিকাংশই আসছে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে। যেমন : নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগাবার জন্য কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ডের একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী স্থায়ীভাবে কিউবাতে রয়েছে। যন্ত্রপাতি সরবরাহ, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ এবং বিশেষজ্ঞ সরবরাহের মাধ্যমে ইউ এস এস আর ১১৪টি চিনি শোধনাগারের আধুনিকীকরণে সহযোগিতা করেছে।

বিপ্লবপূর্ব কিউবার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ও অকার্যকর। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার তৎকালীন ব্যবস্থাবলীরই কিছু উন্নতিসাধন করে নিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা মেটাবার জন্য অচিরেই নতুন নতুন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করতে হল। চেকোশ্লোভাকিয়া একটা বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করে দিয়েছে এবং তাদেরই দ্বারা নির্মীয়মাণ আর একটি সমাপ্তির পথে। ইউ এস এস আর দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করেছে, এবং নতুন চুক্তিবলে তারা আরো একটা নতুন কেন্দ্র নির্মাণে ও একটি কেন্দ্রের সম্প্রসারণে হাত দিয়েছে—এছাড়া সেখান থেকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ তো রয়েছেই। দেশের জন্য একটা ইনটিগ্রেটেড পাওয়ার গ্রীড তৈরির কাজে নতুন নতুন হাই-ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রেও ইউ এস এস আর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। ১৯৭২ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিপ্লবপূর্ব যুগের তিনগুণে দাঁড়িয়েছিল।

সোভিয়েত সহায়তায় কিউবা এখন ইস্পাত উৎপাদন করছে। ধাতব শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, তেল পরিশোধন, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, মাছধরা, বয়ন শিল্প, চামড়ার জিনিসপত্র নির্মাণ, ইমারতী দ্রব্য, পানীয়, তামাক এবং অন্যান্য আরো কতকগুলো শিল্পের বিকাশে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী মূল্যবান সহায়তা দিয়েছে। অপরিশোধিত তেল এবং শোধন কার্য সম্প্রসারণোপযোগী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে তেল পরিশোধন শিল্প বিকাশে ইউ এস এস আর একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

সমস্ত বাধাবিপত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্বল্পতা সত্ত্বেও আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, যদিও এখনও কাঁচামালের অভাব এবং দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা হেতু আমাদের কতকগুলো শিল্পকে তাদের উৎপাদন ক্ষমতার নিচে কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু একটি উৎসাহব্যঞ্জক সংখ্যাতত্ত্ব উপস্থাপিত করা যায় : গড় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারটি ১৯৬২-৬৮ সালের শতকরা ৩ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৭১ সালে ৫ শতাংশেরও বেশিতে দাঁড়িয়েছিল এবং ১৯৭২ সালে তা ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

নির্মাণ কার্যও, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক দিকও রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার ফলে একইভাবে এগিয়ে গিয়েছে। ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালের গৃহনির্মাণের আয়তন ও পরিমাণ ৩২৬ শতাংশ এবং আমরা আশা করছি যে ১৯৭১-৭৫ সময়সীমায় বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৩০ শতাংশে দাঁড়াবে।

পরিবহণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণ বিপ্লবী সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত লক্ষ্যসমূহের অন্যতম বিষয়। দেশের প্রতিটি অংশের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় পথ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও আমরা দূরের বাজারগুলিতে সরবরাহ করবার পক্ষে যথার্থ কার্যকর একটি বাণিজ্যিক নৌবহরের জন্যও বিশেষভাবে আগ্রহী। একটা সংযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের সমুদ্র-বন্দরগুলোর পুনর্গঠন, কণ্টেনার ডিপো এবং অয়েল পোর্ট নির্মাণে, বন্দরগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনা হাভানা ও ক্যামাগুয়ের বিমান বন্দর দুটির পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণ, কিউবার অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ইউ এস এস আর এবং কিউবা পরিকল্পনানুসারে কাজ করছে।

বাণিজ্যিক নৌবহরের ক্ষেত্রে ১৪টি পুরোনো জাহাজের সমন্বয়ে মাত্র ৪৫ হাজার টনের এক হাস্যকর নৌবহরের চিত্রটি এখন পরিবর্তিত হয়েছে, ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টনের এক আধুনিক বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে উঠেছে যার মধ্যে ১০ হাজার টনের বেশি মাল বহন করতে পারে এমন জাহাজের সংখ্যা বেশ কয়েকটি।

কম্পিউটার টেকনিক সহ শিক্ষা এবং গবেষণার প্রতিটি দিকের অগ্রগতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে ইউ এস এস আর এবং বুলগেরিয়ার অবদান অত্যন্ত মূল্যবান।

কিউবার বৈদেশিক বাণিজ্যেরও রূপান্তর ঘটেছে। আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যের ভিত্তিটি ছিল শোষণের ওপর এবং তার দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটেছে ; আর এখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের পেছনে যে নীতিসমূহ কাজ করছে তা হল—পারস্পরিক সুবিধা, সাম্য এবং নিঃস্বার্থ সহায়তা এবং এই বাণিজ্য-সম্পর্ক ১৯৫৮ সালের পর থেকে অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সত্য যে কতকগুলো মৌল জিনিসের সরবরাহের ব্যাপারে আমরা এখনো প্রধানত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। ফলত পুঁজিবাদী দেশগুলোর চক্রাকার অস্থিরতা এবং অসম বিকাশের দ্বারা আমাদের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সি এম ই এ সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা কিউবার রপ্তানী বাণিজ্যের ঐতিহ্যগত দ্রব্যাদি এবং নবোৎপাদিত দ্রব্যের অপ্রতিহত বৃদ্ধি এবং সুস্থিত বাজারটিকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের পক্ষে গ্যারাণ্টিস্বরূপ।

যন্ত্রপাতি এবং পরিবহণের সরঞ্জাম ক্রয়সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চলতি ঋণ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বল্প সুদের ঋণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রপ্তানী ও সেবামূলক কাজের দ্বারা পরিশোধ্য—এই উভয় ধরনের ঋণ থেকেই আমরা লাভবান।

কিউবার কাছে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার অর্থ কি তা সি এম ই এ-তে কিউবার অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত সি এম ই এ-র ২৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত ডঃ কার্লোস র‍্যাফায়েল রড্‌রিগ্‌জের ভাষণের মধ্যেই বিধৃত হয়ে রয়েছে। অগ্রগতির জন্য ভিত্তি স্থাপনার বন্ধুর সময়সীমাটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর, রড্‌রিগজ্‌ বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনে অংশ-গ্রহণ করবার সম্ভাবনা এবং দায়িত্ব কিউবার কাছে এক অসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" এবং সি এম ই এ-র সদস্যপদ আমাদের ওপর সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজনে একটি বড় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে।

কিউবার সহজলভ্য মজুত খনিজ নিকেলকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে সমন্বিত একটি যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের অভিমত আমরা সি এম ই এ-র কাছে রেখেছি। এই কার্য-ক্রমের ফলে সমষ্টিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রয়োজন যেমন মিটবে তেমনি তারা বৃহৎ পুঁজিবাদী নিকেল একচেটিয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও সক্ষম হবে। আর কিউবার কাছে ঐ কার্যক্রমের অর্থ এই দাঁড়াবে যে সে তার নিকেল ও ক্রোমাইটকে বিশেষ ধরনের ইস্পাত নির্মাণের কাজে লাগাতে পারবে। সি এম ই এ-র সংস্থাগুলো এখন নিকেল-উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারিত করবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করছে। নিকারো এবং মোয়া-তে বর্তমানে যে সমস্ত কলকারখানা রয়েছে তাদের দ্বারাই বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টনেরও বেশি পরিমাণ অথবা, বিশ্বের বর্তমান নিকেল-বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশ নিকেল উৎপাদিত হতে পারে। আরো একটা প্রকল্প রয়েছে ঃ আখের ছিবড়ে-কে কাগজ এবং ইমারতী দ্রব্য নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা।

কিউবা এইভাবেই সি এম ই এ-র ২৬তম অধিবেশনে সেই সমস্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে যেখানে তার অবদান সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কিউবা তার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে সি এম ই এ সদস্য দেশগুলির পরি-কল্পনার সঙ্গে সেই সমস্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বিত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে যেখানে এই জাতীয় সহযোগিতা (বা সমন্বয়) সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সকলের পক্ষেই সুবিধা-জনক হয়। অবশ্য এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের পরি-কল্পনা সংক্রান্ত সংস্থাগুলোতে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

সি এম ই এ-তে কিউবার অন্তর্ভুক্তি এবং আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—এই দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটেছিল। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে আমরা পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে পুনর্সংগঠিত করতে আরম্ভ করি। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এখন একটি অর্থনৈতিক বিভাগ এবং একাধিক শিল্প সম্পর্কিত গোষ্ঠী রয়েছে। বাৎসরিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিপূরক হিসাবে ত্রৈ-বার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়েছে এবং ১৯৭৬—৮০ সালের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদটিকে আরও সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি নতুন পদ্ধতি গত বছর থেকে অনুসৃত হচ্ছে ঃ উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা আর কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণগত নিরিখে প্রণীত হয় না, মূল্যে পরিমাণ নিরিখেও তা রচিত হচ্ছে।

ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক সম্ভাষিত ত্রয়োদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (নভেম্বর ১৯৭৩) আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি দিক্‌চিহ্ন। সম্পাদিত শ্রমের গুণগত ও পরি-মাণগত চরিত্রের সঙ্গে মজুরির সামঞ্জস্য যে আবশ্যিক কংগ্রেস তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

দৃষ্টির আড়ালের সম্পদকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য বহুতর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কাঁচামাল, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারে কঠোর মিতব্যয়িতা প্রতিপালিত হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে কঠিনতর শৃঙ্খলার জন্য এবং কাজে অনু-পস্থিত থাকার (প্রবণতার) বিরুদ্ধে অধিকতর জোরদার প্রচার অভিযান চলছে। অলসদের সম্পর্কে রচিত ১৯৭১ সালের আইনটি শৃঙ্খলার উন্নতিবিধানে সহায়তা করেছে।

বাজারে চালু মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছে। তামাক, স্পিরিট, পেট্রোল এবং প্রসাধন সামগ্রীর মতো জিনিসের ক্ষেত্রে র‍্যাশন নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি দাম দিতে হবে এমন একটি ব্যবস্থা আমরা প্রবর্তন করেছি। জিনিসপত্রের সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্য-কর চাহিদা এবং সরবরাহের ব্যবধানটিকে কমিয়ে এনেছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজকর্মের পরিধি বিস্ততর এবং তারা শিল্প এবং পরিচালন ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত বড় ভূমিকা পালন করে। ত্রয়োদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ফ্যাক্টরির ইউনিয়ন সভাগুলিকে পরিচালন ব্যবস্থা, কর্মী-বৃন্দ এবং বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবাদির প্রশ্নে সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছে। কাজের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্পর্কিত ব্যবস্থার প্রবর্তনা এবং তার উন্নয়ন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিউবার সমাজতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক বিকাশের শুরু হয়ে-ছিল একটা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে। কিন্তু সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিপ্লবী কিউবা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির অবলম্বিত এবং পরীক্ষিত পথ অনুসরণ করে চলেছে। এবং এটা জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সি এম ই এ-তে যোগদানের ফলে কিউবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে প্রধান সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের অন্যতম উপায়-স্বরূপ সংহতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তার নিজস্ব ভূমিকাটি পালন করে চলেছে।

পার্টি নীতির সামাজিক দিকগুলি

মাইখাল ষ্ট্যানসেল
শ্রম ও সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রী,
চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা এবং প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টিশীল দক্ষতার পূর্ণ সুযোগ দেওয়াই সমাজতন্ত্রের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য। সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত সংগঠন এবং সমাজের সকল সদস্যের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করার নকসা হিসাবে লেনিন একদা সমাজতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন (সংগৃহীত রচনাবলী, সংখ্যা-২৪, পৃঃ ৪৬৮)।

সমাজতন্ত্র গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সাধারণ লক্ষ্য নানাভাবে অর্জিত হয়। বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভর করে সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে জাতীয়-আয়ের বণ্টন পরিবর্তিত হয়। আবার, ভোগের অংশও মজুরি ও সমাজসেবামূলক সুযোগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে বণ্টিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশসমূহে উন্নত সমাজতন্ত্র গঠিত হচ্ছে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনমানের নিয়মিত উন্নতি বিধানের প্রক্রিয়া। কার্যত স্থির পণ্যমূল্যসহ উচ্চতর মজুরির ফল হিসাবে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাধারণ ভোগ্য তহবিলের যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছে, বর্তমান পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭১-৭৫) কালের একটি ফল হচ্ছে উন্নত সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাবলী।

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তব প্রয়োজন ও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে এর ভূমিকার ওপর লেনিন খুব জোর দিয়েছিলেন—১৯১২ সালে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে পার্টি নীতি সূত্রায়িত করবার সময়ে। সর্বহারার স্বার্থ রক্ষার্থে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে তিনি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল নীতিগুলির রূপরেখা স্থির করেন ঃ সকল মজুরিভোগী ও তাদের পরিবারবর্গ এর মধ্যে পড়বে ; অক্ষম হয়ে পড়ার সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ; সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তাই একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হবে (খণ্ড-১৭, পৃঃ ৪৭৬)।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে জনপ্রিয় সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নীতি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রে সামাজিক কল্যাণ ভবিষ্যতের প্রতি জনতাকে আস্থাশীল করে তোলে, তাদের আয় বাড়ায়, কল্যাণমূলক সুবিধাগুলো বাড়িয়ে তাদের ভোগ বৃদ্ধি করে। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর গঠিত জনপ্রিয় সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলোর একটি হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আইন ঘোষিত হয়, যেটি কার্যকর হয়—অক্টোবর' ১৯৪৮ সালে এবং সেটি আমাদের সকল প্রকার কল্যাণমূলক সুযোগসমূহের পরবর্তী বিস্তারের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৫৭ সালে শিল্প উৎপাদন ও উচ্চতর মজুরির একটানা বৃদ্ধি পেনসন ব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। পেনসন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয় এবং প্রধানত কাজের রেকর্ডের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়। বেশ কিছুকাল পরে কৃষকদের জন্য চালু পেনসন ব্যবস্থাতেও একই নীতি প্রয়োগ করা হয়।

সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, সকল ধরনের ওষুধ, সকল ধরনের চিকিৎসা—বহির্বিভাগ ও হাসপাতাল, যেখানে প্রয়োজন সেখানে স্বাস্থ্যকর স্থান সবই এর মধ্যে পড়ে। কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের ন্যায় চিকিৎসক ও চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট কর্মীর কোনো ঘাটতি নেই ঃ বিশ্বের গড়ের অনেক ওপরে ৩৯৭ জন অধিবাসী পিছু একজন চিকিৎসক ১৯৭৩ সালের শেষে।

যুদ্ধোত্তর কালের গোড়ার বছরগুলিতে পারিবারিক দান ও সুবিধাবলীর সামগ্রিক ব্যবস্থা চালু করে তা সুসংগতভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত করা হয়েছে। বয়স্ক, অক্ষম ও আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধাগুলিও আমাদের সামাজিক কল্যাণমূলক কৃত্যকের মধ্যে পড়ে।

আরও কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে চেকোশ্লোভাকিয়া উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করছে। সি পি এস ইউ-এর ২৪শ তম কংগ্রেসে আনুষঙ্গিক সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি ১৯৭১ সালের আমাদের পার্টির ১৪শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ায় খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। পার্টি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ আমরা বরাদ্দ করতে পারি ঃ সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক উৎপাদনের প্রসার ও উচ্চতর কার্যকারিতার মাধ্যমে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলির পূর্ণতর সন্তোষবিধানই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ১৪শ কংগ্রেস

সংজ্ঞায়িত করেছে। বৈষয়িক উদ্দীপনা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপরাপর উপাদানগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতের প্রতি জনতার মনে আস্থার নিশ্চিত অনুভূতি সঞ্চার করার জন্য কংগ্রেসের নির্দেশাবলীতে বিস্তৃত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হয়েছে—চাকরির নিশ্চয়তা, শিক্ষার সমসুযোগ, উচ্চতর সাংস্কৃতিক মান, ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির ওপরই আমাদের সমাজ কল্যাণের নীতি প্রধানত কেন্দ্রীভূত। এই পর্যায়ের যে দুটি দিকের ওপর পার্টি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেইগুলির কিছুটা বিস্তৃত করে আলোচনা করতে চাই : পারিবারিক অনুদান ও সুবিধাবলী, এবং আরও ভালো পেনসন ব্যবস্থাবলী।

সব অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশসমূহ বৃহৎ পরিবারের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই পরিবারগুলোকে বিশেষত মা বাবা উভয়ে যে পরিবারে কাজ করে তাদের সামাজিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং সাহায্য দেওয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ ন্যায়পরায়ণতার বিষয় বলে মনে করে। আয়ের স্তর উন্নত করা, কার্যরত মায়েদের বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবলী দেওয়া, শিশুদের তত্ত্বাবধানের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে।

এটা যুক্তিসিদ্ধ যে পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া কেবলমাত্র সামাজিক ন্যায় বিচার নয়। এর গভীর অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। জন্মহার বাড়ানোতে পরিবারের অবস্থার উন্নতিবিধান একটি বড় বিষয়। উচ্চতর জন্মহারের ছাপ অর্থনীতিতে আগামী বছরগুলিতে পড়বে, কারণ এটা দেশের শ্রমশক্তির উৎস নির্ধারণ করে এবং এর গতিশীলতা, তরুণ বয়স গোষ্ঠীর উপযুক্ত অনুপাত নিশ্চিত করে সমাজজীবনের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।

সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চতর জন্মহার কতকগুলি নির্দিষ্ট অসুবিধাও নিয়ে আসে। জন্মহারের ক্রমহ্রাসের অর্থ আগামী বছর ও দশকগুলিতে নিয়োগের যোগ্য নয় এমন বেশি অনুপাতের বৃদ্ধবয়স্ক জনসংখ্যা। বিপরীতভাবে, উচ্চ জন্মহারের অর্থ স্বল্পমেয়াদে নিয়োগযোগ্য নয় এমন অল্প-বয়স্ক বেশি অনুপাতের জনসংখ্যা। উচ্চ জন্মহার সাধারণ জনসংখ্যার ধাঁচ, অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর উপস্থাপিত চাপ স্থির করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার ক্রমহ্রাসের দিকে নিয়ে গেছে এবং 'মূল্য বৃদ্ধির' যাথার্থ্য প্রমাণ করতে নানা তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রধান দেশ, কিন্তু ধনতান্ত্রিক নয়। আমাদের হচ্ছে জনগণের স্বার্থে ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাবলীর সুসংগত ও পরিকল্পিত সমাধানের পথ। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির ভিত্তি হচ্ছে এই।

চেকোশ্লোভাকিয়াসহ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতে যুদ্ধের পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত অসম। যুদ্ধোত্তর কালের গোড়ার বছরগুলির "সহসা শিশু বৃদ্ধি" দ্রুত পড়ে যায়, যা ষাটের শেষদিকে নিম্নতম বিন্দুতে পেঁছায় : ১৯৬৮ সালে জন্মহার হাজারে ১৪·৯-এর মতো নীচে চলে আসে। ব্যতিক্রম নয় বরং একটি বা দুটি সন্তানসহ পরিবারই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। জনসংখ্যায় বয়স্কদের ভাগই বেড়ে যায়।

১৪শ পার্টি কংগ্রেসের আগে এক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে অংশত কতকগুলি বাস্তব কারণে এই হ্রাস ঘটেছে। এগুলির মধ্যে হচ্ছে ব্যক্তিগত কৃষিকর্মের দ্রুত সংকোচন, উচ্চতর উৎপাদনশীলতা, ফলশ্রুতি হিসাবে কৃষি নিয়োগ পড়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন যেগুলোর ফলে যথেষ্ট সংখ্যক জনতার জীবনধারার পরিবর্তন হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শহরগুলিতে আরও নিয়োগ এবং শহরের বৃদ্ধি, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের সমতা ইত্যাদি।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি উৎসাহিত করে যে উপাদানগুলি তাকে সমাজ উদ্দীপিত করতে পারে। এর মধ্যে পড়ে, প্রথম, পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিবিধান, কার্যক্ষেত্রের অবস্থা আরও উন্নত করা এবং কর্মরত মহিলাদের আরও সুবিধা দেওয়া, শিশু ও তাদের লালনপালন বিশেষকরে তরুণতর পুরুষের প্রতি আরও মানবিক, আমি বলতে চাই আবেগযুক্ত, দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।

সযত্ন চিন্তিত ও ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত ব্যবস্থাবলীর ভিত্তিতে সামগ্রিক জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণের সময় এসকল বিষয়গুলিই পার্টি ও সরকার বিবেচনার মধ্যে নিয়েছেন। ১৪শ কংগ্রেসের নির্দেশাবলীতে এই নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে : "বড় বড় পরিবারগুলোকে আরও সহায়তা দিতে যেয়ে পারিবারিক সাহায্য এমন হতে হবে যা পারিবারিক আয়ের সাধারণ বৃদ্ধির সমপরিমাণ হয়। জন্মের অব্যবহিত পরবর্তীকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করতে হবে। বৃদ্ধিশীল প্রজন্মের প্রতি সামাজিক উদ্বেগ শিক্ষাগত সংগঠনগত ব্যবস্থাবলীর দ্বারা পূরণ করতে হবে, প্রাথমিকভাবে বড় বড় পরিবারের মা ও কর্মরত মায়েদের জন্য জাতীয় সংস্থা, কারখানা ও জনসাধারণের সংগঠনগুলোর অবিরাম সামগ্রিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। গৃহবধূর অবস্থা সহজ করার সুযোগগুলি প্রসারিত ও উন্নত করতে হবে।"

কংগ্রেসের পরই এ সকল ব্যবস্থাবলীর বিষয়ে কাজ শুরু হয়ে যায়। গোড়ার বছরগুলিতে শিশুপালনে পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক সামাজিক সুবিধা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। অভিজ্ঞতা ও জনমতের ভোট নিয়ে দেখা গেছে যে পরিবারের উদ্বেগ ও ব্যয় বাড়িয়ে এই সময়টাই খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

তদনুসারে, প্রসূতির সুবিধাগুলি ১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে বাড়ানো হয় : নিয়মিত মজুরি বা বেতনের শতকরা ৯০ অংশ সহ ২৬ সপ্তাহের প্রসূতি-ছুটি একজন কর্মরত মহিলা পাওয়ার অধিকারী। একটি সন্তানের জননী ও পঙ্গুশিশুর জননী ৩৫ সপ্তাহের ছুটি পেতে পারে। এর সঙ্গে, দুবছরের মধ্যে দ্বিতীয় বা পরবর্তী শিশুর জন্ম হলে মাসে মায়েরা ৫০০ ক্রাউন (মোটের ওপর মহিলাদের আয়ের গড় এক-তৃতীয়াংশ) পেতে পারে।

ইচ্ছে করলে দুবছর ঘরেও থাকতে পারে এবং কাজেও ফিরতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর চাকুরীর পুরোনো ধারা বজায় থাকবে এবং কাজে যোগ দিলে তার পুরোনো কাজ অবশ্যই দেওয়া হবে। ইচ্ছে করলে মহিলারা প্রসূতি-ছুটির পর যাতে কাজে ফিরতে পারে সেজন্য আরও দিনের বেলার নার্শারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে, দীর্ঘমেয়াদী দান গ্রহণে অধিকারী মোটের ওপর ২ লক্ষ মায়েদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ এই দান গ্রহণ করে।

মহিলাদের সমঅধিকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি থেকে সরে যাওয়া এবং তাদের গৃহকাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করার কোনো উদ্দেশ্যই অবশ্য নেই। আমরা ধরে নিই যে মায়েরা দুবছর পরে আবার কাজে যোগ দেবেন। শিশু-পালনে সাহায্য দেওয়ার অর্থ হল এই যে গোড়ার অসুবিধা-জনক বছরগুলিতে শিশুকে দেখাশোনা ও ফ্যাক্টরি বা অফিসের কাজ একসঙ্গে করা কঠিন।

একটি শিশুর জন্মের পর প্রদত্ত সাহায্য ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার থেকে ২ হাজার ক্রাউন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এটি যথেষ্ট।

১ জানুয়ারি ১৯৭৩-এ পারিবারিক বোনাস বাড়ানো হয়েছে, এর পরিমাণ হচ্ছে দ্বিতীয় শিশুর জন্মের পর মাসে ৩৪০ ক্রাউন, ৪৫০ ক্রাউন তৃতীয় ও ৪০০ ক্রাউন চতুর্থ শিশুর জন্য। হিসেব করে দেখা গেছে যে পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত শিশু যত্নের জন্য মাসে ৩৭০ ক্রাউন থেকে ৩৮০ ক্রাউনের মতো লাগে। ফলত, শিশুর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কৃত পারিবারিক ব্যয় এই মাসিক বোনাসেই মিটে যায়। প্রথম শিশুর জন্য (৯০ ক্রাউন) এবং পঞ্চম ও তার পরবর্তী শিশুদের (২৪০ ক্রাউন) জন্য প্রদত্ত বোনাস অপরিবর্তিত রয়েছে। এটার কারণ হল একটা সাধারণ পরিবারে ২ থেকে ৪টি শিশু থাকে এবং আমরা এর ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি। পঙ্গু শিশুদের মায়েদের জন্য অতিরিক্ত বোনাস মাসে ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫০ ক্রাউন করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে প্রবর্তিত পরিবার সহায়তা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে। বর্তমানে আমাদের শিশুদের তিন-চতুর্থাংশ প্রায় ১৩ লক্ষ পরিবার এই সাহায্য পেয়ে থাকে। এর অর্থ বয়স্ক জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশি আয় আছে এবং বছরে সরকারের ব্যয় হচ্ছে ২ বিলিয়ন ক্রাউন থেকেও বেশি।

তরুণ পরিবারগুলোর পক্ষে এই ব্যবস্থা আরও ভালো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বিয়ের গড় বয়স মেয়েদের ২০ এবং পুরুষদের ২৩ হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই পর্যায়ে তরুণ বয়সের লোকদের ইতিমধ্যেই ভালো মজুরি পায় কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো সঞ্চয় নেই। তাদের সাহায্য করার জন্য, ৩০ বছরের নিচের দম্পতিদের জন্য ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে আমরা সহজ ঋণ চালু করেছি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, গৃহনির্মাণ সমবায়ে যোগ দিতে, নিজেদের কুটির নির্মাণে বা নিজেদের ফ্ল্যাট সজ্জিত করতে এই ঋণ তারা ব্যবহার করে। এই ৩০ হাজার ক্রাউন ঋণ দশ বছরে পরিশোধযোগ্য। ফ্ল্যাট কেনার জন্য ১% এবং ফ্ল্যাট সাজানোর জন্য ২.৫% হার সুদে ঋণ দেওয়া হয়। প্রথম শিশুর জন্মের পর এক বছরের ঋণ শোধের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং ঋণের পরিমাণ ২ হাজার ক্রাউন কমিয়ে দেওয়া হয়। ৪ হাজার ক্রাউন কমিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী শিশুদের জন্মের পর। প্রথম বছরে কমপক্ষে ২ লক্ষ দম্পতি এই ঋণের সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং এখন প্রায় সব নববিবাহিতরাই এই ঋণের জন্য আবেদন করে।

গতবছর পারিবারিক সাহায্যের নগদ পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন ক্রাউন অথবা জাতীয় আয়ের প্রায় ৪.৫%। এই অর্থের এক-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থাবলীর জন্য।

আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পারিবারিক সুযোগ সুবিধা আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অল্প বা বিনাব্যয়ে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনের ব্যবস্থাবলী। ১৯৭৪ সালে কিণ্ডারগার্টেনে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার শিশু ছিল, অথবা তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের আনুমানিক ৫৭%। শিশুসহ পরিবারগুলো আয়কর, অল্প ভাড়া, অল্প পরিবহণ ব্যয়, প্রভৃতি গড়ে ১২০ ক্রাউন কম দেয়। ১৯৭৩ সালে পারিবারিক দান ও সুযোগসুবিধা খাতে মোট ব্যয় প্রায় ২৫ বিলিয়ন ক্রাউন অথবা মোটামুটি জাতীয় আয়ের ৭.৫%। এটা হচ্ছে শিশুর মাথাপিছু ৫২০ ক্রাউন, অথবা জাতীয় গড় মজুরির এক-চতুর্থাংশের সমপরিমাণ হয়।

এই ব্যবস্থাগুলো চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে অধিকারী করেছে। আন্তর্জাতিক সামাজিক নিরাপত্তা সমিতির এক অনুশীলনে প্রকাশ পেয়েছে যে অদক্ষ শ্রমিকদের গড় আয়ের তিন শিশুযুক্ত পরিবারগুলোর প্রতি অনুদান ব্যবস্থায় পৃথিবীতে আমরা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাবলীর জন্য জন্মহার বেড়েছে, বিশেষ করে ১৯৭২ সালে যখন থেকে ১৪শ কংগ্রেসের নীতিগুলো কার্যকর করা শুরু হয়েছে। আর কিছু সদর্থক ফললাভ হয়েছে উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলক ও চূড়ান্তভাবে গর্ভপাত হ্রাস পেয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্মহারের বৃদ্ধি বর্তমানকালের ইয়োরোপের কম সংখ্যক ঘটনার একটি এবং সমাজতন্ত্র যে সমাজকল্যাণমূলক সমস্যার সমাধান যোগায় তার প্রমাণ এটি। ১৯৬৮ সালে ইয়োরোপের সবচেয়ে নিচু জন্মহারযুক্ত দেশের একটি ছিলাম আমরা ; ১৯৭৩ সালে হাজারে ১৮·৮ জন বৃদ্ধি নিয়ে তালিকার শীর্ষের কাছে পৌঁছেছি। এটা বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হার এবং এ প্রবণতা ১৯৭৪ সালে চলছে। পরিবার ও শিশুর অবস্থার উন্নতির জন্য যদিও আমরা অনেক করেছি, এই উদ্দেশ্যপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই এবং নতুন নতুন সৃষ্ট প্রয়োজনকে মেটাতে চাই।

এসব নতুন প্রয়োজনগুলির অন্যতম একটি হচ্ছে শিশু

পালনের জন্য আরও মুক্ত অবসর দেওয়া। এটা এখন বিশেষ করে প্রতিভাত হচ্ছে যে জীবনযাত্রার মান উঁচু হয়েছে এবং উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থাবলী ফলপ্রসূ হচ্ছে। আমরা আরও বেশ কিছু নতুন ব্যবস্থা নিয়েছি, তার মধ্যে আছে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনের সুযোগের প্রসার, খুচরা কেনাবেচা ও সেবামূলক কাজের ব্যবস্থার বৃদ্ধি, রান্নার জন্য প্রস্তুত খাদ্য ও গৃহস্থালীর বাসনপত্রের আরও উৎপাদন।

আমাদের সামাজিক নীতির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পেনশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া বিন্যস্ত ও বিকশিত (এই পেনসন ব্যবস্থা), প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কর্মরত জনসংখ্যার সহায়তা করে এবং সকলপ্রকার অক্ষমতা এবং জীবনধারণের উপায়ের অভাবকেই যোগানের ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যা থেকেই পরিমাপ করা যায় ঃ ১৯৬৮ সালে পেনসন প্রাপ্তলোকের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ, এবং ১৯৭৩ সালে সংখ্যা হচ্ছে ৩২ লক্ষ বা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ। এই কালে পেনসন খাতে ব্যয় ৩,৬০০ মিলিয়ন ক্রাউন থেকে বেড়ে ২৯,৫০০ মিলিয়ন হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের গড় পেনসন হচ্ছে শ্রমিকদের ১,১১০ ক্রাউন, ১,৮০০ ক্রাউন খনি শ্রমিকদের এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকি আছে এমন শ্রমিকদের হল ১,৫০০ ক্রাউন।

জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির সাধারণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৪শ কংগ্রেস যারা আর কাজ করতে সক্ষম নয় তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সিদ্ধান্ত করেছে। পরবর্তী বছরগুলিতে নিচু পেনসনগুলো বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু নতুন আইনের ভাবনা অনুসারে নয়। ১৪শ কংগ্রেসের পরই শুধু বাড়ানো হয়েছে। নতুন আইনে নির্দেশিত স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য ১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে সব পেনসনই বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে ৫৯০,০০০ পেনসনভোগী ও অপর ৩৫০,০০০ যাদের পেনসনই জীবনধারণের একমাত্র উৎস তাদের অবস্থা বেশ উন্নত হয়েছে। এর মানে হল উদাহরণস্বরূপ, যে সকল ব্যক্তির চাকরি কাল পূর্ণ পেনসন পাওয়ার উপযোগী নয় তারাও তাদের জরুরী প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে। এর অর্থ হল, অত্যন্ত পুরানো পেনসনভোগীদেরও উচ্চতর জীবনযাপনের মান। ১৪শ কংগ্রেসে গৃহীত এই সকল ব্যবস্থাবলীকে আমাদের জনগণ খুবই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা প্রয়োজন এমন গোষ্ঠীগুলির সুযোগ সুবিধাও স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সামাজিক নীতির মধ্যে পড়ে। প্রবীণ নাগরিকদের সাহায্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়েই এরকম সহায়তা দেওয়া হয়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসাবে সক্ষম রাখাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে অর্জিত উচ্চতর জীবনযাত্রার মান বয়স্কদের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের নির্দেশ দেয়। অতীতে স্বল্প আয়বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিকরা শেষ বছরগুলো বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ সংবলিত বৃদ্ধদের আশ্রমে বাস করতেন। এখন, উচ্চতর পেনসন পেয়ে তাঁদের অনেকেই বাড়ীতে বাস করতে পারেন এবং এমন কি কিছু কিছু সঞ্চয়ও করতে পারেন। তাই, আমরা কল্যাণমূলক সাহায্যের আরও পৃথকীকৃত ব্যবস্থার ছক করেছি।

প্রাচীন পেনসনভোগীদের সবচেয়ে বড় ভাগটাই নিজেদের বিষয় নিজেরাই দেখাশোনা করতে দৈহিকভাবে সক্ষম ; কেউ কেউ তাদের সন্তানদের সঙ্গে বাস করেন। যাঁরা পুরানো বাড়ীতে বাস করতেন তাঁরা আরও ভাল বাসস্থলে উঠে গেছেন। সকল সংস্থারই তাদের পেনসনভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। এছাড়া, ১৯৭৩ সালে আমাদের ৫৪২টা ক্লাব গঠন করা হয়েছে পেনসনভোগীদের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য।

সেবামূলক কেন্দ্র ও বোর্ডিং-এর সংখ্যা অনেক পরিমাণ বাড়িয়ে প্রাচীন পেনসনভোগীদের সাহায্য করার জন্য আরও লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। সেবামূলক কেন্দ্র ও বোর্ডিং হাউস উভয় স্থানেই চিকিৎসার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।

আমাদের সামাজিক নীতির আর দিক হচ্ছে অশক্ত ও অসুস্থদের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা। এখানে লক্ষ্য হচ্ছে কোনো-প্রকারের উপযুক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করা। এটি জাতীয় সংস্থা ও অপরাপর স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাই করে থাকে। শিল্প, সমবায়মূলক সংস্থা ও নতুন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অশক্তদের জন্য বিশেষ ধরনের কাজগুলো সংরক্ষিত করা হয়, যেখানে তারা চিকিৎসিত হতে পারে ও কাজ করতে পারে।

অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয় সামাজিক নীতিকে এবং সবদিকগুলো একটি প্রবন্ধে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে-অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ আমরা এখন গড়ছি তার লক্ষ্য হল আমাদের জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন, এবং যারা কেবল কর্মরত তাদেরই নয়, যারা বৈষয়িক ও অন্যান্য মূল্যও সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বড় দিক—এবং এর মানবতার নিশ্চিত প্রমাণ হচ্ছে যারা এখন আর শ্রম প্রচেষ্টার অংশীদার নয় ও সমাজের সহায়তা যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য উদ্বেগ।

যখন আমরা বলি যে উচ্চতর জীবনযাত্রার মান হচ্ছে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক ও রণনৈতিক লক্ষ্য, আমাদের সকল কাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান তারা অবশ্যই নেবে। আমাদের নীতির সামাজিক দিকগুলো তার মধ্যে ধরে নিই, ভবিষ্যতের প্রতি নাগরিকদের আস্থা ইতিবাচক শ্রমের আবহাওয়া, সমাজতন্ত্র নির্মাতাদের সক্রিয় ও ফলপ্রসূ জীবন সৃষ্টিতে এগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

একনায়কতন্ত্র থেকে অস্থায়ী সরকার

জাইমে পেরেজ
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট
পার্টি (সি পি ইউ)(১)

অর্থনৈতিক অভিজাততন্ত্র এবং বিদেশী পুঁজির স্বার্থে ১৯৭৩ সালের জুন থেকে যে সামরিক একনায়কতন্ত্র উরুগুয়ে শাসন করছে তা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দমনের মাত্রা বাড়িয়েছে। শত শত শ্রমিক ও ছাত্রকে কারারুদ্ধ এবং বর্বরভাবে পীড়ন করা হয়েছে। আমাদের প্রথম সম্পাদক রোদনে আরিসমেনদির "মামলা" একটি অসামরিক আদালতের হাতে দিতে হবে এই মর্মে সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তাকে এখনও সামরিক জেলে আটক রাখা হয়েছে। **ব্যাপক মোর্চার** সভাপতি লিবের সেরেগনি প্রায় ১৮ মাস ধরে জেলে আছেন।(২)

শ্রমিকশ্রেণী এবং তার ইউনিয়নগুলি লড়ে যাচ্ছে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ ধর্মঘট করছে এবং ন্যাশনাল লেবার কনভেন্ট (এন এল সি) এবং ছাত্ররা সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বামপন্থী শক্তিগুলি মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। যে ন্যাশনাল পার্টি বর্তমান শাসনের অবিচলিত-বিরোধী তার প্রতিনিধিগণ সমেত গণতন্ত্রী রাজনৈতিক ও জননেতারা এবং এমনকি অভিজাততন্ত্রী কলোরাদো পার্টির (যা বোরদাবেরিকে ক্ষমতাসীন করেছে) কিছু কিছু অংশ এন এল সি নেতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছেন। সমূহ প্রমাণ আছে যে, একনায়কতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জাতি শক্তি সমবেত করছে। এটাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য এবং তা গোটা জাতির পক্ষেই স্বার্থজনক। বোরদাবেরি একনায়কতন্ত্র হচ্ছে কাদামাটির পায়ে দাঁড়ানো এক অতিকায় মূর্তি। যদিও সবাই এই বর্ণনার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন তবু এটাই হল তার অত্যন্ত যথাযথ বর্ণনা। অনেকে মনে করেন, বর্তমান অবস্থা মন্থরগতিতে চলতে থাকবে, একনায়কতন্ত্রের প্রভাব দৃঢ়।

একনায়কতন্ত্র কি দৃঢ়মূল হয়েছে?

বোরদাবেরি কতকাল গদিনসিন থাকে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা নিরর্থক। এটা অনুধাবন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, একনায়কতন্ত্র কি সত্যই দৃঢ়মূল হয়েছে?

যদি বেয়নেট (যা খুব আরামপ্রদ উচ্চাসন নয়) ব্যতিরেকে তা জনগণের যথেষ্ট বড় এক অংশের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারে, অর্থাৎ তার যদি যথেষ্ট বিস্তৃত সামাজিক ভিত্তি থাকে, তবেই শুধু একটি প্রশাসন স্থিতিশীল হতে পারে। যে-বাগাড়ম্বর জনগণের পশ্চাৎপদতাকে পুঁজিরূপে ব্যবহার করতে পারে তার সাহায্যে এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তিপুঞ্জের মন জয় করেও সেই ভিত্তি গড়া যায়। তাছাড়াও থাকতে পারে বাইরের মদত।

উরুগুয়েতে অবশ্য প্রাসাদবিদ্রোহের সংগঠকদের পক্ষে কখনও জনসমর্থন ছিল না। "ঊর্ধ্ব" থেকে প্রশাসনিক যন্ত্রের(৩) দ্বারাই প্রাসাদবিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা পেয়েছিল অভিজাততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা, যা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের আন্দোলনকে এবং দেশের সুস্থ রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে তার মৈত্রীর সম্ভাবনাকে ভয় করত। যখন এমনকি প্রাসাদবিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছিল তখনও প্রতিক্রিয়া সামরিক বাহিনীতে রাজনীতির প্রতি নিস্পৃহতাকেই করেছিল লালিত, কমিউনিস্ট-বিরোধী হিস্টিরিয়া চাগিয়ে তুলেছিল এবং পার্লামেন্টের প্রতি সামরিক বাহিনীগুলির অসন্তোষকে উস্কে দিয়েছিল। এভাবেই সামরিক বাহিনীগুলিকে "অভিজাততন্ত্রের অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহের হাতের পাঞ্জারূপে"(৪) ব্যবহার করার বনিয়াদ রচনা করা হয়েছিল।

কলোরাদো পার্টির একাংশ, শ্রীএকেগোয়েন(৫) এবং ন্যাশনাল পার্টির একটি মামুলি ধরনের উপদল ঐ প্রাসাদ-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন। গোড়া থেকেই প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলি এবং জনগণের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ছিল এক-

---

১ ১৯৭৪-এর ৮ মে রোদনে আরিসমেনদির গ্রেপ্তারের পর থেকে জাইমে পেরেজ সি পি ইউ-এর সি সি-এর প্রথম সম্পাদকের কাজ করছেন।

২ ১৯৭৩-এর ৯ জুলাই ব্যাপক মোর্চার জেনারেল সেরেগনি এবং অন্যান্য নেতা জেনারেল ভিক্তর লিকানদরো ও কর্নেল কার্লোস জুফরিয়াতেইগুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৩ যদিও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে অবদমিত করা হয়েছে তবু এখনও প্রশাসন জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, সাংবিধানিক সরকারকে তারা লঙ্ঘন করে নি।

৪ ঠিক এভাবেই প্রতিক্রিয়া তাদের যে-ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছিল তা (১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারির) প্রাসাদবিদ্রোহের কয়েক মাস আগে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বর্ণনা করেছিল সামরিক বাহিনীগুলি।

৫ মার্তিন আর একেগোয়েন—বিশিষ্ট রক্ষণশীল এবং ন্যাশনাল পার্টির নেতা, যিনি রাজনৈতিক দৃশ্যপটে কার্যত সমস্ত প্রভাবই হারিয়ে বসেছেন। তিনি একনায়কতন্ত্রের "বৈধতা" প্রমাণের চেষ্টা করেন।

নায়কতন্ত্রের বিপক্ষে। যদি ১৫ দিনের শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘটে একনায়কতন্ত্রের বিরোধী জনগণের বিরাট অংশগুলি যোগদান করত তাহলে বোরদাবেরি কয়েকদিনের বেশি গদিতে থাকতেই পারত না। তা হল না। ধর্মঘটের অবসান হবার পরই কর্তৃপক্ষ "কাজে" হাত দিতে আরম্ভ করে। যেন মনে হচ্ছিল এক ভাগ্যান্বেষী সৈন্যবাহিনী উরুগুয়েকে দখল করেছে। ৪ জুলাই তারিখের হুকুমনামায় দু-হাজার ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও জঙ্গী কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়। জনশক্তিগুলির বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন লেলিয়ে দেওয়া হয়। বন্দীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন করা হয়। ইনডোর ক্রীড়াভবন সিলিন্দ্রোকে কারাগারে পরিণত করা হল। ১৯৭৩-এর ১২ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা প্রতিশোধ নিল। তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটিতে লুটতরাজ চালাল। জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ পূর্ণ করা হল অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকজন দিয়ে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিগৃহীত করা হল। কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টি দুটিকে এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন ও ছাত্র ফেডারেশনকে অবৈধ ঘোষণা করা হল (এন এল সি ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে একটি হুকুমনামা আগেই জারি করা হয়েছিল)।

সামরিক অভিজাততান্ত্রিক প্রশাসন বিদেশী পুঁজির সামনে দরজা পুরাপুরি খুলে দিল। পশম ও গোমাংসের বিশ্বব্যাপী চড়া দামের সুবাদে যদিও ১৯৭৩-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিছু লোক আশা করছিল যে, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে তবু বছর কাটতে না কাটতে এটা স্পষ্ট দেখা গেল যে, একনায়কতন্ত্রের অর্থনীতি সংক্রান্ত পলিসি ব্যর্থ হয়েছে। জীবিকার মান নামছে। অভিজাতগোষ্ঠী হচ্ছে আরও ধনী।

১৯৭৪-এর মে মাসে এক নতুন রাজনৈতিক সামরিক সংকট দেখা দেয়, যা প্রশাসনের অস্থিতিশীলতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের একটি গোষ্ঠীকে অবসর গ্রহণ করানো হয়। একনায়কতন্ত্র সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন হারায় এবং আর তার বিচ্ছিন্নতাকে গোপন করতে পারে না। একেগোয়েনের মৃত্যু ঘটে এবং যে সামান্য সংখ্যক লোক তার অনুগামী ছিল তারাও সেই ন্যাশনাল পার্টিতেই ফিরে গেল যে-পার্টি গোড়া থেকেই একটি দেশপ্রেমিক মনোভাব গ্রহণ করেছিল, একথা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। শ্রমিকশ্রেণীও তার মধ্য থেকে তেমন ব্যক্তিদের বিতাড়িত করেছে যারা আপোস রফার দিকে ঝুঁকেছিল। দমন-পীড়নে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয় নি, এখনও সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়ায়। শহুরে মধ্যবিত্তবর্গের মধ্যে শিক্ষকগণ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, কারিগর, নিয়োগকারী এবং পেনসনভোগীদের মধ্যেও অসন্তোষ বিরাজ করছে। লাতিফুন্দার মালিক, যারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হেক্টার জমির মালিক, তাদের বাদ দিলে, গ্রামীণ জনসংখ্যা—কৃষক, খামার শ্রমিক, ছোট উৎপাদকগণের কেউই প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার কথা রেখে ঢেকে রাখে না। যদিও সতর্কভাবে তবু গীর্জাগুলিও অসন্তোষ প্রকাশের প্রবণতাই ব্যক্ত করে। বিদেশে প্রকাশিত (কারণ উরুগুয়েতে তা প্রকাশ করা অসম্ভব) জনমত সমীক্ষাদিও দেশে অসন্তোষের অস্তিত্বই প্রমাণিত করছে। জনসংখ্যার মাত্র ছয় শতাংশের মতো লোক প্রশাসন সম্পর্কে অনুকূল মত প্রকাশ করে।

আর্জেন্টিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে, এ বছরের প্রথম ছ'মাসে দুলক্ষ উরুগুয়েবাসী তাদের দেশে চলে এসেছে। কিন্তু ১৯৭৩-এর শেষার্ধে আরও অনেক বেশি মানুষ দেশত্যাগ করেছে। বর্তমান প্রশাসনের প্রতি জনগণের মনোভাবের এটাই কি যথেষ্ট দ্যোতক নয়?

বোরদাবেরি কাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে?

নির্ভর করে অভিজাততন্ত্র, মার্কিন-রাষ্ট্রদূতাবাস এবং সামরিক বাহিনীগুলির উপর, অর্থাৎ যাঁরা প্রাসাদবিদ্রোহের সংগঠন করেছিল। তা থেকেই এটাও অনুসরণ করে যে, ক্ষমতাসীন হবার পর একনায়কতন্ত্র কোনোও রাজনৈতিক বা জনশক্তিরই মন জয় করতে পারে নি এবং যে নগণ্য সংখ্যক মিত্র তার ছিল তাদেরও হারিয়েছে।

উভয় সংকটে সামরিক বাহিনীগুলি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উরুগুয়ের সামরিক বাহিনীগুলি বিচিত্র ধরনের ভূমিকা নিয়েছে। পাচেকো আরেকো-এর রাষ্ট্রপতিত্বের সময়ে (১৯৬৭-১৯৭২) তারা অভিজাততন্ত্রের সরকারের সেবা করেছে এবং সব সময়েই শ্রমজীবী জনগণকে আঘাত করার জন্য তৈরি থেকেছে। পরে বোরদাবেরি তাদের গেরিলা আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের কাজে ব্যবহার করেছে—যখন চলছিল সন্ত্রাস, নির্যাতন এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের কালপর্যায়। ১৯৭২-এর শেষে সামরিক বাহিনীর কিছু আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিংসা ও দুর্নীতির দরুন অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তারই জের হল ১৯৭৩-এর ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে সামরিক বাহিনীর কর্মতৎপরতা(১)। মনে হচ্ছিল সামরিক বাহিনী যেন বলছে: "আমরা আর অভিজাততন্ত্রের সেবাদাস থাকতে চাই না"। তবে সময়টা দীর্ঘস্থায়ী হল না। এখন সামরিক বাহিনী পড়েছে উভয় সংকটে। সৈন্যরা লজ্জিত বোধ করছে, তারা তাদের সামরিক বাহিনীর গৌরবকে কলংকমলিন করেছে, আর কিভাবে সামরিক বাহিনীর মূল্যায়ন হবে সেই ভবিষ্যতের কথাও অনেকেই ভাবছে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাদের সম্পর্কে কি বলবে এ বিষয়ে তারা উদাসীন নয়—ইতিহাসে তারা কি অভিজাততন্ত্রের হাতিয়াররূপে বর্ণিত হবে অথবা এক ঘৃণিত একনায়কতন্ত্রকে গদিচ্যুত করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পথ খুলে দেবার সগ্রামে জনগণের সংগে সহযোগিতা করেছিল এমন একটি দেশপ্রেমিক শক্তিরূপে স্থান পাবে। প্রত্যেক সামরিক ইউনিটে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হয়। পুলিশবাহিনীর মধ্যে

১ সামরিক বাহিনীর ফেব্রুয়ারি মাসের কর্মতৎপরতার বিবরণ **'শান্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র'**-এর ১৯৭৪-এর মে মাসের সংখ্যায় ই রোদারিগুয়েজ লিখিত 'প্রাসাদ-বিদ্রোহের পরেকার উরুগুয়ে' পড়ুন।

বিভ্রান্তি আছে। একেবারে তাহা ফাশিস্ত এবং রাজনৈতিক নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ এটা দেখতে অক্ষম হচ্ছে না যে, সামরিক বাহিনীর আচরণ সম্পর্কে জনগণের প্রতিবাদ বেড়ে চলেছে। পর্তুগাল সৈন্যবাহিনী উপনিবেশের জাতিগুলির নিপীড়ক থেকে গণতন্ত্রের যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে। জনগণের সারিতে দাঁড়িয়ে তা কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যে ফাশিস্ত স্বৈরাচার শাসন করছিল তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে এবং বহু শতকের ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়েছে। উরুগুয়েতেও—সামরিক বাহিনীতে তার অনুরূপ একটা কিছু ঘটতে পারে।(১)

একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য

স্পষ্টতই বোরদাবেরি একনায়কতন্ত্র দুর্বল ও অস্থিতিশীল এবং তাকে গদিচ্যুত করা যায়। পর্তুগালের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ব্যর্থতাই সামরিক বাহিনীগুলিকে উৎসাহিত করেছে। গ্রীসের ক্ষেত্রে সাইপ্রাসে ফাশিস্তদের হঠকারিতা তা জুগিয়েছে। উরুগুয়ের উপনিবেশও নেই একটি সাইপ্রাসও নেই। বাইরের কোনো উপাদান বিস্ফোরণ ঘটাবে এমন উপাদানাদিও অনুপস্থিত। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তার জনগণের উপর, তাদের ঐক্য এবং সংগ্রামের প্রস্তুতির উপরই নির্ভর করবে।

এই জুলাইয়ের ২৪ তারিখে পার্টি শাখাগুলির কাছে পাঠানো এক বার্তায় সি পি ইউ জোর দিয়ে বলেছেন : "যে-পর্যন্ত বোরদাবেরি, অভিজাততন্ত্র এবং তাদের ক্রীড়নকদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা না-হবে তদবধি দেশের পরিস্থিতির উন্নতিসাধন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির পরিবর্তনসাধন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং দমনপীড়ন ও নির্যাতন অবসানের কোনো আশাই নেই। এই একনায়কতন্ত্রকে গদিচ্যুত করার (বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার পথ) সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মিশন **কেবল জনগণের দ্বারাই পালিত হতে পারে, আর সেজন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং রুটি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।**"

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দুর্ভোগ এবং স্বাধিকারের অভাব জনগণের ঐক্যের পক্ষে লড়তে তাদের কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে প্রেরণা জোগায়। প্যাকিংহাউস শ্রমিক, বয়নশিল্প শ্রমিক, ব্যাঙ্ক ও পৌর শ্রমিক-কর্মচারী, নির্মাণ-কার্যের শ্রমিক, ইস্পাত শ্রমিক এবং সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনাদি জনগণের সংগ্রামী মনোভাবেরই সাক্ষ্য(১) বর্ধিত দমনপীড়ন এবং ক্রমবর্ধমান বেকারি সত্ত্বেও তারা সাহসের সঙ্গে উন্নততর মজুরি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। মন্তেভিদিও'র প্রধান রাজপথ ১৮ জুলাই স্ট্রীটের বড় বিক্ষোভ শোভাযাত্রা রোদনে আরিসমেনদি ও লিবের সেরেগনির মুক্তির দাবিতে ইস্তাহার বিলি ও প্রাচীর-লিখনাদি জনগণের সংকল্পেরই স্পষ্ট লক্ষণ। একনায়কতন্ত্র-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলি সম্মেলনাদি করছেন এবং এন এল সি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন—যার লড়াইয়ের ক্ষমতা একটুও হারায় নি এবং জনগণের মধ্যে যার মর্যাদা অতীতের যেকোনো সময়ের মতোই উন্নত।

সি পি ইউ নেতৃত্ব তাদের বার্তায় বলেছেন : "জাতীয় মুক্তির একটি আন্দোলনের পক্ষে, যে-আন্দোলন একটি অস্থায়ী দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক সামরিক-অসামরিক সরকার গঠনের জন্য সংগ্রামরত জনগণের একতার সর্বোচ্চ পরিপ্রকাশে পরিণত হবে, তার পক্ষে অনুকূল অবস্থাদি আকার ধারণ করেছে। শ্রমকারী জনগণ এবং অভিজাততন্ত্র নিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলির সমর্থনপুষ্ট হয়ে তা প্রজাতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে।

একটি অস্থায়ী সরকার কি জন্য ?

আমরা একটি অস্থায়ী সরকারের সপক্ষে বলছি। আর তার কারণ এখানেই রয়েছে। জাতির বিপুল সংখ্যাধিক অংশ একনায়কতন্ত্রের বিপক্ষে। তারা চায় ইতিবাচক পরিবর্তনাদি। সর্বজনীন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি এবং সামরিক বাহিনীর বড় অংশ জনসাধারণের সোচ্চার দাবি সম্পর্কে অবহিত। অসামরিক এবং সামরিক অফিসারদের একটা মৈত্রী বিনা রক্তপাতে একনায়কতন্ত্রকে গদিচ্যুত করতে পারে। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসই হচ্ছে প্রতিবন্ধক। কতিপয় রাজনৈতিক নেতার আশঙ্কা সামরিক বাহিনী তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং তার মাধ্যমে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক সামরিকীকরণের সাহায্যই করছেন। তাদের আশঙ্কা তার ফলে গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের পুনরুদ্ধার হবে না। অন্যদিকে সামরিক অফিসারদের রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রয়েছে অবিশ্বাস। তাদের আশঙ্কা যুদ্ধ সংগ্রামের ফলে ১৯৭৩-এর ২৭ জুনের পূর্বেকার মতো এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।(১) তাঁরা চান নির্ভেজাল সামরিক সরকার।

---

১ এটা নিশ্চিত যে, আমাদের একথা মনে রাখতেই হবে, সামরিক বাহিনীর প্রতি অভিজাততন্ত্র কেবল উদার নয় তার চেয়েও বেশি। জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশেরও বেশি খরচ হয় সামরিক ও পুলিশ খাতে। ১৯৭৫-এ অ-সামরিক সরকারী কর্মীদের বেতন ১১·৯ শতাংশ আর সৈন্যের বেতন বাড়বে ৭০ শতাংশ। জাতীয় তহবিল নিয়ে এই ভোজবাজি দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষেও প্রতিবন্ধকতা করছে।

১ আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, ১৫ আগস্ট এন এল সি একটি চিত্তাকর্ষক বিক্ষোভ শোভাযাত্রা সংগঠিত করেছিল।

১ ১৯৭৪-এর মে মাসের **শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র**-এ ই রোদারিগুয়েজের 'প্রাসাদ বিদ্রোহের পরেকার উরুগুয়ে' পড়ুন।

উভয়ই তাদের অভিন্ন লক্ষ্যাদি সম্পর্কে বিস্মরণশীল। যদি তারা সত্য সত্যই অতীতের পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে আগ্রহী হয়, যদি তাদের লক্ষ্য হয় একটি উন্নততর ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ বেকারশূন্যতা, উচ্চতর জীবনযাত্রা, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বাণিজ্যের বিকাশ; দেশান্তরীদের নিজ নিজ পরিবারে প্রত্যাবর্তন, রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করা, তাহলে তাদের মধ্যে মতৈক্য হবার পথে কোনো প্রতিবন্ধকই থাকবে না। এসব লক্ষ্যসাধন এবং সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং একটি স্বাধীন দেশপ্রেমিক পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গেও অসামরিক এবং সামরিক নেতাদের মধ্যে কোনো গুরুতর মতপার্থক্য নেই।

একনায়কতন্ত্রের স্থলবর্তী কে হবে এবং কিভাবে হবে? সামরিক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে কোনো সরকার হতে পারে কি? শক্তির বর্তমান বিন্যাসে তা হবে না। আর একটি সামরিক সরকার? আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ সামরিক বাহিনীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, আর সামরিক বাহিনী শ্রেষ্ঠ সদিচ্ছা নিয়েও যদি সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করে তবু জনমতের সমর্থন পাবে না। আর তা ব্যতিরেকে কোনো অসামরিক বা সামরিক সরকারই কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। বস্তুত সামরিক বাহিনী জানে রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে বাদ দিয়ে তারা দেশটাকে চালাতে পারবে না।

কমিউনিস্টরা তাই বলেন, ঐক্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করে মতবৈষম্যের উপর করা হবে কেন? সমন্বিত সংগ্রাম দুপক্ষেরই সদিচ্ছা এবং তার সঙ্গে অপ্রধান প্রসঙ্গাদিতে কনসেশান দেবার প্রস্তুতিও দাবি করে, কারণ প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়া, তাদের মধ্যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থা সঞ্চারিত করা। অবস্থা এখন যেখানে আছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি, কেবল একটি অস্থায়ী, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক সামরিক ও অসামরিক যুক্ত-সরকারই দেশের জরুরী সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারে। জনগণের সমর্থন সহকারে তা প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি হাতে নেবে এবং দেশকে প্রগতি ও মুক্তির পথে স্থাপন করবে। এই মধ্যবর্তী কাল পর্যায়ে তা একটি সংবিধান পরিষদ নির্বাচনের অবস্থাদি গড়ে তুলবে, যা দেশকে দেবে এক প্রস্থ প্রতিষ্ঠানগত আদর্শ নিয়মাবলী।

যদিও তা মোটেই সহজসাধ্য নয় তবু তা সাধনযোগ্য, কারণ জনগণ একনায়কতন্ত্রের বিরোধী। অদূর ভবিষ্যতে উরুগুয়েকে সমাজ প্রগতির পথে আনতে হলে জনগণের ঐক্য সামরিক ও অসামরিক ঐক্য স্থাপন করতেই হবে। আমাদের সংগ্রামের সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সর্বাত্মক ঐক্যপ্রচেষ্টা

একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট প্রস্তাবের অর্থ কি অন্যান্য সমাধানকে নাকচ করা? নিশ্চয়ই নয়। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে সমস্ত পদক্ষেপকেই আমরা সমর্থন করতে প্রস্তুত। তাছাড়া আমরা এমন সম্ভাবনাও নাকচ করিনা যে, একনায়কতন্ত্রের শীর্ষদেশে সংকট হবার ফলেও তা ধসে পড়তে পারে। এ ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটবে না। আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল্যায়ন করব। জনগণ ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে কোনো এবং আমাদের প্রত্যয় আছে যে শ্রমকারী পরিবর্তনকেই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য দিতে পারে।

একথা বলার দরুন আমরা আমাদের মূলনীতিগুলি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি এমন অভিযোগাদির কথাও আগেই অনুমান করছি। বাক্যবাগীশরা এন এল সি সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল : যেহেতু শ্রমিকদের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাদি উপস্থিত করা হয় নি; যেহেতু একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে ন্যাশনাল পার্টি এবং **ব্যাপক মোর্চার** মধ্যে চরিত্রটি "স্পষ্টরূপে উপস্থিত করা হয় নি" সেজন্যই সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশের সেই নাটকীয় পরিস্থিতিকালে বামপন্থীরা সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাক্যবাগীশরা তাকে "অর্থহীন শোধনবাদী মোহ" বলে নিন্দা করেছিল। তাদের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে মানতেই হবে যে, **কেবল** শ্রমিকশ্রেণীই একনায়কতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এইতো গেল তাদের মার্কামারা "বাস্তববাদের" নমুনা।

মে মাসে শাসকচক্রের মধ্যে সংকট দেখা দিলে এন এল সি আহ্বান জানিয়েছিল বোরদাবেরিকে গদিচ্যুত করা হলে জনসমাবেশ করা হবে। বাক্যবাগীশরা ব্যাখ্যা করে যে, এটা হল "সামরিক বাহিনীর পিছনে প্রলেতারিয়েতকে খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য করার" ব্যবস্থা। তারা নিজেরা একনায়কতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত নিজ বাড়ীতে (অথবা বিদেশে আশ্রয় নিয়ে) অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করে। তাদের অস্ত্র হল বামপন্থী বুলির কচকচি যার সাহায্যে তারা তাদের নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতিজনক, সীমাহীন ও ক্লান্তিকর তত্ত্ববাগীশতাকে এবং তাদের বিপ্লবীরা "তপ্ত জলে ভয় পায় না" সংক্রান্ত আপ্তবাণীগুলিকে ছদ্মবেশ পরায়। এ সমস্তই একত্রে জমাট বেঁধে শ্রমকারী জনগণের পরাক্রম ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা সম্পর্কে পাতিবুর্জোয়াসুলভ আস্থাহীনতা প্রকট করে।

কমিউনিস্ট পার্টি তার ২৪ জুলাইয়ের আবেদনে ঘোষণা করেছে, "পরিস্থিতি আরও বেশি মাত্রায় চরম সংকটপূর্ণ হয়ে উঠছে, জনগণের অবস্থা নিরন্তর অবনতির দিকে যাচ্ছে ··· দমনপীড়নের মাশুল আরও বেড়ে যাচ্ছে। আর যদিও এসমস্ত উপাদানই পরিশেষে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেই কাজ করবে, তবু তার পতন দ্রুততর করার জন্য দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। জনগণের দুর্দশার অবসান ঘটানো এবং নবজীবন লাভ করার অবস্থা সৃষ্টির এবং **ঐ সঙ্গেই অতীতের প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করার** এটাই একমাত্র পথ।"

আমরা শূন্যগর্ভ মোহের অনুকূলে শ্রেণীগত মূলনীতিগুলি পরিহার করছি না অথবা আত্মবিক্রয়ের পক্ষেও

ওকালতি করছি না। আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত আছি। আমরা জানি কেবল সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যই একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটাতে এবং প্রগতির পথ খুলে দিতে পারে।

তার অভীষ্ট যতই সাধু হোক না কেন কোনো রাজনৈতিক শক্তি একলা চলার নীতি নিয়ে সাফল্যের আশা করতে পারে না। দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমাদের সামরিক ও অসামরিক শক্তিগুলির মধ্যকার বৈষম্য দূর করতেই হবে। সমস্ত গণসংগঠন ও পার্টিগুলিকে ঐক্যের স্বার্থে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলি অবিলম্বে সফল করার আহ্বান পরিহার করতেই হবে—নতুবা ভাঙন দেখা দিতে বাধ্য। তবে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের মূলনীতিগুলিকে (এবং কাজেই নিজেদের অস্তিত্বের আদি উদ্দেশ্যকে) বিসর্জন দিতেই হবে, অথবা মেকিয়াভেলিসুলভ কপটতায় এক কথা বলতে ও তার বিরোধী কাজ করতে হবে। সমস্যা সম্ভাবনা হচ্ছে দীর্ঘকাল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, কারণ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসাধনের উপর তাদের ঐক্য নির্ভর করছে।

আমরা কমিউনিস্টরা বোরদাবেরি একনায়কতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ঐক্যের পক্ষে। তার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি আমাদের আনুগত্যের সংঘাত হয় না। পক্ষান্তরে ঠিক এই আনুগত্যের দরুনই ফ্যাক্টরিগুলিতে আমরা শক্তিশালী, জাতীয় জীবনে প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক শক্তি আমরা। এজন্যই আমরা ব্যাপক ঐক্যের একটি নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম।

কমিউনিস্টদের শক্তির উৎস

কমিউনিস্টরা শক্তিশালী কেন? দেশের উপর চরম কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার ও নির্মম দমনপীড়নের ঝড় বইছে। আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাদের নির্যাতন করা হচ্ছে, আমাদের প্রকাশনাদি নিষিদ্ধ করা, অফিসাদিতে হানা দেওয়া হচ্ছে, আর তবু শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বেড়েই চলেছে। আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেও আমাদের পার্টি শাখাগুলি কাজ করে যাচ্ছে, সভা করে, সিদ্ধান্তাদি নেয়; আমরা একটি সংবাদপত্র এবং ইস্তাহারাদি প্রকাশ করি; জনগণের কাছে আবেদনে আন্তরিক সাড়া পাওয়া যায়।

আমরা প্রবল আঘাত বরদাস্ত করেছি। হাজার হাজার পার্টি সদস্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন এবং নিহত হয়েছেন। পার্টির প্রবীণ সদস্যরা এবং আমাদের অত্যুজ্জ্বল যুব কমিউনিস্টরা, উভয়ের বিরুদ্ধেই দমনপীড়ন চালানো হয়েছে। পুরুষ, নারী, শিশু, কাউকেই একনায়কতন্ত্র রেহাই দেয় না। জেলে থাকলেও কমরেড আরিসমেনদি সর্বদাই রয়েছেন আমাদের মধ্যে শ্রমকারী জনগণের মধ্যেই রয়েছেন, কারণ তিনি তাদের মুক্তিযুদ্ধের এক প্রতীকস্বরূপ। তার কারাবাসের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে যে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে তা একনায়কতন্ত্রের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতাকে তীব্র করে তুলেছে এবং নিশ্চিতভাবে মনে করি যে, উরুগুয়ের জনগণের সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সংহতি তার মুক্তি আদায় করবে।

সবকিছু সত্ত্বেও পার্টির মর্যাদা বাড়ছে, যেমন বাড়ছে ফ্যাক্টরিগুলিতে এবং জনগণের মধ্যে তার প্রভাবও। আমরা যদি কেবল একটি বিদগ্ধ চক্র হতাম, বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ষড়যন্ত্রকারীদের একটা গোষ্ঠী হতাম তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই একনায়কতন্ত্রের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

পার্টির সজীবতার কারণাদি সুস্পষ্ট ও সহজ। প্রথমত আমরা আমাদের সমস্ত কর্মতৎপরতায় একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দ্বারা পরিচালিত হই। উরুগুয়ের অবস্থাবলীতে আমরা তার প্রয়োগ করে জনগণের স্বার্থসাধনের জন্য সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলাদি রচনা করেছি। কমিউনিস্টরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী। এখানে কোনো পরস্পর-বিরোধিতা নেই, একসময়ে জাঁ জাউরে যেমন বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটলে তা আমাদের আরও বেশি দেশের কাছাকাছি করে, সে মনোভাবের অভাব ঘটলে তা আমাদের তার কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে। দ্বিতীয়ত, মতাদর্শ এবং সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি হচ্ছে একটি শ্রমিক পার্টি। আজ চল্লিশ বছর ধরে আমরা অধ্যবসায়, ধৈর্য ও পরম আত্মনিবেদন সহকারে ফ্যাক্টরিগুলিতে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহে কাজ করে যাচ্ছি, শ্রমিকদের জীবনধারণের দাবিগুলির সমর্থন এবং তাদের রাজনৈতিক উপলব্ধিকে উন্নত করার প্রয়াস চালাই।

তৃতীয়ত, আমরা ঐক্যের জন্য সুসংগতভাবে চেষ্টা করেছি। আর জেনারেল সেরেগনি যেভাবে বলেছেন, রাজনৈতিক জলবিভাজন রেখাটি যখন অভিজাততন্ত্র এবং জনগণের মাঝখানে অবস্থিত তখন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাই আমাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য। আমরা যখন এন এল সি-এর ঐক্য গড়ে তুলি, আমরা যখন ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়াস করি তখন আমরা সেই কর্তব্যই পালন করি। যখন লুইস পেদ্রো বোনাভিতা, এদমুনদো সোয়ারেস নেত্তো, ফ্রানসিসকো (পাকো) এসপিনোলা এবং অন্যান্য খাঁটি পার্টি নেতারা ১৯৬২ সালে বামপন্থী মুক্তিফ্রন্টের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তখন তাঁরাও সেই কর্তব্যই পালন করেছিলেন। ১৯৭১-এ যখন অন্যান্য শক্তিসমূহের সঙ্গে একত্রে আমরা জেনারেল সেরেগনির চারপাশে ব্যাপক মোর্চায় ঐক্যবদ্ধ হই তখনও আমাদের কর্তব্যই পালন করি। ১৯৭২-এর নভেম্বরে সমস্ত সৎ উরুগুয়েবাসীর ঐক্যের জন্য জেনারেলের আবেদন এবং বোরদাবেরির পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তাঁর ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারির ভাষণ এগুলিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।

একটি অস্থায়ী সরকারের দ্বারা একনায়কতন্ত্রের স্থান পূরণ এবং প্রগতি ও মুক্তির পতাকাতলে সমবেত করার অনুরোধ জানিয়ে আজ আমরা আমাদের কর্তব্য পালন

করছি। আমাদের সমস্ত কর্মতৎপরতার এবং রাজনৈতিক মূলনীতিগুলির প্রতি বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে আমরা সুসংগতি-পূর্ণ। আর একটি নীতিনিষ্ঠ মূলনীতি সর্বদাই সহানুভূতি ও মর্যাদা লাভ করে থাকে। যদিও কমিউনিস্ট পার্টিকে আত্মগোপন করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তবু অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে তার সংযোগাদি অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় দৃঢ়তর।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের পথ আলোকিত করে। কমিউনিস্টদের সারিতে নৈরাশ্য ও হতাশার কোনো স্থান নেই। শ্রমিকশ্রেণী আমাদের পার্টির বক্তব্য শোনে এবং তাকে সমর্থন করে। বারবার জনগণ তার প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। যদি তা না হত আমরা কখনও পার্টির জন্য ৬০ কোটি পেসোস আদায় করতে পারতাম না।

আমাদের কর্মীরা সংগ্রামের মাধ্যমে ইস্পাতকঠিন হয়েছেন। তাঁরা অটল, দৃঢ়পণ ও উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা এবং জনগণের দুর্দশা উপলব্ধিও করেন এবং তাতে সাড়া দেন। তাঁদের দাবানো যায় না—জনগণের লক্ষ্য সাধনের সংগ্রামী বাহিনী থেকে কেবল মৃত্যুই তাঁদের ছিনিয়ে নিতে পারে। কমরেড আরিসমেনদি যেমন বলেছেন, "তারা সমস্ত কমিউনিস্টকে হত্যা করতে পারবে না, কারণ আমরা অগণিত।"

আর সেজন্যই সমস্ত দমনপীড়ন সত্ত্বেও আমরা জয়লাভ না করা পর্যন্ত লড়াই করে যাব, আর পার্টি নেতৃত্বও জয়লাভ সম্পর্কে প্রত্যয়শীল। রোদনে আরিসমেনদির অত্যন্ত চমৎকার সাংগঠনিক প্রতিভা এবং নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্বে বহু বছর ধরে সংগ্রামের মাধ্যমে সেই প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। আমরা জানি জনগণ জয়ী হবেই, ঘৃণিত অভিজাততান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র সমস্ত দেশপ্রেমিকের মিলিত সংগ্রামের ঝড়ে দূরীভূত হবেই। উরুগুয়েবাসী আবার হাসতে পারবে।

ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জিতব

সম্পাদকের কাছে চিঠি

প্রিয় কমরেডগণ,

অধিকৃত আরব এলাকার জনগণের উপর ইসরায়েলী প্রশাসকরা গত এপ্রিল থেকে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের এক নয়া হিংস্র আক্রমণ শুরু করেছে। ইসরায়েলী পত্র-পত্রিকাগুলি ঘাঁটলে দেখা যাবে যে এই আক্রমণ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। ফেলিস্তিন জনগণের দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরায়েলী দখলদারদের বিরোধীদের বিরুদ্ধেই এই আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬৭ সাল থেকেই ঐ আক্রমণকারীদের কারাগারগুলিতে হাজার হাজার দেশপ্রেমী একদিকে যেমন পচছে, তেমনি এবারের হিংসাত্মক আক্রমণের তোড়ে শত শত ফেলিস্তিনীয় আরব বলি হয়েছেন। তাঁদের একমাত্র অপরাধ যে, তাঁরা ইসরায়েলী দখলদারদের বিরুদ্ধে এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

আমাদের জনগণের সংগ্রামী মনোবৃত্তি এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা ধ্বংস করার এই অপচেষ্টায় ইসরায়েলী আগ্রাসকরা অধিকৃত এলাকাতে এমন এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যা জার্মান ফ্যাসিস্তদের সেই কুখ্যাত দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশেষ আইনবলে শত শত ফেলিস্তিনীয়কে বিনা অভিযোগে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সরকারীভাবেও এই সংখ্যা প্রায় এক হাজার। কারারুদ্ধদের মধ্যে আছেন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র আর সক্রিয় কর্মীবৃন্দ। সংগ্রামে নেতৃত্বদানে সক্ষম নেতাদের থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে রাখাই দখলদারদের উদ্দেশ্য।

অধিকৃত এলাকায় আমাদের পার্টি এবং ফেলিস্তিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট দখলদারদের আঘাত হানার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ১৯৬৭-র জুন যুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক দখল হবার পর পশ্চিম তীর অঞ্চলে ন্যাশনাল ফ্রন্টই প্রথম প্রতিরোধ সংস্থা। ন্যাশনাল ফ্রন্টে কমিউনিস্টরা ও তাঁদের সহযোদ্ধারা শিন বেথ (ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনী)-এর খুনীদের সম্পর্কে "বিশেষ নজর" দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ইসরায়েলী কারান্তরালে একজন মানুষের ভাগ্যে কী ঘটছে? আমি মাত্র অনেকের মধ্যে একজনের উদাহরণই দিচ্ছি—তিনি হলেন জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুলেমান রশিদ এল-নজব। পশ্চিম তীরে জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা, ন্যাশনাল ফ্রন্টের দ্বিতীয় প্রধান এবং সামরিক সংস্থার তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে দখলদারী প্রশাসন চারবছর ধরে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ১৯৭৪-এর ৩০ এপ্রিল জেরুসালেমে গ্রেপ্তার হবার পর কী কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে তিনি এখন পর্যন্ত কারাপ্রাচীরের মধ্যে আটক আছেন! মুখের উপর ঘুষি মারা ইসরায়েলী কারাগারগুলিতে এখন অত্যাচার বলে ধরা হয় না: বন্দীদের গোড়ালিতে ও জননেন্দ্রিয়তে মারা হয়, তাঁদের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। দুদফা নির্যাতনের মধ্যেকার সময়টুকু বন্দীরা যাতে একটু হাঁফ ছাড়তে না পারে সেজন্য তাঁদের ডান পা ৩০ সেণ্টিমিটার উঁচু

করে সেলের লোহার গরাদে বেঁধে দেওয়া হয়। নির্ভয়ে সুলেমান এল-নজিব ও তাঁর কমরেডরা এই পীড়নের রোলারের নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন। তাঁদের অনেকে এই অত্যাচারের ফলে মরণ বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু জনগণ ও স্বাধীনতার প্রতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকেছেন।

কমিউনিস্টরা এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টে তাঁদের কমরেডরা যে মহান সাহসিকতা দেখিয়েছেন তাতে জনগণের শ্রদ্ধা তাঁরা অর্জন করেছেন এবং সাধারণ্যে পার্টির প্রভাবকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জেরুসালেমের আরব ছাত্র হাসান আবদুল মজিদ খাদেরকে যখন নির্যাতনকারীরা বলছিল, "এখনও স্বীকার কর ব্যাটা তুই কমিউনিস্ট এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের সদস্য" তখন তিনি উত্তর দেন, "আমি কোনোটিরই সদস্য নই, সে সম্মান এখনও পাই নি।"

দখলদাররা এক অমানবিক অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের জনগণের নৈতিক মনোবল উচ্চমার্গেই রয়েছে। ফেলিস্তিন মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃত্বে অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে আমাদের জনগণ ইসরায়েলী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বীরত্বের ও দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। ভ্রাতৃপ্রতিম আরব জনগণ, আরব মুক্তি আন্দোলন এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির শক্তিসমূহের—যার প্রধান পতাকাবাহী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মহান লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী—সাহায্য ও সমর্থনে আমাদের জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত এবং জয়ী হবেই—এ বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত।

প্রিয় কমরেডগণ,

আমাদের জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল ফ্রন্ট ইসরায়েলী আগ্রাসকদের পাশব অত্যাচারে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তার থেকে মুক্তির জন্য আমরা তোমাদের সংহতি ও সমর্থন কামনা করি। তোমাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। এর মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-প্রতিক্রিয়াশীল আঁতাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উন্নত স্তরে উন্নীত করার শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব।

অধিকৃত আরব অঞ্চলে ইসরায়েলী আগ্রাসকদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বের কমিউনিস্টদের আরও একটি প্রতিবাদ হিসেবে এই চিঠিটি প্রকাশ করলে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের যৌথ সংগ্রাম জেলখানায় আটক আমাদের কমরেডদের জীবন রক্ষায় এবং দখলদারদের এদেশ থেকে তাড়াতে সাহায্য করবেই।

স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!
সংহতি দীর্ঘজীবী হোক!

ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহ,
ফুয়াদ নাসার,
জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক।

রাজতন্ত্রকে হঠতে বাধ্য করছি

আবদুল্লা মহম্মদ, সৌদি আরব জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের(১)
কার্যনির্বাহী ব্যুরোর সদস্য

প্রশ্ন ঃ সৌদি আরবের শাসকচক্রের চরিত্র কী, সমাজের কোন কোন সামাজিক শক্তির উপর এদের নির্ভরতা?

উত্তর ঃ সৌদি আরব একটি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দেশ; এখানে উপজাতীয় সংস্থার জোয়ালের অবশেষ এখনও বিদ্যমান। প্রশাসনের মাথাগুলো মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বাহক হিসেবেই এরা কাজ করে থাকে। দেশ শাসনে এই জন-বিরোধী প্রশাসন শক্তিশালী পুলিস-যন্ত্রের উপর ভর করে এবং জনগণকে অত্যন্ত সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে।

বর্তমানে আমরা সামন্ততন্ত্র ও আধা-সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি পাশাপাশি রয়েছে—প্রাক-পুঁজিবাদী এবং পুঁজিবাদী সংমিশ্রণ। যাহোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উৎপাদিকা শক্তি যে গতিতে বিকশিত হতে থাকে এবং সেই অগ্রগতির ফলে এক বিরাট উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যায় এবং আজ সৌদি আরবের অর্থনীতি এসে দাঁড়িয়েছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী অবস্থায়।

শিল্পে ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক প্রধান হয়ে উঠেছে এবং ভাড়া করা মজুর ব্যাপকভাবে শোষিত হচ্ছে। কিছু শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, কিছু জাতীয় পুঁজিপতিদের এবং অন্যগুলি মিশ্র (বিদেশী ও জাতীয়) ব্যক্তিগত পুঁজির অধীন। মার্কিন, জাপানি, ফরাসী ও ইতালীয় তেল একচেটিয়াপতিরা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করে রয়েছে।

১ জাতীয় সংস্কার ফ্রন্ট নামে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা; ১৯৫৮-তে নতুন নামকরণ হয়।

শিল্পপ্রসার এখনও প্রাথমিক অবস্থায়। খনিশিল্প, বিশেষত তেল শিল্পই প্রধান—যাতে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির প্রতিষ্ঠান আরামকো(১) অবিসংবাদিত প্রাধান্য করে থাকে।

তিন-চতুর্থাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত। কৃষিক্ষেত্রে আধা-সামন্ত অথবা সামন্ততন্ত্র বর্তমান এবং উৎপাদিকা শক্তির মান এত নিচে যে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মাত্র ৩০ অথবা ৩৫ শতাংশ স্বদেশের মাটিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

সৌদি প্রশাসন সামন্তদের, উপজাতিদের অভিজাততন্ত্র; মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং তাদের ঘনিষ্ঠ জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা করে। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মগুরু, রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবী এবং আরব প্রাচ্যে প্রগতি-বিরোধী সম্মানে ভূষিত "মোসলেম ভ্রাতৃত্ববাদীদের"(২) সক্রিয় সমর্থন ঐ প্রশাসন পেয়ে থাকে। কিন্তু এই শাসকচক্রের প্রতি সবথেকে শক্তিশালী সমর্থন অবশ্য আসে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বহুজাতিক একচেটিয়াপতিদের কছ থেকে। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের জনগণ, তার প্রগতি ও উন্নতির সব শত্রুরাই স্বৈরাচারী সৌদি রাজতন্ত্রের সাচ্চা বন্ধু ও প্রধান সমর্থক।

প্রশ্ন ঃ ফ্রন্টের লক্ষ্যগুলি কী?

উত্তর ঃ সৌদি আরবের জনজীবনের সমস্ত দিকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আমাদের সংস্থাটি স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এমন এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই যা জনগণের স্বার্থে কাজ করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গৃহীত নীতি-অনুসরণ করবে। এমন এক গণতান্ত্রিক সংবিধান আমরা দাবি করি যা জনগণের মৌল অধিকারগুলি—যেমন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণসংগঠন গঠনের অধিকার, ধর্মঘট করা, সভা-সমাবেশ-মিছিল সংগঠিত করা প্রভৃতি নিশ্চিত করবে।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং তাঁদের যে বৈষয়িক ও মানসিক ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্যে ফ্রন্ট সংগ্রাম করছে। যেসব কারাধ্যক্ষ বন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং নৃশংস ও বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে আমরা তাদের কঠিন শাস্তি দাবি করি। আমরা শরিয়ত(৩) আদালত এবং অন্যান্য আইনানুগ আদালত সহ সামগ্রিক আইনব্যবস্থা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাবলীর সংস্কার সাধন করতে চাই।

আমাদের মাতৃভূমিতে অবস্থিত সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটির উচ্ছেদ এবং চাপিয়ে দেওয়া অসম্মানজনক সামরিক চুক্তিগুলি বাতিলের আমরা দাবি করি। আরও বেশি বেশি দেশের এদেশের তেল অনুসন্ধান থেকে শুরু করে তার বিক্রয় পর্যন্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণের নীতির অজুহাতে বিদেশী একচেটিয়াপতিদের কনসেশন দিয়ে যেসব চুক্তি হয়েছে তা সংশোধন করতে চায় আমাদের ফ্রন্ট ; যেসব সুযোগ-সুবিধার চুক্তি বিদেশী পুঁজি এখনও কার্যকর করতে শুরু করে নি সেসব সুযোগ-সুবিধা দেশী কোম্পানিগুলিকে দিতে হবে ; শেষ পর্যন্ত বিদেশীদের নতুন করে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। আমাদের তেল সম্পদকে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির হাত থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া এবং পরিণতিতে তার জাতীয়করণ করার জন্য এখন থেকে বিষয়ীগত ও বিষয়গত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

বিদেশী পুঁজির প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানার সংস্থা এবং তেলকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এদেশের পক্ষে জরুরী প্রয়োজন। এ কর্তব্য সাধনে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগানো বিশেষ প্রয়োজন এবং ঐ দেশগুলি থেকে বিশেষজ্ঞদের একাজ রূপায়ণের জন্য আমন্ত্রণ করে আনা দরকার।

আমাদের সংস্থা মনে করে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন ঃ মান্ধাতার আমলের কৃষি সম্পর্ক, বিশেষ করে, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবসানের জন্যে এক মৌলিক সংস্কার এক্ষেত্রে প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সমস্ত দেশের সঙ্গে ব্যাপক রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ আর্থ-নীতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ফ্রন্ট স্থাপন করতে চায়।

কঠিন অসুবিধার মধ্যেও এইসব প্রধান লক্ষ্যসাধনে আমাদের সংগঠন সংগ্রাম করে চলেছে। বর্তমানে-এই দাবিগুলি জনগণের ব্যাপকতর অংশের স্বার্থরক্ষার নিম্নতম কর্মসূচী ; এগুলি জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

প্রশ্ন ঃ সংগ্রাম এবং জনগণকে সংগঠিত করতে ফ্রন্ট কী ধরনের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে?

উত্তর ঃ অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এখন ফ্রন্ট অন্যসব কাজের চাইতে মেহনতী জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে তাঁদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পথে টেনে আনাকে প্রধান কাজ হিসাবে গণ্য করে। এর একটি উদাহরণ হল ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংস্কারের দাবিতে রাজার কাছে দরখাস্ত পেশ করা। অনুরোধ, দাবি, প্রতিবাদ অথবা নিন্দা—দরখাস্তের ভাষা যা-ই হোক তা অবশ্যই সাধারণ জনগণের বোধগম্য হয়ে থাকে এবং যার ফলে তারা এটাকে সক্রিয় সমর্থন দেয়। কর্মস্থলেই শ্রমিকদের সভা করা একটি প্রচলিত রেওয়াজ এবং পরিচালক মণ্ডলীর কাছে দেয় দাবিতালিকা ঐ সভাগুলি থেকেই যৌথভাবে প্রস্তুত করা হয়। গণ-ধর্মঘট এবং সভা-মিছিল ব্যাপকভাবে করা হয়। জরুরী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থ-নীতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইস্তেহার প্রকাশ করা এবং তার ব্যাপক বিলি করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

---

১ অ্যারাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থাটি সৌদি আরবে উৎপাদিত তেলের ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২ একটি রাজনৈতিক-ধর্মীয় নিখিল ইসলাম সমিতি—পাতি-বুর্জোয়াদের সর্বাধিক রক্ষণশীলদের মুখপাত্র। আরব প্রাচ্যের প্রগতিশীল শাসন এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানোর জন্যে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা এদের কাজে লাগায়।

৩ মুসলিম সামন্ত বিধির ধর্মীয় ও আইনানুগ রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত আদালত।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের সংগঠনের সামাজিক ভিত্তি কী?

উত্তর ঃ সৌদি আরবের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী বুদ্ধিজীবীদের পার্টি, দরিদ্র, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের পার্টি। ফ্রন্টের বিভিন্ন ধরনের সব কর্মসূচীই প্রথমত শ্রমিকশ্রেণী-নির্ভর। সমাজের সর্বাধিক বিপ্লবী এই শ্রেণী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী যে-আদর্শ ফ্রন্টের রাজনৈতিক ও আদর্শগত মতামত স্থির করে। কৃষক, যাযাবর, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, কুটিরশিল্পী এবং সামন্তবাদী রাজতন্ত্র ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত আছে জাতীয় বুর্জোয়াদের এমন অংশকেও ফ্রন্ট মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে।

আমাদের কর্মসূচী শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই সোচ্চার নয়। শ্রমিক নয় সমাজের এমন কয়েকটি অংশের প্রশ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এতে ঘটেছে। এজন্যই সমাজের বিভিন্নমুখিন অংশের মধ্যে ফ্রন্টের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সংগঠনগত কী কী অসুবিধার সম্মুখীন ফ্রন্টকে হতে হয়?

উত্তর ঃ আমাদের অনেক অসুবিধা এবং সেগুলি গুরুত্বপূর্ণও বটে। আমাদের কঠোর সংগ্রাম, সমস্ত ক্ষতি সত্ত্বেও আমাদের শিখিয়েছে এবং এখনও শিক্ষা দিয়ে চলেছে কী করে সেগুলি থেকে উত্তরণ সম্ভব। এগুলি বিষয়ীগত এবং বিষয়গত।

পুঁজিবাদী সমাজ-সম্পর্ক এখনও আমাদের দেশে শৈশব অবস্থায়। প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ লিখতে-পড়তে জানে না। জনবসতি ঘন নয়—এক বসতি থেকে অন্যটি অনেক দূরে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের।

নিম্নতম গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাও জঘন্যভাবে অবদমিত হয় এবং স্বেচ্ছাচারী সন্ত্রাসবাদী শাসকচক্র দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে। মধ্যযুগীয় ভাব-ভাবনা মতাদর্শগত ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

এসব বিষয়ীগত ও বিষয়গত অসুবিধাগুলি ফ্রন্টের সংগ্রাম বিস্তৃত করার কাজ কঠিনতর করে তুলেছে এবং জনগণের মধ্যে ফ্রন্টের প্রভাব বিস্তার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

যাই হোক, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং আরব জগতে অনুকূল পরিবর্তন এবং আমাদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ (যদিও সেগুলি মূলত বুর্জোয়া চরিত্রের) কার্যকর রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং গণ-সংগঠন ও আদর্শগত কাজ বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ফ্রন্টের মধ্যে দৃঢ় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সংগঠনগত ঐক্য ও সহযোগিতা রয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের অভ্রান্ততা এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা, শ্রমিকশ্রেণীর এবং সৌদি আরব জনগণের স্বার্থের নিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা এবং আমাদের জনগণের চূড়ান্ত জয় হবেই এই দৃঢ় বিশ্বাস—এ সমস্তই আমাদের শক্তিশালী করছে এবং সমস্ত অসুবিধা থেকে উত্তরণে সাহায্য করছে।

প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং আরব দেশসমূহে কোন কোন শক্তিগুলি আপনাদের সংগ্রামে সাহায্য অথবা বাধা সৃষ্টি করছে।

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহ আমাদের মিত্র। আরব দেশে প্রথমত কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল পার্টিগুলি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সেই ভূমিকা পালন করে। এরা সবাই আমাদের জনগণের পক্ষে এবং জনগণের সংগ্রামের সমর্থক। ভ্রাতৃপ্রতিম আরব জনগণের সাফল্য ও বিজয়সমূহ এবং তাঁদের সংহতি আমাদের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী।

আরব প্রতিক্রিয়াশীলরা, তাদের পার্টিগুলি ও দালালরা এবং বহুজাতিক তেল কর্পোরেশনের এবং সামরিক ঘাঁটির মাধ্যমে আমাদের দেশে অবস্থানকারী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিনীদের আমরা আমাদের জনগণের প্রধান শত্রু বলে মনে করি।

প্রশ্ন ঃ ফ্রন্টের সাফল্যগুলি ও সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কী?

উত্তর ঃ সৌদি শাসকদের ও আরামকোর হিংস্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও এগুলি আমাদের লক্ষণীয় সাফল্য। প্রথমত, কাজের শর্তাবলীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পেছনে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ভূমিকা রয়েছে। কাজের দিন এখন ১৫ থেকে ৮ ঘণ্টায় নেমেছে, আর মজুরি দ্বিগুণ অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশ রিয়ালে পৌঁছেছে। পূর্বে, কাজে যাওয়ার জন্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেশ কয়েক মাইল হাঁটতে হত, অথবা ওয়াগনে চড়তে হত যা জন্তুর পক্ষেও অযোগ্য। এখন মোটরে যাওয়া যায়। বাসগৃহেরও প্রশংসনীয় উন্নতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আরামকোর শ্রমিকরা আগে তাঁবুতে থাকত, এখন আধুনিক ধরনের বাড়ি পেয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর বড় জয় হল, শ্রম আইন প্রণয়ন যা সরকার ও আরামকো অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছে। আর সীমাবদ্ধতা, এবং কিছু অন্যান্য কার্যত ক্ষতিকর ধারা ও আইন থাকা সত্ত্বেও ঐ আইন প্রণয়ন দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির পরিষ্কার জয় সূচিত করেছে। কিন্তু আরামকো এবং শাসকবর্গ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে এখনও রাজী নয়। তারা চায়, শ্রমিকশ্রেণীর সংস্থাগুলোর বদলে সরকারী শ্রমিক সংক্রান্ত দপ্তরগুলিই থাকুক। শহর ও জেলাগুলিতে স্থাপিত এই দপ্তরগুলির উপর শ্রম আইন কার্যকর করার দায়িত্ব। এই কৌশল গ্রহণের আসল উদ্দেশ্য সর্বহারাশ্রেণীর আর্থনীতিক ও বিশেষ করে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকে প্রতিহত করা অথবা আপাতত ঠেকিয়ে রাখা।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে আংশিক সংস্কারমূলক আইনও ঘোষণায় সরকার বাধ্য হয়েছে। একটি নতুন সংবাদপত্র আইন জারী হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে, এই সংস্কারগুলি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট দাবি করে আসছে (কৃষি সংস্কারের প্রস্তাব ফ্রন্ট ১৯৫৪-এ আগে থেকে করে এসেছে), কিন্তু শাসকচক্র দৃঢ়তার সঙ্গে তা কার্যকর করতে অস্বীকার করে আসছে। যাই হোক, জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন বিশেষত গণ-সংগ্রামই রাজতন্ত্রী সরকারকে এই সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য করেছে।

বর্তমানে সৌদি আরব তার উৎপাদিকা শক্তির দ্রুততর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে চলেছে, যা উৎপাদন সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপর এক লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে। আমাদের সংগঠনও সময়োচিতভাবে তার সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের গণভিত্তি প্রসারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। জনগণের, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের মধ্যে, কাজ করা, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আদর্শে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা, বৃহত্তর সংগঠন এবং তাঁদের সংগ্রামে ঐক্যস্থাপন—এইগুলি হল সৌদি আরবের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের আশু করণীয় কর্মসূচী।

জল্লাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ কর

জেনারেল স্ট্রয়েসনার ক্যু-এর মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। এই ক্যু সংগঠিত হবার পর কুড়ি বছর ধরে প্যারাগুয়েতে সামরিক শাসন চলছে। লাতিন আমেরিকার অন্যতম বর্বর সরকারের যারা বিরোধী তাদের নাৎসীধরনের বন্দী-শিবিরে নির্বাসিত করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তাদের সেখানে রাখা হয়েছে। তারা এত ভয়ংকর অত্যাচারের শিকার হয়েছে যে এ থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসার সুযোগ তাদের খুব কমই আছে। প্যারাগুয়ের ২৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দশ লক্ষর বেশি অধিবাসী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংহতি প্রচারের ফলে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীর একটি চিঠি নিচে প্রকাশিত হল।

* * *

প্রিয় বন্ধুগণ,

এই চিঠিটি একজন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীর যিনি আসানসিয়ানের তৃতীয় পুলিশ কমিশারিয়টের কারাগারে দশ বছর কাটিয়েছেন। প্যারাগুয়ের দেশপ্রেমিকরা একনায়কতন্ত্রের কারাগারে নিজেদের ক্ষয় করে ফেলছেন তাদের প্রতি ও রুটি, গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামী প্যারাগুয়ের জনগণের প্রতি আপনাদের সংহতির জন্য আমি আপনাদের পত্রিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই কারাগারের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা বর্ণনা করছি। তাঁরা মেঝেতে মাদুরের উপর ঘুমোন। তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা অনেক কষ্ট করে ও অনেক ঝুঁকি নিয়ে যে কম্বল, মাদুর ও ঔষধপত্রাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করে তা সবই পুলিশ কমিশনার ও সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নেয়। দশ বছর ধরে রাজনৈতিক বন্দীরা ডাক্তারী তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত, যদিও তাঁদের সকলেই অসুস্থ। অ্যানটনিও মাইডানা ও অ্যানানিয়াস মাইডানার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খুবই সাংঘাতিক, এবং অ্যানানিয়াস ও জুলিও রোজাস অন্ধ হতে চলেছে। অ্যালফ্রেডো আলকোর্সর দাঁতগুলি নষ্ট হচ্ছে। প্রহার ও অত্যাচার যা থেকে আমরা কেউই রেহাই পাই না, তার ফলে সিভারো আকোস্তা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হচ্ছে···(১)

ওসানসিওন থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তৃতীয় পুলিশ কমিশারিয়েটের উপর চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। এটা একটি সরাসরি প্ররোচনা যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে। 'পালাবার প্রচেষ্টা' সম্পর্কে আইনের সাহায্যে তারা যে কোনো রাজনৈতিক বন্দীর উপর গুলি চালাতে পারে এই অভিযোগ করে যে কোনো অজ্ঞাত 'অপারেশন গ্রুপ' তাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল।

অ্যানটোনিও মাইডানা, রোজাস, এবং তাঁদের কমরেডদের হত্যা করার জন্য ঐ পরিকল্পনা হয়। কেবলমাত্র গণসংহতি আন্দোলনই জল্লাদদের হাতকে প্রতিহত করতে পারে এবং সি আই এ লাতিন আমেরিকায় ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যে অন্ধকার কারাকক্ষ সৃষ্টি করেছে তা থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে পারে।

আপনাদের পত্রিকার পৃথিবীব্যাপী প্রচণ্ড প্রভাব। এই সংবাদের উপসংহারে আমি প্যারাগুয়ের রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সংহতিমূলক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে আপনাদের কাছে আবেদন করছি। কারাগারের দীর্ঘ বছর ধরে আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সংহতি, সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবার সংহতি, পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে আমাদের ও রাজনৈতিক বন্ধুদের এবং যারা প্যারাগুয়ের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামের মর্মার্থ উপলব্ধি করে তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হই।

প্রত্যেককে ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন সহ—

জে ডে লা ক্রুজ, ভারা, বামোররো বুয়েনস এয়ারেস, জুলাই ১, ১৯৭৪।

এই চিঠি প্রকাশ করে আমরা প্যারাগুয়ের কমিউনিস্টদের ও সমস্ত দেশপ্রেমিকদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি সুদৃঢ় করা এবং স্ট্রয়েসনারের শাসনের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে সুদৃঢ় করা আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে ফ্যাসিস্ত শাসনাধীন প্যারাগুয়ে ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনগণ তাদের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জয় করবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং পথ গ্রহণ করবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির।

* * *

সংবাদপত্র র‍্যাডিকালে প্রকাশ যে অ্যানটোনিও মাইডানার জেলে মৃত্যু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ঐ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেছেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন।

---

১ প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যানটোনিও মাইডানা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলিও রোজাস এবং আলফ্রেডো আলকোস্তাকে ১৯৫৮ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। অ্যানানিয়াস মাইডানা ১৫ বছর ধরে এবং সেভারো আকোস্তা দশ বছর ধরে বন্দী রয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক নাগরিকত্বের অনুশীলন

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের(১) ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় মুখপত্র সম্পর্কিত ধারাবাহিক আলোচনা আমরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি।

এই সংখ্যাতে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র **রাবোৎনিচেস্কো দেলোর** প্রধান সম্পাদক জর্জি বোকোভের সঙ্গে ওয়াই ইয়াকভলেভের সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : কমিউনিস্ট চেতনা জাগ্রত করার জন্য "জনগণের চিন্তাধারার পরিবর্তনের" প্রয়োজন এবং মার্কসবাদের স্রষ্টারা জোর দিয়েই বলেছেন যে "কার্যকরী আন্দোলন অর্থাৎ **বিপ্লবের** মাধ্যমেই কেবলমাত্র তা সম্ভবপর।" জনগণকে আদর্শগত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পরবর্তী কার্যক্রম এই আন্দোলনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হচ্ছে তাই অর্জিত ফলাফলের সার্থকতার বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড। বিগত বৎসরগুলিতে কমিউনিস্ট শিক্ষাব্যবস্থার যে দিকগুলির উপর আপনাদের পত্রিকায় আপনারা জোর দিয়েছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান কালের সমস্যাগুলির আপনি কি তুলনা করতে পারেন? বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টরা জনগণের চিন্তাধারা পুনর্গঠিত করবার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন এবং জনগণের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পেঁাছে দেবার কাজের সূচনা তাঁরা কীভাবে করেছিলেন—এর দ্বারা সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে।

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের কাগজে গত ত্রিশ বৎসরের জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থায় সামাজিক চেতনার অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছি এতে তার বিবরণী পাওয়া যাবে এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার এই স্তরে কমিউনিস্ট শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের দায়িত্বটিও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনাপর্বে জর্জি ডিমিট্রভ আদর্শগত শিক্ষার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বুলগেরিয়ার পার্টি সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের কমিউনিস্ট সাংবাদিকদের প্রথমে ফ্যাসিবাদী ভাবধারার মুখোশ খুলে দিতে, পরে ধীরে ধীরে তার চূড়ান্ত অবলুপ্তি ঘটাতে, জনগণের বুদ্ধিজীবী অংশকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় সাহায্য করতে, বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল বাড়াতে এবং শ্রমজীবীশ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দিতে পরামর্শ দেন।

বর্তমানে আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বাধিক প্রভাবশালী মতাদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং সামাজিক চেতনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সৃজনধর্মী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" আমাদের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ পড়াশুনো করছে এবং শতকরা ছাত্রসংখ্যা হিসেবে বুলগেরিয়া পৃথিবীতে বেশ একটা উঁচুস্থান অধিকার করেছে। এই হচ্ছে আজকের দিনের বাস্তব ঘটনা। আমাদের সংবাদপত্রগুলি—কমিউনিস্ট সংহতি এবং দক্ষতা, সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ, মূল নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা, উদ্যোগ, বিনয়, নৈতিক শুদ্ধতা, জনগণের প্রতি দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, জ্ঞান এবং সংস্কৃতি অর্জনের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা—প্রভৃতি মহৎ বিষয়গুলির অনুশীলন করে।

রাবোৎনিচেসকো দেলোর কাজের তিনটি দিক নিয়ে আমি আলোচনা করছি। জনগণের সাংস্কৃতিক মান বেশ উঁচু এবং তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও বেশ উদার। আজ আমাদের এক শিক্ষিত এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠক-সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ ছাড়া আমাদের পাঠক-সম্প্রদায় আগের থেকেও বেশি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। অবশ্যই এটা অভিনন্দনযোগ্য ঘটনা এবং এর ফলে আদর্শগত প্রচারের কাজেরও অনেক সুবিধে হয়। কিন্তু এর ফলে প্রায়শই নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

কয়েক দশক আগে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব মোটামুটিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ও সচেতন অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলে এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই কেবলমাত্র তাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলি রচিত হত। কিন্তু আজ সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের কথা মনে রেখেই এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচিত হয়ে থাকে। আমাদের লক্ষ্য হল পাঠকদের মনে তাত্ত্বিক ব্যাপারে উৎসাহ জাগানো এবং তাদের কাজের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করা।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমাদের প্রচারব্যবস্থাকে সংকীর্ণ ভাবাদর্শ ও উদ্ধৃতিকণ্টকিত প্রবন্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করেছে। নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিটি সদস্যের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় পার্টি-কর্মসূচী কেবল সেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করে এবং লেনিন যেমন

---

১ দ্রষ্টব্য : "ইন দি ইনটারেস্টস অফ পীস, ডেমোক্রাসি এন্ড সোশালিজম।" **প্রাভদার** প্রধান সম্পাদক এম জিমাইয়ানিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। **ডবলিউ এম আর-এ** প্রকাশিত; অগস্ট, ১৯৭৪।

বলেছিলেন পার্টি প্রচারবিদেরা অবশ্যই পাঠকদের চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করবে। আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় প্রায়ই বলে থাকি যে একটি প্রবন্ধে যুক্তিতর্ক এবং বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে করে পাঠকেরা নিজস্ব সিদ্ধান্তে পেঁাছোতে পারে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে আয়ত্ত করবার এই পদ্ধতি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁাছোনোর এবং সমস্যাগুলিকে গঠনমূলক এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচারের সুযোগ এনে দেয়।

এই লেকায়ত সরকার বুলগেরিয়াকে একটি পশ্চাৎপদ দেশ থেকে একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করেছে। গতিশীল বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের সমাজ তাল রেখে চলেছে। প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির ফলে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের কাছে সেগুলির একটা প্রত্যক্ষ প্রাসংগিকতা রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করতে হবে যাতে করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ এবং দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদের বিকৃতি ও অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

বর্তমান যুগের সমস্যার জটিলতাগুলি বুঝবার জন্য আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা প্রয়োজন যা কেবল স্থূল প্রচারধার্মিকতার দ্বারা সম্ভব নয়। সামগ্রিক বিশ্লেষণের অর্থই হল বৈজ্ঞানিকদের, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এবং অর্থনীতির একটি বিশেষ শাখার দৈনন্দিন এবং প্রত্যক্ষ পরিচালকদের মতামত পাঠকদের কাছে পেঁাছে দেওয়া।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্পর্কে আমরা একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছি। প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন প্লোভদিভ পার্টি কমিটির প্রধান সম্পাদক ড্রাজা ভাইলসেভা। পরবর্তী প্রবন্ধগুলি লেখেন প্রবীণ কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকরা, বৈজ্ঞানিকেরা এবং তরুণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থিত আমাদের সংবাদদাতারাও লেখা পাঠিয়েছিলেন। পুরোনো শিল্পকেন্দ্র গাবরোভোতে পার্টি সদস্যেরা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং **রাবোৎনিচেস্কো দেলো**-তে সেই আলোচনার বিবরণীও প্রকাশিত হয়। আমরা এই বিষয়টির তিনটি প্রধান দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছি : তাত্ত্বিক সমস্যা, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকার বাস্তবে প্রয়োগ এবং সর্বশেষে সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সর্বহারার ভূমিকা।

আর একটি বিচার্য বিষয়ও রয়েছে। ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের প্রতি পার্টি প্রধান গুরুত্ব দেয়। আমরা জানি চেতনার বিভিন্ন উপাদান সমমাত্রায় বিকশিত হয় না। রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ মানুষের মনকে দ্রুততম বেগে প্রভাবিত করে। সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি ও রাষ্ট্রগুলির প্রতি এবং পার্টির নীতি সম্পর্কে মনোভাব, জনগণের বন্ধুত্ব, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি। রাজনৈতিক পরিপক্কতা দ্রুতহারে বৃদ্ধির সঙ্গেই এগুলি তাল মিলিয়ে চলে, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক অথবা ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কিত বোধ ধীরে ধীরে জন্মায়। সংবাদপত্রগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতামত তৈরি করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। কমিউনিস্ট সমাজ পুনর্গঠনের যুক্তিসংগত ফলশ্রুতি হল জনগণের আগ্রহ পরিবারের প্রতি তাদের মনোভাব, সন্তানসন্ততিদের লালনপালন, সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি তাদের ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি জনগণের কৌতূহল বাড়ানো। আমরা কমিউনিজমের মূল সূত্রগুলির প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করি যাতে করে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই এগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন : আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব যে "নৈতিক প্রতিবিপ্লব" এবং তা ব্যবহারগত নৈতিক নিয়মকানুনকে অনাবশ্যক ও বিলুপ্ত করে দেয়—এই বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। দলত্যাগী রজার গারোদী তার **দি বিগ টার্ন অফ সোসালিজম** গ্রন্থে বলেছেন যে ব্যবহারিক নিয়মকানুন হিসেবে নৈতিকতার প্রয়োগ কেবলমাত্র সেই দরিদ্র সমাজগুলিতেই সম্ভব যেখানে "একজন ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের" ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেছেন জনগণের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে নৈতিকতার প্রয়োগ কেবল অনাবশ্যক নয় তা ক্ষতিকরও বটে। কারণ, তা ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সৃজনধর্মী ক্ষমতার সামগ্রিক বিকাশে বাধা দেয়।

উত্তর : আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী এই সমস্ত মতামত সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। সমাজতান্ত্রিক সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়, মানুষের হাতে অনেক সময় থাকে এবং জনসংগঠনগুলির ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয় বলেই ব্যবহার-নিয়ন্ত্রক হিসেবে কমিউনিস্ট নৈতিকতা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে এই স্তবকটি স্থান পেয়েছে, "জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ঐক্য এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিস্তৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের আত্মিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে কমিউনিস্ট নৈতিকতার সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।" গারোদী এবং তার কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের দোষত্রুটিগুলিকে সমাজতন্ত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মতাদর্শ প্রচারের ফ্রন্টে পার্টি তার কর্মীদের জন্য যে সামগ্রিক দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার ভিত্তিতেই আমাদের কাগজের সংবাদ প্রকাশের বিভিন্ন ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশ কিছু বৎসর ধরে ষাটের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত পার্টি কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে জনগণের জীবনযাত্রা এবং আমাদের প্রচারপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেই বৈষম্য

দূর করা হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হল প্রচার এবং বাস্তবতার মধ্যকার যোগাযোগকে শক্তিশালী করা। বাস্তবে এর অর্থ হল এই যে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের এই নতুন স্তরে আমাদের লেনিন কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বসমূহকে যথাসাধ্য পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে বাড়াতে হবে। "একটি সংবাদপত্র কেবলমাত্র একজন যৌথ প্রচারবিদ এবং একজন যৌথ আন্দোলনকারীই নয়, সে একজন যৌথ সংগঠকও বটে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২২)। সেইজন্য কমিউনিস্ট শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ক আমাদের প্রচার ও রচনাবলী অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে ত্বরান্বিত করবে এবং সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের কার্যাবলী এবং ব্যবহারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন : পার্টি পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিষয়গুলি কমিউনিস্ট গঠনকার্যের মৌল দায়িত্বগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়; যেমন কমিউনিজমের বস্তুগত এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টি করা, কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং নতুন নতুন মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। পার্টির মুখপত্র কর্তৃক এই দায়িত্বের প্রত্যেকটি পালনের মধ্যে নির্দিষ্ট মতাদর্শগত ও শিক্ষাগত দিকও রয়েছে। বুলগেরিয়ার উন্নয়নের বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলি কী কী?

উত্তর : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিবিড় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিই অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে শিল্পে এবং কৃষিতে অধিকতর পরিমাণে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রয়োগ করা হবে। অধিকতর কার্যকরী উৎপাদনের ফলে জনগণের চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে আমাদের সমস্ত প্রচার কেবলমাত্র সংখ্যাগত উৎকর্ষতার কথা বলার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। আমাদের পরিবেশিত বেশির ভাগ সংবাদেই এই সব কথা থাকত এবং উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতেই আমরা শ্রমিকদের প্রচেষ্টার সার্থকতা বিচার করতাম। কিন্তু এখন আমাদের প্রত্যেকটি শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক এবং অফিস কর্মীকে শেখাতে হবে যে তারা যেন কেবলমাত্র সংখ্যাগত উৎকর্ষতা দিয়ে তাঁদের কাজকে বিচার না করেন তাঁরা যেন গুণগত উৎকর্ষতা ও উৎপাদনব্যয়ের দিকটাও খেয়াল রাখেন।

কিছুদিন আগে আমাদের কাগজে চারজন 'প্রতীক বীরের' কথা বলা হত—গ্রাম, সেন্টিমিটার, পেনি এবং মিনিট। আমাদের শিল্পীরা চিত্রের মাধ্যমে এগুলি রূপায়িত করলেন। আমরা কাঁচামাল, অর্থ এবং সময় সংকোচের আন্দোলন চালালাম। আমাদের প্রতীকগুলি রাতারাতি রক্তমাংসের সজীব প্রাণীতে পরিণত হয়ে গেল। এদের সম্পর্কে প্রচুর চিঠিপত্র আসতে লাগল এবং যে সমস্ত জায়গায় জনগণের সম্পত্তির অপব্যবহার ঘটছে সেসমস্ত জায়গা থেকে এগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হল। বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো আমাদের উদ্যোগ সমর্থন করলেন এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে আমাদের পথ অনুসরণের পরামর্শ দিলেন।

আমাদের রাষ্ট্র সমগ্র জনসাধারণের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের চেহারা যখন নিতে যাচ্ছে তখন কমিউনিস্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী সামাজিক সম্পর্কগুলি ভালোভাবেই গড়ে উঠছে। আমাদের সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগে সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ, নির্বাচিত সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে জনগণের অধিকতর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের খবর বেরিয়েছে।

কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে আমরাও চাই যে আমাদের পাঠকেরা জনগণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ুক। এর জন্যে আমরা বিশেষ ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেছি। এর একটি হল সম্পাদকদের জায়গায় জায়গায় ঘুরে জনগণের উপদেশ, পরামর্শ এবং অভিযোগ সংগ্রহ করা। এর ফলে বেশ কাজ হয়েছে—হাজার হাজার লোক আমাদের কাছে এসেছেন। তারপর আমরা আঞ্চলিক জন পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা পার্টি কমিটির প্রথম সম্পাদক, জেলা নেতৃবৃন্দ ও সক্রিয় কর্মীবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মেলন ডাকি। তারা বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করেন। এই সমস্ত সুপারিশ কীভাবে কার্যকর হয়েছে আমাদের সংবাদপত্রে পরবর্তী কয়েকমাস ধরে সেই সব রিপোর্ট বের হতে থাকে।

পুঁজিবাদী জগৎ সম্পর্কে শ্রেণীভিত্তিক চিন্তাধারা ব্যতীত নতুন নতুন মানুষের রূপান্তর অসম্ভব ব্যাপার। এটা বিশেষভাবেই জরুরী কারণ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং দুতরফ থেকেই খবরাখবর আসার পরিমাণ বেড়ে গেছে। আমাদের কাগজ পুঁজিবাদী মতাদর্শ এবং নৈতিকতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের প্রাপ্ত সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করে থাকে।

কমিউনিস্ট মনোভাব এবং কাজের জন্যে যে সমস্ত নারী ও পুরুষ জাতীয় স্বীকৃতি পাচ্ছেন আমাদের সময়কার সেই সমস্ত বীরদের প্রতি পাঠকেরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমরা চাই প্রত্যেকেই তাঁদের সম্পর্কে জানুক কারণ তাঁদের কার্যকলাপ কমিউনিস্ট চেতনা গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। আমাদের "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শ্রমিক প্রহরী" শীর্ষক বিভাগে এবং পত্রিকার অন্যান্য বিভাগেও আমরা দেশের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী সম্পর্কিত গল্প প্রকাশ করে থাকি। আমাদের দেশে অনেক নতুন শ্রমিক-বীর রয়েছেন কিন্তু ইতিমধ্যেই যাদের সম্পর্কে আমরা লিখেছি যে তাদের আমরা ভুলি নি। ভার্না প্ল্যান্টের কিটার পিয়ত্র ব্রাইকভের দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিকবীর হিসেবে খ্যাতি আছে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর নামটি আবার বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তিনি পাঁচদিনে সাপ্তাহিক উৎপাদন লক্ষ্য পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এবং তরুণ শ্রমিকরাও যাতে তা করতে পারে এইজন্য তিনি তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : সমাজতান্ত্রিক চেতনা সম্পর্কিত আপনার মন্তব্য অক্টোবর বিপ্লবের পর ম্যাক্সিম গোর্কীর সঙ্গে লেনিনের কথাবার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকেরা

জ্বালানির জন্যে কাঠের বাড়ি ভেঙ্গে ফেলেছিল, জানালার কাঠামো ভেঙ্গেছিল, শার্সির কাঁচ চুরমার করেছিল এবং বেপরোয়াভাবে টিনের চাল উপড়ে ফেলেছিল। অথচ টিন ও শার্সির কাঁচের রীতিমতো ঘাটতি ছিল, শ্রমিকদের নিজেদের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছিল, জানালার তক্তাগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। গোর্কী লেনিনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করলেন কিন্তু লেনিন কোনো জবাব দিলেন না। বিরক্ত হয়ে গোর্কী বললেন, "আমি এইরকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।" এইসময় লেনিন উত্তর দিলেন, "একথা ভাববেন না যে তুচ্ছ ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আর এটা কোনো তুচ্ছ ঘটনাও নয়। শ্রমের মর্যাদা বুঝতে না পারাটা নিশ্চয় তুচ্ছ ব্যাপার নয়। আমরা দরিদ্র জাতি, প্রত্যেকটি কাঠ এবং প্রত্যেকটি পয়সার মূল্য আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু একটি শ্রমিক যদি এখনও না বুঝে থাকে যে সে সবকিছুর মালিক হয়ে গেছে তারজন্য তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। সে এটা ঠিকই বুঝতে পারবে, তবে তার জন্য সময় লাগবে। কেবলমাত্র একজন সোশ্যালিস্টই তা বুঝতে পারে।" লেনিনের চিন্তাধারা অতি সামান্য ব্যাপার থেকে কীভাবে একটি ব্যাপকতম সাধারণীকরণে পেঁাছোতে পারে তা দেখে গোর্কী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি আর কোনো লোক দেখি নি যার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এমন সুষমামণ্ডিতভাবে কাজ করে।"

অতি নীরস গদ্যময় ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সাধারণীকরণে পেঁাছানো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের দ্বারাই সম্ভব এবং তা কমিউনিস্ট সংবাদপত্রসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পার্টি-সাংবাদিকতা চায় যে পাঠকেরা বাস্তবতায় পেঁাছানোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করুক, সামাজিক অগ্রগতির কারণ ও ফলাফলগুলি বুঝুক এবং সাধারণীকরণ করতে শিখুক। সুতরাং কিভাবে পাঠকদের প্রভাবিত করবার জন্য কিভাবে সংবাদপত্র দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিকে কাজে লাগাবে?

উত্তর ঃ বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস উদ্দেশ্যপূর্ণ মতাদর্শগত কাজের গুরুত্বকে ছোট করে না দেখলেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিক্ষাগত প্রভাবের পূর্ণতর স্বীকৃতি দেবার জন্যও কংগ্রেস থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এর সিদ্ধান্তে এটিকে এবং আমাদের মতাদর্শগত কাজগুলিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জনগণের চেতনার মান উন্নয়ন সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়নের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। বিপরীত দিক দিয়ে দেখলে শেষেরটি আবার জনগণের চেতনাবৃদ্ধি করার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী উপাদান। সেইজন্য বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন প্রত্যেকটি রিপোর্ট এবং প্রবন্ধের একটি পরিষ্কার বোধগম্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকতা থাকা উচিত। এদের লক্ষ্য হবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পার্টির কর্মসূচীকে মিলিয়ে দেওয়া, নতুন সমাজ গড়ে তোলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা এবং জনগণের কার্যকলাপের পিছনে যে আদর্শগত অনুপ্রেরণা আছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। প্রত্যেকটি খবরকে সাধারণীকরণের সেই স্তরে পেঁাছাতে হবে যেখান থেকে লেখকের যুক্তির সাহায্যে পাঠককে বাস্তবতা বিচারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কৌশল শেখানো যাবে। এছাড়া প্রত্যেকটি খবরের মধ্যেই কিছুটা ভাবালুতা থাকা চাই। কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ঘটনার নিরাসক্ত পরিবেশনে বিশ্বাস করে না। তা প্রগতিশীলদের উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে আবার ক্রোধের সঙ্গে বিরোধীদের মুখোস উন্মোচন করে। এইভাবেই একটি পার্টি সংবাদপত্র সত্যিকারের আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হতে পারে।

আমাদের সমালোচনাধর্মী লেখাগুলির শিক্ষাগত মূল্য নিয়েও কিছুটা আলোচনা করা উচিত। এগুলি কেবলমাত্র নেতিবাচক ঘটনাগুলোর মুখোস খুলে দেওয়া এবং সেগুলিকে দূর করবার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে না। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে শ্রেণীগত অর্থই হল নেতিবাচক ঘটনাগুলির উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা জন্মানো, এগুলিকে দূর করবার চেষ্টা করা এবং কীভাবে তা করা সম্ভব তা জানা। জনগণের সমালোচনা দেখিয়ে দেয় সমাজের প্রতি প্রত্যেকটি নাগরিকের দায়িত্ব কতখানি। নিয়মনিষ্ঠ সমালোচনা জনগণকে আমাদের সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি আস্থা এনে দেয়। কার্যকরী সমালোচনার দ্বারা দেখানো যায় যে নেতিবাচক জিনিসগুলি সমাজতন্ত্রের সহজাত-বিরোধী।

সমালোচনার শিক্ষাগত প্রভাব এর ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। যদি সমালোচনা নিরর্থক হয়ে যায়, তার দ্বারা কোনো কাজ না হয় তাহলে তা প্রতি-উৎপাদিকা শক্তি হয়ে উঠবে। সুতরাং সংবাদপত্রকে অবশ্যই সমালোচনার ধারা অনুসরণ করতে হবে এবং পাঠককে জানাতে হবে যে এবিষয়ে কি করা হয়েছে। আমরা জনসংযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলির সঙ্গেও একত্রে কাজ করি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে আমাদের টেলিভিশন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের "কথোপকথন" কর্মসূচীতে আমন্ত্রণ জানায়। এই অনুষ্ঠানে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে যে সমালোচনা বের হয় সন্ধ্যাবেলার দর্শকদের সুবিধের জন্য সেগুলি সম্পর্কে টিভি ক্যামেরার সামনে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতিগুলির প্রতি উৎসর্গীকৃত আনুগত্যের আদর্শ। বুলগেরিয়া-সোভিয়েত সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের বাস্তব নিদর্শন। লোকায়ত সরকারের আমলে দুই দেশের জনসাধারণের এই বন্ধুত্ব নতুন আধেয় অর্জন করেছে। অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বুলগেরিয়ার নানাধরণের সম্পর্কের ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। আপনাদের কাগজে এ জিনিসটি কিভাবে প্রতিফলিত হয়?

উত্তর ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রথম তথ্যানুগ বইটি বুলগেরিয়ায় প্রকাশিত হয় বিয়াল্লিশ বৎসর আগে। পেটকো নাপেটভ নামক একজন পার্টি কর্মী, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেছিলেন, এই গ্রন্থের লেখক। এ বইটি

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল কারণ এতে এমন একটি নতুন জগতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল আমাদের শাসকশ্রেণী যার থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি আমরা প্রথম বুলগেরিয়া-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির চল্লিশতম বার্ষিকী পালন করলাম। সেই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত সরকারের আমলে এই জাতীয় সমিতি গড়ে তোলা প্রচণ্ড সাহসের ব্যাপার ছিল। বুলগেরীয় জনসাধারণের পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বেশি করে জানার ইচ্ছে এই সমিতিগুলির কার্যকলাপকে অনুপ্রাণিত করেছে।

যখন আমরা সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ এবং সমবায়গুলি সম্পর্কে কেবল জনশ্রুতির মাধ্যমে জানতে পারতাম সেসমস্ত দিন বহুকাল আগে পার হয়ে গেছে। সোভিয়েত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের মতাদর্শগত সম্পদের মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তা করার ব্যাপারে আমাদের কাগজের অবদান কম নয়।

বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ত্রিংশতিতম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে টোডর ঝিভ্‌কভ্‌ বলেছেন, "সাম্প্রতিককালে ক্রমবর্ধমান, ঘনিষ্ঠতর এবং গভীরতর বুলগেরীয়-সোভিয়েত বন্ধুত্ব একটি নতুন উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করেছে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুন অনুযায়ী কাজ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি একটি ব্যাপক সহযোগিতা এবং চিরন্তন গভীরতর সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।"

এটাই হওয়া উচিত ছিল। কমিউনিস্ট সমাজ গঠনকার্যে আমাদের সাফল্যের ভিত্তিতে এই পথ গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক স্তরগুলির মধ্যে ভারসাম্য আনার এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির সামগ্রিক উন্নতির উপরই তা নির্ভরশীল। সেইজন্যই আমাদের প্রচারের এই ছিল লক্ষ্য।

একজন পথিক যখন কোনো দূরবর্তী পাহাড়ের চূড়া দেখে তখন সে কেবল তার বাহ্যিক সীমারেখাটি বিচার করতে পারে, কিন্তু যতই সে কাছে আসে ততই সে বিস্তৃতভাবে সব কিছু দেখতে পায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অধিকতর ঐক্য থাকার জন্য এবং আমাদের পাঠকসম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির জন্য আমাদের পক্ষে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনযাত্রার ব্যাপক বিবরণী দেওয়া সম্ভব হয়। এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জটিল দিকগুলি প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করছি। এবং আমরা দেখেছি যে এই জাতীয় কাহিনী উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জাগায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে একটি রিপোর্টে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনাকে কিভাবে উন্নততর করা হচ্ছে তার উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাই যে কেমন করে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ক্রমাগত উন্নতির সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায়ের সন্ধান করে যাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগমনের সাধর্ম্য যৌথ সাংবাদিক প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউর** উদ্যোগের প্রতি আকৃষ্ট হই কেননা এই পত্রিকাটি একটি সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের একজন আদর্শ প্রশাসকের নমুনা উপস্থাপিত করছে। এতে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের লেখকেরা রয়েছেন, **রাবোৎনিচেস্কো দেলোর** একজন সাংবাদিকও রয়েছেন এবং এই পত্রিকাটি কার্যকরী ধরনের সহযোগিতা শুরু করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে আমাদের মস্কোস্থিত সংবাদদাতা **প্রাভদার** বেশ কয়েকজন লেখকের সঙ্গে একত্রে কোমি অটোনমাস সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকে শিল্পোদ্যোগ নির্মাণ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। এখানে আমাদের নিজেদের অনেকগুলি কাঠের কল আছে। অপরদিকে **প্রাভদা, নেপস্‌জাদ্‌সাগ** এবং **রাবোৎনিচেস্কো দেলোর** সংবাদদাতারা আমাদের সংবাপত্রের বিভাগগুলিতে আমাদের ডেভ্‌না শিল্পোদ্যোগ নির্মাণ সম্পর্কে লিখেছিলেন। এই উদ্যোগে ওই সমস্ত দেশগুলি অংশগ্রহণ করেছিল।

বুলগেরিয়ান বাস্তবতা আমাদের পাঠক এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে পাঠানো রিপোর্টের মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ স্থাপিত করে এবং তার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের সুউচ্চ আদর্শকে শক্তিশালী করে তোলে।

প্রশ্ন ঃ জনগণের মতাদর্শগত শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনাদের কাগজের অবদান পার্টির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলির দ্বারাই অর্থাৎ কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ ছাড়াও কাগজের সঙ্গে পার্টির হেড কোয়ার্টার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির একটা দৈনন্দিন যোগাযোগ থাকে। এই যোগাযোগগুলি আপনারা কিভাবে রক্ষা করেন?

উত্তর ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি প্রথমে আলোচনা করে নেওয়াই ভালো। কেন্দ্রীয় কমিটি তার সিদ্ধান্তগুলি জনপ্রিয় করবার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেন সে সম্পর্কে আলোচনা করছি। প্রথমে একটি পরিকল্পনা ছকে নেওয়া হয় ঃ এতে থাকে নির্দিষ্ট বিষয় এবং এগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব যাদের তাদের নাম, লেখকদের নাম এবং আমাদের প্রচারপত্রগুলি যাদের কাছে পাঠানো হবে অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় পার্টিকর্মী, সাধারণ পার্টি সদস্য এবং সাধারণ মানুষদের নামের তালিকা। পরিকল্পনায় বলা হয়ে থাকে একাডেমী অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস এণ্ড এডমিনিস্ট্রেশন অথবা ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন সোশ্যাল থিওরিসের মতো প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কোনো সমস্যার সমাধানের পথ কিভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। পরিকল্পনায় **রাবোৎনিচেস্কো দেলো**-র কথাও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। আমরা যখন সম্পাদকীয় বিভাগের পরিকল্পনা করি তখন এই সমস্ত দলিলগুলিকেই অনুসরণ করি।

বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকি। সেইজন্য আমরা সর্বদাই সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ খবর পেয়ে যাই। আমাদের কাগজেও এর প্রতিফলন ঘটতেও দেরি হয় না। পলিটিক্যাল ব্যুরো এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যেরা প্রায়ই আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোনো সমস্যা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কোনো কোনো প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে তাদের মতামতও দেন। টোডর ঝিভকভ আমাদের কর্মপদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

আমাদের কাগজ সম্পর্কে এই ক্রমাগত উদ্বেগ সমগ্র পার্টির পক্ষেই একটি সাধারণ ব্যাপার হিসেবে সংবাদপত্রের প্রতি লেনিননীয় দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল আদর্শ। **রাবোৎনিচেস্কো দেলো** বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র। তার মানে হল এই যে এর কাজ পার্টির দৈনন্দিন কার্যকলাপের একটি অঙ্গ। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় আইন। এবং আমি ইতিপূর্বেই কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা বলেছি। প্রথম যোগাযোগটি হল গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে খবর প্রদান।

দ্বিতীয়ত পরিকল্পিত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আগেই খবর প্রদান। কী কাজ করা হবে সে সম্পর্কে আমাদের আগেই খবর দেওয়া হয়। আমরা সে সম্পর্কে প্রবন্ধ বের করি, জনসাধারণের মতামত জানবার চেষ্টা করি এবং এইভাবে পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি করে দিই।

আমাদের কাগজের বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে আমরা যে আনুকূল্য পাই সেটাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমস্ত উদ্যোগ সম্পর্কে এবং কাগজটির রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকে। **রাবোৎনিচেস্কো দেলোর** প্রবন্ধগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমরা একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলাম যেখানে সাংঘাতিক শৈথিল্যের জন্য টন টন দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মন্ত্রিপরিষদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে পড়েন। এবং আমাদের যে সংবাদদাতা এই খবর সংগ্রহের জন্যে চূড়ান্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন তাঁকে সম্মানে ভূষিত করা হয়।

আমাদের সাংবাদিকদের প্রতি পার্টির গভীর আস্থা রয়েছে। কমরেড ঝিভকভ জোর দিয়ে বলেছেন, "আমাদের মতাদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট এবং তাদের প্রত্যক্ষ প্রধান মুখপত্র যেমন সংবাদপত্রসমূহ, পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশনপ্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক বিষয়ে সুদক্ষ পার্টি কর্মীরা রয়েছেন এবং এরা সাফল্যের সঙ্গে পার্টি কর্মসূচী রূপায়িত করতে সমর্থ। সেইজন্যই আমাদের সৃজনশীল লেখকদের প্রতি আস্থা দেখানোটা একটা প্রধান ঝোঁক। তাঁদের পার্টির সিদ্ধান্ত, পার্টির চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর পৌঁছে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা দায়িত্বের সঙ্গে এবং সাফল্যজনকভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন। স্বাস্থ্যবান লোকের যেমন ক্রাচের দরকার হয় না এদেরও তেমনি কোনো ধাত্রীর দরকার নেই।"

পার্টি এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটিকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংবাদিকেরা ঐক্যবদ্ধ, পার্টির কর্মসূচীর বিভিন্ন প্রবণতা তারা উপলব্ধি করেন এবং কমিউনিস্ট ও জনসাধারণের সামনে যে সুউচ্চ লক্ষ্য রয়েছে সেগুলির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হন।

প্রশ্ন : জর্জি ডিমিট্রভ সাধারণত নিজেকে সাংবাদিক, রাজনৈতিক লেখক অথবা পার্টি প্রচারবিদ বলে অভিহিত করতেন। এবং ডিমিট্রভের কাছে লেখা একটি চিঠিতে রমাঁ রলাঁ তাঁর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আপনি যা লেখেন, আপনি যা সৃষ্টি করেন, তা কেবল বই হয়ে ওঠে না, তা একটি প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে ; এবং সেগুলি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এ যেন বিপ্লবের জন্য সম্পাদিত কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।" এই কথাগুলি কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকেই সঠিকভাবে বর্ণনা করেছে—তা হল বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অবিভাজ্য অঙ্গ। পার্টি সাংবাদিকের সৃজনধর্মী অনুপ্রেরণাকে পার্টির সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকর করার প্রচেষ্টায় পরিণত করতে হবে। পার্টি সংবাদপত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ, সংবাদপত্রের কাজে তার নিজস্ব ভূমিকায় অংশগ্রহণ—আসলে একজন কমিউনিস্টের জন্য নির্দিষ্ট পার্টি-দায়িত্বের সমতুল্য, কমিউনিস্ট সাংবাদিকেরা এমন এক ধরনের লোক যাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং পার্টির কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানও রয়েছে। আমাদের সাংবাদিকতায় যে তীব্র আদর্শবাদ দেখা যায় তার অন্তর্নিহিত কারণ হল এই।

পরিশেষে আপনার নিজস্ব সাংবাদিক জীবন সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি আমায় দিন।

উত্তর : ফ্যাসিস্ত আমলে প্রত্যেকটি বুলগেরিয়ান দেশপ্রেমিক যে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমার সাংবাদিক জীবন সেই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। যুব কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যে আমি বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হই। সৈন্যদলে কাজ করার সময় আমি আমাদের ইউনিটেই ফ্যাসি-বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে আমি সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাই। সেখানে আমি কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সেখান থেকেই পুলিশী হানা এবং খানাতল্লাসী সম্পর্কে আমার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়। একবার পরীক্ষার সময় আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাই। পরীক্ষাটির বিষয় ছিল সাংবিধানিক আইন। ওরা আমাকে একটি শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দেয়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমি সেখান থেকেই পালাই এবং গুপ্ত প্রতিরোধবাহিনীতে যোগদান করি। জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের পর আমি যুব কমিউনিস্ট লীগের একটি জেলা কমিটিতে কাজ করি এবং আমার নিজের গ্রামটিতে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করি। এই সমস্ত বৎসর ধরেই আমি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম,

প্রতিরোধ বাহিনীতে সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব ছিল আমার এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা ও আবেদন আমিই লিখতাম। ১৯৪৬ সালে যখন পার্টি আমাকে **রাবোৎনিচেস্কো দেলো**র সঙ্গে জুড়ে দিল তখন থেকেই আমার পেশাদারী সাংবাদিক জীবনের সূচনা।

প্রশ্ন ঃ একজন পার্টি প্রচারবিদের জীবনী কমিউনিস্ট মতাদর্শ জয়যুক্ত করার জন্যে পার্টির সংগ্রামে তার অংশগ্রহণের উদাহরণ। আপনি **রাবোৎনিচেস্কো দেলো**তে রয়েছেন ২৮ বৎসর ধরে তারমধ্যে ১৭ বৎসর প্রধান সম্পাদক হিসেবে। আপনার সাংবাদিক জীবনের সূচনাতে আপনি কী নিয়ে লিখতেন আর এখনই বা আপনি কোন বিষয়ে লেখেন ?

উত্তর ঃ সাংবাদিক হিসেবে রিপোর্ট দেবার জন্য ওরিয়াখোভো জেলায় আমার প্রথম সফরের কথা আমার আজও মনে পড়ে। যে রিপোর্ট আমি তখন লিখেছিলাম তাতে প্রাপ্ত জিনিসগুলি জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের কথা ছিল। এই জিনিসগুলি হল বাস্ট স্যাণ্ডাল, সয়েরক্রাউট, ঘোড়ার ক্ষুরে লাগানোর নাল এবং পেরেক ইত্যাদি। আর সম্প্রতি রচিত আমার সর্বশেষ প্রবন্ধটি হচ্ছে পার্টির সামাজিক কর্মসূচীর উপর। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একটি ভোগ্যপণ্যের সমাজব্যবস্থায় পরিণত হয়ে গেছে বলে যে কমিউনিস্ট-বিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে এই প্রবন্ধে তার সমালোচনা করা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় একথা মানবেন যে এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের উন্নতির মানের দারুণ অগ্রগতির প্রমাণ।

কিছুদিন আগে আমি আবার ওরিয়াখোভোতে গিয়েছিলাম, এর আগে এখানকার খামারগুলি প্রতি হেক্টরে ১৬ সেন্টনার গম উৎপাদন করত, আর এই বৎসরে গড়পড়তা উৎপাদনের হার হল হেক্টর প্রতি ৪১ সেন্টনার। পুরোনো দিনে কৃষকেরা ঐ অঞ্চলে এমন কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখত যেখানে তারা চাকরি পেতে পারে। কারণ তখন মানব-শক্তি ছিল উদ্বৃত্ত। আর আজকে আমরা চাকরি নিয়ে শ্রমিকদের পিছনে ছুটছি। ঐ অঞ্চলে একটি আণবিক-তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হতে চলেছে। কিছু পুরোনো পরিচিত লোকজনের সঙ্গে আমার দেখা হল। তাদের অনেকেরই ছেলেরা এখন ইঞ্জিনীয়ার, কেউ কেউ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি করছে।

কমিউনিস্ট নৈতিকতার মূলে রয়েছে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। সাংবাদিকদের কাছে এর মানে হল এই যে কলম এবং অনুপ্রেরণা, জ্ঞান এবং পার্টি আনুগত্যকে পার্টি সিদ্ধান্তসমূহকে জনপ্রিয় করা এবং তাদের কাজে পরিণত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করার কাজে লাগাতে হবে।

কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উৎসব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র **'ডেইলি ওয়ার্ল্ড'**-এর সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে পাঠকেরা বলেছেন ঃ "অনুগ্রহ করে সত্য প্রচারের জন্য শুভ কাজ করে যান", "আপনাদের দক্ষতা এবং আত্মত্যাগের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি"। সুইস পার্টি অব লেবারের সংবাদপত্র **'ভোইক্স অভরিয়ার'** বলেছে "আমাদের একটা সুবিধা আছে; তা হল আমরা আমাদের পাঠকমণ্ডলী ও গ্রাহকবৃন্দ ছাড়া আর কারুর উপর নির্ভরশীল নই, এই সুযোগ আমাদের কাছ থেকে কেউ নিতে পারবে না।"

কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলি হল জনগণের ফোরাম, সম্প্রতি যে সমস্ত সংবাদপত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল, সেগুলি যথার্থই সৌভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির সঙ্গে জনগণের নিবিড় বন্ধনের উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে। এই ধরনের প্রতিটি উৎসবই এই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি বহন করে যে হাজার হাজার মানুষের বর্তমান সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের আশা কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে।

জনগণের জীবন, তাদের পরীক্ষা এবং সংগ্রামের সঙ্গে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের জীবন সম্পৃক্ত। এ বছরের **'লু মানিতে'র** উৎসব এ কথাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। প্যারিস মুক্ত হবার এটা হল ত্রিশতম বছর। নাজি দখলদারী সেই কালো দিনগুলিতে **লু' মানিতেই** হল একমাত্র কাগজ যা দেশে নিয়মিতভাবে মাসাধিককাল প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংবাদপত্রেই প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন প্রচারিত হয়েছিল।

যুদ্ধকালীন **লু' মানিতের** সংখ্যাগুলি একটি পৃথক পুস্তিকাকারে সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গত **লু' মানিতে** উৎসবে অন্যান্য রাজনৈতিক পুস্তকাদির সঙ্গে ঐ পুস্তিকাটিও বিক্রয় হয়েছে। ঐ উৎসব শ্রমিক নগরী কোরনেউভে-তে অনুষ্ঠিত হয়। এই শহরের পৌর প্রশাসন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত। এই শহরের উৎসব বহুবিধ নজির সৃষ্টির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঃ উপস্থিত দশ লক্ষ তরুণ-তরুণীদের অভূতপূর্ব উপস্থিতি, নজির সৃষ্টিকারী বৈদেশিক অতিথির অংশগ্রহণে, ৫,৫৭৪ জনের পার্টি সদস্যভুক্তি—এদের মধ্যে শতকরা আশি ভাগের বয়স ২৫ বছরের

নিচে, এবং এই পত্রিকার এবং এর রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রের জন্য ৫,০২৮ জন নতুন গ্রাহক সংগ্রহ। এমন কি বুর্জোয়া সংবাদপত্র **লে মণ্ডে**ও স্বীকার করেছে যে, **লু' মানিতে** উৎসব "ফ্রান্সে এই ধরনের যত উৎসব হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র বিপুল জনপ্রিয় উপস্থাপনা।"

এখন থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় আগে, ১৯৩০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের সংবাদপত্রের প্রতি সংহতি এবং শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার মানুষ বেজোনস্-এর সাক্কো এবং ভ্যানজেত্তি পার্কে জড় হয়েছিল। ইতিমধ্যেই পার্টি সংবাদপত্রের উৎসব কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করা গেছে। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে, যে পার্টিগুলি সম্প্রতি ঐ ধরনের উৎসব উপস্থাপনা করার সুযোগ পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঐ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবেই সাহায্য করবে।

এফ আর জি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র **আনসেরে জেইট** সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বছরই একটি গণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবারে এই ধরনের একটি উৎসব সংগঠিত করা কিন্তু খুব সহজ-সাধ্য কাজ নয়। বিশেষ করে এফ আর জি-তে এটা তো দ্বিগুণ কঠিন কাজ . কারণ সেখানে, কমিউনিস্ট-বিরোধীরা জনগণের মন বিষিয়ে তোলার জন্য সর্বপন্থা গ্রহণ করেছে এবং সেখানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আইন এখনও কার্যকরী হয়ে থাকে। এই উৎসবের বহু পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল পত্র-পত্রিকা এই ধরনের শিরোনাম হাজির করেছিল : "রাজনৈতিক প্রহসনের প্রস্তুতি" "জনগণকে আকৃষ্ট করার টোপ", "প্রচার প্রদর্শনী" প্রভৃতি। যখন উৎসব শুরু হবার কিছু আগে ছয় হাজার শ্রমিক এবং ছাত্র শিবির, প্রদর্শনী মণ্ডপ এবং প্যাভিলিয়ান নির্মাণ করল তখন পুঁজিপতিদের পত্র-পত্রিকাগুলি এইভাবে তা চিত্রিত করল—'এরা সব কমিউনিস্টদের কেনা লোক'। এই ধরনের একটি পত্রিকার জবাব দিতে গিয়ে জনৈক তরুণ শ্রমিক বলেছিলেন : "যদিও আমরা পয়সাপাওয়া লোক নই, কিন্তু আমরা খামাকা খাটছি না।" সেই সময় ডুসেলডর্ফে একটি দর্শনীয় উৎসবনগরী জেগে উঠেছিল, যার রাস্তাগুলির নাম হয়েছিল প্রাভদা, নয়েস ডয়েস ল্যান্ড, লু'মানিতে প্রভৃতি। প্যাভিলিয়ানগুলির জি সি পি কেন্দ্রে এবং **আনসেরে জেইট** কেন্দ্রে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বিদেশী শিল্পীরা, পশ্চিম জার্মানির জনপ্রিয় গায়করা এবং অ-পেশাদার সংস্থাগুলি মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন। সব সমেত আড়াই লক্ষ মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। প্রবীণ পার্টি নেতারা বলেছিলেন : তাঁরা কখনো ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর উৎসবে এত উদ্দীপনা দেখেন নি।

সংবাদপত্রের উৎসবগুলিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা, সভা ও মত বিনিময়ের মধ্যে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ব্যাপ্তি প্রকাশিত হয়।

বোলেগনার নর্দান পার্কে অনুষ্ঠিত ইতালির কমিউনিস্টদের সংবাদপত্র লু' **ইউনিতা**র দু'সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে পার্টির ইতিহাস, পার্টির প্রকাশনা, শ্রমিকদের জীবন, শান্তির জন্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য তাদের সংগ্রাম প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বর্তমান ইতালির সাথে যুক্ত সমস্ত বিষয়গুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

উৎসবের কর্মসূচীর আন্তর্জাতিক অংশটি ছিল সামগ্রিক। মস্কোর কেন্দ্রীয় মিউজিয়াম আই সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটিকে 'ভি আই লেনিনের জীবন এবং কর্ম' সম্পর্কিত যে প্রদর্শনীটি উপহার দিয়েছিল, এই উপলক্ষে তা-ও প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীতে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে।

এই উৎসবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার উপর অন্য একটি প্রদর্শনীতে বীর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নির্মন্ত্রিত অতিথিদের হাতে ঐ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য ইতালির জনগণের সংগৃহীত অর্থ তুলে দেওয়া হয়। উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল চিলির দেশপ্রেমিকদের প্রতি সংহতি-সূচক সমাবেশ।

চিলির সংগ্রামের প্রতি সমর্থনসূচক সমাবেশ সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট সংবাদপত্র উৎসবের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ব্রুসেলস-এর কাছে উইজ শহরে অনুষ্ঠিত বেলজিয়ান কমিউনিস্টদের সংবাদপত্র লা ড্রাপিউ রোজে-এর উৎসব বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয়, সেখানে "মৈত্রী, সংহতি এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের" আবহাওয়া বয়ে গিয়েছিল। লা ড্রাপিউ রোজে দৈনিক রূপে এবং পার্টির তত্ত্বমূলক মাসিক পত্রিকা **চাহিএর মার্কসিস্ট** প্রকাশিত হওয়ার সময়কালে এটিই ছিল প্রথম উৎসব। 'উইজ—৭৪' সংবাদপত্রটির সঙ্গে বেলজিয়ামের শ্রমজীবী জনগণের নিবিড় বন্ধন এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত করার জন্য তাদের দাবিগুলিকে নিয়ে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

পার্টি সংবাদপত্র কেবল সাধারণ পাঠ্য জিনিস নয়; জনগণ একে নিয়ে বাঁচে, একে নিয়ে সংগ্রাম করে। এই সংবাদপত্রের কলমে যে সমস্ত বিষয় উত্থাপিত হয় জনগণ তাই নিয়ে লড়াই করে, তারা সংবাদপত্রটির অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে। এবং যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এর সাহায্যে এগিয়ে আসে। ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র উৎসব একটা নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু এ বছর একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দর্শকদের গ্যালারি, বক্তাদের মঞ্চ এবং প্রদর্শনী মণ্ডপ ধ্বংস হয়ে যায়, **'ভোলকসটিমে'**র বন্ধুরা দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তাদের অবসর সময়ে মণ্ডপ মেরামতের কাজে লেগে যায়, ফলে মণ্ডপটি আগের তুলনায়ও মনোরমভাবে গড়ে ওঠে। উৎসবের ২৮টি কর্মসূচীতে লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। এরা যে শুধু উৎসবানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের খেলাধূলা দেখতে এসেছিল তাই নয়, এরা দেশের প্রধান প্রধান বিষয়ে কমিউনিস্টদের মতামত জানতে

এসেছিল। এই বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল দ্রব্যমূল্যের অসম্ভব ঊর্ধ্বগতি, করের অসম এবং অন্যায় বণ্টন, গৃহ সমস্যা। বহু আলোচনায় কমিউনিস্ট সাংবাদিকরা তাদের অতিথিদের বহু প্রশ্নের জবাব দেন।

হাজার হাজার মানুষ উৎসবে এসেছিল বহু জাতীয় বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে। এই ধরনের উৎসব হল পার্টির মতাদর্শগত কাজের এমন একটি ক্ষেত্র যা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই বছর জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র **আকাহাতা**-র ষোড়শ উৎসব সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টোকিওর টামাকো পার্কে ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক মানুষকে ধারণ করার জন্য রাজধানীর এই পার্কটিই হচ্ছে একমাত্র স্থান। উৎসবের কর্মসূচীর অন্ত-র্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সি পি জে নেতাদের আলোচনা এবং ভাষণ।

কমিউনিস্ট সংবাদপত্র উৎসবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এটি হল আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সভা, যেখানে তারা তাদের নোট নিয়ে আলোচনা করতে পারে, যা হল পার্টি সাংবাদিকতার স্কুলের মতো। চেকোশ্লোভা-কিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র **রুদে প্রাভো** এবং পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সংবাদপত্র **ট্রইবুনা লুদু** সংবাদপত্র উৎসবের ক্ষেত্রে ঐ রকম হয়েছিল। এবারে **ট্রইবুনা লুদু**-র তৃতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব আগেরগুলির তুলনায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত সাড়া জাগিয়েছিল। বিষয়ানুগ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আলোচনাচক্র সংগঠিত করেন। গত বছর অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের সাংগঠনিক দিক নিয়ে মত বিনিময় হয়েছিল। এবারের বিষয় ছিল—পার্টির কাগজগুলিতে বর্তমান সময়ে কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকাকে মূর্ত করা যায়।

পার্টি সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি জনগণের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নিবিড় যোগাযোগের একটি মাপকাঠি। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত পার্টি সংবাদপত্র উৎসবের বিপুল সাফল্য শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই সূচিত করেছে। প্রতিটি উৎসবেই এই চরিত্র ফুটে উঠেছে যে, জনগণের কাছে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রকাশনাই না, জাতীয় জীব-নের একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও বটে। এই উৎসব এখন জাতীয় ঐতিহ্য হয়ে উঠছে।

বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র উৎসব ক্রমশই বেশি সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক কমিউ-নিস্ট আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সুস্পষ্ট স্মারক। এবং এই উৎসব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমঝোতার প্রক্রিয়া চালু করার জন্য কমিউনিস্টদের কাছে শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজ-তন্ত্রের সংগ্রাম পরিচালনার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।

জি টোপের

ভ্রাতৃপ্রতিম সংবাদপত্রগুলির আমন্ত্রণে ডক্টর এম আর প্রতিনিধিগণ ঐ সব সংবাদপত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান সম্পাদক কে জারোডোভ **আনসেরে জেইত** উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কার্যকরী সম্পাদক পি সরসপের্গ এবং ভি সুণ্ডেউয়েভ যথাক্রমে **ট্রইবুনা লুদু** এবং **লু' মানিতে** উৎসবে যোগ দেন।

১৯৭৪—ডব্লু এম আর প্রচার বর্ষ

কমিউনিষ্ট দর্শনের প্রচারাভিযান

রুডোলফ উইটেনগেল
ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পত্রিকার জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রতিনিধি

সাধারণভাবে মার্কসীয়-লেনিনীয় সাহিত্যের এবং বিশেষ করে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউর** ব্যাপক প্রচার বৃদ্ধি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিক জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, তাদের গভীর আন্তর্জাতিকতা বোধ, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের এবং তার পাশাপাশি ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে উত্থাপিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাদের আন্তরিক আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা একে সম্ভব করে তুলেছে, তা হল—জনজীবনের সমস্ত বিষয়েই পার্টি সদস্যদের সৃজনশীল উদ্যোগ বৃদ্ধির জন্য এবং সাধারণভাবে পার্টির কাজকর্মের ক্ষেত্রে মতাদর্শগত, কাজের প্রতি সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টির অধিক গুরুত্ব আরোপ এবং উৎসাহদান।

ডব্লু এম আর-এর প্রচার বৃদ্ধির জন্য পার্টি যে সিদ্ধান্ত করে তার ফলে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এর বিক্রয় সংখ্যা ১,১০০ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে আরও প্রচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

জেলা এস ইউ পি জি কমিটিগুলির অধীনে পরিচালিত পত্রিকা প্রচার কমিশনগুলি প্রথমত পার্টির প্রচারক, বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক কমিটি এবং পার্টির গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য থেকে এই সাময়িক পত্রিকাটির স্থায়ী গ্রাহক সংগ্রহ করে। পত্রিকা প্রচার কমিশনের তথ্যে দেখা যায় পটসডম, হল, ড্রেসডেন, কার্ল-মার্কস-স্টাডট, লিপজিগ এবং বার্লিন জেলায় এ ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগতি হয়েছে, এই সব জায়গায় ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা হয় পূর্ণ হয়েছে বা তার চেয়েও বেশি হয়েছে।

পার্টির তত্ত্বগত সাময়িক পত্রিকা **এন হেইত** এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্র নয়েস ডয়েস ল্যান্ড **ডব্লু এম আর**-এর প্রতি সংখ্যার বিস্তৃত পর্যালোচনা প্রকাশ করে। দিয়েত ভারলগ তার ত্রৈমাসিক তথ্য বুলেটিন Nevbei Ditz এবং Mitte luhgsblatt fiir literatarobmahh-এ সাময়িক পত্রিকাটির (জাতীয় সংস্করণ সহ) বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। দিয়েত ভারলগ বুলেটিন Rezensionsdienst ডব্লু এম আর সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করে। এই বছরই প্রথম এটি জি ডি আর-এর প্রধান প্রধান ৬০০টি সংস্থায় পাঠানো হয়। জি ডি আর পত্রিকা প্রচার এজেন্সী পোস্টার এবং পোস্ট কার্ড মারফত এই পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন বের করে। বার্লিনে অনুষ্ঠিত **নয়েস ডয়েস ল্যান্ডের** বার্ষিক উৎসবের সময়েও বিস্তৃতভাবে এই সাময়িক পত্রিকার বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া সংগ্রামে **ডব্লু এম আর**-এর অবদান সম্পর্কে অল্প কিছুদিন আগে ডি ই এফ এ ফিল্ম স্টুডিও একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কমিউনিস্টরা প্রাগে এসে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিস্তার ও সৃজনশীল বিশ্লেষণ এবং এই মতবাদকে অবিকৃত রাখার লক্ষ্য নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক টীম গঠন করে যে মহান ব্রত উদ্‌যাপন করছেন, যা মানুষের ইতিহাসে চিরদিন এক মহতি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে, নির্মীয়মাণ তথ্যচিত্র সেই কথাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরবে।

একটি প্রয়োজনীয় সাহায্য

আলভারো মস্কুএরা
কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য, সি পি কলোম্বিয়া

আমেরিকা মহাদেশে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র সংস্করণ প্রকাশ যারা প্রথম শুরু করে কলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মধ্যে অন্যতম। রাজধানী বোগোটায় এটি ছাপা হয়, প্রচার সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার। এর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ কলোম্বিয়ার আশিটি শহর এবং কমিউনিটিগুলিতে প্রচারিত হয়। বাকিটা আমাদের সংলগ্ন চোদ্দটি দেশে এবং ইয়োরোপের একটি দেশে পাঠানো হয়।

ডব্লু এম আর সম্পর্কে পার্টির মূল লক্ষ্য হল এর প্রচার বৃদ্ধি করা। পার্টি কংগ্রেসগুলি, রাজনৈতিক অধিবেশনসমূহ এবং অন্যান্য ফোরামে নিয়মিতভাবে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্টি প্রচারকদের প্রথম সম্মেলনে গভীর উৎসাহের সঙ্গে এর প্রচার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।

এখানে আলোচনা হয় জানুয়ারি মাসে এর প্রচার বৃদ্ধির জন্য কিরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং কেমন করে তা কার্যকরী হবে। আজকেও ঐ পরিকল্পনাই নিয়ামকরূপে কাজ করছে।

নয়টি আঞ্চলিক কমিটি, বোগোটা এবং চিলির থেকে **ডব্লু এম আর** পাঠাবার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ আসছে। ছাত্রদের, বুদ্ধিজীবীদের এবং পার্টি কর্মীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্যকারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ডব্লু এম আর-এর ক্রমশই বেশি বেশি করে বইয়ের দোকান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে এবং কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে বিক্রয় হচ্ছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **ভজ প্রোলেটারিয়া** এবং পার্টির অন্যান্য মুখপত্রে বিজ্ঞাপন, জনগণের মধ্যে কাজ করার সময় বিক্রয় অভিযান, পুস্তক মেলাগুলিতে বিক্রয় অভিযান, পোস্টার, শ্রেষ্ঠ বিক্রেতাকে উৎসাহদান, এবং বহুল প্রচারিত বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মাধ্যমে **ডব্লু এম আর**-এর প্রচার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পার্টি শাখার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এই শাখাগুলির প্রত্যেক সদস্য **ডব্লু এম আর**-এর প্রতিটি সংস্করণেরই দুটি করে সংখ্যা সংগ্রহ করেন। একটি নিজের জন্য, অপরখানি একজন সমর্থকের জন্য। এর উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে।

ডব্লু এম আর খুব শক্ত পাঠ্য এবং আলোচিত বিষয়-সমূহ কলোম্বিয়ার পাঠকমণ্ডলীর নির্দিষ্ট বিষয়ের আওতার বাইরে বলে যে ব্যাপক মতামত আমরা পাচ্ছিলাম, ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে। সাময়িক পত্রিকাটির বিষয়বস্তুর উন্নয়ন এবং প্রকাশভঙ্গি পাঠকমণ্ডলীর বিস্তারে সাহায্য করছে। সাময়িক পত্রিকাটি আরও বেশি চিত্তাকর্ষক, বিষয়ানুগ এবং সহজপাঠ্য হওয়ায় পার্টির মধ্যে এর পাঠক-মণ্ডলী উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত হচ্ছে।

জাতীয় জীবনে প্রভাবশালী উপাদান হিসাবে গড়ে ওঠার মতো অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা যে পার্টি কর্মীদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং পার্টির শক্তি যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও **ডব্লু এম আর**-এর প্রচার বৃদ্ধির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পর্তুগালে নতুন সংস্করণ

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-র একটি নতুন সংস্করণ, ৪৩তম, পর্তুগালে প্রকাশিত হচ্ছে।

ডায়ারি

সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থী সদস্য এবং **ডব্লু এম আর**-এর প্রধান সম্পাদক কনস্টানটিন ঝরডোভের এফ আর জি সফরের সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হার্বার্ট মাইকের সঙ্গে আলোচনায় জি সি পি-র সংগ্রাম সহ ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সংগ্রামে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিস্তারে, এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই সাময়িক পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়। জি সি পি চেয়ার-ম্যান জোরের সঙ্গে বলেন যে, জার্মান কমিউনিস্টরা এই সাময়িক পত্রিকাটির বিষয়ে এবং জার্মানে এর প্রচার বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাবে। এই আলোচনায় জি সি পি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কার্ল হেইনৎস এবং **ডব্লু এম আর**-এ জি সি পি-র প্রতিনিধি জর্জ কইয়া টোওয়াস্কি-ও অংশ-গ্রহণ করেন।

জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধিদল প্রাগে **ডব্লু এম আর**-এর সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন। সি পি আই-এর সঙ্গে এই সাময়িক পত্রিকাটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে এবং ভারতে এই পত্রিকাটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ ও প্রচার বিষয়ে আলোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও কথাবার্তা হয়। কমরেড ডাঙ্গে এই সাময়িক পত্রিকাটির কাজ সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির জন্য কিছু পরামর্শ দেন।

সাইপ্রাসের প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্কার্স পিপলস পার্টির কণ্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান জর্জিওস সাভিদ্রাস **ডব্লু এম আর** সম্পাদকীয় পরিষদের সভায় ভাষণ দেন। জাতীয় স্বাধীনতাকে আঘাত করার জন্য আগ্রাসী 'নাটো' চক্রের ক্রমাগত চক্রান্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাইপ্রাসের কমিউনিস্টদের কঠিন সংগ্রামের কথা তিনি তাঁর ভাষণে বর্ণনা করেন। সাইপ্রাসের জনগণের প্রতি গভীর সংহতি প্রকাশের জন্য এবং যাতে প্রগতিশীল বিশ্ব জনমত সমর্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাইপ্রাস সমস্যার দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধান হয় তার প্রচেষ্টা চালাবার জন্য তিনি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আগামী সংখ্যাগুলিতে

ইয়োরোপের সমস্যাবলী সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি : ইয়োরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সৃষ্টি করার পথ ও পদ্ধতি, এই প্রক্রিয়ায় জনমতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের জের কাটিয়ে ওঠার জন্য ফ্যাশিস্ত শাসন-বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা ও মার্কসবাদী পণ্ডিতদের প্রবন্ধ ও আলোচনা।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলী সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও "উন্নত সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য" সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গবেষকমণ্ডলীর উপ-সংহার।

বৃটিশ অর্থনীতিবিদ জন পারটন একচেটিয়া পুঁজির প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পুঁজিবাদের বর্তমান চক্রাকার ও দীর্ঘ-মেয়াদী সংকটের ফলে প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাশিবাদকে শক্তিশালী করার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, আবার সেই সাথে শ্রমিক ও জনপ্রিয় আন্দোলনের সামনে নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হচ্ছে।

চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লাডিও নুয়েভ্রো লিখেছেন যে সমাজে সামরিক জুন্টার মৌলিক সমর্থন নেই; এমন কি যে পার্টিগুলি তার ক্ষমতার পথ প্রস্তুত করেছিল তাদের সমর্থনও জুন্টা হারিয়েছে; সামরিক বাহিনীর নৈতিক অবস্থা সব সময়ে নিচুস্তরে রয়েছে, জনগণের প্রতিরোধ ক্রমাগত বাড়ছে।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মাসিক পত্রিকাটি ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হয়। গ্রাহক হবার চাঁদা জাতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ইংরেজী

সেনট্রাল বুকস্ লিমিটেড
৩৭, গ্রেস ইন রোড।
লণ্ডন, ডবলিউ সি আই একস্ এণ্ড পি, এস
ইংল্যাণ্ড।

প্রোগ্রেস বুকস্,
৪৮৭, এডেলাইডে স্ট্রীট, ওয়েস্ট,
টরন্টো, অন্টারিও,
এম ৫ ভি আই টি ৪, ক্যানাডা

প্রবেল্মস্ অব পীস এণ্ড সোশ্যালিজম্,
৫, রানী ঝান্সী রোড,
নতুন দিল্লী—৫৫, ভারত

আরবী

আল-ওয়াকট্ পি, ও, বি, ৬২৪৭
বেইরুট, লেবানন
দার হিলাল
১৬, মোহাম্মদ ইজ্ সাল-আরব স্ট্রীট
কাইরো, আরব রিপাবলিক অব ইজিপট্
এথ জাগাফা এল-জাদিংগা
(লো পৌভেললে কালচার)

রেভুই

মেনসুললে ডে কালচাররে জেনারেলে
আল-তারিরে, স্কোর, বাগদাদ, ইরাক

বাঙলা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, ভারত

হিন্দী

সি পি আই, বিহার রাজ্য পরিষদ
অজয়-ভবন
পাটনা—৪, ভারত

বুলগারিয়ান

"রুস্সকি" ৬
"হেমাস" সোফিয়া, বুলগেরিয়া

চেক

আরটিয়া,
প্রাহা ২, নোভে মেসট্যো,
ভে স্মেককাচ ৩০, সি, এস, এস, আর

ডানিশ

ফোর লা গেট টিডেন,
ডাঃ টিভাইয়ারগাডে ৩
১৩০২ কোবেন হাভান্ কে,
ডেনমার্ক

ফিনিস

আই কাকাউসলেহটি কমিউনিস্টি,
কটকানকাটু ১১,
০০৫১০ হেলসিনকি ৫১, ফিনল্যাণ্ড

ফ্রেন্চ্

সোসাইটি, ডি' এডিসন্ এট ডি' ইনএরমেসন্
৯, বৌলেভারড্ ডেস্ ইটালিয়েনস্
প্যারিস্ (২)
লাইব্রেইরিই নৌভেল এস ফ্রণ্টিয়ারস্।
৯৬, আউয়েস্ট, রুয়ে শেরব্রুকে,
মন্ট্রাল, কুইবেক, ক্যানাডা।
লাইব্রেইরিই রুশো ৩৬
রুএ জে-জে রুশো
জেনেভে, সুইস্সে
লাইব্রেইরিই ডু মনডে,
এনটি ইয়ার ১৬২
রুয়ে ডু মিডি ব্রুকসেলেস্, বেলজিক্

জারমান

ডিইটস্চার বুচ-এক্সপোরট আন্ড-ইমপোরট্
জি, এম বি, এইচ,
৭০১ লাইপজিগ্, লেনিনস্টেসে-১৬, জি ডি আর
"গ্লোবাস"
ভাট্রিয়েব ওসল্যাণ্ডসচার জিইটস্ ক্রীট টেন,
১২০০ উয়েন, হোচস্টাডাপলাটজ্ ৩, অস্ট্রিয়া
জেনোসেন চাফট্ লিটেরেচার ট্রিয়েভ জুরিখ
জুরিখ ৪ ফেলডট স্ট্রীসে ৪৬, সুইজারল্যাণ্ড।
ব্রুকেন—ভার ল্যাজ জি, এম, বি, এইচ
লিটারেচার—ভারটিয়েব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট,
৪০০০ ডাসেল ডরফ্
আকর স্ট্রাসে ৩, এফ আর জি

গ্রীক

থাকুরোভা ৩,১৬৬১৬
প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া

হাঙ্গারিয়ান

কুলটুরা,
কোনিভ-এস হিরল্যাপ কুলকারে সকেডেলমি
ভ্যালালাট
বুদাপেস্ট ১, এফ, ও ইউ, ৩২, হাঙ্গেরি

ইতালিয়ান

লাইব্রেরিয়া রিনাসসিটা,
ভায়া ডেলে চোটেখে,
ওর্সাকউরে ৪, রোমা, ইতালি

জাপানী

নাউকা লিমিটেড ২
কানাডা—জিনবোচো ২—বোমে
বিওডা—কু
টোকয়ো, জাপান

মঙ্গোলিয়ান

উলান-বাটর, সুখেবাটারিন টলবয় ২
মঙ্গল আরডাইন খুসগলুট ন্যামর‍্যান টভ
ন্যামর‍্যান খরো
"এনখ ট্যাজভান, সোসিয়ালিজমিন্ এ্যাসুডাল"
সেটগুলিয়ান মঙ্গল খেভলেলিজন্ গাজার

নরওয়েজিয়ান

বকস্ ৩৭১৫
ওসল ১, নরওয়ে

পারসিয়ান

পি বি ৪৯০৩৪
১০০২৮ স্টকহলম্ ৪৯, সুইডেন

পোলিশ

আর এস ডব্লিউ
"প্রাসা-কিস-আজকা—রুচ" বি, কে, ডব্লিউ, জেড,
ওয়ারশজায়া উল, ওরোনিয়া ২৩, পোল্যান্ড

রুমানিয়া

আই, সি, ই, "লিবরি",
ক্যালিএ ভিক্টোরিএই—১২৬
বুকোরেস্টি, রুমানিয়া

রাশিয়ান

মেজডুনারোডনাআ নিনা
মস্কো জি-২০০, ইউ এস এস আর

স্প্যানিস

এ্যাডিসিওনেস প্যাজি সোসিয়ালিসমো, এ পি টি
ন্যাসিওনাল ১২৫৩, বগতা, কলমবিয়া,
এ্যাডিসিওনেস ডে কালটুরা পপুলার
সান জুয়ান ডে লেট্রান, ৩৭-৪ পিসো
মেক্সিকো-১, ডি, এফ ঃ

ইডিওলজিয়া ওয়াই পলিটিকা, জে আর মক্যুইগুয়
৭১৮—২০৩, লিমা, পেরু

ইডিফিসিও ক্যানটাকলারো
এসক্যুইনা সান পেডরো,
প্যারোকুইয়া সান জুয়ান, ক্যারাকাস,
ভেনেজুয়েলা

লাইব্রেরিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, এ্যাপডো ৭৫৮
স্যান জোস, কোসটারিকা

এ্যাডিটোরিয়াল "এ্যানটিও"
ব্যুএনস্ এয়ারেস, আরজেনটিনা
রেভিসটা ইণ্টারন্যাসিওনাল
কললে ৪৬ এসটে, নং ১৬
পানামা, রেপ ডে পানামা
এজেনসিয়া ডে ডিস্ট্রিবিউসন্ ডে প্রেনসা,
১৬৬১৬ প্রাহা ৬, থাকুরোভা ৩, সি এস এস আর

সুইডিস

ফরল্যাগস্যকটিয়ে বোলাগেট
ইণ্টারন্যাশনাল রেভি,
ফ্যাক, ১২২০৬ এ্যানক্যাডে ৬, স্টকহলম্
সুইডেন

ভিয়েটনামিস্

এস "ও" জুয়াট ন্যাপ থাউ স্যাচ বাও ৩২
হাউ বা ট্রুনগ্, হ্যা-নয়, ভিয়েত-নাম

পত্রিকাটির বিষয়ে সমস্ত অনুসন্ধান পাঠাতে হবে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকাশকের কাছে, ১৬৬১৬, থাকুরোভা ৩, প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

ডিসেম্বর
১৯৭৪

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

বর্ষ ২ | ডিসেম্বর, ১৯৭৪ | সংখ্যা ১২

সূচীপত্র

	কমিউনিস্টরা এবং ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা	৫
এল ব্রেজনেভ	ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি নেতাদের বক্তব্য	৬
	ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এক সম্মেলনে মিলিত হতে চলেছে	১০
জি হান	শান্তি সংগ্রামের ব্যাপকতর ফ্রন্ট	১১
বি সুইকা	উত্তেজনা প্রশমন এবং মতাদর্শের সংঘর্ষ	১৪
এ গালকিন	ফাশিস্তদের পরাজয় এবং দক্ষিণপন্থী বিপদ	১৯
এ সাইটিকভ	ইয়োরোপের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব	২৪
এ ডর্ট	ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য	৩০
ই নবলুন্দ	নতুন পথের অনুসন্ধান ও নীতির প্রতি আনুগত্য আমাদের সময়ের মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি	৩২
টি ব্রাগোইচোভা	বিপ্লবের সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা	৩৬
	সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৪১
টি জর্জ	বিপ্লবের বিজ্ঞান ও নতুন সমাজ গঠন	৪৩
জে পার্টন	ধনতন্ত্রের সংকট : কয়েকটি সমস্যা	৪৮
এ ডি লোরেঙ্কো	পর্তুগালের প্রতিক্রিয়া যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল এবং যা ব্যর্থ হয়েছে	৫২
ভি ভেনেটসানোপোলস	গ্রীসে অবস্থার পরিবর্তন	৫৬
সি কুয়াত্রা	যে শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নেই	৫৮
	ইন্দোনেশিয়ায় নিপীড়ন বন্ধ কর	৬৩
আর পাডিল্লা	হণ্ডুরাসে গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি	৬৪
এল জাপিরাইন	একনায়কত্বের শেষ অবলম্বন	৬৮
টি মবোকায়া	গণনিধনের শিকার	৬৯
জে সুরেৎ-কানাল	নয়া ঔপনিবেশিকতার মৃত্যুসীমা	৭১
	সাম্যবাদ গঠনের ফলাফল ও সমস্যাবলী	৭৬
	১৯৭৪—ডবলু এম আর প্রচার বর্ষ	৮৩
	১৯৭৪ সালে ইয়োরোপীয় সমস্যাবলীর উপর শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র বিষয়সূচী	৮৪
	ডায়রী	৮৬
	১৯৭৪ সালের সূচীপত্র	৮৭

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রিয় বন্ধু,

"ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ"-এর সম্পাদকমণ্ডলী, সম্পাদকীয় পর্ষদ এবং তার বহুজাতিক কর্মিবৃন্দ আপনাকে নববর্ষের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কার্যকর করার পূর্বশর্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম···সার্বজনীন কর্তব্যপালনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তির সংগ্রামের আরও কিছু বিশেষ অথবা অঞ্চলভিত্তিক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসকল রয়েছে যেগুলির লক্ষ্য হচ্ছে কোনো কোনো মহাদেশের অথবা ভৌগোলিক এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পারস্পরিক যোগাযোগপূর্ণ এই লক্ষ্যসমূহের সম্পাদন বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট, সব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সমগ্র বিশ্ব-জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

—কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৬৯।

কমিউনিস্টরা এবং ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা

ইয়োরোপ ঃ

—শিল্পবিপ্লবের জন্মস্থান ;
—বিশ্বব্যবস্থার রূপান্তর সাধনের আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লালনকেন্দ্র ;
—মহান বিপ্লবসমূহের মহাদেশ এবং সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমি ;
—সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার কেন্দ্র ;
—দুটি মহাযুদ্ধ সহ বিধ্বংসী যুদ্ধের ঝড় বয়ে যাওয়া অঞ্চল ;
—শান্তিসমর্থক জনপ্রিয় আন্দোলনের উৎসভূমি;
—তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের স্থান ;
—যে মহাদেশে দুটি সমাজব্যবস্থা পাশাপাশি বর্তমান ;
—দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কমিউনিস্টের কর্মকেন্দ্র।

১৯৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে তার মূল বিষয় হবে, **ইয়োরোপের শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম।**

এই সংখ্যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অবদান; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সমঝওতাকে ব্যবহার; ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পরাজয়; স্নায়বিক যুদ্ধের প্রবক্তাদের অবস্থান কিভাবে দুর্বলতর হচ্ছে; ইয়োরোপে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করার ক্ষেত্রে প্রগতিবাদীদের মতামতের ভূমিকা।

ইয়োরোপের ২৮টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃবৃন্দ এই মহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি নেতাদের বক্তব্য ঃ

লিওনিদ ব্রেজনেভ

সাধারণ সম্পাদক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সারা ইউরোপীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও সাফল্যের জন্য সংগ্রামে বিপুল প্রচেষ্টা নিয়েছে। ইতিহাসে এ ধরনের প্রথম সভা সহজে হয়ে যাবে বলে আমাদের মোহ ছিল না। এবং যেমন দেখা গেল, সম্মেলনে অনেক অসুবিধা ছিল এবং এখনও আছে। এই অসুবিধাগুলির কিছুটা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর স্বাভাবিকভাবেই মত-পার্থক্য থেকে এসেছে এবং কিছুটা ঘটেছে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনের মধ্যে একক সুবিধা লাভের ইচ্ছা থেকে। তবুও এটা আগে থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে ইয়োরোপে শান্তির স্বার্থে যত শীঘ্র সম্ভব সারা ইয়োরোপীয় সম্মেলন সমাধা করার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, জি ডি আর এবং অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সম্মেলনকে সর্বোচ্চ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে, যা ইয়োরোপে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ইয়োরোপ মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল দ্বিপাক্ষিক এবং বহু পাক্ষিক সহযোগিতার পথ সহজ করে দেবে। ইয়োরোপের মতো এই প্রাচীন মহাদেশে এক যুগের ক্রম বিবর্তনের জন্য কাজ করা আমাদের সকলের সমান দায়িত্ব—যে যুগ হবে সুবুদ্ধিসম্পন্ন সম্পর্ক ও পারস্পরিক আস্থার যুগ।

আমাদের গোষ্ঠীর দেশগুলি সম্মিলিতভাবে সুসম্পন্ন নীতি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে প্রস্তুত। তারা এই মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলির প্রতি শান্তি ও মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে এবং গঠনমূলক সহযোগিতার আশা করে।

এডওয়ার্ড গিয়েরেক

প্রথম সম্পাদক, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নীতি অনুসরণ করে গণ-প্রজাতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড যে অবদান রেখেছে তা হচ্ছে এই যে প্রায় ত্রিশ বছর ইউরোপে বন্দুক স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের অবস্থা চাই ; আমরা এমন নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী শান্তি চাই যাতে আমাদের জনগণের কোনো বংশকেই আর কোনো দিন যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা পেতে না হয়।

গুস্টাভ হুসাক

সাধারণ সম্পাদক, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

ইয়োরোপে স্থায়ী শান্তির জন্য

ইয়োরোপ মহাদেশে কার্যকরভাবে নিরাপত্তা সংহত করার গ্যারাণ্টিসহ যথাসম্ভব নিকট ভবিষ্যতে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার জন্য সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে সমাধা হওয়া উচিত।

টোডর জিভকভ

প্রথম সম্পাদক, বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণী নীতি সীমান্ত এবং বর্তমান ইয়োরোপে রাজনৈতিক আঞ্চলিক অবস্থার অলঙ্ঘ-নীয়তার সার্বজনীন স্বীকৃতির এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ পরিহার করার সূচনা করেছে।

জানোস কাদার

প্রথম সম্পাদক, হাঙ্গেরীয়ান সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহ তাদের পতাকায় সমাজতন্ত্র এবং শান্তির অবিচ্ছেদ্য আদর্শ অঙ্কিত করেছে। আজকের দিনে তারই প্রয়োজন। এই দুই লক্ষ্যের উৎস হচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য শ্রেষ্ঠ আশা আমাদের বিশ্ব আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তার ঐতিহাসিক কাজ।

জোসিফ ব্রজ টিটো

চেয়ারম্যান, যুগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট

জনগণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের নিয়মসমূহ দেশ ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত—এই মার্কসবাদী শিক্ষায় পরিচালিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক বিরোধের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য অবশ্য কাজ করতে হবে এবং তাদের একই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করতে

হবে।···ইউরোপীয় নিরাপত্তাকে অবশ্য হতে হবে অখণ্ড এবং তাতে পরিবেষ্টিত থাকবে ভূমধ্যসাগরসহ সমস্ত দেশ ও অঞ্চলগুলি। শুধু এ ধরনের ইয়োরোপই শান্তি ও নিরাপত্তার এবং বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের উন্নয়নের কাজে সাহায্য করতে পারে।

এরিক হোনেকার
প্রথম সম্পাদক, জার্মানীর সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

আমাদের মিত্রদের সঙ্গে আমরা ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সম্মেলনকে অবিলম্বে এবং উচ্চপর্যায়ে সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের স্বার্থে গঠনমূলকভাবে পরিসমাপ্তির জন্য কাজ করে চলেছি। আমাদের প্রজাতন্ত্র নিরস্ত্রীকরণের দিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে।

নিকোলাই সিয়েচেস্কু
সাধারণ সম্পাদক, রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টি

বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা প্রশমনের অবিচ্ছিন্ন এবং আরও বিপুল অগ্রগতির জন্যে বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের আরও তীব্র সংগ্রাম করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ করে, বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তেজনা প্রশমন, শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিঃসন্দেহে প্রভুত্ব ও হুকুমদারির পুরানো সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং আধুনিক বিশ্বে একটি নতুন নীতিকে সংহত করার কাজে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে—এই নতুন নীতি হচ্ছে প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শ্রদ্ধা এবং প্রতিটি জাতির নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে স্বাধীনভাবে বিকাশলাভের অধিকার। সমস্ত মহাদেশের মানুষকে এবং বিশ্বের আপামর জনসাধারণকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে এবং তাদের সংকল্প দ্বারা উত্তেজনা প্রশমন নীতির অবিচল বিকাশলাভের এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের এক নতুন গণতান্ত্রিক নীতির নির্ভরযোগ্য সংহতির প্রতিশ্রুতি রূপ লাভ করবে।

এনরিকো বেরলিংগার
সাধারণ সম্পাদক, ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি

ত্রিশ বছর আগে কমিউনিস্টরা প্রমাণ করেছে যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধে তারা প্রধান শক্তি হতে পারে। অন্যান্য শ্রমজীবী জনতা ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে শান্তি ও প্রগতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এবং সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে আগ্রহী শ্রমজীবী জনতার এক নতুন ইউরোপ গড়ে তোলার কাজে কমিউনিস্টদের পক্ষে এক চূড়ান্ত শক্তিতে পরিণত হওয়ার অবস্থা এখন বর্তমান।

আই বিলেন
সাধারণ সম্পাদক, তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি

আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চক্র যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিবেশ অব্যাহত রেখেছিল তা ইতিপূর্বেই দৃশ্যত প্রশমিত হয়েছে। বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের এক নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির গতিশীল এবং অবিচল শান্তি নীতি এবং জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার জন্য কর্মরত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পরিবেশে এই পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

লুই ভন গেইট
চেয়ারম্যান, বেলজিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি

ইয়োরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো বেলজিয়ামে উত্তেজনা প্রশমনের অগ্রগতির প্রতি ব্যাপক সাড়া রয়েছে, এর কারণ হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান দুর্বল অবস্থান এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং অন্যান্য শান্তির শক্তিসমূহের যৌথ কাজ···

বেলজিয়ান কমিউনিস্টগণ উল্লেখ করেন যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দল থেকে শুরু করে বিরোধী অংশকে নিয়ে দেশের বৈদেশিক এবং সামরিক নীতি পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক শক্তির একটি ব্যাপক ফ্রন্ট গঠনের বহু নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জাঁ ভিনসেণ্ট
চেয়ারম্যান, সুইস পার্টি অব লেবার

পরিস্থিতি অনেক অনুকূল এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে সবাই চায় যে তথাকথিত পশ্চিমী ইউরোপ সামাজিক এবং মানবিক প্রগতি, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা, নিরাপত্তা এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলুক। আমরা প্রগতি, গণতন্ত্র ও শান্তির সমস্ত শক্তির সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম করতে চাই।

আর্মেনেগিলডো গাসপেরোনি
চেয়ারম্যান, সানমেরিনো কমিউনিস্ট পার্টি

সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিচল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি অপরিহার্য উপাদান। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাধারণ সুসংহত অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের তীব্রতাবর্ধিত যে ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির কিছু অবদান রয়েছে এবং সর্বশেষ হলেও তুচ্ছ করবার নয় অর্থাৎ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতা—এ সবকিছু পুঞ্জীভূত হয়ে উত্তেজনা প্রশমন-প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং ইয়োরোপের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে—যেযুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি জয়যুক্ত হবে।

জন গোলান
সাধারণ সম্পাদক, গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি

নিশ্চয়ই এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত আগ্রাসনের কাল্পনিকতা শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমন, জি ডি আর-এর স্বীকৃতি, বার্লিন চুক্তি, ইউ এস এস আর ও এফ আর জি এবং পোলাণ্ড ও এফ আর জি-র মধ্যে চুক্তি, এবং ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সম্পর্কে সম্মেলন অনুষ্ঠান এসব কিছুই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শান্তির জন্য অবিচল প্রচেষ্টার ফল—যা সর্বত্র শান্তি-প্রিয় জনগণের মধ্যে উত্তরোত্তর সমর্থনলাভ করছে···

কমিউনিস্ট পার্টি নাটো থেকে ব্রিটেনের সরে আসার দাবি করে যাতে করে ব্রিটেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে

এবং ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তির পারস্পরিক অবলুপ্তিসহ সমগ্র ইয়োরোপের জন্য নিরাপত্তার বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিজের প্রভাব ও মর্যাদাকে ব্যবহার করতে পারে।

গেরহার্ড ডানেলিয়াস
চেয়ারম্যান, পশ্চিম বার্লিনের সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি

স্নায়ুযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভেঙ্গে পড়েছে। সর্বপ্রথম ইয়োরোপে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির পূর্ণ প্রয়োগের জন্য এবং আমাদের মহাদেশে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার একটি ব্যবস্থার সূচনার পক্ষে আজ এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শান্তির জন্য ও পারস্পরিক অস্ত্র প্রসারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

নাড জেসপারসেন
চেয়ারম্যান, ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যার উপর জোর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্ট পার্টি একচেটিয়ার নীতি, ই ই সি এবং নাটোর সুস্পষ্ট আগ্রাসী চরিত্রের পাল্টা নীতি উপস্থিত করে।

ইয়োরোপে ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকল্প উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে যা উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় করে তুলছে এবং রাষ্ট্রগুলির সমতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার এক ব্যবস্থার সূচনা করেছে।

আমরা জানি, এই সমস্যাগুলি ইয়োরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সম্মেলনে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং কিছু অগ্রগতি ইতিপূর্বেই অর্জিত হয়েছে।

ড্যানিস কমিউনিস্টদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সমস্যাকে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা ছাড়াও আমাদের দেশের জনগণের ব্যাপক অংশ এবং সমস্ত শান্তিকামী শক্তির সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা।

ডলোরেস ইবারুরি
চেয়ারম্যান, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি

...বর্বর নির্যাতন সত্ত্বেও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে...এই প্রচণ্ড নির্যাতন শাসকচক্রের দুর্বলতার প্রমাণ, এই শাসকচক্র দেশে ক্রমবর্ধমানভাবে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্রাঙ্কোবাদের উত্তরোত্তর গভীর সংকট ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্বারা আরও তীব্রতর হয়েছে—প্রথমত ও প্রধানত পর্তুগাল এবং গ্রীসে একনায়কতন্ত্র শাসনের পতন...

স্পেনের কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য স্পেনের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য ব্যাপক অভিযানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতির কথা উপলব্ধি করেন। আমরা স্পেনীয় জনগণের জয়লাভকে ত্বরান্বিত করতে সংহতির পতাকা আরও ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য এবং ইয়োরোপ মহাদেশের বুকে সর্বশেষ ফ্যাসিস্ট রাজত্ব নির্মূল করার জন্য বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আহ্বান জানাই।

এলভারো কুনহাল
সাধারণ সম্পাদক, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি

পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি তার লক্ষণীয় সাফল্যের জন্য তার অবিচল আন্তর্জাতিক নীতির কাছে ঋণী। জনগণের স্বার্থ রক্ষা করেও আমাদের পার্টি কখনও তার আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায় নি। আমরা সর্বদাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রক্ষা করেছি এবং আমরা সর্বদাই ঐক্যের জন্য কাজ করেছি।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, বিশ্ব কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংহতি, সমস্ত শ্রমজীবী জনতা বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমজীবী জনতা আমাদের কাছে কী অর্থ বহন করে। আমাদের আদর্শের পক্ষে জনগণকে জয় করার পথে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যের কারণ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জয়লাভ ও সাফল্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

রেইডার লারসেন
চেয়ারম্যান, নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি

নাটো ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কমিউনিস্ট পার্টির এবং দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে এই আদর্শের পিছনে নিয়ে আসা। এটাই স্বাধীন উন্নয়নের পথ স্থির করার জন্য জাতির দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

জর্জ মার্শাই
সাধারণ সম্পাদক, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসাবে আমরা কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের শিথিল হাত থেকে জাতির পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছি। এখন, আমরা এদের কাছ থেকে ইয়োরোপের পতাকাও ছিনিয়ে নিতে চাই যারা একে বৃহৎ পুঁজিবাদী প্রতারকের পঙ্কে ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে...আমরা কমিউনিস্টরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, শ্রমিকশ্রেণীর ও শহর এবং গ্রামের মেহনতী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়োরোপের সমস্যাবলী দেখি।

হারবার্ট মিয়েস
চেয়ারম্যান, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি

এফ আর জি যাতে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আমাদের মহাদেশে আরও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম করে চলেছে...

ফ্রানজ মারি
চেয়ারম্যান, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

স্বভাবতই, ইউরোপীয় মহাদেশের ঘটনাবলী বিশ্ব শান্তির জন্য এবং তাই আমাদের নিজের দেশের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এফ আর জি-র সঙ্গে সোভিয়েত, পোলিশ, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জি ডি আর-এর চুক্তি এবং বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক আইনে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতির মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের যে-পর্যায়ের সূচনা হয়েছে তা ইউরোপে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা-সম্মেলনের সত্বর সদর্থক সমাপ্তির দ্বারা আরও প্রসারিত করতে হবে এবং তাকে অপরিবর্তনীয় রাখতে হবে অর্থাৎ এটা সম্পন্ন করতে হবে ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। কেবলমাত্র এ ধরনের ইয়োরোপেই অস্ট্রিয়ার জনগণও নতুন আন্তর্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা থেকে নির্ভয়ে বাস করবে।

মাইকেল ও'রিওরডান,
সাধারণ সম্পাদক, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে বিপুল পরিবর্তিত পরিস্থিতি; একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা; ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আরও বাধানিষেধ আরোপ করার ক্রমবর্ধমান ঝোঁক; এবং এ ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ—এক কথায় পুঁজিবাদী সংকটের প্রচণ্ড আলোড়ন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নতুন সমস্যা ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সেই আন্দোলনের সংহতির প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে।

এজেকিয়াস পাপেওএন্যো
সাধারণ সম্পাদক, সাইপ্রাসের শ্রমজীবী মানুষের প্রগতিশীল পার্টি

সাইপ্রাস প্রশ্ন মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার, এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত···

ভূমধ্যসাগরকে একটি শান্তির এলাকা হিসাবে পরিণত করা যেতে পারে এবং তা করা উচিত; এবং সাইপ্রাসকে ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জনগণের ও তিনটি মহাদেশের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি সেতু হিসাবে পরিণত করা যায়। সাইপ্রাসের জনগণের ও এই অঞ্চলের অন্যান্য সমস্ত জনগণের দৃঢ় সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে বিশাল ক্ষমতাশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের সমস্ত শক্তিগুলির সমর্থন প্রভৃতির ফলে এই মহান লক্ষ্য অর্জিত হবে।

আরনে সারিনেন,
চেয়ারম্যান, ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানকে দুর্বল করার সংগ্রামে দৃঢ় ও অমূল্য অবদান রেখেছে। তারা যুদ্ধের বিপদকে প্রতিহত করেছে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাধারণ অগ্রগতির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার সমস্যাই ধরুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলি মহাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পুনঃপুনঃ আহ্বানের প্রতি যে মনোযোগ দিতে শুরু করেছে তার আগে অনেক বছর চলে গেছে...আমরা জানি, এখন এক চূড়ান্ত মোড় পরিবর্তন ঘটেছে।

ডোমিনিক আরবানি,
চেয়ারম্যান, লুক্সেমবার্গের কমিউনিস্ট পার্টি

যথার্থই, এই সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ সংকট উত্তরোত্তর তীব্র হচ্ছে, যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, বেকারী এবং অনিশ্চয়তা বাড়ছে, তখন সংকটমুক্ত, ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য সমাজব্যবস্থা হিসাবে বর্তমান সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে···

প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধ সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ নতুন, শোষণের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং আমূল সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামের পক্ষে নতুন এবং তুলনামূলকভাবে আরও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে।

হ্যারিলাওস ফ্লোরাকিস
প্রথম সম্পাদক, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

গ্রীস-এর স্বার্থ এবং শান্তির জন্যই মার্কিন প্রভুত্বের অবসান, নাটোর বেড়াজাল থেকে দেশকে মুক্তির এবং মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর ও মার্কিন-নাটো ঘাঁটি থেকে পরিত্রাণের দাবি উঠেছে। সি পি জি বলকান ও ভূমধ্যসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এই লক্ষ্য অর্জনই হবে ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রীসের অবদান।

কার্ল-হেনরিক হেরম্যানসন
চেয়ারম্যান, লেফট পার্টি—কমিউনিস্ট অব সুইডেন

যুদ্ধ সহ পুঁজিবাদী শোষণ এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নীতি নির্ধারিত হয়। এটা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যথাযথ ফল। অপর পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সে ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে এর কোনো প্রয়োজন নেই।

ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এক সম্মেলনে মিলিত হতে চলেছে

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর, ১৯৭৪-এ ওয়ারশ'তে ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে উল্লেখিত পার্টিগুলির প্রতিনিধিদল ঐ সভায় যোগ দেয় : অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট পার্টি, বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি সাইপ্রাসের মেহনতী জনতার প্রগ্রেসিভ পার্টি, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি, ফিনল্যাণ্ডের কমউনিস্ট পার্টি, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মানির সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টি, গ্রেট বৃটেনের কমউনিস্ট পার্টি, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি, হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি, ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি, লুক্সেমবুর্গের কমিউনিস্ট পার্টি, নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি, রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টি, সান ম্যারিনোর কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি, সুইডেনের কমিউনিস্টদের বামপন্থী পার্টি, সুইজারল্যাণ্ডের লেবার পার্টি, তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিম বার্লিনের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি, যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট লীগ। উপস্থিত প্রত্যেক পার্টির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক ভ্রাতৃমনোভাবাপন্ন মতামতের আদান-প্রদানের পর ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান ও তার প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা এবং সুফল সম্পর্কে সম্মেলনে অভিন্ন মত ব্যক্ত হয়।

১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই সম্মেলন ডাকার ঔচিত্য বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

স্থির হয়, এই সম্মেলন ইয়োরোপের শান্তি আন্দোলন, নিরাপত্তা, সহযোগিতা এবং সামাজিক অগ্রগতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রতিনিধিরা স্বাগত জানান।

সব পার্টির মতামতের প্রতি সমান গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের ভিত্তিতে সাধারণ ঐক্যমত্যে পেঁাছনোর লক্ষ্য পূরণে যে গণতান্ত্রিক ও ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সভার কাজ চলে তাতে উপস্থিত প্রতিনিধিরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ঘোষণা করেন একই মনোভাব অনুসরণের মাধ্যমে আসন্ন সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং সম্মেলন পরিচালনা করায় তাঁরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রস্তুতি সভা হবে আগামী ডিসেম্বর (১৯৭৪)-জানুয়ারিতে (১৯৭৫)।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে আলোচনা-সভার কাজ চলে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং প্রলেতারীয় সংহতির আদর্শ অনুসরণ করে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামীদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সংহতি

ওয়ারশ' আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, প্রতিক্রিয়া এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত-দের প্রতি ইয়োরোপীয় কমিউনিস্টদের দ্বিধাহীন সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করে। ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সমস্ত বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সাইপ্রাসের জনগণ, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় অধিকার স্থাপনে লড়াইকারী উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জনগণ সহ স্বাধীনতা ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা স্থির করার এবং জাতীয় সম্পদ বণ্টনের স্বীয় অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামরত সব জাতির প্রতি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পার্টিগুলি ভ্রাতৃসুলভ সংহতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে।

চিলিতে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জুন্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামরতদের প্রতি পরামর্শসভায় অংশগ্রহণকারীরা ভ্রাতৃপ্রতিম আন্তরিক সংহতি জ্ঞাপন করছে এবং কমরেড লুই করভালান সহ সমস্ত বন্দী দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিকদের মুক্তি দাবি করছে। তারা দৃঢ়ভাবে কমরেড রোডনি আরিসমেণ্ডি সহ উরুগুয়ের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামরত সকল সংগ্রামীদের মুক্তি দাবি করছে।

ফ্যাসিস্ত বর্বরতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী শ্রেণী সহ সমগ্র স্পেনবাসীদের প্রতি ওয়ারশ' সভায় যোগদানকারী পার্টিগুলি তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি জানাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোমেরো মারিন, সানসেজ মনতারো, ফার্নাণ্ডেজ ইনগুয়াজো, লুসিও লোবাটো প্রমুখ সাথীগণ সহ ওয়ার্কার্স কমিশনের নেতৃবৃন্দ মার্সেলিনো ক্যামাচো ও তার সতীর্থরা এবং ফ্রাঙ্কো-কারাগারে বন্দী সকলের মুক্তি দাবি করছে।

ফ্যাসিস্ত শাসন উৎখাত করে এবং তার গণতান্ত্রিক জয়গুলি সংহত করার কাজে রত পর্তুগাল ও গ্রীসের জনগণের প্রতি পরামর্শ সভার অংশগ্রহণকারীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

শান্তি সংগ্রামের ব্যাপকতর ফ্রন্ট

প্রোফেসর গেরহার্ড হান
ডিরেক্টার, ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্‌স,
অ্যাকাডেমি অব কনস্টিটিউশনাল ল (জি ডি আর)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরিচয় দিচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক অনুসৃত উত্তেজনা প্রশমনের নীতির একটি লক্ষণীয় ফল হল এই যে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের শুরু করা ঠাণ্ডা লড়াই ক্রমশ অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলি আন্তর্জাতিক জীবনের একটি সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়ছে।

কিন্তু গঠনমূলক শান্তি নীতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ফল হল প্রায় ৩০ বছর ধরে শান্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং রাজনৈতিক সমাধানের জন্য অনুসন্ধানের ফলে স্থানীয় সংঘর্ষ বিশ্ব সংঘর্ষে পরিণত হতে পারছে না।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে কোনো কোনো পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশে উত্তেজনা প্রশমনের নীতি সহৃদয়ভাবে গৃহীত হয় নি। অধিকতর বাস্তববাদী ব্যক্তি যারা বিশ্বশক্তির সম্পর্ক বিবেচনার মধ্যে নিয়েছে তারা ছাড়া, উত্তেজনা প্রশমনের শত্রুরা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করছে, এবং যে সব চুক্তি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহকে আইন সম্মত করেছে সেই চুক্তিকে বানচাল করে দিতে চেষ্টা করছে। শত্রুরা অস্ত্রের উপর বিধিনিষেধ সম্পর্কে চুক্তিকে বাধা দিচ্ছে ও বৈষম্য-মুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে প্রতিহত করেছে। এইভাবে তারা সত্তর দশকে যে ঘটনাবলী শুরু হয়েছে তার গতি পালটে দেবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। তারা উত্তেজনা প্রশমন নীতির বিরোধী তাদের নীতিকে প্রমাণ করার জন্য ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অনিশ্চিতের সবরকম চিহ্ন সাগ্রহে কাজে লাগায়—অর্থনৈতিক অসুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচা মাল ও জ্বালানি শক্তির ঘাটতি, কোনো কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চিতি এবং এই জাতীয় আরো কিছু।

কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে তাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধ বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই স্থায়ী বিশ্বশান্তির জন্য শুভ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়ে এক নতুন স্তরে প্রবেশ করছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া—শান্তির দুর্গ

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শান্তির জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্কের কঠিন প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে পারি না। এটি বাস্তব ও তাত্ত্বিক স্তরে দ্বিগুণভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এখন আমরা উত্তেজনা প্রশমনের নীতিকে অপরিবর্তনীয় করে তুলতে শুরু করেছি।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মনে করে যে শান্তি বজায় রাখা আমাদের যুগের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। এবং এটা আর কখনও এত বেশি স্পষ্ট হয় নি যে শান্তির জন্য সংগ্রাম সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থ ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে যুক্ত। যুদ্ধ, যা মানব জীবন ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির ধ্বংসের প্রতিভূ, তা হল সাম্রাজ্যবাদী নীতির এক চরম অভিব্যক্তি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রমাণ করেছে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যুদ্ধের কারণগুলি, শোষণ ও অত্যাচারের সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে পুঁজির অস্তিত্ব ও প্রাধান্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সেইজন্যই আগ্রাসী সামরিক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করা হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতি একটি আঘাত।

অন্যদিকে যে সামাজিক পুনর্গঠন, কমিউনিস্টদের মতে ব্যক্তিত্ব, তার সৃজনশীলতা ও সমগ্র সমাজের মুক্তির প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে, তার মধ্যে রয়েছে মানবজাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে অব্যাহতি দেবার উদ্দেশ্য। এটি হল বিপ্লবী মার্কসবাদের অন্যতম মূল বক্তব্য। "অপরাধমূলক কৌশল অনুসরণের যে বৈদেশিক নীতি জাতীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগায় ও জলদস্যুদের লড়াইয়ে জনগণের রক্ত ও সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে" তার প্রতি মার্কসবাদ বিরোধিতা ঘোষণা করেছে। আমরা যার জন্য কাজ করছি তা হল যুদ্ধকে পরিহার করার লক্ষ্যে পরিচালিত এক বৈদেশিক নীতি। এই নীতির জন্য আন্দোলন হল "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের অংশ।" (মার্কস, "ডব্লিউ আই এ-র উদ্বোধনী ভাষণ")।

শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্যই স্থায়ী শান্তির জন্য মানুষের স্বপ্ন এখন আর অলীক কল্পনা নয়, যত্নলালিত কিন্তু অপ্রাপ্য আদর্শ নয়। শ্রমিকশ্রেণীর এ এক অমূল্য ঐতিহাসিক সাফল্য, তার সৃজনশীল ক্ষমতার এক প্রকাশ, যে তার বৈপ্লবিক তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়ে সে শান্তির জন্য বাস্তব পূর্বানুমান চিহ্নিত করেছে এবং যুদ্ধের উৎস, শর্ত ও কারণগুলির উপর 'গোপনীয়তার' পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে। এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় নোঙ্গরবদ্ধ বাস্তব সত্যে পরিণত করে, তৈরি করে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ—এমন সমাজ যার "আন্তর্জাতিক আইন", মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "হবে শান্তি, কারণ তার জাতীয় শাসক হবে সব জায়গাতেই এক—শ্রমিক।" (ফ্র্যাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধ বিষয়ে আই ডব্লিউ এ-র জেনারেল কাউন্সিল-এ প্রথম ভাষণ)।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের এই যুগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সক্রিয় ও সুসঙ্গত শান্তি নীতি কোনো স্বার্থপর অথবা বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করে না। এটি মানবজাতির সবচেয়ে গভীর ও জীবন্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। মস্কোতে অনুষ্ঠিত শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব

মহাসম্মেলনে কমরেড এল আই ব্রেজনেভ বলেন, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলির পক্ষ সমর্থন করে আমরা যা কোটি কোটি লোকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান তার জন্য লড়াই করছি জীবনের অধিকার, যুদ্ধের অগ্নিশিখায় ধ্বংসের বিপদ থেকে মুক্তি। তাছাড়া, আমরা সমস্ত দেশে এবং সমস্ত জনগণের মধ্যে সামাজিক অগ্রগতির উন্নতিসাধন করার উদ্দেশ্যে অনুকূল আন্তর্জাতিক শর্তগুলির জন্য লড়াই করছি।" অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শান্তি নীতি আমাদের কালের বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত বিভাগের মৌলিক স্বার্থের বিশেষ করে সকল জাতির মৌলিক স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি, তার আরো বেশি দৃঢ় আন্তর্জাতিক অবস্থান মানবসমাজের উদবর্তনের কঠোর সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব করে। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করছে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের ওপর।

শান্তির জন্য সংগ্রামে সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রধান হল রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগকারী শ্রমিকশ্রেণী, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, যার প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠী। তাদের প্রভাব ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলিকে একটি স্থায়ী উপাদানে পরিণত করে। আর এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

একই সঙ্গে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বিশ্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বাস্তবে অবস্থিত শ্রেণীসংগ্রামের প্রকাশ। এবং যাতে এই নীতি বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে কার্যকরী হয় তার জন্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি রণকৌশলপূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে। এরিক হোনেকার বলেন, "এই নীতির উদ্দেশ্য হল অপসৃয়মান সমাজব্যবস্থা এবং যে সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রয়েছে এই দুই-এর মধ্যে অনিবার্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এবং এ সংগ্রাম চালাতে হবে যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে, এবং প্রতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে।" দুটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যোগাচ্ছে ভিত্তি ও কাঠামো, এবং পূর্ণতম সুযোগ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আরো গুরুত্বপূর্ণ এজন্যও যে তা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য সর্বাধিক অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা তৈরি করে। একমাত্র শান্তির আবহাওয়াতেই সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে তার সুবিধাগুলি উন্মোচন করতে পারে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের অস্থায়িত্ব ও ঐতিহাসিক পতন লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উত্তেজনা প্রশমনের আবহাওয়ায় অর্জিত ফল থেকে দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বৈদেশিক নীতি সামাজিক প্রগতির আইনের প্রয়োগে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত করে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, যা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সমন্বিত দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে, তা জাতীয় স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির লড়াইয়ের পথে বাধা নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে তার অগ্রগতি ঘটায়। যারা মনে করে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অভ্যন্তরীণ সামাজিক অভ্যুত্থানের হাত থেকে ধনতন্ত্রকে রক্ষা করে তারা ভুল। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটতে বাধ্য কারণ তার উদ্ভব ঘটে স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে। শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব মহাসম্মেলনে এল আই ব্রেজনেভ এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে যে অন্যতম মহত্তম বিপ্লবী লেনিন বলেন যে বিপ্লব আদেশমাফিক বা চুক্তির দ্বারা তৈরি হয় না। আমরা এর সাথে আরো বলতে পারি যে বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম, বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, কোনো কিছুই ইচ্ছামতো বা চুক্তিমতো প্রত্যাহার করা যায় না। বিশ্বে কোনো শক্তিই সামাজিক জীবনকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার অপ্রতিহত প্রক্রিয়াকে পিছনে ফেরাতে পারে না। যেখানে ঔপনিবেশিকতা আছে সেখানে জনগণ জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবে। যেখানে শোষণ আছে সেখানে জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য লড়াই করবে। যেখানে আক্রমণ আছে জনগণ তা প্রতিরোধ করবে।"

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উন্নততর জীবন ও ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে পরিস্থিতি আরো বেশি অনুকূল হচ্ছে। বহু ঘটনা বিশেষ করে পর্তুগাল ও গ্রীসের ঘটনাবলী থেকে একথা প্রমাণিত হয়। এটা মোটেই দুর্ঘটনা নয় যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদের অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর করার সম্ভাবনা রয়েছে। গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক এবং অ্যাঙ্গোলাতে ঔপনিবেশিক অত্যাচার দূরীভূত হচ্ছে। উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ দ্রুত করার জন্য আজ নতুন সুযোগ রয়েছে, আর এই ঘটনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে স্বীকার করা হয়েছে।

শান্তি সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ লাইন

বর্তমান পরিস্থিতির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য নতুন পদক্ষেপ প্রয়োজন এবং অধিকন্তু বিশ্বশান্তির ভিত্তি ও কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা মনে করে যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের যত গভীরে প্রবেশ করে, শান্তি ফ্রন্ট তত বেশি প্রসারিত হওয়া উচিত। এই ফ্রন্টে এখন সংগ্রামের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ লাইন রয়েছে।

অন্যতম সংগ্রামের ক্ষেত্র হল সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচিত আঞ্চলিক সংঘর্ষের কেন্দ্রগুলি। অবশিষ্ট বিশ্বকে এই সব সংঘর্ষের মধ্যে লিপ্ত হবার হাত থেকে প্রতিরোধ করা, এবং যেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিস্ফোরণ ঘটছে সেখানে জনগণের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করা দরকার। এটা, সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্য ও সাইপ্রাস সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সামরিক উত্তেজনা প্রশমন দ্বারা রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমন সম্পূরিত হওয়ার পক্ষে অবস্থা আজ পরিণত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়, যখন যুদ্ধের উপকরণের ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির ফলাফলের হিসেব নেওয়া হয়। অবিরাম অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড বাস্তব ও আত্মিক সম্পদকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ করে ফেলে। এই সম্পদ মানবজাতির পক্ষে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা যেত। শান্তির জন্য সংগ্রামের অন্যতম মূল কর্তব্য হল অজস্র মূল্যের বেপরোয়া অপচয় রোধ করা। এই কারণেই রণকৌশলযুক্ত পরমাণু অস্ত্র সীমিত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভিয়েনাতে, যেখানে মধ্য

ইউরোপে পারস্পরিক সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসংখ্যা কমিয়ে নেওয়ার জন্য কথা চলছে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এ বিষয় সুনিশ্চিত করার জন্য একইভাবে চেষ্টা করছে যে ইয়োরোপে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতি সামরিক ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা পরিপূরিত হবে। সর্বপ্রথম যা দরকার তা হল, স্পষ্টতই, আরো বেশি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সাফল্যের ব্যবহার বাতিল করা, আর তাদের ধ্বংসাত্মকতা বৃদ্ধি বন্ধ করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসঙ্ঘে প্রস্তাব করেছে যে সামরিক উদ্দেশ্যে পারিপার্শ্বিক বা আবহাওয়ার ব্যবহার বন্ধ করার সময় এখন এসেছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সহযোগিতাকে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির বাস্তব ভিত্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনাগুলি সবে মাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক যত বেশি সম্প্রসারিত হবে তত বেশি বিশ্বশান্তি স্থায়ী হবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের মৌলিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। তাদের অবস্থার ওপরেই বিপুলভাবে নির্ভর করছে উপরে উল্লেখিত সমস্ত উদ্দেশ্য—যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করা, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির প্রক্রিয়া সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, আঞ্চলিক সংঘর্ষ থামানো এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা।

এখানে যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের নীতির কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির স্বার্থ রক্ষা করবে।

শান্তির জন্য সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য। এই যোগাযোগ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যান্য বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তির সংগ্রামে অর্জিত সাফল্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে আজ বিশ্বযুদ্ধ সত্যিই এড়ানো যেতে পারে যদিও তার সামাজিক কারণগুলি এখনও পর্যন্ত দূর হয় নি। এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির কর্মের ঐক্য, এবং বিশ্বশান্তির প্রধান দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাথে তাদের সংহতি।

উত্তেজনা প্রশমন এবং মতাদর্শের সংঘর্ষ

বোগুমিল সুইকা
পি ইউ ডব্লিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বৈদেশিক বিভাগের উপ-প্রধান

বিগত কয়েক বছরে ইউরোপে যুদ্ধের আশংকা বেশ খানিকটা পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপের রাজনৈতিক তথা ভৌগোলিক সীমান্তগুলোর অলঙ্ঘনীয়তাকে স্বীকার করে নেবার ফলে এ প্রক্রিয়া সম্ভব হচ্ছে। এক পারস্পরিক শ্রদ্ধার আবহাওয়া গড়ে উঠছে। আমরা আশা করছি যে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবেই নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সংক্রান্ত ইউরোপীয় সম্মেলন, একটা শীর্ষ সম্মেলনের দিকে এগিয়ে চলেছে—যে সম্মেলন আমাদের এই মহাদেশের ইতিহাসে এক দিকচিহ্ন হয়ে থাকবে।

গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির (সল্ট) দ্বিতীয় দফা বৈঠক এবং ইউরোপে অস্ত্রশস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনী সীমিতকরণ সংক্রান্ত আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় একই সময়ে। একটি একটি করে বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে আর তারই সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা অপসারিত হওয়ার ফলে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং প্রতিনিধিদল ও সংবাদের আদান-প্রদানের বিষয়েও অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু একথাটা বলার অপেক্ষা রাখে যে এই ক্ষেত্রেই আমাদের অধিকতর বাধা এবং উত্তেজনা প্রশমনের মৌলিক রীতি-নীতিগুলোর লঙ্ঘনকে মোকাবিলা করতে হয়। এবং ইয়োরোপের নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়াটির পক্ষে সবচেয়ে স্পষ্ট বিপদ এখানেই।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে মতাদর্শগত দিক ও উপরি-কাঠামো যার সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময়, সংবাদ আদান-প্রদান, প্রেস, টেলিভিশন কর্মসূচী ইত্যাদি জড়িত তা অত্যন্ত জটিল। অসুবিধাগুলো হল বিষয়গত ও বিষয়ীগত। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সার্বজনীন এবং সর্বসম্মত রীতি-নীতির সংখ্যা অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী পশ্চিমী দুনিয়ায় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবর কাঠামোটির অস্তিত্ব যার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির হাজারো সংস্থা, রয়েছে এমন সব হাজারো প্রচার বিশেষজ্ঞ যাঁরা খবরাখবর ও সংবাদের কারচুপি ঘটাতে ও অন্যান্য দেশে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে সবিশেষ দক্ষ। এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে পারেন না ও পারবেন না। এঁরা উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধী। কারণ, উত্তেজনা প্রশমন প্রতিষ্ঠিত হলে এই লোকগুলোর প্রয়োজন ফুরোবে এবং এঁদের চাকরি যাবে।

পশ্চিমী বুর্জোয়ারা রেখেঢেকে মোলায়েম করে যাকে সংবাদ বা খবরাখবর বলে আখ্যা দেন—যার আসল নাম হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার—সেই খবরাখবরের ধরনটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নক্সাটিকেই অনুসরণ করে চলেছে। এ সব ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তা হল আসলে প্রসাধনের প্রলেপ—কিছু কিছু তীব্র কটূক্তি বর্জিত হয়েছে, বর্জিত হয়েছে 'সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটানোর' আবেদনগুলিও। কিন্তু পাঁচ, দশ, কিম্বা পনের বছর আগের একই নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে।

এটা মার্কিন মালিকানাধীন 'রেডিও ফ্রী ইউরোপ' ও 'রেডিও লিবার্টি' এবং পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত 'হোমরা চোমরা' ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটা সুবিদিত যে এরা উভয়ই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত 'হোমরা চোমরা' ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বছরগুলিতেও এদের অন্তর্ঘাতমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমনের বছরগুলিতে এরা অচল। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও এটা বোঝা যাচ্ছে। ইণ্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন (৮ আগস্ট, ১৯৭৪) মন্তব্য করেছে যে আমেরিকার ঐ দুটো বেতার কেন্দ্রের প্রতিদিনের "দুশ্চিন্তা এই যে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না।"

এদের পক্ষে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এরা প্ররোচনা, বিধ্বংসী কার্যকলাপ এবং অন্তর্ঘাতের এক সুদীর্ঘ রেকর্ডের অধিকারী। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ একই সঙ্গে চলতে পারে না। শান্তি ও সহযোগিতার এক ইয়োরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগের এই সমস্ত প্রতিনিধিদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এটা বলে রাখা দরকার যে এই দুটো বেতার কেন্দ্র ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলেই আমরা এদের সম্পর্কে বলছি তা নয়। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী প্রচার সংস্থা "স্বাধীনতা" ও "মুক্তি" এই শব্দগুলো কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে তার বিশ্লেষণ থেকেই মতাদর্শগত সংগ্রামের কতকগুলো সাধারণ প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। উত্তেজনা প্রশমনকে যদি সংহত করতে হয়, তাহলে এই সব প্রশ্নের সমাধান করতেই হবে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিতে হবে।

মতাদর্শের ক্ষেত্রে অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি-গুলি খাটে না—বরাবরই এটাই হল কমিউনিস্টদের অবস্থান। এখন অনেকেই এটা গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁরা উপলব্ধি করছেন যে এই অবস্থান আমাদের কালের বাস্তব পরি-স্থিতিরই প্রতিফলন। যত দিন পর্যন্ত পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, মতাদর্শ-গত সংগ্রামও ততদিন ধরেই চলবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে আলাদা করে নিয়ে "চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা" একে নির্বাসিত করা যায় না, যদিও পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া অনেক কিছুই এভাবে দূর করা যেতে পারে।

অবস্থা যখন এই তখন প্রশ্ন হল—বিদেশের মাটি থেকে পরিচালিত আমেরিকার যে বেতার কেন্দ্রগুলি প্রচার চালাচ্ছে তারা আন্তর্জাতিক পরিসরে "স্বাভাবিক" মতাদর্শগত সংগ্রামে নিযুক্ত কি না? তাদের ঐ কার্যকলাপ সম্ভবত আমাদের সময়ের একটি বাস্তব বৈশিষ্ট্যেরই অংশ—তাই কি? আমাদের দৃঢ় উত্তর—না, তা নয়। মতাদর্শগত সংগ্রাম নীতিগতভাবে একটি বিষয়গত ব্যাপার হলেও সেই সংগ্রাম পরিচালনার পদ্ধতি, কায়দা এবং উদ্দেশ্যটি নিতান্তই বিষয়ীগত। এগুলো সরকার, শাসকশ্রেণী এবং রাজনৈতিক দলগুলির ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। এবং ঐ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিজস্ব ইচ্ছার জন্য সাধারণ মানুষ তথা মানবজাতির কাছে তাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে।

এখন কয়েক ডজন সরকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেওয়ার অর্থ হল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসমন্বিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের (যে সংঘর্ষের পরিণতিটি পারমাণবিক প্রলয়ের বিপদ সম্ভাবনায় আকীর্ণ) বিকল্প হিসাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং মতাদর্শের সংগ্রাম বেছে নেওয়া। কিন্তু এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে মতাদর্শগত সংগ্রামের যে কোনো রূপ বা ধরন, এবং সাধারণ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে যে কোনো রকমের কার্যকলাপকে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে নিচের উদাহরণগুলো স্পষ্টভাবেই প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থানের মূল সুরের বিপরীত ঃ মিথ্যা অপবাদ, অন্য একটি দেশের সরকারের নাগরিকদের তাদের জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, অত্যন্ত ক্ষতিকর গুজব ছড়ানো, জনসাধারণের একটি গোষ্ঠীকে অপর একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার, ঐ দেশগুলোর পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরানোর প্রয়াস প্রভৃতি (ইউরোপে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বেতার কেন্দ্রগুলো ঠিক এই সমস্ত কাজই করে চলেছে)। এই জাতীয় প্রচারাভিযান পুরোদস্তুর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই কারণেই তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ও উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধী।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি একচেটিয়াদের স্বার্থের প্রতিকূল নীতিসমূহ অনুসরণকারী রাষ্ট্রগুলোর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার দাবি পরিত্যাগ করতে রাজি নন। বর্তমান সিয়া-প্রধান উইলিয়ম কোলবি যে কথা স্বীকার করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে তুমুল হট্টগোল ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন তা হল চিলির আলেন্দে সরকারের "অস্থায়ীকরণ"-এর জন্য (ভাষান্তরে, উৎখাত করার প্রস্তুতির জন্য) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আট মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে জনসমষ্টির একটি অংশকে উত্তেজিত করে খেপিয়ে তোলার ব্যাপারে সরকার-বিরোধী প্রচার মাধ্যমগুলোর ভূমিকাকে সহায়তা করার বিষয়টি এই "অস্থায়ীকরণ" প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

অনভিপ্রেত সরকারগুলিকে "অস্থায়ীকরণ"-এর এই বাসনার ওপর দাঁড়িয়েই বেতার প্রচার সহ সমস্ত রকমের সাম্রাজ্যবাদী প্রচারাভিযান চালানো হয়। এর সমর্থকদের যুক্তি এই ঃ

শক্তির বর্তমান ভারসাম্য সমর শক্তি বা অর্থনৈতিক পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ভেতর থেকে পরিবর্তিত বা "নরম করে তোলা"-র একমাত্র পথ হল তাদের জনসমষ্টিকে এমন "অবস্থার জন্য উপযুক্ত করে তোলা" যাতে তাঁরা নিজেদের কি আছে এবং কি নেই, তাঁরা কি চান অথবা তাঁদের কি চাওয়া উচিত, এবং কাকে সম্মান করতে হবে অথবা কাকে ঘৃণা করতে হবে সে সম্পর্কে দেশের সরকারে নিজেদের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে দেশের বাইরের সূত্র থেকে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। মনস্তাত্ত্বিক যোদ্ধাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে হলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জনগণকে "সত্য" সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে যাতে তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্তে না আসতে পারেন বা অন্য দেশের জীবন সম্পর্কে কোনো সংবাদ না পান। সুতরাং তাঁদেরকে **"স্বাধীন"** এবং **"সত্য"** বিবরণ জানাতেই হবে।

আমাদের প্রতিপক্ষরা বিশ্বাস করেন যে ঐ লক্ষ্যানুসারী কাজ করতে হলে কোনো সুযোগই হারানো চলবে না, কোনো পদ্ধতিকেই বাতিল করা চলবে না—পদ্ধতি মাত্রই ভালো যদি তা "অস্থায়ীকরণ" প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে।

মোটামুটিভাবে সে কথাই বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব্ স্টেট মার্টিন হিলেন ব্রান্ড ১৯৭১ সালের মে মাসে সিনেটের বৈদেশিক বিষয়ক সংক্রান্ত কমিটির কাছে। তিনি বলেছিলেন, "আমার অনেক সহকর্মীদের মতো আমিও এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে বেতার কেন্দ্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে যে পরিমাণ তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন করছে তা ঐ দেশগুলোর জনসাধারণকে নিজেদের সাধারণ মঙ্গল সাধিত করবার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলছে। ঐ জনগণ যদি নিজেদের মঙ্গলের ক্ষেত্রটিকে উন্নত করতে পারেন তাহলে আমাদের অগ্রাধিকারগুলোকে আমেরিকার জনগণের হিতসাধনের জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।" সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জনগণ যদি "স্বাধীন ইয়োরোপ"-এর সাইন বোর্ডের আড়ালে কর্মরত তাঁদের এই সমস্ত ট্রান্স্-আতলান্তিক "বন্ধুদের" উপদেশে কর্ণপাত করতেন তাহলে ঐ "পুনর্বিন্যাস"-এর গতিমুখটি কোন দিকে যেত তা হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী প্রচারাভিযানে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে তারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করে। সংবাদের বিষয়বস্তু এবং পরিমাণ নির্বাচন এবং সম্প্রচারের উপায়গুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা তথা জাতীয় প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত। এর সিদ্ধান্তগুলিও জনগণের দ্বারা গৃহীত জীবনদর্শনের ওপর নির্ভরশীল, নির্ভরশীল অন্যান্য বেশ কতকগুলো ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর।

প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক এবং গতিশীল বিকাশ, ঘটনার বৈচিত্র্য ও পরস্পর-বিরোধী চরিত্র এবং বর্তমান জীবনধারার অগ্রগতি এই অর্থ প্রকাশ করে না যে প্রচার মাধ্যমের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্বিশেষে যে কোনো বা সমস্ত রকম সংবাদ এবং প্রচারমূলক তথ্যকেই সমাজ বাছবিচারহীনভাবে প্রচার করবার ঝুঁকি নেয়। রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমের প্রযুক্তিগত ক্ষমতার বিচারে অতি অবশ্যই সংবাদের নির্বাচন হওয়া উচিত।

এই সব লোকেরা 'সংবাদের সীমাহীন স্বাধীনতা' দাবি করে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন ও ঠিকমতো কাজে লাগান। **নিউ ইয়র্ক টাইমস**-এর আদর্শের কথাই ধরুন ঃ "সমস্ত সংবাদই প্রকাশোপযোগী"। কোনটা প্রকাশযোগ্য

আর কোনটা নয় তা সম্পাদকরা মালিকদের নির্দেশিত মাপ-কাঠিতে অথবা নিজেদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চিন্তার নিরিখে স্থির করেন, যদিও অবশ্য পাঠকবর্গের মতামত বা মতাদর্শের সঙ্গে তাঁদের ঐ চিন্তার মিল থাকে না। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি ঐ সমস্ত প্রকাশকরা যেমন প্রয়োজন বোধ করেন তেমনভাবেই কাগজগুলো তাদের পাঠকবর্গের "ওপর ক্রিয়া করে"। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত ঐ সমস্ত সংবাদকে সংবাদ না বলে প্রচার বলাই বোধকরি অধিকতর সঠিক হবে, যদিও অবশ্য মার্কিন পত্রিকাগুলির সম্পাদকবর্গ প্রচার শব্দটি শুনে লজ্জা পেতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের একজন গবেষক খুব সঠিকভাবেই লিখেছিলেন : "প্রচারমাধ্যমগুলো কর্তৃক পরিবেশিত সমস্ত খবরই চরিত্রের দিক থেকে প্রচার-ধর্মী কারণ এদেরকে একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করা হয়।"(১)

কিন্তু গোষ্ঠীস্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ এবং প্রায়শ সমাজ-বিরোধী স্বার্থের মুখপাত্র কিছু বিশেষ বিশেষ সম্পাদক অথবা প্রকাশকদের "একপেশে" সংবাদ পরিবেশনার অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র সমাজের নির্দেশানুসারে পরি-চালিত সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয় রাষ্ট্রগুলোকে একই অধিকার থেকে বঞ্চিত করাটা হবে বেমানান।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এই ধারণা রয়েছে যে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলোর জনগণ তাদের আগ্রহোদ্দীপক সংবাদ পাওয়ার ব্যাপক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাস্তবের পরিপন্থী। বরং সেখানে এর উল্টোটাই হয়ে থাকে। সমস্ত নিরপেক্ষ পশ্চিমী পর্যবেক্ষক এটা স্বীকার করেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জনসাধারণ তাঁদের স্বদেশ এবং বিদেশের সংবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ওয়াকিবহাল।

তাঁরা যে সংবাদ পান তা হল ব্যাপক বহু বিচিত্র ও যথাযথ এবং রোমাঞ্চকর উত্তেজনার অস্বাস্থ্যকর উপাদান-বিবর্জিত। টেলিভিশন এবং রেডিয়োর জালটি ব্যাপক বিস্তৃত এবং সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং বইয়ের প্রচার উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে বেশি। এ ছাড়াও নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণের পরিণতি হিসাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর এক যথার্থ বিপুল প্রচার, মুদ্রণ ব্যয়ের স্বল্পতা, এবং পঠন-পাঠনক্ষম জনসমষ্টির আয়তন সমাজতান্ত্রিক সংবাদ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি অনস্বীকার্য প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে পুঁজিবাদী দুনিয়ার জীবনধারা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণের, এবং তদ্বিপরীতে সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণের জ্ঞানের পরিমাণেও যে লক্ষণীয় ফারাকটুকু রয়েছে তা স্মরণ করবার মতো। কতকগুলো পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক :

১৯৪৫ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পোলিশ নাট্যমঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রের নাট্যকারদের ৪০৭টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল, আর এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রে মঞ্চস্থ হয়েছিল মাত্র ৪টি পোলিশ নাটক। সে দেশে প্রকাশিত আমাদের লেখকদের লেখা ৯০টি উপন্যাসের বিপরীতে আমরা এ দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ঔপন্যাসিকদের ৮২৮টি উপন্যাস ছেপেছি। পোলিশ জনগণ ফ্রান্সের ৩৫৪টি চলচ্চিত্র দেখেছেন, কিন্তু ফ্রান্সে প্রদর্শিত পোলিশ চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র ৫৪টি; ফরাসী লেখকদের ১,২৪৯টি বই আমরা ছেপেছি আর ফ্রান্স ছেপেছে মাত্র ১১৯টি পোলিশ বই; আমাদের নাট্যমঞ্চ-গুলিতে ফরাসী নাট্যকারদের ১,০৭৩টি নাটক অভিনীত হয়েছে, আর এর বিপরীতে সে দেশে অভিনীত আমাদের নাটকের সংখ্যা মাত্র ১৩। এবং এই বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে যদি পোলাণ্ডের তুলনা করা যায় তাহলে অনুপাতিক চিত্র ঐ একই দাঁড়াবে।(১)

সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণ "সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন" এবং তাঁদেরকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণের জীবনধারা ও সমস্যা সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে—এই বক্তব্য উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা নিতান্তই বেঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়। বরঞ্চ ছকে বাঁধা নতুনত্বহীন এই সমস্ত ধারণার বিপরীতে আমরা জনসমষ্টি, মতামত, সংস্কৃতি ও সংবাদের স্বাধীন বিনিময় সম্পর্কে পশ্চিমী রাজ-নীতিবিদরা যাকে স্বাধীন বিনিময় বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন সে বিষয়ে আমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ আছে বলে মনে করি না। ঐ স্বাধীন বিনিময়ের ফলাফলটি যে আমাদের পক্ষেই যাবে, আমাদের অর্জিত সাফল্যকেই নষ্ট করে তুলে ধরবে সে বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো একটি ভিন্ন প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত সংগ্রামটিকে "মন-স্তাত্ত্বিক যুদ্ধ" অথবা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের অন্যতম রূপটিকে আবশ্যিক-ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে এবং এমন সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করতে হবে যার দ্বারা সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, জনগণের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌল নীতিসমূহ লঙ্ঘিত না হয়।

আমাদের অভিমত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য দিকের মতই এই ক্ষেত্রেও মৈত্রী ও সহযোগিতার স্বার্থে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক বিধি-নিয়ম থাকা উচিত। উত্তেজনা প্রশমনের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত কিছু কিছু নীতি ও নিয়ম সূত্রায়িত করার প্রয়োজন আছে এবং এই নীতি ও নিয়ম মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের পদ্ধতিগুলোকে দূর করতে সমর্থ হবে।

---

১ আর সি ও'হারা—মিডিয়া ফর দি মিলিয়নস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩, পৃঃ ২৩৮।

১ সোভিয়েত সাহিত্য এবং আর্ট সম্পর্কে একই ধরনের "সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে"র নীতি যুক্তরাষ্ট্রেও অনুসৃত হচ্ছে। কমিউনিস্ট **ডেইলী ওয়ার্ল্ড** (১১ জুলাই, ১৯৭৪)-এর মতে ১৯১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের ছয় হাজার তিন শত পাঁচটি বই অনুবাদ এবং প্রকাশ করেছে, অথচ ঐ একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লব-পূর্ববর্তী ও সোভিয়েত লেখকদের বই প্রকাশ করেছে মাত্র ৫০০ খানা। ১৯৭২-৭৩ সালের অভিনয়ের মরশুমে সোভিয়েত ১৯৭২-৭৩ সালের অভিনয়ের মতশুমে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমেরিকান নাট্যকারদের ৪০খানা নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল; যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হয়েছিল ৪খানা নাটক এবং ঐ চারখানা নাটকই ছিল বিপ্লব-পূর্ব রুশ নাট্যকারদের রচনা, সোভিয়েত নাট্যকাররা বাদ পড়ে-ছিলেন। এমন কি কলাম্বিয়া পিক্চার্স সোভিয়েত চলচ্চিত্র "লিবারেশন"-এর পুরো সিরিজটি কিনে নেওয়া সত্ত্বেও বিগত দু-বছরে আমেরিকার চলচ্চিত্র-পরিবেশকরা একখানা সোভিয়েত চলচ্চিত্র পর্যন্ত দেখানোর সময় পান নি। যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিসন এবং রেডিওতে সোভিয়েত তথ্যচিত্র বা বেতার প্রচারের প্রায় কখনওই স্থান মেলে না।

কোনো একটি দেশের ভূখণ্ড থেকে বা তার নাগরিকদের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনায় অন্য দেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের নায়ক সরকার না হয়ে যদি বে-সরকারী কোনো ব্যক্তিবর্গ হন, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ দেশটির ওপর এহেন কার্যকলাপের কোনো আন্তর্জাতিক দায় বর্তায় না—এমন দাবিটি নিতান্তই অচল। এই রকম দাবি যে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বারা গৃহীত আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে তাই নয়, নাগরিকদের কার্যকলাপের জন্য রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বহুল প্রচারিত যে সমস্ত মতামত পশ্চিমী পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিধৃত হয়ে আছে সে সবেরও পরিপন্থী।

উদাহরণত জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনসটিটিউট অব ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডব্লিউ আর ও'ব্রায়েন লিখেছেনঃ এটা স্পষ্ট যে পরস্পর শান্তির সম্পর্কে বসবাসকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্নকারী কার্যকলাপসমূহ যাতে রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ অধিকারসীমার অভ্যন্তর থেকে সংঘটিত না হতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে ঐ রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিরই দায়-দায়িত্ব রয়েছে... আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রচারের সুবিদিত গুরুত্ব মেনে নিলেও, কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধ বাধানোর অপচেষ্টামূলক, ধ্বংসাত্মক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানহানিকর প্রচারণাকে ছাড় দেওয়া বা উৎসাহিত করার কাজটিও বে-আইনী।(১)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে "ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক আইন" সম্পর্কিত যে হারভার্ড নীতিসমূহ প্রণীত হয় সেখানেও অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছেঃ "রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্রতিবেশীর মত মিলে-মিশে একসঙ্গে থাকতে হলে রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকে নিজেকে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারীভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করবেন শুধু এই আচরণটুকুই যথেষ্ট নয়", "অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে বে-সরকারী স্তরে পরিচালিত কার্যকলাপের ধ্বংসাত্মক প্রভাব-বিমুক্ত এক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা"-ও অপর রাষ্ট্রটিকে দিতে হবে। এবং "প্রত্যেক রাষ্ট্রের এটা আইনসঙ্গত কর্তব্য যে নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তর থেকে যদি কোনো সংগঠন এমন কোনো কার্যকলাপ চালায় যার উদ্দেশ্য অপর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গৃহ-বিবাদ বাধিয়ে তোলা, তাহলে সেই সংগঠনকে তার ঐ সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত করা।"(২)

কতকগুলো দেশ, মুখ্যত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, নিজেদের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আক্রমণ সম্পর্কিত প্রচারণা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।(৩)

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এই অভিমত পোষণ করে যে কোনো একটি দেশের সামাজিক প্রগতি এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রথমত এবং সর্বাগ্রে তারই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ফলশ্রুতি, শ্রেণীশক্তিগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়গত এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁদের সাংগঠনিক শক্তির মতো বিষয়ীগত উপাদানগুলোরই ফলশ্রুতি। বাইরের উপাদানগুলোর প্রভাব শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে শিথিল করতে বা বাধা দিতে পারে মাত্র। বিপ্লবকে রপ্তানি করা যায় না—এই বক্তব্যের মধ্যে উপরোক্ত অভিমতটিই বিধৃত।

নিশ্চিতভাবেই এ থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে ঐ অভিমত দ্বারা স্থিতাবস্থাকে সংকোচন করা হচ্ছে অথবা সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করবার জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কি ধরনের সরকার হবে তা ঠিক করার অধিকার প্রত্যেক জাতির আছে। আন্তর্জাতিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শ্রেণী সংগ্রামেরই একটি বিশিষ্ট রূপ হওয়ার ফলে সে প্রতিটি জনগণ এবং রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব আদর্শ এবং বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলিকে ভিন্ন সমাজব্যবস্থার জনগণের আদর্শ তথা সাফল্যগুলির বিপরীতে স্বাধীনভাবে প্রচারণার সুযোগ দেয়। যাই হোক, যদিও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বৈরিতামূলক মতাদর্শগত সংগ্রাম নয়, তাহলেও তা আন্তর্জাতিক ব্যবহারের কয়েকটি নীতি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা, স্বার্থ ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা মেনে চলা বোঝায়।

এবং "বিপ্লবকে রপ্তানি করা যায় না"—এটা যেমন সুনিশ্চিত তেমনি প্রতি-বিপ্লব রপ্তানির প্রচেষ্টাও একেবারেই অসহ্য। কারণ ঐ প্রচেষ্টা অন্যান্য জনগণের সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধকতা অথবা তাদের ওপর আবার নতুন করে একটি পুরোনো প্রত্যাখ্যাত ধরনের সরকার বা সমাজব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার প্রয়াসেরই নামান্তর মাত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অনড়, অপরিবর্তনীয় এবং তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে পৃথিবীর বাকী অংশের জনগণের একটি ব্যাপক সংখ্যার সমর্থন রয়েছে, কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে শান্তি এবং উত্তেজনা প্রশমণের সবচেয়ে বড় বিপদ সুনিশ্চিতভাবে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলোর কাছ থেকেই এসে থাকে।

সুস্তির কথা এই যে বাস্তববোধসম্পন্ন পশ্চিমী রাজনীতিকরা ক্রমশ বেশি বেশি করে এই সমস্ত সমস্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন।

উদাহরণত যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। যখন ঘটনাবলীর চাপে পড়ে প্রশাসনকে সিয়া-র গোপন অর্থভাণ্ডার থেকে একদা সাহায্যপুষ্ট রেডিও ফ্রী ইয়োরোপ এবং রেডিও লিবার্টির কার্যকলাপের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব এবং সেই কারণে রাজনৈতিক দায়দায়িত্বকেও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতে হল তখন থেকেই প্ররোচনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ঐ দুটি কেন্দ্র সম্পর্কে সমর্থক ও বিরোধীদের মতামত নিয়ে প্রকাশ্য তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে। সমর্থকরা এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা দৃষ্টিকটুভাবেই এই বিশ্বাসে আত্মতৃপ্ত যে অন্যান্য জনগণের সর্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করবার পবিত্র অধিকারে যুক্তরাষ্ট্র অধিকারী। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ঐ দুটি হাতিয়ারের পেছনে আর্থিক সহায়তা দানের বিরোধীরা ক্রমশ জোরদারভাবে তাঁদের

---

১ ডব্লিউ আর ও'ব্রায়েন। ইণ্টারন্যাশনাল প্রোপাগাণ্ডা এ্যাণ্ড মিলিয়াম ওয়ার্ল্ড পাবলিক অর্ডার। ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রোল অব প্রোপাগাণ্ডা, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃঃ ১৫৫।

২ দি আমেরিকান জার্নাল অব ইণ্টারন্যাশনাল ল, ১৯৪৪, খণ্ড—৩৮, সাপ্লিমেণ্ট, পৃঃ ৭৮।

৩ যুক্তরাষ্ট্রের দু-জন লেখক জে বি হুইটন এবং এ লারসন প্রোপাগাণ্ডা টুওয়ার্ডস ডিজআর্মামেণ্ট ইন **দি ওয়ার অব ওয়ার্ডস** (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪, পৃঃ—১৫৫) বইয়ে লিখেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনে এই জাতীয় দায়ভাগের কথা অস্বীকার করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র তার অধিকার সীমার মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত বিবৃতি অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর ও অবমাননাকর বিবেচনায় বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে।

যে অভিমতটিকে তুলে ধরছেন তা হল : এদের বিলুপ্তি ঘটিয়েই ওয়াশিংটন সহযোগিতা, শান্তি এবং উত্তেজনা প্রশমনের ওপর তার বহুঘোষিত নীতিগুলি অনুসরণ সম্পর্কে তার ঐকান্তিকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রগুলিই যে শুধুমাত্র অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার নীতিকে ক্রমশ সামনে তুলে ধরে জোরদার করছে তাই নয়, এই নীতিটি এখন বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের ঘোষণার মধ্য দিয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। উদাহরণত আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট কেনেথ রাসের কথাই বলা যায়। তিনি আন্নাপোলিসে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-আকাদেমীর ক্যাডেটদের সামনে তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে পূর্ব-ইয়োরোপীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো ইচ্ছাই যুক্তরাষ্ট্র পোষণ করে না। ঐ দেশগুলির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র যে সহাবস্থানেই আগ্রহী তাই নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও সে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরী কিসিঞ্জার সেপ্টেম্বর মাসে সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটিতে তাঁর অন্যান্য কোনো কোনো উক্তির বিপরীতে এই মর্মে এক নমনীয় বিবৃতি দিয়েছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই হল আমাদের যুগের অন্যতম প্রয়োজনীয় কাজ।

শান্তিতে বসবাসকারী জনগণ যে দৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে এবং যার ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাথে সমাজপ্রগতির জন্য তাদের আশা যুক্ত হচ্ছে সেই দৃঢ় অবস্থান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং সহযোগিতার আবহাওয়া তৈরি ও প্রসারিত করার দিকে মোড় ঘোরাবার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রভাব ফেলছে।

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি এবং পোলিশ সরকার শ্রমজীবী জনতা এবং বিশ্বের সমগ্র জনগণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূত্র প্রণয়ন বার বার সুনির্দিষ্ট অবদান রেখে এসেছে।

ঐ ধরনের অবদানের সর্বশেষ উদাহরণ পাওয়া যাবে পি ইউ ডব্লিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি এডওয়ার্ড গীয়োরিকের সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে। পি ইউ ডব্লিউ পি-র দৃষ্টিভঙ্গিটিকে তুলে ধরে কমরেড গীয়েরিক বলেছিলেন যে "অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার নীতিতে আঁকড়ে থাকাকে...ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে কোনো যৌথ কর্মসূচীর পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্থান দিতেই হবে।" তিনি ঐ প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন যে "অন্যায় ক্ষতিকর ধারণা, অবিশ্বাস, সহনশীলতার অভাব, জাতিবিদ্বেষ এবং বর্ণ-বিদ্বেষকে কাটিয়ে উঠা এবং আগামী প্রজন্মগুলির মধ্যে অন্যান্য দেশের জনগণ সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাবটিকে জাগিয়ে তোলা এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও শান্তিতে বসবাস করবার তাবৎ জনগণের অধিকার সম্পর্কে একটা দৃঢ় উপলব্ধি ও প্রত্যয়বোধের সৃষ্টি করা"-র জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়টি আমাদের প্রজন্মগুলির দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমনের স্বার্থে এবং ইয়োরোপের জনগণের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার স্বার্থের সঙ্গে এই লক্ষ্যগুলো সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

ফাসিস্তদের পরাজয় এবং চরম দক্ষিণপন্থী বিপদ

আলেকজাণ্ডার গালকিন
ডি এসসি (ইতিহাস), ইউ এস এস আর

ইয়োরোপের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির রাজনৈতিক শক্তিগুলির বিন্যাস বর্তমানে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ঝোঁকের শক্তিশালী প্রভাবের অধীনে বিন্যস্ত হচ্ছে।

একদিকে, সুস্পষ্ট সাধারণ বামমুখিনতা, বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, জাতীয় নির্বাচনী ফলাফলগুলিতে চরম দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের শতক হ্রাস, মধ্যপন্থী নির্বাচকদের সংখ্যা হ্রাস, মধ্যপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে বামপন্থী উপদলের শক্তিবৃদ্ধি, এবং প্রচার-সচেতন বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের এবং কোনো কোনো গণপ্রচার মাধ্যমের কিছু পরিমাণে "বাম-মুখিন"তা (যদিও প্রায়শই তা বাগ্মিতাপূর্ণ) হল এ সবের উদাহরণ।

এই প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল, তা হল পর্তুগালে ইয়োরোপের প্রাচীনতম ফ্যাসিস্ত সরকারের পতন। এরই পরে পতন ঘটল গ্রীসের ব্লাক কর্নেলের। বার্লিনে, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ২৫তম বর্ষপূর্তি উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে এল আই ব্রেঝনেভ বলেছিলেন, "বহু যুগের মধ্যে এই প্রথম ইয়োরোপকে ফ্যাসিস্ত শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার প্রকৃত সম্ভাবনা এখন উপস্থিত।"

আবার এই সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে ছদ্ম-আবরণমুক্ত নয়া ফাসিবাদ সমেত দক্ষিণপন্থা রাডিকালিজম-এর লক্ষণীয় অভ্যুদয় ঘটেছে। উগ্র দক্ষিণপন্থীদের পুনরুজ্জীবনের উৎপত্তিকেন্দ্র কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে পাওয়া যাবে, যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিশেষভাবে তীব্র হয়েছে এবং যেখানে পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের অসম বিকাশের জন্য স্ফীত হয়েছে।

এর প্রতীকী উদাহরণ হল ইতালি। যদিও শ্রমিক আন্দোলন এবং সম্মুখ সারির বাহিনী (ভ্যানগার্ড) বিগত কয়েকটি দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে তবুও চরম দক্ষিণপন্থীরা কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং নির্বাচকদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বজায় রেখেছে। বস্তুত, এরা যে এদের অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার সিঁড়ি দখল করতে চায় এবং বুর্জোয়া সংসদীয় শাসনকে ফাসিস্ত লাইনে পরিবর্তিত করতে চায় এই অভিলাষ গোপন করে না। এই উদ্দেশ্যেই ইতালির সোশ্যাল মুভমেন্ট, বৈধ নয়া ফাসিস্ত পার্টি সংসদীয় বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছে; এটাই আবার সেই তথাকথিত "উত্তেজনা বজায় রাখার রণনীতি" যার পরিকল্পনা হল অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং ভয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীতে গোপন ক্রিয়াকলাপের পরিবেশ সৃষ্টি।

আর একটি অনুরূপ ঝোঁক, যদিও ততটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না, নর্দান আয়ার্ল্যাণ্ডে দেখা যায়। ওখানে তীব্র শ্রেণী, সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্রের সংঘর্ষ, ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টাণ্ট দুই সম্প্রদায়গত গোষ্ঠী সংঘর্ষের বহিরাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। সমান গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের প্রতি বৈষম্যের অবসানের দাবিতে ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল প্রটেস্টাণ্ট চক্রের কাছ থেকে দারুণ বাধা দিচ্ছে। অবশ্য কার্যত এরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছে। নর্দান আয়ারল্যাণ্ডে যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রটেস্টাণ্ট ফ্রন্টের উদ্ভব হয়েছে তা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সন্ত্রাস এবং সশস্ত্র হামলার উপর এবং জাত্যভিমান এবং ধর্মীয় উন্মাদনার উপর নির্ভর করে ক্রমেই বর্ধিত গতিতে নয়া ফাসিবাদের অভিমুখে চলেছে।

জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে, বিগত বছরগুলিতে জনমতের সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থীরা যথেষ্ট সুদৃঢ় অবস্থানে আছে। বিগত ফেডারেল এবং লাওতাগ নির্বাচনগুলিতে পরের পর চরম দক্ষিণপন্থীদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখা দিয়েছিল বর্তমানে সেই জায়গায় নতুন করে দক্ষিণপন্থার চরমপন্থীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য অসম্ভব তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে সব থেকে সক্রিয় হল বিভিন্ন ধরনের পুনরুজ্জীবনবাদী গোষ্ঠীগুলি এবং তথাকথিত "রিসেটলার্স ফ্রেটার্নিটিজ" গোষ্ঠী। এরাই হল যুদ্ধোত্তরকালের সমস্ত সময় জুড়ে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির প্রধান সহায় এবং খুঁটি। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের সংহতিও ঘটছে; এর প্রতীকী হল নয়া ফাসিবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে বুর্জোয়া গণ পার্টিগুলির "নরমপন্থী দক্ষিণপন্থীদের" অতি প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রকাশ্য সংযুক্তি, বিশেষ করে ফ্রাঞ্জ যোসেফ স্ট্রাউসের নেতৃত্বাধীন ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন। এই ব্যক্তি তাঁর চরমপন্থা এবং পুনরুজ্জীবনবাদী অবস্থানের জন্য কুখ্যাত।

ইয়োরোপের শেষতম ফাসিস্ত রাষ্ট্র স্পেনে, অভ্যন্তরীণ ক্রমবিভক্তি, যা বিগত বহু দশকগুলি জুড়ে ঘটছে, অতিমাত্রায় জটিল এবং পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মুমূর্ষু ফ্রাঙ্কো সরকারের বিরুদ্ধে ফাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শাসকচক্র হিংসার চরমতম পদ্ধতি গ্রহণ করছে এবং দেশকে একটার পর একটা সন্ত্রাসের আবর্তের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার উন্মত্ত প্রয়াস করছে।

অবস্থাটা সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে সব দেশে চরম-দক্ষিণপন্থী, ফাসিস্ত অথবা সামরিক সন্ত্রাসবাদীদের সরকারগুলি সম্প্রতি উৎখাত করা হয়েছে, সেখানে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি ঘটনার গতি পরিবর্তনের এবং চ্যুত অবস্থানগুলির অন্তত কিছু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পরিত্যাগ করে নি। এই কাজে তারা সেই সব প্রভাবশালী একচেটিয়া পুঁজির চক্রের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে যারা ফাসিস্ত, সামরিক-সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের অধীনে ফুলে উঠেছে এবং নতুন অবস্থায় যাদের প্রভাব এবং সম্পদ হারানোর ভয় আছে। এরা প্রশাসন যন্ত্রের উচ্চকোটির সেই

সব ব্যক্তিদের ওপরও আস্থা স্থাপন করে যারা ফাসিস্ত-উৎসাহিত বিশৃঙ্খলার, নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং দুর্নীতির পরিবেশে গড়ে উঠেছে এবং যারা তাদের অতীত ক্রিয়া-কলাপের জন্য বিচারের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি জনগণের কোনো কোনো অংশের মধ্যে দীর্ঘদিনের ফাসিস্ত পদ্ধতিতে মগজ ধোলাই-এর জন্য বিভ্রান্তির দরুন ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে।

চরম দক্ষিণপন্থী এবং নয়া ফাসিস্তদের প্রভাব এবং সম্ভাবনাগুলির মূল্যায়ন করার সময় এটা মনে রাখা গুরুত্ব-পূর্ণ যে বিভিন্ন দেশে ওদের সরকার এবং আন্দোলনগুলি বৈধ এবং অবৈধ উভয় পথেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। একথা জানাই ছিল যে ফ্রাঙ্কোর স্পেন এবং সালাজারের পর্তুগালের অন্যান্য দেশে নয়া-ফাসিস্ত কার্যকলাপ পরি-চালনার সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ কেন্দ্র ছিল। গ্রীসেও কর্নেলের ক্ষমতায় আসার পর এরকম কেন্দ্রের আবির্ভাব হয়। বারে বারেই এই সব কেন্দ্র থেকে চরম দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বদানের কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পর্তুগালের গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের কার্যকলাপ তদন্তের পর জানা গেছে যে পূর্বে টুকরো টুকরো খবর থেকে নয়া ফাসিস্ত কেন্দ্রগুলি থেকে অন্তর্ঘাতমূলক অভিযানের ব্যাপকতা সম্পর্কে যা জানা ছিল তা আসলে অনেক বেশি। পর্তুগাল এবং গ্রীসে এরকম দুটি কেন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এবং এর ফলে সরকারি পর্যায়ে নয়া ফাসিস্তদের সমন্বয় সাধনের সুবিধাগুলি সংকুচিত করা গেছে। কিন্তু স্পেনে এখনও এর অস্তিত্ব আছে।

পূর্বে উল্লিখিত দুটি প্রবণতার মূল্যায়ন করার সময়—সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশে বামদিকে স্থান পরিবর্তন এবং শাসকশ্রেণীর অতীব চরমপন্থী শক্তিগুলির এবং এর রাজ-নৈতিক সংগঠনগুলিকে নবশক্তি দানের চেষ্টা—কি বর্তমানে কিংবা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিক থেকে তাদের মধ্যের ভার-সাম্য নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে নয়া ফাসিস্ত, চরম দক্ষিণপন্থীদের হুমকিকে লঘু করে দেখা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং ঐ মহল থেকে আক্রমণকে সময়মতো এবং সম্পূর্ণ সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করায় বাধা পড়ে। অপরদিকে একে যদি আবার বড় করে দেখা হয় তবে ঘটনার বিকাশের প্রধান লাইনের, শক্তিগুলির প্রকৃত বিন্যাসের এবং ঐগুলির জাত সম্ভাবনা-গুলির সুস্পষ্ট উপলব্ধিতে বাধা দেয়।

সেজন্য সমষ্টিগত মার্কসবাদী চিন্তার কাছে কেবল এটাই স্বাভাবিক যে এই সমস্যার ওপর মনঃসংযোগ করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল দুই প্রবণতার আপেক্ষিক ভারসাম্য তদন্ত করা।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর একটা বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের পরাজয় এবং তাদের কার্যকলাপের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অভ্যুদয়গুলি পুঁজিবাদী সমাজে অনুরূপ গভীরতম প্রক্রিয়াগুলির প্রতিফলন করে। তীব্র সংকটের সময় যখন উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন চরম দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, ফাসিস্ত সমেত সন্ত্রাসবাদী রাজত্বগুলি বিশেষকরে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলির রাজনৈতিক উপ-সৌধের প্রতীক। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের সময়ে এর বেশি ব্যবহার হয় না। কিন্তু বিষয় যাই হোক, উগ্র-দক্ষিণপন্থী (বিশেষ করে ফাসিস্ত) সরকারগুলি শাসকশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া-গণ-তান্ত্রিক ধাঁচের ক্ষমতার বিপরীত রাজনৈতিক বিকল্প।

যাই হোক, ক্ষমতার রূপ শাসকশ্রেণীর যে অংশ ছাঁচে ঢালাই করে এবং তার বাসনার প্রতিফলন ঘটায় কেবল সংশ্লিষ্ট অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের আইনের দ্বারা লালিত চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রবণতা জনগণের গণতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং সক্ষমতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিশ্ব পরিস্থিতির ওপর বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের ইতিবাচক প্রভাবের ফলে, বিশেষ করে সমঝওতা এবং স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে অনুকূল বাহ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে ঘোষিত নয়া-ফাসিস্ত সমেত চরম দক্ষিণপন্থী-দের স্ফুরণ, পুঁজিবাদী ইয়োরোপের কয়েকটি অঞ্চলে তাদের তৎপরতার প্রত্যক্ষ কারণ হল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে সংকটের গভীর, পারস্পরিক আন্তঃ-প্রতিক্রিয়াযুক্ত বিকাশগুলি। সংকটের বোঝার মোটা অংশটাই জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পথ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সেই শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা প্রবলভাবে প্রতিহত হচ্ছে, যার সংগঠনের মাত্রা, শ্রেণী-সচেতনতা এবং জঙ্গীপনা যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি।

যেহেতু "বহিরাক্রমণের ভয়" দেখিয়ে শ্রেণী-সংঘর্ষকে "ধামাচাপা" দেওয়ার পুরাতন ব্যবস্থা সমঝওতার পরিবেশে তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছে সেজন্য জনগণের জীবন-যাত্রার ওপর একচেটিয়া পুঁজির সরকারগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অতীব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ আর কেবল আটকে রাখার তৎপরতা নয়, বর্তমানে এটা সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাকেই ক্রমে বেশিভাবে জড়িত করছে।

যুদ্ধের সময় থেকে অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাসম্পন্ন সরকারগুলি এই নতুন অবস্থায় আর শাসকদের উচ্চকোটির চাপিয়ে দেওয়া দাবি-গুলি পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বুর্জোয়া-পার্টিগুলির সংকট-নিরোধক ব্যবস্থাবলীর বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ মধ্য-দক্ষিণ নির্বাচন ভিতের ক্ষয় ত্বরান্বিত করেছে। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলির জন্য এবং সবার প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কোনো না কোনো মাত্রায় কথা বলে এধরনের সংগঠনগুলির সংসদে প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণের দরুন, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করার হাতিয়ারে পরিণত করা কঠিন করে তুলেছে। এবং আমলাতান্ত্রিক পচনে ভরা প্রশাসনিক ক্ষমতা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এমন কি লোভনীয় ব্যবস্থাবলী কার্যকর করায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীর সেই অংশগুলির, বিশেষ করে সেই সব অঞ্চলে যেখানে তারা মনে করে যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেখানে তারা ক্রমেই বেশি করে অতীতের পরীক্ষিত সরকারি সন্ত্রাসের পদ্ধতি গ্রহণের দিকে ঝোঁকে। তাদের মতলবটা হল আপাত অনুকূল অবস্থাকে ব্যবহার করা।

গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশ অনেক স্তরের গ্রামীণ এবং বেশি করে শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীর দল তাদের জীবনধারণের পূর্বতন উপকরণ, জীবনযাত্রা এবং মর্যাদা হারিয়েছে। অপর দিকে সংকটের গভীরতা বর্তমানের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি ব্যবস্থার প্রতি তাদের সুপ্ত শত্রুতাকে লালন করেছে। এই সামাজিক

গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক মনোভাব সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখায় এবং এভাবেই এক-চেটিয়া-পুঁজিবিরোধী ফ্রন্টের বাস্তব ভিত্তি প্রস্তুত হয়। প্রথমদিকে অবশ্য এই মনোভাবের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রত্যাখ্যানকারীরা বাদেও ঐতিহ্যগতভাবে বুর্জোয়া-প্যাট্রিয়ার্কাল সংরক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন শক্তি-গুলিও থাকে। এবং ঠিক সেকারণেই প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী কায়দায় বুর্জোয়া শাসনের প্রবক্তারা ঐ সামাজিক গোষ্ঠী-গুলির উল্লেখযোগ্য অংশকে মগজ ধোলাই করে এবং তাদের সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণের সময়, চতুর বাগ্মিতার সাহায্যে পক্ষে টানার ভরসা রাখে।

অনেকগুলি পুঁজিবাদী দেশে সরকারের অকর্মণ্যতার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে ব্যবহার করার ধারণাও এরা করে : একের পর এক সরকার-গুলির অস্থায়িত্ব, অভ্যন্তরীণ খেয়োখেয়ির জন্য আইনকে এড়িয়ে চলা, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের জন্য এদের কাজ করার অক্ষমতা। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এই মেজাজের বিস্তৃতির মধ্যে প্রকৃত বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিবর্তিত হওয়ার প্রয়োজনের আরও স্বীকৃতি দেখে। অবশ্য জনগণের মধ্যে চিরাচরিত সংরক্ষণশীল অংশগুলি যারা মধ্যপন্থী এবং দক্ষিণ-পন্থী দলগুলির ঐক্যতানবাদনকারীদের সাধারণত অনুসরণ করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের মোহমুক্তি প্রায়ই এক "শক্তিশালী সরকারের" কামনায় পরিণত হয়, যে সরকার "সহজ সমাধানের" এবং "কঠোর ব্যবস্থার" দ্বারা অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং "আইন ও শৃঙ্খলা" বজায় রাখতে সক্ষম। এবং তারা এর সমাধান দেখে হয় এক মর্যাদাসম্পন্ন 'Chaismatic' ব্যক্তিত্বের মধ্যে, না হয় "সাময়িক" সামরিক একনায়কতন্ত্রের মধ্যে অথবা চরম দক্ষিণপন্থী নয়াফাসিস্ত পার্টির ওপর যে বিরুদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে নির্মম সন্ত্রাসের সঙ্গে যথেষ্ট নমনীয় বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচীকে যুক্ত করতে সক্ষম।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিকীকরণ ব্যাপকভাবে নিচুতলা থেকে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সামাজিক প্রয়োজ-নীয়তাকে অস্বীকার করার উচ্চ-কোটি সুলভ এবং টেকনো-ক্রাটিক ধারণার জন্ম দিচ্ছে এবং সরকারের সমস্ত সমস্যা-গুলিকে নেতৃত্বের "পেশাদারী মান"-এ এবং আদেশ ও নির্দেশাবলীর দানের জন্য বাঁধাধরা ব্যবস্থাসম্পন্ন সংগঠনে পর্যবসিত করছে। সঙ্কটের ঘটনাবলী যতই তীব্র হয় এবং চিরাচরিত বুর্জোয়া-সংসদীয় প্রশাসনগুলি কম ফলদায়ী হয়, ততই ঐ দৃষ্টিভঙ্গির চরম রূপগুলি সমকেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখায়, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উগ্র দক্ষিণপন্থী, নয়াফাসিস্ত মতাদর্শের সঙ্গে সরাসরি মিলিত হয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে প্রশাসনিক যন্ত্রগুলিতে পেশাদার গোষ্ঠীগুলির যে উচ্চতর এবং মধ্য বাহিনীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার একনায়কতন্ত্রসুলভ পদ্ধতির অর্থ হল ব্যক্তির এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীর অবস্থানকে জোর করে সামনে তুলে ধরা, ভবিষ্যৎ উন্নতির নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। এই মনোভাবগুলি প্রায়শই বলপ্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে, বিশেষকরে সৈন্য এবং পুলিসের উচ্চকোটির মধ্যে, আর সেজন্য এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে এরা কার্যত সমস্ত রকমের উগ্র-দক্ষিণপন্থী চক্রান্তের ক্ষেত্রে তা সে সফল হোক বা ব্যর্থ হোক, নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকে; এরই পাশাপাশি নিচু-তলায় গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ অফিসারদের মধ্যে ছড়াচ্ছে।

বিষয়টা হল এই যে, দেশে এবং বিদেশের বর্তমান নতুন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, "জবরদস্ত সরকারের" উগ্র-দক্ষিণপন্থী প্রবক্তারা এবং পর্দার আড়ালে তাদের পৃষ্ঠ-পোষকরা যে ঘটনার ওপর এত বেশি নির্ভর করে তা ততটা নির্ধারক নয়। ঐগুলি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দ্বারা প্রতিহত হয়।

এর প্রথমটি হল, আন্তর্জাতিক পরিবেশ, যা ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। যখন দুই বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি মুখোমুখি সামরিক এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, শাসক বুর্জোয়ার সবথেকে প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলি জাতীয় নীতিগুলির ব্যাখ্যায় বিশেষ জোর দিয়ে একটা "অবরুদ্ধ দুর্গের" মানসিকতা লালন করে। এটা একদিকে শাসক-শ্রেণীর মধ্যে যারা অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাস্তবতার অনুকূলে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এবং অন্যদিকে জনগণকে বিপথচালিত এবং বিভক্ত করার জন্য সামাজিক চাপের উত্তাপ হ্রাসের জন্য। বর্তমানে ঐ **"অবরুদ্ধ দুর্গের" আবহাওয়া রক্ষা করা** অসম্ভব না হলেও ক্রমেই বেশি অসুবিধাজনক হচ্ছে। সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক শক্তিগুলি যা ঠাণ্ডা যুদ্ধের উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমানে সমঝওতাকে রুখে দেওয়ার জন্য যারা সব-কিছু করছে তারা হল সেই শক্তি যারা "জবরদস্ত সরকারের" প্রচারক ছিল। পুরানো পররাষ্ট্রনীতির ধারণাগুলি তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য এবং ইদানীং সেগুলির পুনঃসংশোধন হচ্ছে, তাদের সমর্থক এবং সক্রিয় উৎসাহদাতারা ক্রমে ক্রমে মঞ্চের পাশে ঠেলা হয়ে যাচ্ছে। "অবরুদ্ধ দুর্গের" মনো-ভাবের স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তিগুলি ব্যাপক জনগণের মেজাজ এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কথা বলছিল তারা এখন সামনে আসছে। তদনুযায়ী, অধিকতর সুস্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক রণনীতির অনুসন্ধানের জন্য শাসকচক্রের ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে।

কূটনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রগুলি উগ্র-দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের সরকারগুলির পক্ষে ক্রমেই কম অনুকূল হচ্ছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং মার্কামারা নয়াফাসিস্ত সরকারগুলির পক্ষে তাদের আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সমর্থনকে "নিরাপত্তার" বুলি দিয়ে আড়াল করে। সমঝওতার পরিবেশে ঐ ধূম্রজাল আর কাজ করে না।

অবশ্য, উগ্র-দক্ষিণপন্থীরা এখনও বাইরের সমর্থন লাভ করে, তবে এটা এখন আরও বেশি প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এখন অর্থ সাহায্য দেওয়া কঠিনতর, আবার উগ্র দক্ষিণপন্থীদের অনুকূল প্রত্যক্ষ সমর্থন গুরুতর অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক পরিণতির আশংকায় ভরা।

শাসক বুর্জোয়াদের অতীব প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষ হিংসা প্রচার অধিকতর অসুবিধাজনক হওয়ার প্রধান কারণ হল শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চতর স্তরের রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগঠন এবং সতর্কতা। এর কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামেই নয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত প্রভাব পড়ে। ফাসিস্ত সরকার কেবল ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকতে পারে যখন তার বিরোধিতা করে (প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান বাদে) রাজ-নৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে বিভক্ত, সক্রিয়ভাবে অথবা প্রতিক্রিয়াশীল, সন্ত্রাসবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অথবা কার্যত শত্রু সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে প্রাথমিক মৈত্রীর সম্পর্কযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী। ফাসিস্ত আক্রমণগুলি এবং তাদের বাগাড়ম্বর (যা শ্রমিকশ্রেণী সমেত দরিদ্রতর

অংশের মধ্যে ফাসিবাদের সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত) কোনো কাজেই লাগে না যখন শ্রমিক-শ্রেণী এবং তার সংগঠিত বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারে এবং ফাসি-বিরোধী সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে দ্রুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

বাস্তব পরিস্থিতি যখন উগ্র-দক্ষিণপন্থীদের পরিকল্পনা-গুলির সফল হওয়ার পথে কম অনুকূল তখন তাদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

Totalitarian, একনায়কতন্ত্র, নয়াফাসিস্ত প্রকৃতির সরকারগুলির ব্যাপক ব্যবহারে একটি বাধা হল যে সব দেশে এগুলির পরীক্ষা হয়েছে সেখানের পরিণতি সম্পর্কে প্রাপ্ত ব্যাপক তথ্য। সামরিক পরাজয়ের ফলে জার্মানি এবং ইতালিতে "চিরায়ত" ফাসিবাদী সরকারের পতন, সকলের সামনে জনজীবনের এবং নৈতিক অধঃপতনের গভীরতাকে উন্মেলিত করে এবং দীর্ঘস্থায়ী ফাসিস্ত শাসন কম বেশি এদিকেই ঠেলে নিয়ে যায়।(১)

মারাত্মক সন্ত্রাসের সাহায্যে যে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে মাটি চাপা দেওয়া হয় সেগুলির বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তী অভ্যুদয়ের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকে। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে ফাসিস্ত সরকারগুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক শক্তিগুলি এবং বিশেষ করে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর ফাসিস্ত এবং সামরিক একনায়কতন্ত্র সরকারগুলি পূর্ণতার সঙ্গে এটা অনুমোদন করেছে ১৯৪৫ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ফাসিবাদ ছিল বুর্জোয়া-শাসনের সন্ত্রাসবাদী-একনায়কতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি-ফলন।

ফাসিস্ত প্রশাসনের পরিণতিগুলি ১৯৭৪-এ যে দুটি দেশ সামরিক সন্ত্রাসবাদী নিপীড়ন ছিঁড়ে ফেলল তাদের অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। পর্তুগালে ফাসিবাদের দীর্ঘকাল রাজত্ব অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ইয়োরোপের মধ্যে তুলনাহীন অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায় পরিণতি লাভ করেছে এবং এভাবে এই মহাদেশের সবথেকে অনুন্নত অঞ্চলে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে, ঐ রাজত্বের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় এতদূর গেছে যে পতনের সময় সেখানে এমন একটা সামাজিক শক্তিও ছিল না যে এর সাহায্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। গ্রীসে, ব্লাক কর্নেলের আরও সংক্ষেপিত শাসন যা কেবল সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করেছিল সেখানে দেখা দিল অর্থনৈতিক অভ্যুদয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন, রাষ্ট্রক্ষমতার মেকানিজমের অবক্ষয়। যেমন পর্তুগালে, স্পর্ধিত স্থায়িত্বের গর্বভরা বাহ্যিকভাবে মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাটি তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল। আর শাসক গোষ্ঠীর উচ্চ-কোটির নেক-নজরে থাকার প্রচেষ্টায় সরকারের পক্ষ থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে "সাফল্যের" মিথ্যা দম্ভোক্তি করতে হল। নিষেধাজ্ঞা ভয়াবহ সন্ত্রাস, বিদ্বেষ প্রণোদিত কুৎসা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও উভয় দেশেই বিপ্লবী শক্তিগুলি কেবল রুখেই দাঁড়ায় নি তাদের অবস্থানকেও সংহত করেছে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কেবল একটি ফাসিস্ত অথবা সামরিক সন্ত্রাসবাদী সরকার একচেটিয়া বুর্জোয়াদের ধার্য মূল কর্তব্যগুলি সম্পাদনে সক্ষম হয় নি : এর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিকাশকে অব্যাহত, নিশ্চিত এবং বিপদমুক্ত রাখার জন্য, "সামাজিক শান্তির" অবস্থায় যেখানে উৎপাদনের উপকরণের মালিককে শান্ত, বাধ্য এবং সস্তা শ্রমশক্তির সঙ্গে কারবার করা যায় তার অব্যাহত কর্তৃত্ব। সাময়িকভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করে সরকারগুলি প্রকৃতপক্ষে যে ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করা তাদের কাম্য ছিল তাকেই হীনমন্য করায় সাহায্য করল। স্পষ্টত, এটা হল এমন কিছু যা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে কোনো শক্তিই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাকেই সরকারের পদ্ধতি নিরূপণের সময় একে হিসেবের মধ্যে গণ্য করতে হবে।

অবশ্য, যখনই একচেটিয়া পুঁজি প্রকৃতই বিপদে পড়ে তখনই ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্কের পরিবর্তে যেকোনো মূল্যে প্রভাব এবং সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে আবেগপ্রবণ বিক্ষুব্ধ কার্যকলাপ স্থান গ্রহণ করে। এবং তারপরে, একটা ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরার চেষ্টা করে তেমনি বুর্জোয়ারা যে কোনো শক্তি সে যদি "গ্রহণযোগ্য" কোনো সমাধান দেয়, বিশেষ করে তা যদি যথেষ্ট "কড়া" এবং "কঠোর" মনে হয় তবে তাকেই আলিঙ্গন করে। তৎক্ষণাৎ একদল অবসরপ্রাপ্ত অথবা সক্রিয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয় যারা তাদের শুভ মুহূর্ত আসার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল, উগ্র-দক্ষিণপন্থী উন্মাদরা যারা এতদিন কমিউনিস্ট এবং সমস্ত বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের ছুরিতে শান দিচ্ছিল, নীতিহীন বক্তৃতাবাগীশ যারা ক্ষমতার শীর্ষে যাওয়ার জন্য জনগণের কুসংস্কারগুলির ব্যবহার করতে প্রস্তুত, বুদ্ধিজীবী (সেই সঙ্গে অ-বুদ্ধিজীবীরাও) ডিগবাজিবিশারদেরা যারা সমাজকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে নিতেই বেশি অভ্যস্ত এবং সমাজের চৌবাচ্চার মতো সমস্ত তলানিটুকু যেখান থেকে ফাসিস্ত এবং মিলিটারি-ফাসিস্ত সরকারগুলি তাদের ক্যাডার(১) সংগ্রহ করে তারা সকলেই

---

১ গায়ের জোরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হঠকারীদের বর্বরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিরুদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে ভয়াবহ সন্ত্রাস, জনগণের সমস্ত কার্যকলাপ নির্মমভাবে দমন, শ্রম-জীবী জনগণের সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সাফল্যগুলির ধ্বংসসাধন সবার আগে শ্রমিকশ্রেণীকে, সর্বাত্মক জাত্যভিমান মারমুখী বৈদেশিক নীতি যা অনিবার্যভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে চালিত করে : ফাসিবাদ যে বছরগুলিতে ইয়োরোপের দুটি প্রধান শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশে শাসনক্ষমতায় ছিল সে সময়ের মধ্যে এইসব অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হয়েছিল।

সেই সঙ্গে বুর্জোয়া-সংসদীয় সরকারের আমলে যে তীব্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি মাত্রাধিক্য চাপ দিচ্ছিল তখন সেগুলি সমাধানের জন্য ফাসিস্তদের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনীও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষার ফলে ফাসিস্তদের চতুর অর্থনৈতিক নীতিগুলি সম্পর্কে ধারণা সূক্ষ্ম প্রচারের মধ্যে গড়ে তোলা কাহিনী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি জার্মানিতে যেখানে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফাসিস্ত সেরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এইচ জালমর শচাটে-এর মতো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ছিল প্রবাদের ন্যায় জার্মান শৃঙ্খলা এবং দক্ষতা, তবুও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায়ই কাম্যফল দেয় নি। একে বারংবার জরুরী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করে রক্ষা করা সম্ভব হলেও এ শেষ সঞ্চয়ও খেয়ে ফেলেছিল।

১ আর এক ধরনের উগ্র-দক্ষিণপন্থী সরকার হল রপ্তানি করা ফাসিবাদ যা প্রধানত ইয়োরোপের বাইরে পুঁজি-বাদের দুনিয়ার চত্বরে পাওয়া যায়। এগুলি হল

সমুদ্রে ডুবন্ত জাহাজের মালপত্রের মতো ওপরে ভেসে ওঠে।

এ সবই ব্যাখ্যা করে কেন, ইয়োরোপে ফাসিস্ত শক্তিগুলির ব্যর্থতা সত্ত্বেও, বিশেষ করে বিগত বছরে যা স্পষ্ট হয়েছে, এবং এই ঘটনা সত্ত্বেও যে বিশ্ব পরিস্থিতি তাদের কার্যকলাপ পছন্দ করে না, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে চরম দক্ষিণপন্থী প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ১৯৬৯-এর মস্কোতে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠক সাম্রাজ্যবাদের সহজাত প্রবণতার মধ্যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা উৎখাত করে সরকারি এবং রাজনৈতিক জীবনে ফাসিস্ত পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার যে বিপদ অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। এই বছরে পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ব্রাসেলস সম্মেলনের নয়াফাসিস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছিল। অনেকগুলি কমিউনিস্ট পার্টির দলিলে, বিশেষ করে যে দেশগুলিতে এটি প্রধান বিষয় এই সমস্যাকে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি চরম দক্ষিণপন্থী এবং মিলিটারি-ফাসিস্ত আন্দোলন যা মাথা চাড়া দিচ্ছে অথবা ইতোমধ্যেই ক্ষমতায় বসেছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদের অভিজ্ঞতা দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই পুনঃপ্রমাণিত করে যে অতীতের ন্যায় এদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সূত্র হল শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার সম্ভাব্য মিত্রদের ব্যাপক ঐক্য। এদের সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য ফাসিস্ত সংগঠনগুলি চিরায়ত কাঠামোগুলি ভেঙে যাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক ওলটপালটের ফলে জনগণের মধ্যে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত অংশের কাছে আবেদন করে, ভ্যানগার্ড শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই এই মধ্যবিত্ত অংশের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সামাজিক কর্মসূচী রচনা এবং রূপায়ণের জন্য তার নিজস্ব প্রয়াস পরিচালিত করতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের মৈত্রীর সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে হবে।

বর্তমান দিনের কর্তব্য হল কেবল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী পার্টি এবং সংগঠনগুলির নয় শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গেও রাজনৈতিক মৈত্রী সৃষ্টি করতে হবে। যে সময় শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্বের ব্যাপ্তি ঘটছে সে সময় এ ধরনের রাজনৈতিক মৈত্রীতে বুর্জোয়া মহলের সেই প্রতিনিধিরা যোগদান করতে পারে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে করেছেও যারা সংসদীয় ব্যবস্থার সরকারকে রক্ষার পক্ষে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি ব্যবস্থার ভিত্তিকেই আঘাত করে এ ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের কর্মসূচী কেবল সমাজের ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থাই করে না, উপরন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মোড়লরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে মিলিটারি পুলিস দ্বারা হিংসাকে যেন ব্যবহার করতে না পারে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থাবলীর নির্দেশও দেয়।

গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সংগ্রামেরও প্রচণ্ড গুরুত্ব আছে। নীচ অনুভূতি এবং কুসংস্কারগুলির জন্য পরিকল্পিত পাঁচমিশালী—জাতীয় ঔদ্ধত্য, অজ্ঞতার অধীরতা, গোষ্ঠী গোঁড়ামি, উচ্চ-কোটি সুলভ কল্পনাশক্তিহীন সংকীর্ণচিত্ততা—বিরুদ্ধে ধারণার সামগ্রিকতা দিয়ে লড়তে হবে যা মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু উত্তম আছে তার প্রতিনিধিত্ব করে : সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানব সমাজের সমন্বয়পূর্ণ সংগঠন, প্রগতি, সার্বজনীন শান্তি, আন্তর্জাতিকতাবাদ।

দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারার বিপ্লবী ভ্যানগার্ড শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং সেই সঙ্গে নিজ শ্রেণীর জন্য যে কথা বলে সেই বিশ্ব-ঐতিহাসিক লক্ষ্যের পূর্ণ রূপায়ণকে সহজতর করে, এবং মানব সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের অতীব সাধারণ স্বার্থকে তুলে ধরে।

সামরিক-সন্ত্রাসবাদী রাজত্ব যা সরকারগুলির দ্বারা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় যারা নিজের দেশে কম বেশি পরিমাণে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের গুণগুলি রক্ষা করে। এই সরকারগুলির প্রধান সরবরাহকারী এবং সমর্থকরা হল আন্তর্জাতিক পুঁজি যার প্রধান এবং অন্যতম হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আরও বেশি জানার জন্য ডব্লিউ এম আর-এর উদ্যোগে, পশ্চিম জার্মানির এসেনে (এপ্রিল, মে—১৯৭৩) অনুষ্ঠিত ফাসিস্ত বিপদের বাস্তবতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী আলোচনার বিবরণ দেখুন—সম্পাদক।

ইউরোপের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব

ডব্লিউ. এম. আর.-এর প্রশ্নাবলীর উত্তর

আর্লোল্ফ সাইটিকভ

ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত সোভিয়েত কমিটির চেয়ারম্যান

প্রঃ ইউরোপের অনুকূল পরিবর্তনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত জনগণের কী অবদান আছে? ইউরোপের সমস্যাবলীর প্রতি সোভিয়েত জনগণের এত আগ্রহ কেন?

উঃ ইউরোপের সমস্যাবলীর প্রতি সোভিয়েতের জনগণ, সি. পি. এস. ইউ, সরকার ও আমাদের জনগণ সামগ্রিকভাবে যে আগ্রহ দেখাচ্ছে তা আর যাই হোক, আকস্মিক নয়। আপনাদের মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে ইউরোপ দুই বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। যুদ্ধ যে কী সোভিয়েত জনগণ ভালোমতোই জানে। সেইজন্যই যে শান্তি অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে অর্জিত হয়েছে তা তারা নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রসারিত করে বজায় রাখতে চায়।

সময় ও ঘটনার বিকাশধারা বহু কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ও জননেতাদের বাধ্য করেছে তাদের মত সংশোধন করতে ও ইউরোপের বাস্তবকে অনুধাবন করতে। প্রায়ই রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং এক বা অন্য দেশ বা মহাদেশের স্বার্থ পৃথিবীতে যে শুভ পরিবর্তন ঘটছে তার বাস্তব মূল্যায়ন করতে এবং বিশ্বাসের ও ভালো প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের আবহাওয়া স্থায়ী করার জন্য জনগণের অভিব্যক্ত ইচ্ছাকে গণ্য করতে পুঁজিবাদী নেতাদের বাধ্য করেছে। জেনেভাতে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য যে ইউরোপীয় সম্মেলনের কথা হচ্ছে তা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ২৫তম বার্ষিকীতে বার্লিনের এক সভায় সি. পি. এস. ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ বলেছেন, "...এখন এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোপে স্থায়ী শান্তির স্বার্থেই ইউরোপীয় সম্মেলন তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, জি ডি আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করছে, কারণ এই সম্মেলন ইউরোপে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করবে।"

সোভিয়েতের জনমত এই সম্মেলনের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমরা কখনো এই ভেবে নিজেদের প্রতারিত করি না যে ইতিহাসে প্রথম এই ধরনের ইউরোপীয় সম্মেলন খুব সহজেই অনুষ্ঠিত হবে। আমরা কঠিন পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক এবং বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে সম্মেলনকে সাহায্য করার জন্য যা করা প্রয়োজন তা সবই করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমরা ভালোভাবেই জানি যে, ইউরোপে নিরাপত্তা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। আমরা আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের গুরুত্ব খাটো করে দেখি না কিন্তু এটা সত্য যে এইসব চুক্তি নির্ভরযোগ্য হতে পারে যদি এদের পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের সমর্থন থাকে। সোভিয়েত জনগণ ইউরোপে শুভ পরিবর্তনগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্য নানাভাবে অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য গঠিত সোভিয়েত কমিটি ব্রুসেলসের গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ—(জুন, ১৯৭২)—কার্যকর করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করছে। ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি বেলজিয়ামের রাজধানীতে অত্যন্ত সক্রিয়। এই মহাদেশীয় নিরাপত্তার জন্য সমস্ত গণআন্দোলনের সাথে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।

সোভিয়েত জনগণ বুঝতে পারছেন যে জেনেভা সম্মেলন সময় নষ্ট করছে না, বিতর্কের পাঁকে নিজেকে নিমজ্জিত করছে না বা মূল্যায়নের মধ্যে আবদ্ধ রাখছে না, যদিও প্রতিটি শব্দ বিতর্কের সৃষ্টি করছে। গতকাল যা অস্পষ্ট মনে হয়েছিল আজ তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা বিশ্বাস করি যে বেশ কয়েকটি বড় বড় বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদরা যে বাস্তব ফল অর্জন করেছেন তার জন্য বেশ কিছু কৃতিত্ব ইউরোপের জনমতের প্রাপ্য।

সোভিয়েত কমিটি আরো দ্রুত অগ্রগতির জন্য সম্মেলনে বার বার বলেছে। এর মুখপাত্র জেনেভাতে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতার সাথে দুবার সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সম্মেলনের সাফল্যের প্রতি সোভিয়েত জনগণের আগ্রহ সম্পর্কে তাঁকে বলেছেন এবং যে অগ্রগতি ঘটছে সে সম্পর্কে তথ্যাদি তাঁদের দেওয়া হয়।

১৯৭৪-এর জুনে ইউরোপের গণ-আন্দোলনগুলিকে যেসব জাতীয় কমিটি সমর্থন করেছে তাদের কাছে এই কমিটি আবেদন করে যে তারা যেন জেনেভাতে পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য অধিকতর উদ্যম নিয়ে কাজ করে। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য কমিটি তার প্রভাবকে বহুদলীয় ও দ্বিদলীয় সভাগুলিকে প্রতিনিধিদল বিনিময় ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।

সোভিয়েত কমিটির অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হল ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য কার্যক্রম, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের জনগণকে অবহিত করা। পশ্চিম ইউরোপীয় কমিটিগুলির মুখপাত্রদের প্রবন্ধগুলি সোভিয়েত সংবাদপত্র প্রকাশ করে এবং তাঁরাও সোভিয়েত রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন।

উত্তেজনা প্রশমনের নীতির বিরোধীরা যে মিথ্যা প্রচার করে তা আমরা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতে পারি না এবং আমরা সে সব মিথ্যা খণ্ডন করি। এসব সত্ত্বেও ইউরোপীয় উত্তেজনা প্রশমনের দিকে যে অগ্রগতি ঘটছে তা আমাদের সবাইয়ের প্রচেষ্টা ও শুভেচ্ছার ফল। এবং এই অগ্রগতি

এত গুরুত্বপূর্ণ যে এ নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলা ও ফাটকাবাজি চলতে পারে না।

প্রঃ ইউরোপে ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রবক্তারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে সমর্থন পেয়েছিল তা তারা হারিয়েছে। তথাপি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার উপর সম্মেলন যাতে তাড়াতাড়ি ও কার্যকরভাবে অনুষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্য তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। কিভাবে ইউরোপের জনগণ উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধীদের প্রভাব দূর করতে পারে?

উঃ পনেরো বা বিশ বছর আগের চেয়ে উত্তেজনা প্রশমনের শত্রুদের প্রতিহত করা এবং তাদের প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার অনেক বেশি উপায় নিশ্চয়ই আছে। সমাজের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন এত বিরাট হয়েছে এবং সামগ্রিক শক্তি বিন্যাস এত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সমর্থকরা ইতিহাসের এই সাম্প্রতিক গতির সরাসরি বিরোধিতা করতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে এরা এই নতুন বাস্তবতার কাছে নতি স্বীকার করেছে। পশ্চিমে কয়েকটি প্রভাবশালী দল এখনও মনে করে উত্তেজনা প্রশমন হল জোর করে সুবিধা আদায় করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে আলোচনাকালে একতরফা সুযোগ সুবিধা আদায় করা। উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধীরা এখন অনেক বেশি চতুর হয়েছে এবং আরো সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা স্থূল মিথ্যার বদলে দ্ব্যর্থবোধক অর্ধসত্য প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হল ইউরোপে শান্তিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কথা প্রকাশ করে তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া।

জেনেভা সম্মেলনকে বহু বাধাবিঘ্নের সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তার অন্যতম কারণ হল যে ঐ সম্মেলনে কিছু অংশগ্রহণকারী সম্মেলনকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। তারা 'জনগণ ও ভাবধারার বিনিময়ের' সূত্র আবিষ্কার করে আমাদের বিরোধী ভাবধারাকে বল্গাহীনভাবে রপ্তানী করতে চায়। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অস্তিত্ব ও উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই জনমত সরব হওয়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমি মনে করি যে আমাদের যা প্রয়োজন তা হল ইউরোপীয় নিরাপত্তার ভাবধারা প্রকাশ করার নতুন নতুন ও আরো নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি এবং অধিকাংশ জনগণের কাছে এই ধারণা পেঁাছে দেবার নতুন নতুন মাধ্যম। পুঁজিবাদী দেশগুলির অধিকাংশ জনগণ বুঝতে পারছেন যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের নীতিকে আর সমর্থন করা যায় না; কিন্তু উত্তেজনা প্রশমন, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ফলে ইউরোপ ও ইউরোপবাসীরা যে প্রকৃত উপকার পেতে পরে তা সবাই বোঝে না।

আমরা জনমতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে এল আই ব্রেঝনেভের বিবৃতি থেকে অনুপ্রেরণা পাই। ২১ জুলাই পোলিশ সেঝেমে তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন "আমরা নিশ্চিত যে ইউরোপীয় সম্মেলনের সম্পূর্ণ সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য বর্তমান সক্রিয় আন্দোলন সহ জনসাধারণও এ উদ্দেশ্যে অনেক কিছু করতে পারে। আমরা মনে করি যে ইউরোপে সমস্ত শান্তি-সমর্থকদের কর্তব্য হল মহাদেশে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে তা আরো এগিয়ে নেওয়ার জন্য ও তাকে অপরিবর্তনীয় করার জন্য উদ্যম নিয়ে কাজ করা।"

প্রঃ শান্তি বজায় রাখা ও শক্তিশালী করার ও সারা বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপকতর প্রচেষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর উত্তেজনা প্রশমনের ফল কী হবে বলে আপনার মনে হয়?

উঃ আমরা ভালোমত জানি যে ইউরোপীয় সম্মেলনই শেষ নয়; এ সম্মেলন হল এক নতুন ইউরোপ তৈরি করার দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার শুরু মাত্র। আমরা আশা করি যে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ইউরোপে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভিযান শুরু করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এটা পৃথিবীর বাকী অংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং এর থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন বহু দেশের জনগণ শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব সম্মেলন বার্ষিকী সম্প্রতি উদযাপন করেছে এবং এই সম্মেলন হল পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা ও সুদৃঢ় করার সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সম্মেলনের দলিলগুলি শান্তিকামী শক্তিগুলির জন্যে এক মৌলিক কর্মসূচী তৈরি করেছে; কারণ শান্তির প্রশ্নে সমস্ত রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থগুলি এক।

ইউরোপ হল এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মহাদেশ, বিশেষ করে এশিয়ার কাছে এক প্রেরণাদায়ক উদাহরণ। ইউরোপীয় নিরাপত্তার আন্দোলন আজ এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে ইউরোপীয় সম্মেলনের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার এক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী তৈরি করা যায়। সাধারণত বলতে গেলে, যে শীর্ষ সম্মেলন তাড়াতাড়ি হবার সম্ভাবনা আছে তা হলেও জনমতের সাহায্য ছাড়া সম্মেলনের কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই আমরাও এই মত পোষণ করি যে ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য দ্বিতীয় গণপরিষদের কর্তব্য হওয়া উচিত সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকর করার জন্য সাহায্য করা।

অবশ্য, এটাই স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজের একমাত্র সীমা নয়। বাস্তব অবস্থা নতুন নতুন সমস্যা উপস্থিত করে, যার জন্য প্রয়োজন নতুন নতুন উদ্যম। আমি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যমের উদাহরণ হিসাবে ভিয়েনা সম্মেলনের কথা বলতে পারি। কয়েক বছর আগে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের একত্রিত করার এই ধরনের আন্তর্জাতিক আলোচনা মঞ্চের কথা প্রায় ভাবাই যেত না। কিন্তু আজ এসব বাস্তব। বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলির মধ্যে মতবিনিময়ের ফলে এই সব আলোচনা মঞ্চের বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছে।

পিয়ারে জাঁসুস

সেক্রেটারি জেনারেল, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্ (ডব্লিউ. এফ. টি. ইউ)

প্রঃ আপনার মতে, উত্তেজনা প্রশমন ও ইউরোপীয় সহযোগিতাকে কিভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলো সমর্থন করতে পারে?

উঃ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস ও তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির গঠনতন্ত্রে আছে যে শান্তির জন্য সংগ্রাম হল তাদের মৌলিক লক্ষ্য। এই ফেডারেশন, ও তার ইউনিয়নগুলো এবং অন্যান্য কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলোও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অষ্টম বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন মহাসম্মেলন দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি কার্যকর করে ডব্লিউ এফ টি ইউ "উত্তেজনা প্রশমনকে সুদৃঢ় করতে এবং বিশেষ করে

স্বাধীনভাবে গৃহীত প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের সাফল্যে অবদান রাখতে কাজ করে চলেছে···। এই ব্যবস্থা সমস্ত দেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং একটা স্থায়ী মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার দিকে নিয়ে যাবে।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সামরিক জোট বিমোচন, ভিয়েতনাম, মধ্য প্রাচ্য ও সাইপ্রাসে এখনও বর্তমান যুদ্ধের স্থানগুলির দূরীকরণের জন্য একটা ব্যাপক কর্মসূচীর অংশ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ইউরোপের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ-কার্যক্রম ইউরোপে উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ও তার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে এক চরম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে ইউরোপের সমস্ত দেশের মেহনতী জনগণের সমান ঝুঁকি আছে। প্রথমত এর কারণ হল যে এটাই হল মহাদেশে যুদ্ধের বিপদ দূর করার এবং এইভাবে নতুন বিশ্ব-সংঘর্ষ প্রতিহত করার সবচেয়ে ফলপ্রসূ পথ। এ ছাড়াও, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ইউরোপের জনগণকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ঝুঁকি নিতে হয়। এর মূর্ত কারণগুলো তাদের জীবন ও কাজের অবস্থার সাথে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হল একটা গ্যারান্টি যাতে তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নতুন সমাজের—উন্নত সমাজতন্ত্রের—নির্মাতা হিসাবে তাদের চমকপ্রদ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমন প্রতিটি দেশে শ্রেণী সংগ্রামের জন্য, তাদের পরিস্থিতি উন্নত করতে যৌথ কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকল্পের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করে।

প্রঃ ইউরোপের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য ও অধিকতর যোগাযোগের সংগ্রামে কোনো নতুন অগ্রগতি কি ঘটেছে?

উঃ গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপে অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামকে সুনিশ্চিত করার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠছে।

উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে এক স্পষ্ট ঐক্যের সম্পর্ক আছে। প্রতিনিধিদল ও অনুসন্ধানীদল বিনিময় এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা স্পষ্টতই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এবং এই আবহাওয়া উত্তেজনা প্রশমনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

এ বছর গত জানুয়ারিতে ইউরোপের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জেনেভা সম্মেলন হওয়ার ফলে বিভিন্ন ইউনিয়নের সম্পর্ক এক নতুন আকার ধারণ করে। একটা নির্দিষ্ট বিষয়—কাজের মানবিক পরিবেশ সৃষ্টির আলোচনার জন্য ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে এই ধরনের আরেকটি সভা হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থাগুলিতে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশের ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইউনিয়নগুলির মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা একত্রে কাজ করছে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ বহুদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কের পথ আটকে রেখেছিল; এর অবশেষ দূর করার জন্য এ ঘটনা সাহায্য করছে। এবং স্পষ্টতই এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে।

প্রঃ শান্তির জন্য সংগ্রাম ছাড়াও আর কী কী সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা আজ মানুষের মন অধিকার করে আছে? পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়নগুলো কী করছে?

উঃ সারা পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল যে জীবন ও শ্রমের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটছে।

প্রত্যেক দিন অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতির গতি স্থায়ী ও সার্বজনীন হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর ফলে মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এবং বড় বড় পুঁজি, বহুজাতিক কোম্পানি ও উৎপাদনের পুঁজিবাদী সংযোজনের নীতি এই সংকট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বেকারির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বড় বড় তৈল একচেটিয়াপতিদের দ্বারা সৃষ্ট জ্বালানি শক্তি সংকটের অজুহাতে পুঁজিবাদী সরকার সমস্ত ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করছে; যার ফলে মেহনতী মানুষের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ।

এসবের সমস্ত ফল এসে পড়ছে শ্রমজীবী জনগণের উপর। মজুরির ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে চাকুরির অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে।

এসবের প্রতিবাদে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের ইউনিয়নগুলো তাদের দাবিদাওয়ার সংগ্রাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সংগ্রাম অনেক বেশি মৌলিক ও রাজনৈতিক; কারণ এ সংগ্রাম পুঁজিবাদী সরকারের অর্থনৈতিক ও সমাজবিরোধী নীতি ও কমন মার্কেট ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মতো অর্থনৈতিক সংযোজনের হাতিয়ারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলো কারখানার স্তরে উচ্চ মজুরির দাবি করেই সন্তুষ্ট নয়। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে তারা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি আটকাবার জন্যও সংগ্রাম করছে এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করার সাথে সাথে সরকার ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক নীতিকে আক্রমণ করছে।

অক্টোবর ১৫—১৭-তে হাভানাতে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ডব্লিউ এফ টি ইউ মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যৌথ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের আহ্বান জানিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণসহ পুঁজির গতির উপর নিয়ন্ত্রণ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য এবং একচেটিয়া কারবারকে সংযত করতে অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ও ব্যাপক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের জন্য সংগ্রামের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

এই সময় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ইউনিয়নগুলোর সামনে যে প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহ রয়েছে এসব তার কয়েকটি দিক মাত্র। নিশ্চয়ই, সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের অন্যতম দিক।

জিরি কুবকা

সেক্রেটারি জেনারেল, সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন (আই. ও. জে)

প্রঃ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সারা ইউরোপীয় আন্দোলনে আই ও জে-র অবদান কী?

উঃ সাংবাদিকরা ভালোমতো জনমতের স্পন্দন অনুভব করতে পারে। এবং আমরা আমাদের জাতীয় ইউনিয়ন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পারি যে সারা ইউরোপে জনগণের চিন্তায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। যৌথ নিরাপত্তা ও আমাদের মহাদেশের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব সংক্রান্ত ধারণা অধিকতর প্রভাব অর্জন করছে। সারা ইউরোপীয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হয়ে উঠছে। এবং সবিনয়ে আমরা বলতে পারি যে সৎ সাংবাদিকরা এর জন্য কিছু করেছে।

এই নতুন অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধাও আছে। প্রগতির শত্রুরা শুভ সম্ভাবনাগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক সাংবাদিকরা সচেতনভাবে জনগণকে নকল থেকে আসলের পার্থক্য করতে ও জমকালো আবরণের আড়ালে যে স্বার্থপর মিথ্যা লুকিয়ে আছে তা উদ্ঘাটিত করতে সাহায্য করবে।

আই ও জে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অনেক নীতিকেই স্বাগত জানায়। এই সব নীতি স্থায়ী শান্তির বনিয়াদ রচনা করেছে। কিন্তু আমরা কয়েকজন পশ্চিমী কূটনীতিবিদদের ভোজবাজিকে নিন্দা করি; কারণ এরা সম্মেলনকে এক কানাগলিতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। গণপ্রচারের মাধ্যমও এ সমস্যার সাথে জড়িত। আমাদের কয়েকজন পশ্চিমী সহকর্মী দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন ধরে 'সংবাদপত্রের চরম স্বাধীনতার' পরিত্যক্ত ধারণার শিকার হয়েছে।

এ ব্যাপারে আই ও জে যেসব যুক্তি দিয়েছে তার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। যাই হোক, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থা যেসব পদ্ধতির দ্বারা জনগণের স্বার্থে সংবাদ বিনিময়কে উন্নত হয়েছে সেসব পদ্ধতিকে সব সময় সমর্থন করেছে। কিন্তু এ করার সময় আমরা সার্বভৌমত্ব, আইন, গঠনতন্ত্র, সততা ও নৈতিকতাকে সম্মান করি। প্রায়ই, যেসব ব্যক্তি 'চরম স্বাধীনতার' কথা বলে, তারাই এই ধারণাকে সহ্য করতে পারে না যে কিছু কিছু মত পরিহার করার অধিকার ব্যক্তি ও রাষ্ট্রগুলির থাকা উচিত।

প্রঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক, গণ ও পেশাদারী সংস্থা ইয়োরোপীয় কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতাকে উন্নত করার পথ খুঁজছে। আপনি কি বলতে পারেন সাংবাদিকরা এই প্রসঙ্গে কী করছে?

উঃ পারস্পরিক সামাজিক ও পেশাগত স্বার্থের ব্যাপারে সাংবাদিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার এক স্পষ্ট প্রবণতা আছে। ইতালির সাংবাদিক সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় লিগানানোতে ও ক্যাপ্রিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করার বহুদিন পর জার্নালিস্টদের ব্রুসেলস সংস্থা যার মধ্যে আছে অনেক পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, সম্প্রতি আমাদের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং জুরিখে ও কার্লোভিভেরীতে আমাদের যৌথ অধিবেশন বসেছিল। আমরা আশা করছি যে সাংবাদিকদের ইউনিয়নগুলির সারা ইউরোপীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই ধরনের সম্মেলনের কথা মনে রেখে আই ও জে এই পরামর্শ দিয়েছে যে ইউরোপের সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মৌলিক নীতিসমূহ স্থির হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে আই ও জে তার সুপারিশ পেশ করেছে। শুরু করার জন্য সাংবাদিকদের ইউরোপের জনগণ ও বিশ্বের বাকী অংশের মধ্যে ভালো প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানো ও জাত্যভিমান, ফ্যাসীবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের অবশেষ নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাজ করা। অন্যান্য সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো যে সব নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে তা আলোচনা করতে আই ও জে সর্বদা প্রস্তুত। আমরা মনে করি যে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য নীতিসমূহকে গ্রহণ করলে ইউরোপের সাংবাদিকতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখা হবে।

রেমো সালাত্তি

ইতালির শান্তি কমিটির সম্পাদক ও মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য সমাধানের জন্য ইতালির কমিটির সদস্য

প্রঃ ইতালিতে বর্তমান স্তরে শান্তি আন্দোলনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কী? ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য দেশের শান্তিকামী শক্তিগুলি কী করছে?

উঃ জনগণ সচেতন যে শান্তির লড়াই ইতালির অভ্যন্তরীণ সমস্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেশ এক চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে; জনগণের কাছে এর ফল বেদনাদায়ক। এর সাথে যুক্ত রয়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ প্রতিফলিত হয় ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য সম্মেলনের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার কৌশলের মধ্যে এবং জেনেভা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন যাতে আর অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যে।

শান্তি ও সহযোগিতার উদ্যোগ বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে জনগণ সংকটের এই দিক সম্পর্কে সচেতন। শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য গঠিত অনেক জাতীয় কমিটি, সংস্থা ও পরিচালক গোষ্ঠী দেশের প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারার সাথে যুক্ত।

ইতালিতে শান্তি ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আন্দোলন কখনো ব্যহত হয় নি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং যদিও আজকাল অতীতের মতোই বেশির ভাগ উদ্যোগ শান্তি কমিটি থেকে না এসে বরং সদ্য-গঠিত সংস্থাগুলি থেকে আসে, তবুও এর অর্থ এই নয় যে আমাদের শান্তি আন্দোলন তার শক্তি হারিয়েছে। জনগণের আগ্রহের ব্যাপকতা বর্তমান শান্তিসংস্থাগুলির নামের মধ্যে প্রতিফলিত—ইতালি-ভিয়েতনাম কমিটি, ইতালি-চিলি এ্যাসোসিয়েশন, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও গিনি-বিসাউ কমিটি, মধ্য প্রাচ্যে ন্যায্য সমাধানের কমিটি, ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য আলোচনা মঞ্চ এবং মস্কোতে শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব মহাসম্মেলনের পর গঠিত শান্তি ও সহযোগিতার উদ্যোগ কমিশন।

মস্কো মহাসম্মেলন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এটা স্মরণ করা যেত পারে যে ইতালির প্রতিনিধিদল বিভিন্ন গণআন্দোলন ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সাথে জড়িত। মহাসম্মেলনের আগে যে আলোচনা চলেছিল, তার পরিণতি ঘটল কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট, ডেমোখ্রীশ্চিয়ানস রিপাব্লিকান ও লিবরেলদের নিয়ে একটি সম্মিলিত প্রতিনিধিদল গঠনের মধ্যে।

মস্কো মহাসম্মেলনের পর থেকে শান্তির জন্য আমাদের

কাজকর্মে এক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। যাতে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন অতি দ্রুত ও সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হতে পারে, ইতালির সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলি তাতে চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূমধ্য-সাগরীয় ও ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে ইতালির উচিত একে সাফল্যমণ্ডিত করা। আমরা ভূমধ্যসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করতে চাই। মধ্য-প্রাচ্য বিরোধের নিষ্পত্তিই এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। পর্তুগাল ও গ্রীসে যখন ফ্যাসী-বাদী রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আমাদের অঞ্চলেও ফ্যাসীবাদী রাজত্বের অবসানের সম্ভাবনা জরুরী হয়ে উঠেছে।

ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে ভূমধ্য-সাগরে মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটি ও মার্কিন রণতরীর অবস্থান এই সাগরকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ও এই অঞ্চলকে শান্তি ও সহযোগিতার অঞ্চলে পরিণত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হল ভূমধ্যসাগরে নাটো শক্তির সামরিক উপস্থিতি ও মার্কিন রণতরীর অবস্থানের বিরোধিতা করা।

মধ্য প্রাচ্যের ন্যায্য সমাধানের জন্য ইতালীয় কমিটি, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার জন্য ইতালীয় ফোরাম এবং শান্তি ও সহযোগিতার উদ্যোগ কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্য-প্রাচ্যের ন্যায্য সমাধানের জন্য যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তা নিঃসন্দেহে ইতালির শান্তি আন্দোলন যে কর্তব্যগুলির সম্মুখীন তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর উদ্যোগীরা ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করেছে। ইউরোপের নিরাপত্তা ও শান্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে এক অবদান রাখবে।

ম্যাক্স ওপেনহাইমার

নাৎসী রাজত্বে নিপীড়িত ব্যক্তিদের সমিতির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য—ফ্যাসীবাদ বিরোধীদের ইউনিয়ন (এফ আর জি) ও প্রতিরোধ সংগ্রামীদের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ব্যুরোর সদস্য

প্রঃ জনগণ আশা করে যে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন আমাদের মহাদেশের রাজনৈতিক পরি-স্থিতির সাধারণ উন্নতি ঘটাবে। প্রত্যেক দেশের জনগণকে সম্মেলনের ইতিবাচক ফলের জন্য ঝুঁকি নিতে হবে, কারণ সম্মেলন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত অনেক নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে। আপনি বলতে পারেন যে আপনার সংগঠনের সদস্যরা এই সম্মেলন থেকে কী আশা করে?

উঃ আমি যদি আপনাদের আমাদের সমিতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি, তাহলে সম্মেলনের উপর আমরা যে আস্থা স্থাপন করি তা পরিষ্কার হবে। এর বেশির ভাগ সদস্য গণতন্ত্র ও শান্তির সপক্ষে প্রচার করায় নাৎসী কারাগার ও বন্দীশিবিরে বছরের পর বছর ধরে আটক থেকেছেন। এই সংগঠনের মধ্যে স্পেনে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড ও ইউরোপে প্রতিরোধ-বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগদানকারী অনেক যুবকরাও আছেন। দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্ম পৃথক থাকা সত্ত্বেও আমাদের সদস্যদের লক্ষ্য হল এক—এফ আর জি-তে সব-রকমের ফ্যাসীবাদ ধ্বংস করা ও সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করতে একটা গণতান্ত্রিক ফ্যাসীবাদ-বিরোধী ব্যবস্থার জন্য কাজ করা। তারা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যেখানে ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র ও যুদ্ধের জন্য দায়ী একচেটিয়াপতিরা তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত হবে। এইভাবে, আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য থেকেই প্রত্যক্ষভাবে শান্তি-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রথম স্তরে যে নীতিগুলো ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা আমরা স্বাগত জানাই।

ইয়োরোপে এক মৌলিক নতুন ও অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। পর্তুগাল ও গ্রীসের ঘটনাবলী তারই ইঙ্গিত। এই ঘটনাবলী শান্তির সংগ্রাম ও প্রগতির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করে। কিন্তু যে বিরোধী শক্তি-গুলো আগের মতো পশ্চিম ইউরোপের জনগণকে মুষ্টিমেয় বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দাসত্বে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছে তাদেরকে ছোট করে দেখা মারাত্মক ভুল হবে। সারা ইউরোপীয় সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলির জন্য সংগ্রামে জনগণকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। কিন্তু এর ফলাফল বহুভাবে যুদ্ধবাজ ও প্রতিহিংসাপরায়ণদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের শক্তির উপর নির্ভর করে।

শান্তি ও প্রগতির জন্য আমাদের সমিতির বহুবিধ কাজকর্মের মধ্যে ১৯৭৪-এর ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ৩৫তম বার্ষিকীতে আমরা যে শান্তি রক্ষা আইনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তার প্রচারের প্রতি আমরা প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করি।

প্রঃ শান্তিরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে আপনার দেশের জনগণ এটা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আপনি কি আরো বিশদভাবে আমাদের বলতে পারেন?

উঃ ১৯৪৯-এর এফ আর জি-র সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "যে সব কাজকর্ম জনগণের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসকে বাধা দেবে বা বাধা দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং বিশেষ করে যে সব কাজকর্ম আগ্রাসী যুদ্ধ প্রস্তুতির লক্ষ্যে পরিচালিত হবে সে সব কাজকর্ম সংবিধান-বিরোধী ও দণ্ডনীয়।" এতে আরো বলা হয়েছে যে "এই সব বিষয় সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কাজকর্ম যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।" ১৯৬৩ সালে এস ডি পি-র বুন্ডেস্ট্যাগ ডেপুটি গুস্তাভ হাইনম্যান চ্যান্সেলর লুড-উইগ এরহার্ডের সরকারকে প্রশ্ন করেছিল যে কখন তার সরকার সংবিধানে উল্লিখিত শান্তি আইন গ্রহণ করবে। তার এই প্রশ্নে সরকার বা বুন্ডেস্ট্যাগ, কারুরই কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। এই আইন শেষ পর্যন্ত টেকে নি। সুতরাং আমাদের সমিতি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংবিধানে উল্লেখিত যে অনুচ্ছেদ এতদিন পর্যন্ত 'শূন্য প্রতিশ্রুতি'তে পর্যবসিত হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছে। বুন্ডেস্ট্যাগে প্রেরিত আমাদের খসড়ায় আমরা দাবি করেছি যে যদি সমস্যাগুলিকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার আন্ত-র্জাতিক আইনের নীতিসমূহের সাথে রাষ্ট্রের কোনো অংশের কাজকর্মের বিরোধ ঘটে তবে সেই কাজকর্মগুলিকে সংবিধান-বিরোধী বলে বিবেচনা করতে হবে।

শান্তির বিরোধী দণ্ডনীয় কাজকর্মের মধ্যে আমরা কুৎসা রটনা বা ব্যক্তিকে ও শান্তি বজায় রাখার জন্য ও রক্ষা করার জন্য কাজ করছে এমন সংগঠনগুলিকে নির্যাতন করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জমি দাবি করার জন্য প্রচার, বক্তৃতায় বা লেখায় বা চিত্রে দখলকারী যুদ্ধ বা যুদ্ধাপরাধকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা, অন্যান্য জাতি ও বর্ণের মানুষদের অবমাননা করা বা তাদের প্রতি প্রভেদমূলক আচরণ করা এবং অন্যান্য আগ্রাসী ও সামরিক কাজকর্মকে লিপিবদ্ধ করেছি।

আমাদের খসড়ায় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা ফ্যাসীবাদ-বিরোধীরা তা ভুলতে পারি না কী অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের জনগণ অর্জন করেছে। আমরা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় ও বিশ দশক ও ত্রিশ দশকের প্রথমভাগে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় সমরবাদের জঘন্য ভূমিকা প্রতিহিংসাপরায়ণতার আদর্শ ও জনগণের উপর নির্যাতন স্মরণ করি।

কিন্তু আমাদের খসড়ায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও আলোচিত হয়েছে। মস্কো ও ওয়ারশ চুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের, সর্বপ্রথম সি ডি ইউ/সি এস ইউ-এর নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের গর্জন, জি ডি আর-এর বিরুদ্ধে এফ আর জি-র অনেক গণমাধ্যম দ্বারা প্রচারিত ঘৃণা এবং আণবিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার জন্য নেতৃস্থানীয় সমরবাদীদের প্রচেষ্টা—এই সব আমরা বিপজ্জনক বলে মনে করি।

আমাদের পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করার জন্য আমরা ২৮০,০০০ ইস্তাহার ছাপিয়েছি। এগুলি আমাদের আঞ্চলিক শাখাগুলি, যুব সংগঠন ও লোকজনেরা বিলি করেছে। পাঠকরা যাতে আমাদের প্রস্তাবের সমর্থনে লেখেন তার জন্যও বলা হয়েছে। এক পক্ষকালেরও কম সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, উৎপাদন পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য ডেপুটিদের কাছ থেকে প্রস্তাবের সমর্থনে হাজারের বেশি চিঠি এসেছে। আমাদের সবচেয়ে যা সন্তুষ্ট করেছে তা হল বহু যুবকের সমর্থন।

আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুপ্রাণিত। এই পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধ প্রতিহত করার ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জনগণের ইচ্ছার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

ম্যাকস জ্যাবিস্ট
সুইস শান্তি পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য

প্রঃ সুইজারল্যাণ্ডে শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের কিছু অনুগ্রহ করে বলুন। সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা আপনাদের কাজকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

উঃ সুইজারল্যাণ্ডে শান্তির জন্য কাজ করছে এমন বারোটি বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। তাদের পরস্পরের কর্মসূচী ও কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু তাদের সবার লক্ষ্য হল সমাজ জীবন থেকে যুদ্ধকে নির্বাসিত করা। ১৯৪৭ সাল থেকে এই সব সংগঠনের অধিকাংশ সুইস শান্তি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

আমাদের সংগঠনে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে; এ সংগঠন মোটামুটি সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে; দেশের সমস্ত অংশে এর সদস্য আছে। আমাদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি আছে, বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি গীর্জার প্রতিনিধি আছে। আমাদের আমাদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি আছে। বুদ্ধিঅংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে আইনজীবীদের গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক আইনজীবীরা। সুতরাং এই সংগঠনের মধ্যে জনমতের আসল একটা অংশ প্রতিফলিত হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের শান্তি কর্মীদের দর্শনের কথা বলার সময় এটা স্মরণ করা উচিত যে দেড়শত বছর ধরে আমাদের দেশ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নাই। সুইস নাগরিকরা মনে করেন যে যুদ্ধ হল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার এক নিষ্ঠুর ও অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। পারমাণবিক যুগে যুদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করার পথ হতে পারে না এবং যারা মনে করে যে বন্দুকের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি অর্জন করা যায় তারা ভুল করছে। স্থায়ী শান্তি কেবলমাত্র পারস্পরিক আলোচনা বা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অনেক সুইস শান্তি কর্মীরা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি অর্জন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তি সৃষ্টিকারী পদ্ধতিগুলির মধ্যে এক সমান্তরাল রেখা টানা যায়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হিংসা হল একটা অপরাধ এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পদ্ধতিগুলি সাফল্যের সাথে হিংসার স্থান নিয়েছে, যখন বিরোধকারীরা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে পারে না তখন তাদের পুলিস, রাজ্যপাল, বা লোকসভার সাহায্য নিতে হয় যারা তাদের উপর তৃতীয় দলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। আমাদের মনে হয় যে যেকোনো জায়গায় শান্তি-ব্যবস্থাকে সাফল্যের সাথে কার্যকরী করতে হলে, তৃতীয় দলের আশ্রয় নিতে হবে। এই তৃতীয় দল বিরোধকারীদের উপর তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় যদি দুই পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে কোনো মীমাংসায় না আসে।

আমরা সুইস নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। আমরা আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ও এই ধরনের সংগঠনগুলির কাজকর্মের উপর ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করি। আমরা অনেক প্রতিনিধিমূলক আন্তর্জাতিক সংগঠন, সম্মেলন ও পরামর্শমূলক সভাগুলিকে আমন্ত্রণ জানাই, কারণ এরা জনগণের স্বার্থে কাজ করে। আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং সম্ভবত শান্তি আন্দোলনে আমার সহকর্মীদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে সুইজারল্যাণ্ড পৃথিবীর একটা অংশ। পৃথিবীটা যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলে আমরাও কষ্ট ভোগ করব। সুতরাং ইয়োরোপ ও সমস্ত দুনিয়ায় শান্তি ও বেঁচে থাকার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়।

সুইজারল্যাণ্ডের সর্বোত্তম স্বার্থ বুঝেই আমরা বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করি। মস্কোতে অনুষ্ঠিত শান্তিকামী শক্তিগুলির বিশ্ব মহাসম্মেলনে একটি সুইস প্রতিনিধিদল অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রঃ ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সম্মেলনের প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের শান্তি কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উঃ সুইজারল্যাণ্ডের শান্তি কর্মীরা উত্তেজনা প্রশমনকে স্বাগত জানায়; তারা ঠাণ্ডা যুদ্ধের বদলে আলোচনা চায়। সুইস শান্তি সংগঠনগুলি আশা করে যে ইয়োরোপীয় সম্মেলনের ফল শুধুমাত্র বর্তমান সীমানাগুলির স্বীকৃতি, উত্তম বাণিজ্যিক সম্পর্ক, জিনিসপত্র ও ব্যক্তি আদান-প্রদানই হবে না; বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পদ্ধতিগুলির এক নতুন ব্যবস্থাও এ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসবে।

ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি উরহো কেস্কোনেন যে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন আমি সেই আশাবাদের অংশীদার। তিনি বিশ্বাস করেন যে অদূর ভবিষ্যতে শীর্ষ স্তরে সম্মেলনের সমাপ্তি হবে। আমার মতে আগামী বছরের কোনো সময় সম্মেলনের শেষ অধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সুইজারল্যাণ্ডে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা বোধগম্য কি না। হ্যাঁ। কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যারা এ বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি বলব যে সুইস জনগণের বিরাট অংশ ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ও সমস্ত জাতির স্বার্থে একত্রে কাজ করার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী।

ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য

এরিক ভর্ট

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের একটি পর্যালোচনা

উত্তেজনা প্রশমনের গতিবেগ ইয়োরোপে শান্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এযাবৎকাল অজ্ঞাত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে যা "সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভৌগোলিক, আর্থিক, সামরিক, সামাজিক ও মতাদর্শগত মিলনের ক্ষেত্র।"(১) ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্শাই লঁ'মানিতে (সেপ্টেম্বর, ১৪, ১৯৭৩) পত্রিকায় যেভাবে উল্লেখ করেছেন "একটি নতুন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিরস্ত্রীকরণ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে শান্তির একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের সম্ভাবনা এখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে।" মার্শাই অন্য একটি সংখ্যায় (মার্চ ২২, ১৯৭৪) লিখলেন "স্বভাবতই, শান্তি একেবারে এবং সকলের জন্য অর্জিত হবে এভাবে বলা যায় না।" "এখনও উত্তেজনার অনেক **উর্বর** ক্ষেত্র রয়েছে। অপরদিকে, নিরাপত্তার সঙ্গে মূলগতভাবেই বিপরীত অস্ত্র প্রতিযোগিতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই কারণেই নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থায় শান্তির জন্য সংগ্রাম অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এই জন্যই বিপুল এবং অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছে।"

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করছে। এফ সি পি-র তাত্ত্বিক মুখপত্র—**চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম**, (মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৬৫) লিখেছে ঃ "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অগ্রগতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জাগরণ, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার শক্তিবৃদ্ধি এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের গভীর সংকট শক্তিসমূহের ভারসাম্য বদল করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা তত্ত্ব ও প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে নতুন রণকৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম উল্লেখ করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যাদের শান্তিনীতি দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত হচ্ছে, সারা বিশ্বে এবং ইয়োরোপে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে গতি", ঐ পত্রিকায় লেখা হয়, "প্রধানত সোভিয়েত কার্যাবলীর ফল।" (ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃঃ ৪৮)

ইয়োরোপীয় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টাসমূহে সাফল্যগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, জি ডি আর এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির সঙ্গে সম্পাদিত ধারাবাহিক চুক্তি ও সন্ধির উল্লেখ করেছে; (ঐ, পৃঃ ৬০)। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ইয়োরোপীয় উত্তেজনা প্রশমনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে জেনেভা ও হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন এবং ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মধ্য ইয়োরোপে পারস্পরিক অস্ত্র ও সশস্ত্রবাহিনী কমানো সম্পর্কে আলোচনা ও লক্ষ্য করেছে।(২) এবং ঐ সংবাদপত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক—**ফ্রান্স নুভেলি** উল্লেখ করেছে যে, সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে গতিশীলতায় "শুধু ঐ দুটি দেশেরই লাভ হয় নি, সমগ্র জনগণের সাধারণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও লাভ হয়েছে" (জুন, ১৮—২৪, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮)। এই প্রসঙ্গে এটা জোর দেওয়া হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার চুক্তিগুলি সমগ্র জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থেই সম্পাদিত কারণ ঐগুলি স্থায়ী শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।(৩)

এটা হল সে রকম সহযোগিতা, যা ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে, যার মধ্যে আছে ইয়োরোপের ও বিশ্বের জনগণের মধ্যে বাণিজ্যিক, আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সংযোগ। মাসিকপত্র **ইকনমি এট পলিটিক** লিখল—বামপন্থী শক্তিগুলির সাধারণ কর্মসূচীর কাঠামোর মধ্যে এফ সি পি "এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য" (১৯৭৪-এর জানুয়ারি, ৪২ পৃষ্ঠা) সংগ্রাম করবে যার মধ্যে থাকবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী **ব্যাপক** সহযোগিতা(৪), সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির(৫) সঙ্গে সর্বব্যাপক সংযোগকে উন্নত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে ঐ সংবাদপত্র ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক এবং ইয়োরোপ ও বিশ্বব্যাপী শান্তির জন্য তাদের চেষ্টা বিশ্লেষণে বেশি জায়গা দিচ্ছে। প্রবন্ধ এবং মন্তব্যগুলিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, "ফ্রান্স-সোভিয়েত বন্ধুত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা; তার চেয়েও বেশি, এটা হল বিশ্ব রাজনীতিতে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদান(৬)," যা থেকে তাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। "ফ্রান্স-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি" **ফ্রান্স নুভেলি** (জুলাই ৩০—অগস্ট ৫, ১৯৭৪, পৃঃ১৫) লিখছে "আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়", সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতাকে উন্নত করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবার আহ্বান জানিয়ে, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ফ্রান্সের আরও কার্যকরী শান্তিনীতির

---

১ **ইকনমি** এট পলিটিক, ১৯৭৩ সালের অক্টোবর, ২৩১ নং, ১০৯ পৃষ্ঠা।

২ ফ্রান্স নুভেলি, মার্চ ২৬—এপ্রিল ১, ১৯৭৪, পৃঃ ২১; চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম, এপ্রিল ১৯৭৪ পৃঃ ৯৬।

৩ **ফ্রান্স নুভেলি**, জুলাই ৯—১৫, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮ দেখুন।

৪ **ইকনমি এট পলিটিক**, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃঃ ২৭—৩২ দেখুন।

৫ চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম, মে ১৯৭৪, পৃঃ ৩৩ দেখুন।

৬ **ফ্রান্স নুভেলি**, মার্চ ৫—১১, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭।

প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। জিন কানাপা **লু'মানিতে ডিমানচে** (মার্চ ১৩—১৯, ১৯৭৪, পৃঃ-২০) পত্রিকায় লিখলেন—"এ বিষয়ে ফ্রান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একে অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, নিরস্ত্রীকরণ ও জনগণের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অবদান যোগাতে হবে।" **লু'মানিতে** (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭৪) গুরুত্ব আরোপ করে লিখল—"শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ফ্রান্সকে তার মর্যাদার সমগ্র প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত।"

একই সময়ে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এমন সব শক্তি রয়েছে যারা উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে দিতে এবং জায়মান ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইছে। একটি "ইয়োরোপীয় রাজনীতিক মোর্চা"র পরিকল্পনা রয়েছে যাকে কোনো কোনো পক্ষ নাটোর পশ্চিম ইয়োরোপীয় অনুপূরক একটি নতুন সামরিক গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করতে চাইছে। ঐ সব পরিকল্পনা বর্তমান কালের বাস্তবতা এবং ইয়োরোপের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থের জাজ্বল্যমানভাবে পরিপন্থী। এই জন্যই ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র "অছি ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা লালিত"(৭) একটি ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক মোর্চার ধারণার বিরুদ্ধেতা করছে।

ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র দাবি করে যে, জাতীয় নিরাপত্তা নির্ভর করে প্রধানত নাটোর শক্তিবৃদ্ধি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার উপর। এসব দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র তার পাঠকদের কাছে যৌক্তিকভাবে এটা প্রতিপন্ন করেছে যে নিরস্ত্রীকরণ ও উত্তেজনা প্রশমন হল ফ্রান্সের প্রকৃত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সর্বাধিক স্বার্থ সম্বলিত। **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম** (মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ-৭২) লিখছে—"এটা খুবই স্পষ্ট যে, ফ্রান্স ও ইয়োরোপের নিরাপত্তার সমস্যার একমাত্র সমাধান হল একই সঙ্গে মধ্য-ইয়োরোপে ভারসাম্য রক্ষাকারী অস্ত্র হ্রাস ও একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সমগ্র ইয়োরোপীয় সহযোগিতা।" এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ফ্রান্সকে নাটোর নিকটবর্তী করার উদ্যোগকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর বলে সমালোচনা করেছে। **লু'মানিতে** কাগজে (অগস্ট ১৫, ১৯৭৪) লেখা হয়েছে—"সাইপ্রাসের নাটক এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে—আটলান্টিক মোর্চা প্রকৃতই কী—এটা সাম্রাজ্যবাদের সেবায় উত্তেজনা ও যুদ্ধের একটি হাতিয়ার মাত্র।" **লু'মানিতে** (২২ মার্চ, ১৯৭৪) জোর দিয়ে বলেছে "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নতুন উপাদানগুলি এবং উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তির দিকে তার বিকাশ" ফ্রান্সকে আটলান্টিক চুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করবে, যে চুক্তি ঠাণ্ডা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছিল এবং এখনও তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে।"

ঘটনাক্রমে, এটা বিশেষভাবে দেখা গেল যে চীনা নেতারা "আটলান্টিক চরমপন্থীদের দলে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছেন"(৮), **লু'মানিতে ডিমানচে** (অক্টোবর ২-৮, ১৯৭৪ পৃঃ-১৮) উল্লেখ করছে, "চীনা নেতারা ইয়োরোপে মার্কিন সৈন্যদল ও নাটোকে শক্তিশালী করার পক্ষে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে এসেছেন।" পিকিং-এর নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করতে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ নীতি ও ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী পরিচালনার চেষ্টা করছেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র পিকিং-এর মহাশক্তির জাত্যভিমানী উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম** (নভেঃ ১৯৭৩, পৃঃ ৬০) লিখছে—"আমাদের পার্টি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের বক্তব্য যা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী তার নিন্দা করছে।"

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ইয়োরোপে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিপূরক রাজনীতিক উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যাভিমুখী কর্মতৎপরতাকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যাখ্যাতা ও প্রবক্তাদের নিন্দা করে সংবাদপত্রটি জোর দিয়ে বলেছে যে বেশি করে সৈন্য জমায়েত করা এবং অস্ত্রসজ্জা নিশ্চিতই শক্তির ভারসাম্য স্থায়ী করার পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, এটা উত্তেজনা প্রশমন বন্ধ করে ও অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। তখন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জ্যাক ডেনিস **ফ্রান্স ন্যুভেল** (মার্চ ২৬, ১৯৭৪ পৃঃ ২১) সংবাদপত্রে লিখলেন—"বিষয় হল 'ত্রাসের ভারসাম্যের' জায়গায় ইয়োরোপীয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন করা।" "আমাদের পার্টির আন্তর্জাতিক লক্ষ্য হল—শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন ইয়োরোপ।"(৯)

ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা একটি শান্তিপূর্ণ ইয়োরোপের জন্য সক্রিয় সংগ্রামে লিপ্ত। কমিউনিস্ট পত্রিকা ও সাময়িকীগুলি পার্টির ঐ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কাজের বিবরণ প্রকাশ করে থাকে। ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা অসংখ্য শ্রমিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে, পার্লামেন্টে বহু প্রস্তাব তারা উত্থাপন করেছে এবং তারা শান্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

একই সঙ্গে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ইয়োরোপীয় নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামকে বহুজাতিক একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে, ইয়োরোপীয় দেশগুলির গণতন্ত্র ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য গণ-সংগ্রামের সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত করার বিষয় উল্লেখ করেছে।(১০) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে শ্রেণী ও বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপন্থী এই বক্তব্যকে ঐ সংবাদপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। পক্ষান্তরে, উত্তেজনা প্রশমন পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সমাজব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ এবং একনায়কতন্ত্রী রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমনটা ঘটেছে পর্তুগাল ও গ্রীসে। **ফ্রান্স ন্যুভেল** লিখছে (সেপ্টেম্বর ২৪-৩০, ১৯৭৪, পৃঃ ২১)—"আমাদের সংগ্রাম ব্যাহত করা দূরের কথা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির জন্য আরও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।" ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি শাসক শ্রেণীগুলির "একচেটিয়াদের ইয়োরোপ" এই লক্ষ্যকে প্রতিরোধ করে তার বদলে "শ্রমজীবী জনগণের ইয়োরোপে"র কথা বলে।(১১)

আজ ইয়োরোপের শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলি উত্তেজনা প্রশমনের সংগ্রাম সংহত করা এবং "একে অপরিবর্তনীয় করার"(১২) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। অন্য দিক থেকে এ ঘটনা পশ্চিম ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।

---

৭ লু'মানিতে, ২৯, আগস্ট ১৯৭৪।
৮ **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম,** জানুঃ, ১৯৭৪, পৃঃ ৭৪।
৯ **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম,** জানুঃ ১৯৭৪, পৃঃ ৮১।
১০ **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম,** অক্টোবর, ১৯৭৪, পৃঃ ৫২-৬৫ দেখুন।
১১ **লা ন্যুভেল ক্রিটিক,** মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪-৩৬।
১২ **চেহিয়ার্স ডু কমিউনিজম,** সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ১১১।

নতুন পথের অনুসন্ধান ও নীতির প্রতি আনুগত্য
আমাদের সময়ের মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি

ইব নরলুন্দ
ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী
কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

ডেনমার্কের সম্প্রতি কয়েক বছরের ঘটনাবলী বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ধর্মঘটের অভ্যুত্থান, বারোয়ারি বাজারে প্রবেশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন, নির্বাচনী শক্তি-সমূহের সমাবেশের বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এবং কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষণীয় অগ্রগতি কিছু লোককে এমন কি হতচকিত করে দিয়েছে। কারণ, একটা "আদর্শ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র", "সামাজিক শান্তি" এবং রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল দেশ বলে, আর ড্যানিশ রাজ্যে সব ঠিক হ্যায় বলে যে ঢাকঢোল পেটানো হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ঘটনা-বলীর মিল থাকছে না। পুঁজিবাদের অধীনে শ্রেণীসংগ্রাম অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এ প্রচার করে আসছে। কিন্তু ঘটনাসমূহ বিপরীতটাই প্রমাণ করছে।

স্বাভাবিকভাবেই কারণগুলি বিষয়গত। কিন্তু এগুলি এটা প্রমাণ করে যে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সবচেয়ে অগ্রবর্তী অংশ, কমিউনিস্ট পার্টি, একচেটিয়ার বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে লড়াইকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করতে পারে। রাজনৈতিকভাবে নতুন সমস্যাগুলিতে যথা-যথ সাড়া দেওয়া সমকালীন প্রশ্নের সমাধান খুঁজে বের করা এবং একই সঙ্গে মৌলিক কর্মসূচীগত লাইন অনুসরণ করা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রমাণ করার মতো বহু উদাহরণ রয়েছে। পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকট একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে। ষাটের দশকের প্রথমদিকে অস্থায়ী উৎপাদনের আকস্মিক বৃদ্ধি চিরকালের মতো সংকটের অবসান ঘটিয়েছে, এই রঙগীন ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও এই সংকট ডেনমার্কের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রকে বিকল করে দিয়েছে। সম্প্রতি অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে আবর্তনশীল সংকট তাদের দুর্বল "অংশীদার" ডেনমার্কের পক্ষে বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। স্থায়িত্বের ভ্রান্তধারণা বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল বলে এর পঙ্গুকারী প্রভাব আরও বেড়ে গিয়েছে। ফলত দেশ একটা প্রায় স্থায়ী রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও রয়েছে। ক্ষমতাসীনদের নীতি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত থাকার দরুন যে কোনো মুহূর্তে আমরা নতুন নির্বাচন এবং সরকার পরিবর্তন আশা করতে পারি।

বাণিজ্যিক লেনদেন-এর এমন ঘাটতি যা ১৯৭৪ সালে সাত বা আট বিলিয়ান ক্রাউনের মত হবে, আগে কখনও হয় নি। আর মুদ্রাস্ফীতি এড়াতে যেয়ে জিনিসের গড় দাম বেড়েছে ১৫ শতাংশ। জমি এবং স্থাবর সম্পত্তির দাম অনুরূপভাবে মাসিক প্রায় দশ বিলিয়ান ক্রাউন করে বেড়ে চলেছে। রেহানের হার ১৭-১৮ শতাংশ বেড়েছে। কর এক দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গড় আয়ের অর্ধেক গ্রাস করছে। এর উপর রয়েছে বর্ধিত মূল্যের ১৫ শতাংশ কর, সম্ভবত এটা শীঘ্রই আরও বাড়বে। বাড়িভাড়া বাড়ছে এবং নতুন বাসগৃহের ক্ষেত্রে শ্রমিকের আয়ের এক তৃতীয়াংশ গ্রাস করছে। সংকট প্রমাণিত হচ্ছে মন্দা এবং শিল্প উদ্যোগগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে। এ ঘটনা স্পষ্টতই বেকারি বাড়িয়েছে; ফলে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে শীতকালে ১০ শতাংশ বেকার হবে। এমন কি কম করে দেখানো সরকারি হিসেবেও দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত মজুরি বেশ কিছু নেমে যাবে।

বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই প্রক্রিয়ার আরও অবনতিকে রোধ করা যায় কিন্তু সরকার এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণ করছে। সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ পাহারা দিচ্ছে এবং তাদের ভর্তুকী দিচ্ছে এবং বিশেষ করে জনকল্যাণ, শিক্ষা ও গৃহ নির্মাণ খাতে ব্যয় কমিয়ে দিচ্ছে। এ নীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে বাঁধা মজুরি বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করছে ও তাঁদের "আয় নীতি" যার পরিণাম বহু শ্রমিক পরিবারের কাছে মারাত্মক তা মেনে নেওয়ার জন্য জোর দিচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিকে রক্ষা ও স্থায়ী করার আশায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দেশের পশ্চিমী বারোয়ারি বাজারের সঙ্গে জড়িয়েছে কিন্তু তাদের নীতি কোনো রকমেরই ঈপ্সিত ফল প্রসব করে নি। ডেনমার্কের বারোয়ারি বাজারে প্রবেশের (১ জানুয়ারি, ১৯৭৩) পর থেকে সংকট আরও তীব্র হয়েছে। আন্তর্জাতিক ই ই সি সমিতিগুলি যে ব্যবস্থা নিলে বাইরের সংকট থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলির আঘাতকে কিছুটা প্রতিহত করতে পারত, তা করতে বাধা দিয়েছে। গোষ্ঠীর মধ্যেকার যে অর্থনৈতিক আলোড়ন অসুবিধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে তা ডেনমার্কের ঘাড়েও চেপেছে।

ই ই সি-র ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা মোড় বিশেষ। গণভোট (সার্ব-ভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন বিষয়ে সংবিধানে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা আছে) জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে সজাগ করেছিল, যাঁরা বুঝেছিলেন ড্যানিশ সমাজে "টাকার

আমাদের কালের মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক যে আলোচনা চলছে তার একটি আলোচনা। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির জন্য ডব্লিউ এম আর-এর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর সংখ্যা দেখুন।

জোর" "জনগণের ক্ষমতার" বিরুদ্ধাচরণ করছে। ই ই সিতে প্রবেশের জন্য "টাকার জোর"কে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি অমার্জিতভাবে ও কম প্রচ্ছন্নভাবে সমাজের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়েছিল। প্রবেশের জন্য বেশি সংখ্যক লোক ভোট দিলেও এই প্রবেশের ফলে বারোয়ারী বাজারের উপর তারা যে আশা পোষণ করেছিল তার অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল। ই ই সি-র পক্ষে ব্যয়বহুল প্রচারের আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত চরিত্র খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।

অর্থনীতিতে এই কাজের প্রভাব পড়ল এবং ডেনমার্কের রাজনৈতিক এবং সামরিক স্বাধীনতা সম্পর্কে আরো সংশয়ের সৃষ্টি হল। ফলে বিশ্বাসের সংশয় আরও তীব্র হল এবং ই ই সি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আন্দোলন আরো বেড়ে গেল। অগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জনগণের একটা বিরাট অংশ প্রগতির জন্য নতুন পথের অনুসন্ধান করছে। কেউ কেউ এটা করছে অসংগঠিতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে। আর অনেকে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃহৎ পুঁজিকে দৃঢ় প্রতিরোধ করছে।

জনগণের পরিবর্তিত মেজাজ ১৯৭৩ সালের পার্লামেণ্টীয় নির্বাচনে নাড়া দিল। পুরনো ফোকেটিং-এর পার্টিগুলি বেশ কিছুসংখ্যক আসন হারাল। নতুন পার্টি গজিয়ে উঠল। প্রধানত বর্তমান অবস্থার সমালোচনা করে তারা কিছুটা সাফল্য অর্জন করল, তবে সেই সঙ্গে তারা গণচেতনার পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কাজে লাগাল। যে অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী আইনের বাধা বহু বছর আমাদের পার্লামেন্টে প্রবেশ রোধ করে রেখেছিল তা অতিক্রম করে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববর্তী নির্বাচনের তিনগুণ ভোট পেয়ে ছটি আসন লাভ করল।

নির্বাচনে পরাজিত পার্টিগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুটি সংস্কারবাদী পার্টি—সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং সোশালিস্ট পিপলস পার্টি। এই পার্টি দুটি আগে ফোকেটিং-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

কমিউনিস্টরা ১,১০,০০০ ভোট অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের ৩.৬ শতাংশ পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ ফলাফল চমকপ্রদ নয়। আর বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা এ ঘটনায় সান্ত্বনা খুঁজছে। খুব শীঘ্রই তাদের ভুল স্বীকার করতে হবে। কারণ হচ্ছে অগণতান্ত্রিক আইনের উপর কমিউনিস্টদের জয়। এই নির্বাচনী আইন ছোট পার্টিগুলি থেকে ডেপুটি নির্বাচিত করার বেলা এবং কমিউনিস্টদের ডেনমার্কের রাজনৈতিক দৃশ্যে অবতীর্ণ হবার বেলা সর্বক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। নির্বাচনের পর থেকে কমিউনিস্ট প্রভাব বেশ কিছুটা বেড়েছে। এটা দেখা গেছে ১৯৭৪ সালের আঞ্চলিক নির্বাচনগুলিতে, বিশেষ করে কোপেনহেগেনে কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় কাউকে স্থান করতে দেয় নি। জনমতের ভোট এবং অন্যান্য চিহ্ন পৌর নির্বাচনের পর আরও প্রভাব বৃদ্ধি সূচিত করছে।

আমাদের সাফল্যের পরিমাপ করতে হবে বিগত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৫৮ সালে শোধনবাদীরা পার্টি ভাঙে (ফলে পার্টি পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব হারায়) এবং সোশ্যালিস্ট পিপল্‌স পার্টি গঠন করে। ১৯৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি শক্তি অর্জন করার সময় নয়া শোধনবাদী ভাবধারা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা ছিল। কমিউনিস্টরা শীঘ্রই তাদের প্রভাব হারাবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছিল। জনগণের যে অংশের শোধনবাদ সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট তাদের মধ্যে এ রকম প্রচার ফলপ্রসূ হয়েছে। হয় নতুন শোধনবাদী ধারাকে মেনে নাও এবং তার সঙ্গে মিশে যেয়ে আশু সুবিধাগুলি অর্জন কর না হয় মার্কসবাদ লেনিনবাদের নীতিতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও—এই দুইয়ের মধ্যে পার্টিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তখন এর অর্থ ছিল একদিকে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা এবং অপরদিকে যে শোধনবাদীরা "স্বাধীনতার" বুলি আউড়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি লুকোবার চেষ্টা করছিল, তাদের সোভিয়েত-বিরোধিতার, এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নেওয়া। সংক্ষেপে এটা ছিল পার্টির জীব-মরণের প্রশ্ন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি এর আনুগত্যের সমস্যা। একদিকে পার্টি গড়ার লেনিনবাদী নীতি এবং অপরদিকে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে অস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে এক আকারবিহীন রাজনৈতিক সংগঠনে ছড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়া আদর্শের কাছে বিকিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার এ ছিল এক সমস্যা।

ডেনমার্কের কমিউনিস্টরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং পার্টি জীবনের লেনিনীয় নীতিকে দৃঢ়ভাবে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা জানতেন যে সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যা দেখা দেবে তবুও তাঁরা এটা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এটাও জানতেন যে তাঁদের সিদ্ধান্ত পার্টি কাজকর্মে শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামে শীঘ্রই শক্তি ও দৃঢ়তা যোগাবে। অন্য কোনো পথ এটা নিশ্চিত করতে পারত না। ঘটনাবলী প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে এই অবস্থান গ্রহণ ঠিকই হয়েছিল।

নীতিগুলিকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা সঙ্কীর্ণতাবাদ নয়; যদিও কেউ কেউ সে রকম মত পোষণ করে থাকেন। অপরপক্ষে শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে পার্টি নীতির দৃঢ়তা প্রয়োজনীয় ছিল এবং চূড়ান্ত ছিল। সবার আগে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে পক্ষে আনার কাজ শুরু করল। পুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে দৈনন্দিন লড়াইতে শ্রমিকদের শক্তি বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শিল্প সংস্থাগুলিতে লড়াই এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন নির্ভরযোগ্য স্থান অধিকার করলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত পার্টি রাজনৈতিক নির্বাচনে কোনো সাফল্য দেখাতে পারে নি।

যখন ডেনমার্কের ই ই সিতে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম অগ্রাধিকার পেল তখন কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় সকল পার্টিগুলিকে নিয়ে একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফ্রন্টের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্টরাই হল সবচেয়ে সক্রিয় ও জঙ্গী অংশ। যুক্ত কার্যক্রমের মর্ম ও ভিত্তি সম্পর্কে পার্টির জ্ঞান আন্দোলনকে উপকৃত করেছিল এবং কমিউনিস্টরা প্রায় ফ্রন্টেই ঐক্যের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কমিউনিস্ট নীতি শ্রদ্ধা অর্জন করেছে এবং এতদিন কমিউনিস্ট-বিরোধী যে কুসংস্কার বিরাজ করছিল তাকে দূর করতে সাহায্য করেছে। এটা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল কারণ পার্টি নিজের নীতি এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে অবিচ্ছেদ্য নীতির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শামিল হয়েছিল একটা স্বতন্ত্র সংগঠিত শক্তি হিসেবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও জনতার সংগ্রামের চাপ যতই বাড়তে লাগল ততই শ্রমিক ও বাম আন্দোলনে সুবিধাবাদী ঝোঁক তাদের দেউলিয়াপনা প্রমাণ করতে লাগল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংস্কারবাদী নীতি তাদের জড়ত্বের শেষ সীমায় নিয়ে ফেলল। "বাম" সঙ্কীর্ণতাবাদী ঝোঁক যেটা এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল তার নিষ্ফলতাও প্রমাণিত হল। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির আকর্ষণী শক্তি বাড়ল। জনতা আরও স্পষ্ট দেখতে পেল যে এর নীতি বৈপ্লবিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানে

সমৃদ্ধ। তারা দেখল যে পার্টি সংগ্রামের অর্জিত স্তর সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে ঘটনাসমূহে হস্তক্ষেপ করে। এই নীতিই যারা পরিবর্তনের পথ খুঁজছিল বিশেষ করে সেই যুব সম্প্রদায়ের মনঃপূত হল।

এজন্যই ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস (জানুয়ারি, ১৯৭৩) এত সফল হয়েছিল। এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল একচেটিয়া-বিরোধী নীতি প্রণয়ন করে শ্রমিকশ্রেণী, জনগণ ও যুবদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে, এগিয়ে যাবার পথ দেখানো। এই লক্ষ্যে পার্টি পেঁছাতে পেরেছিল কারণ পার্টি তার রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিল এবং এর সাংগঠনিক কাঠামোতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসৃত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর-এর নির্বাচনগুলির সাফল্যই ছিল প্রথম বাস্তব প্রমাণ যে পার্টির নীতি সঠিক।

লিবারেল পার্টি মাত্র ১২ শতাংশ ভোট পেয়েও নির্বাচনের পরে অত্যন্ত জটিল আলোচনা ও নেপথ্যে ঘুঁটি চালাচালি করে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সরকার গঠন করল। সোশ্যাল ডেমোক্রাট যারা বিপর্যয় সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পার্টি ছিল, কমিউনিস্টরা একটি সরকার গঠন করে নতুন নীতি চালু করার জন্য তাদের পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তা করতে অস্বীকার করল।

লিবারেল সরকার বৃহৎ পুঁজির শ্রেণী-স্বার্থের অনুকূল নীতি গ্রহণে কালক্ষেপ করল না। এর প্রথম পদক্ষেপগুলি হল মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা এবং বড় জমির মালিকদের কর কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু সংখ্যালঘুদলের সরকার বলে লিবারেলরা অন্যান্য দলের সমর্থন আদায় করার জন্য কিছু কায়দা নিতে বাধ্য হল। সরকার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে "চুক্তি" করার জন্য দিশেহারা হয়ে গেল। কারণ সে আশা করেছিল যে এটা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধকে ঠাণ্ডা করে দেবে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তাদের শোচনীয় নির্বাচনী বিপর্যয় থেকে (আগের নির্বাচনে ৩৯ শতাংশ ভোট থেকে এবারকার নির্বাচনে ২৫ শতাংশ ভোটে কমে গেছে) শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হল এবং সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ালো। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের অনুকূলে সরকার-এর কতকগুলি অর্থনৈতিক পদক্ষেপকে তারা সমর্থন জানাল।

কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীকে এই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাড়াতে আহ্বান জানাল। তারা বলল একমাত্র দক্ষিণপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেই সাফল্য অর্জন সম্ভব। তারা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রখল। তা নিয়ে আজ পার্লামেন্ট ও জনগণ উভয়ের মধ্যে, কারখানায়, শ্রমিকশ্রেণী ও যুব সমাজের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কত ভালোভাবে জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে পার্টি তার পথ দেখিয়েছে। এর একটা ফল হল এই যে বেশি সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধিদল পার্লামেন্টে স্বীকৃত দলগুলির কাছে তাদের বক্তব্য রাখবার জন্য যোগাযোগ করছে। আগে এ রকম প্রতিনিধিদলগুলি তাদের বক্তব্য রাখলে তাকে আমল দেওয়া হত না। পার্লামেন্টে কমিউনিস্টরা যাওয়ার পর অপর দলের প্রতিনিধিরাও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যাগুলি আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে।

জনগণের সংগ্রামের ক্রমবর্ধমন জোয়ার সম্পর্কে সচেতন হয়ে, ঐক্যের প্রক্রিয়ায় বিভেদ আনবার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্ব "কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা" তাদের এই অতি পুরানো কায়দা গ্রহণ করল। কিন্তু তারা হিসেবে ভুল করেছিল। সরকারের নীতিতে অসন্তুষ্ট শ্রমিকশ্রেণী বিভেদ আনতে নারাজ হল। পূর্বোক্ত স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা আর এক দফা বেশ কিছু শক্তি হারাবার পর পার্টি নেতৃত্ব টের পেল পুরানো পদ্ধতিগুলি অকেজো হয়ে গেছে।

সরকারের পদক্ষেপগুলি, যার পেছনে তার নীরব সমর্থনকারী অংশীদারদেরও সমর্থন ছিল, তারা সঙ্কট থামতে পারল না। তীব্র অর্থনৈতিক অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে পড়ে ই ই সি থেকে সাহায্য পাবার চেষ্টাও নিষ্ফল প্রমাণিত হল। "ভোগ নিয়ন্ত্রণ" এবং বন্টন কমাবার, বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষার বরাদ্দ কমাবার সরকারি প্রস্তাব শ্রমিকশ্রেণী ও যুবকদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের একটা ঢেউ দেশের উপর দিয়ে চলে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতৃত্ব তার আপস নীতি চালিয়ে যেতে সাহস পেল না বটে তবে গণ-প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাকে সাড়াও দিল না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত দক্ষিণ ঘেঁষা সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সাধারণ কর্মীদের কাছে এক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ল।

সরকার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সহায়তা নিয়ে তার শ্রমিক-বিরোধী নীতি বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এই চুক্তি যাকে লোকে বলে "কালো চুক্তি", তা এক নতুন গণ-প্রতিবাদের ঢেউ তুলল। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটি গোষ্ঠী প্রতিবাদ মিছিল ডাকার উদ্যোগ নিল। শ্রমিকেরা বেরিয়ে পড়ল। সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং একটা নতুন নীতি গ্রহণের দাবিতে তারা পার্লামেন্টের সামনে এবং সারাদেশ জুড়ে সপ্তাহব্যাপী অভূতপূর্ব আকারের শোভাযাত্রা করল। মে মাসের ঘটনাবলী শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত সংগ্রামের শক্তি প্রমণ করল।

ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রাম উভয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্র করেছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা নতুন নীতির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আরম্ভ করেছে এটা উপলব্ধি করে যে ঐক্যের জন্য কমিউনিস্টদের আহ্বান আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না। নেতারা কিন্তু একথা স্বীকার করতে চাইছে না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা গৃহ নির্মাণ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করেছে এবং একাজ পার্টির ভিতরের মতবিরোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বুর্জোয়া পার্টিগুলি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের উপর এমন সব বিষয়ে সমঝোতা করার জন্য চাপ দিচ্ছে যেগুলির সঙ্গে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যের মারাত্মক বিরোধ। সোশ্যালিস্ট পিপল্‌স পার্টির নেতৃত্ব পরিকল্পিতভাবে রচিত নয়া সংস্কারবাদী "কর্মসূচীগুলিকে" উপস্থাপিত করে এবং অন্যদিকে "বাম" সঙ্কীর্ণতাবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিরোধিতার ভিত্তিতে সমঝোতা করতে চায়। উভয় পার্টিই দাবি করে যে ধনতন্ত্রের সৃষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র" নামক এক ব্যবস্থা দ্বারা। ধারণাটা এই রকম যে কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা সমস্ত রকমের মজুর ও বেতনভুক কর্মচারীদের উপর কর বসিয়ে পুঁজি জড়ো করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এর ফল হবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিকে শক্তিশালী করা।

কমিউনিস্টদের নীতির লক্ষ্য হল একচেটিয়া-বিরোধী শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে উৎসাহিত করা এবং সাফল্য অর্জনের নতুন পথ খুঁজে বের করা। শ্রমিকশ্রেণী এটাই চায়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত "বৃহৎ পুঁজিপতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য"

ইস্তেহার-এর রাজনৈতিক পথনির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রধান কাজ হল শ্রমজীবী জনতার স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে ঐক্য স্থাপন করা। শ্রমজীবী মানুষের উপর সঙ্কটের বোঝা লাঘব করার জন্য এবং ক্ষমতা লাভের সংগ্রামে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিউনিস্টরা প্রস্তাব করেছে। বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব কর্মসূচী তারা প্রকাশ্য আলোচনার জন্য রেখেছে। শ্রমিকশ্রেণীর দাবি ও সরকারের নীতিগুলির প্রকৃত বিকল্প নীতি প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হল সংগ্রামকে বাড়িয়ে নেওয়ার

সম্মেলন এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অভূতপূর্ব গণউৎসাহ সৃষ্টি করেছে। অনেকে আমাদের সংগ্রামের কর্মসূচীকে—"অর্থনৈতিকভাবে অসমর্থনযোগ্য প্রদর্শনীয় বস্তু" বলে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপে যত তীব্র আকার ধারণ করবে তত জনগণের ব্যাপকতর অংশ বুঝতে পারবে যে একমাত্র শ্রমজীবী জনতার মৌলিক দাবি নিয়ে একনিষ্ঠ সংগ্রামই জাতীয় অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে পারে।

সম্মেলন পার্টি কর্মবাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। এ না হলে বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। আমাদের শত্রুরা আশা করেছিল যে পার্টিতে নতুন বিশেষ করে যুবকদের সমাগম বিশৃঙ্খলা ও দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করবে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের সম্মেলন পার্টি ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নতুন সাফল্য অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা নতুন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হচ্ছি। এই সমস্যাগুলির অন্যতম হল মতাদর্শগত সংহতি বৃদ্ধি করা। এটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে পার্টি যে সময় যে জরুরী সমস্যা দেখা দেয় তাতে ঠিকমতো এবং সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে পারে যদি পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভালোভাবে আয়ত্ত করে, এর নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে এবং সব রকমের সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরোধিতা করে। এজন্যই সম্মেলন পার্টি সভ্যদের জন্য ব্যাপক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বভাবতই এর জন্য অধিকতর শক্তিশালী এবং ভালো পার্টি দরকার। এটাও সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। এ বছরের একটার পর একটা ঘটনায় অন্য পার্টিগুলির সংগঠনের অভাব এবং সঙ্কীর্ণতাবাদীদের ফাঁকা আলঙ্কারিক বক্তব্যের জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টি তার সজীব ও স্বাধীন সংগঠন নিয়ে সাধারণ সংগ্রামের আশু কর্মসূচী পূরণে এবং গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অভিজ্ঞতা আবার প্রমাণ করল যে পার্টি সংগঠনকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির উপর অবশ্যই স্থাপিত হতে হবে।

বর্তমান সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে পরিণত করার উপায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামে এর স্থান নির্ণয় করার প্রতি সম্মেলন বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কমিউনিস্টরা তাদের প্রতিদিনের কঠিন প্রচেষ্টাকে এক দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সাধনের এক অবদান বলে মনে করে এবং এটাই তাদের জটিল কর্মসূচীকে সম্পন্ন করার শক্তি ও সামর্থ্য যুগিয়ে থাকে। অল্প বয়সীদের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে আকর্ষিত হয়েছেন তাঁদের এটা বিশেষ করে বোঝা দরকার।

বহু দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা এবং সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় নির্ধারণ করে থাকে। অবস্থার উপর নির্ভর করে এই সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ নেয় বা নিতে পারে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতাও রয়েছে যা মৌলিক ও অপরাপর দেশে জানবার ও বুঝবার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি মৌলিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলিকে অনুমোদন করে আর সেগুলিকে বিশেষ অবস্থায় কার্যকর করার মতো উপযুক্ত করে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ডেনমার্কের কমিউনিস্টরা এ মত পোষণ করেন যে তাঁদের কাজ ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন আমাদের পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল কিন্তু পার্টি এটা দৃঢ়ভাবে বুঝেছিল যে একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হতে পারে। এই উপলব্ধির ফলেই পার্টি তার মাটি ধরে রাখতে পেরেছিল। আমাদের প্রতিপক্ষ যা-ই বলুক না কেন, কেবলমাত্র এই ধরনের পার্টিই, কমিউনিস্টদের কাছেই শুধু নয়, সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের কাছেও ভবিষ্যৎ বিজয় ও সাফল্য অর্জন করার পথ প্রস্তুত করতে পারে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবেশে আমাদের স্থান করে নেওয়ার জন্য আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি পরিত্যাগ করে, পার্টিকে একটা আকারবিহীন সংগঠনে পরিণত করে এবং কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে সাধারণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রলোভনে বশীভূত হতে পারতাম। যারা একাজ করেছে তাদের মতো দুর্দশা এড়িয়ে গেছি। আদর্শগত ঐক্য ও কর্মীদের সংগ্রামী শক্তি তৈরি করার জন্য আমাদের পার্টি নতুন সুযোগকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে এমন শক্তিগুলিকে জড়ো করতে পেরেছে।

এই অবস্থান আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে শক্তিশালী করার ইচ্ছার বিরোধী নয়। বিপরীতক্রমে খাঁটি-জঙ্গী-ঐক্য অর্জনের এটা একটা পূর্বশর্ত। গোঁড়ামির বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং কমিউনিস্ট আদর্শগুলির জন্য অবিরাম সংগঠিত সংগ্রাম একটি জীবন্ত পার্টি গড়তে সাহায্য করে।

অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে এটা শুধুমাত্র সম্ভব যখন আদর্শগত নীতিগুলির প্রতি নিষ্ঠা এবং পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোকে সংহত করার জন্য লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয় যায়। দ্ব্যর্থবোধক বিবৃতি, ধোঁয়াটে ধারণা এবং অনিশ্চিত লড়াই করে এটা অর্জন করা যায় না।

আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় আজ আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা বেড়েছে। এটাই ডেনমার্কের কমিউনিস্টদের তাদের কাজ চালিয়ে যেতে শক্তি যোগায়, আশাবাদে উদ্বুদ্ধ করে এবং এবং অনিশ্চিত লড়াই করে এটা অর্জন করা যায় না। তাদের জঙ্গীভাব বৃদ্ধি করতে সহায্য করে।

বিপ্লবের সামরিক বাহিনী গড়ার কাজে বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা

ইতিহাসের পাতা থেকে

ৎসোলা দ্রাগোইচেভা
সি সি, বি সি পি-এর পলিটব্যুরো সদস্য

বিপ্লবী সংগ্রামের রূপসমূহ আয়ত্ত করা, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হবার জন্য রণ-কৌশলাদির পরিবর্তন করা, যাতে তাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির চেষ্টা ব্যাহত করা যায় এবং তাকে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবের পক্ষে আনা যায় সেজন্য সামরিক বাহিনীতে কাজ করা—এসব সমস্যা সর্বদাই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। জয় এবং পরাজয়ের সময়েও বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এবিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিপ্লবী রণনীতির একটি উপাদানরূপে সামরিক বাহিনীতে কাজ করার তাৎপর্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের আগে বুলগারীয় সোশ্যাল ডেমক্রাটিক লেবার পার্টির (তেসনিয়াক সোশ্যালিস্টদের) নীতি, যুদ্ধ এবং সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এদের মতামত এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, অর্থনৈতিকভাবে বুলগারিয়া একটি পশ্চাৎপদ দেশ, যার প্রলেতারিয়েত একটি সংখ্যালঘু শ্রেণী, কাজেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুলগারিয়ার আসন্ন এমনকি নিকট ভবিষ্যতের লক্ষ্যও নয়। একথা ঠিক, পার্টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিল এবং সামরিক বাহিনীতে কাজও করেছিল, কিন্তু বলশেভিক ধরনে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে তা অসমর্থ হয় এবং ক্ষমতা অর্জনের প্রতি তার লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে পার্টি নেতৃত্ব বুলগারিয়ার বুর্জোয়া সরকারগুলির জাতিয়তাবাদী ও যুদ্ধবাজ নীতিসমূহের বিরুদ্ধে পার্টি-কর্মীদের প্রচারাভিযানকে সমর্থন করেন নি। বলকান যুদ্ধে (১৯১২-১৩) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগারিয়াকে জড়াবার বিপক্ষে তাঁরা সামরিক বাহিনীতে প্রতিরোধ গড়েন নি অথবা সমরিক বাহিনীতে ঘটে যাওয়া বিদ্রোহগুলিতে নেতৃত্বও দেন নি। সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন বহুলাংশে প্রচারের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

রুশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর এবং বিশেষভাবে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর আরও ঘনঘন বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তেসনিয়াক সোশ্যালিস্ট এবং রিজার্ভ অফিসারদের দ্বারা সেগুলি পরিচালিত হত, আর সেগুলির সংখ্যাও কম ছিল না। পার্টির সাংগঠনিক প্রয়াস এবং রুশিয়ার সৈনিকদের কমিটিগুলোর প্রভাবের ফলে কোম্পানি থেকে শুরু করে রেজিমেন্ট পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়েই গঠিত হয় সৈনিকদের কমিটি। কিন্তু সেগুলিতে কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। (রুশিয়ার পর) ১৯১৮ সালের বিদ্রোহই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার প্রথম চেষ্টা। তেসনিয়াক সোশ্যালিস্টরাই বিদ্রোহের প্রেরণার জন্য বহুলাংশে ছিলেন দায়ী। কিন্তু তাঁরা সামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করেন নি এবং তাকে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। তার ব্যর্থতার জন্য এটাও ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

পার্টির ১৯১৯ সালের কংগ্রেস, যা ছিল বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস, তা বুলগারিয়াতে প্রলেতারীয় বিপ্লবকেই আসন্ন লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছিল। কংগ্রেসের নীতি-সংক্রান্ত ঘোষণায় পার্টিকে "গণমিছিল এবং রাজনৈতিক ধর্মঘট থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পর্যন্ত" বিপ্লবী সংগ্রামের সমস্ত সম্ভাব্য উপায়কে কাজে লাগাবার জোরালো আহ্বান জানানো হয়েছিল। সমস্ত বৈধ উপায়কে সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অবৈধ সামরিক সংগঠন গড়তে আরম্ভ করে এবং সামরিক বাহিনীতে তার বিপ্লবী তৎপরতা তীব্র করে তোলে।

কেন্দ্রীয় কমিটি দেশ জুড়ে অবৈধ সামরিক সংস্থা গড়া, জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করা, শত্রু শিবিরের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা, এবং সামরিক বাহিনী ও রিজার্ভ বাহিনী-গুলিতে কাজকর্ম চালাবার জন্য একটি সর্বোচ্চ বিপ্লবী সামরিক কলেজিয়াম নিযুক্ত করে। কলেজিয়াম সংগঠন ও সমাবেশ ঘটাবার জন্য একটি কমিশন এবং অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দা-গিরি ও সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জন্য কতকগুলি কমিশন গঠন করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এসব কাজের তদারক করতেন এবং কলেজিয়ামের সিদ্ধান্তগুলি ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ। স্থানীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য বড় বড় শহর এবং জেলা কেন্দ্রগুলিতে তিনজনকে নিয়ে একটি করে সামরিক কমিশন গঠিত হত, যেগুলি তাদের কজকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটির কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকত।

মূল সামরিক ইউনিট ছিল স্থানীয় (বৈধ) পার্টি শাখা-গুলির সযত্নে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত লড়াকু গ্রুপ। এভাবেই গড়া হয়েছিল একটি নমনীয় এবং আপেক্ষিকভাবে অপরাজেয় একটি ব্যবস্থা। লড়াকু গ্রুপগুলি সচরাচর বসতিপূর্ণ অঞ্চলেই গঠিত হত, যাতে গণ-অভ্যুত্থানের আগে এবং সমসময়ে সেগুলিকে দ্রুত সমবেত করে বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর স্কোয়াড, প্লেটুন ও কোম্পানিসমূহে সংগঠিত করা যায়। পার্টি সদস্যদের তাদের হেফাজতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আছে সেগুলির ব্যবহার এবং শহরাঞ্চলের যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করা হত এবং ট্রেনিং সম্পর্কিত সতর্কবাণী ও পরীক্ষামূলক সমাবেশ সংগঠিত হত। সংক্ষেপে আসন্ন গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমাদের বাহিনীগুলি যাতে প্রস্তুত থাকে সেজন্য সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করা হয়েছিল।

সামরিক সংগঠন দূরবর্তী স্থানে বিভিন্ন আধারে সযত্নে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রের মজুত গড়ে তুলেছিল। সরকারী অস্ত্রাগারাদিতে হানা দিয়ে এবং গোপনে বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। মোটর বোটের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র আনা ছিল আমদানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি সরকারী অস্ত্রাগারগুলির উপর সতর্ক প্রহরা রাখত, অভ্যুত্থান যখনই আরম্ভ হবে তখনই সেগুলি দখল করে বিপ্লবী জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে।

পার্টি এই সূত্রের ভিত্তিতেই কাজ করছিল যে,শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সফল করতে হলে প্রলেতারিয়েতকে তার প্রতিপক্ষের সমস্ত সবল ও দুর্বল বিষয়গুলি সম্পর্কে, তার অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশলাদি, এবং যা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল তার সামরিক বাহিনী ও পুলিস বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানলাভ করতেই হবে। এসব তথ্য জানার জন্য সামরিক সংস্থা একটি গোয়েন্দার জাল বিস্তার করে যা সরকারী বিভাগগুলি ও ফাসিস্ত সংস্থাগুলিতে গুপ্তচর রাখত এবং সর্বদাই শত্রুর চেয়ে থাকত এক পা এগিয়ে।

লেনিনের সেই সিদ্ধান্ত যে, "সামরিক বাহিনীকে বিশৃঙ্খল না-করে একটি মহাবিপ্লবও ঘটে নি, কোনোকালেই ঘটতে পারে না" (রচনাবলী, ২৮তম খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ) তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে পার্টি সামরিক বাহিনীর জওয়ান এবং অফিসারদের একাংশের মধ্যেও বিপ্লবী কাজকর্মে যথেষ্ট মনোনিবেশ করে। জওয়ান, নন-কমিশনড অফিসার ও অফিসারদের নিয়ে গঠিত গোপন কমিউনিস্ট সেলগুলি গড়ে উঠতে থাকে। সেগুলির কাজ ছিল পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করা, নতুন সমর্থক সংগ্রহ করা, আভ্যন্তরিক খোঁজখবর সরবরাহ করা এবং পার্টিকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে সাহায্য করা। কিন্তু সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল অভ্যুত্থানকালে সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলিকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত করা, অথবা তা অসম্ভব প্রমাণিত হলে সেগুলিতে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করা।

বৈধ ও গোপন পত্রপত্রিকাগুলিতে পরিচালিত মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের প্রচার ও সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের তাৎপর্য দেখাতে এবং পার্টির পলিসি প্রাঞ্জল করতে বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৈধভাবে প্রকাশিত **জনগণের সামরিক বাহিনী** পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অত্যন্ত কঠিন দিনগুলিতেও পার্টি প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করে সেগুলি বিলি করতে—যেগুলি পার্টি এবং তার যুবসংগঠনগুলিকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করত।

সামরিক সংস্থা যে ওয়ারাংগেল বাহিনী ক্রিমিয়াতে পরাস্ত হবার পর বুলগারিয়াতে পালিয়ে এসেছিল তার ভাঙনে সাহায্য করে সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের প্রত্যাবর্তনের আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল এবং ফাশিস্তদের বহু ষড়যন্ত্র ফাঁস করে সেগুলিকে বানচাল করেছিল। যে গণভবনে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টি সংবাদপত্র **রাবোৎনিচেস্কি ভেস্তনিক** অবস্থিত তার এবং পার্টির ক্লাবগুলি, বইয়ের দোকানগুলি, মিছিল, সভা এবং নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বও তারই ছিল।

এই বহুরূপের কর্মতৎপরতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে পার্টি অবৈধ সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ আয়ত্ত করেছিল।

দুর্ভাগ্যের কথা, যখন বৃহৎ বুর্জোয়ারা সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ১৯২৩-র ৯ জুন সামরিক ফাশিস্ত বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল এবং যে বুলগারিয়ান এ্যাগ্র্যারিয়ান পিপলস ইউনিয়নের সরকার ১৯২০ থেকে ক্ষমতাসীন ছিল সেই গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করেছিল তখন পার্টির দ্বারা গঠিত সামরিক সংগঠন এবং কমিউনিস্টদের বৈপ্লবিক উদ্যম ছিল নিষ্ক্রিয়। পরিস্থিতি এবং বিদ্রোহের ভুল মূল্যায়নের দরুনই তা ঘটেছিল ঃ পার্টি নেতৃত্ব আমাদের বাহিনীগুলিকে নিরপেক্ষ থাকতে এবং যেসব গ্রুপ এ্যাগ্র্যারিয়ান ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন ফাশিস্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে তৎপর হয়েছিল সেগুলিকে তৎপরতা বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

কমিন্টার্নের সাহায্যে পার্টির সুস্থ বিপ্লবী শক্তিগুলি দ্রুত এই ভুল শুধরে নেয়। ১৯২৩-এর ৫ থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানান। লড়াইয়ের এক পরিকল্পনা রচিত হয় এবং অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রধান সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠন করেন। দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে অনুরূপ বহু কমিটি তৎকালীন সামরিক সংস্থা দ্রুত তার বাহিনীগুলিকে সমবেত করে, সেগুলিকে বিভিন্ন অঙ্গ-বাহিনীতে এমনকি কতকগুলি স্থানে রেজিমেন্টরূপেও গড়ে তোলে। আবার, প্রধানত বসবাসের এলাকা ধরে এগুলি গঠিত হয় যদিও কোনো কোনো স্থানে কারখানা এবং খনিগুলিতে জঙ্গী ইউনিট ছিল। পার্টি সৈনিকদের মধ্যে কাজকর্ম তীব্র করেছিল, তবে পরবর্তী ঘটনাগুলি প্রমাণ করেছে তা শোচনীয়ভাবেই অপর্যাপ্ত ছিল।

১৯২৩-এর ২৩ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হলে বুলগারিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত এবং নির্ভীক কমউনিস্টদের নেতৃত্বে সংগ্রামরত বিদ্রোহী অঙ্গবাহিনীগুলি শ্রমিক-কৃষকের সরকার গড়তে সমর্থ হয়েছিল ১০টি শহরে এবং ৪৪০টির চেয়েও বেশি গ্রামে—যদিও তাদের অস্ত্রশস্ত্র সামান্যই ছিল। ফাশিস্ত সামরিক বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী বিদ্রোহী বাহিনীগুলির সেই প্রধান মূলনীতিগুলি এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে উঠে এবং পরীক্ষিতও হয় ঃ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা, উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা, শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের প্রতি আনুগত্য, আত্মত্যাগ, শত্রুর প্রতি ঘৃণা। সংগঠন ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী বাহিনীগুলি লালফৌজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়।

সেই অভ্যুত্থানকে বর্বরভাবে দমন করা হয়েছিল। এর থেকে পার্টি প্রয়োজনীয় শিক্ষাও গ্রহণ করেছিল। তার সামরিক কাজকর্মের ত্রুটি সম্পর্কে পার্টি পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছে—সামরিক বাহিনীকে পক্ষে আনার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করা হয় নি, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুনই সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের পক্ষে আসবে বলে অত্যধিক ভরসা করা, সব সময়েই সামরিক বাহিনীর ছাউনিগুলি দখল করার জন্য প্রধান আঘাত হানা হয় নি, ইত্যাদি। আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, শত্রুর হাত থেকে যদি সামরিক বাহিনীকে ছিনিয়ে আনতে হয় তাহলে জওয়ানদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও সক্রিয় বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা চালাতেই হবে এবং প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন অফিসারদের মধ্যেও খানিকটা সমর্থনলাভ করতে হবে। অন্যথা অধিকাংশ জওয়ান শ্রমিক ও কৃষক হলেও বিপ্লবী আন্দোলন দমনের কাজে তাদের ব্যবহার করা যায়। সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের সময় ঠিক তাই ঘটেছিল সামরিক বাহিনী ফাশিস্ত সরকারে এক হাতিয়াররূপে প্রমাণিত হয়েছিল।

তাছাড়াও ছিল এই নেতিবাচক উপাদান ঃ কতকগুলি অঙ্গবাহিনী কেবল আত্মরক্ষামূলক কাজেই নিজেদের

তৎপরতা সীমিত রেখেছিল, আর লেনিন আমাদের যেমন শিখিয়েছিলেন আত্মরক্ষামূলক তৎপরতার অভ্যুত্থান বিফল হতে বাধ্য। পার্শ্ববর্তী এলাকার ইউনিটগুলির মধ্যে সংযোগ ও পারস্পরিক তৎপরতার অপ্রতুলতা ছিল, শত্রুর পশ্চাৎদেশে গেরিলা আন্দোলন ছিল না; গোটা দেশে অভ্যুত্থান যুগপৎ হয় নি, যার ফলে ফাশিস্তরা বিদ্রোহীদের একে একে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

সেপ্টেম্বর পরবর্তী পরিস্থিতিকে এবং শক্তি-বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে ১৯২৪-এর মে মাসে ভিতোশাতে অনুষ্ঠিত পার্টি সম্মেলন সিদ্ধান্ত করে যে, বিপ্লবী তরঙ্গ তখনও বিলীন হয় নি এবং একটি নতুন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিতে হবে। সামরিক ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থাদি গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট কাজ করা হয়। সামরিক সংস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফাশিস্ত সন্ত্রাসের নতুন অবস্থার মধ্যে, তাকে যথেষ্ট বড় এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের মোকাবেলা করতে হয়। সংক্ষেপে সেগুলি হচ্ছে : সামরিক ও টেকনিক্যাল সংস্থা পুনঃস্থাপন, সম্প্রসারণ এবং সেগুলির সাংগঠনিক সংহতিসাধন; জঙ্গী গ্রুপগুলির প্রশিক্ষণ; বিদ্রোহী ইউনিটগুলিকে সক্রিয়করণ; অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ; আরও কার্যকর সামরিক ও রাজনৈতিক গোয়েন্দা তৎপরতা; যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক সংস্থা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন নিযুক্ত করলেন। কমিশনের সংগঠন, অস্ত্রসরবরাহ, সৈনিকদের মধ্যে কাজকর্ম, গোয়েন্দা ও যোগাযোগ বিষয়ক বিভাগাদি ছিল। গোটা দেশকে পাঁচটি সামরিক এলাকাতে ভাগ করা হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পার্টি সৈনিকদের মধ্যে কাজকর্ম তীব্র করে তোলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে সামরিক বাহিনীকে ছিনিয়ে নেবার জোরালো প্রয়াস হিসাবে নিছক প্রচার থেকে সৈনিকদের বিপ্লবী সংস্থা গঠনের স্তরে উন্নীত হয়। এই কাজের পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন একটি গ্রুপ গঠন করে এবং স্থানীয় তৎপরতাদি পরিদর্শনের জন্য প্রদেশগুলিতে প্রতিনিধিদের পাঠায়। সামরিক ইউনিটগুলিতে যুদ্ধবাজ-বিরোধী গ্রুপ এবং সেনাবাহিনীর বসবাসের এলাকাগুলিতে সৈনিকদের কমিটি গঠিত হয়। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে এসবকিছু অবশ্যই করতে হয়, যার ফলে গ্রুপগুলি তিন থেকে পাঁচজন সদস্য এবং পার্টি সেক্রেটারিকে নিয়ে গঠিত। যেসব শহরে কতকগুলি সামরিক ইউনিট থাকে সেখানে গ্রুপগুলির কাজকর্মের পরিচালনা ও সংযোগ সাধনের জন্য গঠিত হয় এলাকাস্থিত সৈনিকদের কমিটি।

সামরিক সংস্থা এবং পার্টির মধ্যকার সম্পর্ক সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের আগেকার স্বীকৃত ধরনই অনুসরণ করল, অর্থাৎ সামরিক সংস্থার সমস্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশই হবে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষ। নিম্নতর পর্যায়গুলিতেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

এই ক্ষেত্রে পার্টির কর্মতৎপরতার সমস্ত দিকটাই কঠোর গোপনীয়তায় আচ্ছন্ন থাকবেই। বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের সতর্কভাবে বাছাই করা হত, মানদণ্ড হল কমিউনিস্ট মতাদর্শগুলির প্রতি আনুগত্য এবং শারীরিক যোগ্যতা। গ্রুপগুলিতে এ্যাগ্র্যারিয়ান ইউনিয়নের কিছু বামপন্থী সদস্য এবং কোনো পার্টির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ফাশিস্ত-বিরোধীরাও থাকতেন। প্রাক্তন সৈনিক, রিজার্ভ অফিসার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্য থেকেই পরিচালক-কর্মীদের বাছাই করা হত—এটাই ছিল নিয়ম।

১৯২৫-এর গোড়ার দিকে ধনতন্ত্রের আংশিক স্থিতিশীলতালাভ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ায় বিদেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যুরো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়ে ফাশিস্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণআন্দোলন চালাতে আহ্বান জানালেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, বুলগারিয়াতে অবস্থিত পার্টি নেতৃত্ব এবং সামরিক সংস্থাগুলির নেতারা পরিস্থিতির ভুল মূল্যায়ন করলেন, ফলে তেমন রণনীতি অবলম্বন করতে ব্যর্থ হলেন যার বলেই শুধু একটি সংগঠিত পশ্চাদপসরণ সম্ভব হত, যার ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলি শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হত না এবং গণ-কর্মতৎপরতার জন্য তাদের পুনরায় দলবদ্ধ করা যেত। যদিও কোনো বিপ্লবী পরিস্থিতি ছিল না তবু সামরিক সংস্থা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে গেল। ফাশিস্ত প্রশাসনের বর্বর দমন-পীড়নের জবাবে তা বেশ কতকগুলি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটাল, যেগুলি কেবল দমনপীড়নই বাড়াল।

১৯২৫-এ সামরিক সংস্থার অত্যন্ত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হল। পার্টির কাজকর্ম করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠল, কিন্তু সন্ত্রাস আমাদের জয়ের জন্য সংগ্রাম চালাবার অদম্য ইচ্ছাকে চূর্ণ করতে পারে নি। পরবর্তী বছরগুলিতে পার্টি জনগণের সঙ্গে সংযোগ প্রসারিত করার কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে জনগণের স্বার্থাদি ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের জন্য সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সৈনিকদের সমিতিগুলি সমেত বিভিন্ন অ-ফাশিস্ত পার্টি ও গণসংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এইভাবে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির মোর্চার বনিয়াদ গড়ে ওঠে ফাদারল্যান্ড ফ্রন্টের মধ্যে—যে ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট ফাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৪১-৪৪-এর সশস্ত্র প্রতিরোধও এই সংগ্রামেরই, তার চরম পরিণতিরই অংশ, কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের সামরিক বাহিনীগুলি গড়ার জন্য যা করেছিল তারই ফলশ্রুতি সেটা।

অধিকাংশ ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে ভিন্ন রূপে, বুলগারিয়া জার্মান দখলে ছিল না যদিও কার্যত জার্মানরাই দেশটাকে নিয়ন্ত্রিত করত। তার সরকারি যন্ত্র ভেঙে দেওয়া হয় নি অথবা তার সামরিক বাহিনীকেও ভেঙে দেওয়া হয় নি। প্রশাসন জাতীয় ভাবাবেগগুলিকে কৌশলে ব্যবহার করে এই উগ্র জাতীয়তাবাদী মোহ জাগাতে চাইল যে, বুলগারিয়া "তার জাতীয় আদর্শগুলি অর্জন করেছে।" জর্জি দিমিত্রফের দ্বারা পরিচালিত পার্টি সেই সংকটময় নিদগুলিতেও আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি ছিল বিশ্বস্ত। তা তার নিজ সদস্যদের এবং যুব শ্রমিক লীগের সদস্যদের সমবেত করে ফাশিজমের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ সংগঠিত করল। হিটলার যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল তখন তা নাৎসীদের এবং তাদের বুলগারীয় বশম্বদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার এবং এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করার আহ্বান জানাল। ১৯৪১-এর ২৪ জুন সশস্ত্র গণসংগ্রামের প্ল্যান তৈরি করলেন পলিটব্যুরো, গেরিলা বাহিনীগুলি, নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার জন্য শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে লড়াকু গ্রুপগুলি, সৈনিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীতে গোপন গ্রুপ গঠনের প্ল্যান হল। পলিটব্যুরো সিদ্ধান্তের তিনদিন পরেই সংগঠিত হল প্রথম গেরিলা বাহিনীটি।

গেরিলা আন্দোলনের প্রসার ঘটলে এবং আরও বেশি সংখ্যক জঙ্গী গ্রুপ গঠিত হলে প্রতিরোধ বাহিনীগুলিকে জনগণের বিপ্লবী বিদ্রোহের বাহিনীতে (পি আর আই এ)

পুনর্গঠিত করা হল। ১৯৪৩-এর বসন্তকালে কেন্দ্রীয় কমিটি দেশটাকে ১২টা সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন, প্রত্যেকটারই থাকে সাধারণত কম্যাণ্ডার, রাজনৈতিক কমিসার, তাদের সহকারিগণ এবং চীফ অব স্টাফকে নিঁয়ে গঠিত তার স্টাফ; তাছাড়াও অঞ্চলগুলির অধিকাংশেই ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা। অপারেশন্যাল কম্যাণ্ড ছিলেন পি আর আই এ জেনারেল স্টাফের মধ্যে কেন্দ্রীভূত যা ছিল পলিটব্যুরোর অধীনস্থ।

এভাবেই বিপ্লবী সামরিক বাহিনীগুলির এবং ফাশিস্ত-বিরোধী প্রতিরোধের বিকাশে এক নতুন পর্যায়ের হল সূত্রপাত। সমস্ত গেরিলা বাহিনী এবং লড়াকু গ্রুপ এবং সমস্ত বিপ্লবী সৈনিক সংগঠন পি আর আই এ জেনারেল স্টাফের অধীনে আসে। ১৯৪৪-এর আগস্ট মাসে পি আর আই এ-র ছিল একটি গেরিলা ডিভিশন, নয়টি ব্রিগেড, ৩৭টি ইউনিট এবং তাছাড়াও কতকগুলি স্বতন্ত্র বাহিনী। দেশের সমস্ত অংশে তারা দু-লক্ষেরও বেশি মানুষের সক্রিয় সমর্থনলাভ করতে পারত। পার্টি জনগণের বিপ্লবী বিদ্রোহের বাহিনীকে বিপ্লবী আন্দোলনের সামরিক বাহিনী-রূপে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য জনগণের অভ্যুত্থানের আঘাতকারী শক্তিরূপে গড়ে তুলছিল।

যদিও অপর্যাপ্তরূপে অস্ত্রসজ্জিত ছিল তবু গেরিলা ইউনিটগুলি সার্থকভাবে ফাশিস্ত পুলিস, সশস্ত্র পুলিস এবং সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়েছে, জার্মান সামরিক বাহিনীর সেবা করত এমন সরবরাহভাণ্ডারগুলিতে হানা দিয়েছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকেন্দ্রগুলি দখল করেছে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বুলগারীয় নাগরিকের যেসব তালিকা রচিত হয়েছিল সেগুলি ধ্বংস করেছে, রাজনৈতিক জনসমাবেশ সংগঠিত করেছে এবং জনগণের শত্রুদের শাস্তি দিয়েছে।

পি আর আই এ সর্বদিক থেকেই ছিল একটি জনগণের সামরিক বাহিনী। জওয়ান এবং অফিসাররা শ্রমিকশ্রেণী, গরিব ও মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার অথবা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেই এসেছিল। এটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত একটি শ্রেণীগত বিপ্লবী সামরিক বাহিনী। তার অফিসার এবং কমাণ্ডারদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবাণীতে, খাঁটি দেশপ্রেমে, এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বে এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের মর্মবাণীতে প্রশিক্ষিত করা হত।

১৯৪১-৪৪-এ ফাশিজমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সমগ্র পর্যায়ে পার্টি সৈনিকদের মধ্যে কাজকর্ম করার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। ১৯৪১-এর ২৪ জুন পলিটব্যুরো অধিবেশন যে মূলনীতি রচনা করেছিল পার্টি তাকেই অনুসরণ করে। আরও বেশি বেশি গেরিলা ইউনিট এবং লড়াকু গ্রুপ সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গেই তা রাজকীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যেও ব্যাপক তৎপরতা চালায়। লক্ষ্য ছিল তাকে বিশৃঙ্খল করে তোলা, ফাশিস্ত-বিরোধী প্রতি-রোধের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করা ব্যাহত করা এবং ক্রমে তাকে জনগণের পক্ষে নিয়ে আসা। লেনিনের শিক্ষা নিয়ে, আমাদের পার্টি সামরিক বাহিনীকে বুর্জোয়া চক্র এবং ফাশিস্ত রাজতন্ত্রের একটি হাতিয়ার রূপেই শুধু বিবেচনা করে নি, পরন্তু জনগণের অংশরূপেও বিবেচনা করেছে, কারণ তা ছিল শ্রমিক এবং কৃষকদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত, যাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়ে আসা সম্ভব। এজন্যই জর্জি দিমিত্রফ বলেছিলেন, মাতৃভূমি মোর্চার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হল "সামরিক বাহিনীকে ফাশিস্ত রাজতন্ত্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা এবং জনগণের বিরুদ্ধে তার ব্যবহারকে ব্যাহত করার জন্য জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ।" আরেক বছর পর দিমিত্রফ লিখেছিলেন, "যদি ক্ষমতাসীন হিটলার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রামে এবং একটি খাঁটি বুল-গারীয় জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জনগণ ও সৈন্যবাহিনী যোগ দেয়" তাহলেই বুলগারিয়া রক্ষা পাবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গেরিলা ও জঙ্গী ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে পুলিস ও সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং আবশ্যিকভাবেই বুলগারিয়ায় অবস্থিত হিটলারবাহিনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই কেন্দ্রীভূত করে। কেবল তখনই সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই হত অনুমোদিত যখন সামরিক বাহিনী প্রথম আক্রমণ করত। পার্টি নেতৃত্ব এবং পি আর আই এ কম্যাণ্ড সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের একথা বোঝাতে সর্বপ্রযত্ন করতেন যে গেরিলা বাহিনীগুলি বুলগারীয় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে নি, বিপরীতে তারা চায় আমাদের জনগণের প্রকৃত শত্রু নাৎসী আক্রমণকারী এবং ফাশিস্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামরিক বাহিনীও যোগদান করুক।

সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এই নীতি পরিস্থিতি এবং যেসব অবস্থার মধ্যে জনগণ ফাশিস্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে-রই অনুসারী।

জর্জি দিমিত্রফ প্রতিষ্ঠিত ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই ছিল সামরিক বাহিনীকে পক্ষে আনা। সামরিক বাহিনীতে পার্টি এবং **ওয়াই ডবলিউ এল** সংগঠন-জালের মাধ্যমেই এটা সফল করা হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে পার্টি সামরিক বাহিনীতে তালিকাভুক্ত যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় খুঁজতে থাকে। কর্তব্যটির ভার মুখ্যত পড়ে **ওয়াই ডবলিউ এল** সদস্যদের উপর। তারা তালিকাভুক্ত যুবকদের বাড়িতে এবং সৈনিকদের ব্যারাকে যেত। তাদের প্রধান বার্তা ছিল নিরপেক্ষতার বার্তা, ব্যাখ্যা করত যে, যুদ্ধটা চলছে দুটো সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং কমিউনিস্টরা চায় বলকানের এবং গোটা বিশ্বের শান্তি, কিন্তু তা সম্ভব কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি হলেই। যুবক ফাশিস্ত-বিরোধীদের কাছে আহ্বান জানানো হত যে, তারা যেন সামরিক বাহিনীতে অবস্থানকে জনগণের যোদ্ধারূপে প্রশিক্ষিত হবার জন্য কাজে লাগায়।

অবশ্য হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের পর এই লাইন পরিবর্তিত হয়, তখন তো নিরপেক্ষতার কথাই উঠতে পারে না। **ওয়াই ডবলিউ এল**-এর জেলা ও স্থানীয় কমিটিগুলি সামরিকবাহিনীতে কর্মরত যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ব্যারাকগুলিতে গড়ে ওঠে ফাশিস্ত-বিরোধী গ্রুপসমূহ। তাদের আদর্শ নীতি-বাক্য ছিল : প্রত্যেককেই লালফৌজের একজন সৈনিক বলে মনে করতে হবে; একজন বুলগারীয় সৈনিককেও পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠানো চলবে না। আর গেরিলা যুদ্ধ যেমন যেমন বিকাশলাভ করেছে **ওয়াই ডবলিউ এল** সৈনিকদের তাতে যোগ দিতে প্রবুদ্ধ করেছে। এভাবেই আমাদের যুব সংগঠন সৈনিকদের মধ্যে কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে।

রাজনৈতিক শিক্ষাদান ছাড়াও পার্টি এবং **ওয়াই ডবলিউ এল** সদস্যরা ব্যারাকগুলি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বের করে নিয়ে আসার কাজ চালায়, যেসব সৈনিকের গ্রেপ্তার হবার বিপদ দেখা দিত তাদের সাহায্য করে এবং সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলিকে বিশৃঙ্খল ইত্যাদি করার কাজ করে। এটা লেনিনের সেই কথাগুলিরই সত্যতা প্রমাণ করে

যে, "ঠিক সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকেই বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলিও জন্ম নেয়।" (অষ্টম খণ্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা)। বস্তুত বুলগারিয়ার রাজকীয় সামরিক বাহিনী-ত্যাগীদের নিয়ে সাতটি গেরিলা ব্যাটেলিয়ন এবং একটি ব্রিগেড গঠিত হয়।

ফাশিস্ত সরকার এ সব কথাই জানত। হিটলারের তরফ থেকে চাপ আসা সত্ত্বেও তারা কখনও বুলগারীয় সামরিক বাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সাহস পায় নি। হিটলার জোটের মধ্যে বুলগারিয়াই একমাত্র দেশ যা পূর্ব রণাঙ্গনে একটি সৈন্যও পাঠায় নি। এটা আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির এক বড় সাফল্য।

১৯৪৪-এর আগস্টের শেষ দিকে এবং সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী যখন আমাদের সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন এক বিপ্লবী পরিস্থিতির বিকাশ হয়। গোটা অঞ্চলগুলিতে তাদের বাস্তবিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গেরিলারা তাদের তৎপরতা বাড়ায়। জনগণ সৈনিকরা এবং দেশপ্রেমিক মনোভাবাপন্ন অফিসাররা সংগ্রামে যোগদান করে।

৯ সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানের আগেকার দিনগুলিতে সোফিয়া গ্যারিসনের কতকগুলি ইউনিট পি আর আই এ জেনারেল স্টাফের কাছে তাদের পরিচালনার ভার তুলে দিল গেরিলা যোদ্ধা এবং লড়াকু গ্রুপগুলিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করে, আর ফাশিস্ত সরকারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক আঘাত হানল শ্রমিকরা। রাজধানী দখল করার লড়াইয়ে ৮ সেপ্টেম্বর রাতে সোফিয়া গ্যারিসনের একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট এবং বেশ কতকগুলি ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানি গেরিলা যোদ্ধাও লড়াকু গ্রুপগুলির সঙ্গে যোগদান করে। সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর বিজয়ী অগ্রগতি এবং পি আর আই এ-র উদ্দীপনাপূর্ণ তৎপরতার ফলে বিদ্রোহী জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফাশিস্ত একনায়কত্বকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়।

জয়ের সংবাদ সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশকে মাতৃভূমি মোর্চার পক্ষে নিয়ে আসে। যেসব অফিসার জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধে অপরাধী বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের দ্রুত নিরস্ত্র করে ফেলে এবং গ্রেপ্তার করে। গেরিলা যোদ্ধা এবং শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশের সর্বত্র জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সামরিক বাহিনী এক সক্রিয় ভূমিকা নেয়। কার্যত সামরিকবাহিনীর সমস্ত ইউনিট পি আর আই এ, গেরিলা বাহিনীগুলি এবং মাতৃভূমি মোর্চার কমিটিগুলির কাছে হাজিরা দেয়। এভাবেই ফাশিস্ত রাজতন্ত্রের কাছ থেকে সামরিক বাহিনীকে ছিনিয়ে আনা হয় এবং জনগণের নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের সেবায় তাকে নিযুক্ত করা হয়। সোভিয়েত সৈনিকদের প্রতি যে উৎসাহপূর্ণ সংবর্ধনা জানানো হয় তাতে তার অংশগ্রহণই সামরিক বাহিনীর গভীর পরিবর্তনাদি এবং তার বিপ্লবী মনোভাবের উজ্জ্বল পরিপ্রকাশ।

এটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, আমাদের সমস্ত সাফল্যের ভিত্তি হল সংগ্রাম ও জয়লাভের দীর্ঘ বছরগুলিতে পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা, পার্টি যাকে বিশ্লেষণ করেছিল এবং সুসঙ্গতভাবে তার মূল্যায়ন করেছিল এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল।

জয়যুক্ত ফাশিস্ত-বিরোধী সংগ্রামের ফলে যে আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তাকে নজরে রেখে পার্টি পুরনো সামরিক বাহিনী ভেঙে দেয় নি, তবে তাকে বিপ্লবী প্রণালীতে পুনর্গঠিত করে। তা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য বজায় রাখতে এবং হিটলার জার্মানির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ জয়লাভের অবস্থাদি সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এসব সমস্যার সমাধানে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের সামরিক বাহিনীরূপে জনগণের সামরিক বাহিনী গঠনে আমদের পার্টি যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দেখিয়েছে এবং নির্দিষ্ট অবস্থাদিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ মূলনীতিগুলিকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করার সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আর্জেন্টিনা

উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির বন্দী প্রধান সম্পাদক রডনি এরিসমেণ্ডির সঙ্গে মন্টেভিডিও পুলিস দপ্তরে একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করায় আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য রোডলফো গিওলডি সম্প্রতি সফল হন।

সাংবাদিকদের শিওলডি বলেছেন, আমি দেখেছি তিনি সব সময়ের মতোই এখনও দৃঢ়, শান্ত এবং সতর্ক। ঐ সাক্ষাৎ আমাদের দুজনের কাছেই মর্মস্পর্শী, কারণ যুগ যুগ ধরে যুক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং শক্তিশালী হওয়া ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুত্বের নিগড়ে আমরা বদ্ধ।

এরিসমেণ্ডিকে মুক্ত করার জন্য আর্জেন্টিনা সহ পৃথিবীর সর্বত্র উদ্যোগ জোরদার করার উপর গিওলডি বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক 'গ্যালপ' ভোটে উরুগুয়ের একনায়কতন্ত্র মাত্র ৮ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছে; জনগণের ৫৫ শতাংশ চান, মার্কসবাদীদের প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ দেয়া হোক এবং ৬৯ শতাংশ মানুষ পার্টি রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর কোনোপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে।

গ্রীস

একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্থা 'যুক্তফ্রন্ট' (ই এ) গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি, ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক লেফট পার্টি (ই ডি এ) এবং গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের অন্যান্য গ্রুপ ও ব্যক্তিরা। ই এ-র প্রথম বিবৃতি জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা, গণতন্ত্র শক্তিশালী ও প্রসারিত করা এবং মেহনতী জনগণের অধিকার রক্ষা করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে।

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক এইচ ফ্লোরাকিস ই এ নেতৃকমিটির অন্যতম সভ্য।

ডেনমার্ক

পলিটিকেন সংবাদপত্র কর্তৃক প্রকাশিত ভোট সম্পর্কে মতামত জানানোর প্রশ্নের উত্তরে ৮ শতাংশ ভোটার জানিয়েছে, শীঘ্র পার্লামেন্টের ভোটগ্রহণের বিষয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেবে। উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে গত নির্বাচনের পূর্বাহ্নে এ ধরনের এক জনমত যাচাইতে ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র ৩.৬ শতাংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

ইসরায়েল

কিছুদিন পূর্বে আরবী ভাষায় প্রকাশিত ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **আল-ইত্তিহাদ** তার ৩০তম বর্ষপূর্তি পালন করেছে। এ উপলক্ষে হাইফার কাছে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ইসরায়েলবাসীদের প্রতিনিধিগণ এবং কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের কর্মীদের এক সভায় ভাষণ দেন ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মেয়ার ভিলনের।

ইতালি

১৯৭৪ সালে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে ১,৩১,০০০-এরও বেশি মানুষ যোগ দিয়েছে। এই সময় পার্টি নতুন সভ্যপদ দান এবং পার্টি-কার্ড বিনিময়ের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কমিউনিস্ট ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সহ সমস্ত পার্টি সংগঠনের প্রতি-নেতৃত্ব এই আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ করে জনগণের কাছে পার্টি রাজনীতি ব্যাখ্যায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পার্টি ফেডারেশনগুলি, আঞ্চলিক কমিটি, শাখা ও সেলগুলি সেজন্য জনসভা ও আলোচনাসভা সংগঠিত করছে।

কোস্টারিকা

কমিউনিস্ট ডেপুটিদ্বয় আরনলডো ফেরেটো এবং এডুয়ার্ডো মোরো ভালভারডে-র প্রস্তাব অনুযায়ী আইনসভা ফাসিস্তপন্থীদের 'মুক্ত কোস্টারিকা আন্দোলন'-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করবে। পেশাদারী কমিউনিস্ট-বিরোধীদের নেতৃত্বাধীন এই সংস্থাটি কোস্টারিকার মার্কিন দূতাবাস এবং নিকারাগুয়া, এল সালভেদর ও গুয়াতেমালার ফাসিস্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে টাকা-পয়সা পায়।

কিউবা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষক শিক্ষণের জাতীয় কেন্দ্রে ১৫৭ জন তাঁদের প্রথম বর্ষ পূর্ণ করলেন। এখানকার পাঠ্যসূচী হল, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পলিটিক্যাল ইকনমি, দর্শন, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়ানোর পদ্ধতি। এই কেন্দ্রটি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ছাত্রদের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নের কাজ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কারণ, ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে সমস্ত স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক-কৃষক বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নির্দেশাবলী কার্যকর করা হচ্ছে।

পেরু

সম্প্রতি পেরুভীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগত বিষয়ে এক জাতীয় সম্মেলনে নীচের তলার পার্টি সংগঠন অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা এবং পার্টিসভ্যদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত মান উন্নততর করার বিষয় আলোচিত হয়। স্থির হয়, দেশের প্রধান অঞ্চলগুলিতে পার্টি স্কুল স্থাপন করা হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

লিদিয়া ফোতিইয়েভা—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ৭০ বছরের পার্টি সভ্যা। ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে এবং ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবে ইনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদের বীর উপাধিতে ভূষিত হন। এই মহিলা কমরেড লেনিনকে জানতেন, শুধু তা-ই নয় তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন। গণকমিশারদের কাউন্সিলের এবং শ্রম ও প্রতিরক্ষা পর্ষদের সচিব হিসেবেও তিনি বহু বছর কাজ করেছেন। ১৯ অক্টোবর ৯৩ বছরে পদার্পণ করলেও এত বয়স সত্ত্বেও লিদিয়া ফোতিইয়েভা এখনও জনগণের মধ্যে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় এবং লেনিনের আদর্শের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মস্থলে সেন্ট্রাল লেনিন মিউজিয়মে তাঁর সম্মানে একটি অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেজনেভের একটি বার্তা পঠিত হয়।

উরুগুয়ে

পূর্বেকার **এস্টুডিওডা**-এর বদলে উরুগুয়ের কমিউনিস্টরা তাঁদের নতুন গোপন তাত্ত্বিক পত্র **এনসায়োস**-এর প্রকাশনা শুরু করেছে। প্রথম সংখ্যায় এর প্রধান প্রবন্ধের নাম ছিল, 'একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদের সংগ্রামে জনপ্রিয় ঐক্য গড়ার জন্যে।'

এফ আর জি

অন্যায়ভাবে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির বিচ্ছিন্নতাকামী মাও চক্র 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি' নাম ব্যবহার করার যে অপচেষ্টা করেছে তার প্রতিবাদে ৫০ জনের বেশি প্রবীণ পশ্চিম জার্মান কমিউনিস্ট এক বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে, এই গ্রুপগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কাজ করে এবং চরম দক্ষিণপন্থীদের হাতের পুতুল হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির উপর দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের সুযোগ করে দেয়।

সুইজারল্যান্ড

কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটি গ্রুপের মিলনে গঠিত সুইস পার্টি অব লেবর তার ৩০ বছর অতিক্রম করেছে।

ভয়েক্স অউভরিয়েরে-তে পার্টি চেয়ারম্যান জীন ভিনসেন্ট লিখেছেন, মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধনে নিযুক্ত মহান ও শক্তিশালী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের অংশ হতে পেরে আমরা সুখী এবং গর্বিত।

বিলম্বে হলেও সুইস পার্টি অব লেবর দেশব্যাপী "মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা এবং দ্রব্যমূল্যের অতি দ্রুত বৃদ্ধি রোখার" দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছে।

অর্থনৈতিক সংকট, বিপুল সংখ্যায় বেকারত্ব এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মোকাবিলার জন্য কমিউনিস্টরা দ্রব্যমূল্য, আয়, নিয়োগ এবং পুঁজির আমদানি-রপ্তানির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ব্যবসার ওপর বিধিনিষেধ জারি করার জন্য এমন কি দেশের স্বার্থে তাদের জাতীয়করণ সুইস পার্টি অব লেবর দাবি করেছে।

বিপ্লবের বিজ্ঞান ও নতুন সমাজ গঠন

টিবোর জর্জ
ক্যান্ডিডেট, দর্শন (হাঙ্গেরি)

ডব্লিউ এম আর-এর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল ও জুন সংখ্যায় যথাক্রমে "একটি মতবাদ যা বিশ্বের ব্যাখ্যা করে এবং তার রূপান্তর ঘটায়", "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং মতাদর্শের সংগ্রাম", ও "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সামাজিক প্রগতি"—রচনাগুলি লক্ষ্য করুন।

বর্তমান রচনাটির দ্বারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ, তার উপাদানসমূহ এবং সমসাময়িক মতাদর্শগত সংগ্রামে তার ভূমিকা বিষয়ক সিরিজের পরিসমাপ্তি হচ্ছে।

মানুষ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবে। কেউ তাকে কালোরূপে চিত্রিত করে, কেউ তাকে উজ্জ্বলরূপে দেখায়। কেউ ভাবেন মানবতা অতিপ্রাকৃত শক্তির শিকার; আবার অন্যেরা মানুষের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ন্যায় এবং সমৃদ্ধ সমাজের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। কল্প-সমাজতন্ত্রীদের আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত কারণ তাঁরা ভবিষ্যৎকে সামাজিক সাম্যের আদর্শের সচেতন সাফল্য লাভ, স্বাধীন শ্রম, স্বার্থের সংগতি এবং সর্বজনীন সুখের আকররূপে চিত্রিত করে প্রেরণাদায়ক দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন।

এই উজ্জ্বল আদর্শগুলি—তখনো বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভাবধারার অবশেষের সামাজিক আশাবাদে তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। একই সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের বাস্তবতার বিরুদ্ধে তার মধ্যে একটা প্রতিবাদের সুরও ধ্বনিত হত। কল্প-সমাজতন্ত্রীদের ধারণার বিবর্তনে—পুঁজিবাদ থেকে পৃথক এক ত্রুটিমুক্ত তত্ত্বের প্রয়োজনও প্রতিফলিত হয়।

মার্কসবাদই এই জাতীয় একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করল, যা সমাজ-বিকাশের পূর্বাভাস দেয় এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আদর্শকে অনিবার্যতার সঙ্গে, স্বপ্নকে বিষয়গত নিয়মের সঙ্গে এবং ইতিহাস-স্রষ্টাদের ইচ্ছাকে ইতিহাসের গতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করল।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, মার্কস এবং এঙ্গেলস দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্বমূলক আবিস্কারসমূহ না করা পর্যন্ত—সমাজ সম্পর্কে কাল্পনিক ধ্যানধারণা এবং তার রূপান্তরীকরণ—বিজ্ঞানে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে পরিণত হয় নি। এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে লেনিনের প্রতিভা, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণকার্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।(১)

মোট কথা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই অংশ। এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তার মধ্যে রয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের নিয়ন্ত্রা-সূত্র।

আজ থেকে একশত বৎসরেরও পূর্বে যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভাবধারা প্রথম সূত্রায়িত হয়েছিল—তখন (এবং তারপরও বহুবার) থেকেই এর বিরোধীরা একে "কমিউনিস্ট কল্পস্বর্গ" রূপে চিত্রিত করে আসছে। কিন্তু প্রয়োগই বাস্তবতার মাপকাঠি এবং তার মাধ্যমে এর বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়েছে।

একথা কি সত্য নয় যে—মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—সমাজতন্ত্রকে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিণত করেছে? একথা কি ঠিক নয় যে—বর্তমানে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটা ব্যবস্থা জাতীয় কাঠামোকে অতিক্রম করে গেছে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারা ও মৌলিক নীতিসমূহ অঙ্গীভূত করে জাতিসমূহের একটি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং এমন একটি সামাজিক বাস্তবতা যেখানে শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য সহযোগী শ্রমজীবী জনতাকে নিয়ে শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ও সুফল ফলছে?

এবং একথাও কি যথার্থ নয় যে বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের সংজ্ঞা বিশ্বের পটভূমিকায় সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে?

যখন মার্কস ও এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** প্রকাশ করেন—তখন শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় মাত্র নব্বই লক্ষ। শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটিতে, তা-ও শুধুমাত্র সেইসব দেশে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সঙ্গে সামাজিকভাবে যুক্ত এমন, তাদের সংখ্যা ৬০ কোটি। শ্রমিকদের পেশাগত ও শিক্ষাগত মান পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের শ্রেণী-সচেতনতা ও রাজনৈতিক জঙ্গীপনা। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী অগ্রগামী কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বাধীন বিকাশ

---

১ কল্পস্বর্গবাদ (বিজ্ঞানের বিপরীতধর্মী) এখনও ভবিষ্যৎ সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে সমস্ত বুর্জোয়া ধ্যানধারণার ভিত্তি। সংহতরূপে তা বিংশ শতাব্দীর মোহমুক্ত বুর্জোয়াদের সৃষ্ট তথাকথিত কল্পস্বর্গ-বিরোধী রূপে পরিণত হয়েছিল—সভ্যতার আসন্ন পতন সম্পর্কে এক রহস্যোদ্ঘাটনমূলক চিত্র অঙ্কিত করেছিল, অধঃপতনের কথা এমন কি মানব জাতির ধ্বংসের কথাও বলেছিল। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের মতামত বৈজ্ঞানিক কায়দায় বলার জন্য সচেষ্ট। ফলত, আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ ওসিপ ফ্লেইকথীম-এর **খৃষ্টীয় ভবিষ্যৎবাদ** নামে একটি তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক, ভবিষ্যৎবাদের তাত্ত্বিকরা অবৈজ্ঞানিক, উদ্ভট মতবাদের পাঁকে জড়িয়ে পড়েছেন। (যথা—প্রযুক্তিবিদ্যার নিকট মানুষের অবশ্যম্ভাবী নতিস্বীকারের ধারণা এবং পুঁজিবাদের অবিনশ্বরতা)

বিশ্বের সামাজিক প্রগতির পক্ষে এক অনুকূল সুযোগ এনে দিয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে নতুন সমাজের জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়গত মিত্র ও সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক উপাদান—লেনিনের এই বক্তব্য যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাস্তব সামাজিক প্রক্রিয়ার সারবত্তাসম্পন্ন ও নিয়মাবদ্ধ বহিঃপ্রকাশকে সর্বাধিক নিঁখুতভাবে প্রমাণ করেছে। অধিকন্তু, এই তত্ত্বই শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও নিপীড়িত জনতার সত্যিকারের সামাজিক স্বার্থকে তুলে ধরতে পেরেছে। তাদের বৈপ্লবিক প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বিশ্ব-পরিবর্তনের শক্তি দান করল।

"সর্বহারার আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রকাশ" এঙ্গেলস কর্তৃক এইভাবে আখ্যাত হয়ে—ঐ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ও অভিজ্ঞতার সমন্যীকরণ করে এবং ইতিহাসের প্রতিটি নতুন সন্ধিক্ষণে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণে সক্ষম হওয়ার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিবর্তিত পরিস্থিতি স্থিরীকরণ এবং সমাজতন্ত্র ও কমউনিজম নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা ও অধিকতর অগ্রগতিতে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা দানের মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকাশমান। দুই বিপরীতধর্মী ব্যবস্থায় বিভক্ত এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থার বিকাশের বহুমুখী প্রক্রিয়ায়, পুঁজিবাদের গভীর সংকট ও জনগণের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন সমসাময়িক দুনিয়ায় সদ্য উদ্ভূত তাত্ত্বিক ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবীভাবে আলোকপাত করে।

সমাজতন্ত্র যে বিশ্বের একটি বৃহদংশে বাস্তব সত্য—এই ঘটনা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, আমাদের যুগের মর্মবস্তু ও সভ্যতার ভবিষ্যতের উপর এক নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব বিস্তার করে। একদিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ ভবিষ্যতের দিশারী,—মানবজাতির নতুন আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত-উন্মোচন করে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নিয়মানুসারেই সচেতনভাবে সমগ্র সামাজিক সম্পর্ককে নবরূপ দান করে। বর্তমান সমাজতন্ত্র একদিকে এই তত্ত্বেরই মূর্তরূপ; অন্যদিকে এটা ঐ তত্ত্বের অধিকতর বিকাশের জন্য এক দৃঢ় ভিত্তি—কারণ তা নিত্যই নতুন কর্মপন্থা স্থির করে যাতে সৃজনশীল চিন্তা উদ্দীপিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে আমরা লক্ষ্য করি, যদিও প্রতিটি দেশেই তার বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থানুসারেই সমাজব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক সত্তার কাঠামোতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রূপ রয়েছে তথাপি সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অভিন্ন :

—উৎপাদনের প্রধান উপায়সমূহের সামাজিকীকরণ এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ;

—উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে বা নিয়ামক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ;

—শ্রমিকশ্রেণীর ও তার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা সুনিশ্চিত করা ;

—সর্বপ্রকার সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অসাম্যের অবসান এবং সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনতার দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তরোত্তর অধিক অংশগ্রহণের গ্যারান্টী সৃষ্টির ভিত্তিতে সর্বহারার একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করা ;

—অতীতের শাসকশ্রেণীগুলির সাংস্কৃতিক প্রাধান্য খর্ব করা এবং সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পাদন করা;

—আন্তঃজাতি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতিসমহ চালু করা।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিজম নির্মাণকার্য বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সহ কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়—তাদের সাফল্যের নিজস্ব বিচারের মানদণ্ড ও নিজস্ব সমস্যা প্রায়শই কঠিন প্রতিপন্ন হয়। সমাজতন্ত্র নির্মাণরত দেশ যথা—হাঙ্গেরি সামাজিক প্রগতির সকল বিচারেই বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। একথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্তর এবং জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, আত্মিক সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণকার্যে ঐতিহাসিকভাবে বিশাল সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বর্তমান সমাজতন্ত্রের সাফল্য নিয়ে গর্ব অনুভব করেন ও মানবজাতির জন্যে তার অসাধারণ তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাস ও তাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত আদর্শ বলে মনে করেন না এবং চাহিদা ও তার পূর্ণতার মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে তা-ও মনে করেন না।

প্রচলিত সমাজতন্ত্র একটি গতিশীল সমাজ। এটা কখনো স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না। এর সত্তা ও চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, প্রগতিশীল ও পশ্চাৎপদদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যার সমাধান ঘটে। এর অগ্রগতির সময় বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করতে হতে পারে ও করতে হয়। ভুলও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সঙ্গে এটা কি সুসঙ্গত? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পূর্ণত বা তার কোনো অংশ একটা বিমূর্ত ধারণা মাত্র নয়; তা হল জীবন্ত বাস্তবতার একটি সামান্যীকরণ ও প্রতিফলন।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গতানুগতিক বুর্জোয়া ধারণা—যে তা হল "কিছু নিষ্প্রাণ, অনমনীয়, একবার এবং চিরতরে নির্দিষ্ট"—একে লেনিন নিন্দা করেছেন। (সংগৃহীত রচনবলী, ২৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২)। এখনও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার মোকাবিলা করতে হয়। এবং এটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী তাত্ত্বিকেরা অসঙ্গতিগুলিতেই সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, মার্কসবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই অভিযোগে তাদের স্বকপোল-কল্পিত কৃত্রিম ও বিমূর্ত পরিকল্প বা গতানুগতিক ধাঁচের তত্ত্ব—এই বক্তব্যের উপর বেশি জোর দেয়।(১)

---

১ আমেরিকান পণ্ডিতমহলে মার্কসবাদের উপর বিশেষজ্ঞ বলে সুপরিচিত এডাম উলামের যুক্তিসমূহই বিচার করা যাক। তিনি দাবি করেন সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই তার তত্ত্ব থেকে সরে এসেছে—যদি মার্কস-এঙ্গেলস-কথিত রাষ্ট্রের অবলুপ্তির ব্যর্থতার কথা ধরা হয়। এটি হয় অজ্ঞতার নামান্তর, না হয় পাঠকদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি একথা বলেন নি যে "দি ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রামে", উদাহরণস্বরূপ মার্কস সর্বহারার একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন—পুঁজিবাদী সমাজকে কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক রূপ হিসাবে। উলামের মতো হবু বিশেষজ্ঞরা আপাত-

তথাপি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের তত্ত্বের নির্দিষ্ট সৃজনশীল চরিত্র, নীতিগতভাবে সকল পূর্ব-নির্ধারিত নির্দেশ পরিত্যাগেই একে বিভিন্ন দেশের যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে, সেইসব, জায়গার নিদারুণ বৈচিত্র্যসম্পন্ন অবস্থায় নতুন সমাজগঠনের নির্ভরযোগ্য পথ-নির্দেশকে পরিণত করেছে। যেখানে ক্ষমতাচ্যুত শোষণব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অগ্রসর অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল এবং যেখানে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার জন্য সার্বিক ও দ্রুত আধুনিকীকরণ প্রয়োজন সেখানেও এই তত্ত্ব সমাজতন্ত্র নির্মাণে কার্যকরী সাহায্য করেছে। শোষকশ্রেণীর প্রতিরোধ ভাঙতে ও ভিতর এবং বাইরে থেকে উত্থানমুখর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাকে পরাভূত করতে এটি একটি সুনিশ্চিত পথ-নির্দেশক-স্বরূপ (এর অন্তর্ভুক্ত নব-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ও ১৪টি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হিটলারের জার্মানির আক্রমণ, ভিয়েতনামে মার্কিনী আক্রমণ, বর্তমানেও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত আছে)। শেষ হলেও এটা উল্লেখযোগ্য যে, এই তত্ত্বই বিষয়ীগত ধরনের ভ্রান্তির কুফল দূর করার হাতিয়ারস্বরূপ ছিল।

এই তত্ত্বের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি বর্তমানে জনসাধারণের উত্তরোত্তর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের উপযোগী উন্নত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দৃঢ় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও শিল্প-ভিত্তি-রচনায় ব্যাপৃত। মানবিক সম্পর্কে কমিউনিস্ট নৈতিকতার সঞ্চার এবং নতুন আচরণের সমাজতান্ত্রিক রীতির জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করা হচ্ছে। উৎপাদন ও জনসাধারণের কাজকর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য নৈতিক ও বৈষয়িক উৎসাহদানের ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে এবং সরকার ও অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের উপযোগী কাঠামো প্রতিনিয়তই বাড়ানো হচ্ছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বস্তরে শ্রমিকদের আনার জন্য এক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের এইচ এস ডব্লিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ অধিবেশন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সভ্যসংখ্যায় শ্রমিকদের হারবৃদ্ধি এবং পার্টি সংগঠনের সর্বস্তরের নির্বাচনে অধিকসংখ্যক কায়িক শ্রমিকদের আনার প্রয়োজন অনুভব করছে। কেন্দ্রীয় কমিটি আরো বোধ করেছে যে—পরিকল্পিত পদ্ধতির প্রসার ঘটিয়ে গণ-রাজনৈতিক কর্মে অভিজ্ঞ শ্রমিকদের আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় নিয়ে আসতে হবে।" এসব করে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি—জনতার উদ্যোগ ও সৃজনশীল কার্যকলাপকে হিসেবের মধ্যে আনে।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের লব্ধ অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করা সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ধারা। আমাদের তত্ত্ব দূরপ্রসারী সমাধানের ব্যাখ্যা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত সুপারিশ দ্বারা সমৃদ্ধ। সমাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে তার সাফল্যগুলিকে যুক্ত করার জন্য সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের চরিত্র, প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও ফলাফল নির্ণয়ের জন্য ফলপ্রসূ কাজকর্ম করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে প্রবেশ করেছে এবং আরো কতকগুলি দেশ যে উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ায় ব্যাপৃত কমিউনিস্ট গঠনকার্যের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। গবেষণা করার আর একটি বিষয় হল কোনো নির্দিষ্ট পন্থা ও রূপের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সি পি এস ইউ এবং সোভিয়েত পণ্ডিতগণ সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ, নতুন কমিউনিস্ট ধরনের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি ও জাতীয় সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ও দীর্ঘমেয়াদী দিকগুলি নিয়ে গবেষণা করছেন।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট গঠনকার্য এবং তার তাত্ত্বিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মূল্যায়ন একটি দ্বিবিধ প্রক্রিয়া যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে উন্নত করে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ব ও অতীতের দোষত্রুটি এবং অবশেষকে দূর করে। এটা জটিল কিন্তু অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। এটা খেয়ালখুশি মতো খাড়া করা 'নতুন ধাঁচের'(১) সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'মানিয়ে নেওয়া' বা তাকে 'উন্নত করা'র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কাজ। আজকের দুনিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা ও দ্বন্দ্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে বিমূর্ত গোঁড়ামি বা সদর্থক মোহের ওপর সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিস্তৃত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুবিধাবাদী ও শোধনবাদী ধারণাগুলো প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রকে কল্পস্বর্গ থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করেন, সেখানে আজকের দিনের "গণতান্ত্রিক", "মানবতাবাদী", "জাতীয়" এবং সমাজতন্ত্রের অন্যান্য "মডেলগুলো" এই ধারণা সৃষ্টি করে যে তাদের প্রণেতারা ঠিক তার উল্টোটাই করবার চেষ্টা করছে : সমাজতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বকে বিজ্ঞান থেকে কল্পস্বর্গে পরিণত করা।

আসলে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক থেকে এটা এইসব ধারণার মূল ত্রুটি। কিন্তু তাদেরও একটি আদর্শগত ও

ভাবে ভাবেন যে এই জাতীয় ভুল তাঁদের এই দাবিই প্রতিষ্ঠা করে যে—"ক্ষমতাসীন মার্কসবাদ—বিপ্লবের মার্কসবাদের ঠিক বিপরীত।" (এডাম উলাম, অসমাপ্ত বিপ্লব—মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের প্রভাবের উৎসের উপর রচনা। নিউইয়র্ক, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১ বিভিন্ন বিজ্ঞানে 'মডেল' এবং 'মডেলিং' কথাটির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পূর্বাভাসের জন্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শোধনবাদী "ধাঁচ" পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসছে। এ তার অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশেষকে গুরুত্ব দিয়ে সাধারণকে তুচ্ছ করছে ও নিয়মের বিশেষ রূপকে সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও ক্রমবিকাশ ঐতিহাসিক অবস্থা ও জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি ও নিয়মগুলো তাদের সার্বজনীন চরিত্র বজায় রাখে। পুঁজিবাদও একটি সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা যার নিয়মগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও ডেনমার্কে, একইভাবে কাজ করে। এটা খুবই স্পষ্ট যে পুঁজিবাদের কোনো যোগ্য বিশ্লেষক কখনই একে আমেরিকান, ইতালীয়, ডেনিশ 'ধাঁচের' বলে ব্যাখ্যা করে না।

রাজনৈতিক অভিমুখিনতা আছে এবং তারা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীস্বার্থ প্রকাশ করে। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের প্রধান সাফল্য এই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেই তাদের সব আক্রমণ তীক্ষ্ণভাবে পরিচালিত। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মূলনীতিগুলো বাতিল বা সংশোধন করে সমাজতন্ত্রের 'ছক তৈরি করা' বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে আদর্শগত এবং প্রচারের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নতুন সমাজের প্রকৃত গঠনকার্যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতিতে এবং পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অভিযানে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে সামনে তুলে ধরে এবং সমাজতন্ত্রের ভুয়ো তত্ত্বের বিরোধিতা করে মার্কসবাদী-লেনিনবাসীরাও অবদান রাখছে।

সমাজতন্ত্রের দ্বারা বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তন কি অনিবার্য? বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবিকাশ কি এমন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যা একমাত্র সর্বহারা বিপ্লব সমাধান করতে পারে?

যে-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক সংকট পুঁজিবাদের অবসানকে ত্বরান্বিত করছে সেই বিপর্যয় ও সংকটের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে? স্থায়িত্ব, পুঁজিবাদ কি তার শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে?

আদর্শগত লড়াইয়ের পেছনে এইসব মৌলিক প্রশ্নগুলো রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের উদ্ভবের সময় থেকে প্রবল।

এই শতাব্দীর সূচনাকালে যে-সব তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মতবাদগুলো এই মত পোষণ করত যে, পুঁজিবাদ অনড় এবং সমস্ত বিপ্লবী অভিযান প্রতিহত করবে, ইতিহাসের দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই বিশ্ব এবং বিশেষভাবে পুঁজিবাদ বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। যেখানে এ সবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই হচ্ছে মানবসমাজের বিকাশের মূলধারা, সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থকরা শুধুমাত্র সেইসব ঘটনাগুলো দেখতে চায় যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষয় করে রাখার পক্ষে যুক্তি দেয়। "শিল্পোত্তর সমাজ", "প্রযুক্তিগত যুগের" একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা "কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের" ব্যবস্থা বলে পুঁজিবাদকে চিত্রিত করা হয় এবং পুঁজিবাদ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করবে বলে দাবি করা হয়। এইসব ভাবধারাগুলো এটাই বলার চেষ্টা করে যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদের তীব্রতম দ্বন্দ্বগুলিকে হ্রাস বা এমনকি দূরীভূত করে।

বিশেষভাবে, ষাটের দশকে এই ধারণাগুলোর উৎপত্তি হয় যখন তাদের স্রষ্টারা বিশেষ করে জন গলব্রেথ, ওয়াল্ট-রসটো, ডানিয়েল বেল এবং জবিগনিউ ব্রজেজিনস্কি পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের মতাদর্শগত কর্তা প্রধান হয়ে ওঠেন। উন্নত পুঁজিবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় এটা শান্তিপূর্ণ সময় ছাড়া অন্য কিছু ছিল।(১) তবুও বুর্জোয়া ব্যবস্থার তল্পীবাহকরা আপেক্ষিক অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থায় তাদের আশাবাদের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পায়।

উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে বুর্জোয়া সমাজের বর্তমান অবস্থা পুঁজিবাদী কল্যাণের পূর্বাভাসের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে? অর্থনৈতিক মন্দা, অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকট ও তৈল সংকট সমসাময়িক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহজাত অস্থিরতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। অধোগামী অর্থনীতি বৃহত্তর সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে—একচেটিয়া ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ, ধর্মঘট ও কৃষকবিক্ষোভ। এই বৎসরের প্রারম্ভে ব্রিটিশ খনিশ্রমিকদের জাতীয় ধর্মঘট, যা রক্ষণশীল সরকারের পতন ঘটায়, তা প্রমাণ করে যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংঘাতগুলো গুরুতর রাজনৈতিক আলোড়নে পর্যবসিত হয়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্বল সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও সংঘর্ষ, যা বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাঠামোর বিশৃংখলা সূচিত করে। পর্তুগালে ফাশিস্ত একনায়কতন্ত্রের পতন ও গ্রীসে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক জুন্টার অবসান, যে দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে মনে হয়, সেগুলি বুর্জোয়া রাজনৈতিক শাসন যে ভেঙেচুরে যাচ্ছে তারই প্রমাণ।

সাধারণ চিত্র হচ্ছে একটি রুগ্ন অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কাঠামো। পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বগুলো সাম্রাজ্যবাদী স্তরে তীব্রভাবে বাড়ে এবং বুর্জোয়া সমাজে সমাজবিপ্লবের বিষয়গত অবস্থাগুলো সুপরিণত হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট যেভাবে বাড়ছে তার মধ্যে উপরোক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত সুপ্রমাণিত হয়। এটা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে আলোচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে-সমস্যাকে আমাদের কাছে তুলে ধরে তাহল : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের নিয়ামক বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের সম্পর্ক। মার্কসীয় মতবাদে লেনিনের মহত্তম অবদানগুলিতে এর আলোচনা ও সমাধান রয়েছে।

তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবের জন্য বিষয়গত অবস্থার পূর্ণতা নির্ণয়ে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সমাজের একটি ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের বিকাশের স্তর আমরা অবশ্যই মনে রাখব। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতিতে এটা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান রণনীতির জন্য এর প্রাসঙ্গিকতাও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিতরূপে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার দেশ ও অঞ্চলগুলির অসম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অবস্থায় এবং শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান গভীর পার্থক্যের পটভূমিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এটাই সব নয়। বিপ্লবের বিষয়গত পূর্বশর্তাদি অপরিহার্য হলেও, জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। লেনিনের তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত কার্যক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে জনগণের শক্তিশালী রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

বিপ্লবে বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকার প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ ও 'বাম' সুবিধাবাদীদের সূত্র থেকে পৃথকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ সুবিধাবাদীরা কম বেশি পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরের দিকে ঝোঁকে। এরা যুক্তি দেয় যে, পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বই সংস্কারকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, যা বুর্জোয়া সমাজের ক্রমাগত 'উন্নতি'র প্রক্রিয়ার সঙ্গে এবং সেটা ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজে বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। অনুরূপভাবে, এই ধারণা জনগণের শ্রেণী এবং

---

১. একজন মার্কিন ভাষ্যকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেন—"ষাটের দশকে যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ছিল, দশকের শেষাশেষি সেটা সন্দেহ ও নৈরাশ্যে পরিণত হয়···। এই দশকে আরও বেশি বেশি করে গোষ্ঠীগুলো জাতীয় মতৈক্য থেকে সরে যাচ্ছিল এবং প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ঢেউ দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।" (টাইম, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৯)।

পার্টির বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রশ্নকে বাতিল করে দেয়।(১) বাহ্যিকভাবে সংস্কারবাদের বিরোধী হলেও "বামপন্থী" মতবাদ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের সংগঠিত ট্রেনিং ও রাজনৈতিক শিক্ষার সমস্যার প্রতি একই ধরনের অবহেলা দেখায়। 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীরা আজকের দিনের বুর্জোয়া সমাজকে কাদার পা-ওলা দানব বলে মনে করে, যাকে সামান্য জোরে ঠেললেই ধসে যাবে। তাদের মতে কিছু ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসমূলক কাজ পর্যায়ক্রমিকভাবে পুঁজিবাদের পতনের দিকে নিয়ে যাবে। ফলস্বরূপ, "বামপন্থী" সুবিধাবাদীরা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মতকেই কার্যত গ্রহণ করে যে, পুঁজিবাদ আপনা-আপনিই ধ্বংস হবে। তারা শুধু এটুকুই যুক্ত করে যে, এর জন্য একটি প্রারম্ভিক ধাক্কা প্রয়োজন।

বিপ্লবে বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকা সম্পর্কে সযত্নে আলোচনা করে লেনিন ক্ষমতা দখলের জন্য এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সংগঠিত ও নেতৃত্বকারী অগ্রবাহিনী হিসেবে তাঁর বিপ্লবী পার্টির তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে রেখেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, "শুধুমাত্র অগ্রবাহিনীর দ্বারা জয় সম্ভব না। সমগ্র শ্রেণী এবং ব্যাপক জনতাকে না নিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ে শুধু অগ্রবাহিনীকে ঠেলে দিলে, হয় তারা অগ্রবাহিনীর প্রতি সরাসরি সমর্থন জানাবে নতুবা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নিরপেক্ষতা দেখাবে··· এবং এটা শুধুমাত্র বোকামি নয়, অপরাধও। এই ধরনের অবস্থান নেওয়ার জন্য পুঁজির দ্বারা নিপীড়িত সমগ্র শ্রেণীর এবং শ্রমজীবী জনতার ব্যাপক অংশের পক্ষে শুধু প্রোপাগান্ডা ও এজিটেশনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এটাই সমস্ত মহান বিপ্লবের মূল নিয়ম" (৩১ খণ্ড, পৃঃ ৯২-৯৩)। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের যুক্ত কার্যক্রমের জন্য এবং একচেটিয়ার শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী ও রাজনৈতিক মোর্চা গঠনে তাদের বিপ্লবী রণনীতি নির্ধারণের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলো এই নিয়মেই চলে।

১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সভায় বলা হয়েছে, "একচেটিয়া-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত কার্যক্রমের সময়ে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতিতে একচেটিয়া ভূমিকা সীমাবদ্ধ করার মতো, বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতা অবসানের মতো এবং এই ধরনের মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনার মতো সক্ষম রাজনৈতিক মোর্চায় সমস্ত গণতান্ত্রিক ঝোঁককে ঐক্যবদ্ধ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা সমাজতন্ত্রের জন্য অবিরাম লড়াইয়ের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।"(১)

বুর্জোয়া সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের অসুবিধা লোকে কোনোরকম খাটো না করে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য, কমিউনিস্ট মতাদর্শের চূড়ান্ত রূপায়ণের উপযোগী একটি বাস্তব-ভিত্তিক ও কার্যকরী কর্মসূচীর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত বিপ্লবীদের প্রস্তুত করছে।

লেনিন ১৯১৩ সালে লেখেন, "মার্কসবাদের উদ্ভবের সময় থেকে, পৃথিবীর ইতিহাসের তিনটি মহান কালপর্বের প্রত্যেকটি মার্কসবাদকে নতুন প্রত্যয় এবং নতুন সাফল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু আগামী দিনের ইতিহাসে সর্বহারার মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের জন্য আরও মহত্তর জয় অপেক্ষা করছে" (১৮ খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫)। এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হয়েছে।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিস্তারলাভের মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের তত্ত্ব বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। ফলস্বরূপ, ঐ প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করার ও মতাদর্শগতভাবে চালিত করার উপাদান হিসাবে এর নিজস্ব ভূমিকা বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বশক্তির পরিবর্তিত পুনর্বিন্যাস থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ও দখলদারী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও মানবজাতিকে যুদ্ধের বিপদ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির জন্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় ও শক্তিশালী সংগ্রামের জন্য তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠনে এই সিদ্ধান্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। অন্য একটি এই সিদ্ধান্ত যে, সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলের "দুর্বল গ্রন্থি" ও বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার কেন্দ্র আর একত্র হয় না। কারণ আমাদের যুগে বর্তমান সমাজতন্ত্রই হচ্ছে সেই কেন্দ্র। এই তত্ত্ব বিপ্লবী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের রণনীতিতে মূল ভূমিকা পালন করে।

জনগণকে জয় করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব বর্তমান সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি-সমন্বিত একটি প্রচণ্ড বাস্তব শক্তি। আমাদের যুগের প্রগতিশীল বিপ্লবী মুক্তিসংগ্রামে সামঞ্জস্যের সংগে অংশগ্রহণকারী সকলের পক্ষে এটা পথ-প্রদর্শক। এই তত্ত্ব একাজ খুব ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করেছে, কারণ এ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সৃজনশীল ধারায় নতুন ঘটনা ও প্রক্রিয়াকে দ্রুত সামান্যীকরণ করছে।

---

১ খ্যাতনামা সংস্কারবাদী ও রাজনীতিবিদ, বৃটিশ শ্রমিক নেতা হ্যারল্ড উইলসন 'বৃটিশ সমাজতন্ত্রের' প্রধানতম গুণ লক্ষ্য করেছেন তার 'বিবর্তনবাদী' প্রকৃতির মধ্যে। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনীকে অথবা শিল্পগত কার্যক্রমকে বাতিল করা হয়েছে।" **বৃটিশ সমাজতন্ত্রের প্রাসংগিকতা।** লণ্ডন, ১৯৬৪, পৃঃ ২।

১ **কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সভা, মস্কো, ১৯৬৯, পৃঃ ২৭।**

ধনতন্ত্রের সংকট ঃ কয়েকটি সমস্যা

জন পার্টন
বৃটিশ অর্থনীতিবিদ

সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র—এই দুই বিশ্বব্যবস্থার সংঘাতের পটভূমিতে আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ অংশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং তা ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। মূলধন গঠনের দিক থেকে বিচার করলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও সম্প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু তা ক্রমশই বেশি বেশি পরিমাণে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিস্থিতি অতিক্রম করে আলাপ আলোচনার স্তরে উপনীত হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতাও সমপরিমাণে বাড়ছে। সহযোগিতার অধিকতর অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করবে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার টানা-পোড়েনের ওপর।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরস্পর-বিরোধী এবং দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির একটি সুস্পষ্ট রাস্তা ছকে নিতে, শ্রমিকশ্রেণী এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান থেকে, বাণিজ্য-চক্রজনিত এবং গভীরগামী সাধারণ সংকটের পরিস্থিতিতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভেতরকার সাম্প্রতিকতম প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূলধন গঠন এবং মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহের সমস্যা—ধনতন্ত্রের এই ধরনের নিয়মের কার্যকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রবন্ধে পরিস্থিতিকে বিচার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬০ সালের গোড়া পর্যন্ত কালপর্বের বৈশিষ্ট্য হল একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরস্পর-বিরোধী প্রবণতাগুলির তুলনামূলক ভারসাম্য (যদিও এটা জানা আছে যে, ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে)। এটা বিশেষ করে সত্য পশ্চিম ইয়োরোপ এবং জাপানের পুনর্বিকাশমান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মূলধন গঠনের একটা আপেক্ষিক শ্লথ গতি মাত্র সম্ভবপর হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে শুধু পশ্চিম ইয়োরোপ বা জাপান নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একটি আপেক্ষিক ভারসাম্যের সূচনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। মূলধন গঠনের দ্রুত হার এবং সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে শুধু যুক্তরাজ্যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে শ্লথ।

এইসব প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলি এবং জাপানের মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে প্রাণ হারিয়েছিল। মার্কস মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক সংকট উৎপাদিকা শক্তির একাংশকে নিজে থেকেই ধ্বংস করে অধিকতর উপযুক্ত উৎপাদনের উপাদানের স্থান করে দেয় এবং মজুরি হ্রাস করে, যাতে মুনাফার হার আবার বাড়তে পারে। যুদ্ধকালীন ধ্বংস ঠিক এই ভূমিকাটাই পালন করেছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুনর্গঠন শুরু হয় অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমের অপর্যাপ্ত সরবরাহের পরিস্থিতিতে। যুদ্ধকালীন অর্থনীতিকে খর্ব করে ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে যেখানে যন্ত্র প্রয়োগের ফলে কৃষকরা উৎখাত হয়েছে ও যেখানে একচেটিয়াপতিদের চাপে বিপর্যস্ত হয়েছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সেখান থেকে লোক আমদানী এই অপর্যাপ্ত সরবরাহের উৎস। স্বল্পোন্নত দেশগুলি থেকে "অতিথি শ্রমিকদের" ব্যাপক আগমন পশ্চিম ইয়োরোপে সস্তা শ্রমশক্তির এই বাহিনীকে পরিবর্ধিত করেছে।।

আধুনিক প্রযুক্তিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সস্তায় পাওয়া গেছে। গবেষণা এবং উন্নতির সমস্ত ব্যয় তারাই বহন করেছে। এই দশকগুলির বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিপ্লব শ্রমশক্তির সাশ্রয় ঘটায় এবং উৎপাদনশীলতাকে দ্রুত বৃদ্ধি করে। যে শিল্পপ্রসার ঘটে তা কাঁচামালের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্তও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে প্রাথমিক দ্রব্যাদির দামের মুদ্রাস্ফীতিজনিত বৃদ্ধি যুক্ত হয় নি, ১৯৭০-এর দশকের প্রথম তৃতীয়াংশের যা বৈশিষ্ট্য।

কাজেই, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় এবং ১৯৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত তা চালু থাকার কালে, শ্রম এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হ্রাসমান মুনাফার হারের বিপরীত প্রবণতাগুলি পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে একচেটিয়া পুঁজির তুলনামূলকভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। মূলধন, প্রযুক্তি, যোগান বাজার এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সহযোগিতার পরিচালনা এবং সমন্বয়ও তারা এই সময়ে করে। মার্কিন প্রভুত্ব এমন একটা অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যা সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্ধেক শিল্প উৎপাদন করত।

এরই পরিণতিতে, ডলারের আধিপত্য একটি স্থিতিশীল বিশ্ব মুদ্রাব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ডলারের যোগান ছিল পর্যাপ্ত এবং মূল্য পরিশোধের উপায় হিসাবে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বজনীন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং লগ্নীর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান, বিনিয়োগ পুঁজি এবং স্বল্পকালীন ঋণের আন্তর্জাতিক সরবরাহের ব্যাপারে তাকে একটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পরিণত করেছিল—পরিণত করেছিল বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটি সাংগঠনিক কেন্দ্রে। মূলধন গঠনের সমগ্র নির্মাণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মার্কস ব্যাঙ্ক ঋণকে অর্পণ করেছিলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বশক্তিমান ডলার তা এভাবেই সম্পাদন করেছে।

তৃতীয়ত, মূলধন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল একটি কালপর্বে কার্যকর, আন্তর্জাতিক একচেটিয়াসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির সুযোগ এবং ক্ষমতার

আগেই লেনিন অনুমান করেছিলেন। এর ফলে একচেটিয়ার একটি অধিকতর প্রসারণশীল ভূমিকাই নিশ্চিত হয়েছিল ; সংকীর্ণ ভূমিকা নয়, যেমনটা হয়েছিল ১৯৩০-এর চরম মন্দার সময়।

চতুর্থত, এই সময়ে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অনেক বেশি জোরালো ভূমিকা মূলধন গঠনের একটি দ্রুত গতির পক্ষে অনুকূল ছিল। সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দাবি-দাওয়ার প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি, তুলনামূলকভাবে একটি উচ্চ চাহিদার স্তর বজায় রেখে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং মূলধন গঠনের একটি দ্রুত গতি অর্জনের চেষ্টা করেছে। ধনতান্ত্রিক শিল্পে বিনিয়োগের সমগ্র রণকৌশল এই উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করেছে। তাছাড়া, ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও উত্তপ্ত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং সাধারণভাবে আগ্রাসী নীতিগুলি একচেটিয়ার গঠনকে ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধকালীন অর্থনীতির লক্ষ্য ছিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন চক্রে সাময়িকভাবে একটা সমতা আনা, মন্দার অবসান করে সমৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির ফলে, উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহের সমস্যা সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির উচ্চ অগ্রগতির হার ১৯৬০-এর দশকের বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে ঊর্ধ্বগতি অনন্তকাল ধরেই চলবে। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে আপেক্ষিক ও সাময়িক ভারসাম্য থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং সঞ্চালনের বিচ্যুতির লক্ষণ দেখা দেয় ; ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব যে সমস্ত দিকেই তীব্রতর হয়েছে তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতিগত অসম অগ্রগতি সত্ত্বেও, অনেক বেশি তীব্র একটি সংকটকালের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৭০-এর গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী মন্দা দেখা দেয়। ব্রেটন উডস-এর আন্তর্জাতিক মুদ্রা চুক্তির বিপর্যয়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ, দ্রুতগামী মুদ্রাস্ফীতি এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মূলধনী বাজারের ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার সঙ্গে এই মন্দা যুক্ত হয়। দ্রুতগতি উৎপাদন এবং সঞ্চয়ের আকস্মিক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এর পরিণতি ঘটে, এখন যা পর্যবসিত হয়েছে ক্রমবর্ধমান মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতিতে, বিপজ্জনকভাবে বর্ধমান আর্থিক অস্থিতিশীলতায়। **বেশ বড় আকারের একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকট এর ফলে নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।** প্রবনতাগুলির অতীত সন্নিবেশ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং মূলধন গঠনের অনুকূল পূর্বতন প্রবণতাগুলি বিপরীত দিকে ঘুরছিল।

প্রথমত, আমরা মার্কিন আধিপত্যের অবসান প্রত্যক্ষ করেছি। পশ্চিম ইয়োরোপ এবং জাপানের যে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি ক্রমশই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাদের প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব-ধনতন্ত্রে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে। সমাজতন্ত্র এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির ফলেও তার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে।

ডলার এখন আর বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল আর্থিক মান নয়। মার্কিন ডলারের অগ্রণী ভূমিকার ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি আর মুদ্রা এবং মূলধনের আগমন নির্গমনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে না। যুদ্ধোত্তর একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিচালন-ক্ষমতা ধসে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, বহুজাতিক শিল্প এবং ফিনান্স সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়ের জন্যে সম্প্রসারণশীল প্রচেষ্টার মুদ্রাস্ফীতিগত ফলাফলও আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের ব্যয় মেটাতে ক্রমবর্ধমান অর্থ প্রবাহের সন্ধান, একচেটিয়ামূলক মূল্যবৃদ্ধির সৃষ্টি করেছে। আবার, এই মূল্যবৃদ্ধির অর্থ সরবরাহ করেছে ঋণের সম্প্রসারণ। দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় ঋণের সম্প্রসারণ অনেক বেশি, বিশেষত ইয়োরোপীয় অর্থ এবং মূলধনী বাজারে, যেটা জাতীয় এবং এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আন্তঃরাষ্ট্র সংগঠনগুলির আয়ত্তের বাইরে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রায় একটা ধাবমান গতির সৃষ্টি হয়েছে। এর একটা সাম্প্রতিকতম প্রকাশ হল, কাঁচামালের জন্য চাহিদা এত প্রচণ্ড যে ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালে কাঁচামালের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরে পরেই নাটকীয়ভাবে দাম বেড়েছে তেলের। দাম বৃদ্ধির কারণ, বিপুল চাহিদা, একচেটিয়া কারবারীদের ফাটকাদারি, মূল্যবৃদ্ধি, ন্যায্য দাম আদায়ের জন্য তেল তীব্রতর হয়েছে ফাটকাদারির ফলে। ফাটকাদারির উদ্ভব তীব্রতর হয়েছে ফাটকাদারীর ফলে। ফাটকাদারীর উদ্ভব হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কাগজী অর্থ সম্পর্কে অনাস্থা থেকে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি-বিপ্লবের দ্রুতগতির ফলে মূলধন বিনিয়োগের এতটাই প্রসার প্রয়োজন যে ফিনান্স মূলধন কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতির ধরনে সমগ্র ঋণ কাঠামোকে পরিব্যাপ্ত করার প্রবণতা শক্তিশালী হয়।

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে উপেক্ষা করে, একচেটিয়া পুঁজির বড় বড় বিনিয়োগগুলিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রীভূত করার নীতির অবসান হতে চলেছে। পূর্বতন ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির উপর প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ বিপর্যস্ত হবার ফলে উদ্ভূত এই নীতিটি নিশ্চয়ই অগ্রসর পুঁজিবাদী এলাকার সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের বিপুল মুনাফাকে বাড়ানোর জন্য একচেটিয়া এবং লগ্নী পুঁজি সস্তা শ্রমশক্তি এবং সম্পদের সন্ধানে আবার স্বল্পোন্নত দেশগুলির বাজারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

চতুর্থত, রয়েছে চাহিদাকে বজায় রাখা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ঘনঘন এবং ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজকর্মকে সম্প্রসারিত করা এবং মন্দাকে প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থাবলীর ক্রমবর্ধমান পরস্পর-বিরোধী ভূমিকা। সমৃদ্ধিকে তা মুদ্রাস্ফীতির আকারে অতিরঞ্জিত করে এবং হ্রাসমান মজুরি ও দাম সহ সংকটরূপী স্বতঃস্ফূর্ত ধনতান্ত্রিক প্রতিষেধকটিকে অপসারিত করে।

পঞ্চমত, ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যগত অসাম্যও রয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে এই বিষয়টির উপর লেনিন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এখন তা অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করার রূপ নিচ্ছে : আন্তর্জাতিক লেনদেন উদ্বৃত্তের বিচারে—বিপুল উদ্বৃত্ত সমন্বিত তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি, উদ্বৃত্ত সমন্বিত একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধিকতর শক্তিশালী দেশগুলি, ঘাটতিযুক্ত একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং ঘাটতিযুক্ত স্বল্পোন্নত তেল ব্যবহারকারী দেশগুলি। এই বৎসর তেল ব্যবহারকারী দেশগুলির মোট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ থেকে এক লক্ষ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লেনদেন পরিস্থিতির এই অসাম্য

বিশ্ব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং প্রচলন ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠত, রয়েছে ধনতান্ত্রিক দেশে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম। তাঁরা সংগ্রাম করছেন মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, উচ্চতর মজুরির জন্য। একচেটিয়ারা এটাকে আরও উচ্চ মূল্যের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে।

সবশেষে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার তেল বিপণনের ক্ষেত্রে স্বাধীন দেশগুলির নীতিসমূহের ক্রমবর্ধমান সমন্বয়। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে সংগ্রাম এখনও বাকি।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মন্দার একটা সুগভীর প্রবণতা এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক অর্থ সঞ্চালন, মূলধনের আগমন নির্গমন এবং বাণিজ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থার আংশিক ভেঙে পড়াকেই সূচিত করে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চক্রাকৃতি সংকটের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নিশ্চিত পুনরাবির্ভাব, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি—একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে সামাজিক দ্বন্দ্ব—সবগুলিরই অবনতি ঘটেছে।

আমাদের এখন প্রশ্ন করা দরকার যে, সমগ্র একচেটিয়া পুঁজিবাদী পরিবেশ, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ, সমাজতান্ত্রিক এবং অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভবিষ্যৎ এবং উত্তেজনা প্রশমনের দিকে অগ্রসরমান পৃথিবীতে এই দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার পক্ষে এই সব প্রবণতাগুলির তাৎপর্য কী?

আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার অগ্রগতি কি শুধুই বর্তমান বাণিজ্যিক এবং আর্থিক কাঠামোর প্রসারের ভিত্তিতে রচিত হবে এবং এই কাঠামোকে নিয়ত প্রসারমান সহযোগিতার পক্ষে যথেষ্ট স্থিতিশীল ভাবা যেতে পারে কি না।

পূর্বোল্লিখিত মূল্যায়নের মূল সিদ্ধান্তটি হল যে, দুই দশকের স্থায়ী এবং দ্রুতগতি মূলধন গঠনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অগ্রগতি এখন ক্রমবর্ধমান অস্থায়িত্বের রূপ নিচ্ছে। বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ প্রসারের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিতে চাইছে এই অস্থায়িত্ব।

বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী গুরুতর লেনদেনের অসাম্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রা এবং মূলধনী বাজার ও সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং কাঠামোর ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত।

ধনতান্ত্রিক জগতের বিনিয়োগ ব্যবস্থা, উৎপাদন এবং বাণিজ্যে তেল উৎপাদনকারীদের স্ফীত তহবিলের পুনঃপ্রবাহ প্রধানত স্বল্পমেয়াদী ব্যাঙ্কিং আমানত এবং ঋণ সৃষ্টির আকার নিচ্ছে।(১) কয়েকটি অগ্রণী ব্যাঙ্ক আশা করছে যে এত বৃহৎ মাত্রায় ঋণের কারবারের চাপ খুবই বেশি হয়ে পড়তে পারে। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির পক্ষে, তেল ব্যবহারকারী দেশগুলির তেলের জন্য দেনার অনুপাতে, তাদের রপ্তানী দ্রব্য ক্রয়ে এই পুরো তহবিলকে ব্যয় করে ফেলা সম্ভব নয়। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি তেল ব্যবহারকারী সমস্ত দেশে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মৌলিক শিল্প এবং আর্থিক ক্ষেত্রে যেহেতু তারা সম্পদ সংগ্রহ করছে, ফলে একদিকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং অন্যদিকে তাদের ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হবে। আবার অধিকতর সম্পন্ন তেল ব্যবহারকারী এবং উৎপাদনকারী দেশ ও অধিকতর দরিদ্র তেল ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পাবে।

তেল উৎপাদকদের উদ্বৃত্তকে দরিদ্রতর দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করার জন্য সহজ শর্তে পাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যুক্তিসঙ্গত নীতি। এর ফলে তেল ব্যবহারকারী দেশগুলির রপ্তানী দ্রব্যের বৃহত্তর বাজার তৈরী হবে। কিন্তু যৌক্তিকতা ধনতন্ত্রের মর্ম নয়। তেলজাত তহবিলের পুনর্বিনিয়োগের সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক মহলে আলাপ আলোচনা চলছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার ফলাফল শূন্য। ব্যাপারটা এখন "যে পার বাঁচাও"।

মন্দা দূর করার প্রচেষ্টা সহ অর্থনৈতিক চক্রের সমৃদ্ধি পর্বটির রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রণোদনের নীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেছে। মন্দা গভীরতর হতে চলেছে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়, মূলধন সঞ্চয়ের তাড়িত গতির অন্যান্য ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মুদ্রাস্ফীতিকে বিপজ্জনক গতিবেগ দান করছে। একমাত্র গভীর একটি মন্দা হয়তো এই মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করতে পারত। অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয়, তাহলে সংকটের পর লগ্নী পুঁজির বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যাধির পুনরাবির্ভাব ঘটবে বৃহত্তর মাত্রায়। তীব্র মুদ্রাসংকোচ (ব্যাপক বেকারি এবং হ্রাসমান প্রকৃত মজুরির বিনিময়ে মুদ্রাস্ফীতি নিরাকরণের প্রচেষ্টায়) এবং অন্তত দ্রুতগামী একটি মুদ্রাস্ফীতির বিনিময়ে, মন্দাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য, পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির নীতির মধ্যে একচেটিয়া এবং তাদের রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি দ্বিধাবিভক্ত। একচেটিয়া পুঁজিবাদের বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব অসমাধানযোগ্য।

এই সমস্ত বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দ্বন্দ্বগুলি তীব্রতর হতে বাধ্য, যার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি স্থায়ী ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হবে। সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত সামাজিক বিরোধগুলিও তার ফলে তীব্রতর হবে, এবং শ্রমিকশ্রেণী ও লোকায়ত শক্তিগুলির পক্ষে উচ্চতর জীবনধারণের মান এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জয়ী হয়ে, সমাজতন্ত্রের দিকে তাদের অগ্রগতিতে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারগুলি সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উৎসাহ দেখাচ্ছে। তারা আশা করছে যে এই সহযোগিতা তাদের বাজার এবং যোগানের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। এই ধরনের সহযোগিতার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চাইবে। অপরদিকে, দ্বন্দ্বগুলি যেহেতু সাধারণ বাজারের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তার সংগঠিত সহযোগিতা তাই দুরূহ হওয়াই সম্ভব। বস্তুত, এখন এই প্রসারমান মুদ্রাস্ফীতি, যার পরেই আসবে সম্ভাব্য একটি গভীর সংকট, অথবা একটা বেশ বড় ধরনের "সংকট-স্ফীতি" বা দীর্ঘস্থায়ী "মন্দাস্ফীতি", সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক

---

১ ঋণ সরবরাহ ছাড়াও, সর্বাপেক্ষা সম্পন্ন তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি অস্ত্র ক্রয় পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে ভূসম্পত্তি ক্রয় এবং ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে। ইরান, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সকে যথাক্রমে ১,২০০ মিলিয়ন ডলার এবং ১ হাজার মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে এবং এখন ইতালির সঙ্গে ১০০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণের একটি চুক্তি করছে। তাছাড়া, ইরান বাইরে ২,৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রের অর্ডার দিয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানির ক্রাপ স্টীল কনসার্নের ২৫ শতাংশ দখল করেছে। একই রকম লেনদেনে যুক্ত হচ্ছে সৌদি আরব এবং কুবেইত।

দেশগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর তা একটা চাপের সৃষ্টি করবে।

তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে, এই সংকট নিঃসন্দেহে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে কাঁচা মালের নতুন উৎস, সস্তা শ্রমশক্তি এবং মূলধনের লাভজনক বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত করবে। দরিদ্রতর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বার্থকেও বিসর্জন দিয়ে, তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির লড়াই-এ একচেটিয়ারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। পৃথক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়বে।

গ্রেট বৃটেনের মতো রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের দায়িত্ব হল একচেটিয়া স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মৈত্রী গড়ার লড়াই করা এবং প্রগতিশীল সরকারের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা, যে সরকার তাদের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নতুন একটা কাঠামো সৃষ্টি করতে। কেবলমাত্র পারস্পরিক সুবিধা এবং সমাজতান্ত্রিক ও সদ্য-স্বাধীন দেশ, অন্যান্য প্রগতিশীল সরকার এবং বস্তুত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শর্তমুক্ত, পারস্পরিক সুবিধার সম্পর্কে অংশগ্রহণে প্রস্তুত সমস্ত দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের এই রকম একটি নতুন কাঠামোর উদ্ভব ঘটবে বর্তমান আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক কাঠামোর পাশাপাশি এবং সহযোগিতার একটি দৃঢ়তর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি যা করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত, শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাফল্যের ভিত্তিতে তা বর্তমান কাঠামোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

সংকট থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে উদ্ধার করার জন্য একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সংশয়াতীত প্রবণতার সৃষ্টি হবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন কাঠামোর ধারণাটি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে সংগ্রাম করা প্রয়োজন।

একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতিকে প্রগতিমুখিন করার সংগ্রাম, অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল নীতির জন্য সংগ্রামের অবিভাজ্য অংশ হতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের হাতে উৎপাদনের উপকরণ ও বণ্টনের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত করা তার লক্ষ্য।

স্বাধীন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিস্থিতিও জটিলতর হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির একচেটিয়া পুঁজিবাদী ক্ষেত্রে মূলধন গঠনের বিপুল বেগ এবং তার পরিণতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে, প্রাথমিক দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী দেশগুলির পক্ষে বাণিজ্য শর্ত সাময়িক কালের জন্য অধিক অনুকূল হয়েছে। তাদের জাতীয় আয়ের পক্ষে এটা সুবিধাজনক। বড় একটা মন্দা অবশ্য এই ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে পারে। প্রাথমিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং মূল্য হ্রাস পাচ্ছে এমন সব দেশের পক্ষে তা বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হবে। তেল অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের মতো, মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন সব দ্রব্যের আমদানীর জন্য তাদের দাম দিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে যা প্রয়োজন তা হল প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে শুধু ন্যায্য দামই নয়, পরস্পরের পক্ষে অনুকূল বাণিজ্য-শর্ত দাবি করা। দাম নির্ধারণ, বাণিজ্য শর্ত এবং ঋণ ও মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তেল উৎপাদনকারী দেশ এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তেল অনুৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যেও অধিকতর সংহতির প্রয়োজন।

কয়েকটি তেল উৎপাদনকারী দেশের শাসক চক্রের স্বার্থকে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা হবে আর একটি জটিলতা সৃষ্টিকারী বিষয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের নেতৃস্থানীয় দেশগুলিতে সম্পত্তি ও যন্ত্রশিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করতে বৃহৎ তেল তহবিলগুলির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একথা ঠিক যে, উন্নত তেল ব্যবহারকারী দেশগুলির লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যার পক্ষে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না ; সেই সঙ্গে এটা অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক পুঁজি থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যেটা তাদের প্রয়োজন এবং যার সাহায্যে তারা অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশের রপ্তানী দ্রব্য ক্রয় করতে পারত। আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশ এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশের জনগণের অভিন্ন স্বার্থের প্রশ্নটিকে এটা উত্থাপিত করে।

তেল তহবিলের উদ্দেশ্যমূলক নিয়োগ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লগ্নী পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে, শ্রমশক্তি ও কাঁচামালের নতুন উৎস, নতুন বাজার এবং বিনিয়োগ-ক্ষেত্রকে শোষণ করে গভীরগামী সংকটকে সমাধান করার জন্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রচেষ্টা—এই সব কিছুর জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়তর ঐক্য এবং একচেটিয়া-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রয়োজন। জাতীয় এবং জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন মেটানোর দাবি এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহযোগিতা এই আন্দোলনের ভিত্তি।

সুতরাং একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বের উল্লেখযোগ্য তীব্রতাবৃদ্ধি এবং তার গভীরগামী সংকটের পরিস্থিতিতে শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। চক্রাকৃতি এবং দীর্ঘমেয়াদী এই সংকট হঠকারিতা, প্রতিক্রিয়া এবং ফাসিবাদের বৃহত্তম বিপদ সৃষ্টি করছে। বিশ্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারের জন্য লগ্নী পুঁজির আপ্রাণ প্রচেষ্টা থেকেই এই বিপদের উদ্ভব হচ্ছে। সেই সঙ্গে এই সংকট শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে নতুন সুযোগ অবারিত করে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অপরিহার্য বিষয়টি হল, বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশে এবং বিভিন্ন স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশে উচ্চতর জীবনধারণের মান এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে শুধু ন্যায়সঙ্গত জাতীয় স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই নয়, উত্তেজনা প্রশমন এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্বার্থেও সংহতিমূলকভাবে পরিচালনা করা।

শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য থেকে শুধু সমাজতান্ত্রিক অবস্থানের শক্তিবৃদ্ধিই নয়, সমাজতন্ত্রের প্রধান পথটিতে নতুন অগ্রগতিরও সৃষ্টি হবে এখানে সেখানে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের দুর্বলতম এলাকাগুলিতে, এমনকি প্রধান একচেটিয়া পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেও।

বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের এই সংঘাতময় নতুন যুগটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে নতুন নতুন সাফল্যের যুগে পরিণত হতে পারে।

পর্তুগালের প্রতিক্রিয়া যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল এবং যা ব্যর্থ হয়েছে

আন্তোনিও ডায়াস লোরেঙ্কো
আভান্তে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক

ছ' মাস ধরে পর্তুগালের মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করছে। জাতির জীবনে এটি হল এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময়। ফাশিবাদ যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছে এবং তার বিপর্যয়ের পরবর্তী অতি অল্প সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্ধ শতাব্দী ধরে ক্ষয়িষ্ণু একনায়কত্বের অধীনে অপমানকর জীবনযাপনের পর জনসাধারণ তাদের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। এমন কি যারা গতকালও ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ও দারিদ্র্যে জর্জরিত ছিল, আজ তারা রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠানগুলি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের অবসান ঘটান হয়েছে এবং ঔপনিবেশিকতার অবসানকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

ফাশিবাদীরা মেহনতী জনগণকে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে রেখেছিল। গত কয়েক মাসেই তাদের জীবনযাপনের অবস্থা লক্ষণীয়ভাবে উন্নত হয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে গ্রহণ করাতে সফল হয়েছে যেমন ন্যূনতম মজুরি, যৌথভাবে দাবি আদায়, সরকারী চাকুরে-দের জন্য উচ্চতর বেতন এবং নানা রকমের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু পুরনো শাসনব্যবস্থা, যা চিরস্থায়ী সংকটের অবস্থার মধ্যে ছিল এবং যে সংকটকে, কঠোরভাবে সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করে গোপন করে রাখা হয়েছিল, তার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্যাগুলি এখনও অসংখ্য।

বাণিজ্যের এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি সমেত অর্থনৈতিক অবস্থা গুরুতর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটির পরি-চালন-ক্ষমতা রয়েছে একচেটিয়া গোষ্ঠীর হাতে, যারা আর যাই হোক, নতুন শাসনের ঘনিষ্ঠ সমর্থক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, কখনও-বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে তা করা হচ্ছে।

গণতন্ত্রীকরণের পথের বাধা-বিপত্তিগুলিকে অথবা এই প্রক্রিয়ার পক্ষে মারাত্মক বিপদগুলিকে ছোট করে দেখা গুরুতর ভুল হবে। নতুন গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করার এবং তার বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য অবিরাম প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার পরিবেশেই স্বাধীনতাকে সংহত করতে হবে। এই রকমের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল ১০ জুন, যখন লিসবনে একটি সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। আর একটি ব্যর্থ সাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হয়েছিল সরকারের সেই সংকটের সময় যে সংকটের পরিণতি হল প্রধানমন্ত্রী পামা কারলস এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের পদত্যাগ। এইটি ছিল দক্ষিণপন্থীদের একটি ব্যক্তিগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যা মেহনতী জনগণ এবং সমগ্র জাতির দ্বারা সমর্থিত সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের কর্মসূচী এবং সেই কর্মসূচীর পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার বিরোধী।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিক্রিয়াশীলরা একটি খোলাখুলি আক্রমণ সংগঠিত করে তারা ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ফাশিবাদী "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের" কর্মপন্থা দমনকে ২৫ এপ্রিলের পরবর্তী বৃহত্তম সাফল্য বলে বর্ণনা করেছিল।

প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিকল্পনাগুলি পর্তুগীজ ন্যাশানা-লিস্ট পার্টির নেতাদের দলিল থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর জানা গিয়েছিল এবং এই পার্টি হল একটি ফাশিবাদের সমর্থক পার্টি, যা একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে আবেদন করেছিল।

রাষ্ট্রপতি তাঁর যে ভাষণে পর্তুগালের জনগণের "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ"দের, "উগ্রপন্থীদের স্বৈরতন্ত্র থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এবং জাগ্রত হতে" আহ্বান করেছিলেন, প্রতি-ক্রিয়াশীলরা তা থেকে কিছু সূত্র তুলে নিতে একটুও বিলম্ব করে নি। কোনো কোনো গোষ্ঠী এই ভাষণকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সঙ্কেত বলে গ্রহণ করেছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠদের" স্বাক্ষরিত পোস্টারসমূহ লিসবনে দেখা যেতে থাকে যেখানে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের" আহ্বান জানান হয় এবং এটা ছিল "একটি গণতান্ত্রিক পর্তুগাল গঠনে কাজ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের" প্রকাশ্য ঘোষণা।

যাই হোক এই ভাল অভিপ্রায়ের ঘোষণাগুলি কাউকেই বোকা বানাতে পারে নি। পর্তুগীজ ডেমোক্রাটিক মুভ-মেণ্টের কেন্দ্রীয় কমিশন একটি আবেদন প্রচার করে বলেছিল, "এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে চায়। কারুর যেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে ... প্রতিক্রিয়াশীলেরা, পি আই ডি ই-র প্রাক্তন কর্মচারীরা, রাজনৈতিক পুলিস, সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকেরা, ন্যাশনাল পপুলার অ্যাকশান পার্টির প্রাক্তন সদস্যরা, সমস্ত ফাশিবাদীরা সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনকে খর্ব করতে চায়, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় এবং ফাশিবাদকে পুনরুজ্জীবিত ও ঔপনিবেশিক

আন্তোনিও ডায়াস লোরেঙ্কো ফ্যাশিবাদী কারাগারে ১৭ বছর বন্দীজীবন যাপন করেন এবং ২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪ সালের ঘটনাপ্রবাহে মুক্তিলাভ করেন। গত অক্টোবর মাসে তিনি ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর সম্পাদকীয় অফিস পরিদর্শন করেন যেখানে তিনি পর্তুগালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিকাশ সম্পর্কে ভি গোলাবকিনের সঙ্গে কথা বলেন।

যুদ্ধ আবার শুরু করতে চায়। তারা নিজেদের নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কিন্তু তারা যা চায় তা হল জনগণের ওপর নীরবতা চাপিয়ে দেওয়া।"

এই কর্মপন্থার একটি মহড়া হয়ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর যখন জেনারেল স্পিনোলা একটি ষাঁড়ের লড়াই-এ উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানকার সংগৃহীত অর্থ ওয়ার ভেটেরান লীগে (প্রাক্তন অভিজ্ঞ সৈনিকদের লীগ) যাবার কথা ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা অধীর আগ্রহে এই অনুষ্ঠানটির দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাশিবাদীরা অকস্মাৎ ষাঁড়ের লড়াইয়ের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়ল এবং অনেক আগেই সব টিকিট কিনে নিল। এই ষাঁড়ের লড়াই যে একটি রাজনৈতিক প্রদর্শনী তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন এক অশ্বারোহী মাতাদের একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে মাঠে চুকলেন, যার একদিকে ছিল "স্পিনোলা দীর্ঘজীবী হোন" আর অপরদিকে একটি লাল নিশান যা তিনি ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে দলিত করলেন। উপস্থিত জনতা চিৎকার করে উঠল "স্পিনোলা হলেন রক্ষা-কর্তা!" "সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন নিপাত যাক।" প্রধানমন্ত্রী গণকালভস্ ব্যংগ বিদ্রূপের শিকার হলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি ফাশিবাদীদের প্রতিহত করার জন্য জনগণকে জমায়েত করেছিল। যে-প্রাকা দ্য ট্যুরস্-এ ষাঁড়ের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, হাজার হাজার মানুষ সেটাকে ঘিরে ফেলে। শত শত কমরেড অল্প দূরে অবস্থিত পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যদি কোনো আক্রমণ ঘটে তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্য। আমরা যা অনুমান করেছিলাম, ফাশিবাদীরা হেলমেট ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত ষাঁড়ের লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে জনতাকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাদের পালাতে হয় কারণ জনতাও প্রতিআক্রমণ চালায়।

পরের দিন শহরে সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র ও পোস্টার দেখা যায়। তাতে ২৮ সেপ্টেম্বর এম্পায়ার স্কোয়ারে রাষ্ট্রপতির ভবনের সামনে যে-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগ দেওয়ার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ফাশিবাদীরা দেশের সবচেয়ে পশ্চৎপদ অঞ্চলগুলি থেকে হাজার হাজার মানুষ যাদের বেশিরভাগই নিরক্ষর, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন কৃষক, এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার ও চার্চের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাদের নিয়ে আসার জন্যে বাস, ট্রাক ও মোটর গাড়িগুলিকে দখল করার চেষ্টা করে-ছিল। অস্ত্রশস্ত্রও মজুত করা হয়েছিল।

সরকারের মধ্যে কেউ কেউ এই সমাবেশকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন কিন্তু স্পিনোলা জিদের সঙ্গে বলে-ছিলেন যে, তিনি "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠদের" কাছে ভাষণ দেবেন এবং তার তা দেওয়া উচিত। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ঐ তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠরা "কমিউনিজম-এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার" জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করার পরিকল্পনা করেছিল, যা প্রতিক্রিয়াশীলদের এক জীর্ণ পুরাতন কৌশল···এবং তাদের আরও কৌশল ছিল, রাষ্ট্রপতিকে একটি অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে, সরকারকে ভেঙে দিতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করতে হবে। ফ্যাশিবাদীরা কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক অফিসারদের বহিস্কার করার জন্যে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত রচনায় ব্যস্ত ছিল।

পার্টির সামনে দুটো বিকল্প ছিল: হয় একই সময় ও স্থানে একটি পাল্টা সমাবেশের আয়োজন করা এবং ফাশি-বাদীদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া অথবা তাদের "লিসবন-অভিযানকে" প্রতিহত করা এবং একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। আমরা পরেরটিই বেছে নিয়েছিলাম। রাজ-ধানীর দিকে যাবার সমস্ত রাস্তায় শ্রমিকরা চেকপোস্ট স্থাপন করেছিল। তারা সমস্ত গাড়িগুলি তল্লাসী করেছিল এবং ফাশিবাদীরা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গোপনে শহরে পাচার করার চেষ্টা করেছিল সেগুলি তারা কেড়ে নিয়েছিল। রেল এবং মোটর পরিবহণ শ্রমিকরা অত্যন্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। রেল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষ ট্রেনের জন্য সমস্ত অনুরোধ ও হুকুম উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রাস্তার সংযোগস্থলগুলিতে "সাধারণ সভা" বা "পিকনিকের" আয়োজন করেছিল। ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে শ্রমিকদের সঙ্গে কন্টিনেন্টাল অপারেশনস্ কম্যান্ডের ইউনিটগুলি যা সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের যোদ্ধাশক্তির সামরিক ইউনিটগুলি যোগ দিয়েছিল।

স্পিনোলা রিপাব্লিকান গার্ড ও জনশৃংখলা রক্ষা-কারী পুলিসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সমাবেশের আগে তিনি তাদের সমস্ত বেতার ও টেলিভিশন স্টেশনগুলি দখল করতে এবং কোনো পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করতে আদেশ করেছিলেন। পরিকল্পিত ক্ষমতা দখলের সাফল্য সুনিশ্চিত করার আশায় একটি নীরবতার প্রাচীর গড়ে তোলা হচ্ছিল।

সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন তার নিজের পদ্ধতির সাহায্যে এর বিরোধিতা করেছিল। এটি সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং ন্যাশনালিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেছিল। যখন জানা গেল যে, এর ফলে স্পিনোলা প্রধানমন্ত্রীকে বন্দী করেছেন তখন কন্টিনেন্টাল অপারেশনস্ কমান্ডের অধিনায়ক, সামরিক বাহিনীর অধিনায়কদের প্রধান, সশস্ত্র বাহিনীগুলির একটির অধি-নায়ক, সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন প্রতি-আক্রমণ চালিয়েছিল। এটি ন্যাশনাল স্যালভেশন জুন্টা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলদের (নেটো, মারকুইস্, এবং মেলো) অপসারিত করা এবং তাদের জায়গায় সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারদের স্থাপন করার জন্য কাউন্সিল অফ্ স্টেটের জরুরী সভা দাবি করেছিল। স্পিনোলা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠদের" এই সমাবেশ প্রত্যাহার করার উপদেশ দিয়ে একটি ঘোষণা জারী করেছিলেন। একই সময় এটিকে নিষিদ্ধ করে সরকারী ঘোষণাও প্রচার করা হয়েছিল। ঐ সমাবেশ আর অনুষ্ঠিত হয় নি।

প্রতি-বিপ্লবী গোপন সংগঠনগুলি, যারা ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, তাদের ভেঙে দেওয়ার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীরা অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রায় ২০০ ফাশিবাদীকে বন্দী করা হয়েছিল যাদের মধ্যে ছিল প্রাক্তন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্, ব্যাঙ্কের পরিচালক ও শিল্পপতি এবং জন-বিরোধী লিবারাল ও প্রগ্রেস পার্টিগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি তল্লাস করে হাজার হাজার মানুষের পক্ষে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের মজুতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল মেশিন-গান, হাত বোমা, মার্টার, মলটভ ককটেল এবং প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ। তাছাড়াও একেবারে অতি আধুনিক যোগাযোগ রক্ষার যন্ত্রপাতি, ছাপাখানা এবং নকল করার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল।

প্রগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি থেকে যে সব দলিল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি "কমিউনিস্ট পরিব্যাপ্ত" প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে এর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা উদ্ঘাটিত করেছিল।

জরুরী পরিকল্পনাতে বলা হয়েছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতা দখলের দিনে কিছু সাংবাদিকদের হত্যা করতে হবে এবং অন্য অনেককে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে। ঐ

পার্টি এমন কি ভবিষ্যতে নাৎসীদের অনুরূপ বন্দী শিবির স্থাপনের জন্য ক্যাম্পো পেকেনো স্টেডিয়ামটি বেছেছিল।

৩০ সেপ্টেম্বর লিসবনে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিসমূহ, পর্তুগালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ইন্টার-সিণ্ডিকাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, যুব শ্রমিক আন্দোলন, কমিউনিস্ট ছাত্র ইউনিয়ন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠন কর্তৃক আহূত গণ সমাবেশে প্রায় ২ লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। তাদের শ্লোগান ছিল "জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের সতর্কতা।" "বন্ধু সৈনিক, জনগণ তোমার সঙ্গে আছে," "ফাশিবাদীরা শোন, জনগণ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে।"

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? এই ঘটনাবলীর পরিণাম হল যাদের আমরা "২৪ এপ্রিলের শোকার্ত" বলি, গত দিনগুলির জন্য আকুল, সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের ওপর গণতন্ত্রের এক নতুন ও চমকপ্রদ বিজয়। জনগণের শক্তিগুলি এবং সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন এই পরীক্ষা থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের মৈত্রী আরও শক্তি অর্জন করেছে যা হল আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের একটি পূর্বশর্ত।

সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন একটি স্পষ্ট ফাশিবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। আজকে পর্তুগালের সশস্ত্র বাহিনীর বেশির ভাগই গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

এই ঘটনাবলী সংগঠিত জনগণের ক্ষমতা, তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করেছে। তাছাড়া এগুলি আমাদের পার্টির বিরাট ভূমিকাও দেখিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সংকটকালে তার নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে গর্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনেক আগে থেকেই পার্টি একটি প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল। পার্টি দেখিয়েছিল যে ঐ সমাবেশ হল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার আসল উদ্দেশ্যটিকে গোপন করার একটি চক্রান্ত। "লিসবনের দিকে অভিযানকে" ব্যাহত করার জন্য এটি প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এত লোকে যা বিশ্বাস করতে চায় নি, পার্টি সেই কথাটিই উদ্ঘাটিত করেছিল যে "লিবারাল ও প্রগ্রেস পার্টিগুলি হল ফাশিবাদী চক্রান্তকারীদের ছদ্ম সংগঠন। আবার সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি হল জনগণের সংগ্রামের অগ্রণী শক্তি এবং কমিউনিস্টদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা বা গণতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল কিন্তু তারা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের পরাজয়ের অর্থ হল ঃ যথেষ্ট বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ক্ষতি, তাদের তিনটি রাজনৈতিক দল ভেঙে যাওয়া, তাদের সক্রিয় কর্মী ও প্রচার যন্ত্রগুলি হারান এবং তাদের অন্তর্ঘাতমূলক গোপন জালের উদ্ঘাটন। পরিশেষে এই ঘটনাগুলির ফলাফলের মধ্যে একটি হল ন্যাশনাল স্যালভেশন জুন্টা থেকে তিনজন জেনারেলের অপসারণ এবং রাষ্ট্রপতির পদ থেকে জেনারেল স্পিনোলার পদত্যাগ। তাঁর পদত্যাগ হল সেপ্টেম্বরের রাজনৈতিক সংকটের স্বাভাবিক পরিণতি। জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে স্পিনোলার অবস্থিতি আর সম্ভব ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর পদত্যাগকে একটি ইতিবাচক ঘটনা বলে গণ্য করেছিল যা রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উন্নত করবে এবং ক্রমাগত গণতন্ত্রীকরণ ও ঔপনিবেশিকতার অবসানের অবস্থা সৃষ্টি করবে। কমিউনিস্টরা একনায়কত্বের যুগে সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের বিকাশে এবং ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক মীমাংসার দ্বারাই সম্ভব, এই উপলব্ধিটির সৃষ্টিতে জেনারেল স্পিনোলার ইতিবাচক ভূমিকাটিকে অস্বীকার করে না। কিন্তু ২৫ এপ্রিলের পর তিনি নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকারগুলিকে সংকুচিত করার একটি স্থির বাসনা, তাঁর নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার একটি প্রবণতা দেখিয়েছিলেন, গণতন্ত্রীকরণ ও ঔপনিবেশিকতার অবসানের প্রক্রিয়াটি পাল্টে দিতে অথবা বিলম্বিত করতে এবং একটি ব্যক্তিগত সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যা সংবিধান সভার নির্বাচন ও জনগণের নির্বাচিত একটি শাসন প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে, সেই সংগ্রামে সাফল্যের জন্য এই বিজয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৫৫ লক্ষেরও বেশি লোককে ভোট দানের অধিকার দেওয়া হবে যেখানে ১৯৭৩ সালে ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত শেষ নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ১৮ লক্ষের বেশি ছিল না। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সব রকমের জনমত ও রাজনৈতিক প্রবণতা প্রতিফলিত করবে।

জাতির ভাগ্যকে তাদের নিজেদের হাতে গ্রহণ করার জন্য জনগণের সংকল্পের একটি দৃষ্টান্ত হল ৬ অক্টোবর, রবিবারে জাতীয় শ্রম দিবস উদযাপন। হাজার হাজার মানুষ সেদিন কাজে যোগ দিয়েছিল যার দ্বারা শ্রমিক, সাধারণ ও তাদের নেতাদের সম্মতি সূচিত হয়েছিল। এইটি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে একসাথে এক নতুন জীবন গঠনের পথ ধরে জনগণের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পই প্রকাশ করেছিল। এইটি এক নতুন পর্তুগাল নির্মাণে সক্ষম শক্তিগুলিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমরা কি এই দাবি করতে পারি যে পর্তুগালে গণতন্ত্র গড়ে তোলা একটি অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে? আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে সংশয়, দ্বিধাচিত্ততা ও অনিশ্চয়তা ক্ষতিকর কিন্তু আবার অত্যধিক আত্মবিশ্বাসও সমান ক্ষতিকর। আমরা কি আমাদের নতুন স্বাধীনতাগুলিকে সংহত করতে ও গণতান্ত্রিক শাসনকে সুস্থিত করতে পারব অথবা পর্তুগাল আবার প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্বে ফিরে যাবে? এই বিষয়টি এখনও চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করা হয় নি। এইটিকে মীমাংসা করতে হবে।

গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির শক্তিগুলির প্রচণ্ড সাফল্য যেন কোনোরকমভাবেই আমাদের সতর্কতাকে হ্রাস না করে। ফাশিবাদ ও প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী আঘাত হানা হয়েছে কিন্তু এখনও তারা চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাদের নিজেদের অধীন শক্তিসমূহ রয়েছে এবং তাদের যথেষ্ট সামর্থ্য ও শক্তিমান সমর্থক রয়েছে। তাদের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার জন্যে আমরা যদি কিছুই না করি তাহলে হাজার রকমে তারা বাধা দেবে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি নতুন করে দল বাঁধতে, নতুন ধরনের সংগঠন গড়তে, যে কোনো রকমের কৌশল ব্যবহার করতে, সংশয় ও অসন্তোষের বীজ বপন করার জন্য প্রতিটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।

আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে অবাঞ্ছিতদের অপসারণ করা প্রয়োজন, সমস্ত ফ্যাশিবাদী কার্যকলাপ অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে, প্রতিবিপ্লবী গোপন সংগঠনগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে, তাদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা নষ্ট করতে হবে এবং নেতাদের শাস্তি দিতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্ত কৌশল, কুৎসা ও মিথ্যাচারের মুখোস খুলে দিতে হবে এবং তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বাধা দিতে হবে কারণ

একটি রোগের নিরাময় অপেক্ষা তার প্রতিষেধ সব সময়ই বেশি সহজ।

অস্থায়ী সরকারের কার্যসূচীর সমর্থক এবং প্রতিক্রিয়া ও ফাশিবাদের বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলির ঐক্য হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্চের নির্বাচনের পরেও এই ঐক্যের প্রয়োজন হবে। ২৫ এপ্রিলের পর থেকে কমিউনিস্ট সমর্থিত সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের যে মৈত্রী গড়ে উঠেছে, গত সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলীর পর তা কতকগুলি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত শক্তি হিসাবে এই মৈত্রীকে শক্তিশালী করার জন্য কমিউনিস্টরা সব কিছু করবে।

আমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের প্রতি মোহের, যে কোনো মূল্যে জয়লাভ করতে চাওয়ার, আর ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের শক্তির বড়াই করার অভিযোগ করা হয়েছে। এইসব সমালোচকদের উত্তরে কমরেড কুনহাল বলেছেন যে, আমাদের হীনমন্যতা বা উন্নাসিকতা কোনোটাই নেই। পার্টি তার কর্তব্য পালন করে। এর শক্তি বাস্তব অবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এর ঐতিহাসিক যোগ্যতাগুলিই এটিকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম করেছে। গত দিনগুলির মতোই আজ এবং আজকের মতোই ভবিষ্যতে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সংহত ও প্রসারিত করার জন্য পর্তুগালের কমিউনিস্টরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের ঠিক আগে, যা হল ৪৭ বছরের মধ্যে প্রথম বৈধ কংগ্রেস, আমরা জেনে আনন্দিত হচ্ছি যে এইসব বছরগুলিতে পার্টির অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল সঠিক ছিল।(১) ১৯৬৫ সালের কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত আদর্শ ও নীতিগুলি যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত তার প্রমাণ হল ১৯৬৫ সালের পর থেকে পর্তুগালের জনগণের অর্জিত সাফল্যসমূহ। এখন এই কর্মসূচীটিকে আজকের দিনের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। যাই হোক, এই কর্মসূচীর তালিকাভুক্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপ্লবের প্রথম আটটি কর্তব্যের মধ্যে প্রথমটি,—ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রের বিনাশ এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করা হয়েছে।

পার্টির কৌশলগত লাইনটি এর কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এইটি হল একটি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যমুখী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী যাতে রয়েছে এক-চেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ, ভূমি সংস্কার, ঔপনিবেশিকতার সম্পূর্ণ অবসান এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ। যাই হোক পার্টির রণকৌশলকে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করতে এবং আরও গতিশীল করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মসূচীটি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী শক্তিগুলির অপসারণ দ্রুততর অগ্রগতি সম্ভব করবে। সবচেয়ে প্রধান প্রয়োজন হল আরও দৃঢ় এক-চেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদেশী পুঁজিকে এই মুহূর্তেই পর্তুগাল থেকে বিতাড়িত করার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই কিন্তু এটিকে রাজনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া কখনই উচিত হবে না। নোট চালু করার ব্যাঙ্কগুলি ইতিমধ্যেই জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের সময়ে এই ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নটিও উঠতে পারে। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মসূচীটি পর্তুগালের জনগণের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত একটি নতুন অর্থনৈতিক নীতিকে চালু করার জন্য একটি "একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী রণনীতি" অবলম্বন করার সম্ভাবনার সুপারিশ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এইটির আশু বাস্তব রূপায়ণ প্রয়োজন।

---

১ পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ৭ম কংগ্রেস ২০ অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কংগ্রেস পার্টির নতুন কর্মসূচী অনুমোদন করেছিল এবং পার্টির সংবিধান সংশোধন করেছিল। তাছাড়াও এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর একটি "বিশেষ কর্মসূচী" গ্রহণ করেছিল, যা পার্টি কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য লক্ষ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংহতি সাধন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলির রক্ষা, অর্থনৈতিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে বজায় রাখা এবং ঔপনিবেশিকতার অবসানের প্রক্রিয়াটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গ্রীসে অবস্থার পরিবর্তন

ভাসিলিস ভেনেটসানোপোলস
ডব্লু এম আর-এ গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

ব্ল্যাক কর্নেলদের ফ্যাসিস্ট শাসন অবসিত হবার পর আনন্দস্রোত প্রবাহিত হল। ১৯৭৪-এর জুলাইয়ে এথেন্সের পথে-প্রান্তরে, সমস্ত গ্রাম-শহরে, উচ্ছ্বাস ১৯৪৪-এর অক্টোবরে নাৎসী কবল থেকে দেশের মুক্তির সময়কার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

একনায়কতন্ত্রের পতনের পূর্বভাগে রয়েছে এক দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সাত বছর সামরিক শাসনের পর গ্রীসের অবস্থা হয়েছিল বিপর্যস্ত। জুন্তা জনপ্রিয় সমর্থন অর্জন করতে পারে নি, তাদের 'উদারনৈতিকতা' ও 'রাজনৈতিকতা'র বাগাড়ম্বর চরম প্রবঞ্চনা বলে পরিগণিত হয়েছিল, অর্থনৈতিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে শ্রমজীবী জনতার ওপর তা আঘাত হেনেছিল। এ শাসনের বিরুদ্ধতা তলিয়ে যায় নি। এমন কি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল। আর এ সংগ্রামে গ্রীসের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং বিশ্বের সমস্ত অংশের প্রগতিশীলদের সমর্থন লাভ করেছিল।

ব্যাপক আকারে সরকার-বিরোধী প্রকাশ্য বিক্ষোভ ১৯৭৩-এর নভেম্বরে ফেটে পড়ল, তা ছড়িয়ে পড়ল এথেন্স থেকে গোটা দেশে। নির্মমভাবে তা দমন করা হল। জুন্তার নির্দেশে বিক্ষোভমিছিলে ট্যাঙ্কগুলো থেকে গোলাগুলি বর্ষিত হল, শত শত ছাত্র আর তরুণ শ্রমিক নিহত হল। সবচেয়ে বেশি জীবনহানি ঘটল রাজধানীর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামনে।

নভেম্বরের ঘটনাবলী জনগণের চিন্তার পরিবর্তন আনে। বিপুলসংখ্যক মানুষ একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল। আর তারা এও দেখল যে, মার্কিন 'সদিচ্ছা' বা একনায়কতন্ত্রের গণতন্ত্রে 'বিবর্তনের' বহুল বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা রাখা যায় না। একনিষ্ঠ গণসংগ্রাম এবং সশস্ত্র বাহিনীতে প্রগতিশীলদের সংযুক্তি সমগুরুত্বপূর্ণ—তা ভিন্ন ফ্যাসিস্ট শাসকদের পতন ঘটানো যেত না। গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই ঐ শাসনের বিরোধিতা করেছিল এবং নিরন্তর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য কামনা করেছিল এবং তা সংগঠিত করেছিল। তাদের রাজনৈতিক কর্মনীতি পুরোপুরি সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

সি আই এ-র পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে নভেম্বর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি পাপাদোপোলস এবং মার্কিজিনিসকে অপসারণ করে তাদের জায়গায় প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল গিজিকিসকে এবং প্রধানমন্ত্রী পদে আইনজীবী আন্ড্রাটসোপোলসকে বসাল। এই নতুন লোকগুলি দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক জীবন ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করল। কিন্তু স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুসারেই অবস্থার বিন্দুমাত্র হেরফের হল না। তাদের নিয়োগ জুন্তার অভ্যন্তরে নিছক একটা পুনর্বিন্যাস মাত্র এবং তার ফলে শাসনের প্রকৃতি বদল হল না। পাপাদোপোলসকে সেই লোকগুলোই হটাল যারা তাকে অতীতে ক্ষমতাসীন করেছিল।

তবুও নভেম্বরের ঘটনাবলী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্য দিয়ে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতা প্রকাশ পেল, তারা এর থেকে মুক্তি পেতে চাইল। যে ছলনাজালে সরকারের জনবিরোধী লক্ষ্যগুলি আবৃত ছিল শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য গোষ্ঠীর বীরোচিত সংগ্রামে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এতে শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকটিত হল এবং আসন্ন পতনের অশুভ সংকেতের মধ্য দিয়ে তারা এক খাড়া পাহাড়ের কিনারে এসে দাঁড়াল। একনায়কতন্ত্র কোনোক্রমে বেঁচে উঠলেও আক্রমণে আলোড়িত হতে থাকল। নভেম্বরের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল জুন্তার প্রধান স্তম্ভ সেনাবাহিনী খুব অবিচল বা নির্ভরযোগ্য নয়। সাঁজোয়া ইউনিটগুলো বিক্ষোভকারী ও ছাত্রদের ওপর গোলাবর্ষণ করলেও সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশের স্পষ্টতই জুন্তার ওপর কোনো আস্থা ছিল না এবং তাদের নেতৃত্ব বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ভয়ঙ্কর নভেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। শ্রমিকশ্রেণী জনগণকে অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে সমস্ত শক্তির সঠিক ব্যবহার করা গেলে নয়া ফ্যাসিস্ট শাসনকে উৎখাত করা যায়।

এছাড়া উত্তেজনা প্রশমন প্রক্রিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির লব্ধ ফলশ্রুতি ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আরো অনুকূল করেছিল।

জঙ্গী ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের সংকট তীক্ষ্ণতর হল। দেশী-বিদেশী শয়তানদের বিতাড়নে জাতির সংকল্প প্রতীয়মান হয়ে উঠল। সংক্ষেপে, ১৯৭৪-এর জুলাইয়ে ফ্যাসিস্ট জুন্তার পতন অপ্রত্যাশিত বা বজ্রপাতের ন্যায় আকস্মিক নয়। দীর্ঘদিন ধরে একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠছিল এবং তা আরো বিশেষভাবে তীব্র হয়ে উঠল যখন জুন্তা তার সাইপ্রাসের সামরিকচক্রের সাহায্যে সাইপ্রিয়ট ও গ্রীক জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল।

সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জুন্তার বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপ এবং তারপর তুরস্কের আক্রমণ ঐ দ্বীপকে গ্রীক ও তুর্কী অঞ্চলে বিভক্ত করার মার্কিন চক্রান্তের অংশ। মাকারিওস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা, সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং ঐ দ্বীপকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পেন্টাগণ ও ন্যাটোর ঘাঁটিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঐ মতলব আঁটা হয়। গোটা ব্যাপারটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দেশগুলি এবং আরব জাতিগুলির বিরুদ্ধে চালিত।

জুন্তা আর তার চূড়ান্ত অপরাধমূলক কার্যের বিরুদ্ধে গোটা জাতি এককাট্টা হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত রাজনৈতিক

দল, কি কমিউনিস্ট, কি রক্ষণশীল, একবাক্যে সাইপ্রাসের ষড়যন্ত্রকারীদের নিন্দা করল। সমস্ত দলেরই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, কিন্তু সকলেই একটা ব্যাপারে একমত হল, একনায়কতন্ত্র জয়লাভ করলে বিপর্যয় নেমে আসবে। ওই কঠিন দিনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমস্ত দল ও সংগঠনকে একনায়কতন্ত্র-বিরোধী যুক্ত সংগ্রামে আহ্বান জানাল ঃ—

—জুন্তার পতন ঘটাতে এবং একনায়কত্ব-বিরোধী জাতীয় মুক্তির সরকার গঠনে যুক্ত সংগ্রাম ;

—সাইপ্রাসে সমস্ত হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানো, সে দেশের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, বৈধ সরকার ও গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি রক্ষা করা ;

—গ্রীক জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার, সব দলের ও সংগঠনের অবাধ কার্যকলাপের অধিকার অর্জনের ব্যবস্থা এবং একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি।

কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, যুবক, জনগণ এবং সৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের কাছে সাইপ্রাস রক্ষায়, জুন্তার পতন ঘটাতে, জনগণের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তি সুনিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিল। গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কারণ তারা দৃঢ়ভাবে সাইপ্রিয়ট জনগণের স্বার্থসমূহ আগলে ছিল। সাইপ্রাস সম্পর্কে সোভিয়েত বিবৃতিকে তারা সাইপ্রিয়ট ও গ্রীক জাতিগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে করে।

জুন্তা তার নিজের অপরাধ আর বিশ্বাসঘাতকতার ভারে এবং প্রচণ্ড গণ-অভিযানের ফলে ধসে পড়ল। তার বিরুদ্ধে জাতির অবিচল সংগ্রাম দেশের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আসার প্রধান কারণ। এছাড়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরোধী মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় জুন্তার বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কারণও ছিল। এর ফলে অত্যাচারী শাসনের সংকট ঘনীভূত হল। একনায়কতন্ত্র এবং তার মার্কিন ও নাটো রক্ষকরা মৃত্যু সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের নীতি পুরো ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। জুন্তার এক-টানা ক্ষমতাসীন থাকার ফলে যারা তাকে সমর্থন করেছিল এখন তাদের বিপদ ঘনিয়ে এল। গদি থেকে নেমে আসা এবং বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের ক্ষমতাগ্রহণ করতে দেওয়া ছাড়া এই শাসনের গত্যন্তর ছিল না। জনগণের ক্রোধ নিষ্প্রভ করা এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলোকে প্রতিহত করার বাসনা ছিল অন্যতম প্রধান মতলব।

ফ্যাসিস্ট শাসন এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং দক্ষিণপন্থী জাতীয় র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়নের নেতা কনস্টানটিনোস কারামানলিসের নেতৃত্বে রক্ষণশীল বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের সরকারকে পথ করে দিল।

পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির সম্পর্ক আমাদের কাছে কারামানলিস সরকারের নীতি মূল্যায়ন করার অবকাশ এনে দিল।

গণসংগ্রাম ক্রমেই বাড়ছিল। আর শ্রমিকশ্রেণী, ছাত্র ও যুবক, গোটা জাতির সর্বসম্মত এবং দৃঢ় দাবির মুখে কারামানলিস সরকার গ্রীসকে নাটো সামরিক সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল এবং জাতিসংঘের চৌহদ্দির মধ্যে, নাটো চৌহদ্দির বাইরে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের সোভিয়েত প্রস্তাবকে অনুমোদন করল। এখন গ্রীকরা নাটোর সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটাবার, মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি বন্ধের, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির এবং পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের দাবি জানাচ্ছে।

জুন্তাকে হটানো হয়েছে। কিন্তু সৈন্যবাহিনী, পুলিস, মিলিটারি পুলিস এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ফ্যাসিস্ট লোকজন দিয়ে চালানো হচ্ছে। কয়েকটি গণতন্ত্র-বিরোধী আইন এখনও বলবৎ আছে। ফ্যাসিস্ট অপরাধসমূহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। অবশ্য জনগণের চাপের মুখে কারামানলিস সরকারের গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ ছিল না। সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ইউরা দ্বীপের বন্দী শিবিরও এখন বন্ধ। জুন্তার আমলে যারা দেশান্তরী হয়েছে তাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি মিলেছে। যারা নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে না হলেও, কয়েকজনকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সি পি জি এবং অন্যান্য সংস্থার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাদের সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থার অবসান ঘটেছে।

সরকার ১৭ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। এখনও অবাধ মত প্রকাশের অনুকূল অবস্থা বজায় নেই কারণ কয়েকটি গণতন্ত্র-বিরোধী আইন এখনও বলবৎ রয়েছে এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের ফেলে যাওয়া শাসন-যন্ত্রটি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। যাই হোক, কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ-গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যুক্ত সংগ্রামে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং গণতন্ত্রীকরণকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার (যা সম্ভাব্য নতুন জন-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিহত করবে) প্রয়াসে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি ই ডি এ-র(১) সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করল। সি পি জি এবং ই ডি এ প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জনের জন্য এবং নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্য কর্মপ্রয়াসকে যুক্ত করছে। তাদের যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয় ঃ "প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ক্রিয়াশীল এবং জাতীয় স্বাধীনতা, একচেটিয়া ও সাম্রাজ্য-বাদী অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের স্বার্থে সহ-যোগিতারত সমস্ত বামপন্থী শক্তি ও প্রবণতার, সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের প্রয়াসগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা।" এটা লেখার সময়, কমিউনিস্ট পার্টি, সংযুক্ত গণতান্ত্রিক বামপন্থী দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী সংস্থা ও গোষ্ঠীর 'সমন্বয়ে সংযুক্ত বাম' নামে একটি রাজনৈতিক ব্লক গঠিত হয়েছে।

সংযুক্ত বামের কর্মসূচীতে বল্কান ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলে পরিণত করার, সাইপ্রাসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার এবং এ দ্বীপ থেকে সমস্ত পরদেশীয় সৈন্য অপসারণের দাবি করা হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি বহুদিক থেকেই বিরোধময়। জুন্তাকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য তারা যে আইন জারী করেছিল সেগুলো এখনো বলবৎ আছে। সমগ্র জাতি, সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বর্তমান সরকার তার নিন্দা করেছে। কিন্তু জুন্তার বহু নেতা, গ্রীক জাতির দুশমন এবং সাইপ্রাস জনগণের বিশ্বাসঘাতকদের বিচার হয় নি। আর তারা এখনও নতুন অভ্যুত্থানের মতলব আঁটছে। গ্রীস নাটো সামরিক সংস্থা থেকে সরে এসেছে এবং তার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঐ

১ ই ডি এ, সংযুক্ত গণতান্ত্রিক বাম—৫০ ও ৬০-এর দশকের সক্রিয় একটি দল। জুলাইয়ে জুন্তার পতনের পর ই ডি এ রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবার আবির্ভূত হয়েছে।

জোটের গ্রন্থিগুলি গ্রীক-মার্কিন ও নাটো চুক্তিগুলি, আমাদের এলাকায় পারমাণবিক ঘাঁটিগুলি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং তা বর্জন করে শাসকশ্রেণী এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী 'গণতন্ত্র' ফিরিয়ে আনা—এ দুটি প্রধান প্রবণতার চরম সংঘাতের প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান সরকার এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং জাতীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে আগ্রহী নয়। জনগণ নয়, সরকারের পেছনে যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তিসমূহ আছে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ আঁকড়ে থাকাই তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

তার নির্বাচনী বিবৃতিতে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচারাভিযান এবং নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক সংহতির একটি উপাদানে পরিণত করার জন্য সদস্যদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। গ্রীক কমিউনিস্টরা জোর দিয়েই বলেছে, জনগণ প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাসিজমকে পরাজিত করতে পুরোপুরি সক্ষম হবে।

যে শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নেই

ক্লদিও কুয়াত্রা
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, চিলির কমিউনিস্ট পার্টি

সামরিক অভ্যুত্থানের পরে এক বছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর কারো মনে সন্দেহ নেই যে চিলির সামরিক জুন্টা হচ্ছে একটি **ফ্যাসিবাদী-ধাঁচের একনায়কতন্ত্র**। আমাদের দেশের বেদনাদায়ক ঘটনাবলী প্রভূত পরিমাণে তারই সাক্ষ্য দেয়।

গোড়ার দিকে, অনেকেই ভেবেছিলেন (এবং এমন কি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল) যে, এ হচ্ছে "নেহাতই" আরেকটি সামরিক একনায়কতন্ত্র, আর একটি পুরোনো-ধাঁচের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, এক রক্তাক্ত ক্যুদে'তা-র মধ্য দিয়ে আর একটি জুন্টার ক্ষমতাদখল। অন্যান্যরা এই জুন্টাকে দেখেছিলেন ক্ষমতা ও যশোলোলুপ অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক অফিসারদের একটি গোষ্ঠীরূপে (বিশেষভাবে লাতন আমেরিকায় নিশ্চিতভাবেই তার কোনো কমতি নেই), কিন্তু বর্তমানে ঘটনাবলীর তাৎপর্য অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। জুন্টার নীতি, যে উত্তর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় আলিগার্কির দ্বারা লালিত হয়েছে, এই নীতির বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি উভয়ই তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এরা চিলিকে পুঁজিবাদী কক্ষে আবদ্ধ রাখা ও শোষকশ্রেণীর শাসনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য শেষ তুরুপটি প্রয়োগ করেছিল। এটাই বাস্তবে, ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের মর্মবস্তু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় থেকেই যুদ্ধে পরাজিত ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ একচেটিয়া বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অবলম্বন হিসেবে ফ্যাসিবাদ বরাবরই বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করেছে। পুঁজিবাদের অধিকতর আগ্রাসক শক্তিগুলির উদ্দামতায়, বার বার সংকটের তাড়নায়, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অনিবার্য সম্ভাবনার মুখে এই বলপ্রয়োগের মাত্রা অধিকতর পরিমাণে বেড়ে গেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে লব্ধ নাগরিক অধিকারগুলির পরিবেশে যখন জনতার সংগঠন ও শ্রেণীচেতনা বেড়ে ওঠে, তখন শোষকশ্রেণীর চরম জাত্যভিমানী গোষ্ঠীগুলি জনতার সংগ্রামকে আর অকার্যকর এবং অবদমিত করতে না পেরে ফ্যাসিবাদকেই সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদের এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যটি চিলিতে পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

ঐক্য এবং শ্রেণীনীতির বিশুদ্ধতার সংগ্রামে চিলির প্রলেতারিয়েতদের এক নিখুঁত রেকর্ড রয়েছে। এদের রয়েছে উন্নত স্তরের শ্রেণীচেতনা, এরা সার্বজনিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯১২ সালে লুইস এমিলিও রেকাব্যারেন প্রতিষ্ঠিত সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, যা ১৯২২ সালে শক্তিশালী প্রলেতারীয় কোর সমন্বিত চিলির কমিউনিস্ট পার্টিরূপে পুনর্গঠিত হয়। তারপরে ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সোশালিস্ট পার্টি।

মতপার্থক্য দূর করে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৫৬ সালে সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টরা এক পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হয়, পরে তা-ই রাজনৈতিক ঐক্যে বিকাশলাভ করে। শ্রমিকশ্রেণী ও চিলির জনগণের পক্ষে এর ফলাফল হিতকর হয়। তারা ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও আলিগার্কিক শক্তিবিরোধী এক প্রতিনিধিত্বমূলক জোট গঠন করে। জ্ঞানসঞ্চয় করে এবং জনগণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চেতনাকে উন্নত করে ষাটের দশকে বামপন্থী সংগঠনগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং আলিগার্কি বিরোধী ক্রিয়াকলাপের মাত্রা বেড়ে চলে এবং শ্রমিকশ্রেণী বাম শক্তিসমূহের ব্যাপক কোয়ালিশন, পপুলার ইউনিটি গড়ে তোলে।

১৯৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখটির উল্লেখ ইতিহাসে থাকবে। প্রতিক্রিয়াশীল মতলব ব্যর্থ করে এবং নির্বাচন বয়কট করার পাতি-বুর্জোয়া উগ্র-বাম কৌশল, যা দক্ষিণপন্থী প্রার্থীর সহায়ক হয়েছিল, তার মুখোস খুলে দিয়ে জনসাধারণ সালভাদোর আলেন্দেকে চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে।

তিন বছরে জনপ্রিয় সরকারের বিপ্লবী সাফল্যগুলির কথা সুপরিচিত। কিন্তু, এই নিবন্ধের বিষয়টি বিবেচনা করে, আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতার কথা স্মরণে রেখেও বলা চলে যে পপুলার ইউনিটি তার প্রভাব অবিচলভাবে

বাড়িয়ে চলেছিল। ১৯৭৩ সালের পার্লামেন্টারী নির্বাচনে তারই পরিচয় মেলে, পপুলার ইউনিটির প্রার্থীরা এ নির্বাচনে শতকরা ৪৪ ভাগ ভোট পায়। চিলির ইতিহাসে আর কোনো সরকারই এমনিধারা ব্যাপক সমর্থনের জন্য গর্ববোধ করতে পারে না।

১৯৭৬ সাল ছিল পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বৎসর। সাম্রাজ্যবাদ এবং দক্ষিণপন্থীরা দেখতে পেল পপুলার ইউনিটি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে আর সরকারের অভিজ্ঞতা বেড়ে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থকরী ও কৃৎকৌশলগত সাহায্য ফলপ্রদ হয়ে উঠছিল। মার্কিন অবরোধ উপেক্ষা করে বহু পুঁজিবাদী দেশ চিলির সাথে ব্যবসাবাণিজ্য করছিল।

সাম্রাজ্যবাদ এবং চিলির দক্ষিণপন্থীরা বুঝতে পারে যে সময় বয়ে যাচ্ছে; ১৯৭৬ সালের নির্বাচনে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের কোনো আশাই নেই। তারা ১৯৭৩-এর এপ্রিল—জুলাইতে এক মরিয়া এবং হঠকারী অভিযানে মেতে উঠে। কিন্তু এ অভিযান ছিল "সুবিবেচিত হঠকারিতা", যদিও এটা জানাই ছিল, শোষকশ্রেণী দেখাতে চেয়েছিল—**তারা স্বেচ্ছায় তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করবে না এবং তা তারা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে।**

দেড়শো বছর পূর্বে বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক পদ্ধতিকে সামরিক অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া জনপ্রিয় সংগঠনগুলি বিনষ্ট করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অবলুপ্ত করা ছাড়া নিজেদের বিনষ্ট সুবিধাসুযোগ এবং আধিপত্য পুনরুদ্ধার করার অন্য কোনো পন্থা খুঁজে পায় নি আগ্রাসক সাম্রাজ্যবাদ এবং একচেটিয়া গোষ্ঠীর দল। সংক্ষেপে বলা যায়, তাদের অভিপ্রায় ছিল, গুলিগোলার মুখে চাপিয়ে দেওয়া একটি চরম হিংস্র ও অমানুষিক সরকার, একটি **ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা করা।

অভ্যুত্থানকারীদের অভিপ্রায় সম্পর্কে যাঁরা বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাঁরা আমাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ (অবশ্য যদি না তাঁদের বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য থেকে থাকে)।

রাষ্ট্রপতি আলেন্দের সাংবিধানিক সরকারের উচ্ছেদসাধনের মধ্যেই চক্রান্তের সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সম্ভবপর হলে তাকে বিনষ্ট করা, বিধ্বস্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা খুব ভালোভাবেই জানত যে চিলির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অনুকূল। মহাদেশের অপরাংশের উপর চিলির প্রভাবকে তারা বিপজ্জনক মনে করেছিল।

সামরিক জুন্টার পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থলগ্নীকারী আলিগর্কির প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা, যা দেশের পরাধীন অবস্থাকে সুনিশ্চিত করবে আর ক্ষমতার জন্য সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে প্রত্যেকটি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। এটা শুধু ফ্যাসিবাদী সামরিক একনায়কতন্ত্রের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

জুন্টা ফ্যাসিবাদের চিরায়ত নিদর্শন, মুসোলিনী এবং বিশেষত নাৎসী জার্মানির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। চিলির ফ্যাসিস্ত এবং হিটলার শিষ্যদের পদ্ধতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। চিলিতে যে অপরাধ ও নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের জনসাধারণ তা জানে। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মর্মবস্তু হিসেবে হিটলার জার্মানির মতোই নিপীড়ন ও সন্ত্রাস রাজনৈতিক আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে হিটলারকে দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক সুসংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, অনুকরণ করতে গিয়ে জুন্টা সেই হিটলারকেও ছাপিয়ে গেছে।

হিটলার জার্মানিকে "আপৎকালীন অবস্থা"র মধ্যে রেখেছিল; এবং গণনির্যাতনের ব্যাপকতর ও জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে তোলা এবং সর্বপ্রকার প্রতিবাদের চিহ্ন রোধ করার জন্য "অবরোধ অবস্থা" ঘোষণাকল্পে কল্পিত সর্বরকমের ওজর খাড়া করেছিল। চিলিতেও, এক বছরেরও অধিককাল এক "গৃহযুদ্ধের অবস্থা" চলছে, সাধ্য আইন এখনো পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয় নি। জুন্টা দেশটাকে একটা যুদ্ধরত সমাজে পরিণত করেছে, এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্যাতনযন্ত্রকে শক্তি যুগিয়ে চলেছে। শত্রু এলাকায় দখলকারী সৈন্যবাহিনীর মতো শত-সহস্র সশস্ত্র ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছে।

হিটলারবাদীদের মতোই চিলির ফ্যাসিস্তরা সর্বপ্রকার "বিপদ"-এর সাফাই দিয়ে থাকে। পিনোচেতের একটি উদ্ভট দাবির কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, "১৪,০০০ চরমপন্থী আর্জেন্টিনার ভূখণ্ড থেকে চিলির উপর আক্রমণ হানার জন্য তোড়জোড় করছে", পুনরায় দেখতে পাচ্ছি হিটলারের নিখুঁত প্রতিবিম্বসদৃশ অনুকরণ। নিজেদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি এবং বিদেশীরা রাইখ আক্রমণ করার পূর্বেই অপরদেশ দখল করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্যই হিটলার জনসাধারণকে বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। চিলির ফ্যাসিস্তরাও অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করছে আর ক্যারাবিনেরো কোর-কে যুদ্ধপ্রস্তুতির অবস্থায় রাখছে। এই কোর এখন আর অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী-পর্ষৎ-এর অধীনে নয়, একে এখন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-পর্ষৎ-এর অধীনে আনা হয়েছে। এই মন্ত্রী-পর্ষৎ সামরিক ব্যয় বাড়িয়েই চলেছে।(১)

হিটলারের মতোই চিলির ফ্যাসিস্তরা অস্ত্রের ভয়ে ভীত করে তুলতে চায়। গোটা দেশজুড়ে "রক্তের দুর্গন্ধ" ছড়িয়ে দিতে চায়। এ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়াদের স্বার্থ এবং পুঁজিপতিদের শ্রেণীসুযোগ রক্ষা করার জন্যই করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে শুধু সন্ত্রাসের জন্যই সন্ত্রাস করা হচ্ছে না। এঙ্গেলসের ভাষায়, এ হচ্ছে সেই ধরনের সন্ত্রাস, সমস্ত পন্থা ব্যর্থ হলে যা "শোষণ বজায় রাখা সম্ভব করে তোলে"। নাৎসী জার্মানিতে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য পুঁজিপতিরা সন্ত্রাসের পদ্ধতিতে শ্রমিকদের সবকিছু শুষে নিয়েছিল। চিলির ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রও, কাজের ঘণ্টা বাড়াচ্ছে, বেতন হ্রাস করছে, মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে জনসাধারণ যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল সেগুলি দিতে অস্বীকার করছে।

চিলির একনায়কতন্ত্রের সাথে হিটলারবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে, তা হচ্ছে ভণ্ডামি। যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে করতেই হিটলার শান্তির বুলি আওড়াতো। **মানবিক অধিকারগুলি** অতুলনীয় বর্বরতার সাথে দমন করার সাথে সাথেই পিনোচেত সেই অধিকারের কথা আওড়ায়। হিটলার কোনো এক বন্ধুর সাথে খানাপিনা করার পরদিনই সেই বন্ধুকে "যমালয়ে" পাঠাত। পিনোচেতের ভণ্ডামির উদাহরণ হিসেবে সামরিক অভ্যুত্থানের দু-মাস আগে জোস তোহা এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রেরিত ১০ জুলাইয়ের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বার্তাটির পুনরুল্লেখ করা চলে, যদিও বার্তাটি পুরোপুরি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নয় ঃ

"লুসিয়া এবং ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার অগাস্তো পিনোচেত উগার্ত, তাঁদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু জোস তোহা ও তাঁর

---

১ ১৯৭৪ সালের ওয়ার মিনিস্ট্রির বাজেট শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে।

স্ত্রী সেনোরা ভিকতোরিয়া সেরালস দ্য তোহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায় এবং মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করার বন্ধুত্বপূর্ণ কাজকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। জোস তোহা ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি লুসিয়া এবং অগাস্তো সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছে এবং তাদের বন্ধু হিসেবে গণ্য করার আবেদন জানাচ্ছে। আশা করি লুসিয়া ফিরে এলে আমরা আপনাদের সাহচর্য উপভোগ করবো। ইতোমধ্যে, আমাদের অভিনন্দন ও অমর প্রীতি গ্রহণ করুন। সান্তিয়াগো, ১০ জুলাই, ১৯৭৩।"

জুন্টার অন্ধকার কারাকক্ষে সেই সাহসী দেশপ্রেমিক জোস তোহার "আত্মহত্যা"র কাহিনী দুনিয়াশুদ্ধ সবাই জানে। সুতরাং এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এয়ার ফোর্স জেনারেল আলবার্তো ব্যাসেলাৎ-এর "স্বাভাবিক মৃত্যু" এবং পপুলার ইউনিটি সরকারের আমলে ভ্যানপারাইমের পুলিস প্রধান জুয়ান বুসতোস-এর "আত্মহত্যা"র কাহিনীও পৃথিবীর সবাই শুনেছে। উভয়েই নির্যাতিত হয়। এদের মধ্যে আরো কত জনাই না "আত্মহত্যা" করেছেন। সাজানো মামলা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ সমর্থনে যে সমস্ত আইনবিদ দাঁড়াচ্ছেন যেমন হেকতর ব্যাসোয়াসতো দাঁড়িয়েছেন, তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কেও পৃথিবীর সবাই জানে। মক্কেলের পক্ষে তিনি যখন বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন সামরিক ট্রাইব্যুনাল তাঁর বক্তব্য বন্ধ করে দেয়। আদালতে বক্তব্য পেশ করার অধিকার হরণ করে, এবং পেশাগতভাবে তিনি অনুপযুক্ত এই কথা ঘোষণা করা হয় কারণ তাঁর বক্তব্য "মার্কসবাদী প্রচারে পরিপূর্ণ।" এ ঘটনা ঘটলেও, জুন্টার অন্যতম প্রধান জেনারেল গুস্তাভো যে বেশ কিছুদিন বাদে ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় "চিলিতে আইনের শাসন," "ব্যক্তিমানুষ ও তার ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন"এর উল্লেখ করা এবং "অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের গ্যারান্টি এবং আইনবিদেরা সর্ববিধ সুবিধাসুযোগ ও নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার ভোগ করেন" এই দাবি করা থেকে বিরত থাকেন নি।

এ-ই হচ্ছে নাৎসী নিদর্শন। ১৯৩৩ সালের ২১ মার্চ হিটলার "রাজনৈতিক অপরাধ এবং সরকার-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ ও উক্তির জন্য এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" গঠন করে। বিবাদীপক্ষের আইনবিদদের নাৎসী নেতৃত্বের ছাড়পত্র নিতে হত। তাদের কাজ ছিল কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ঃ তাদের মক্কেলরা ঘন ঘন "মারা" যেত কিংবা রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হত। নাৎসীদের দ্বারা নিহত জার্মান ক্যাথলিক অ্যাকশন-এর নেতা ডঃ ক্লসেনারের বিধবার আইনবিদদের Sachsin-hausen কনসেনট্রেশন শিবিরে পাচার করা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা মামলার নথিপত্র ফেরত দেন ততদিন তাঁদের সেখানে আটক রাখা হয়।

চিলিতে খৃস্টান, বিশেষত ক্যাথলিক গির্জা এবং ইহুদী সম্প্রদায় ১৩১ জন "নিরুদ্দিষ্ট" ধৃত ব্যক্তির তত্ত্বতল্লাস পাবার জন্য হেবিয়াস কর্পাস রুজু করে। প্রাক্তন ডেমোক্রিশ্চিয়ান পার্লামেণ্ট সদস্য এবং চেম্বার অব ডেপুটিদের স্পীকার আইনবিদ হেকতর ভ্যালেনজুয়েলা ভ্যান্‌দারামাকে আদালতে জানায় যে, "আদালতের কাছে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ থাকা সত্ত্বেও ১৩১ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন সম্পর্কে খবরাখবর দেওয়া সম্ভব কারণ অন্যদের খোঁজখবর কিছুই জানা নেই।" ভ্যানেজুয়েলা আরো বলেন, "চারজনের মধ্যে তিনজন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য, এ প্রমাণ আমার আছে। ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক মেডিসিনের প্রমাণপত্র অনুযায়ী চতুর্থজনের মৃতদেহটি মর্গে পাঠানো হয়েছে।"

বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও রাজনীতিবিদদের অভ্যর্থনা জানানোর ব্যাপারে হিটলার বিরাট জাঁক করত। সে শান্তিরক্ষা ও বন্ধুত্বের আশ্বাস দেওয়ার পরে সেই রাতেই জার্মান সেনাবাহিনী তাঁদের দেশ আক্রমণ করে বসত। প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে বন্ধুত্ব রাখার আগ্রহে পিনোচেতও উদার, যদিও এটা জানা যে তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেরু ও বলিভিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত।

এই ফ্যাসিস্ত জুন্টা যে নাৎসী "নীতি" এবং নাৎসী পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত তার ভূরি ভূরি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি কেককোনেন বলেছেন, "চিলিতে গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুন্টা বিশ্ব জনমতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।"

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন ক্ষমতাদখল করে, তখন কোনো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না, ইউ এস এস আর ছিল বৈরিভাবাপন্ন প্রতিবেশি পরিবৃত্ত আর বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী শক্তিগুলি লালন করেছিল নাৎসীদের।

পিনোচেত আর তার চক্র একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে। একথা বলাই বাহুল্য যে মার্কিন সরকারও প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করতে সাহস পায় না (যদিও মার্কিন সরকার গোপনে এ সাহায্য করে থাকে) কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই জুন্টা-বিরোধী যে মনোভাব রয়েছে তাকে হিসেব করে চলতে হয়।

জার্মানিতে হিটলার সেনাবাহিনীর উপর ভরসা করতে পারত—সেনাবাহিনী ছিল পুরোপুরিভাবে তারই বশংবদ। চিলির সেনাবাহিনী কোনো বিশেষ সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে নি। তারা আশংকা করছে, দেশে বর্তমানে যা ঘটছে তার জন্য হয়তো তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অফিসার, নন-কমিশনড কর্মচারী আর প্রাইভেটরা উদ্বিগ্ন ও অনুতপ্ত। সমস্ত রক্তপাতের জন্য তাদের অপরাধ সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল। তারা জানে অচিরেই সেদিন আসবে, যেদিন বিশ্ব জনমতের দরবারে তাদের হাজির হতে হবে। সর্বনাশা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জনগণের দুরবস্থা, নিজেদের পরিবারপরিজন ও বন্ধুবান্ধবের দুঃখদুর্দশাও তাদের ভাবিয়ে তুলছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে শ্রেণীসংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং যেভাবে জুন্টা সৈনিকের পেশাগত কর্তব্যের বিকৃতি ঘটাচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা সচেতন। আরো বহুবিধ কারণের জন্য এই অস্বস্তি, আতঙ্ক এবং ক্ষোভ জুন্টার প্রতি সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা নষ্ট করছে।

হিটলারের একটি সংগঠিত শক্তি ছিল, সেটি হচ্ছে ন্যাশনালিস্ট-সোশ্যালিস্ট পার্টি। চিলির ফাশিস্ত জুন্টা, একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের উচ্চ পদে নিয়োগ এবং ফ্রেই-এর ঘনিষ্ঠ সহচরদের সমর্থন জোগাড় করছে অন্যদিকে তেমনি ডেমোক্রিশ্চিয়ান পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে ও তার অমর্যাদা করছে। তা সত্ত্বেও, এই পার্টি, ফ্রেই-র নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ক্যু-দে-তায় সাহায্য করেছিল, সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত চিলিতে, জুন্টাকে ক্ষমতায় আসার পথ যারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। জুন্টা, তাদের সমর্থন, এমন কি নিরপেক্ষতা নষ্ট করে দেয়ার জন্য যে উদ্দীপনা দেখাচ্ছে, তা ব্যাখ্যার অতীত। পিনোচেত, ডেমোক্রিশ্চিয়ানদের "ইতর ফেরিও'লা" আখ্যায় ভূষিত করে এবং বলে চিলিতে "কখনো রাজনীতির স্থান হবে না।" সর্বস্তরের সর্বদেশের রাজনীতিবিদদের ইচ্ছাকৃতভাবে সে অপমান করে এই কথা

বোলে, "আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দিই না, আমি সৈনিক, রাজনীতিবিদ্ নই।"

জনগণের এক বিরাট অংশ বিশেষত যুবকদের বিপথ-চালিত করে দলে টানার জন্য জার্মানিতে নাৎসীরা বলগা-হীন বাগাড়ম্বর ও উৎকট স্বাদেশিকতার এক সংযোগ ঘটিয়ে-ছিল। চিলির জুণ্টার সেরকম কোনো সামাজিক ভিত্তি নেই। জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলরা যে সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল, সে সমর্থন বাড়ানো তো দূরের কথা, জুণ্টা সেই সমর্থনই বজায় রাখেতে পারে নি। কারণ ঘটনা হচ্ছে এই, জুণ্টার নীতি পরিপূর্ণভাবেই মার্কিন একচেটিয়া ও চিলির লোভী অলিগর্কির স্বার্থবহ আর এই নীতি জুণ্টার প্রতি মধ্যবর্তী স্তরের জনগণের সমর্থন বিনষ্ট করছে। একনায়কতন্ত্রের মুখপত্র **এল মার্কুরিও** একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে অভি-যোগের সুরে বলা হয়েছে, গোড়ার দিকে জনসাধারণ যে আবেগ ও সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছিল, এখন জুণ্টা সরকারের প্রতি সে মনোভাব আর নেই। ফাশিস্ত প্যাত্রিয়া ওয়াই নিবর্তাদ-এর সর্বাধিনায়ক এবং **এল মার্কুরিও-র** সরকারী ভাষ্যকার পাবলো রোড্রিগজ ক্ষোভের সাথে লিখে-ছেন ঃ "আমরা জাতীয়তাবাদীরা, ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে চলেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত সুবিধাবাদী, যারা সেদিন পর্যন্ত একটি সক্রিয় ও জঙ্গী বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করত, তারা আজ উগ্র মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কবলে পড়ছে আর ঔদাসীন্যের মনোভাব গ্রহণ করছে।" এই হুমকি দিয়ে তিনি শেষ করেন, "এ দেশকে এগোতে হলে, কঠোর হাতে এ দেশ শাসন করতে হবে।"

ফাশিস্ত জুণ্টার প্রতি বিশ্বব্যাপী ধিক্কার, প্রধানত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষককুল ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেদের ধিক্কারের মধ্যে যে মনোভাব বিদ্যমান এ সব তারই নিদর্শন। এ থেকে এ ধারণাই হয় যে বুর্জোয়ারা ক্যু-এর গোড়ার দিনগুলিতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছিল তাতে ভাঁটা পড়ছে। চিলি থেকে পপুলার ইউনিটির যে মে-দিবস ম্যানিফেস্টো আমাদের কাছে পেঁাছেছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ "পপুলার ইউনিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিরোধীপক্ষ যে সমস্ত পন্থার ওকালতি করেছিল, সামরিক জুণ্টা কর্তৃক অনুসৃত প্রতিটি পন্থাই তার বিপরীতধর্মী। প্রতিপক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলে-ছিল, কিন্তু দেশ একটি একনায়কতন্ত্রের অধীন ; তারা স্বাধীনতার কথা বলেছিল, কিন্তু দেশ বন্দীশিবিরের জালে ভর্তি ; তারা বলেছিল মানবিক অধিকারের প্রতি মর্যাদার কথা কিন্তু জুণ্টা, নির্যাতন ও বিনাবিচারে হত্যাকেই করে তুলেছে "নিত্যকার খোরাক।"

জুণ্টা এখন শুধুমাত্র অলিগর্কির ওপরতলাকার উপর ভরসা রাখতে পারে। জুণ্টার উপর ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যে পরিস্থিতিতে অর্থনীতি, একচেটিয়াদের দ্বারা আঁটোসাঁটো-ভাবে নিয়ন্ত্রিত সেক্ষেত্রে জুণ্টার "স্বাধীন প্রতিযোগিতা" নীতি এরকম হাজার হাজার ব্যবসায়ীদের ধ্বংসই ডেকে আনে।

শক্তিশালী উত্তর আমেরিকীয় সংস্থাগুলির তাঁবেদারি করেও জুণ্টা, বুর্জোয়াদের একাংশ সমেত জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে বিরোধী করে তুলছে। তাদের দাবিগুলি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করে, পিনোচেত প্রকৃতপক্ষে আন্দিজ চুক্তির অন্যান্য স্বাক্ষরকারীর সাথে আলোচনার কষ্ট স্বীকার না করেই চুক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। যে ধারাগুলিতে, আন্দিজ দেশগুলির জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে উত্তর আমেরিকীয় একচেটিয়াদের নিবৃত্ত করা হয়েছে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে মূলধন প্রত্যাহার নিষিদ্ধ হয়েছে এবং মুনাফা চালান দেওয়া সংকুচিত করা হয়েছে, সেই ধারাগুলিকে পিনোচেত বাদ দেবার প্রস্তাব করেছে। চুকিকামাটা এবং একসোটিকা খনি জাতীয়করণের জন্য আনাকোন্ডা কপার মাইনিং-কে ২৫৩ মিলিয়ন ডলার "ক্ষতি-পূরণ" দানের ঘোষণা এবং এরই মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৫ মিলিয়ন ডলার দিয়ে দেওয়ার(১) ব্যাপারটিকেই বা চিলিবাসীরা কিভাবে গ্রহণ করবেন।

জুণ্টা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠছে। আমরা বাড়িয়ে বলছি না ; বিপরীতক্রমে, আমরা বিশ্বাস করি বিপ্লবীরা গণসংগ্রামের সম্ভাবনাকে বাস্তবানুগ দৃষ্টিতে বিচার করবেন। কিন্তু ঘটনাবলী হচ্ছে এ-ই। চিলি থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসছে তাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ফাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন পুনর্গঠিত হচ্ছে এবং তা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে।

কিছুকাল আগে পিনোচেত অভিযোগ করেছে, "মার্কস-বাদ চিলির যুবকদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে।" জুণ্টার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ছাত্র প্রতিবাদের কথাই এতে পরোক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। যে 'অর্থনৈতিক নীতির' ফলে ধনীর পুত্ররা অর্থ-বান হয়ে ওঠে তার প্রতিবাদে কোনোরকম বর্বর নির্যাতনের পরোয়া না করেই ছাত্ররা দলে দলে এগিয়ে আসে আর জুণ্টাকে বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয়। বাড়ির দেয়াল-লিখনে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটছে। আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু একথা বলাই যথেষ্ট যে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ এবং সক্রিয় ফাশি-বিরোধী কার্যকলাপই জুলাই মাসে জুণ্টাকে "দ্বিতীয় ক্যু" সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৪,০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।(২)

জুণ্টাকে সর্বত্রই ধিক্কার জানানো হচ্ছে এবং সর্বত্রই আন্তর্জাতিকভাবে জুণ্টাকে একঘরে করার দাবি উঠছে। যে মানবজাতি ব্রাউন প্লেগ-এর সমস্ত ভয়াবহতায় কাল কাটিয়েছে তাকে দ্বিগুণ বিক্রমে চিলির মাটিতে হিটলার-বাদের পুনরাবির্ভাব ঠেকাতে হবে। দুনিয়াজুড়ে জুণ্টার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। চিলির জনগণের সংগ্রামে সক্রিয় সংহতিতে বাস্তব ইতিবাচক ফল ফলছে। একথা জোরালোভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে তা ইতোমধ্যেই বহু জীবন রক্ষা করেছে। দুনিয়াজুড়ে ফাশিবাদ ধিক্কৃত হওয়ার এই ঘটনাই এ যুগের লক্ষণ। আমাদের সময়ে সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আর তা জুণ্টার বিরুদ্ধেই কাজ করে কারণ জুণ্টার অপরাধ অচিরেই সর্বত্র

---

১ পার্লামেণ্টে **সর্বসম্মতিক্রমে** অনুমোদিত এবং সংবিধানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ পপুলার গভর্নমেণ্টের জাতীয়করণকে বাতিল করার কাজ সমর্থনকল্পে ফাশিস্তরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের দেশপ্রেম-বিরোধী অনুরক্তির আবেগে নিজেদের লক্ষ্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে সংবিধান পরিবর্তন সম্ভব করে তোলার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের মতলব আঁটছে।

২ সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে হিটলারের নৈশ অভিযানে হাজার হাজার লোককে বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়েছে। চিলিতে "অপরাধ ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযানের অজুহাতে এটা ঘটছে"। কিন্তু গ্রেপ্তারের কদিন বাদে জুণ্টা বিনয়ের সাথে ঘোষণা করে যে এ হচ্ছে রুটিনমাফিক "প্রতিরোধক" কাজের অংশবিশেষ।

নো যায়। কারো কারো চিন্তায় এ ঝোঁক রয়েছে যে বিশ্ব নমতের প্রতিবাদ এবং স্বেচ্ছাচার অবসানের দাবির প্রতি ুণ্টা উদাসীন। ঘটনা তা নয়, জনতার ক্রোধ সম্পর্কে ুণ্টা ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল; জুণ্টা জানে যে তার য়াকলাপের প্রতি বিশ্বব্যাপী ধিক্কার তার সমর্থনের মূল র্তি সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলকেই দুর্বল করছে।(১)

তথাপি যথাযথভাবে এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ সশস্ত্র ফৌজ বং ক্ষুদ্র অস্ত্র সজ্জিত সেনাদের ঐক্য এবং অবিভাজ্য মর্থনের প্রয়োজন অনুভব করে। তা অর্জন করতে তারা র্থ হয়েছে। হাই কম্যাণ্ডের সর্বপ্রকার বেপরোয়া পন্থা বং জংগী শৃংখলা অনুসরণ সত্ত্বেও ফৌজের মধ্যে ঐক্য াই।(১) একনায়কতন্ত্রের স্থায়িত্ব অতিমাত্রায় আপেক্ষিক।

এক পঙ্কিল আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে: অধিকতর নির্যাতনের দ্বারা অসন্তোষ নিরসন প্রয়াসে অসন্তোষের মাত্রা শুধু বেড়েই চলেছে।

চিলিতে ফাশিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো সহজ ব্যাপার নয়—এ বিষয়ে কোনো মোহের অবকাশ নেই। একনায়কতন্ত্র বন্দুকের মুখে জনগণকে দমিয়ে রেখেছে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনতা। গণতন্ত্রীদের বিবেক এবং আমাদের জাতির মানবিকতাবোধ কখনই এই একনায়কতন্ত্র মেনে নিতে পারছে না। একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী ফাশি-বিরোধী ফ্রণ্টের পূর্ব-শর্তগুলি সৃষ্টি হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক সংহতি, যা ইতোমধ্যেই বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, তা আমাদের সংগ্রামে আরো বেশি বিরাটতর অবদান রাখতে পারে।

---

১ প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে একদল নৌ-সেনা একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ ও প্রচার করে পিনোচেতকে জন-বিরোধী নৃশংসতার জন্য অভিযুক্ত করেছে। ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে, নিখিল বিশ্ব অবহিত হোক সশস্ত্র ফৌজ শুধুমাত্র ফাশিস্ত ও বিশ্বাসঘাতকদের নিয়েই গড়ে তোলা হয় নি। কাজের সময় আসবে। ইতোমধ্যে আমরা আত্মগোপন অবস্থায় বে-সামরিক সংগঠনগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চরম মুহূর্তে জুণ্টাকে উৎখাত করার জন্য কাজ করে চলেছি।

ইন্দোনেশিয়ায় নিপীড়ন বন্ধ কর

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত চিঠির মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় পুলিশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য বিশ্বজনমতের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

ন-বছরের অধিককাল ইন্দোনেশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলরা দক্ষিণপন্থী জেনারেলদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আশীর্বাদধন্য হয়ে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে এক দানবীয় সন্ত্রাস রাজত্ব কায়েম রেখেছে। কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী এবং তাদের পরিবারবর্গের সদস্যরা, সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ হবে তাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের শত সহস্র ন্যায় যোদ্ধা এখনো কারাগারে অথবা ৪৬টি বন্দী-শিবিরের একটিতে বন্দী আছেন। জাতীয় স্বার্থের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার জন্য দেশপ্রেমিকদের ওপর অত্যাচার বা হত্যাচার চালানো হয়ে থাকে। সরকারী কর্তারা নির্মমভাবে কারা-বিদ্রোহ দমন করে থাকেন।

জনবিরোধী শাসকগোষ্ঠী সমস্ত রাজবন্দীকে ক, খ ও গ শ্রেণীতে ভাগ করেছে। 'ক' শ্রেণীভুক্ত বন্দীরা—ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, গণতান্ত্রিক দল-সমূহ এবং বিপ্লবী গণসংগঠনগুলির লোকেরা—দুটি দণ্ডাদেশের একটি : মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস লাভ করে থাকে। জীবনযাত্রার ক্রমাবনতি, বিদেশী পুঁজির আধিপত্য এবং শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী কাজের বিরুদ্ধে যখনই গণপ্রতিবাদ সোচ্চার হয় তখনই 'বিচার' অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দুর্দশা থেকে জনগণের মনোযোগকে ভিন্নমুখী করা এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী হিস্টিরিয়া জাগ্রত করা।

'খ' শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এবং বুরু দ্বীপের জলাভূমিতে চালান দেওয়া হয়। এদের দলে আছে বুদ্ধিজীবীরা, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্যরা এবং প্রগতিশীল জননেতারা। অপুষ্টি, হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং রোগ-ব্যাধিতে এ মৃত্যু শিবিরে (১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত) বহু অধিবাসী প্রাণ হারায়।

'গ' শ্রেণীর বন্দীদের ভাগ্য আরো খারাপ। এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির কর্মীদল এবং তাদের আত্মীয়-পরিজন। কারাগার বা শিবির থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, শিক্ষা ও সংগঠনের অধিকার এবং অন্যান্য নাগরিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাজবন্দীদের পরিবারগুলি একটানা বৈষম্য ভোগ করে থাকে।

বিশ্ব ও ইন্দোনেশীয় জনমত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করে। সুহার্তো শাসন এ দাবির প্রতি বধির। তারা সমস্ত বিরোধী ব্যক্তি, গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি ও প্রগতির আদর্শসমূহ আস্থাশীল সমস্ত দেশপ্রেমিক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও কিছু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। সমস্ত নতুন রাজবন্দীকে তথাকথিত 'একত্র' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে—এর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে ; অন্যান্য সমস্ত বন্দীর মতো 'এক্স' গোষ্ঠীভুক্তদের প্রতিও দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার চালানো হয়।

অবশ্য যত উৎপীড়ন বা সন্ত্রাস চলুক না কেন জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে দমিয়ে রাখা যায় না। শাসকগোষ্ঠীর বিরোধীদের দলে এমন বহু লোক আছে একদিন যারা তাদের ক্ষমতাসীন হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এদের জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র দেখে তারাও মনোভাব বদল করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির নিন্দা করে। তারা অবিলম্বে নিপীড়ন বন্ধের এবং সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করে। কর্তৃপক্ষের পুলিসের কার্যধারায় জাতিসঙ্ঘ সনদে নির্দেশিত মৌল মানব অধিকার নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনকে আঘাত দিচ্ছে। তারা আহত করছে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে জনগণের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ ইন্দোনেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিপীড়নমূলক নীতিকে নিন্দা করে।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণের এবং বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত সন্ত্রাস ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান সফল হবে না। ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত দেশপ্রেমিকের জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য আবেদন জানায়।

অবিলম্বে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ কর।

সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দাও।

দেশপ্রেমী শক্তিগুলির ঐক্য জিন্দাবাদ।

কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের বিশ্ব ঐক্য জিন্দাবাদ।

হণ্ডুরাসে গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি

রিগোবার্টো প্যাডিল্লা
হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য
এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক

হণ্ডুরাসে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জেনারেল লোপেজ আরেল্লাগো, যিনি ১৯৬৩-তে একটি নৃশংস ক্যু সংগঠিত করে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠনগুলির ওপর বর্বর নিপীড়নমূলক অত্যাচার চালিয়েছিলেন, কেন তিনি এখন গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মর্যাদা রক্ষাকারী একটি প্রগতিশীল সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আরো উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যায়, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি খর্বকারী সামাজিক সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছেন ?

হণ্ডুরাসের সাম্প্রতিক গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি রাতারাতি গজিয়ে ওঠে নি এবং একমাত্র এর আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টিকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। এর একটা কারণ হল, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান শক্তি, প্রতিটি ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির দর্শনীয় সাফল্যলাভ। আর একটি কারণ হল, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আবেদন এবং শান্তি ও সমঝোতার নীতির ক্রমশ বেড়ে ওঠা মর্যাদা। চিলি ও উরুগুয়েতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবাদাসেরা ঐ দুই দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে দাবিয়ে দিয়েছে। ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, গুয়াতেমালা, নিকারাগুয়া এবং হাইতিতে এখন নিপীড়নকারী প্রশাসনসমূহের রাজত্ব চলছে। অপরদিকে পশ্চিম গোলার্ধের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিউবা ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করছে এবং আর্জেন্টিনা, পেরু, পানামা, ইকোয়েডর, হণ্ডুরাস এবং অন্যান্য দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বিকাশমান হচ্ছে। এইসব দেশে এই সেদিনও যে সব মার্কিন-প্রভাবপুষ্ট রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজত্ব বিস্তারের যন্ত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে আসছিল, সেগুলি ভেঙে পড়ছে। হণ্ডুরাসের ভেতরে এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে এমন কিছু বিষয় কাজ করছে, যা সেখানকার গণতন্ত্রীকরণ পদ্ধতিকে সজীব করে তুলেছে।

সামরিক অধিগ্রহণ

১৯৭২-এর ৪ ডিসেম্বর হণ্ডুরাসের সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন পর্যায় সূচিত করে। এই ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৯৬৯-এ এল সালভাদোরের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে, যার ফলে হণ্ডুরাসের শাসকমহলে গভীর সংকট সূচিত হয়, শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম বেড়ে যেতে থাকে, সংগঠিত শ্রমিকরা মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতিকে রুখে দেওয়ার দাবি তোলে এবং জমির দাবিতে কৃষকেরা এগিয়ে আসে। এই সময়কে বর্ণনা করা অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি না আমরা দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির নতুন বিবর্তন, সামরিক বাহিনীর অফিসারদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের অবস্থানের পরিবর্তন এবং সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিদানের কথা না বলি।

কেন্দ্রীয় মার্কিনী সাধারণ বাজারে (সি এ সি এম) প্রবেশ করে এবং উপ-অঞ্চলের আর্থনীতিক সংহতিতে অংশ গ্রহণ করে হণ্ডুরাসের বুর্জোয়ারা হতাশ হয়ে পড়েছিল। সমান অংশীদারের মর্যাদা দেয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও হণ্ডুরাসকে শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। বড় বড় কোম্পানিদের মতো কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সঙ্গতি না থাকার দরুন হণ্ডুরাসের পক্ষে বাজারে প্রতিযোগিতা চালানো সম্ভব হয় নি। আরও খারাপ ব্যাপার, দেশের অভ্যন্তর এল সালভাদোর আর গুয়েতেমালায় তৈরি **সেণ্টোআমেরিকানা** মালে ছেয়ে গেল।

হণ্ডুরাসের বুর্জোয়ারা সরকারী সহায়তা নিয়ে সি এ-সি এম—অংশীদারদের কাছ থেকে আরো সুবিধেজনক ভিত্তিতে সদস্যপদারূঢ় থাকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অধিকতর শক্তিমান প্রতিযোগীদের কাছে একই মর্যাদা দাবি করা আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয় কারণ সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক এবং বিশেষত অসম আর্থনীতিক বিকাশের আইন স্বার্থের ক্ষেত্রে সমঝোতার পরিপন্থী। সি এ সি এম-দেশগুলির ভেতরে মতানৈক্য বেড়ে যেতে থাকে। ফল দাঁড়ায় এই যে হণ্ডুরাস ও নিকারাগুয়ার মতো কম উন্নত দেশগুলিকে নিজেদের অর্থনীতিকে ক্ষুণ্ণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত গুয়াতেমালা, এল সালভাদোর এবং কোস্টারিকার ধারাবাহিক শিল্পায়নে ভরতুকি যোগাতে হয়।

উপ-আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংকটের এই সব আর্থনীতিক চোরাটানের ফলেই ১৯৬৯-এ এল সালভাদোর এবং হণ্ডুরাসের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় এবং আমাদের দেশ তারপর বস্তুত সি এ সি এম থেকে সরে আসে।

আমরা কমিউনিস্টরা নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় আমেরিকান সংহতির বিরোধী নই। কিন্তু বর্তমানে একচেটিয়া পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত এর রূপটি উপ-অঞ্চলের দেশগুলির সামনে উন্নয়নের কোনো আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এটা হল মার্কিনী কোম্পানিগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাঁচটি বাজারের এক নিছক যোগফল।

এল সালভাদোরের সঙ্গে যুদ্ধ সামরিক বাহিনীর লোকজন ও অফিসারদের মধ্যে বাস্তবতাবোধের জন্ম দিল। তারা সহসা উপলব্ধি করতে পারল যে জাতীয় সীমান্ত রক্ষা করার বদলে লাতিন আমেরিকার সৈন্যবাহিনীগুলি কিভাবে মার্কিন সামরিক মিশনের হুকুমে নিজেদের দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করার ঘৃণ্য ভূমিকা অবলম্বন করে। এই যুদ্ধ হণ্ডুরাসের শাসকদের রাজনৈতিক অবক্ষয় ও অপদার্থতাকে নগ্ন করে তুলে ধরল। জনসাধারণ আবিষ্কার করল তাদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এবং বুর্জোয়া ও ভূস্বামী-শাসিত রাষ্ট্র-

প্রশাসন দেশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী প্রচারে বার বার উল্টো কথা বলা হলেও এই প্রশাসন জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিছক এবং স্বার্থপর, বিশ্বাস-ঘাতক স্বৈরতন্ত্রের সেবা করেছে।

এহেন পরিস্থিতিতে একদিন যেমন 'প্রাচীন' ভূম্যধিকারীরা দেশকে আর শাসন করতে পারছিল না অপরদিকে তেমনি 'তরুণ' বুর্জোয়ারাও ক্ষমতার অধিগ্রহণ করার মতো শক্তি অর্জন করে নি। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার এই দুরূহ খেলার এক সাময়িক সমাধান হল। কলাম্বিয়ার উদাহরণের নজির টেনে মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর তাদের দালাল আর্নেস্টো রুজ সরকারকে দিয়ে উদারনৈতিক ও জাতীয়তা-বাদী দলগুলির(১) স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটা আপস বিধানের চেষ্টা করল।

কিন্তু খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রগতিশীল সমাধান দাবি করল। কৃষকরা জোতগুলি দখল করতে এগিয়ে গেল। এবং যে সব ভূস্বামী বলপ্রয়োগ করছিল তাদের সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে লাগল। দেশব্যাপী ছাত্র ও শ্রমিক ধর্মঘট সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকে বাড়িয়ে দিল। দুর্ভাগ্যবশত শ্রমিক-জনতার সংগঠন, সামাজিক সচেতনতা এবং ঐক্য এই পর্যায়ের ছিল না, যা কিনা এই সংকটের এক গণতান্ত্রিক বিকল্প তুলে ধরতে পারে। সশস্ত্রবাহিনীর হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠল। হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টি আগের থেকেই এটা অনুমান করে বিপ্লবের পর্যায়ে দেশপ্রেমের চেতনাসম্পন্ন সামরিক লোকজনের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করেছিল।

ঐ পটভূমিতে সশস্ত্র শক্তির আবির্ভাবকে আমরা একটি অনুকূল রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। আমরা বুঝেছিলাম যে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কৃষি-ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো স্তরে দেশপ্রেমিক সামরিক অফিসারদের একটি প্রগতিশীল আন্দোলনের বিকাশ হতে পারে। অবশ্য, আমরা সতর্কীকরণ করেছিলাম যে সামরিক বাহিনী প্রগতিশীল পরিবর্তনের পর্যায়গুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারে যদি তারা 'নিজেদের জন্য বিপ্লব'-এর মতলব ছেড়ে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে এবং জনসংখ্যার অধিকাংশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে। আমরা এ ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল ছিলাম যে এই পদ্ধতিতে নিছক পরোক্ষভাবেই শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারে। আমাদের ন্যূনতম কর্মসূচীর প্রচার এবং জনগণের অনবরত চাপের ফলে এটুকু হওয়া সম্ভব। পরিবর্তনের উন্নততর স্তরে দেশ যত পৌঁছবে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন ততই দ্বান্দ্বিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের শ্রেণী-বিশ্লেষণের সময়ে পূর্ব-ধারণালব্ধ ও অনিবার্য নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হয়ে সামরিক বাহিনীর যে বিচার করা হয়, হণ্ডুরাসের কমিউনিস্টরা বহুদিন ধরে সেই ভ্রান্তিকে বর্জন করেছে। কারণ এই ধারণা হল বিশ শতকের লাতিন আমেরিকার উদারনৈতিক চিন্তাধারার সেই মোক্ষম দৃষ্টান্ত, যাতে সেই সেকেলে ধারণার বশবর্তী হয়ে বলা হয় 'সেনাবাহিনী' 'নাগরিক'দের শত্রু এবং আমাদের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের বহুমুখিনতাকে অস্বীকার করে।

১ দুটি সাবেকী দল—জাতীয়তাবাদী এবং উদারনৈতিক-দের এক চুক্তিবলে ১৯৭১ সালে যে তথাকথিত জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠিত হল তা মুষ্টিমেয় ভূস্বামী এবং মার্কিন একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ সিদ্ধ করেছে।

নতুন প্রশাসন এবং পরিবর্তনের জন্য নজর

হণ্ডুরাস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চদশ প্লেনামে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) লক্ষ্য করা হয় যে বর্তমান সামরিক শাসনের ক্রিয়াকলাপ, সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক এবং সরকারকে আধুনিক করে ও কাঠামোগত পরিবর্তন এনে এই প্রশাসন পুঁজিবাদী বিকাশকে নিশ্চিত করতে চাইছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সমর্থিত প্রধান কৃষক আন্দোলন-গুলির তাপের শীর্ষে এই যে ক্যু ঘটে যায়, নতুন সরকারের কাজকর্মে তার প্রভাব ফলিত হতে থাকে। যে সব ভূস্বামীরা ঔপনিবেশিক দিনগুলি থেকে শাসন চালিয়ে আসছিল, তাদের অবস্থানের বিচ্যুতি ঘটে এবং কৃষকদের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট সংস্কারপন্থী বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকেও কোনোমতেই ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে সামরিক বাহিনী এমন পরিবর্তন চায় বা নিছক বুর্জোয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে চলে যায়।

ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর থেকেই লোপেজ আরাল্লানো সরকার জনগণের সমর্থন পেতে প্রয়াসী হয়। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরলে এই সরকারের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিস্ফুট হবে। সি পি এইচ, যা এখনো সরকারীভাবে বেআইনী, তাকে জনসভা বা যে কোনো মাধ্যম ব্যবহারপূর্বক যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের সামনে বক্তব্য রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে।

১৯৭৪-এর ১ জানুয়ারি লোপেজ আরাল্লানো সরকারের জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, যা আরও প্রগতিশীল একটি উদ্যোগ। জাতীয় ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ দেশের শোচনীয় পশ্চাৎ-পদতা এবং পরনির্ভরতার কথা বললেন। পরিকল্পনাটিতে গৃহ সমস্যা মেটানো, নিরক্ষরতার মোকাবিলা, চিকিৎসার উন্নতি, দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলা, জমির পুনর্বণ্টন এবং বনভূমির রক্ষণের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। অসংশায়িত-ভাবে বলা যায় যে ভূমি সংস্কার (জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামবাসী) এবং অরণ্য সম্পর্কিত নীতি হচ্ছে পরিকল্পনার মূল দুটি বিষয়। ভূমি সংস্কার আইন, যাকে জোতদার ও কলা কোম্পানিগুলো তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিল, আমরা মনে করি এর প্রয়োগের ভেতর দিয়েই প্রমাণিত হবে বর্তমান প্রশাসন মনে-মুখে এক কি না।

দপ্তরাসীন হওয়ার প্রথম বছরে সরকার তার লক্ষ্যসমূহ স্থির করার মতো সংগঠন ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারে নি। কিন্তু লোপেজ আরাল্লানো-প্রদত্ত জানুয়ারি মাসের বক্তৃতা সোজা পথ নির্ণয় করল। আমাদের পার্টি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সমর্থন করার জন্য শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য সংস্থাকে আহ্বান জানাল। এই ডাকে সাড়া পাওয়া গেল। সরকারের প্রগতিশীল নীতি-সমূহের সমর্থনে ১৩ জানুয়ারি এক লক্ষ মানুষ সান প্রেডো সুলা-য় সমাবেশে সামিল হল।

পরিকল্পনার কিছু কিছু শর্ত ইতিমধ্যেই পালিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে সবাই যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায় এমন সুষম ব্যবস্থা, বন-সংরক্ষণ আইন, ভোগ্যপণ্য থেকে মুনাফাবাজির প্রতিরোধকল্পে গঠিত জাতীয় সরবরাহ কর্পোরেশন এবং ন্যূনতম মজুরির হার নির্ণয়।

সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার শ্রেণী উপাদানের ওপর জোর দিয়ে এইচ সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চদশ প্লেনামে এই

বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে পরিকল্পিত পরিবর্তনগুলিকে যদি অনবরত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে স্বৈরতান্ত্রিক এবং একচেটিয়া শাসনের ওপর কঠিন আঘাত পড়বে। প্রগত উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে উৎসারিত উপাদানের শক্তিগুলির বৃদ্ধির বৃহত্তর সুযোগ আসবে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনতার বিপ্লবী সংগ্রামসমূহের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

পরিকল্পনাটিতে এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এক লক্ষ কুড়ি হাজার কৃষক পরিবারকে এ্যাসেনটামিয়েনটোস-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং তাদের বাজেয়াপ্ত জমি থেকে ছয় লক্ষ হেক্টর জমি বণ্টন করা হবে। এ কথা বলা নিরর্থক যে এই ভূমি সংস্কার গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলবে। একটি পুরোনো দলও যাদের স্বার্থ রক্ষা করে নি, শহর ও গ্রামের সেই জনসাধারণ এখন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, উৎপাদনকারীদের সমবায়গুলি এবং অন্যান্য গণ-সংস্থা সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকবে। এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য গ্রামীণ এলাকাসমূহে, কারণ সেখানকার অনৈক্য এবং সংগঠনের ঘাটতি ভূস্বামী-স্বৈরতন্ত্রের চাপকে প্রতিহত করার জন্য কৃষকদের প্রচেষ্টাকে খর্ব করেছিল। নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগতে পারে এমন পরিবর্তনের প্রতিরোধকামী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি ক্রমশ তাদের প্রভাব হারাতে থাকবে। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়তে থাকবে। এল সালভাদোর-এর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটাল। এই পর্যায়ে, বুর্জোয়া-বিরোধী চেতনার পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটছে। পুঁজিবাদী গ্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই বোধের উন্মেষ অপরিহার্য।

সর্বশেষে অথচ গুরুত্ব দিয়েই একথা বলা যায় যে, আইনের গণতান্ত্রিক শাসন এগিয়ে যাবে কারণ খোদ সংস্কারপন্থী বুর্জোয়ারাই একে সমর্থন করে এবং এর পেছনে রয়েছে সেই জনসাধারণের চাপ, যারা একই সঙ্গে নিজেদের অর্জিত বস্তুগুলিকে রক্ষা করা এবং গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন-অধিকারসমূহকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি ও মার্কিন সরকারের চাপ সত্ত্বেও আমাদের সরকার সি এ সি এম থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, কোরিয়ার জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিউবা-অবরোধের বিরুদ্ধে এই সরকার মতামত ঘোষণা করেছে। হণ্ডুরাস ও পানামার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি যুক্ত ঘোষণার 'আন্তঃ-আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা-ভিত্তিক সম্পর্ক গঠন, দেশগুলির স্বয়ম্ভরতার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিসম্বাদের মীমাংসা (হণ্ডুরাস ও এল সালভাদোর-এর মধ্যেকার সংঘর্ষও এর অন্তর্ভুক্ত) এবং মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত পার্থক্য স্বীকার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

দক্ষিণপন্থী আক্রমণ এবং স্বৈরতন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির ষড়যন্ত্র

অবশ্য বুর্জোয়া এবং জোতদার-স্বৈরতন্ত্রীদের ক্ষমতা পুনর্দখলের আশঙ্কা এখনো আছে। প্রতিক্রিয়া আঘাত থেকে সেরে উঠে আবার সংগঠিত হচ্ছে। দেশময় বড় বড় গো-খামারপতি ও ভূস্বামীরা একজোট হচ্ছে। সরকারকে "ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতার সংকোচনের" বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব এগ্রিকালচারাল প্রডিউসার্স এ্যান্ড স্টক ব্রীডার্স এবং প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ কাউন্সিলের সভাগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীলরা ঘোষণা করেছে যে কৃষকদের দ্বারা তাদের জমি দখল করা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন হলে তারা অস্ত্র ধারণ করবে এবং এইভাবে ভূমি সংস্কারকে বানচাল করবে। ওসানচো, সান্তা বারবারা, ভাল্লে এবং কোলুটেকার মতো প্রদেশগুলিতে ব্যবসায়ীদের গুণ্ডাবাহিনী কৃষকদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে এবং তাদের নেতাদের খুন করছে। স্ট্যানডার্ড ফ্রুট এবং ইউনাইটেড ফ্রুট-এর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন মার্কিনী কোম্পানিগুলি হণ্ডুরাসের স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে এক দস্তানায় হাত মিলিয়েছে। দেশকে যদি এগোতে হয় তাহলে এই সব কোম্পানির সঙ্গে তার অসম চুক্তিগুলির সংশোধন করতে হবে এবং অধিকন্তু, কলা রপ্তানির ক্ষেত্রে অবিলম্বে অতিরিক্ত কর বসাতে হবে। কোস্টারিকা, পানামা এবং কলম্বিয়ার সরকারগুলির সঙ্গে এক চুক্তিবলে এবং নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা ও ইকোয়েডরের নীরব সমর্থনে পুষ্ট হয়ে হণ্ডুরাস প্রতি কলার বাক্স পিছু এক ডলার কর বসিয়েছে। ইউনাইটেড ফ্রুট এবং তার শাখাগুলি যদিও নিমরাজি হয়ে একে মেনে নিয়েছিল, স্ট্যানডার্ড ফ্রুট হুমকি দিল যে অর্থনৈতিক বয়কট করবে। কোম্পানির শ্রমিকরা অবশ্য দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল। এই কর নির্ণয়কে সমর্থন করতে এগিয়ে এল কেন্দ্রীয় আমেরিকান দেশসমূহ এবং পানামা সরকারের প্রধান জেনারেল তোরিজোস এর পেছনে উদার অর্থনৈতিক সাহায্যের মদত দিলেন।

স্টানডার্ড ফ্রুট তার হুমকিকে কাজে রূপ দিল। হাজার হাজার বাক্স কলা নষ্ট করে ফেলা থেকে শুরু করে হণ্ডুরাস ও এল সালভাদোর সরকারের উচ্ছেদ এবং জেনারেল তোরিজোসকে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত যাবতীয় চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলতে লাগল। একটি "খারাপ দৃষ্টান্ত" দেখে সন্ত্রস্ত কেন্দ্রীয় আমেরিকার স্বৈরতন্ত্রীরা হণ্ডুরাস সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে যুক্ত হল। তারা চেষ্টা করতে লাগল এল সালভাদোর-এর সঙ্গে এক নতুন সশস্ত্র সংঘর্ষ উস্কিয়ে তোলার জন্য। উভয় দেশের কমিউনিস্টরাই হণ্ডুরাসের গণতন্ত্রীকরণ পদ্ধতিকে রোধ করা এবং এল সালভাদোর-এ একই জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচেষ্টা হিসেবে উপরোক্ত প্ররোচনাকে চিহ্নিত করল। আরও এগিয়ে গিয়ে তারা প্রতিক্রিয়ার পরিকল্পনাকে পরাস্ত করা, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ এবং রাজনীতির মাধ্যমে সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য একটি প্রস্তাব রচনা করল।

মার্কিন দূতাবাসের সমর্থনপুষ্ট হণ্ডুরাসের স্বৈরতন্ত্রীরা চিলির ফ্যাসিস্তদের অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াসের অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত হয়ে সরকারের প্রগতিশীল কাজকর্মের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত সমাজকে উত্তেজিত করার চেষ্টায় ব্রতী হল, কিছু কিছু তাৎক্ষণিক মিছিল এবং ট্রাক-মালিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করতে লাগল। গত মে মাসে এরা পুলিস ও শ্রেণীচ্যুত উপাদানসমূহের মধ্যে এক দাঙ্গা বাধিয়ে দিল।

বিভিন্ন পুরোনো রাজনৈতিক দল এবং মার্কিন দূতাবাসের সম-মানসিকতাসম্পন্ন কিছু আমলার কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপকেও আমাদের খাটো করে দেখা উচিত নয়। তাদের শ্লোগান হল কেবল "সাংবিধানিক আইন"-এর কাঠামোর মধ্যেই পরিবর্তন গ্রাহ্য, এবং আরো ভালো হয়

যদি তাতে কমিউনিস্টদের "বিপজ্জনক অংশগ্রহণ" না থাকে।

অবশ্য, চিলির বেদনাদায়ক ঘটনাসমূহ থেকে কমিউনিস্টরা শিক্ষাগ্রহণ করেছে। উন্নততর বেতনের জন্য, জীবনযাপনের চড়া খরচের বিপক্ষে, বেকারি, মুনাফাবাজি, ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে গণ্ডগোলের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টির কাছে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রশাসনযন্ত্র দখলের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে বর্তমান প্রশাসন সাম্প্রতিক দুঃখ-কষ্টের কারণ নয়। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ এবং আমরা যে ধরনের বিপ্লবের কথা বলি তাই হল বর্তমান পদ্ধতিকে প্রগতিশীলভাবে পরিবর্তন করার একমাত্র পথ।

আমরা আশাবাদী

গণ-সংগঠনগুলির কাছ থেকে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও সরকারের আচরণে বিচলন এবং অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। এর কারণ সরকারের শ্রেণী-চরিত্র এবং তার ওপর একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান চাপ।

হণ্ডুরাসে গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতির একটি প্রধান দুর্বলতা হল যে এর কোনো ব্যাপক ও সংগঠিত সামাজিক ভিত্তি নেই এবং জনসাধারণ এখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছে।

সি পি এইচ সেই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যাতে সংহত গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। সঠিকভাবে সংগঠিত হলে এই ফ্রন্ট গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের জঙ্গিপনাকে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে, দেশের সমস্যাবলী দূরীকরণের কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারবে এবং ফ্যাসিস্ত ধরনের একনায়ক-প্রশাসন এবং সুদীর্ঘ স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী কব্জা ভেঙে দিতে পারবে। প্রতিক্রিয়া যেখানে সক্রিয় সেখানে এই ফ্রন্ট গড়ার প্রয়োজন দ্বিগুণ। তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কাজকর্মকে সংগঠিত করার জন্য একই ঐক্যবদ্ধ 'কম্যান্ড' গঠিত হয়েছে।

বিভেদপন্থী, কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং ওরিস্ট এবং এ এফ এল-সি আই ও-নিয়ন্ত্রিত বাঘা বাঘা ট্রেড ইউনিয়নগুলির বড় কর্তারা শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের মাধ্যমে ফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টাকে বানচাল করতে চাইছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য এবং দেশের নিয়তি-নির্ণয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লড়াইয়ের পাশাপাশি আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির গণতন্ত্রীকরণ এবং সেগুলির ভেতর থেকে বিশ্বাসঘাতক ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের বের করে দেয়ার সংগ্রামও চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা মাওবাদী, ট্রটস্কিপন্থী, নৈরাজ্যবাদী ইত্যাদি উগ্র বামপন্থীদের প্ররোচনাকে উন্মোচিত করে তুলে ধরছি। এরা চালু সংস্কারগুলির অনুকূল দিকগুলিকে অবজ্ঞা করে তাদের উগ্রপন্থাকে বস্তুত শত্রু-পক্ষে মদতদানের কাজেই লাগাচ্ছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এদের মধ্যে নির্ভীক এবং আন্তরিক মানুষ-জন আছে। যখন তারা দেখে যে সি পি এইচ সঠিক নীতি নিয়ে চলছে তখন তাদের একাংশ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

হণ্ডুরাসে রাজনৈতিক বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি কি? নতুন প্রশাসনের গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল কাজকর্ম জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলিকে এবং আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের **সাধারণ স্বার্থসমূহকে** মেটাচ্ছে। এই কারণেই কমিউনিস্টরা এগুলিকে অভিনন্দন জানায়। অপরপক্ষে, আমরা জনগণকে আকাশ-কুসুম ভাবতে নিষেধ করি। আমরা তাদের বলি এখন যা চলছে তা এমন বিপ্লবী পদ্ধতি হিসেবে অদ্যাবধি গড়ে ওঠে নি, যা অপরিবর্তনীয়। প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির সংগ্রামের উপজাত পরস্পর-বিরোধিতার দ্বারা উঁচু পদাবলম্বী সামরিক অফিসাররা বিভক্ত। এই লড়াইয়ের পরিণতি বহু প্রশ্নের উত্তর যোগাবে। যদিও দেশের সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়ারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগ্রামে নেতৃত্বদানে অক্ষম। সত্যিই এ ভাবা খুব ছেলেমানুষি হবে যে বুর্জোয়ারা বিপ্লবীসুলভ অবিচলতা দেখাবে। ভূস্বামী-স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী হলেও এরা শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর রাজনৈতিক জঙ্গীপনাকে ভয় করে, কারণ শ্রমিকশ্রেণী শাসনভার হাতে চায় এবং এককথায় বলা চলে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান চায়।

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে প্রথমত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত করার কাজে কমিউনিস্টরা এবং গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা অন্যান্য দেশপ্রেমিকরা কতদূর অগ্রসর হতে পারবে, তার ওপর। করণীয়গুলির সামনে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সঠিক সময়ে সঠিক রাজনৈতিক দাবি তুলে ধরতে হবে এবং সামাজিক প্রগতির আকাঙ্ক্ষী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে হবে। পার্টির প্রতিটি সদস্যকে উপলব্ধি করতে হবে যে আগের চেয়ে এখনকার কাজ অনেক কঠিন।

আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আরও সদস্যসংগ্রহ, শ্রেণী-শত্রু ও মার্কসবাদের বিরোধীদের সঙ্গে অনবরত লড়াই চালিয়ে পার্টিকে ইস্পাত-সদৃশ করে গড়ে তোলা এবং শ্রমিক-শ্রেণী, অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে পার্টির যোগাযোগকে শক্তিশালী করা। পার্টির কাজকর্মে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আমরা সেকেলে, আদিম-চিন্তাবাহী নেতৃত্বকে বর্জন করি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহের অনুসরণ করি, সমস্ত উপদলীয়দের সঙ্গে লড়াই করি এবং আমাদের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাই।

আমরা আশাবাদী। আমরা বিপ্লবের এবং ইতিহাসের বস্তুগত নিয়মগুলির বিজয়ে বিশ্বাসী। আমরা মার্কস-এর গলায় গলা মিলিয়ে বলতে পারি, "বুড়ো ছুঁচো, আচ্ছা করে গর্ত খোড়।"। আন্তর্জাতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির তাৎপর্য আরও বেশি করে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতাকে নিছক চিন্তার স্তরে রাখা আমাদের পোষায় না। বিপদ আছে এবং তা বাস্তব। যে শান্তি চিলির জনগণের ভবিষ্যতের ঘটনাবলী প্রমাণ করবে আমাদের জনগণকে আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর কুঠারাঘাত করেছিল, তারা এখন এই মহাদেশের অন্যান্য মানুষদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে। ভবিষ্যতের ঘটনাবলী প্রমাণ করবে আমাদের জনগণকে সামাজিক প্রগতি, জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজে আমরা কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকেরা কতখানি অগ্রসর হয়েছি।

একনায়কত্বের শেষ অবলম্বন

লুই জাপিরাইন
স্পেনীয় সাংবাদিক

শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত গণ-সংগ্রামের উত্থান ও তার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জাতীয় শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কো শাসন একের পর এক অত্যাচারের অভিযান চালাচ্ছে। 'একনায়কত্বের মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে নিপীড়নই হচ্ছে শেষ অবলম্বন' প্রাভদা-র জন্য এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ডলোরেস ইবাররুরি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে এ কথাই বলেন।

শ্রমজীবী জনগণ শক্তিশালী হলেই একনায়কতন্ত্র দৈনন্দিন গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে তার উত্তর দেয়। ধর্মঘট ও শোভাযাত্রায় অংশ নিলে গণতন্ত্রীদের উপর পীড়ন চালানো হয়। বিস্কেতে দশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট ঢালাও 'লক-আউট' ডেকে আনল, আর এখন শিল্পমালিকদের সঙ্গে হরিহরাত্মা পুলিস লড়াই মোকাবিলার জন্য সারা দেশে এই একই কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। সামরিক বিচারালয় বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আদালত অনন্ত বহমান দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের হুকুম দিচ্ছে, উচ্চতর বেতন চাইলেই শ্রমিকদের শাস্তি দিচ্ছে।

যখন প্রগতিশীল জনতার ঐক্য বাড়তে থাকল এবং স্পেনের গণতান্ত্রিক 'জুন্টা' স্থাপিত হল, তখন ফ্রাঙ্কো শাসকরা অত্যাচার দিয়ে তার মোকাবিলা করল। নবগঠিত 'জুন্টা'র ঘোষণা পাঠের জন্য সাবাদেল আশ্রমে সমবেত হওয়ার অপরাধে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সহ ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন পরে মাদ্রিদ গীর্জায় ২০০ শ্রমিক ও কয়েকজন আইনজীবী ও পাদরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার জন্য ছাত্র ও অধ্যাপকদের গ্রেপ্তারের ফলশ্রুতিতে ডজন কয়েক গণতন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপককে কর্মচ্যুত করা হয়। চাকরি পাওয়ার শর্ত হিসাবে পুলিসের দেওয়া 'সদাচরণ পত্রে'র প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করে তিন হাজার-এর মধ্যে আড়াই হাজার হাসপাতাল-ডাক্তার ধর্মঘট করেন।

কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার শক্তি বৃদ্ধি করে তখন উৎপীড়ন, উস্কানি ও নির্যাতনের মাত্রাও চতুর্গুণ বেড়ে যায়। মাদ্রিদের পুয়েত্রা দেল সল জেলায় রোল্যাণ্ডো কাফের বোমা বিস্ফোরণ, যাতে ১১ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হয়েছিল, তা ফ্যাসিবাদী উস্কানির চূড়ান্ত নিদর্শন বহন করে। কমিউনিস্টদের ধরার জন্যই পুলিস এটা ঘটিয়েছিল, সি পি জানিয়েছে যে আটক গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা সি পি-র সঙ্গে যুক্ত বলে কোনোদিন পরিচিত ছিল না।

ফ্রাঙ্কো শাসন বর্তমান দিনের ইয়োরোপের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। বিরোধীদের আঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল এই শাসন স্পেনের ভবিষ্যৎ ধারক প্রগতিশীল জনতার আন্দোলনকে ব্যাহত করতে পারবে না।

গণনিধনের শিকার.

টমাস মবোকয়া
প্যারাগুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক
কমিশনের সদস্য

এখন যে দেশের নাম প্যারাগুয়ে চার শ' বছর আগে সেখানে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার-এর মতো ভারতীয় বাস করত। এই স্বাধীন, আত্মম্ভর ও বীর্যবান জনগণ বারম্বার স্পেনীয় ঔপনিবেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করেছে। কিন্তু ক্রমশ বন্দুক ও তরবারি, ধর্ম, ক্ষুধা ও বঞ্চনা দেশীয় জনসমষ্টিকে ধ্বংস করল বা দেশ থেকে উৎখাত করল অথবা দাসে পরিণত করল। মাত্র ৩৫,০০০-এর কিছু বেশি ভারতীয় বিজেতা অত্যাচারীদের 'ক্ষমাসুন্দর' আশ্রয় পেল। জনগণের অধিকাংশের মৌলিক অধিকার প্রত্যাখ্যানকারী বর্বর ফাশিবাদী একনায়কত্বের শাসনাধীন দেশ প্যারাগুয়েতে ভারতীয়দের ভাগ্য বিশেষভাবেই অসহনীয়। ভারতীয়দের প্রকৃতই কোনো অধিকার নেই। এবং যেহেতু তারা খ্রীস্ট-ধর্মে দীক্ষিত নয় তাই তাদের 'বার্থ সার্টিফিকেট' পর্যন্ত নেই এবং সেহেতুই তারা রাজনৈতিক ও নাগরিক জীবনের আওতার বাইরে। তবু এটাই যথেষ্ট নয়, 'পশ্চিমী খ্রীস্টান জগৎ' সরাসরি গণ-নিধনের পথ অবলম্বন করল।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন(১) গণ-নিধনকে একটি জাতীয়, মানবীয়, জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ-ভাবে বা আংশিকভাবে নির্মূল করে দেবার স্বেচ্ছা অভিসন্ধি বলে উল্লেখ করেছে। এই কাজের মধ্যে রয়েছে জীবনহানি করা, মারাত্মক ধরনের শারীরিক আঘাত ও মানসিক ক্ষতি করা এবং একটি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্মূল করে দেবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। গণ-নিধনের বিস্তারিত রূপ হল, জনগণকে তার চিরা-চরিত আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা।

বার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের জুনে একটি বিবৃতিতে সংগঠিত উপায়ে প্যারাগুয়ের ভারতীয়দের বিনাশ ও যে অবস্থায় তাদের 'সংরক্ষিত স্থানে' রাখা হয়েছে তার সঙ্গে নাজি বন্দীশিবিরের বন্দীদের তুলনা করা হয়েছে। বিবৃতিতে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই গণ-নিধনের ব্যাপারে প্যারাগুয়ের সরকারী সংস্থাসমূহের স্পষ্ট সম্মতি এমন কি সমর্থন পর্যন্ত ছিল। টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউ এস এ) অধ্যাপক রিচার্ড আরেনস বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হয়ে আরও বলেন যে, প্যারাগুয়ের ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার বিভীষিকা সৃষ্টি করে, কারণ তা কেবল নাজি-বর্বরতার সঙ্গেই তুলনীয়।(২)

এসব ও অন্যান্য ঘটনার উদ্ঘাটনসমূহ প্যারাগুয়ান সরকারী প্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই প্রচারে বলা হয় যে, ভারতীয়দের আশ্রয়চ্যুত করার বিষয়টি অনেক আগে ঘটে গেছে এবং এখন তারা তাদের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গলে সুখ-শান্তিতেই বেঁচে আছে। লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলির মতো না হয়ে ভারতীয়দের সমস্যা 'প্যারাগুয়েতে অতিক্রান্ত' হয়ে গিয়েছে বলে যে গল্প চালু আছে তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেছে।

প্যারাগুয়ের ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ঘটনাবলী ক্রমে ক্রমে জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েক বছর আগে উরুগুয়ের সাংবাদিক ব্রোচের তোলা একটি ছবি দেখে লাতিন আমেরিকার জনমত আহত হয়েছিল, এই ছবিতে ছিল, একটি খুনী এক ভারতীয়ের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুনীটি ছিল একজন প্যারাগুয়ে-বাসী কর্মচারী আর শিকারটি ছিল চাকো অঞ্চলে বসবাস-কারী এওরিও উপজাতির ভারতীয়। ভারতীয় ধ্বংস করার পুরস্কার হিসাবে সৈনিকদের সামরিক কাজের সময় কমানো হয়।

আকে-গুয়ায়েকি উপজাতিকে নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। চার শতাব্দীরও বেশি পূর্বে মোটামুটি বড় আকারের আকে উপজাতি(৩) তাদের উপরকার অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এখন এদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১,০০০-এর মতো দাঁড়িয়েছে, অন্য এক সূত্রানুসারে এই সংখ্যা মাত্র ৫০০।

প্যারাগুয়ের পূর্ব অংশে গুয়ায়েকিদের বাস। সেখানে সামরিক ও অসামরিক কর্তব্যক্তিরা তাদের গাড়িতে চড়ে নিয়মিতভাবে মানুষ শিকার পরিচালনা করে। যখন সব ভারতীয়দের তুলে আনা হয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মেরে ফেলে শিশুদের বৃহৎ দাসব্যবসা কেন্দ্র সান জুয়ান নেপোমুসেনোতে চালান করা হয়। কর্তৃপক্ষের সম্মতিমতোই এই শিশু-দের ২ হাজার ৫ শত থেকে ১০ হাজার গুয়ারানি (২০ থেকে ৮০ ডলার)-তে বিক্রি করা হয়। যে সব মেয়েদের দাস তৈরি করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হয় তাদের ভাগ্য হল উপপত্নীতে পরিণত হওয়া।

গুয়ায়েকিদের বিরুদ্ধে বর্বর অভিযান চালানোর পক্ষে যেকোনো ছলছুতাই যথেষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৭১-এর আগস্টে নারানজিতো এস্টেটের মালিকরা দুটো মরা গরু আবিষ্কার করল। এগুলি কিভাবে মারা গেল তা খুঁজে বার

---

১ গণ-নিধনের অপরাধ নিবারণ ও শাস্তিদানের জন্য কনভেনশন, ইউ এন সাধারণ পরিষদে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮-এ গৃহীত, এবং উজন খানেক দেশ দ্বারা সমর্থিত।

২ দি নেশান, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। আরেনস লিখেছেন যে প্রাক্তন এস এস অফিসার কণ্ট্রিক, অসকুইৎস বন্দী শিবিরের ঘাতক ডাক্তার যোসেফ মেঙ্গেল ও প্যারা-গুয়েতে আত্মগোপনকারী অন্যান্য নাজিরা নির্যাতন ও গণ-বিনাশের ব্যাপারে প্যারাগুয়ের শাসকদের 'বিশেষজ্ঞের পরামর্শ' দিচ্ছে।

৩ লক্ষণীয় বুকের কাঠামো সহ গাছে ওঠায় দক্ষ এক উপজাতি।

করার কষ্ট স্বীকার না করেই তারা তৎক্ষণাৎ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত করল। অরণ্য-দপ্তরের কাছে সরকারী জমিতে তারা একদল ভারতীয়কে ধরল এবং শিকারীদের একজনের হিসাব অনুযায়ীই ভীত শিশুদের জননী সহ ১০ জনেরও বেশিকে খুরপি দিয়ে হত্যা করল। খুরপি ব্যবহার বিরল ঘটনা নয়, এবং গোলাবারুদ বাঁচানোর কায়দা বলে তাচ্ছিল্যভরে এর উল্লেখ করা হয়।

প্রায় ২৩০ জন ধৃত ভারতীয়কে নিকৃষ্টতম বন্দীশিবির জাতীয় গুয়ায়েকি কলোনিতে আটকে রাখা হয়েছে : কোনো চিকিৎসার সুযোগ নেই, শিশুদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের আভাস মাত্রেরই শাস্তি হল মৃত্যু। অর্ধাশনে রাখার মতো আহার, এর ব্যতিক্রম শুধু 'অনুগতরা' যারা ফ্যাসিবাদী শাসন কর্তাদের 'উপরি-আয়ের' সূত্র মারিজুয়ানা উৎপাদন করতে স্বীকৃত হয়। পণ্ডিতরা 'আকে' উপজাতির সংগীত সংরক্ষণ করেছেন যার মধ্যে তাদের নির্মূলীকরণের যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে, এই হল 'প্রায় শবে' পরিণত জনগণের ভাগ্য।

যে গুয়ানা উপজাতি এই শতকের গোড়ায় সংখ্যাতীত ছিল বলে কথিত আছে তার মাত্র ৯০টি পরিবার এখন অবশিষ্ট রয়েছে। এই উপজাতিটি তার মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, এর ঐতিহ্যবাদী হস্তশিল্প নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং এদের অলটো-প্যারাগুয়ে চামড়ার কারখানায় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। টোবাস, অংগাইটস, সানাপানাস ও গুয়ারেয়সদের ভাগ্যেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তারা তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং তাদের শিকার করা ও মাছ ধরা বন্ধ করা হয়েছিল। খাদ্যের সন্ধানে তারা চাকো অলটো-প্যারাগুয়ের জেলাসমূহের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, এবং কাঠ ও চামড়া কোম্পানির মালিকদের খুশি ঘাঁটিয়ে যেকোনো কাজ নিল।

ভিলারেতে ইমোক উপজাতির ভারতীয়দের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। জমি দখলকারীদের সেনাবাহিনী সাহায্য করেছিল, তারা বহু ভারতীয়কে জংগলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাকীরা আভানজাদা গবাদি-পশু উৎপাদক ফার্মে-র কাছে আশ্রয় নিল। এর মালিক ও স্থানীয় জমিদার চাইল ভারতীয়রা চলে যাক। গরু-বাছুর সরানোর অভিযোগে ইমোকরা অভিযুক্ত হল। এবং ভারতীয়রা বহিষ্কৃত হবার পরেই কেবল জানা গেল যে কলোরাডো দলের সদস্য স্থানীয়রাই এসব গরুবাছুর চুরি করত। তবু অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছুই করা হল না, কারণ স্ট্রোয়েশনারের চর হিসাবে তারা 'আইন-বহির্ভূত' ছিল।

এক সময় যে সব জমি ছিল ভারতীয় উপজাতিদের সেই সব জমির উপরই মার্কিন সহায়তায় বিমান ঘাঁটি, বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ সহ সামরিক কেন্দ্র ও ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এগুলির সবই পেন্টাগনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে ও তা লাতিন আমেরিকায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। ভারতীয়দের তাদের বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করার অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মার্কিনী ও অন্যান্য বৈদেশিক একচেটিয়াপতিদের জন্য প্যারাগুয়েতে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করার ব্যাপারে শাসকদের ইচ্ছার প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি চাকো এলাকার বিরাট অঞ্চলকে তেলের সম্ভাবনা খোঁজার জন্য মার্কিনী টেক্সাকো সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থায় প্যারাগুয়ের ভারতীয় উপজাতির অবশিষ্টাংশকে নির্ঘাত নবতর ও বৃহত্তর নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব শারীরিক, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক বিনাশ চালিয়ে যাওয়াকে সহজতর করবার জন্য ভারতীয়দের উপর জনগণের ঘৃণা উৎপাদনের চেষ্টা করছে।

ভারতীয়দের রক্ষা করার জন্য, সর্বাগ্রে আকে-গুয়ায়েকি উপজাতিকে সম্পূর্ণ নির্মূল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্যারাগুয়ান কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক সংহতি প্রচারাভিযানের গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানাচ্ছে। প্যারাগুয়ার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে লভ্য সব ধরনের তথ্যমূলক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির আরও ব্যাপক প্রচার করতে হবে।(১)

প্যারাগুয়ের ভারতীয় উপজাতির ছাত্রদের দ্বারা ঘটনার বলিষ্ঠ উদ্ঘাটন নিঃসন্দেহে দরকারী। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা কেবলমাত্র সমালোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অমঙ্গলকে নির্মূল করা যাবে ততদিন পর্যন্ত কোনো উল্লেখ্য ফল পাওয়া যাবে না।

শুধুমাত্র কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার, যা ভারতীয়দের তাদের জমি ফিরিয়ে দেবে তাই সমস্যা সমাধানের সূচনা করতে পারে। কিন্তু স্ট্রোসনার একনায়কত্ব উৎখাত হলে পরেই এই সূচনা আরম্ভ হতে পারে।

আবার, প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বর্ণিত—ভারতীয়দের ব্যাপক স্বাধিকারের সঙ্গে যুক্তভাবে এই ভূমি সংস্কার হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়রা অত্যাচারিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্যারাগুয়ের জনতার স্বাধীনতা আসবে না। এবং একটি ব্যাপক একনায়কতন্ত্র-বিরোধী ফ্রন্টের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই এবং গণতান্ত্রিক, কৃষি বিপ্লব ও সাম্রাজ্য বাদ-বিরোধী বিপ্লবের পক্ষের জনতার সঙ্গে ভারতীয়দের চূড়ান্ত সামাজিক মুক্তি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে প্যারাগুয়ের সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করছে

---

১ উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম জার্মানির মানবজাতি তত্ত্ববিদ মার্ক মুনজেল জাতীয় গুয়ায়েকি কলোনিতে যেতে পেরেছিলেন এবং সেখানে তিনি অনাহারে মৃত্যুমুখী মানুষের ছবি তুলেছেন। তিনি একটি মনুষ্যশিকারও দেখেছেন। খুনীদের নিরস্ত করার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কালক্রমে তিনি এদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেবার পক্ষে তিনি বহু ঘটনা জড়ো করেছিলেন : "আমার মতে প্যারাগুয়েতে গণবিনাশের ব্যাপারকে আরো গভীরভাবে ও কঠোরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।...প্যারাগুয়ের প্রজাতন্ত্রের ভূমিভাগ পুরোপুরি শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তারা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না একথা বলে নিজেদের অপরাধ স্খালন করতে পারবে না।...প্রেসিডেন্ট স্ট্রোসনারসহ প্যারাগুয়ে শাসনকর্তাদের সর্বস্তরেই আকে-গুয়ায়েকিসহ অন্যান্যদের উপর সংঘটিত অপরাধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।" **বোহেমিয়া**, ৪ মে, ১৯৭৩, পৃঃ ৯২-৯৩।

নয়া ঔপনিবেশিকতার মৃত্যুসীমা

জাঁ সুরেৎ-কানাল
উপ-পরিচালক, মার্কসীয় গবেষণাকেন্দ্র, ফ্রান্স

লেনিন যাকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তররূপে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, সেই সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম উপাদান ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে কায়েম হয়েছিল। এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভেঙে পড়েছে এবং তখন পর্যন্ত তার যে পুরনো রূপ জানা ছিল, অন্তত তা আর নেই।

নানাবিধ বিকাশের মধ্য দিয়েই এর ধ্বংসের পূর্বলক্ষণ ফুটে উঠেছিল। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও আক্রমণমুখী শক্তিসমূহের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় বলা হয় যে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন বিকাশের অধিকারের জন্যই এ যুদ্ধ করা হচ্ছিল। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলোর জনগণ একথা ভুলে যেতে চাইছিল না। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের ফলে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকগুলো ইয়োরোপীয় ও এশীয় দেশের সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ সহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ ও উৎসাহবর্ধক। এ সবেরই যুদ্ধোত্তরকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিকাশে এদের অবদান আছে।

ভারতের স্বাধীনতা, চীনে বিপ্লবের জয়লাভ এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার প্রধান প্রধান পর্যায়। এ পর্যায় সবথেকে উত্তুঙ্গে পেঁছিয় আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশের ১৯৫৬-১৯৬৪ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভের মধ্য দিয়ে।

জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যে প্রাচীন ঔপনিবেশিকতাবাদ কেড়ে নিয়েছিল তা এখনও বিলুপ্ত হয় নি। এখনও প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ ঔপনিবেশিক বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে : ফ্রান্সের তথাকথিত সাগরপারের বিভাগ ও অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী শাসনের অধীনে, উভয় গোলার্ধের অপরাপর উপনিবেশে। কিন্তু এগুলো নিয়ম নয় বরং ব্যতিক্রম।

সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথেষ্ট নয়। অস্ত্রশক্তির জোরে জয়লাভই হোক বা অবস্থার চাপেই হোক, যেভাবেই স্বাধীনতা অর্জিত হোক না কেন, যখন এটা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনঃস্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থান বেশ ভালোভাবেই অনাক্রান্ত থাকে।

যে দেশগুলো সমাজতন্ত্রের পথ নিয়েছে এবং বিদেশী-পুঁজির জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে। তারা ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতার উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে।

অপর নতুন জাতিসমূহে সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থানগুলো এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব সংরক্ষণ, এমন কি প্রসারিত করতে চায় এবং তা দিয়ে এসব দেশগুলোকে পরাধীন করে রাখে। এই হচ্ছে সেই নীতি যাকে নয়া-উপনিবেশবাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের অতীত ইতিহাসে নয়া-উপনিবেশবাদী কৌশলের সদৃশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বেড়ি পরানো ও সার্বভৌম জাতিসমূহকে নয়া উপনিবেশের স্তরে (চীন, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্থান), আশ্রিত রাজ্য বা কার্যত উপনিবেশের (মিশর, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইথিওপিয়া) স্তরে নামিয়ে আনার নানাবিধ পদ্ধতি এর মধ্যেই পড়ে। নয়া-উপনিবেশবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র শতাব্দীর গোড়ার দিকে ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন ধরনের উপনিবেশবিহীন উপনিবেশবাদ সৃষ্টিতে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব সোজাসুজি ক্ষুণ্ন না করে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমস্বার্থসম্পন্ন সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের ও সামরিক চক্রকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্য কায়েম করেছে।

যাই হোক, সারবস্তুর দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের এসব ধরনগুলো নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদ থেকে পৃথক, কারণ এগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ যখন তার ক্ষমতার শীর্ষে সেই সময়ে তার শক্তির অভিব্যক্তি। অপরদিকে যখন সাম্রাজ্যবাদ ভয়ানকভাবে দুর্বল হয়েছে, পরাজিত হচ্ছে ও পশ্চাৎ অপসরণ করছে যখন পুরনো ঔপনিবেশকতাবাদ উপনিবেশ ও আশ্রিত দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামরিক উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, নয়-উপনিবেশবাদ সেই সময়ে উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক অবস্থানসমূহ, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব রক্ষা, সম্ভব হলে প্রসারের জন্য নতুন পদ্ধতি খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। প্রাক্তন উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ এবং তাদের পুরনো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা নয়া-উপনিবেশবাদী কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে পুঁজিবাদী বিকাশের কক্ষপথে ধরে রাখা এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজনে অধস্তন স্থানে ঠেলে দেওয়ার বিশ্বজোড়া লক্ষ্য এর উভয়েই অনুসরণ করে।

প্রায় ১৫ বছর নয়া-উপনিবেশবাদী নীতিগুলো ফলপ্রদ হয়েছে। একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, অপরদিকে তাদের শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী—যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের আক্রমণের মুখে অসুবিধা সত্ত্বেও পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তি—ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রাথমিকভাবে নিজের জায়গা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এসময়ের অভিজ্ঞতা এটাও দেখিয়েছে যে নয়া-উপনিবেশবাদ আর আকাঙ্ক্ষিত ফল দিতে সক্ষম নয়। এ এক দীর্ঘকালব্যাপী সংকটে প্রবেশ করেছে। ফরাসী নয়া-উপনিবেশবাদের ইতিহাস হচ্ছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ফ্রান্সের মুক্তির পর প্রতিরোধ আন্দোলনের গণশক্তি ও উপনিবেশগুলোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্মিলিত চাপ পুরনো ফরাসী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভিত ধসিয়ে দেয়। Regime de L'indigenat(১) ও দাসশ্রম রহিত করার জন্য ১৯৪৬ সালের আইনগুলো নতুন যুগের সূচনা করল বলে মনে হয়েছিল।

যাহোক, দক্ষিণপন্থীদের ঐক্য ও সরকার থেকে কমিউনিস্টদের অপসারণের ফলে ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার অবস্থান শীঘ্রই শক্তিশালী হল। ফরাসী ইউনিয়ন পুরনো ফরাসী সাম্রাজ্যের নতুন সাজে পরিণত হল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ (১৯৪৫) ও মাদাগাস্কারের (১৯৪৭) জনপ্রিয় আন্দোলনের নির্মম দমন-পীড়ন ঔপনিবেশিক যুদ্ধ(২) ও অত্যাচারের দীর্ঘকালপর্বের আরম্ভের সূচনা করল। এটাও সুবিধাদানে বাধ্য হওয়া ও পরাজয়ের দ্বারা চিহ্নিত, যা তুঙ্গে ওঠে দিয়েন বিয়েন ফুর পতন ও ইভিয়ান চুক্তিগুলোর (১৯৬২) মধ্যে(৩)।

চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের(৪) রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে 'সাম্রাজ্য বিকিয়ে দেওয়ার' অভিযোগ করেছে যে ঔপনিবেশিক "উগ্রপন্থীরা" গোড়া থেকেই পঞ্চম প্রজাতন্ত্র তাদের ওপর নির্ভর করেছে। ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃত নেতা দ্যগল ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর তার অনুসৃত পুনরায় মেজেষে চকচকে-মুখো নীতিগুলো মর্মবস্তুর দিক থেকে একই থাকল : কলঙ্কিত ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নের নাম পাল্টে রাখা হল ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি। গিনি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করল ও স্বাধীনতার পথ বেছে নিল। ফলে গিনি শাস্তির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এবং আরও চার বছর ধরে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলল আলজেরিয়ায়।

উষ্ণ মণ্ডলীয় আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী দেশের অধিকারগুলোর অধিকাংশ জনগণের ১৯৬০ সালের স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৯৬২ সালের ইভিয়ান চুক্তি ঔপনিবেশিক নীতির সামগ্রিক দেউলিয়াপনা সূচিত করেছিল। রাজনৈতিক ফলাফলসহ এই অসাফল্যকে দ্যগলপন্থী সরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পূরণ হিসাবে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল। অসমর্থনযোগ্য অবস্থানগুলো পরিত্যাগে বাধ্য হওয়াকে উদারনীতিকতাবাদ বলে চিত্রিত করল : বহু বছর ধরে লড়ায়ের পর অর্জিত স্বাধীনতাকে **উপনিবেশ ভেঙে দেওয়ার** নীতির দান হিসাবে দেখানো হল। যে অর্থনৈতিক মুদ্রা-সংক্রান্ত ও প্রযুক্তিগত সাহায্যকে উদার ও স্বার্থহীন বলে দাবি করা হয় সেই সাহায্যের পরিমাণ বর্ণনা করে এই তত্ত্বকে সমর্থন জানানো হয়। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর আর্থব্যবস্থায়(৫) ফরাসী রাষ্ট্রীয় পুঁজির বর্ধমান অংশগ্রহণই প্রমাণ করে যে কেবলমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা দিয়ে নয় পুঁজিবাদই এই ব্যবস্থার চাকাকে চালু রাখতে ইচ্ছুক। ফরাসীদেশেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাড়ছে; এটা সাম্রাজ্যবাদের নতুন পর্যায়, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে এই হস্তক্ষেপ ব্যক্তিগত একচেটিয়াদের বিনিয়োগের সর্বাধিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এবং নিবিড় পুঁজি বা অল্প মুনাফাওয়ালা শিল্পের দায়িত্ব কাঁধে নিতে জনসাধারণকে বাধ্য করে।

৬০-এর দশকে 'সহযোগিতার' বেশিরভাগ স্বাক্ষরিত চুক্তি নিজেদের দেশে সামরিক ঘাঁটির সুযোগ দিয়ে, মূল কাঁচামালগুলির অধিগত করার একচেটিয়া অধিকার ইত্যাদি দিয়ে নতুন জাতিসমূহ তাদের সার্বভৌমত্ব সংকুচিত করেছে। ফ্রাঙ্ক এলাকাভুক্ত হয়ে দেশগুলো তাদের মুদ্রাবিষয়ক, আর্থিক ও সাধারণভাবে অর্থনৈতিক নীতিসমূহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। আফ্রিকার দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি ও অবমূল্যায়ন রপ্তানি করবার এবং ফ্রাঙ্ক এলাকার দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের 'অধিকার' ফ্রান্স হাতে রেখেছিল। বৈদেশিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের(৬) অস্তিত্বের ফলে ফরাসী সরকার তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক এলাকায় অবাধ পরিবর্তনযোগ্যতার 'সুবিধাগুলো' প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ফরাসী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপকারে লাগছিল। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো অবাধে তাদের মুনাফা ও পুঁজি ফরাসী দেশে পাঠিয়ে দিতে পারছিল।

প্রাক্তন ফরাসী অধিকারগুলোর অর্থনৈতিক অধীনতা ও অনুপাতহীনতা লুপ্ত হওয়া দূরে থাক বরং তা বেড়েই চলেছিল। সম্পদের উৎসগুলিকে ব্যবহার করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা স্বাধীন ভারসাম্যযুক্ত আর্থব্যবস্থার প্রসার তথাকথিত উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলোর লক্ষ্য ছিল না, বরং ওগুলো শোষণ করাই ফরাসী ও বিদেশী একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ : কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল বিশেষত তেল।

উন্নত হওয়ার পরিবর্তে নতুন জাতিসমূহের জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে। বেশি বেশি করে লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেল, সেখানে তার বেকার বাহিনী ফাঁপিয়ে তুলল। ইয়োরোপে গণ-দেশান্তর গমন স্থানীয় সংরক্ষিত শ্রমবাহিনীকে হ্রাস করল। অপ্রতুল খাদ্য উৎপাদন আমদানিতে ঠেলে নিয়ে গেল। পুরনো কৃষিপণ্যের নিম্নমুখী মূল্য এবং আমদানি করা শিল্প পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী মূল্য রপ্তানির আয় **ও সহজে মূল্য হ্রাস হবে না** এমন মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলকে হ্রাস করল। ১৯৬৮ সালে যে দীর্ঘ খরা শুরু হল তা উপসাহারা অঞ্চলের(৭) দেশগুলোকে জাতীয় সর্বনাশের কিনারায় হাজির করল।

নতুন রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পায়ন রপ্তানির জন্য কৃষিপণ্যের **প্রাথমিক প্রস্তুতি** ও আমদানি বদলানোর জন্য কয়েকটি শিল্পের (খাদ্য, বস্ত্র) প্রসারের মধ্যে এখনও সীমাবদ্ধ। কাঁচামাল থেকে সম্পূর্ণ পণ্য ও যন্ত্রাদি পর্যন্ত সকল পর্যায় জোড়া সামগ্রিক শিল্পায়ন আলোচনার বিষয়ও নয়।

আর্থিক অসুবিধা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ঠেকিয়ে রাখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এখনও অনেক দূরে। জাতীয় বাস্তবতা ও স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে ফরাসী ছাঁচ অনুযায়ী

---

১ একটি ব্যবস্থা যেখানে উপনিবেশগুলোর দেশী অধিবাসীরা ফরাসীদেশের নাগরিক, কিন্তু ফরাসীদেশের লোকদের মতো সম অধিকার ছাড়া।

২ ইন্দোচীনে (১৯৪৫—১৯৫৪) এবং আলজিরিয়ায় (১৯৫৪—১৯৬২)।

৩ ইভিয়ান—ফ্রান্সের যে শহরে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৪ ফরাসীদেশে প্রত্যেক 'নতুন' প্রজাতন্ত্রই নতুন এক সংবিধান গ্রহণ করে শুরু হয়, এইভাবে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন সংবিধান গ্রহণের তারিখ থেকেই চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের শুরু, এবং একইভাবে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের শুরু।

৫ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভের বহু আগে ১৯৪৬ সালের নীতিতে ফিরে যাওয়ার প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ।

৬ ফ্রাঙ্ক এলাকার সকল বৈদেশিক মুদ্রার আয় ভাণ্ডারে জমবে যার সকল বিষয়টি কার্যকরীভাবে পুরোপুরি ফরাসীদের হাতে ছিল।

৭ মৌরিতানিয়া, মালি, ছাদ, নাইজার, আপার ভলটা ও সেনেগালের এক অংশসহ সাহারার রৌদ্রদগ্ধ ঊষর নিষ্পাদপ দক্ষিণ অঞ্চল।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিন্যাস করা হয়েছে।

নতুন রাষ্ট্রগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবীরূপে সামাজিক উৎক্ষেপ ডেকে আনবে এবং তা তাদের অবস্থানকে বিপদাপন্ন করতে পারে একথা বুঝে, ফরাসী নয়া-উপনিবেশবাদীরা তাদের নীতিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা পরিকল্পনার পর্যায়ের বাইরে বেরুতে পারল না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত জীনেনো(১) প্রতিবেদন, "সাহায্য ও সহযোগিতার নীতি", বাণিজ্যের শর্তাবলীর পরিবর্তন, ১৯৭৫ সালের মধ্যে সাহায্য দ্বিগুণিত করা এবং এইভাবে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে আর একটি (অপ্রকাশিত) সরকারি প্রতিবেদন এ পরিকল্পনার ব্যর্থতা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিষেধক হিসাবে রপ্তানী শিল্পে (তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ছক অনুসারে) সস্তা শ্রমশক্তির ব্যবহার, বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা, খাদ্য উৎপাদনের উন্নতিসাধনের (বিলম্বিত ব্যবস্থা, এছাড়া একে কার্যকরী করার উপায়-সমূহের অভাব বর্তমান) প্রস্তাব করা হয়।

যা একদা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ব্যক্তিগত জমিদারী ছিল, সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে তার অবস্থানের ভিত ধসে গেছে। ফ্রাঙ্ক অঞ্চলের সংরক্ষণবাদী ব্যবস্থাবলী ও "সহযোগিতা" চুক্তিগুলি আর প্রাক্তন উপনিবেশসমূহকে ফরাসীদেশের একচেটে মৃগয়াভূমি করে রাখতে পারে না।

এটা ঠিক, ফ্রাঙ্ক এলাকায় ব্যক্তিগত ফরাসী বিনিয়োগ এখনও প্রধান। কিন্তু ফরাসীদেশের "মিত্র" ও প্রতিদ্বন্দ্বী—ইউ এস এ ই ই সি দেশগুলো ইতিমধ্যেই খনি, কারখানা-শিল্পে এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে ফ্রান্স এখন প্রথম স্থানের অধিকারী, কিন্তু তার অংশ ১৯৬০ সালের শতকরা ৭০—৯০ ভাগ থেকে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগে নেমে এসেছে।

উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকার নতুন জাতিসমূহের মধ্যে ফরাসী নয়া-উপনিবেশবাদের ভঙ্গুর সৌধের প্রধান বিপদ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। যে স্থানীয় আমলাতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নয়া-উপনিবেশবাদীরা সংযুক্ত তাদের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা আর আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করে না। দেশের ভবিষ্যৎ, দেশের জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি নিজেদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জনতা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে। জনতার জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে নয়া-উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির বৈরিতামূলক সম্পর্ক। দুর্বল, সংখ্যাল্প ও বিভক্ত শাসক ও সম্পত্তিবান শ্রেণীকেও গণ আন্দোলন প্রভাবিত করছে। সাম্প্রতিক অতীতেও যারা নয়া-উপনিবেশবাদের সক্রিয় সমর্থক ছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয়েছে। নয়া-উপনিবেশবাদী নীতির সঙ্গে তাদের নিজেদের স্বার্থের বেশি বেশি করে সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের "ছোট অংশীদারের ভূমিকা", তাদের মাতৃভূমিতে একচেটিয়ার সামাজিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অর্ধভুক্ত হয়ে থাকা ও চাকরের মতো ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় বিভাগকেই আফ্রিকানীকরণের দাবি, এমন কি সকল বিদেশী পুঁজির 'আফ্রিকানীকরণের' দাবিও তারা সমর্থন করতে শুরু করেছে।

"উপনিবেশের অবসানের" রহস্য ধসে পড়া, অবশ্য নয়া-উপনিবেশবাদীরা নিজেরাই বহুভাবে সহজ করে দিয়েছে। সহজ করে দিয়েছে প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল আত্মপরায়ণ নীতি অনুসরণের একগুঁয়ে চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতা অনুধাবনে অসামর্থ্য ও মূলগতভাবে নতুন নীতি প্রণয়নে অক্ষমতার ভিতর দিয়ে। এক্ষেত্রে লে মন্তের স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য। যে সকল সমস্যার ওপর কমিউনিস্টদের বহুদিন আগে থেকে সুস্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত মত আছে, সেই সকল সমস্যা আলোচনা করে জি কোঁচের প্রবন্ধাবলী ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে লে মন্তে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখক একটা অংশে দাবি করেন : "তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো সংরক্ষণের জন্য ১৩ বছর ধরে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র কৃষ্ণ আফ্রিকাকে বিনা মূল্যে, প্রায়ই আগের থেকে আরও অনুকূল শর্তে, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।" কিন্তু "নির্ধনদের পক্ষে কঠোর ফ্রাঙ্ক এলাকার নিয়মাবলী, কারিগরি পরামর্শদাতা নির্বাচনে মাঝে মাঝে স্খলন এবং ফরাসী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অতি উচ্চহারে মুনাফা অসহিষ্ণুতার ফলশ্রোত সৃষ্টি করেছে।"

গোড়াতেই একথা জোর দিয়ে বলা উচিত যে ফরাসী নয়া-উপনিবেশবাদী ব্যবস্থা বিপদাপন্ন হয়েছে সেই দেশগুলোর দ্বারা সৃষ্ট বড় বড় ভাঙনের ফলে যে দেশগুলো সত্যিকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল এবং বিকাশের অ-পুঁজিবাদী পথ বেছে নিয়েছে : ১৯৫৮ সালে গিনি, ১৯৬০ সালে মালি এবং ১৯৬২ সালে আলজিরিয়া। সামরিকগোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল মালির পরীক্ষা থামিয়ে দিলেও, নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এ দেশের আঘাত তার ভূমিকা পালন করেছে। কঙ্গোর (ব্রাজাভিল) ১৯৬৩ সালের বিপ্লব তৎক্ষণাৎ নয়া-উপনিবেশবিরোধী অবস্থান নিল। আফ্রিকার 'আঞ্চলিক' সংগঠনের সাইনবোর্ডের আড়াল দিয়ে ফরাসী প্রভাবের বাহক হিসাবে কাজ করছিল সাধারণ আফ্রো-মালাগাসি সংগঠন (ও সি এ এস)(১)। মৌরিতানিয়া, জাইরে, কঙ্গোর গণপ্রজাতন্ত্র, ক্যামেরুন, ছাদ ও মাদাগাস্কার এই সংগঠনের বাইরে চলে যাওয়ায় তা ভেঙে গেল। ফ্রাঙ্ক অঞ্চল সংকটাপন্ন এবং মৌরিতানিয়া ও মাদাগাস্কার ইতিমধ্যে এর বাইরে চলে গেছে। ফরাসী শাসকচক্র তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম আফ্রিকার মুদ্রাসংক্রান্ত ইউনিয়নের শর্তাবলী সংশোধন করতে এবং আফ্রিকার সদস্যদের বহুসংখ্যক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ৬০-এর দশকের(২) গোড়ার দিকে সম্পাদিত সহযোগিতার চুক্তিগুলো সংশোধনের দাবি বেশিরভাগ নতুন-রাষ্ট্রই করেছে। কয়েকটি রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অনুকূল পরিবর্তন জিতে নিয়েছে। স্পষ্টতই, ফরাসী নয়া-উপনিবেশবাদের সংকট একটা বিচ্ছিন্ন বিকাশ নয়, এটা সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার তীব্র, দূর-প্রসারী সংকটের অংশ।

পথ সব সময় মসৃণ না হলেও, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারা তিনটি—বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রাথমিকভাবে চীনের নেতাদের বিভক্তিকরণের নীতি ও চিলিতে সামরিকচক্রের ক্ষমতাদখলের মতো বাধা-বিপত্তিগুলোও ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ইতিবাচক বিকাশ স্তব্ধ করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

১ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং ফরাসী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর অবস্থা অধ্যয়ন ও সুপারিশসমূহ প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ কমিশনের চেয়ারম্যান।

১ আজ এটা সাধারণ আফ্রো-মৌরিতানিয়া সংগঠন।

২ মৌরিতানিয়া, মাদাগাস্কার, ক্যামেরুন, কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্র, জাহোমে, নাইজার, ছাদ, টোগো ও আইভরি কোস্ট এরকম দাবি করেছে।

প্রায় ২০ বছর ধরে যেখানে লুণ্ঠনমূলক নয়া-উপনিবেশবাদী যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র চালিয়েছিল, সেই ভিয়েতনামে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে; ভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাযুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি স্বীকার করে নিতে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে; ইয়োরোপে উত্তেজনা হ্রাস শুরু হয়েছে; মধ্যপ্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল আরব রাজ্যগুলো ও আরব জনগণের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে Zion-বাদকে প্রধান অস্ত্রের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, তা পরাজিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভোটযন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাজে লাগানোর দিন অনেক আগে চলে গেছে। যে নতুন রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যা বাড়ছে তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থনে প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিপরীত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘকে গ্রহণ করাতে পারে।

১৯৭৩ সালে আলজিরিয়ায় ৭৬টি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্মেলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা বড় ঘটনা। তারা সর্বসম্মতভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ঘোষণা করেছে, দাবি করেছে উপনিবেশবাদের অবশেষের অবলুপ্তি, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষের ন্যায্য মীমাংসা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে জাত সামরিক গোষ্ঠীগুলো ভেঙে দেওয়া, সকল ধরনের বৈদেশিক দখল বাতিল এবং প্রত্যেক জাতির তার অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের **অপসারণের অবিচ্ছেদ্য** অধিকারের স্বীকৃতি। ঘোষণায় বলা হয়েছে, "সম্মেলন পুনরায় প্রত্যয়ের সঙ্গে সত্যিকারের উন্নয়নের অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার বৈদেশিক কব্জা সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ অধিগ্রহণ ও বিনাবাধায় নির্বাচিত বিকাশ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে তাদের জনগণের স্বার্থে যেগুলো উন্নত করার অধিকার এই সম্মেলন ঘোষণা করছে।" সম্মেলন এটাও দাবি করেছে যে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী বিশেষ করে বিশ্ব মুদ্রাব্যবস্থা ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সমস্যাবলীর মীমাংসায় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো সমান অংশীদারে পরিণত হল।

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের আরব মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যাবলী এবং অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় হিসাবে উৎপাদক দেশগুলোর তেলের ব্যবহার সম্মেলনে অনুমোদিত পথের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। উভয় ঘটনাই পুঁজিবাদী পশ্চিমে শক্তি ও কাঁচামালের সংকট আরও গভীরতর হওয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধসমূহের প্রকোপ আরও বাড়ার দিকে নিয়ে গেছে।

বিগত ৩০ বছরের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লব শক্তি ও কাঁচামালের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জনের স্বাভাবিক যুক্তিতেই সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য এসব সম্পদ শোষণ করে। সেজন্য শক্তি ও কাঁচামালের বহুজাতীয় উত্তরাধিকার উপেক্ষা করে, যেখানে শ্রমশক্তি আরও সস্তা ও খনিজ সম্পদ আরও লাভজনক সেই "অনুন্নত" দেশগুলোর দিকে তারা নজর দিল। ফলে, যে সাম্রাজ্যবাদী শ্রমবিভাজন পরাধীন দেশগুলোকে কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঙ্গের ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করে তা রক্ষিত হল এবং এমন কি সংহত হল। কোনো কোনো কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল দেশ—প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অংশ কমে গেছে (মনুষ্যসৃষ্ট পণ্যের প্রতিযোগিতার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে খাদ্য ও শাকসব্জী জাতীয় কাঁচামাল), কিন্তু সবধরনের মূল খনিজ ও শক্তি সংক্রান্ত দ্রব্যাদির মধ্যে তাদের অংশ আগের থেকে বেশি হয়েছে।

পূর্বের খনিজ কাঁচামালের রপ্তানিকারক ও মোটের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্ব শিল্পে যোগান বজায় রাখতে বেশি বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। নিম্নলিখিত নটি বিষয়ে (১৯৭০ সালের তথ্য) বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে বড়ঃ ক্রোমিয়াম, নিওবিয়াম ও টিন, শতকরা ১০০ ভাগ; প্লাটিনাম, শতকরা ৯৮ ভাগ; কোবাল্ট শতকরা ৯৬ ভাগ; ম্যাঙ্গানিজ শতকরা ৯৪ ভাগ; নিকেল শতকরা ৯১ ভাগ; এ্যালুমিনিয়াম শতকরা ৮৬ ভাগ; দস্তা শতকরা ৬০ ভাগ। লোহা ও এ্যালুমিনিয়ামের একসময়ের রপ্তানীকারক ফ্রান্স, তার অর্ধেক লোহা আমদানী করে আর একমাত্র ১৯৭২ সালেই বক্সাইট ও এ্যালুমিনিয়ামের আমদানী বেড়ে গেছে শতকরা ৪৬ ভাগ।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তেলের ব্যাপারে যে ভয়ানক লড়াই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে।

সবাই জানে, শক্তি পথ্যের পরিবর্তন বেশিরভাগ ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোকে বিদেশী উৎসের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে। ১৯৬০ সালে বিশ্বের মোট শক্তি ব্যবহারের শতকরা ৫১ ভাগ ছিল কয়লা এবং এর তিন-চতুর্থাংশ সাম্রাজ্যবাদী দেশের খনি থেকে তোলা হত। ১৯৭২ সালে তেল বিশ্বের মোট শক্তি ব্যবহারের অর্ধেকের বেশিরভাগ দখল করে নিয়েছে, এবং এর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি যোগান দেয় 'অনুন্নত' দেশগুলো।

ছোট্ট বিস্ময় যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার তেলের শতকরা ৩৮ ভাগ উৎপাদন করে যে আরব দেশগুলো, তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লড়ায়ে একে এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে। এরকম আরও হয়েছে এজন্য যে ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ (অক্টোবর যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে) সালের মধ্যে আরব দেশভুক্ত তেল ভাণ্ডারের অংশ শতকরা ২ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেছে।

আরবের তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণাতীত বিদেশী, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রীয় আধিপত্য শেষ হয়ে আসছে এবং জাতীয় সরকারগুলো বেশি বেশি করে উৎপাদন ও বিপণনের শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিচ্ছে। তেলের দৃষ্টান্ত কাঁচামালের অপরাপর উৎপাদকদের কল্পনা উদ্দীপিত করেছে। তোগোতে দেশের রপ্তানীশুল্কের প্রধান উৎস ফসফেট ভাণ্ডারের ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে; ইউরেনিয়ামের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে গ্যাবন ও নাইজার বিতর্ক চালাচ্ছে; ১৯৭৪ সালে এলফ-কঙ্গো তেল কোম্পানির কাছে কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্র কনসেশন ফি-র সাতগুণ বৃদ্ধি দাবি করছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় খনিজ ও শক্তি ভাণ্ডারের জন্য বর্ধমান লড়াই প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের ভণ্ডামি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত তিন বা চার বছরে পশ্চিমী দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মানের (মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি ও আরও বেশি কর্মহীনতা) অবনমনের জন্য একচেটিয়াপতিরা তাদের অনুগত গণপ্রচার-মাধ্যমগুলির সহায়তায় সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে দায়ী করছে। যাই হোক, এটা সর্বজ্ঞাত যে এ বছরগুলোতে শিল্প পণ্যের বর্ধমান মূল্যের ওপর তেল কোম্পানিগুলো ফাটকাবাজি করেছে এবং ইয়োরোপে তেলের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছে। যুগ যুগ ধরে উৎপাদক ও ব্যবহারকারী দেশগুলোর মূল্যে তারা মুনাফা কামিয়েছে। এজন্যই, একচেটিয়াদের পরগাছা শক্তির ধ্বংস জনগণকে অবশ্যই করতে হবে।

১৯৭৪ সালে ১৮ জানুয়ারি তারিখে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জর্জ মার্কাইস বলেন, "যে সর্বনাশা নীতির জন্য তাদের কোনো দায়িত্ব নেই তার মূল্য দিতে অস্বীকার করার জন্য শ্রমিক, জনগণের নিকট আমরা

আহ্বান জানাই। যারা ঐ নীতির রচয়িতা ও যারা এ থেকে মুনাফা কামায়, পাওনা শোধ করার জন্য তাদের বাধ্য করার আন্দোলনে জনতাকে আহ্বান জানাই।" তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো ও এখনও ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলি সম্পর্কে নয়া নীতির ওকালতি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি করে। ১৯৭৩ সালের পার্লামেণ্ট ও ১৯৭৪ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে(১) কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও বামপন্থী র‍্যাডিক্যালদের বামপন্থী শক্তির সাধারণ সরকারী কর্মসূচীর মধ্যেই এর মূল দাবিগুলি ঘোষণা করা হয়েছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের জনগণ ও দেশগুলোর আস্থা অর্জনের জন্য জরুরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্মসূচী আহ্বান জানায়। প্রিটোরিয়ার বর্ণদ্বেষী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সমাপ্তি, বিশেষ করে তার কাছে অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করা এবং নয়া-উপনিবেশবাদ ও বর্ণদ্বেষবাদকে নিন্দা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন, গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি, মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের ফ্রান্সে প্রবেশ ও কার্যকলাপের বাধা তুলে নেওয়া এর মধ্যে পড়ে।

ফ্রান্সের 'সাগরপারের' বিভাগ ও অঞ্চলগুলির জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সামূহিক স্বীকৃতি এবং এগুলো ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য বস্তুগত উপায় অবলম্বনের জন্য কর্মসূচী আহ্বান জানায়।

কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, ফরাসী দেশের বামপন্থী সরকার সকল উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে "নয়া-উপনিবেশবাদী বা রাজনৈতিক শর্তাবলী বাদ দিয়ে এবং স্বেচ্ছাচুক্তি, স্বাধীনতার মর্যাদা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন-হস্তক্ষেপ ও পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক", সহযোগিতা ও সমতার সম্পর্ক স্থাপন করবে। "জাতীয় সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা"র উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রগুলির সকল প্রচেষ্টা এই সরকার সমর্থন করবে। ফরাসী সাহায্য বাড়ানো হবে এবং একচেটে মুনাফার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং গ্রহীতা দেশগুলির জাতীয় স্বার্থ মেটানোর উদ্দেশ্যে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ বামপন্থী সরকার যুক্ত করতে চাইবে।

নিজ দেশ ফ্রান্সে এই কর্মসূচী আর্থব্যবস্থার মূল বিভাগকে জাতীয়করণের কথাই বিবেচনা করে। জাতীয়করণ এভূকচেটে মুনাফার "যুক্তি" লোপ করে, বর্তমানে অবহেলিত শিল্পগুলি (শক্তি, কাঁচামাল)কে উন্নত করে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় কাঁচামাল ও শক্তির উৎসগুলি ব্যবহার করে প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে শিল্প স্থাপনে সাহায্য করে।

উৎপাদকেরা ও শক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহারকারীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি সুসঙ্গত ও পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার বিকাশ ঘটাবে। এসব ক্ষেত্রে ফরাসী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবেন জাতীয়করণ করা শিল্পগুলি।

এই নীতি কার্যকরী হলে একই সঙ্গে আমাদের দেশের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহ, বিশেষত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের জনগণের যোগ আরও বেশি শক্তিশালী হবে।

---

১ ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে দশ মিলিয়নের বেশি ভোট পেয়েছিল। এক বছর পরে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় এই কর্মসূচীর জামিনদার দলগুলির যুক্ত প্রার্থী প্রায় ১৩ মিলিয়নের ভোট পেয়েছিল।

বই ও সংবাদপত্র

সাম্যবাদ গঠনের ফলাফল ও সমস্যাবলী

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সদস্য ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান এ এন কোসিগিনের 'নির্বাচিত বক্তৃতা ও রচনাবলী' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এই বইটিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিগত ৩৫ বৎসরের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটির আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পার্টির অর্থনৈতিক নীতি, অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো, সামাজিক সম্পর্ক গঠন, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মৈত্রী-সম্পর্ক এবং সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক ভূমিকা ও ক্রমবর্ধমান মর্যাদা।

বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশে রয়েছে ২৩তম ও ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির রূপায়ণ সম্পর্কিত বক্তৃতাগুলো—যার মধ্যে দিয়ে লেখক সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক সাফল্য প্রতিপন্ন করেছেন। বইখানির প্রতিটি লাইনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলোকে এবং উন্নত সমাজতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সংকলনটিতে উন্নয়নের সমস্যা এবং প্রতিটি পর্যায়ের সমস্যার তীব্রতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এমন কি পার্টি বিভিন্ন সময়ে যেসব কর্মসূচী নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে দিয়েও ফুটে উঠেছে দেশের সমস্যার গতিধারা ও জটিলতা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে রুশ ফেডারেশনের সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে কোসিগিন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যুদ্ধের ধ্বংস ও লক্ষ লক্ষ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির উল্লেখ করেন। তখন পার্টি এই লক্ষ্য ঘোষণা করে, "এই শীতে আর কোনো পরিবার ট্রেঞ্চ বা অস্থায়ী বাসস্থানে থাকবে না।"(পৃঃ ৩৬) ১৯৭১ সালে সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে রিপোর্ট দিতে গিয়ে মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, গত পাঁচ বছরে ১১,৩৩৩,০০০ ফ্লাট নির্মিত হয়েছে এবং পৃথিবীর কোনো দেশ এত স্বল্প সময়ে এই কাজ করতে পারে নি; তিনি আরও বলেন, পার্টি ও সরকার গৃহ-সমস্যার দিকে আরও দৃষ্টি দেবে।(পৃঃ ৫০১) বইটির মূল ভাবধারা হল, অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টা এবং পার্টি ও সরকারের কাজকর্ম সবই জনগণের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

গ্রন্থটিতে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির তৃপ্তিসাধন, সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা গড়ে তোলা এবং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সুনিশ্চিত করার সমস্যাগুলি। ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এটা এমন একটা সময় যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সামাজিক সমস্যা-গুলির সমাধান একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার নতুন সমাজের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি গঠন ও উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলার সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করেছেন। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার লেনিনীয় পার্টি-রীতির মর্ম বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার কতক-গুলি মূল বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন: সমাজ-বিকাশের বিষয়গত নিয়ম ও প্রবণতাগুলির বিজ্ঞানসম্মত আদ্যন্ত পর্যা-লোচনা; অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ; জনগণের ওপর নির্ভরতা এবং উৎপাদন-পরিচালনা ও সমাজ-পরিচালনায় তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।

এগুলি সম্পর্কে পার্টি সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বইখানিতে তা উপস্থিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টির নতুন ব্যবস্থার মৌল নীতিগুলি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত কোসিগিনের রিপোর্টে নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীতে শ্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থের আরো বিকাশ ও পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানে পার্টির প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন, "অর্থনৈতিক সংস্কার রাতারাতি করে ফেলা যায় না। এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সকল সুযোগ সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থাকে উন্নততর করার প্রক্রিয়া।" (৫৩৪ পৃঃ)

লেখক অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থাকে জনগণের সৃজনশীল কাজকর্মের মিশ্র ফল হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে মেহনতী জনগণ পরিচালন-ব্যবস্থায় একাধারে বিষয় ও বিষয়ীর ভূমিকা পালন করে। বইটির এক জায়গায় বলা হয়েছে, "জনসাধারণ অনেক সময় যেমনটি ভাবে, পরিকল্পনা ঠিক তেমন শুধু-মাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয়। ...আমরা পরিকল্পনাকে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য সাধনের মিশ্র প্রক্রিয়া বলে মনে করি; এটা আমাদের কাছে জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল সমস্যাগুলির একটা মিশ্র রূপ।" (২০৯ পৃঃ)

বইটির প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতির আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখক এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার বিকাশ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি-গুলির বহুমুখী সহযোগিতা পর্যালোচনা করে দেখেছেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে-কার অর্থনৈতিক সংহতির সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ে আলো-চনা করেছেন এবং শান্তি ও সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে ঐক্য ও সহযোগিতার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে পরি-কল্পনার আরও সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রন্থকার ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসে উপস্থাপিত এল আই ব্রেজনেভের শান্তি কর্মসূচীর মানবিক মর্মবস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বিশ্ব-জনগণের মধ্যে অর্থ-

---

A. N. Kosygin: Izbranniye rechi i statyi Moscow. Politizdat, 1974, 783 pp.

নৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো যুক্তি হাজির করেছেন।

এ এন কোসিগিনের এই বইটিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান স্তরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনায় পার্টির মূল্যবান অভিজ্ঞতার সপ্রশংস মূল্যায়ন করা হয়েছে।

আলেকজাণ্ডার ভোলকভ

একচেটিয়াপতিদের ষড়যন্ত্র

জ্বালানি শক্তির সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করে ও তার সমাধানের পথ দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সম্প্রতি অনেকগুলি বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ এই বইটিতে সমস্যাটির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং জ্বালানি শক্তি সংকট ও সাধারণভাবে অন্যান্য সংকটের সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরের দেশগুলির পেট্রলজাত দ্রব্যাদির প্রায় ৭৫ ভাগ উৎপাদন, পরিশোধন ও সরবরাহ সাতটি বহুজাতিক বিশাল একচেটিয়া বাণিজ্য-গোষ্ঠীর মালিকানাধীন রয়েছে। তার মধ্যে সবচাইতে বিশাল ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হল রক ফেলারের এক্স্ন। গাস হল 'বিশালদের মধ্যে বিশাল' এই প্রতিষ্ঠানটির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে তেলের একচেটিয়াপতি ও জ্বালানি শক্তির সংকটের সম্পর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি এক্স্ন-এর উৎপত্তি, অন্যান্য একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে এর যোগসূত্র, এর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, সরকার ও দেশের দুটি রাজনৈতিক দলের উপর এর প্রভাব খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর এই সুষ্ঠু ও পুংখানুপুংখ গবেষণায় এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ১৯৭৩-৭৪ সালের জ্বালানি শক্তির সংকট রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের চক্রান্তের ফল—যে চক্রান্তে রক ফেলার এক্স্ন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'রিপ-অফ' শব্দটির চলতি মার্কিন মর্মার্থ হল দস্যুবৃত্তি। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে একচেটিয়াপতিরা তাদের মুনাফা বাড়িয়ে নেয়। গাস হল বলছেন, "তেলের ঘাটতি একটা অভূতপূর্ব, বিরাট ও অপরাধমূলক প্রাতিষ্ঠানিক দস্যুবৃত্তি।" (৫ পৃঃ) তাছাড়া, "জ্বালানি শক্তির সংকট এবং মূল্য, ভাড়া ও করের ঊর্ধ্বগতি কোনো সাময়িক ব্যাপার নয়, যা পরে আবার মিলিয়ে যাবে। ···মাঝে মাঝে এটা ওঠা-নামা করবে, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি মোটামুটি ঐ একই রকম থাকবে। ···কোনো-না-কোনো ধরনের জ্বালানি শক্তির সংকট, খাদ্য ঘাটতি চলতেই থাকবে, তার সঙ্গে যুক্ত হবে ইলেকট্রিক বিল, ভাড়া ও করের বাড়তি মূল্য। এখন থেকে এগুলি মার্কিন জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্যসূচক। পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে এগুলি নতুন লক্ষণ।" (৩ পৃঃ)

এক্স্নের এই বংশ পরিচিতি ও তথ্যচিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তার বিপুল ক্ষমতা ও প্রভাবের উৎস। রক ফেলার বংশধরদের বিগত শতবর্ষের তস্করবৃত্তি, লুণ্ঠন-তরাজ ও আগ্রাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের মোট সম্পদ "এখন অনায়াসেই ১ লক্ষ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে গেছে" (৬৫ পৃঃ)। এক্স্ন-এর বিপুল সম্পদ যেসব পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক-বিরোধী চক্রান্ত এবং তার সম্পদকে অটুট রাখবার জন্যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে হত্যা ও বলপ্রয়োগের। তাদের অবলম্বিত অন্যান্য কৌশলগুলি হল, বর্ণবিদ্বেষী কায়দায় রেড ইণ্ডিয়ানদের জমি অপহরণ ও কৃষ্ণবর্ণের শ্রমিকদের বেকার রাখা; হিটলারের ট্যাংকবাহিনী ও ইন্দোচীনে মার্কিন বোমারু বিমানগুলিকে কৃত্রিম টেটরিথাইল সরবরাহ করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পেট্রল সম্পদকে খোলাখুলিভাবে লুণ্ঠতরাজ করা।

তেলের একচেটিয়াপতিরা এই বিরাট দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতে পারছে কারণ রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। আয় হ্রাসের ভাতা, করব্যবস্থার ফাঁক, সমুদ্রপারের তেলের উপর বিধিনিষেধ, তেলের ট্যাঙ্ক এবং একচেটিয়াপতিদের পক্ষে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে সরকারী সাহায্য, সরকারী জমি ও মহাদেশীয় জলমগ্ন চড়ার বিশাল এলাকাগুলি একচেটিয়াপতিদের মধ্যে বিলি করা, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য, শ্রম-বিরোধী আইন পাস এবং আদালতের ইনজাংসন প্রয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি স্থগিত করে সরকার এমন সব নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করছে যার ফলে তেলের একচেটিয়াপতিরা অতি মুনাফা অর্জন করতে পারছে।

গাস হল যে-সকল তথ্যে তাঁর গ্রন্থটি পূর্ণ করেছেন সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে তেল শিল্পের তথ্য এবং সরকারী সূত্র ও বিশেষজ্ঞদের রচনাবলী থেকে। বইটিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নতুন বৈশিষ্ট্যের একটা বিশ্লেষণ রয়েছে। তা ছাড়াও আছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক ও শিল্পজগতের মোড়লতন্ত্রের নির্দেশের কাছে রাষ্ট্রের নতি স্বীকারের মূল্যায়ন।

গাস হলের মতে, জ্বালানি শক্তির সংকট থেকে জোরালোভাবে বেরিয়ে আসতে গেলে প্রয়োজন হল "শক্তির সকল ক্ষেত্রের আদ্যন্ত জাতীয়করণ এবং তাকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি জাতীয় শক্তি পর্ষদের হাতে সমর্পণ করা।" (১৬৮ পৃঃ) বইটির উপসংহারে রয়েছে জ্বালানি শক্তি-সংকটের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং অভ্যন্তরীণ সংকটের মৌলিক সমাধানের জন্যে জনগণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের সংগ্রামের সম্পর্ককে লেখক যুক্ত করে দেখিয়েছেন।

জন পিটম্যান

প্রাচীন পশ্চাৎপদ অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই

ইতালির কৃষিতে সামন্তবাদের অবশেষ ধ্বংস করে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের দাবিতে অভিযান পরিচালনা করা কমিউনিস্টদের একটা প্রধান কাজ। এটার আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ইতালির প্রধান কৃষি অঞ্চল দক্ষিণের অনগ্রসরতা আজ এমন একটা পর্যায়ে পেঁৗছেছে যাকে অর্থনীতিবিদরা কাঁচামাল সরবরাহকারী এলাকা বা উত্তরের 'উপনিবেশ' বলে অভিহিত করছেন।

Gus Hall. The Energy Rip-off. Cause and Cure. New York, International Publishers, 1974. 227 pp.

Livio Stefanelli, Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno, Bari, De Donato, 1974, pp. 220

কৃষি অনগ্রসর কেন? কৃষকদের অবস্থাটা কেমন? কমিউনিস্টরা এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে কী বক্তব্য উপস্থিত করছে, কিভাবেই-বা তারা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে চায় ও এই মৈত্রীর সংগ্রাম জোরদার করতে চায়? এই প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া যাবে কমিউনিস্ট এম পি লিভিও স্টেফানেল্লি লিখিত **অনগ্রসরতা ও দক্ষিণের কৃষি সম্পর্ক** গ্রন্থে। বইখানি ইতালির কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যে ঠাসা গবেষণামূলক আলোচনা। এর কতকগুলি তথ্য বিস্ময়কর যেমন ১২ লক্ষ বর্গা-কৃষক তাদের ফসলের অর্ধাংশ মালিকদের দেয়। শত শত বৎসর ধরে এই রকমই চলছে এবং ইতালীয় পুঁজিবাদ এতেই সন্তুষ্ট, কারণ পুঁজিবাদ ভূস্বামীতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ও ভূস্বামীতন্ত্রের মুনাফার সেও ভাগীদার। স্টিফানেল্লি বৃহৎ জমিদার ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। এই পার্টিটি হল সমগ্র যুদ্ধোত্তরকালের ক্ষমতাসীন ইতালীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক মঞ্চ।

এই রক্ষণশীল জোটের বিরুদ্ধে কৃষকরা শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থন নিয়ে লড়াই করছে। এ লড়াই ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ হল, কয়েক লক্ষ হেক্টর জমি বড় বড় জমিদারি থেকে উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। সরকারের কৃষিনীতি যাকে স্টিফানেল্লী 'অনগ্রসরতার বিকাশ' বলে আখ্যাত করেছেন তার পক্ষে যে সরকারী প্রচার চালানো হয় তিনি তারও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বর্তমান গ্রামীণ কাঠামো না পাল্টালে সরকারী অনুদান সব সময়েই বৃহৎ ভূস্বামীদের পকেটে যায়—কৃষকদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। এগুলি অবশ্য একচেটিয়াপতিদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়; নিঃস্ব দক্ষিণাঞ্চল সস্তা শ্রমশক্তির তৈরি-যোগানদার।

কমিউনিস্ট পার্টির নীতি খুব পরিষ্কার—বর্গাদার প্রথার অবসান করে ইতালীয় কৃষিতে ব্যাপক গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানো। গ্রামীণ ইতালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে পরিবর্তন আনার জন্যে কমিউনিস্টরা পার্লামেণ্টে অনেকগুলি খসড়া আইন পেশ করেছে। ইতালিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে যে সাধারণ সংগ্রাম চলছে, গ্রামাঞ্চলে প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্যে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সেই সাধারণ সংগ্রামেরই একটা বড় অংশ।

ইয়েভগেনিইয়া রোপোলভ

প্রতিক্রিয়ার ভৃত্যকুল

মুকুটহীন রাজন্যবর্গ গ্রন্থের লেখক আলবার্ট নর্ডেন সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং অনেকগুলি তাত্ত্বিক গবেষণা গ্রন্থের লেখক। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির ফিউগার পরিবার—যারা গত পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় আসীন রয়েছে তাদের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করেছেন।

পুঁজিতন্ত্রের সূচনায় ফিউগাররা বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল এবং কার্যত তারাই দেশের বাণিজ্যিক, আর্থিক ও খনিতে নিয়োজিত পুঁজির নিয়ন্ত্রণ করত। বুর্জোয়া ইতিহাস তত্ত্ববিদরা যে রূপকথার রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছিল নর্ডেন সে সম্পর্কে লিখেছেন, "ফিউগাররা তাদের ততটা প্রতিভাগুণেই জার্মান মঞ্চের বাণিজ্য ও অর্থের দেবতায় পরিণত হয় নি—যতটা হয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশের বাস্তব গতিধারা অনুধাবন করার ক্ষমতার গুণে এবং সেগুলিকে বেপরোয়াভাবে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করায়।(১৭—১৮ পৃঃ)

জার্মানির যে কৃষক যুদ্ধের ৪৫০তম বার্ষিকী আগামী বৎসর অনুষ্ঠিত হবে—তার থেকে উদ্ভূত জনগণের বীর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন টমাস মুন্টজার ও মাইকেল গেইস, মেয়ার। জনগণের কাছে তাঁরা ছিলেন শ্রেণীহীন সমাজ ও মেহনতী মানুষের পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা। কিন্তু ইতিহাসে আরও অনেক নাম খচিত হয়ে আছে লেখক সেগুলি উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন—যারা সম্রাট ও পোপের নির্দেশে আলসাস, থুরিংগিয়া, তাইরল, করিন্থিয়া ও স্তিরিয়ার মৃত্তিকা রক্তে রঞ্জিত করেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হল ফিউগাররা। তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজন্যদের পক্ষে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে তাদের সকল ক্ষমতা, অর্থ ও প্রভাব প্রয়োগ করেছিল এবং তারা তাদের নিজেদের জমিদারিতে বিদ্রোহী কৃষকদের বর্বরভাবে হত্যা করেছিল।

সাম্প্রতিককালে অজ্ঞাত দলিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নর্ডেন পরবর্তীকালের ফিউগারদের এক চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সবচাইতে উগ্র জাত্যভিমানী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তীকালে তারা ছিল হিটলার ও তার নাৎসী একনায়কত্বের উৎসাহী সমর্থক। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানির অর্থনীতিতে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গেও তারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এখন তারা তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভাব ফ্রানজ জোসেফ স্ট্রস ও তার চরমপন্থী ব্যাভেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। ১৯৭২-এর বসন্তকালে যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছিল, তখন ফিউগার-গ্লেট গোষ্ঠী ইউ এস এস আর, পোলান্ড ও গণতান্ত্রিক জার্মানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের বিরোধিতা করে এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে। ঘটনাচক্রে এই রকম দাঁড়াল: জার্মান ইতিহাসে সামাজিক ধারা বদলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে কৃষক বিদ্রোহকে যে-শক্তিগুলি দমন করেছিল এবং যারা সব সময়েই পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, তারাই এখন ফিনান্স পুঁজির স্বার্থে ফেডারেল জার্মানির রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করার চেষ্টা করছে।

অতীতের শিক্ষা নতুন প্রজন্মকে শোষণ, অত্যাচার, যুদ্ধ ও গণহত্যার জন্যে যারা দায়ী সেই শক্তিগুলিকে পরাজিত করার পক্ষে সহায়ক। সুলিখিত এই যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থটি আমাদের যুগের মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এরিখ হল

আদর্শ থেকে বাস্তবে

এখন থেকে তিন বৎসরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রের ২০০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের প্রস্তুতি-

---

Albert Norden, **Herscher Ohne Krone.** Berlin, Dietz Verlag, 1974. 249 pp.

V. Korionov. The USA, 200 years': Opportunities, Promises, Realities. Moscaw, Politizdat, 1974, 255 pp.

M. Simai. The US Before its Bicentenary. Budapest, Kossuth Konyvkiado, 1974, 367 pp.

কল্পে সরকার প্রযোজিত প্রচার অভিযান চলছে। জনতার মধ্যে প্রচার মাধ্যমগুলি, সব ধরনের অস্থায়ী কমিটিগুলি, গবেষক গোষ্ঠীগুলি এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রচার-মাধ্যমগুলি এই জয়ন্তীকে '২০০ বছরের কীর্তি' হিসেবে চিত্রিত করতে তৎপর। অবশ্য ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-শততম জয়ন্তী একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত সংগ্রামের উপর এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আলোচনা প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত সোভিয়েত প্রচারবিদ ভি করিওনভ ও হাঙ্গেরির অর্থনীতিবিদ মিহালী সিমাই। তাঁরা উভয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন : আমেরিকান সমাজের বিবর্তন বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে-দেশটিকে প্রায়ই "পশ্চিমী সভ্যতার মধ্যমণি" বলে অভিহিত করা হয়, তার প্রতিষ্ঠাতাদের মতাদর্শগত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান যুগের বাস্তব অবস্থার তুলনা করেছেন। এই বিশ্লেষণকে প্রামাণ্য করবার জন্যে তাঁরা দলিল ও পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যবহার করেছেন যেগুলি প্রধানত মার্কিন সূত্র থেকেই গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়াও নানা ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক সূত্র থেকে তাঁরা তথ্য নিয়েছেন।

অত্যন্ত অনুকূল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন পুঁজিবাদ বিকশিত হয়েছিল। পুরোনো জগতের পুঁজি ও শ্রমশক্তির অনেকটাই এই পুঁজিবাদ আত্মসাৎ করার ক্ষমতা রাখত এবং তা করেও ছিল। দেশটিতে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। সেও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধও সে দেশের মানুষকে সরাসরি আঘাত করতে পারে নি, বরঞ্চ এর ফলে একচেটিয়ারা অনেক মুনাফা করেছিল।

আমেরিকা এইভাবে তার বিপুল জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ করে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তোলে। জনগণের প্রাচুর্যময় জীবনের উপযোগী সব কিছুই সেখানে ছিল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যাকে বলা হয়েছে, সকলের জন্যে সমান সুযোগ। লেখকরা প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রমজীবী মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত অনিশ্চয়তা বোধ করে কেন এবং কেনই বা সকল সম্পদ মুষ্টিমেয় একচেটিয়ার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে? এই 'সমৃদ্ধির সমাজে' ৪ কোটিরও বেশি মানুষ কেন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে? কেন শহরে সংকট তীব্রতর হচ্ছে? কেন বর্ণবিদ্বেষী উত্তেজনা, পরিবেশের ধ্বংস, ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবনতি? কেন আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র মুনাফার স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে?

গ্রন্থকাররা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আমেরিকার সুযোগ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তা কিছু আকস্মিক নয়। এই দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মধারার অনিবার্য ফল এবং এটা তাই ঐ ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাই প্রধান পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে এই দ্বন্দ্বগুলো অন্য দেশের চাইতে আমেরিকার মধ্যেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

সিমাই এই আপাতবিরোধী সত্যটি তুলে ধরেছেন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ২০০তম বার্ষিকীর সম্মুখীন হচ্ছে পুঞ্জীভূত সমস্যা নিয়ে যা তার সমাধানের বাইরে এক আদর্শগত শূন্যতা নিয়ে ; এক বিভক্ত স্বপ্নহীন সমাজ নিয়ে এবং সেখানকার শাসকশ্রেণী অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, কী করে দেশকে বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা যাবে সে সম্পর্কে অস্পষ্টতম ধারণাই তারা পোষণ করে।

এই কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিষ্ঠাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে—এই সরকারী প্রচারে ব্যাপক অবিশ্বাস রয়েছে। করিওনভ এই ঘটনাটি তুলে ধরেছেন : কলিন ডানগার্ড স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কিছু কপি ছাপিয়ে তার থেকে মানবাধিকার, সৌভ্রাতৃত্ব ও ন্যায় বিচারের মহান বিষয়গুলির উল্লেখ করে ৩ শত ব্যক্তিকে ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে বলেন। মাত্র একজন তাতে স্বাক্ষর দেন, বাকীরা এটাকে "একজন আমেরিকার শত্রুর লেখা কমিউনিস্ট প্রচার" বলে বাতিল করেন। একজন পুলিস ডাকার ভয়ও দেখান। জনমত এমন এক অনুভূতিপ্রবণ ব্যারোমিটার যাতে দেশের মূল্যবোধ ফুটে ওঠে।

আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, "আমাদের সমাজকে প্রাচুর্যময় সমাজ বলে এবং পুঁজিবাদী কীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে ব্যাপক প্রচার করা হয়। কিন্তু প্রাচুর্য চিহ্নের অন্তরালে, উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার নেপথ্যেও টেলিভিশন ব্যবস্থার রূপরেখার বাইরে রয়েছে সংকটের লক্ষণ···।" আমেরিকার প্রথম বসবাসকারীদের উন্নত আদর্শ থেকে বর্তমান বাস্তবতার বিবর্তন বই দুখানিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; গ্রন্থ দুটির গুরুত্ব এইখানেই। মার্কিন সমাজের বর্তমান সংকটের মর্ম ও কারণ বই দুটিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এন এস

স্বাধীনতা না নয়া উপনিবেশবাদ?

জাঁ পনচেট তিউনিসিয়া এবং তার অর্থনীতি, ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রচুর লিখেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ **ভবিষ্যতের সন্ধানে তিউনিশিয়া** বইটিতে রয়েছে ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে তার অগ্রগতির বিবরণ। যে-পরিস্থিতির মধ্যে ঔপনিবেশিক মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে এটাই নির্ধারিত ছিল যে, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক জগতে তিউনিসিয়ার একটা নিজস্ব স্থান থাকবে। তার কারণ প্রথমত, দেস্তুর সোশালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একরকম বিনা রক্তপাতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। এই পার্টি তখন থেকেই শাসনক্ষমতায় রয়েছে। এর নেতা রাষ্ট্রপতি বর্গুইবা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে আসছেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মর্যাদায় অঙ্গীকারবদ্ধ ও বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানান। লেখক বলছেন যে, পাতিবুর্জোয়ার নেতৃত্বে তিউনিসিয়া 'মুক্ত দুনিয়ার' সাহায্যের জোরে, "শ্রমিক অথবা কৃষক বিপ্লব ব্যতীত এবং সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ছাড়াই" উন্নয়নের একটা উদাহরণ হতে পারত। (৫৯ পৃঃ) দেশটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলাফল নির্ণয়ে এবং এর গৃহীত পন্থার যথার্থ বিচার করবার যথেষ্ট সময় কেটে গেছে।

১৯৫৬ সালে স্বাধীন উদ্যোগের নীতি ঘোষিত হয়। জাতীয় বুর্জোয়াদের আশঙ্কার কারণ হতে পারে এমন 'বিপ্লবী সংস্কার' পরিত্যক্ত হয় এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আশঙ্কাও দূর করা হয়। কিন্তু শীগ্গিরই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ব্যক্তিগত পুঁজি তার নিজের ক্ষমতায় জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে না। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সরকার কঠোর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা চালু করে। সরকারী উদ্যোগে কৃষিতে

Jean Poneet. La Tunisie a la recherche de son avenir. Paris, Editions Sociales, 1974, 221 pp.

অনেকগুলো কাঠামোগত সংস্কার সাধিত হয়; ভারী ও হাল্কা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, বৈদেশিক ও পাইকারী বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ চালু করা হয় এবং ঋণদান পদ্ধতি পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দশসালা পরিকল্পনার (১৯৬২—৭১) জন্যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন। তিউনিসিয়া তাই বৈদেশিক ঋণের শরণাপন্ন হয়। মাথাপিছু সরকারী দেনার ক্ষেত্রে তিউনিসিয়ার স্থান উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সবার উপরে। শিল্পোন্নতির গতি মন্থর ও অসম।

গ্রন্থকার 'জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পরীক্ষা'র ব্যর্থতাজনিত কারণগুলো খতিয়ে দেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঠামো যতই সতর্কভাবে করা হোক না কেন, এর নির্ধারিত লক্ষ্য শুধুমাত্র সুগভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। পনচেটের মতে পরিকল্পনার রচয়িতারা কৃষি-সংস্কার, কর্মসংস্থান ও উচ্চ মজুরির দিকে বিশেষ নজর দেন নি। (৯১-৯২ পৃঃ) যে শিল্পগুলো থেকে দ্রুত ফল পাওয়া যায় না, বৈদেশিক বিনিয়োগের সাহায্যে সেগুলো প্রসারের সরকারী প্রচেষ্টাকে জাতীয় বুর্জোয়ারা বাধা দিয়েছে।

১৯৬৯ সালে এক নতুন উন্নয়ন কাঠামো রচনা করা হয়। তাতে ব্যক্তিগত পুঁজিকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া হয়—ফলে পর্যটন, হোটেল ইত্যাদির মতো দ্রুত মুনাফা অর্জনকারী শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ হতে থাকে। ঋণদাতাদের লাভজনক শর্তে আরও বিদেশী সাহায্য আসে। (১৪৪ পৃঃ) সামগ্রিকভাবে আজকের তিউনিসিয়ার অর্থনৈতিক চিত্র হল, দেশটিতে বৃহৎ-একচেটিয়া স্বার্থানুসারী স্থানীয় পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে।

এর ভবিষ্যৎ কী? তিউনিসিয়াকে বহু সমস্যার সমাধান করতে হবে যেমন কর্মসংস্থান, উচ্চ মজুরি, ছোট ও মাঝারি কৃষককে সাহায্যদান, সামাজিক বীমা, সরকারী দেনা, আফ্রিকা, এশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা। কিন্তু কে এই সমস্যাগুলির সমাধান করবে? লেখক বলছেন, শ্রমিকশ্রেণী এখনও গড়ে ওঠার স্তরে রয়েছে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবে, তা মনে করা কঠিন। পনচেট তাই আশা রেখেছেন গণতান্ত্রিক, উদারপন্থী প্রগতিশীল শক্তিগুলোর উপর তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারে। লেখক বলেছেন, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের সহযোগিতা দেশকে অসম বিকাশ, বেকারি ও নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

লেখকের সিদ্ধান্তগুলি অনেক উন্নয়নশীল দেশ সম্পর্কে সমান মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্যের' উপর নির্ভরতা এবং জাতীয় বুর্জোয়ার উদ্যোগ—যা কিনা জনগণের মৌল স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে—তা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনতা থেকে মুক্তি দিতে পারে না এবং স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতেও পারে না।

নাতালি দুভাল

এঙ্গেলসের নতুন জীবনী

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বিপ্লবী আন্দোলন ও মার্কসবাদী ভাবধারার বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান সম্পর্কে সব সময়েই খুবই বিনম্র ছিলেন। এখন মস্কোর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ইনস্টিটিউটের দ্বারা প্রস্তুত তাঁর জীবনীগ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রন্থটি প্রথম ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। মস্কোর প্রগতি প্রকাশনের উদ্যোগে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও লেখকদের একটি উচ্চ পর্যায়ের গোষ্ঠীর দ্বারা গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। বইখানি একজন বিনম্র কিন্তু সত্যকারের মহান বিপ্লবী নেতার জীবনের অনবদ্য ইতিহাস।

আসন্ন প্রকাশনা

ভাবধারার সংগ্রামে গ্রন্থ

অধ্যাপক ভালটার রোমান

রোমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা ভবনের পরিচালক

আমাদের প্রকাশনা ভবন ৩০ বৎসরের পুরোনো। এখান থেকে ৮,৩০০ শিরোনামার মোট ২৪৮ মিলিয়ন বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৫৭ খানি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত গ্রন্থের ৯ মিলিয়ন কপি; মার্কস-এঙ্গেলসের ৩৩ খণ্ড রচনা-সঙ্কলন; লেনিনের সমগ্র রচনাবলীর দুটি সংস্করণ (৪র্থ ও ৫ম রুশ সংস্করণের তর্জমা)। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে রোমানিয়া একমাত্র দেশ যেখানে আমরা লেনিনের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করেছি।

আমরা পাঠকদের সেই বই দিতে চাই, যেগুলি সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট সমাজের উন্নত আদর্শ ও উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ে তুলবে। আমাদের পরিকল্পনায় সেই রকম বই প্রাধান্য পায় যেগুলি সামাজিক জীবনে পার্টির ভূমিকাকে উন্নত করে তুলে ধরে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠনের সাধারণ নিয়মগুলিকে রোমানীয় পরিস্থিতিতে পার্টির সৃজনশীল ভূমিকা প্রয়োগে সাহায্য করে। আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে আলোচিত হয়েছে রোমানীয় সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন, সমাজতন্ত্রে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও তার সমাধানের পন্থা, সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্রের সূত্রগুলি। রোমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির দলিলগুলি এই ধরনের বইয়ের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রথমে এগুলি জনপ্রিয় পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়—পরে পৃথক গ্রন্থের আকারে বার করা হয়। এই রকম ২৩খানি বই ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে রোমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও রোমানিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিকোলাই কসেস্কুর রিপোর্ট, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার-সম্বলিত গ্রন্থ **সর্বাঙ্গীণ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পথে রোমানিয়া** (বইটির প্রায় ৭৮০,০০০ কপি রোমানীয়, হাঙ্গেরীয় ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে)। পার্টির সমস্ত দলিল ও অন্যান্য প্রকাশনাগুলো আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে রোমানিয়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তার একটি হল ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় অভ্যুত্থানের ৩০তম বার্ষিকী, অন্যটি রোমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস। এই দুটি ঘটনা উপলক্ষে আমরা নিম্নোক্ত রচনাগুলো প্রকাশ করেছি, 'সর্বাঙ্গীণ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পর্বে রোমানীয় অর্থনীতি,' 'রোমানীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির অশীতিতম বার্ষিকী,' 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ-পরিচালনায় বিজ্ঞানের ভূমিকা,' 'সমাজতান্ত্রিক রোমানীয়ার বৈদেশিক নীতির সূত্রসমূহ,' 'উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যা' ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত রাখার জন্যে আমরা বিষয়বস্তুভিত্তিক রচনা প্রকাশ করছি। এগুলোর

মধ্যে রয়েছে, 'রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন ও পরিচালনার সমস্যাবলী' (এর মধ্যে পার্টি পরিচালনাকারী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তা ও আর্থনীতিক পরিচালকদের সম্পর্কে বিশেষ অধ্যায় রয়েছে), 'সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন' (অর্থনীতি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত অধ্যায়যুক্ত), 'সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব ও পদ্ধতি,' 'দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক পাঠাগার,' 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান', 'মতাদর্শগত বিতর্ক,' 'আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী,' 'আজকের ভাবধারা,' 'রোমানীয় বিপ্লবী ও প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংকলন,' 'ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে,' 'রাজনৈতিক চিত্রপট'।

আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে বারো খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থে পাঠক পাবেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি ও সরকারের কর্মকাণ্ডের বিবরণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের পার্টির অবস্থান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ইত্যাদি। আমাদের আরও প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে, রোমানীয় পার্টি ও সরকারী নেতাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ের নেতাদের সভার বিবরণ এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো ও অন্যান্য সকল বিপ্লবী, প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি সম্পর্কে রোমানীয় পার্টির নীতি-সংক্রান্ত বিবৃতি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলার বিষয়টিকেও আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স আন্দোলনের নেতাদের রচনাবলী এবং বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, ইউ এস এস আর, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও অন্যান্য দেশ সম্পর্কে বইপত্র।

'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী'র রোমানীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমাদের প্রকাশনা ভবনের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

আমাদের সম্পাদকরা প্রায়ই পার্টির কর্মকর্তা, বক্তা ও প্রচারক এবং শ্রমিক ও ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মতামত বিনিময় বিষয়বস্তুগুলোকে বিস্তৃততর করা, বইগুলোর গুণাগুণ উন্নত করা এবং আমাদের পাঠকদের সঙ্গে অনবরত সম্পর্ক রাখার পক্ষে সহায়ক হয়।

ডাবলিউ এম আর প্রশ্নমালা

পোল্যান্ডের সমাজতত্ত্ববিদ ওলাডাইশ্ল মারকিভিচ আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন

১ এখন আপনি কোন বিষয় নিয়ে কাজ করছেন?
২ আপনার কাজের মূল বিষয়টি কী?
৩ এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আপনি কী অবদান রাখতে চান?

ওলাডাইশ্ল মারকিভিচ ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খনি-শ্রমিকের পুত্র। তিনি প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেন এবং নাৎসী মাউথাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চার বৎসর আটক থাকেন। ১৯৫০ সালে তিনি পোজনান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বের স্নাতক হন এবং পোজনান ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজি ও পোলিশ একাডেমিস ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউট-এর অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। মারকিভিচ পোলিশ একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সদস্য এবং তার সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞান সম্পাদক; তিনি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও। মারকিভিচ পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় অডিটিং কমিশনের সদস্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে, 'পুনর্বাস্তুত্যাগীদের জাতীয় চেতনার পরিবর্তন,' 'ফেডারেল রিপাব্লিক অব জর্মানির সমাজ ও সমাজতত্ত্ব,' 'জনগণের সেবায় সমাজতত্ত্ব' ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধ ও রচনা।

(১) প্রায় পঁচিশ বছর ধরে আমি বৈজ্ঞানিক চর্চায় ব্যাপৃত রয়েছি, এই সময়ে আমি প্রায়ই আমার গবেষণার ক্ষেত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি। আমার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে : পোল্যান্ডের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস, জনগণের সমাজতত্ত্ব এবং জাতীয় চেতনায় পরিবর্তন। শ্রম ও শিল্পের সমাজতত্ত্ব নিয়েও আমি আলোচনা করেছি ও এ সম্পর্কে আমি আরও আলোচনা করতে চাই। পোল জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমার বরাবরই আগ্রহ রয়েছে। যদিও পূর্বেও মাঝে মাঝে এই বিষয়টির দিকে আমি দৃষ্টি দিয়েছি, তবুও ১৯৭০ সালের আগে এ সম্পর্কে আমার ধারাবাহিক গবেষণা শুরু হয় নি। এখন আমি যে বইটি লিখছি, সেটা হল, রাজনৈতিক সূত্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ব্যবহার রীতির গঠন সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে উঠেছে—তার সমালোচনামূলক বিচার।

(২) উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে ইতিহাসগত ঐতিহ্যের ভূমিকা সম্পর্কে এখন পোল্যান্ডে ব্যাপকভাবে আলোচনা চলছে। আমি আমার গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটা অধ্যায় লিখতে চাই। তার মধ্যে আমি পোল জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে কিছু বিকৃত ধারণার বিচার করতে ইচ্ছা করি। আমাদের জনগণের সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব এবং তারা শুধু ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ততায় চলতে পারে, এখনও প্রচলিত এই মতবাদ যে কতটা বিভ্রান্তিকর, গণ-পোল্যান্ডের তিরিশ বছরের ইতিহাস থেকে আমি দেখাতে চাই।

(৩) উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের মধ্যে ন্যায় অন্যায় বিচারের বোধ, তার দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধারায় সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আমার গবেষণায় সমৃদ্ধ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে নজর দিয়েছি, যাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা, গণ-প্রচার এবং জ্ঞানের বিকীরণ-ধারার উন্নতি ও অগ্রগতির সুনিশ্চিতভাবে অব্যাহত থাকে।

পার্টি পত্রিকা

'উনিতার' সংগ্রামী তহবিল

ইতালির কমিউনিস্ট দৈনিক 'উনিতা' পার্টির পত্রিকা তহবিলে সাহায্যদান সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত রাখে। তার এই বছরের লক্ষ্য হল ৪০ লক্ষ লিরা। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে 'উনিতা'র বার্ষিক উৎসবের সময় পর্যন্ত পার্টি ৩৫ লক্ষ ৪৭০ লিরা সংগ্রহ করেছিল।

মেহনতী জনগণের দান পার্টিকে নতুন নতুন সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে তার নাম হল, **কোয়াডারনি ফ্রিউলানি**। এটি ফ্রিউলি-ভেনিজিয়া-গিউলিয়া অঞ্চলের জন্যে প্রকাশিত পার্টি পত্রিকা। এই উপলক্ষে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আঞ্চলিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ও সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ব্যক্তি। আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সম্পাদক রেনজো পাসকোলাট ও পত্রিকাটির সম্পাদক গিউলিও ডি আন্দ্রে এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই ত্রৈমাসিকটি ইতালির এই বিশাল

গ্রন্থ ছয়
এলাকায় গণতন্ত্রের সংগ্রামে মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হবে। পত্রিকাটির আলোচনার বিষয়বস্তু হবে মতাদর্শ ও রাজনীতি এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

সংবাদপত্রে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন বহু বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এই নতুন সাময়িক পত্রটির প্রকাশ শুরু হল।

ই ওয়াই

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নিরক্ষতা দূর করর জন্য গণতান্ত্রিক গণসংগঠনগুলো যে প্রচারাভিযান গড়ে তুলেছিল, ভারতের কমিউনিস্ট সংবাদ-পত্রে তা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র **নিউ এজ** গণ-সাক্ষরতা অভিযানে নিয়োজিত সারা ভারত যুব ফেডারেশন ও জনপ্রিয় কমিটিগুলোর উদ্যোগকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে আসছে। **নিউ এজ** তার একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় এ আই ওয়াই এফ-এর একটি পরিকল্পনার কথা পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছে। এই পরিকল্পনায় এ আই ওয়াই এফ হায়দরাবাদে ১০০টি স্কুল খুলবে—যার উদ্দেশ্য হল তেলেগুভাষী বয়স্কদের সাক্ষর করা এবং ছাত্র ও যুব শিল্প ও অফিস-কর্মীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই পরিকল্পনার অর্থ আসবে ফেডারেশনের সদস্য ও সমর্থকদের দান থেকে। যুব রক্তদাতারা তাঁদের অর্থ এই স্কুলগুলোকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নিউ এজ-এর রিপোর্ট-এ প্রকাশ, ঐ রাজ্যে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ঐ কমিটি ইতিমধ্যেই বয়স্কদের চার বছরের সাধ্য স্কুলের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান করেছে। ঐ চক্রে ১৫ জন লেখক ও বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন এবং যে ৪৯টি পাঠ্যপুস্তক পেশ করা হয়েছিল তার মধ্যে ৪ খানি গৃহীত হয়।

ভি এম

১৯৭৪—ডব্লু এম আর প্রচার বর্ষ

ব্রাজিল ঃ ফাশিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাহসিক প্রতিরোধ

সামরিক ফাশিস্ত একনায়কতন্ত্র গণপ্রচারের মাধ্যম-গুলির ওপর কড়া পুলিসী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করেছে। জনপ্রিয় সঙ্গীতকেও সরকারী খবরদারির আওতায় আনা হয়েছে। এমন কি "জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদজনক" বিবেচনায় 'সাম্বাস' (ব্রাজিলের জাতীয় নৃত্য) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী পত্রপত্রিকার ওপর, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার ওপর জঘন্যতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

১৯৬৪ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় ফাশিস্ত আইনগুলি বলবৎ হয়। প্রেস আইন এবং তথাকথিত "জাতীয় নিরাপত্তা আইন" এই আইন ভঙ্গকারীদের জন্য নানা ধরনের সাজা বরাদ্দ করে রেখেছে। পুলিস সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং বইপত্র বাজেয়াপ্ত করছে। শুধুমাত্র যে সম্পাদক এবং গ্রাহকদের সাজা ভোগ করতে হয় তাই না, যারা এই সব পত্রপত্রিকাদি বিলি করেন বা পাঠ করেন তাদেরও সাজা ভোগ করতে হয়। "নাশকতামূলক" পর্যায়ে চিহ্নিত কোনো পত্রপত্রিকা যদি কেউ শুধু পড়ে তবে তাকেও বছরের পর বছর জেল খাটতে হয়।

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ হল একনায়কতন্ত্রের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। আইন মন্ত্রক এই সাময়িক পত্রিকাটির প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং একে "জাতীয় নিরা-পত্তার" বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ বলে চিহ্নিত করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে সাময়িক পত্রিকাটি প্রকাশ করছে এবং দেশে প্রচার করছে। এর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। অবস্থা এমন যে, মাত্র অল্প কয়েকটি সংখ্যাই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হতে পারছে। এই সংখ্যাগুলি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। তা হাজার হাজার পার্টি সদস্য এবং সমর্থকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

সংক্ষিপ্ত সংখ্যাগুলি ছাপানো এবং বিলি করার ব্যাপারে প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। দেশটাও বিরাট, প্রতিটি রাজ্যেই সাময়িক পত্রিকাটি পাঠানো প্রয়োজন। কখনো কখনো তিন হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। পথের মাঝে রয়েছে অসংখ্য পুলিসী তল্লাসী কেন্দ্র। দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে পুলিস আমাদের ছাপাখানা খুঁজে পায় এবং সাময়িক পত্রিকাটির বণ্টন ব্যবস্থা অংশত অকেজো করে দিতে সমর্থ হয়। যাই হোক, পার্টি এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সাময়িক পত্রিকাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কারণেই, অন্ততপক্ষে সাময়িক পত্রিকাটির কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত সংখ্যা নিয়মিত ছাপানো ও প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পার্টি সর্ব-শক্তি নিয়োগ করেছে এবং একেই মূল কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। যদিও এ বছর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু ফাশিস্ত সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার জন্যই এর প্রচার ব্যবস্থা উন্নীত করার স্বার্থে পার্টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রিকার্ডো ভিএইরা

হাঙ্গেরি ঃ আরও গ্রাহক

এইচ এস ডব্লু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি **ডব্লু এম আর (শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের সমস্যা)**-এর প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনগণের মধ্যে পার্টি শিক্ষার কাজ এবং প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে এই সাময়িক পত্রিকাটি যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তার প্রচেষ্টা চলছে।

নিয়ম অনুসারে এর প্রচারের দায়িত্ব পার্টি সাহিত্য

প্রচারকদের ওপর রয়েছে। আঞ্চলিক ও জেলা কমিটি, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সরকারী সংস্থা এবং গণসংগঠনগুলি এর প্রকাশকদের সাহায্য করে। সাময়িক পত্রিকাটি ছাপানো এবং বণ্টনের দায়িত্ব পার্টি বহন করে।

আরও গ্রাহক সংগ্রহের জন্য আমরা প্রচার চালাচ্ছি। এর ফলে প্রচার সংখ্যা ৭ হাজার থেকে ১১ হাজার ৫ শত-এ উঠেছে। নতুন গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছেন পার্টিকর্মী, পার্টির শিক্ষক, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রচারকবৃন্দ এবং সাংবাদিক।

সংবাদপত্রে সাময়িক পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার পর্যালোচনা থাকে। পোস্টার এবং বুকলেট মারফতও এর প্রচার চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্টি স্কুলগুলিতে পড়ানোর জন্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়।

আরও পাঠক সংগ্রহের জন্য আমরা আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত রাখব। দেশে এখন ১১শ-তম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলছে। এই কারণে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির একটি অনুকূল সময় এসেছে।

স্যান্ডোর মেথ
ভাইস ডাইরেক্টর, কোসুথ পাবলিশারস

ভেনেজুয়েলা ঃ বিশ্বস্ত উদ্যোগ

১৯৭২ সালে আমরা **ডব্লু এম আর**-এর তিনটি ভেনেজুয়েলীয় সংস্করণ (শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের সমস্যা) প্রকাশ করি। এই সংস্করণগুলিতে নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী স্থান পায়। এই বছর আমরা পূর্ণাঙ্গভাবেই ১২টি সংস্করণ প্রকাশ করি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সাময়িক পত্রিকাটির প্রতি শ্রমজীবী জনগণের আগ্রহ বাড়ছে।

সাময়িক পত্রিকাটির পরিচালকমণ্ডলীর সাম্প্রতিক সভা থেকে ১৯৭৪ সালকে প্রচার বর্ষ বলে চিহ্নিত করে যে ঘোষণা করা হয়েছে আমরা মনে করি তা ফলপ্রসূ হয়েছে।

শান্তি গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে এই সাময়িক পত্রিকাটি একটি উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে। এই কারণেই ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি সাময়িক পত্রিকাটির প্রচার এবং গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

পেডরো ওরটেগা দিয়েজ

গ্রীস ঃ সাময়িক পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৭ সালে সামরিক জুন্টার অভ্যুত্থানের সময় থেকে সাময়িক পত্রিকাটির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তা অতিক্রম করে এথেন্স থেকে আবার **ডব্লু এম আর**-এর গ্রীসীয় সংস্করণ (শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা) প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রীসের জনগণ এই সাময়িক পত্রিকাটি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং অনেক বুর্জোয়া সংবাদপত্র এর পুনঃপ্রকাশের খবর প্রচার করেছে। সাময়িক পত্রিকাটি পূর্ণাঙ্গভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সংবাদপত্র বিলিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পেঁাছাচ্ছে।

সাইপ্রাস ঃ অগ্রসর হওয়ার সংকল্প

আর্চ বিশপ ম্যাকারিয়সকে বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যে অভ্যুত্থান গ্রীক সামরিক জুন্টা সংগঠিত করেছে এবং তুর্কী বাহিনীর আগ্রাসন সাইপ্রাসের শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। দেশের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগকে জোর করে বাস্তুচ্যুত করা এবং স্থাবর সম্পত্তির বিনষ্ট সাধনের ফলে কোনো কিছু ছাপানো এবং বিলি করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সংবাদ-পত্র এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ডব্লু এম আর সাইপ্রাস সংস্করণও (শান্তি ও সমাজ-**তন্ত্রের সমস্যা**) এই একই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান কিছু দিনের মতো পার্টিকে গোপন সংগঠনে রূপান্তরিত করতে বাধ্য করে। সাময়িক পত্রিকাটির ছাপাখানাও সংঘর্ষের অঞ্চলেই স্থাপিত ছিল, অবশ্য এখন এই অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী সরে গেছে। এছাড়াও রয়েছে নিউজ প্রিণ্টের ঘাটতি এবং ছাপাখানার কর্মী সমস্যা।

পূর্বের মতোই সাময়িক পত্রিকাটি কখনই ৪,১০০ সংখ্যার কমে প্রকাশিত হয় না। এর সঙ্গে আছে কিছু দৈনিক পত্রিকা। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এই ব্যাপারে পার্টি কতটা গুরুত্ব দেয়।

আমরা সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। বরং প্রতিদিনই নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে, তবুও সম্পাদকমণ্ডলী এবং মুদ্রাকরগণ জীবন বিপন্ন করেও **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** সহ প্রোগ্রেসিভ প্রেস চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই সাময়িক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এই কারণে যে, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক সংহতি এবং ঔপনিবেশিকতা মুক্ত হবার সংগ্রামে সাইপ্রাসে শ্রমজীবী জনগণের কাছে **ডব্লু এম আর** হল অপরিহার্য।

জর্জিয়াস সাভিডেস
এ কে ই এল-এর কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান

স্পেন ঃ পার্টি কর্মীদের সাহায্যকারী

স্পেন হচ্ছে সেই দেশগুলির মধ্যে একটি যেখানে **ডব্লু এম আর (শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের সমস্যা)** প্রকাশনা 'নাশকতামূলক কাজ' এবং এর প্রচার 'আন্তর্জাতিক সাম্য-বাদের দালালী' বলে চিহ্নিত। এই চিহ্নিতকরণ ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ট শাসনের কাজ।

বস্তুতপক্ষে, অতীতের মতো অচিরেই বর্তমান সরকার বিরোধীদের প্রচার বন্ধ করার জন্য হিংস্র আঘাত হানতে পারে। এটা সত্য যে, যদিও অবিশ্বাস্য রকম এবং বাগা-ড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতিতে বর্তমান সরকার তার "খোলামেলা চরিত্র" এবং "উদারনীতির" কথা প্রচার করে থাকে কিন্তু আসলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমস্ত ধরনের প্রকাশনা এমনকি গণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসি-বিরোধী প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কঠোর শাস্তিবিধান রয়েছে। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

আমাদের পার্টি, যারা এই সাময়িক পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সব সময় লক্ষ্য রাখে যাতে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির এই সাময়িক পত্রিকাটি স্পেনে এবং স্পেনের বাইরে অবস্থানরত স্পেনীয়দের মধ্যে পরিচিত হতে পারে। আমাদের পার্টি এইদিকে নজর রেখেই বলিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সেই সময় থেকে, যখন ফ্যাসিস্টদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কোনো পত্র-পত্রিকা ছিল না। এর ফলে কি ফললাভ করা গেছে,— সাময়িক পত্রিকাটি দেশে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের তত্ত্বগত সাময়িক পত্রিকা ছাড়াও এখন শত শত পত্রপত্রিকা গোপনে প্রকাশিত হয় এবং তা সমগ্র স্পেনে প্রচারিত হয়। বস্তুতপক্ষে ওয়াকিবহাল পাঠকদের কাছে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** তত্ত্বগত এবং তথ্যগত পত্রিকা

বলে আদৃত হয়। আমাদের পার্টি এই সাময়িক পত্রিকাটি পার্টি কর্মীদের মধ্যে বিলি করে থাকে, যাতে পত্রিকাটি তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এই কারণে, কমিউনিস্ট কর্মীরা গোপন অবস্থার মধ্যেও, যেখানেই পাঠচক্র বা পাঠাগার সংগঠিত করতে পারে সেখানেই এই সাময়িক পত্রিকাটি পাওয়া যায়। যাঁরাই এই পত্রিকাটির প্রতি আগ্রহী তাঁদের কাছেই আমরা পত্রিকাটি নিয়ে যাই।

ঘটনাচক্রে, সাময়িক পত্রিকাটির আয়োজিত তত্ত্বগত সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের দলিলপত্রাদির বক্তব্য সম্বলিত একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় পার্টি কর্মীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পত্রিকাটির প্রচারের ব্যাপারে পার্টি কি কি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অনিবার্য কারণে সে সম্পর্কে এখানে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমরা বলতে পারি **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** স্পেনে পরিচিত। এবং আমাদের পার্টি এর ব্যাপক প্রচারের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।

১৯৭৪ সালে ইয়োরোপীয় সমস্যাবলীর উপর

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

বিষয়-সূচী

১. সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী : ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার নির্ধারক উপাদান

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তির আরো সম্প্রসারণ : ১ ৪২-৪৭ ; ২ ২২-২৪ ; ৩ ২০-২৯, ৪৮-৫৩ ; ৪ ১৮-২৩ ; ৫ ১১-১৫ ; ৬ ৫০-৫৫ ; ৭ ৩-১০ ; ৮ ১০ ১১ ; ৯ ৬-৮, ৪৭-৪৮ ; ১০ ৩-৯ ; ১১ ৫৪-৫৯ ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সুদৃঢ়করণ, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়ন : ১ ৪২-৪৭ ; ২ ২২-২৩, ৬৫-৭৮ ; ৪ ৫৪-৫৯ ; ৭ ৩ ১০ ; ৯ ৪৭-৫৩ ; ১০ ৩-৯, ১৭-২২ ; ১১ ৫৪-৫৯ ।

উন্নত সমাজতন্ত্র গঠন ও তার বিকাশ : ১ ৪২-৪৭ ; ২ ২২-২৬ ; ৩ ২১-২৪, ৪৮-৫৩ ; ৪ ২৪-২৬, ৩-৭, ৫৪-৫৯ ; ৯ ৩-৫, ৪৭-৫৩ ; ১০ ৩-৯, ১১-১৬ ; ১১ ৫৪-৫৯ ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের গভীরতর প্রক্রিয়া, সি. এম. ই. এ-র কর্মকাণ্ডকে উন্নত করা : ১ ৪২-৪৭ ; ২ ২১-২৫ ; ৫ ৫-১০ ; ৬ ১২-১৭, ৫০-৫৫, ৬৫-৭২ ; ৭ ৫২-৫৭ ; ৯ ৬-১০ ৪৩-৪৭ ; ১০ ৭-৯ ; ১১ ১৯ ২৩ ।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ হল সমাজতান্ত্রিক আন্তঃ-সরকারী সম্পর্কের বিকাশের ভিত্তি। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী-ভুক্ত দেশসমূহের বাইরের রাজনৈতিক কাজকর্মের সমন্বয়। এর উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ : ১ ৬-৮ ; ২ ১৮-২১ ; ৫ ৫-১১ ; ৮ ৯-১৩ ; ৯ ৬-১০ ; ১০ ৩-৯ ।

ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য : ১ ৬-৯ ; ৮ ৯-১৩ ; ৯ ৩-৫, ৬-১০ ; ১০ ৩-৯ ।

ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্রের শান্তি-অভিযান ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসে গৃহীত শান্তি কর্মসূচীর নতুন নতুন সাফল্য। ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমন শান্তি ও সহযোগিতার সংগ্রামে সাফল্য : ১ ৩-৫, ৬-৭ ; ৩ ৪৩-৪৭ ; ৪ ৩-৬ ; ৫ ৬-৮, ৫৮-৬০, ১০-১১ ; ৬ ৩-৫ ; ৯ ৪-৫, ৬, ১০-১৪ ; ১০ ৩-৪ ।

বিশ্বব্যাপী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির প্রতি সমর্থনের নীতি : ৩ ৪৭-৪৮ ; ৫ ২৭-৩১ ; ৮ ২০ ২৪ ; ১০ ৪০-৪৬ ; ১১ ৪১-৫৪ ।

২. পশ্চিম ইয়োরোপ ও ধনতন্ত্রের গভীরতর সাধারণ সংকট

ধনতান্ত্রিক সমাজে সাম্প্রতিক সংকটের লক্ষণগুলির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ : ১ ৫৪-৬০ ; ২ ৫৪-৬৪ ; ৪ ৭১-৭৫ ; ৫ ১৬ ২২ ; ৬ ৫-৮ ; ৭ ১৭-১৮ ; ৮ ৫১-৫৮ ; ১০ ২৮-২৯ ।

পুঁজিবাদী সংযোজনের মর্মার্থ ও দ্বন্দ্বসমূহ : আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পশ্চিম ইয়োরোপে শ্রমিকশ্রেণী ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী যুক্ত কার্যক্রমের তাৎপর্য : ৩ ৪০-৪১ ; ৪ ৫-৭, ৩০-৩১ ; ৫ ১৯-২২, ৬৬ ; ৭ ২৭-২২ ; ৮ ৫২-৫৬ ; ৯ ৩২-৪৭ ; ১০ ২৩-২৫ ।

পুঁজিবাদী শোষণের বৃদ্ধি। মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষের অবস্থার অবনতি : ১ ৫৫-৫৭ ; ২ ৫৫-৫৭ ; ৩ ৪০-৪১ ; ৪ ৬১-৬২ ; ৬ ৬০ ৬৫ ; ৭ ৫৮-৬২ ; ১০ ২৮-২৯, ৬৬-৬৯ ।

ইয়োরোপের পুঁজিবাদী অংশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রম-বর্ধমান অস্থায়িত্ব-এর কারণ ও ফলাফল : ১ ২৮-২৯ ; ৪ ১৪-১৫ ; ৭ ৫৮-৬০ ; ১০ ৭১-৭২, ৭৭-৭৮ ।

একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জাতিগত সম্পর্কে নতুন তীব্রতা : ১ ২৭ ; ৩ ৭১-৭৬ ; ৫ ৬১-৬৫ ; ৯ ৫৩-৫৮ ; ১০ ৭৯-৮৩।

৩. নিরাপত্তা ও সারা-ইয়োরোপীয় সহযোগিতার জন্য সংগ্রামের প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলী। শান্তির জন্য সংগ্রামে যুক্ত কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন

ইয়োরোপে নতুন পরিস্থিতি : সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বশক্তি বিন্যাসে পরিবর্তনের ফলাফল : ১ ৩-১০ ; ৪ ৩-৪ ; ৫ ৫-১৫, ৫৪-৫৭ ; ৬ ১, ৯-১১, ১৩-১৪ ; ৭ ৭, ৩৯-৪২ ; ৮ ৮-১১ ; ৯ ১৩-১৪, ৩৯-৪৩; ১০ ৪, ১০-১১ ; ১১ ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা। স্থিতাবস্থা নয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ রূপ : ১ ৩-৫ ; ৩ ৪৩-৪৬ ; ৪ ৩-৬ ; ৭ ১১-১৫ ; ৮ ৩-৯ ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মতাদর্শগত সংগ্রাম : ১ ৩-৬, ১০-১১ ; ২ ৪৮-৫৩ ; ৩ ৪৫-৪৬ ; ৪ ৩-৪ ; ৫ ৫৪-৬০ ; ৬ ৯-১০ ; ৭ ১১-১৫ ; ৮ ৪-৯, ৮৬ ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ইয়োরোপের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা : ১ ৪, ৭ ; ৮ ৮৩, ৮৪, ৮৫ ; ৯ ৪৫-৪৬ ।

রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক উত্তেজনা প্রশমন সম্পন্ন করা ।

নিরস্ত্রীকরণ এবং সামরিক ঘাঁটিগুলির বিলোপসাধন সংক্রান্ত প্রশ্ন : ১ ৩-৪, ৬-৭ ; ৫ ৩৮-৩৯ ; ৬ ১৮-১৯ ; ৮ ১১-১৩; ৯ ১৩-১৫।

নিখিল ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজনীয়তা : ১ ৩-৪ ; ৩ ৪০-৪১ ; ৫ ৩৮ ; ৬ ৩-৪, ১৮-১৯ ; ৭ ১৪ ; ৮ ১১-১২ ; ৯ ১৪-১৫ ; ১০ ৪৪-৪৫ ।

সংঘর্ষ ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ নীতির সংকট। সমরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নাটো জোটের আগ্রাসী নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন : ১ ৬-৮, ১৭-১৮, ২৬-২৯ ; ২ ৪৬-৫৩ ; ৫ ৩৮-৪৩ ; ৬ ৪-৫ ; ৮ ৯-১৩ ; ৯ ৮৭-৯১ ; ১০ ৬৯-৭৩ ।

ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান হল বর্তমান সময়ের জরুরী প্রয়োজন। দক্ষিণপন্থী বিপদ যে কোনো রূপই নিক না কেন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা : ১ ৮-১০ ; ৫ ৩-৫, ৩২-৩৬, ৪৭-৫২ ; ৬ ৩, ২০-২১ ; ৭ ২৩-২৯ ; ৮ ২৫-২৯ ।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতিসমূহের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সুবিধাবাদী বিকৃতকরণের বিরুদ্ধে : ১ ১২-১৪ ; ৩ ১৩-১৯ ; ৭ ১১-১৫ ; ৮ ৩-৯ ; ৯ ৮৭-৯১ ; ।

ইয়োরোপে শান্তি ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে সমস্ত সামাজিক শক্তিসমূহের ঐক্যের জন্য সংগ্রাম : ১ ৩-৫, ৬-৮, ১৫ ১৭ ; ৫ ৩৮-৪৩ ; ৬ ৫৫-৫৯ ; ৮ ৯-১৩ ; ১০ ৪০-৪৬ ।

৪. ইয়োরোপে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যাবলী

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কার্যক্রম। সমাজতন্ত্র গঠনের নেতৃস্থানীয় শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি। আন্তঃপার্টি জীবন সম্পর্কে প্রশ্নাবলী : ১ ১৪-২১, ২২-২৭ ; ৩ ২৫-৩২, ৩৫-৩৬ ; ৪ ২৩-২৭, ৮৯-৯১ ; ৫ ৫-১১ ; ৭ ৩-১১ ; ৮ ৩৫-৪১, ৮২-৮৫ ; ৯ ৫৯-৭৭ ; ১০ ৩-৯, ৩২-৩৮, ৮৬-৮৮ ।

ইয়োরোপের পুঁজিবাদী অংশে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি ও সমস্ত শান্তিকামী শক্তিগুলির সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা : ১ ১০-১১ ; ২ ১৮-২১, ৩৩-৩৮ ; ৩ ৪০-৪২ ; ৪ ১২-১৮ ; ৮ ৫-৯ ; ১০ ২৮-৩১ ।

শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে জঙ্গী মনোভাবের বৃদ্ধি। ধর্মঘট আন্দোলনের বিস্তার। মেহনতী মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় কমিউনিস্টদের সংগ্রাম। ট্রেড ইউনিয়নগুলির আরো সক্রিয় ভূমিকা : ১ ২৬-২৯ ; ২ ৩১-৩৮, ৫৪-৫৮ ; ৩ ৩৪-৩৫ ; ৫ ২৩-২৬ ; ৬ ৬-৭, ১০-১১, ৬০-৬৫ ; ৭ ১৬-২২ ; ১০ ২৫-২৭, ৫৪-৫৬ ।

পশ্চিম ইয়োরোপের কমিউনিস্টগণ কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির গণতান্ত্রিক বিকল্প। একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে বামপন্থী ঐক্যের জন্য : ১ ২৭-২৮ ; ৩ ৪০-৪২ ; ৪ ১২-১৮ ; ৫ ৫৮-৬০ ; ৬ ৬৩-৬৫ ; ৭ ৭৮-৮০ ; ৯ ৪০-৪৩, ৫৭-৫৮ ; ১০ ২৯-৩১, ৫৫-৫৮ ; ১১ ২৪-২৭ ।

ইয়োরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি : শান্তি ও সামাজিক প্রগতির অগ্রগামী শক্তি। শান্তি-সংগ্রামে নীতিগুলির স্বেচ্ছা-মূলক সমন্বয় ও যুক্ত কার্যক্রমের গুরুত্ব : ১ ৩-৫, ১০-১২ ; ২ ৪৯-৫৩ ; ৩ ৪৫-৪৮ ; ৪ ৩-৭ ; ৫ ৪-৫, ৩৮-৪৩ ; ৬ ৭-১০ ; ৭ ৪-৫ ; ৮ ৩-৯, ৮৬-৮৭ ; ১০ ২৬-২৭, ৮৮-৯০ ।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন আহ্বানের জন্য : ৭, ১১-১২ ।

ডায়রি

প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিটির সদস্য কমরেড মিজুয়েল এ্যাঞ্জেল সোলের প্রাগে অবস্থানকালে **ডব্লু এম আর** সম্পাদকীয় দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমস্যা সম্পর্কিত কমিশনের বৈঠকে ভাষণ দেন। তিনি বিস্তৃতভাবে প্যারাগুয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সি পি পি এবং **ডব্লু এম আর**-এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

মঙ্গোলিয়ার পিপলস রেভলিউশনারি পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের এবং মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত তত্ত্বগত সম্মেলনে **ডব্লু এম আর**-এর একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর সদস্য আমাথ দানসোকো এবং কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মেল দোইগ।

* * *

বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় ৭ম আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মইন-এ ২৬তম আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় 'শান্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রকাশনী' অংশগ্রহণ করে। বহু পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা, প্রকাশনী এবং অসংখ্য পরিদর্শক ২৭টি ভাষায় প্রকাশিত **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** এবং 'শান্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রকাশনীর' **তথ্য বুলেটিন** ও নতুন বই-এর সঙ্গে পরিচিত হয়।

আগামী সংখ্যায়

১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে বহুদেশে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল। এই বিপ্লবগুলি পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।

সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ১৯১৭ সালের যে অক্টোবর বিপ্লব সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে সেই বিপ্লবের সময় থেকে শুরু হয়েছে এক বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হল এই প্রক্রিয়ার এক সর্বশ্রেষ্ঠ দিকচিহ্ন। **শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের** জানুয়ারি সংখ্যায় থাকবে বহু প্রবন্ধ যাতে আলোচিত হবে যে কি করে গত তিরিশ বছরে দুনিয়া পরিবর্তিত হয়েছে।

আপনারা যে সব বিষয় পাবেন তার কয়েকটি :

—বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি স্তর;

—পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদান;

—সমাজতন্ত্র বিকাশের নিয়ম ও তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব;

—জনগণতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা রূপ;

—উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উন্নত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বর্তমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা;

—উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রভাব।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

১৯৭৪ সালের সূচীপত্র

(সংখ্যা ১—১২)

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ঃ শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী শীর্ষক পত্রিকা সম্পর্কে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের যুক্ত ঘোষণা	২	৩
ঃ ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক	৬	১৮
ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পাদকদের সম্মেলন	২, ৩	৪১, ৪২
ঃ ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এক সম্মেলনে মিলিত হতে চলেছে	১২	
ঃ ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলন	৩	৪০
ঃ নতুন পাওয়া লেনিন রচিত কয়েকটা দলিল	৩	৩
ঃ নববর্ষে বিশ্বে আসুক শান্তি	১	৩
ঃ আমাদের পাঠকদের প্রতি	৫	৩
ঃ জি আর্মেন্ডো আলভারেজ ঃ অক্টোবর বিপ্লব এবং আজকের বৈপ্লবিক পদ্ধতি	১১	১৩
ঃ এ আপ্রো ঃ জনপ্রিয় শাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা	১০	১৭
ঃ ভি বিলাক ঃ ফলপ্রসূ পরিবর্তনের ভিত্তিকে দৃঢ় করুন	১	৬
ঃ এন চাউই ঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট ও আরব মুক্তি আন্দোলন	৮	২০
ঃ ওয়াই দাদু ঃ ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে লাভবান হয়েছে ভোরস্টার, স্মিথ আর কাইতানোর চেলারা	১	১৭
ঃ জি ড্যানিলিয়াস ঃ শান্তি, বিপ্লব ও কমিউনিস্টদের কর্তব্য	৪	৩
ঃ এস-এ ডাঙ্গে ঃ আন্তর্জাতিক সমঝওতা এশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে এক অভিনন্দনযোগ্য ঘটনা	১	৮
ঃ এ ফাণ্টিস ঃ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শ্রেণীস্বার্থ	৭	১৬
ঃ পি গোঁসাস ঃ আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন অগ্রগতিসমূহ	৭	১৬
ঃ এল ভি গোট ঃ শান্তির জন্য ব্যাপক ঐক্য	১	১০
ঃ এস জেড হ্যাণ্ডেল ঃ সাম্রাজ্যবাদকে কোনো যুদ্ধ শুরু করতে দেবেন না	১	১৫
ঃ ই হোনেকার ঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে	১০	৩
ঃ মাইজিস্লাভ জাগিয়েলস্কি ঃ সহযোগিতার রণনীতি	১১	১৯
ঃ পি জারসজেউস ঃ জনগণের ক্ষমতার তিরিশ বছর	৭	৩
ঃ এফ কুলাকভ ঃ লেনিনীয় কৃষিনীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে তার প্রয়োগ	১০	১০
ঃ জে লেনার্ট ঃ লেনিনবাদ ও স্লোভাক অভ্যুত্থানের শিক্ষাসমূহ	৮	১৪
ঃ এস লুতসান ঃ এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা ঃ বর্তমানের নির্দেশ	৪	৭
ঃ সি মেণ্ডেস ঃ পর্তুগাল ফ্যাসিবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে	৬	২০
ঃ এস ওলসজউস্কি ঃ শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভিত্তি	৯	১০
ঃ ই পাপাইয়ান্নু ঃ জোটমোচনে সব দেশের সুবিধা হয়	১	১২
ঃ বি পনোমারিয়েভ ঃ বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া	৬	৩
ঃ এফ পুজা ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনৈতিক সমন্বয় সাধন	৮	৯
ঃ এম রেইম্যান ঃ শান্তি-যুদ্ধ বিপ্লব	৮	৩
ঃ ভ্লাদিমির শচেরবিটস্কি ঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাতি সম্পর্কের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	১১	৬
ঃ এইচ সিনডারম্যান ঃ সার্বভৌম রাষ্ট্র সমূহের অর্থনৈতিক সংহতি	৬	১২
ঃ এল স্ট্রুগাল ঃ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	৯	৬
ঃ ডুমজামিনভসেনেবল ঃ মঙ্গোলিয়ার উন্নতির শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা	১১	৩
ঃ ডি আরবানী ঃ একটি মতবাদ যা বিশ্বের ব্যাখ্যা করে এবং তার রূপান্তর ঘটায়	২	৬
ঃ টি ঝিভকভ ঃ ত্রিশ বছরের শিখর দেশ থেকে	৯	৩

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
পার্টি		
ঃ আজকের প্রত্যক্ষ প্রচার—একটি বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত হাতিয়ার	৬	৩২
ঃ এল ব্যালট ঃ সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিকশ্রেণী	১০	২৮
ঃ মিওড্রাগ বোগিসেভিক ঃ বিপ্লবী কার্যক্রমের মহাসম্মেলন	১১	৩৫
ঃ ভি বোনেভ ঃ যুক্তফ্রন্টের জন্য সংগ্রাম	৭	২৩
ঃ নিকোলাস চেওই ঃ একটি বাস্তব বিকল্প	৭	৪৪
ঃ নিকোলাস চেওই ঃ জনস্বার্থের রক্ষক	১১	৩১
ঃ ঘিওরঘে সিওয়ারা ঃ পার্টির রাজনীতিক কাজ এবং সামাজিক আর্থনীতিক উন্নয়ন	৩	২০
ঃ আই ককস ঃ বৃটিশ কংগ্রেসের এক নতুন পর্যায়	১	৩০
ঃ এ কুনহাল ঃ কমিউনিস্ট নৈতিকতা	১	১৯
ঃ এ দোবিয়েচজেউস্কি ঃ এ বিষয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক মত-বিনিময়ের পূর্বানুবৃত্তিতে আমাদের একালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি যে শক্তিটি সমাজকে সংযুক্ত ও রূপান্তরিত করেছে	৪	২৩
ঃ এম ডোইগ ঃ বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ হল আন্তর্জাতিক কর্তব্য	৩	১৩
ঃ এম ডোইগ ঃ কানাডাবাসীদের নিজগৃহে নিজেদেরই প্রভু হতে হবে	৮	৩১
ঃ জি গ্যানসিনি, জেড ব্লুম, কে এইচ স্ক্রুডার, জি ই জ্যাকসন, ই গ্যাসপারিনি ঃ ঐক্যের একটি উপাদান	৫	৬৬
ঃ বালডোমেরো গনজালেস ঃ সতর্ক প্রহরার উন্নয়ন	২	৪০
ঃ গেরহার্ড গ্রুনেবার্গ ঃ এস ইউ পি জি-র কৃষিনীতি	৪	১৮
ঃ জি হল ঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল সৃজনশীলতা	৬	২২
ঃ জ্যাকস্ হফম্যান ঃ আমরা তরুণদের উপর আস্থাশীল	৯	২৯
ঃ সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৬, ৮, ১০, ১২, ৩৭, ২৯, ২৮, ৩৮	
ঃ আর ইসকারো ঃ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী জনগণের সংগঠক	৭	২৯
ঃ স্যানডর জ্যাকব ঃ শ্রেণীর পার্টি, জনগণের পার্টি	৩	২৫
ঃ ডব্লিউ কাসতান ঃ রাজনৈতিক গণপ্রচারে কমিউনিস্টরা	৪	২৯
ঃ ব্রুনো কুস্টার ঃ পার্টি যৌবনে উপনীত হচ্ছে	৩	৩২
ঃ ফার্নান্ডোলোপেজ ঃ আক্রমণাত্মক প্রচারের জন্য	৩	৩৩
ঃ এইচ মিয়েস ঃ দেশের ভাগ্য জনগণের হাতে থাকতেই হবে	১	২৬
ঃ স্টোইয়ান মিখাইলভ ঃ পার্টির কাজে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা	১১	৩৭
ঃ এফ মুহরি ঃ অস্ট্রিয়ার জন্য একটি গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিকল্প	৪	১২
ঃ এল নাগি এবং এন প্রসুনিন ঃ কিভাবে জনসমর্থন জয় করা যায়	২	৩৩
ঃ ফ্রিজ নোল ঃ তথ্য কেন্দ্র	৭	৪৪
ঃ ই পাপাইয়া ঃ গণ ঐক্য গঠন	৮	২৫
ঃ পার্টি সংবাদ ঃ	১, ৪, ৭, ৯, ১১	৩৫, ৩২, ১০২, ২৯, ৩৫
ঃ ভার্গিলিও পেলুফো ঃ বে-আইনী অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার পর	১	৩৫
ঃ এম রডরিগুয়েজ ঃ কষ্টকর পঁচিশ বছর	৯	২০
ঃ আর্ন সারিনেন ঃ গণতান্ত্রিক উন্নয়নের নেতৃস্থানীয় শক্তি	১১	২৪
ঃ এল স্যানচেজ ঃ জনগণের বিপ্লবী ঐক্যের জন্য	২	২৭
ঃ লুই সানচেজ ঃ ঘটনার প্রভাব এবং কমিউনিস্ট মনোবল	১১	২৮
ঃ ও সোনশে ঃ বিপ্লবী নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা	৪	২৭
ঃ কে এইচ স্ক্রোডার ঃ আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগঠন	১০	২৩
ঃ লালেশ্বর কুমার সিং ঃ সংগঠন ও জঙ্গীপনা	৯	৩০
ঃ এ. সোবোলভ ঃ বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সাধনের পার্টি	২	১৪
ঃ এল স্তেপানোভ ঃ পার্টির কাজে কমিউনিস্টরা	৩	৩৪
ঃ ইলজিক সিকবা ঃ দেশজুড়ে গণসভা	২	৪০
ঃ এফ স্লাশ্চিমন ঃ সমাজতান্ত্রিক বিকাশের গতিশীলতা	২	২২
ঃ টি ভ্যারেলা ঃ অগ্রণী বাহিনী, আমাদের যুগের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি	৯	১৭
ঃ টি ভ্যারেলা, জি কিয়াটোস্কি, এ ভলকভ ঃ পোল্যান্ড সমাজতন্ত্রের দুর্গ	১০	৩২
ঃ পেদ্রো ভাজকুয়েজ ঃ পার্টি ইস্তাহার এবং জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া	১	৩৬
ঃ সমাজে যুব সক্রিয়তা ও কমিউনিস্টরা	৭, ৮	৩৫,৩৬
ঃ আরউইন জাকার শিলি ঃ স্মরণীয় ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪		
তত্ত্ব		
ঃ ভিক্তর আফানাবিসয়েভ ঃ সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরিচালনব্যবস্থা	১১	৫৪
ঃ বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী	১০, ১১	৪০, ৪১
ঃ জর্জি আর্বাটভ ঃ রণনীতির অচলাবস্থায় ঠাণ্ডা লড়াই দর্শনের দেউলিয়াপনা	২	৪৬

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ঃ এইচ চেলোজ ঃ অর্থনীতি ও সমাজপ্রগতি	৬	৪৪
ঃ আই কক্স ঃ ধনতান্ত্রিক সংকটের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য	৫	১৬
ঃ ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি	৮	৫১
ঃ দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নে মতান্তর—মার্কসবাদ ও ক্যাথলিকদের আলোচনা সভা	৬	৫৫
ঃ অর্থনৈতিক সংযোজন এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া (আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন)	৯	৪৭
ঃ টি জর্জ ঃ বিপ্লবের বিজ্ঞান ও নতুন সমাজগঠন	১২	
ঃ জি হল ঃ তত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব	৮	৫১
ঃ এইচ হেবার ঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রসমূহ		
ঃ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ঃ সোভিয়েত এবং পোল্যাণ্ডের পণ্ডিতদের আলোচনা	১	৬ ৫০ ৫৪
ঃ এন ইরিবাজাকভ ঃ সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ	২	৬৫
ঃ টি জারোসজিউস্কি ঃ সমাজতন্ত্রবাদ এবং খৃস্টীয় মানবতাবাদের বামপন্থী ক্যাথলিক ভাষ্য	৮	৬১
ঃ ভি কেল্লে ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও মতাদর্শের সংগ্রাম	৪	৪৪
ঃ আর কোসোলাপভ ঃ উন্নত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি	৯	৪৭
ঃ শ্রম বনাম পুঁজি ঃ (আন্তর্জাতিক গবেষণা গোষ্ঠীর আলোচনা)	২	৫৪
ঃ অধ্যাপক জে লিউইস ঃ সত্যরূপে প্রচলিত সংস্কারসমূহ ঃ সংকটের মধ্যে বুর্জোয়া দর্শন	১	৪৮
ঃ এ লিলভ ঃ আজকের যুগে মুখোমুখি মতাদর্শগত লড়াই	৫	৫৩
ঃ রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শ্রেণীসংগ্রাম	৩	৪৩
ঃ ভি পেসেনেভ ঃ প্রজন্মসমূহের বিপ্লবী ঐক্য	৩	৪৮
ঃ জে পারটন ঃ ধনতন্ত্রের সংকট ঃ কয়েকটি সমস্যা	১২	
ঃ আর রোনাই, এস কারপাতি ঃ পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্র গঠনে ভিত্তি ও উপরিতল	১	৪২
ঃ জে স্লেইফস্তাইন ঃ "জীবনের মূল্য" সংক্রান্ত ধারণা কার উদ্দেশ্য সাধন করে	৭	৫৭
ঃ টি স্টোয়িচেভ ঃ ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথোপকথনের মতাদর্শগত দিক	১০	৪৭
ঃ ভি ভেনেউসানোপোলাস, ভি গালিয়েভ, এস জওয়াদস্কি, জে স্মিরগেল্ড ঃ সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণার ইতিহাস প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য	৭	৪৯
ঃ এ ভেরব্লান ঃ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও লক্ষ্য সমন্বিত গোষ্ঠী	৫	৩
ঃ সেনাবাহিনী কার স্বার্থ রক্ষা করে ? (আন্তর্জাতিক গবেষণা মণ্ডলীর আলোচনা)	৪	৩২

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

ঃ মিলান আলেক্সিক ঃ ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা	৭	৮৩
ঃ ওনিদা আলভারেজ ঃ বিপ্লবী কিউবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি	১১	৬৬
ঃ এস আলভারেজ, জে পি জর্জ, কে. লুকেস, এফ নাদ্রা, এস গোমেস, জে দরমিলিয়ে এম ব্রুনো ঃ মুক্তির লগ্ন আসবে	৫	৮৫
ঃ এন আসহাব, এম ওসমান, এ হাবা ঃ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষে আরব ফ্রন্ট	১	৮০
ঃ এন আসহাব ঃ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গ	৪	৬৫
ঃ জেড বেল্লামি ঃ বৃটেনে জাতি-বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	৩	৭১
ঃ লারবি বহালি, তাদ্যুৎস রেবিয়াক, ইদ্রিস কক্স এবং অটো সানচেজ ঃ একটি প্রাচীন দেশের নবরূপ	১১	৬০
ঃ ভি ক্যাব্রাল ঃ প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য ঐক্য, সংগ্রাম, প্রগতি	২	৯১
ঃ ঐক্যের ডাক	৪	১০৪
ঃ আর কাস্তিলো ঃ বিপ্লবের শিক্ষা ও সম্ভাবনা	৭, ৮	৬২, ৬৭
ঃ সি ভি চামোরো ঃ জল্লাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ কর	১১	৮৩
ঃ কমিউনিস্ট যোদ্ধা	৮	৮১
ঃ ডি কনস্টান্টিগু ঃ সাইপ্রাসের কঠিন দিনগুলি	৯	৮৫
ঃ ইদ্রিস কক্স, অটোসানচেজ, মেল ভয়েগ কসটাস পাফিটিশ, হামিদ সফরী, জর্জ কিয়াটোস্কি ঃ সমান অধিকার, পারস্পরিক সাহায্য, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা	৬	৬৫
ঃ সি কুয়াদ্রা ঃ যে শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নেই	১২	
ঃ পি ডেলা সেটা ঃ গৃহ সংকটের উৎস	৪	৭১
ঃ আলভারো দেলগাদো ঃ জঙ্গীবাদের বিপদের বিরুদ্ধে চিলির জনগণের প্রতি সংহতি, বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যের সংগ্রাম জোরদার করছে	২	৮৩
ঃ আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংবাদ ব্রাজিলে নিপীড়নের প্রবাহ	৯	৯১

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
ঃ আই ইস্কান্দারী, আই বিলেন কমিউনিস্ট বিরোধিতা পিছু হঠছে	৮	৭৩
ঃ বন্ধুদের দৃষ্টিতে বুলগেরিয়া	৯	৫৯
ঃ ফ্রিয়েদল ফুর্নবার্গ, মার্টিন গানার নুটসেন, জাহি কারকারি ঃ শক্তির লড়াই আর নয়	৫	৪৩
ঃ এ গালকিন ঃ ফাশিস্তদের পরাজয় এবং চরম দক্ষিণপন্থী বিপদ	১২	
ঃ এল ভান গেইট ঃ বেলজিয়ামে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংকট	৯	৫৩
ঃ কে জিয়াউরভ ঃ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ	৪	৫৪
ঃ আদেল হাবা ঃ সম্ভাবনাময় প্রথম পদক্ষেপ	৬	৭৮
ঃ জি হান ঃ শান্তি সংগ্রামের ব্যাপকতর ফ্রন্ট	১২	
ঃ বি ইব্রাহিম ঃ অস্ত্রের ভূমিকায় তেল	৫	৭২
ঃ জি জগন ঃ গায়না থেকে চিলি	৬	৭২
ঃ ডব্লিউ কাস্তান, এইচ গতিয়ার ঃ জোটহীনতা এবং শ্রমিকশ্রেণী	৫	৩৮
ঃ ড়ি খেনিন ঃ অক্টোবর যুদ্ধোত্তর ইস্রায়েল	২	৭৯
ঃ এন কে কৃষ্ণান, ভি ডব্লিউ সুবাসিংহে, কে রায় ঃ দক্ষিণ এশিয়া ঃ শান্তি ও সহযোগিতা	৫	৪৭
ঃ ও লারা ঃ ক্রোধের কথা	৬	৭৭
ঃ দক্ষিণ আমেরিকা ঃ বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা (আন্তর্জাতিক নারে আলোচনা)	৫	৭৪
ঃ লোরেঙ্কো ঃ পর্তুগালের প্রতিক্রিয়া াট ঝুঁকি নিয়েছিল এবং যা য়েছে	১২	
ঃ বোক্সা ঃ গণ-নিধনের ার	১২	
ঃ স মেন্ডেস ঃ স্বাধীনতার অরুণোদয়	৭	৭১
ঃ সি মেন্ডেস ঃ প্রকৃত সাম্যের প্রকৃত পথ	১০	৬৪
ঃ ও মিল্লাস ঃ অর্থনৈতিক অরাজকতার কবলে চিলি	৯	৭৮
ঃ আবদুল্লা মহম্মদ ঃ রাজতন্ত্রকে হঠতে বাধ্য করেছি	১১	৮০
ঃ কে ম্রোউই ঃ মধ্যপ্রাচ্যের নতুন পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করুন	৩	৬৬
ঃ ফয়াদ নাসার ঃ ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জিতবো	১১	৭৯
ঃ টি নিনা ঃ প্রতিবিপ্লবী ক্যু-এর সুত্রাবলী	৬	৭৪
ঃ ডঃ নুয়েন হু থো ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত অঞ্চলে নতুন জীবনযাত্রা গঠনকর্ম	৪	৫১
ঃ এম ওরিওভান ঃ অনুপ্রেরণাদায়ক পরিবর্তন	৫	৩৭
ঃ সংসদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম ঃ মত বিনিময়	১০	৫২
ঃ ই পেস্টোরিনো ঃ সন্ত্রাস বন্ধ কর	৭	৮১
ঃ জাইমে পেরেজ ঃ একনায়কতন্ত্র থেকে স্থায়ী সরকার	১১	৭০
ঃ জে পিটম্যান ঃ উত্তেজনা প্রশমন সংগ্রামের প্রধান ঝুঁকি	১০	৬৯
ঃ জি প্রিসোনিয়ার ঃ ফরাসী কৃষক ঃ পরিবর্তন ও পরিপ্রেক্ষিতসমূহ	৬	৬০
ঃ পোলিশ, সোভিয়েত এবং চেকোস্লোভাক শ্রমিকদের নিজস্ব শ্রেণীতে স্থান ও ভূমিকা	২	৬৯
ঃ জেড প্রাজস্কি ঃ নতুন ছাঁদে পুরানো কাহিনী	৩	৮৫
ঃ জে প্রাজস্কি ঃ সোভিয়েত বেরোধী খেলার বাজী পরাস্ত	৪	২৮
ঃ জান প্রাজস্কি ঃ ইতিহাস রচিত হচ্ছে	৮	৮২
ঃ জান প্রাজস্কি ঃ উত্তেজনা প্রশমনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া	৯	৮৭
ঃ আর প্রিয়েতো ঃ জুন্টার অত্যাচার শিবিরে পাঁচ সপ্তাহ	২	৮৮
ঃ জি রাবেসাহাল্লা ঃ মাদাগাস্কার এগিয়ে চলেছে	৭	৯০
ঃ ই রডরিগেজ ঃ ক্যু-এর পর উরুগুয়ে	৫	৯৩
ঃ এইচ শফরি ঃ নতুন প্রজাতন্ত্রের দুর্গম পথ	৭	৮৭
ঃ এস জি সরদেশাই ঃ জোটনিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধ ও সাফল্য	৩	৫৪
ঃ জে শ্চমিরগেল্ড ঃ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পথে লাতিন আমেরিকা	১০	৫৮
ঃ ভি শাধেইয়েভ ঃ নতুন পথের রূপরেখা	৩-৪	৭৭-৭৬
ঃ এ সাইটিকভ ঃ ইয়োরোপের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব	১২	
ঃ ইন্দোনেশিয়ায় নিপীড়ন বন্ধ কর		
ঃ রি সিনক্লেয়ার ঃ উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের সংকটের পশ্চাতে	৮	৭৭
ঃ আর ডি সুজা ঃ চিলির ঘটনাবলী ও পানামার বৈপ্লবিক ধারা	১	৭৫
ঃ মাইথাল স্ট্যানসেন ঃ পার্টি নীতির সামাজিক দিকগুলি	১১	৭০
ঃ এস সুদিমান ঃ ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীন জীবনে পরিবর্তন	১০	৮৩
ঃ ভি তেইতেলবোইম ঃ আগামী দিনের বিজয়ের প্রস্তাবনা	৩	৬০
ঃ প্রগতির পথ ঃ (সি এম ই এ-র পরিণতি এবং প্রত্যাশা)	১	৬১
ঃ পি ভাসকোয়েজ ঃ যে স্বৈরতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে আসছে	৪	৬০
ঃ বি সুইকা ঃ উত্তেজনা প্রশমন এবং মতাদর্শের সংঘর্ষ	১২	
ঃ এস ওয়ালস ঃ ফরাসী কানাডীয় জাতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে	১০	৭৯
ঃ জি ওয়াশারম্যান ঃ ফরাসী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ রাজনৈতিক মেরুভবন	৭	৭৪
ঃ ই ওয়েবার ঃ এফ আর জি ঃ নতুন মুখ	৭	৭৬

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
উইম্বার : সোশ্যাল ডেমোক্রাসি এবং সামাজিক অংশীদারত্ব	১০	৭৪
ইচ উইনস্টন : বর্ণবিদ্বেষী মতাদর্শ ও কর্মের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা		
হাক ঐক্যবদ্ধ	৫	৬১
এ ইয়াতা : বিশ্ব সম্পর্কের মধ্যে রিবর্তন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন	৫	২৭
র প্যাভিল্লা : হণ্ডুরাসে তিন্ত্রীকরণের পদ্ধতি	১২	
জেনন : "জুলানী সংকট" কে মুনাফা করার প্রয়াস	৩	৮৩

পুস্তক, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র

বারডিজ : শ্রেণীসংগ্রামে নারীরা	৩	৯৮
ল বেনোইৎ : সম্মান ও বকের বাণী	৪	৯২
বকভ : সমাজতান্ত্রিক গরিকত্বের অনুশীলন	১১	৮৪
ক্ষিপ্ত পুস্তক-আলোচনা :	৩-৪	১০১-১০২
তকসমূহের সমীক্ষা :	৭, ৯	৯৯, ৯৩
সেপেদা : কলম্বিয়ার উনিস্টদের কণ্ঠস্বর :		
র প্রোলেতারিয়া	১	৯৭
লেতারীয় সংগ্রামের কেন্দ্রীভূত ভিজ্ঞতা (সোভিয়েত ইউনিয়নের মিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় টির তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ত্রিকা "কমিউনিস্ট"-এর বার্ষিকী)	৪	৮৯
মনসাকো, এ লেরুমো : কায় দুর্ভিক্ষ : শুধু কি বৃষ্টি	১	১০০
ই ডেভিডভ : সাম্রাজ্যবাদী দশিক নীতি'ধারণার বিবর্তন		
টি সমালোচনামূলক সমীক্ষা	১	৮৬
ডিন : খোলাখুলি আলোচনা	৪	৯৯
ডোকো : একটি শ্রেণীগত লেষণ	১০	৯২
সুরেৎকানাল : নয়া ঔপনিবেশিকতার সীমা	১২	
নেটসানেপোলস : গ্রীসে স্থার পরিবর্তন	১২	
জাপিরাইন : একনায়কত্বের অবলম্বন	১২	
: ইয়োরোপীয় শান্তি ও গুস্তার জন্য	১২	
ডভাল : স্বাধীনতা না উপনিবেশবাদ ?	১২	
ল : প্রতিক্রিয়ার ভৃত্যকুল	১২	
গ্যাল্লি : উনিতা—৫০ বছর	২	৯৪
ীতিক সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান : স্ববোদা প্রকাশনার র ইভান প্যালনক্‌জির সাক্ষাৎকার	১০	৯৪

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
: লিওন গার্দে- এনার্জি ক্রাইসিস পলিটিকস্‌	৮	৯২
: ডঃ গুণ্টার হেনিং : যে বইগুলি আমাদের সময়কে বুঝতে সাহায্য করে	৭	৯৯
: কে কারপিনাস্কি; জে সেনসিস্‌ : কমিউনিজম্‌ বিরোধিতার কড়া মাশুল	৬	৮৮
: জেড খেরী : যে ভাবাদর্শ আমাদের পথকে আলোকিত করে	৩	৯৬
: ডঃ জন লুইস : ডব্লিউ এম আর-এর প্রশ্নাবলী	৮	৯৫
: ভি রোমান : ভাবধারার সংগ্রামে গ্রন্থ	১২	
: এস মিহ্‌তারিয়ান ও ভি রাস্তরগুয়েভ : প্রতিরক্ষা থেকে শান্তিপূর্ণ গঠনকর্ম	৩	৯১
: লাজলো নাজি : জনসাধারণের সেবায় একটি নীতি	১০	৯১
: পি নাউমভ : শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য	৭	৯৪
: 'ডাস্‌ ক্যাপিটাল'-এর নতুন সংস্করণ	২	১০০
: ও বি : একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী জালিয়াতির স্বরূপ উদ্ঘাটন	১	৯৩
: ই ইয়ারোপোলভ : প্রাচীন পশ্চাৎপদ অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই	১২	
: জোয়াকুইন পেরেইরা : এ লাইফ ডিভোটেড টু দি রেভলিউশন	৮	৯২
: ডব্লিউ জে পোমেরয় : অত্যাচারীদের কখনো গায়ের রং দিয়ে ভাগ করা যায় না	২	৯৬
: মজিল এল রাধি : ইয়ারস অব হিরোইক স্ট্রাগল	৮	৯৩
: এম রাকাস : যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট লীগের দশম কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি	৪	৯৫
: আর রিশতা : বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রভাব	৯	৯৭
: এ ভলকভ : কমিউনিজম গঠনের ফলাফল ও সমস্যাবলী	১২	
: জোসেফ স্ক্লেইফস্টেন : ডবলু এম আরের প্রশ্নাবলী	১০	৯৪
: এল সেভে : বিরামহীন সংগ্রাম	৬	৮৪
: ভি সুমোদিয়েভ : কমিউনিস্ট বিশ্বাসের অনুশীলন	১০	৮৬
: জি টোপের : কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উৎসব	১১	৯০
: ইমরি তরসুইয়েভ : প্রোমোটিং কালচারাল এক্সচেঞ্জ	৮	৯৪
: জি টুডর : প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	১০	৯৩
: ইগর ভ্যাসিলিয়েভ : অটো ব্রাউ : ইয়াস্‌জলো কাহুলিকস : জন দানেচ্‌কি	২	১০১
: ডব্লিউ মারকুইস—ডব্লিউ এম আরের প্রশ্নাবলী	১১	

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
এন এস—আদর্শ থেকে বাস্তব	১২	
জে পিটম্যান—একচেটিয়াপতিদের ষড়যন্ত্র	১২	
১৯৭৪ : ডব্লিউ এম আরের প্রচারবর্ষ :	৬-১২	৯৬, ১০১, ৯৭, ৯৬
ই ইয়ারোপোলভ : সময়ের সঙ্গে তাল রেখে :	১০	৮৮

তথ্য

এম জিমিয়ানিন : শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে	৮	৮৬
শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে আমরা আপনাদের নতুন নতুন সাফল্য কামনা করি	১	১০৭
ওয়ার্কার্স এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ		
ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টি : গুয়াতেমালার পার্টি অব লেবার (জি পি এল) পশ্চিম বার্লিনের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি (এস ইউ পি ডব্লিউ বি)	১	১০২-১০৩
পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি : পিপলস পার্টি অব ইরান : প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি	২	১০৬-১০৭
কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি : কমিউনিস্ট পার্টি অব ইস্রায়েল : জর্ডানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস পার্টি অব পানামা	৩	১০৪-১০৬
আয়ার্ল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি : ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্ট পার্টি	৪	১০২-১০৩
অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি : কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া	৬	৯৮-৯৯
উরুগুয়ার কমিউনিস্ট পার্টি : গায়নার পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি : পুয়ার্টোরিকান কমিউনিস্ট পার্টি	৭	১০২-১০৩
গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি : সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব নিউজিল্যাণ্ড	৮	৯৮-৯৯

	সংখ্যা
প্রকৃত সাম্যের প্রকৃত পথ : ১৯৭৫—আন্তর্জাতিক নারী বৎসর	১০
পুঁজিবাদ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য (পরিসংখ্যান)	২
পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শ্রেণীসংগ্রাম (তথ্য ও ঘটনায়)	৫
সহযোগিতার নতুন স্তর : (সমাজতান্ত্রিক সংহতির পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা)	৬
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (তথ্য ও সংখ্যা)	৫
সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা (তথ্য ও সংখ্যা)	৫
সংগ্রামী মহাদেশসমূহ	৫
এ এল ফিনিশীয় রাজনৈতিক পোস্টার	১০
জারজি বোরোউইজ : পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পোস্টার	৪
এফ এস নেরুদার দেশে নৃশংসতা	৭
লেনিন পার্টি সদস্য সংগ্রহ অভিযানের পঞ্চাশতম বার্ষিকী	১
জি কে : শ্রেণী সংগ্রামের পোস্টার	৫
করলোভি ভেরি চলচ্চিত্র উৎসব : শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য	৯
এম এইচ : চেকোস্লোভাক রাজনৈতিক পোস্টারসমূহ	২
এম আর : ইতালির রাজনৈতিক পোস্টার	৬
বিপ্লব—হ্যাঁ : সামরিক অভ্যুত্থান—নিশ্চয়ই না !	১
পি সেফার্ট : জি ডি আরের রাজনৈতিক পোস্টার	৮
এম টামাস : হাঙ্গেরীয় রাজনৈতিক পোস্টার	৭
ভি পি : প্রথম বিশ্বশান্তি সম্মেলন	৪
১৯৭৪ সালের ইয়োরোপীয় সমস্যাবলীর উপর 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' : বিষয়সূচী	১২